প্রথম প্রকাশ
মহাজন্মাষ্টমী
৪ঠা ভাদ্র ১৩৪৯

প্রকাশক : আবদুল আজীজ আল্‌-আমান এম. এ
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২

মুদ্রক :
(১ পৃষ্ঠা হতে ২০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)
শ্রীভূমি মুদ্রণিকা। ৭৭, লেনিন সরণী। কলকাতা-১৩
অবশিষ্ট অংশের মুদ্রক : শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস। ৩১, বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট। কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ এবং ত্রিবর্ণ কবি-প্রতিকৃতি : রবীন দত্ত

পরিবেশক : বই ঘর
এ-১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২

সূচীপত্র

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেছিলেন, 'যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃপ্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য।' বাংলার সৌভাগ্য যে, মধুসূদনের ন্যায় সুকবি এ-দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যশের আকাঙ্ক্ষিত অমৃত পান করে বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন।' কিন্তু জীবিতকালে তাঁকে এক উত্তাল, দ্বন্দ্বমুখর জীবনের তীব্র হলাহল গলাধঃকরণ করতে হয়েছিল। এক অস্থির বেগ, অসন্তুষ্ট আকাঙ্ক্ষা এবং অনিশ্চিত অভিযান সেই জীবনকে কিরূপ আলোড়িত করে তুলেছিল তা' আলোচনা করা যেতে পারে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে বাঙালীর জাতীয় চিত্ত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল। যুক্তিহীন আচার-আচরণের দাসত্ব, ধর্মীয় সংস্কারের মূঢ়তা এবং সংকীর্ণ ও পরাধীন জীবনবোধ আমাদের জাতীয় জীবনকে আলোবাতাসহীন কারাগারে যেন আবদ্ধ করে রেখেছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ভাবচেতনা সেই কারাগার থেকে বন্দী জাতীয় জীবনকে মুক্ত দিল অবারিত আলোর সীমাহীন জগতে। ইংরেজী শিক্ষা জ্ঞানাঞ্জন শলাকার স্পর্শে আমাদের দৃষ্টি উন্মীলিত করে দিল, স্বচ্ছন্দ বুদ্ধি ও স্বাধীন বিচারবোধ জাগিয়ে তুলল, দৈবনির্ভরশীল জড়তা এবং কর্মবিমুখ তামসিকতার উপরে আঘাত হেনে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে এবং অদম্য কর্মোদ্দীপনায় জাগ্রত বাঙালী-সত্তাকে মাতিয়ে তুলল। এ কথা সত্য যে, তখন ইংরেজী শিক্ষা মুষ্টিমেয় নগরবাসী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু যুবক শ্রেণীর এক একজন প্রমিথিউসের ন্যায় অগ্নি বহন করে এনেছিলেন, সেই অগ্নি তাঁরা ছড়িয়ে দিলেন সকল সমাজের বুকে।

ইংরেজী শিক্ষিত এই ব্যক্তিদের দ্বারা যে নবযুগের সৃষ্টি হ'ল সেই যুগ অস্থিরতা, উত্তেজনা ও মত্ততার যুগ—তা' উল্কার তীব্র আলোকচ্ছটায় ভাস্বর, তা' নির্দেশ করল ভাঙনের রক্তরাঙা পথের দিকে, আর মেতে উঠল প্রলয়-দেবতার সর্বব্যাপী জয়গানে। তখনো আসেনি ধ্রুব কল্যাণের শান্ত ইঙ্গিত, সমন্বয়ের সুনিশ্চিত আশ্বাস, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির স্বীয় কক্ষপথে প্রত্যাবর্তন। পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণী হঠাৎ মুক্তি পেলে সে শুধু মুক্তির উল্লাসে কিছুক্ষণ ধরে অকারণ ছুটোছুটি করতে থাকে। সেই অকারণ ছুটোছুটির মত্ততাই মুক্তির মদে মাতাল বাঙালী যুবকদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। তখন তারা মনে করেছিল সভ্যতা বলতে একমাত্র বোঝায় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে এবং পাশ্চাত্ত্য জাতির লোকেরাই শুধুমাত্র সভ্য। সেজন্য শিক্ষিত বাঙালী যুবকেরা সেই সব সভ্য পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীদের সব দিক দিয়ে অনুকরণ করাই একমাত্র জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিল। পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, আমোদ-প্রমোদ সব বিষয়েই তারা এদেশে আগত ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণ করতে শুরু করল। ইংরেজদের খাদ্য আমাদেব পক্ষে নিষিদ্ধ হলেও তা' পরম উপাদেয়, ইংরেজদের পানীয় মদ খাওয়ার অর্থ এক এক ধাপ সভ্যতার উন্নত স্তরে আরোহণ এবং নিজের ভাষা ভুলে ইংরেজী ভাষার চর্চার ফলেই ইংরেজ সমাজে ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব। এই ধরনের বিকৃত সব ধারণা তখন ইংরেজী শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। ইংরেজদের ধর্ম খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হলে ইংরেজদের অন্তরঙ্গ হওয়া যায়, হয়তো অনেকে মধুসূদনের মত মনে করতেন এতে বিলাত যাবারও সুবিধা হয়—সেই আশায় অনেকে খৃষ্টান হতেন—প্রকৃত খৃষ্টান ধর্মের আধ্যাত্মিক আবেগ তাঁদের মধ্যে কতখানি ছিল তা সন্দেহের বিষয়।

শুধমাত্র জীবনধারণের বাহ্য প্রণালীতে নয়, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মৌল দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শের মধ্যেও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবাহিত চিন্তা ও তত্ত্বময়তা অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। ডারউইন, হাক্সলী, স্পেন্সার প্রভৃতি বস্তুবিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রতিপাদিত তত্ত্ব সৃষ্টিরহস্যের মূলে কোনো অদৃশ্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবিশ্বাস প্রকাশ করল। শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কার্য-কারণ সূত্র এবং অনিবার্য বিবর্তন-শীলতার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টিরহস্য যে বিধৃত রয়েছে তা এই সব বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করলেন। এ'দের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা দৈবশক্তির অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ এবং অলৌকিক রহস্য সম্পর্কে মানুষের মনে যেমন বিদ্রোহ জাগাল, তেমনি প্রত্যক্ষ জগৎ এবং পার্শ্ববর্তী জীবন সম্পর্কে আগ্রহ ও অনুরাগ বৃদ্ধি করল। ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে সংশয় ও অবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে তৎকালীন দর্শনও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। রুসো ও ভলটেয়ারের দর্শন ভগবান ও ধর্মীয় অনু-শাসন সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাল। কোমতের দর্শন ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনাস্থা জ্ঞাপন করে মানবদেবতার পূজা প্রবর্তন করল। এই সব তত্ত্ব ও মতবাদ মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাস, মায়াবাদ ও দৈবনির্ভরতা নবজাগ্রত বাঙালী চিত্ত থেকে দূরীভূত করল এবং ইহজগতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং মানুষের প্রতি অপরিমেয় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন করল। মধ্যযুগীয় দৃষ্টিতে মানুষ হয় ঈশ্বর-আশ্রিত আর না হয় শয়তান-কবলিত ছিল। ঈশ্বর ও শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত করে মানুষকে তার নিজস্বরূপে দেখা—এটাই হল উনিশ শতকের মানবিকতার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।[১] মানুষ সম্পর্কে নবজাত কৌতূহল ও শ্রদ্ধার ফলে তার দোষত্রুটি, অন্যায় অপরাধগুলিও উদার ও সহনশীল দৃষ্টি দিয়ে দেখা আরম্ভ হ'ল। মানুষের মিশ্রিত চারিত্ররূপ, তার দ্বন্দ্বজটিল জীবনের রহস্যময়তা, তার প্রাণের কেন্দ্রে সুরাসুরের দ্বৈতলীলা—এসব উনিশ শতকের মানবিক দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হ'ল। পুরাণে, শাস্ত্রে যাকে অন্যায়-কারী ও অপরাধীরূপে ঘৃণা করা হয়েছে তার মধ্যে অনাবিষ্কৃত সংগুণ আবিষ্কার করা এবং চির-সম্মানিত চরিত্রকে আধুনিক বিচারবোধের তীক্ষ্ণ আলোকে বিতর্কিত ও অভিযুক্ত ব্যক্তিরূপে প্রতীয়মান করা—এগুলিই হ'ল নবযুগের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য।

পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার অভিঘাতে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে এক সর্বাঙ্গীণ মুক্তিচেতনায় উনিশ শতকের বাঙালী মানস উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। এ-মুক্তিচেতনা ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত ও দেশগত সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ, নারী-পুরুষ ও উচ্চনীচ শ্রেণীর সাম্যবোধ প্রভৃতির সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এই মুক্তিচেতনা পরিস্ফুট হয়েছিল। মুক্তিচেতনার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছিল দুর্জয় পৌরুষ এবং দুর্ধর্ষ শক্তিমত্তা। সন্ত্রস্ত জীবনের যে শঙ্কিত পদক্ষেপ নির্বীর্য ব্যক্তিত্বের যে পরাহত মনোভাব এবং নিরুদ্যম মনুষ্যত্বের যে অপরিসীম লাঞ্ছন ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছিল সেগুলি অতিক্রান্ত রজনীর গ্লানিকর দুঃস্বপ্নের মতই অন্তর্হিত হয়ে গেল। নবপ্রভাতের স্বর্ণালোকে এক নবোত্থিত জাতির অভ্রভেদী মূর্তি আমরা দেখলাম—প্রাচীন মহাকাব্য থেকে বেরিয়ে আসা যেন কোনো মূর্তি। দুঃসাধ্য সাধনে

১। মোহিতলালের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 'যে সংস্কৃতি একদা য়ুরোপে নবজাগরণ আনিয়াছিল, যাহার ফলে humanities বা মানববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার উপরে স্থান পাইয়াছিল এবং মনুষ্যজীবনগত পরম রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা humanism-ই মানুষকে এক নবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল—আমাদের পক্ষেও তাহা সঞ্জীবন-মন্ত্রের মত কাজ করিয়াছিল। সেই মানবত বা মর্তপ্রীতির প্রেরণাই আমাদিগকে চঞ্চল করিয়াছিল।'—কবি শ্রীমধুসূদন (বিদ্যোদয়

পৃঃ ১৭

সংকল্পে তার দৃষ্টি কঠিন এবং অসম্ভবকে লাভ করবার আশায় তার বক্ষ বজ্রের চেয়ে কঠোর। সেই উদ্ধত, সামঞ্জস্যহীন শক্তির শোকাবহ পরাজয়, অপরাহত উদ্যমের অপরিমেয় অপচয়, আকাশচারী উল্কার আকস্মিক পতন—এর মহৎ দুঃখ ও মহত্তর ট্র্যাজেডি আমরা সাহিত্যে দেখলাম।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে যে নবজাগরণের চিত্র উপরে দেওয়া হ'ল তারই যথার্থ রূপায়ণ তখনকার সাহিত্যে দেখা যায়। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে কবিগান, পাঁচালী, তর্জা, হাফ আখড়াই, যাত্রা ইত্যাদি লোকপ্রিয় অথচ বিকৃত রুচি ও রসের সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি সাহিত্যের অঙ্গিনা জুড়েছিল। মধ্যযুগের ধর্মীয় সাহিত্যের বিকৃত অবশেষ অবলম্বনে তৎকালীন নীতিভ্রষ্ট ও শিথিল সমাজের কিছু কিছু অরুচিকর বাস্তব বিষয় মিশিয়ে এই সব অপসাহিত্যের রচয়িতাগণ লোকেদের সাহিত্যরসপিপাসা চরিতার্থ করে আসছিলেন। গদ্য ভাষার সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু সেই গদ্য তখনো প্রয়োজনের বাহন, তা' প্রচারের মাধ্যম, তা বিতর্ক ও বিচারের হাতিয়ার, তখনো তা' হয়ে ওঠেনি রসসৃষ্টির শৈলী। ধর্মীয় বিষয় থেকে মুক্ত করে কবিতা রচনা করলেন ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের কবিতায় সমসাময়িক ঘটনা এল, ঐতিহাসিক বিষয় স্থান পেল, রঙ্গলাল গ্লানিময় আদিরস ও ক্লান্তিকর করুণ রস থেকে বাংলা কাব্যকে মুক্ত করলেন। তিনি দীর্ঘ আখ্যায়িকার চমৎকারিত্ব এবং উদ্দীপনাজনক বীররস সৃষ্টি করে কাব্যের মধ্যে নবযুগের ক্রিয়াময় উত্তেজনা এবং আবেগরঞ্জিত দেশাত্মবোধ সঞ্চার করলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রঙ্গলাল ভাষা, ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগের দিক দিয়ে গতানুগতিক পথই অনুসরণ করেছিলেন। কাব্যের রূপ, রীতি ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে তাঁরা মুক্তি আনতে পারেননি। সেই মুক্তি এনেছিলেন মধুসূদন। মধুসূদনের পূর্ববর্তী কবিগণ নূতনকে সঙ্কুচিত স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু মধুসূদন কূলভাঙ্গা খরস্রোতা নদীর ন্যায় পুরাতনের দুই তট ভাসিয়ে দিয়ে নূতনের উন্মাদ ধারায় বাংলা কাব্য প্রবাহকে প্লাবিত করে ফেললেন। সেজন্য কবিতার নবযুগ প্রবর্তক বলতে আমরা তাঁকেই বুঝে থাকি। মধুসূদনের এক একখানি কাব্য এক একটি নূতন কাব্যরীতির প্রবর্তক। আখ্যায়িকা কাব্য, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, পত্রকাব্য ও সনেট। মধুসূদন কখনো এক জলে দু'বার অবগাহন করেননি, এক মাটিতে দুবার পা ফেলেননি। যেমন কাব্যের দিকে তিনি অগ্রণী অভিযাত্রী, নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি তেমনি নতুন নতুন পথের পথিকৃৎ—পৌরাণিক নাটক, প্রহসন, ঐতিহাসিক নাটক—নাটক নিয়ে পরীক্ষার পরে পরীক্ষা।

॥ ২ ॥

মধুসূদনের জীবন কাহিনী যেন তাঁরই কোনো অলিখিত মহাকাব্য। মহাকাব্যের মতই সেই কাহিনীর মধ্যে ঘটনার বহুলতা, মহাকাব্যের মতই তাতে বিস্তার ও বিশালতা এবং মহাকাব্যের মতই তাতে অনন্ত সম্ভাবনার মহতী বিনষ্টিই প্রকাশ পেয়েছে। পূর্ব পরিচ্ছেদে যে নবযুগের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, সেই যুগের যুগন্ধর পুরুষ হলেন মধুসূদন। তাঁর মত বিরাট শক্তি এবং সেই শক্তির শোকাবহ পরাজয় আমরা আর কারো মধ্যে দেখলাম না। মধুসূদনের অবিস্মরণীয় জীবনীলেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁকে তাঁর মহৎ সৃষ্টি রাবণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাবণের মত অপরাজেয় ব্যক্তিত্ব নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং অবশেষে রাবণের মতই নিঃসীম মহাশূন্যতার মধ্যেই তাঁর জীবন নিঃশেষ হয়েছিল।

মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাস বসাক বলেছেন যে, মধুসূদন ভগবান কৃষ্ণের মতই কালো কিন্তু অতিশয় কমনীয় ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, মধুসূদন তাঁকে একদিন রহস্য করে বলেছিলেন যে, ভবিষ্যদ্বংশীয় হিন্দুরা বলবেন যে, ভগবান নারায়ণ কলিযুগে মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করেছিলেন। 'ব্রজাঙ্গনা'র মধ্যে কবি যে শ্রীমধুসূদন

নামটির শ্লেষাত্মক প্রয়োগ করেছিলেন তাও উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মধুসূদনের তুলনা আর একটু টেনে বলা যেতে পারে যে বৃন্দাবনবিলাসী কৃষ্ণ যেমন প্রেমের অধীন মধুসূদনও তেমনি ছিলেন 'প্রেমদাস' ('তেই প্রেমদাস আমি')। মধুসূদনের আয়ত চোখ দুটিতে ছিল দূরতর স্বপ্নরাজ্যের ইঙ্গিত এবং তাতে এক অনির্দেশ্য বেদনার অশ্রু টলমল করত। তাঁর প্রশস্ত ললাটে আভাসিত হ'ত প্রতিভার সীমাহীন আকাশের দীপ্তি এবং তাঁর মেঘমেদুর মুখমণ্ডল ক্ষণে ক্ষণে কৌতুকের বিদ্যুৎছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।[২]

সাধারণ মানুষ চলে প্রত্যহের অভ্যস্ত পথে, কিন্তু প্রতিভার ধর্ম এই যে তা' মানুষকে টেনে নিয়ে চলে অসঙ্গতি ও বিষমতায় ভরা অভাবনীয়ের পথ দিয়ে। সেজন্য প্রতিভাশালী মানুষকে মনে হয় বিরূপ, বিসদৃশ, উদ্ভট ও হাস্যকর। মধুসূদনের প্রতিভাও তাঁকে অন্যান্য সকল থেকে স্বতন্ত্র করে এমন একটি পথে চালিত করেছিল যেখানে তিনি ছিলেন এক এবং অনন্য, চমকপ্রদভাবে মৌলিক এবং অদ্ভুতভাবে আকর্ষণীয়। অন্যান্য ছাত্র ধুতি চাদর পরিধান করত, কিন্তু তিনি একদিন এলেন বুট, ট্রাউজার ও আচকান প'রে। উড়ানি সকলে ব্যবহার করত বলে তিনি সেই উড়ানির বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করলেন। বিশপ্স কলেজে পড়বার সময় তিনি জেদ ধরলেন তিনি ইউরোপীয় বালকদের ন্যায় চারকোণা টুপি পরবেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর জেদ বজায় রাখলেন। মাদ্রাজে থাকবার সময় এদেশীয় লোকেদের 'নেটিভম্যান' বলার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানালেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বিরুদ্ধবাদীদের পরাজিত করলেন। যখন তিনি এ-দেশীয় লোকেদের মধ্যে ছিলেন তখন সাহেবদের সমাজে স্থান পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়তেন আবার সাহেবদের মধ্যে থাকবার সময় তাঁর দেশীয় আত্মা আত্মমর্যাদায় জেগে উঠত।

শিবনাথ শাস্ত্রী মধুসূদনের মধ্যে প্রতিভার পাগলামি লক্ষ্য করেছেন।[৩] শশাঙ্কমোহন সেন তাঁর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন এক ডাকিনী শক্তি। তিনি 'মধুসূদন' নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'মধুসূদনের এই জীবনগতি এবং নিয়তির আদ্যন্ত মধ্যে একটা demon আছে—একটা ডাকিনী শক্তি আছে। যে demon- -এর অস্তিত্বে মহাত্মা সক্রেটিস বিশ্বাস করিতেন—যে তাঁহাকে সকল কর্মে পরিচালিত করিয়া, তাঁহার সকল কার্যের অন্তরালে থাকিয়া পরিশেষে স্বহস্তধৃত বিষপানে তাঁহার নিয়তি ঘটাইয়াছে।' এই পাগলামি অথবা ডাকিনী শক্তিই তাঁকে কখনো স্থির থাকতে দেয়নি, নিয়ত তাঁকে ঘুরিয়েছে নিরুদ্দেশের পথে, নিত্যকার অশান্তি ও অনিশ্চয়তার পথে। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবারের মধ্যে থেকে তাঁর স্বস্তি নেই, তাঁকে যে খৃষ্টান হতে হবে। খৃষ্টান হয়েও শান্তি নেই, বিলাত যেতে হবে। বিলাতে যেতে পারলেন না তো ছুটলেন মাদ্রাজের দিকে। মা-বাবার ঠিককরা হিন্দু কন্যা নয় নিজে পছন্দ করে ফিরিঙ্গি কন্যা বিয়ে করলেন, কিন্তু শেলির ভাবশিষ্য হয়ে এক নারী নিয়ে তিনি কিভাবে সন্তুষ্ট থাকবেন? সেজন্য অতি সত্বরই আর এক নারীতে আসক্ত হলেন। আবার পালালেন—এবার মাদ্রাজ থেকে কলকাতায়। খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা সব পেলেন কিন্তু সুখ কোথায়? আবার পালাতে হবে—এবার দূর শ্বেতদ্বীপে। কিন্তু তাঁর সব পেয়েছির দেশে কিছুই পেলেন না। আবার পালাতে হ'ল ফরাসী দেশে। জীবনের পাত্র এবার পূর্ণ হয়ে এল, শেলির মত তিনি হযতো ভাবলেন— 'To me the cup has been dealt in another measure'—সুখ চেয়েছিলেন, কিন্তু পেলেন বেদনার রসে ভরা পাত্র। এবার প্রত্যাবর্তন—ক্লান্ত, রিক্ত, অবসন্ন পাখীর অবশেষে নীড়ে প্রত্যাবর্তন।

২। গৌরদাস বসাকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য— 'He was never morose or moody but always cheerful, and lively, humorous and jocular'.

৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২১৩

আত্মবিশ্বাস ভালো, কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস শুধু অমঙ্গলকেই ডেকে আনে। মধুসূদনের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস অতিরিক্ত পরিমাণেই ছিল। তিনি যখন কথা বলতেন, একাই কথা বলতেন। তিনি যাঁদের ভালোবাসতেন তাঁদের কথা শুনতেন না—মায়ের কান্না, বাপের তিরস্কার, বন্ধুদের নিষেধ কিছুই তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করতে পারত না। শশাঙ্ক-মোহন সেন যথার্থই বলেছেন, 'মধুসূদন চিরকালই মধুসূদন—তাঁহার আমিত্বটুকু কুত্রাপি কাহারও সমীপে এতটুকুন নত হইতে জানে নাই।' এই আত্মবিশ্বাসের প্রাবল্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অশান্তি এনেছে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যের নূতন নূতন পথ প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছে। এই আত্মবিশ্বাসের ফলেই তিনি সকলের নিষেধ সত্ত্বেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেছিলেন, বাংলার কোমল মাটিতে মহাকাব্যের দৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করলেন, রামকে ছেড়ে রাবণকে কাব্যের নায়ক করলেন। ভবভূতি, জয়দেব ও বিদ্যাপতির চেয়েও তিনি নিজের কাব্য সম্পর্কে বেশি সচেতন ছিলেন। 'মেঘনাদবধ' লেখার সময় বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, Will not this make me immortal?' কাব্যের প্রারম্ভে তিনি আশা প্রকাশ করলেন, 'রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি', মধুসূদন ছাড়া, এ ধরনের আত্মশ্লাঘা আর কে কবে করতে পেরেছেন?

মধুসূদনের মননশীলতা ছিল মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণেব ন্যায় প্রখর। কিন্তু তাঁর হৃদয়বত্তা ছিল পূর্ণিমা চাঁদের জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ ও মধুর। শোনা যায়, সহজাত প্রতিভার সঙ্গে অর্জিত পাণ্ডিত্যের একটা বিরোধ আছে, কিন্তু মধুসূদনের মধ্যে প্রতিভার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। মধুসূদনের ন্যায় পণ্ডিত কবি বাংলাদেশে আর জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। মনোমোহন ঘোষ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'As a linguist and scholar, he had scarcely an equal among his contemporaries, and there is hardly any individual, even in these days, among his countrymen, who could excel him in his knowledge of the European languages and in literature both ancient and modern, of European countries.'

মধুসূদন যখন বিলাতে ছিলেন তখন প্রাচ্য বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত গোল্ডস্টুকার তাঁর বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বের নানা ভাষা ও সাহিত্যে যে অসামান্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন শুধু তা' নয়, সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্য বিচার সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়।

তাঁর হৃদয় ছিল মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিভার সেই ধূমকেতুর দীপ্তি ও বিদ্যুৎজ্বালা কিছুই ছিল না। সেখানে ছিল অফুরন্ত ভালোবাসা[illegible] তার, অনিঃশেষিত মাধুর্যের খনি আর অপরিমিত ক্ষমার প্রবাহ। গৌরদাস [illegible] তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'There was no gall or acrimony in his [illegible] Without a trace of rancour or vindictiveness, his nature [illegible]ook largely of the divine grace of forgiveness'.

শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' বলেছেন, 'কপটতা বা ভণ্ডামির বিন্দুমাত্র ছিল না। এই জন্য মধুকে ভালোবাসি। আর একটা কথা, এমন প্রাণের তাজা ভালবাসা মানুষকে অতি অল্পলোকেই দেয়, এজন্যও মধুকে ভালোবাসি।' সংসারে দেখা যায়, যারা হিসাব মিলিয়ে ভালোবাসে তারা দুঃখ পায় না, কিন্তু যাদের অন্তরে বেহিসাবী ভালোবাসা তারাই দুঃখ পায়। এই বেহিসাবী ভালোবাসা ছিল মধুসূদনের। সেই ভালোবাসা শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণের মত, কূলভাঙ্গা নদীর জলোচ্ছ্বাসের মত সব ভরিয়ে দিয়ে ও ভাসিয়ে দিয়েও

যেন তৃপ্তি পেত না। কিন্তু সংসারে এই ভালোবাসার প্রতিদান কোথায়, তৃপ্তিও বা কোথায়? তাই তাঁর অন্তর জুড়ে ছিল অসংযত উচ্ছ্বাসের অবসাদ, অচরিতার্থ কামনার জ্বালা আর অপরিতৃপ্ত প্রেমের বেদনা। অন্তরের যে উৎস থেকে তাঁর সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল সেখানে সঞ্চিত ছিল ঘনীভূত অশ্রু-মন্দাকিনী। সেই অশ্রু-মন্দাকিনী ধারাই তাঁর সাহিত্যের সর্বস্তরে সঞ্চারিত হ'ল।

॥ ৩ ॥

প্রতিভার সঙ্গে জ্ঞানের সমন্বয় হলে কিরূপ অসাধ্যসাধন হয় মধুসূদনের মধ্যে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তিনি দৈব-অনুগ্রহে এক অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের অতুলনীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার আয়ত্ত করেছিলেন। সারা জীবন ধরেই তিনি একদিকে অর্জন করেছেন অন্য দিকে সৃষ্টি করে চলেছেন। তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে অনবরত তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু সেই সৃষ্টির মৌলিকতা ও স্বাভাবিক সঙ্গতি ও সৌন্দর্য কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি। অর্থাৎ যে কোনো তত্ত্ব ও রীতি যখন তাঁর নিজস্ব ভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত ও রসের দ্বারা জারিত হয়েছে তখনই তার স্বতন্ত্র ও বিসদৃশ রূপ আর বজায় থাকেনি। সেজন্য তাঁর সাহিত্যে দেশী ও বিদেশী বহু সাহিত্যের উপাদান বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কোনো সময় সেগুলির অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যে নতুন সম্পদ তিনি এনেছেন এবং নতুন রূপ ও রীতি নিয়ে তিনি অজস্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, কিন্তু কোথাও তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব ভঙ্গি ও সম্পদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ভোলেননি। তিনি বিদেশী কবি ও নাট্যকারদের কথাই বেশি বলেছেন এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' ছাড়া অন্য কোথাও দেশী সাহিত্যিকদের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা দেখাননি। কিন্তু মুখে তিনি যা বলেছেন, তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা তা' সর্বত্র মেনে চলেনি। সেই প্রতিভা প্রয়োজন মত কাহিনী নির্বাচন এবং ভাষা-অলংকার প্রভৃতি প্রয়োগে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছে।

তিনি বায়রণের প্রচণ্ড হৃদয়োচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা অনুসরণ করে ইংরেজী কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু বেশ কয়েক বছর পরে তিনি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে যখন নাটক লেখা শুরু করলেন তখন শেকসপীরীয় নাট্যরীতি অবলম্বনে সংস্কৃত নাটকের ভাবরস ফুটিয়ে তুললেন। প্রহসন রচনায় সম্ভবত মলেয়ারের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'র মধ্যে শেকসপীয়রের চরিত্রচিত্রণ ও রসসৃষ্টির প্রভাব অতি সু[illegible]ই। প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভবে' তাঁর আদর্শ মিলটন, কিন্তু দ্বিতীয় কাব্য 'মেঘনাদবধে' তিনি প্রধানত অনুসরণ করলেন হোমারকে। তবে ওই কাব্যের আঙ্গিনায় ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসোর সঙ্গে বা[illegible] ভবভূতি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসও এসে মিলিত হয়েছেন। 'ব্রজাঙ্গনা'য় বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে ইংরেজী রোমাণ্টিক কবিরা পরিচিত হয়েছেন। 'বীরাঙ্গনা'য় প্রাচীন পৌরাণিক জগতে ওভিদ প্রবেশ ক[illegible]ন এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে পেত্রার্কার প্রেমপত্রগুলির আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে।

মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'কবি' নামক সনেটে বলেছেন, 'সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন।' শেলিও বলেছিলেন, কবিতা কল্পনারই অভিব্যক্তি। সেই কল্পনাশক্তির বিচিত্রলীলাতেই মধুসূদনের কবিতা এত মনোহর ও চমকপ্রদ হয়েছে। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি হ'ল তাঁর প্রহসন দুখানি, ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী', মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ', পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা' ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। এই নাটক ও কাব্য-গুলির মধ্যে নবরসের এমন বিচিত্র ও চিত্তচমৎকারী বিশ্লেষণ হয়েছে যে তাঁর সৃষ্টিগুলি

কালজয়ী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। জীবনের গভীরতম সত্যগুলি কবি এত নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষের চিরন্তন বেদনা ও ব্যর্থতার দিকগুলি তিনি এত অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর কাব্য-নাটকগুলি মহৎ সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাবার উপযুক্ত হয়েছে। কন্যাশোকে উন্মাদ ভীমসিংহের কাতর আর্তনাদ, রিক্তসর্বস্ব রাবণের শোকদীর্ণ চিত্তের গগনভেদী হাহাকার, শকুন্তলার বিরহস্বপ্ন, জনার বহ্নিদগ্ধ চিত্তের নিষ্ফল জ্বালা এবং ভগ্নহৃদয় কবির অন্তিম বিলাপ—এসব নিরবধি কালের ললাটে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাঁর কতকগুলি চরিত্র অবিস্মরণীয়তার রূপরেখায় উজ্জ্বল, বহুতর চরিত্রের ভিড়েও তাদের খুঁজে নিতে একটুও দেরি হয় না। প্রতারিতা, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষতা দেবযানী ; লালসায় জর্জরিত ভণ্ড ভক্তপ্রসাদ, ললিতে কঠোরে মিশ্রিত বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ এবং প্রেমে ও বীর্যে অশঙ্কিনী প্রমীলা, মাধুর্যময় মহিমার প্রতিমূর্তি সীতা—এদের কখনো ভোলা যায় না, ভোলা যাবে না।

মধুসূদন ব্যক্তিজীবনে যতই অসংযত ও উদ্‌ভ্রান্ত হোন না কেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি কঠোর নিয়মনিষ্ঠ, তাই সাহিত্যের ফর্ম সম্পর্কে তাঁর এত সচেতনতা। নাটক লিখলেন, হয়ে উঠল নিয়মবন্ধ খাঁটি নাটক, সেখানে ফর্মের বাঁধন অতি মজবুত। প্রহসন হয়ে উঠল চিরকালের আদর্শ প্রহসন। মহাকাব্য লিখলেন, তা' হয়ে রইল বাংলা সাহিত্যের একমাত্র যথার্থ প্রাণবান মহাকাব্য। সনেট লিখলেন অত্যন্ত এলোমেলো জীবনধারণের মধ্যে, কিন্তু সেই সনেট আঙ্গিকের দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে চির আদর্শ হয়ে রইল। গঠন-বিন্যাস ও গঠন-সুষমার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সচেতন শিল্পী, তাঁর মত বিদগ্ধ কবির পক্ষে এই সচেতনতা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

মধুসূদন বুঝতে পেরেছিলেন, কাব্যের মধ্যে ভাবের মুক্তি আনতে গেলে তার ছন্দ ও ভাষার মধ্যেও মুক্তি আনতে হবে। সেই মুক্তি তিনি এনেছিলেন। মিত্রাক্ষরকে তিনি ভাষার বেড়ি বলেই মনে করতেন, সেজন্য সেই মিত্রাক্ষর তিনি তুলে দিলেন। চৌদ্দ অক্ষরের সীমানার মধ্যে ছেদ ও যতির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য এনে সমাসবন্ধ ও যুক্তব্যঞ্জনবিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগের দ্বারা ভাষা ও ছন্দের মধ্যে এমন একটি গাঢ়তা ও গাম্ভীর্য আনলেন যে সেই ভাষা ও ছন্দ বীররসাত্মক মহাকাব্যের উপযোগী হয়ে উঠল। শব্দের আয়তন ও ধ্বনিময়তা তিনি বিশেষ বিশেষ ভাব ও রসের ব্যঞ্জনা আনবার জন্যই প্রয়োগ করেছিলেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও ক্রিয়া এবং প্রচুর নামধাতুর প্রয়োগ করেছিলেন বর্ণনার মধ্যে ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য আনবার জন্য। অলঙ্কার প্রয়োগেও তাঁর মৌলিকতা ও অসাধারণ কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দালঙ্কার অনুপ্রাসের বহুল প্রয়োগ তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায়, বহু স্থানে মনে হয়, তিনি যেন অনুপ্রাসের ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যেই বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে চলেছেন। অলঙ্কার প্রয়োগে ভারতচন্দ্রের অনুকরণও বহু স্থলে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধে' মহাকাব্যিক উপমা অনেক রয়েছে, তবে 'বীরাঙ্গনা'য় এই ধরনের দীর্ঘবিস্তৃত উপমার প্রয়োগ খুব কম। উপমানবস্তু সংগ্রহ করেছেন কোথাও প্রাচীন পৌরাণিক জগতে, কোথাও চিরপরিচিত সাহিত্যিক জগতে, কোথাও বা প্রাকৃতিক জগতে আবার কোথাও বা তাঁর পারিপার্শ্বিক সাংসারিক জগতে। এই সব উপমানবস্তুর প্রকৃতি ও প্রয়োগ-বৈচিত্র্য আলোচনা করলে মধুসূদনের মানসিকতা ও কবি-ধর্মের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ ৪ ॥

॥ শর্মিষ্ঠা ॥ মাইকেল মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করলেন নাট্যকাররূপে। কিন্তু তিনি যদি বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে না আসতেন তা' হলে তিনি নাট্য রচনায়

প্রবৃত্ত হতেন কিনা সন্দেহ।[৪] পাইকপাড়ার রাজারা রত্নাবলীর ন্যায় নিকৃষ্ট নাটকের জন্য প্রচুর অর্থের অপব্যয় করছেন দেখে মধুসূদন গৌরদাস বসাকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং নিজে নাটক লেখার সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন।[৫] 'রত্নাবলী'র ন্যায় সুখ্যাত সংস্কৃত নাটক সম্পর্কে মধুসূদন ওরূপ অশ্রদ্ধাসূচক উক্তি করেছিলেন এতে সংস্কৃত নাটকের প্রতি তাঁর বিরূপতাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনায় মধুসূদন লিখেছিলেন, 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে, নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।' 'শর্মিষ্ঠা'র আগে কয়েকটি বহুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হয়েছিল এবং 'ভদ্রার্জুন', 'কীর্তিবিলাস', 'কুলীনকুল সর্বস্ব, 'বিধবা বিবাহ নাটক' প্রভৃতি রচিত হয়েছিল। ওই নাটকগুলিকে কখনই 'অলীক কুনাট্য' বলা চলে না। সুতরাং 'শর্মিষ্ঠা'র প্রস্তাবনায় মধুসূদন যে মন্তব্য করেছিলেন তা' তাঁর বহু একপেশে, অহমিকাপূর্ণ উক্তির আর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। আসলে পাশ্চাত্ত্য নাটকের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে মধুসূদন সংস্কৃত নাট্যাদর্শ গ্রহণ করতে পারেননি। সেজন্য সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণে লিখিত নাটকের গুণাগুণ বিচার না করে তিনি তার প্রতি অবিমিশ্র অবজ্ঞা প্রকাশ কবেছেন। মধুসূদনের আগে পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুসরণে দুখানি নাটক ('ভদ্রার্জুন' ও 'কীর্তিবিলাস') রচিত হলেও মোটামুটি সংস্কৃত নাট্যরীতিই তখনকার নাটকের আদর্শ ছিল।[৬] তাঁর পূর্ববর্তী সবচেয়ে নামকরা নাট্যকার রামনারায়ণ এই সংস্কৃত নাট্যরীতি আশ্রয় করেই নাটক রচনা করেছিলেন। রামনারায়ণ এবং তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের এই সংস্কৃত নাট্যরীতির বিরুদ্ধেই মধুসূদন বিদ্রোহ করেছিলেন।[৭] সেই বিদ্রোহের ফলেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মঞ্চসফল, পূর্ণাঙ্গ, পাশ্চাত্ত্য প্রভাবান্বিত নাটক 'শর্মিষ্ঠা'।

কোন্ কোন্ দিক দিয়ে এবং কতখানি পাশ্চাত্ত্য নাট্যপ্রভাব 'শর্মিষ্ঠা'র মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তা' বিচার করে দেখা যেতে পারে। মধুসূদন শেকসপীরীয় নাট্যরীতি অনুসরণ করে পঞ্চাঙ্ক বিভাগ ও অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্যবিভাগ গ্রহণ করেছেন। বৃত্তগঠন রীতিতেও তিনি পাশ্চাত্ত্য নাটক অনুসরণ করেছেন, অর্থাৎ বৃত্তের আদি, মধ্য ও অন্ত্য স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন। বৃত্তের ঐক্য ও সংহতির দিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন, কোথাও গ্রন্থির শিথিলতা ও অকারণ ঘটনাবিস্তার নেই। পরিস্থিতির জটিলতা, বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে ঘনীভূত নাট্যরস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্নিহিত দুই বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব যা পাশ্চাত্ত্য নাটককে জীবন্ত ও গতিশীল করে

৪। গৌরদাস বসাকের স্মৃতিকথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'Here it was, as I have already told you, that Modhu's Muse was roused to a sense of the duty that he owed his country, and here it was that Modhu received his first inspiration to sing in his mother tongue'.

৫। গৌরদাসের কাছে তিনি বলেছিলেন, 'What a pity the Rajas should have spent such a lot of money on such a miserable play. I wish I had known of it before, as I could have given you a piece worthy of your theatre'.

৬। 'সংস্কৃত রীতি ভিন্ন অন্য কোন রীতিতে যে নাটক রচনা হইতে পারে, অনেকের সেরূপ ধারণা পর্যন্ত ছিল না।'—জীবনচরিত, পৃঃ ২২৯

৭। '. . . and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of every thing Sanskrit'— গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের পত্র (জীবনচরিত)

তুলেছে তা' 'শর্মিষ্ঠার' মধ্যেও দেখা যায়।[৮] সংস্কৃত নাটকের লক্ষ্য হ'ল বিস্তার আর পাশ্চাত্ত্য নাটকের হ'ল গতি। 'শর্মিষ্ঠা'তে মধুসূদন গতির দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন বেশি।

মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি অনেকাংশে গ্রহণ করলেও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব থেকেও মুক্ত হতে পারেননি। তাঁর সচেতন সংকল্পের সঙ্গে তাঁর শিল্পী-সত্তা সম্পূর্ণরূপে একাত্ম হতে পারেনি। যা তিনি পরিহার করতে চেয়েছিলেন তাঁর শিল্পী-সত্তা তারই রসে মগ্ন হয়ে পড়েছিল। তিনি কাব্যরচনার ক্ষেত্রে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে আধুনিক জীবনের সমস্যা ও বেদনাই পরিস্ফুট করেছিলেন। কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা'র কাহিনীতে আধুনিক জীবনের কোনো আভাস ও ব্যঞ্জনা নেই। সেই কাহিনীর পরিবেশরচনা, চরিত্রচিত্রণ, সংলাপপ্রয়োগ ও রসসৃষ্টি সব দিক দিয়েই সুদূর প্রাচীন জগতের রূপ বজায় রেখেছেন। তাই 'শর্মিষ্ঠা' পড়বার সময় মনে হয়, বুঝি কোনো প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেরই বাংলা অনুবাদ পড়ছি। যযাতিকে শৃঙ্গাররসনিপুণ বৎসরাজ অথবা অগ্নিমিত্রের মত কোনো সংস্কৃত নাটকের ধীরললিত নায়ক বলেই মনে হয়। শর্মিষ্ঠাও রত্নাবলী অথবা মালবিকার ন্যায় যেন কোনো সখীসহায়া, প্রেমসর্বস্বা নায়িকা। আশ্রয়চ্যুতা লতার মতই তিনি সর্বদা আশংকায় বেদনায় কম্পমানা, তাঁর অশ্রুবিগলিত কণ্ঠ থেকে কারুণ্যের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস মন্দাকিনী ধারার ন্যায় প্রবাহিত হয়েছে। রাজার প্রণয় সহায়ক, ভোজনরসিক, চেটী ও নটীর সঙ্গে রঙ্গরসে নিপুণ বিদূষক চরিত্রও যেন কোনো সংস্কৃত নাটক থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। মন্ত্রী, দৌবারিক, সখী, চেটী, নটী প্রভৃতি চরিত্রও সংস্কৃত নাটকের ওই সব চরিত্র অনুযায়ী চিত্রিত হয়েছে। একমাত্র দেবযানী চরিত্রটি বিপরীত অবস্থায় ঘাতপ্রতিঘাতে আলোড়িত এবং বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে পীড়িত হয়ে আধুনিক নাট্যচরিত্র হয়ে উঠেছে। অন্যান্য চরিত্রগুলিকে সংস্কৃত নাট্যচরিত্রের এক একটি টাইপ মনে হয়, কিন্তু দেবযানী যেন একটি স্বতন্ত্র চরিত্র, বাইরের অবস্থার আঘাতে এবং নিজস্ব প্রবৃত্তি ও আচরণের অনিবার্য ও অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার চরিত্র সজীব নাট্যাবেগে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ঘটনাগত ঐকের কথা আমরা বলেছি, কিন্তু সময়গত ঐক্যের দিকে মধসূদন সংস্কৃত নাট্যকারদের মতই উদাসীন। একটির পর আর একটি ঘটনার মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তার ফলে ঘটনার পারম্পর্য অনুধাবন করা শক্ত হয়ে পড়ে। 'শর্মিষ্ঠা'র দ্বিতীয় অঙ্কে যযাতি ও দেবযানীব বিবাহ দেখানো হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় অঙ্কের গোড়াতেই দেখা গেল ইতিমধ্যে দেড় বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কেব দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেবযানীর সঙ্গে রাজাকে যেখানে প্রথম দেখলাম সেই গর্ভাঙ্কেই আবার শর্মিষ্ঠার প্রতি রাজার নবজাত প্রণয়াবেগের পরিচয় পাওয়া গেল। পরের গর্ভাঙ্কেই দেখা গেল দেবযানীর সঙ্গে রাজার বিচ্ছেদ এবং শর্মিষ্ঠার প্রেমে তাঁর উন্মত্ত, আত্মহারা ভাব। চতুর্থ অঙ্কের শেষে শুক্রাচার্যের অভিশাপে রাজার জরাগ্রস্ত হওয়া আবার পঞ্চম অঙ্কের গোড়াতেই রাজার জরামুক্তি এবং পরের গর্ভাঙ্কে সর্বময় মিলনের পরিচিত দৃশ্য। সময়ের এই দীর্ঘ ব্যবধানে ঘটনা ঘটেছে বলে প্রত্যেকটি ঘটনাকে কার্যকারণ সূত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত করা হয়নি, কেবল মূল ঘটনাগুলিকে পর পর গেঁথে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে চরিত্রগুলির মানসিক স্তরগুলির বিশ্বাসযোগ্য বিশ্লেষণ হয়নি। সংস্কৃত নাটকের চরিত্র-গুলির মানসিক আবেগ-অনুভূতিগুলি অনেকটা প্রথাগত, কৃত্রিম ও যান্ত্রিক মনে হয়।

৮। উইলিয়াম আর্চার ব্রুনেতিয়েরের Conflict Theory পুরোপুরি গ্রহণ না করলেও স্বীকার করেছেন, 'The plain truth seems to be that many dramas—perhaps most—do, as a matter of fact, turn upon strife of one sort or another'. Play Making, P. 21

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের চরিত্রগুলিতেও ওই সব দোষ পরিলক্ষিত হয়। সময়ের দীর্ঘ বিস্তারে নাটকের ঘটনা ঘটেছে, সেজন্য মধ্যবর্তী ঘটনার সূত্র ধরিয়ে দেবার জন্য নাট্যকারকে বহু অপ্রধান চরিত্রের মুখে নাট্যবহির্ভূত ঘটনার বিবৃতি দিতে হয়েছে। নাট্যক্রিয়ার অঙ্গীভূত না হবার ফলে এই সব চরিত্র ও তাদের বিবৃতি শুধু সংবাদ জ্ঞাপন ছাড়া কোনো নাট্যরস সৃষ্টি করতে পারেনি। এই অপ্রত্যক্ষতা ও বিবৃতিধর্মিতা সংস্কৃত নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণ।

'শর্মিষ্ঠা'য় সংস্কৃত আনুগত্যের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে নাট্যসংলাপের মধ্যে। সংস্কৃত সাহিত্যের বর্ণনা, চিত্র ও অলঙ্কার মধুসূদনের সাহিত্য-প্রতিভা স্ফুরণের মূল প্রেরণাস্বরূপ ছিল, মনে হয়। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিক সাহিত্যের ওর্জস্বিতা, মহত্ত্ব ও জীবন-উল্লাস কবিচিত্তকে জাগ্রত করেছিল সত্য। কিন্তু সেই জাগ্রত কবিচিত্ত যখন সৃষ্টির আবেগে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল তখন তাঁর ক্লাসিক রসমগ্ন কবিসত্তা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিক জগতের সমধর্মী বিরাটত্বের সুরে বাঁধা সৌন্দর্য ও রহস্যের সন্ধান পেয়েছিল। সেই সৌন্দর্য ও রহস্যের তিল তিল সংগ্রহ দ্বারা তিনি মাতৃভাষার তিলোত্তমা মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। বাংলা নাটক লিখতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত নাটকের সংলাপ থেকে শব্দ, চিত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি আহরণ করে আনলেন। সংস্কৃত রীতি তিনি পরিহার করতে চাইলেন, কিন্তু সংস্কৃতের সৌন্দর্য ও রসে তিনি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। নাট্যকার ভাষাকে চরিত্র ও ক্রিয়ার অধীনে রাখেন, কিন্তু কবি ভাষাকে লাগামহীন পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত রঙে ও আলোয় মাতাল আকাশে ছুটিয়ে দেন। চরিত্রের মুখে ভাষা দিতে গিয়ে মধুসূদনের নাট্যকার সত্তা তাঁর কবিসত্তার কাছে বারবার পরাজিত হয়েছে। সেজন্য দেখা যায়, অধিকাংশ চরিত্রই অলঙ্কৃত বাক্যের অপরিমিত উচ্ছ্বাসে ভেসে চলেছে। একটি সাধারণ দৈত্য, পথচারী নাগরিক, সখী সকলেই সমাসবদ্ধ শব্দবহুল দীর্ঘায়িত বাক্য ব্যবহার করে চলেছে, চিত্রের পর চিত্র, অলঙ্কারের পর অলঙ্কার চাপিয়ে চলেছে। স্থান, কাল, পরিবেশ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—কোনো কিছুর দিকেই মধুসূদনের খেয়াল ছিল না, তিনি যেন সুরাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় পাত্রাপাত্র ভেদ না করে শুধু কেবল সৌন্দর্যের সুরা পরিবেশণ করে চলেছেন। অর্থাৎ যে কোনো উপলক্ষে তিনি কেবল ছবির পর ছবি এঁকেছেন, সুরের পর সুর তুলেছেন আর দূর দিগন্তের দিকে তাঁর কল্পরথকে ছুটিয়ে দিয়েছেন। নাটকের ভাষাও কাব্যময় হতে পারে। কিন্তু সেই ভাষার বাক্য সংক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্র ও দ্যুতিময় হওয়া দরকার। সেই ভাষায় যে অলঙ্কারের ব্যবহার হয় তাতে নিশ্চল শোভা অপেক্ষা চলমান দীপ্তি ও শাণিত আবেগই প্রত্যাশিত। 'যেমন কোন পরম সুন্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার অনুপম লাবণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অদ্য সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবরসলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে।'—এই ধরনের দীর্ঘ উপমাসম্বলিত বাক্য আধুনিক মঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী কোনো নাটকের সংলাপ হতে পারে না। 'এই যে আশ্রমে পক্ষিসকল কূজনধ্বনি করে চারিদিক হতে আপন আপন বাসায় ফিরে আসচে ; কমলিনী আপনার প্রিয়তম দিনকরকে গমনোন্মুখ দেখে বিষাদে মুদ্রিতপ্রায় ; চক্রবাক ও চক্রবাকবধূ, আপনাদের বিরহ-সময় সন্নিহিত দেখে, বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হয়ে, উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন কচ্যে'...—শর্মিষ্ঠার সখী দেবিকার মুখে এ-ধরনের প্রকৃতিবর্ণনাও অস্বাভাবিক। আসলে এই কথাগুলি কোনো সখীর কথা হয়ে ওঠেনি, হয়ে উঠেছে নাট্যকার-কবির কথা। নাটকের কথাগুলি যে লেখকের কথা নয়, সেগুলি যে আসলে নাট্যচরিত্রের কথা, মধুসূদন বারে বারে তা বিস্মৃত হয়েছেন। সেজন্য তাঁর সংলাপে সংস্কৃত নাটকের কাব্যময়তা এসেছে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য নাটকের গতিময়তা আসেনি।

দেবযানী চরিত্রটি যথার্থ নাটকীয় চরিত্র হতে পেরেছে তার কারণ তার সংলাপ দীর্ঘ বিস্তারিত বাক্যের বিলম্বিত লয়ের উচ্ছ্বাস ও তরল কাব্যময়তা থেকে অনেকাংশে মুক্ত।

'যাও যাও! তুমি অতি নির্লজ্জ। লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না; আমি কি শর্মিষ্ঠা? চণ্ডালে চণ্ডালে মিলন হওয়া উচিত বটে। আমি তোমার কে? মধুস্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি একত্রে বসতি করতে পারে? শৃগালের সহিত কি সিংহীর কখন মিত্রতা হয়?' দেবযানীর এই সংলাপে বাক্যগুলি ধারাল তীরের মতই যেন ছুটে বেরিয়েছে। বিস্ময়, প্রশ্ন, নিশ্চয়তা প্রভৃতি বিচিত্র ভাববাচক ছোট ছোট বাক্যগুলি দেবযানী চরিত্রের দ্বন্দ্বজটিল ও নিষ্ফল অভিমানমিশ্রিত মানসিক অবস্থাই ফুটিয়ে তুলেছে। এখানেও বাক্যে অলঙ্কারের ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু সে-অলঙ্কার চেপে বসে না, ছুটিয়ে নিয়ে চলে। সমসাময়িক অন্যান্য নাটকের ন্যায় এ-নাটকেও কৌতুকরসাত্মক সংলাপ কাব্যময়তামুক্ত ও বাস্তব রসাশ্রিত। বিদূষকের সংলাপে নিছক ভাঁড়ামি নয়, তির্যক্ মন্তব্য ও গূঢ় শ্লেষের পরিচয়ও পরিস্ফুট। খাঁটি তদ্ভব শব্দ ও ক্রিয়ার প্রয়োগে তার সংলাপ বাস্তব ও কৌতুকজনক হয়ে উঠেছে, আবার মাঝে মাঝে তার তরল হাস্যপরিহাস গুরুভার শব্দ ও অলঙ্কারের মধ্য দিয়ে পরিবেষিত হওয়ার ফলে অসঙ্গতিজনিত হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, যথা, 'মহারাজ, ইনি স্বয়ং উর্বশী; ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি না করে আপনার এই মহা-নগরীতেই অবস্থিতি করেন' (২/২)। 'হে সুন্দরি, তুমি অয়স্কান্ত মণি, আমি লৌহ। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেইখানে আছি (ঐ)। 'ধর ধর, ঐ চোর মাগীকে ধর! ও আমার অমূল্য মনোরত্ন চুরি করে পালাচ্যে' (৫/১)।

শর্মিষ্ঠার কাহিনী মধুসূদনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। গৌরদাস বসাককে তিনি ১৮৫৯ সালের ৩রা মে একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'All that I can tell you is that there are few prettier plots in any Drama that you have read.'[৯] গৌরদাস বসাক তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, মধুসূদন এসিয়াটিক সোসাইটিতে গিয়ে কয়েকখানা বাংলা এবং সংস্কৃত গ্রন্থ বিশেষ করে নাটক তাঁর কাছ থেকে নিয়ে পড়েছিলেন এবং তারপর 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেছিলেন। মহাভারতের আদিপর্বের কাহিনী অনুসরণে তিনি 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেছিলেন।[১০] মহাভারতের অষ্টসপ্ততিতম, একোন অশীতিতম এবং অশীতিতম অধ্যায় অবলম্বনে দেবযানী-শর্মিষ্ঠার বিবাদ, শুক্রাচার্যের ক্রোধ এবং শর্মিষ্ঠার দেবযানী-দাসত্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে বকাসুর ও একটি দৈত্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। এই দৃশ্যটিকে নাটকের পূর্বাভাস বলা যায়। মূল নাটকের আরম্ভ হয়েছে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে। যযাতির প্রতি দেবযানীর অনুরাগ এবং শুক্রাচার্য কর্তৃক দেবযানীর বিবাহের উদ্যোগই এই দৃশ্যের বর্ণনীয় বিষয়। মহাভারতে দেবযানীর সখীর নাম ঘূর্ণিকা, নাটকে হয়েছে পূর্ণিকা, দ্বিতীয় অঙ্কের বিদূষক, মন্ত্রী, নাগরিকবৃন্দ, নটী প্রভৃতি মহাভারতের কাহিনী বহির্ভূত চরিত্র নাটকের প্রয়োজনেই আনা হয়েছে। মহাভারতে আছে যে দেবযানী যযাতি দ্বারা কূপ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে রাজাকে ভর্তা-

---

৯। মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম, ২য় সং, পৃঃ ৯৭

১০। যোগীন্দ্রনাথ বসুর উক্তি উল্লেখযোগ্য, 'শর্মিষ্ঠার ঘটনাসন্নিবেশ পর্যালোচনা করিয়া ও তাহার ভাষার সঙ্গে মহাভারতের ভাষার তুলনা করিয়া আমাদিগের বোধ হয় যে, মধুসূদন উভয় বিষয়েই সিংহ মহোদয়ের মহাভারত হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'—জীবনচরিত, পৃঃ ২৪৩

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, হোরেস হেমান উইলসন রুদ্রদেব রচিত যযাতি-চরিত্র বলে একটি নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন। ওই নাটকের কাহিনীর সঙ্গে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের সাদৃশ্য রয়েছে।

রূপে বরণ করেছিলেন। কিন্তু যযাতি ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ কন্যাকে গ্রহণ করতে সম্মত হননি। পরে শুক্রাচার্যের আদেশে দেবযানীকে বিবাহ করেছিলেন। নাট্যকার এই কাহিনীর কিছুটা রূপান্তর ঘটিয়ে দেবযানী ও যযাতির পারস্পরিক পূর্বরাগের চিত্র অংকন করে পরে উভয়ের বিবাহ বর্ণনা করেছেন। রসসৃষ্টির দিক দিয়ে এই রূপান্তর সার্থক হয়েছে। তবে যযাতি ও দেবযানীর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার না দেখাবার ফলে দ্বিতীয় অংক পর্যন্ত নাট্যরস জমে উঠতে পারেনি। তৃতীয় অংকে শর্মিষ্ঠা ও যযাতির পারস্পরিক অনুরাগ ও উচ্ছ্বসিত প্রণয় সম্ভাষণ নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত কিন্তু কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত। মহাভারতে আছে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর মত নিজেই উপযাচিকা হয়ে রাজাকে পতিরূপে বরণ করেছিলেন। শুক্রাচার্যের নিষেধ স্মরণ করে রাজা প্রথমে শর্মিষ্ঠার মনোরথ পূর্ণ করতে সম্মত হননি। তখন শর্মিষ্ঠা বললেন, 'মহারাজ! আমাকে অধর্ম হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমার ধর্মস্থাপন করুন; অতঃপর আমি আপনার প্রসাদে পুত্রবতী হইয়া পৃথিবীতে ধর্মানুষ্ঠান করিতে পারিব। আরও দেখুন, ভার্যা, দাস ও পুত্র ইহারা যে কিছু ধন উপার্জন করে, সে ধনে তাহাদিগের অধিকার নাই, তাহাদিগের প্রভুরই সম্পূর্ণ অধিকার; আমি দেবযানীর দাসী এবং তিনি আপনার বশ্যা; অতএব আমাদের উভয়েরই মনোরথ সফল করিবেন, এই অংগীকার করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।'[১১] চতুর্থ অংকে দুই স্ত্রী গ্রহণের ফলে রাজার সংকট, প্রতারিতা দেবযানীর দুর্জয় অভিমান ও ক্রোধ, শুক্রাচার্যের অভিশাপে রাজার জরাপ্রাপ্তি এবং অনুতপ্তা দেবযানীর আত্মগ্লানি বর্ণিত হয়েছে। নাটকীয়তার দিক দিয়ে এই অংকটিই নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মোটামুটি এই অংকের ঘটনাগুলি মহাভারতসম্মত। তবে মহাভারতে শর্মিষ্ঠা রাজার সংগে তাঁর বিবাহের কথা গোপন করে দেবযানীকে প্রতারিত করেছিলেন। কিন্তু নাটকে শর্মিষ্ঠার মিথ্যাভাষণ উল্লেখ করা হয়নি। পঞ্চম অংকে যযাতির জরামুক্তি এবং সংস্কৃত নাটকের পরিণতি অনুযায়ী রাজার দুই স্ত্রীর পুনর্মিলন দেখানো হয়েছে। যযাতির জরামুক্তি ও পুরুর পিতৃজরা গ্রহণের বৃত্তান্ত মহাভারতকে অবিকল অনুসরণ করে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অংশটি সম্পূর্ণরূপে বিবৃতি-মূলক, নাট্যকার ঘটনাটি নাট্যক্রিয়ার অংগীভূত করতে পারেননি।

নাট্যকার শর্মিষ্ঠার নাম অনুযায়ী নাটকের নাম রেখেছেন। কিন্তু মহাভারতের শর্মিষ্ঠা চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া কঠিন। দেবযানীর সংগে কলহের সময় তিনি বেশ কলহ পটীয়সীরূপেই নিজেকে জাহির করেছেন। তাঁর দৈহিক বলও যে অধিকতর তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করে। দেবযানীর দাসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অদ্ভুত যুক্তিবলে তাঁর স্বামীকে নিজের স্বামী বলেই মনে করেছিলেন। মিথ্যাভাষণের প্রতি যে তাঁর বিন্দুমাত্র অনীহা ছিল না তারও একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজাকে সত্যভ্রষ্ট করবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, 'মহারাজ! পরিহাস প্রসংগে, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের নিমিত্তে, বিবাহকালে, প্রাণসংকটে ও সর্বস্বনাশকালে মিথ্যা ব্যবহার কদাচ পাপাবহ নহে।'[১২] মহাভারতের এই চরিত্রকে মধুসূদন তাঁর অপরিমিত সহানুভূতি নিয়ে এক সম্পূর্ণ নূতন চরিত্রে পরিণত করলেন। তাঁর শর্মিষ্ঠা সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, কোমলতা ও নমনীয়তায় গড়া যেন এক নিখুঁত প্রতিমা। তিনি দুঃখ ও দুরদৃষ্টকে কণ্ঠের হার করে নিয়েছেন, কারো বিরুদ্ধে তাঁর কোনো নালিশ নেই, কোনো কিছুতেই অসন্তোষ নেই, শকুন্তলার ন্যায় প্রকৃতির সংগে তিনি যেন একাত্ম হয়ে আছেন। রাজার প্রতি তাঁর অনুরাগ নম্র আত্ম-নিবেদনে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। এই সব গুণের বিকাশ দেখিয়েই মধুসূদন তাঁকে আদর্শ নায়িকা-

১১। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত
১২। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত

রূপে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কিন্তু নাটকের ঘটনা যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে নাট্য-কারের সহানুভূতিবঞ্চিতা দেবযানীই যথার্থভাবে নাট্যক্রিয়ার নায়িকা হয়ে উঠেছেন। সমগ্র নাট্য কাহিনীতে তাঁরই প্রাধান্য। তাঁর দুঃখ কৃত্রিম উচ্ছ্বাসে ভরা নকল দুঃখ নয়, তা অশান্ত আগুনের অনির্বাণ জ্বালা। এই প্রতারিতা নারীর নিষ্ফল অভিমান আমাদের গভীর সহানু-ভূতি উদ্রেক করে ; এবং তাঁর অন্তহীন অনুতাপ এবং মর্মান্তিক আত্মগ্লানি অপরিমেয় বেদনায় আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে তোলে।

।। একেই কি বলে সভ্যতা ।। মধুসূদনের প্রতিভা মহাসমুদ্রের বিষাদসঙ্গীতে পরিপূরিত ছিল, তরল নির্ঝরিণীর কৌতুক কলগীতি সেখানে স্থান পেল কিভাবে তা' সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেকসপীয়রের কথা স্মরণ রেখে বলা যেতে পারে যে, আকাশের মেঘ ও রৌদ্র এবং ধরণীর আলো ও ছায়ার মত শ্রেষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে হাস্য ও করুণের ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হতে পারে। মধুসূদন জীবনে দুঃখ পেয়েছিলেন প্রচুর, আঘাত পেয়ে-ছিলেন বিস্তর। কিন্তু সেই সব দুঃখ ও আঘাতের ম্লান অন্ধকারে তাঁর হাস্যপরিহাস ক্ষণিকের বিদ্যুৎদীপ্তির মতই ঝলসে উঠত। তাঁর কথাবার্তা ও চিঠিপত্রের মধ্যে এই হাস্যপরিহাসের উজ্জ্বল কণাগুলি ঠিকরে পড়ত তিনি যে কৌতুকরসসৃষ্টিতে কম দক্ষ নন তা 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের বিদূষক চরিত্র চিত্রণের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছিল।

পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধেই তিনি প্রহসন রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে প্রহসনের অভিনয় যুক্ত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।[১৩] উনিশ শতকের অবসরবিলাসী ও বৈচিত্র্যসন্ধানী দর্শকসমাজ দীর্ঘ সময়ব্যাপী অভিনয় যে শুধু পছন্দ করতেন তা' নয়, একাধিক নাটকের বিচিত্র রসাত্মক অভিনয় দেখতে চাইতেন। তাঁদের দিকে দৃষ্টি রেখেই ঈশ্বরচন্দ্র গম্ভীর নাটকের সঙ্গে কৌতুক নাটকের অভিনয় দেখাবার কথা চিন্তা করেছিলেন। প্রহসন শুধু আমাদের দেশে নয়, পাশ্চাত্ত্য দেশেও মূল নাটকের মাঝে অথবা শেষে অভিনীত হ'ত।[১৪] অন্য নাটকের সঙ্গে অভিনীত হ'ত বলে প্রহসনের আকার সংক্ষিপ্ত হ'ত এবং ভাবগম্ভীর নাটকের ভাবনা ও উত্তেজনা থেকে মনকে স্বস্তি দেবার জন্যই এতে উদ্দাম ও অনর্গল কৌতুকরসের প্রবাহ মুক্ত করে দেওয়া হ'ত। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আগে কোনো প্রহসন ছিল না। সংস্কৃত প্রহসন 'হাস্যার্ণব' ও 'কৌতুকসর্বস্ব' বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু সেই অকিঞ্চিৎকর অনুবাদের কোনো প্রভাব ও প্রচারের কথা জানা যায়নি। ফরাসী দেশেও প্রহসনের ব্যাপক রচনা ও অভিনয় হয়েছিল এবং ফরাসী প্রহসনের আদর্শে অন্যান্য দেশে প্রহসন রচিত হয়েছিল। মধুসূদন সম্ভবত ফরাসী প্রহসনের মধ্যেই প্রহসন রচনার আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন। মধুসূদনের প্রহসন দু'খানি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়নি। হয়তো প্রহসন দু'খানির নিরাবরণ বাস্তবতা

১৩। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৮৫৯ সালের ৮ই মে মধুসূদনকে লিখেছিলেন, 'I am thinking of some domestic farces to follow immediately after the first representation of the Shermistha and before it is repeated just to show the public that we can act the sublime and the ridiculous both at the same time and with the same actors'. মধুস্মৃতি, ১০১-১০১

১৪। অধ্যাপক নিকল তাঁর The Theatre and Dramatic Theory নামক গ্রন্থে প্রহসন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'Generally, the term was applied to an after piece, or else to a piece inserted within an evening's performance. generally it tended to be associated with short plays, not more than three-acts in length'. পৃঃ ৮৭

নাট্যশালার কর্তৃপক্ষও হজম করতে পারেননি। এ-কারণে মধুসূদন সম্ভবত একটু হতাশ ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন এবং এই প্রহসন রচনার জন্য আফশোস প্রকাশ করেছিলেন।[১৫]

প্রহসন দু'খানির মধ্যে মধুসূদনের বাস্তবতাবোধ ও কৌতুক রসসৃষ্টির আশ্চর্য নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাবতে অবাক লাগে যে, মধুকরী কল্পনার বর্ণোজ্জ্বল আকাশে উড়ে চলাই যার স্বাভাবিক ধর্ম ছিল, তিনি বাস্তবের ধুলোমাটি নিয়ে এত মাখামাখি করলেন কিভাবে? মধুসূদনের প্রতিভার মধ্যেই বোধ হয় দ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব ছিল। এক সত্তা দূর রহস্য সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে লীলা করে যেত, আর এক সত্তা স্থূল বাস্তব মাটির মধ্যে বহমান চঞ্চল জীবন-স্রোতের গতিপ্রকৃতি কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করত। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে গলিত প্রস্তর ও ধাতব দ্রব্যের প্রচণ্ড আলোড়ন তিনি যেমন অনুভব করেছিলেন, তেমনি সেই গিরি শান্ত হয়ে এলে যখন হাল্কা মেঘের দল তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে খেলা করতে থাকে আর খুশিভরা বাতাস তার পাশ দিয়ে গানের তরী সাজিয়ে বয়ে যায়, তখনও তিনি সেই মেঘ আর বাতাসের সঙ্গী হয়েছেন। অর্থাৎ, জীবনের ভারী ও হাল্কা, গভীর ও চপল, করুণ ও কৌতুকময় উভয় দিকই তিনি সমান আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করেছেন। তিনি নিজে যে কত কৌতুকপ্রিয় ছিলেন তার বহু নিদর্শন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা ও চিঠিপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। কৌতুকরস সৃষ্টিতে তাঁর পটুতা তাঁর পূর্ববর্তী নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণ তির্যক্‌শীলতা, উদ্ভট পরিস্থিতি রচনার ক্ষমতা, জীবনের ভ্রান্তি, দোষত্রুটি ও অসঙ্গতি সন্ধানের আশ্চর্য নিপুণতা, কৌতুকদীপ্ত বাক্যযোজনার পটুতা এবং বিকৃত চরিত্রচিত্রণ দক্ষতার ফলে তাঁর প্রহসন দু'খানি কৌতুকের অনাবিল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে মধুসূদনের সমসাময়িক কলকাতার সমাজের একটি পূর্ণ রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্বল্পপরিসরের মধ্যে অনেকগুলি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বলে চিত্রগুলি চলচ্চিত্রের ন্যায় দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। কোনো চিত্র বেশিক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারেনি, কিন্তু স্বল্পক্ষণের মধ্যেই তা দর্শকচিত্তে স্থায়ী রেখাপাত করে। ইয়ংবেঙ্গলদের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা, মদ্যাসক্তি ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ উদ্‌ঘাটন করাই মধুসূদনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমাজের একটি সামগ্রিক রূপই তিনি তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর বক্র কৌতুকদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বৈষ্ণব বাবাজী, মাতাল, বারবিলাসিনী, সারজন, চৌকিদার, মুটিয়া প্রভৃতি হরেক রকম বিকৃত টাইপ চরিত্র। এদের চরিত্রের সজীব বাস্তবতা ফুটে উঠেছে চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ প্রয়োগকৌশল ও পরিস্থিতি সৃষ্টি-চাতুর্যের ফলে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বর্ণনা উপলক্ষে নাট্যকার ইংরেজী-শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল সভ্যদের সভ্যতার নামে অসভ্যতার চূড়ান্ত বিকৃতি দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেও একটি বাস্তব চিত্র তিনি এঁকেছেন, কিন্তু এই বাস্তবতার স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বাঙালী অন্তঃপুরে গিয়ে তৎকালীন বঙ্গললনাদের একটি অবিকল চিত্র তুলে ধরেছেন। তাদের বঞ্চিত অবকাশে তাসখেলার অলস আমোদবিলাস, সেকেলে রঙ্গরসিকতার তরল আবহাওয়া, পারস্পরিক স্নেহপ্রীতিসিক্ত কথোপকথন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একটি মধুর ও অন্তরঙ্গ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। নবকুমারের উন্মত্ত আচরণের কুৎসিত বীভৎসতা সেই পরিবেশটিকে রূঢ় আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাবার অনুমতি পাবার জন্য নবকুমার ও কালীনাথ কিভাবে নবকুমারের পিতাকে প্রতারণা করল তার বর্ণনা, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাহ্য পরিবেশ, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আসল ঘটনা, অর্থাৎ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার মধ্য দিয়ে সভ্যদের পরিচয় দান এবং শেষ দৃশ্যে ওই সভায়

১৫। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি পত্রে তিনি বলেছিলেন,—... 'but to tell you the candid truth, I half regret having published those things.'

প্রচুর মদ্যপানের অতি বিসদৃশ পরিণতি। প্রহসনের ঘটনাধারায় মোটামুটি অবিচ্ছিন্নতা রয়েছে বটে, কিন্তু ঘটনার অখণ্ড পারম্পর্য ও কৌতূহলোদ্দীপকতার চেয়ে খণ্ড চিত্রগুলির স্বয়ং-সম্পূর্ণ রসই এই প্রহসনে বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে মধুসূদন তৎকালীন ইয়ংবেঙ্গলদের বিকৃতি ও অসঙ্গতি তুলে ধরে কৌতুকরস সৃষ্টি করেছেন। এই সমাজ তাঁর নিজেরই সমাজ। সেজন্য তাঁর কৌতুকের পাত্র যেন স্বয়ং তিনিই। নবকুমার ও কালীনাথের সঙ্গে তাঁর নিজের সাধর্ম্য ছিল বলে তিনি তাদের চরিত্র মৃদু শ্লেষে বিদ্ধ করেছেন, তীব্র আঘাতে বিপর্যস্ত করেননি। তিনি তাদের চরিত্রের হাস্যকর অসঙ্গতি দেখিয়ে যেন মজা বোধ করেছেন, কঠিন আঘাতে তাদের শাস্তি বিধান করতে চাননি। বরং সেকেলে ধর্মপরায়ণ চরিত্র বাবাজীকে জব্দ করে নবকুমার ও কালীনাথের মতই নিষ্ঠুর আনন্দ বোধ করেছেন। কৌতুকরস সৃষ্টিই প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজের সমস্যা এখানে আছে, কিন্তু সেই সমস্যা কখনো বড় হয়ে দেখা দেয়নি। মৃদু শ্লেষ ও বক্র দৃষ্টিপাত কোথাও কোথাও আছে বটে, কিন্তু অনর্গল হাসির অফুরন্ত প্রবাহের দ্বারই এখানে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

।। বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ।। মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।' 'একেই কি বলে সভ্যতা' লেখা মধুসূদনের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কারণ ওই প্রহসনে বর্ণিত সমাজ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, লেখার সময় শুধু তাঁকে চারপাশে চোখ মেলে তাকাতে হয়েছিল। কিন্তু 'বুড সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া'র সমাজ তিনি বহুদিন আগে ছেড়েছিলেন, ওই সমাজের লোকগুলির সঙ্গে তাঁর কোনোদিন পরিচয় ঘটেছিল কিনা সন্দেহ। সেজন্য যে নিখুঁত বাস্তবতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অভ্রান্ত লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় তিনি ওই প্রহসনের মধ্যে দিয়েছেন তা' দেখে অবাক হতে হয়। দূর থেকে তিনি গ্রাম্য জীবনের রোমান্টিক ছবি আঁকেননি, ধুলো কাদা আবর্জনার মধ্যে সেই জীবনের স্থূল, বিরূপ ও বিসদৃশ রূপই প্রত্যক্ষ করেছেন। গ্রামসম্পর্কচ্যুত, নাগরিক জীবনবিলাসী মাইকেল এম. এস. ডাটের পক্ষে হানিফ ও ফতেমার অবিকল জীবনচিত্র তুলে ধরা এবং আঞ্চলিক ভাষার প্রতিটি শব্দ ও ভঙ্গি যথাযথ ব্যবহার করা বিস্ময়কর, সন্দেহ নেই।

'একেই বলে সভ্যতা'র মধ্যে সমাজচিত্র তুলে ধরাই নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় প্রহসনে তাঁর আসল লক্ষ্য হ'ল চরিত্রচিত্রণ। এই প্রহসনখানিতেও সমাজচিত্র রয়েছে বটে, কিন্তু সেই চিত্রের বিস্তার ও বৈচিত্র্য নেই। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় তিনি চরিত্রকে বাহ্য আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু 'বুড় সালিকে' তিনি চরিত্রের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া ও প্রবৃত্তির দিক উদ্ঘাটন করেছেন, সেজন্য চরিত্রের গভীরতা ও জটিলতার সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। আগের প্রহসনে তিনি চরিত্রের অসঙ্গতি দেখিয়ে মৃদু শ্লেষমিশ্রিত পরিহাসের উপভোগ্য রস সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু 'বুড় সালিকে' চরিত্রের অপরাধ উদ্ঘাটন করে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের চাবুক দিয়ে শাস্তিবিধান করেছেন। ইয়ংবেঙ্গলী সমাজের প্রতি তাঁর কিছুটা সহিষ্ণু প্রশ্রয়শিথিল কৌতুকপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া গেছে, কিন্তু গোঁড়া, কপট-ধর্মধ্বজী, অত্যাচারী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত সমাজের প্রতি তাঁর অসহিষ্ণু ক্রোধ ও ক্ষমাহীন শাস্তিবিধানের ইচ্ছাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেজন্য এই প্রহসনে যে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে ব্যঙ্গের তীব্রতা ও উদ্দেশ্যমূলকতাই পরিস্ফুট হয়েছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে বহু চরিত্র ও স্বল্পস্থায়ী পরিস্থিতির মধ্যে বৃত্তগঠনের দৃঢ়সংহতি এবং সুপরিকল্পিত কৌতূহলজনক গতি লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু 'বুড় সালিকে' ঘটনার ষড়যন্ত্রমূলক জটিলতা এবং সুপরিচালিত ও সুসংহত ক্রিয়ার গতিবেগ সৃষ্টি করা হয়েছে। মিনাণ্ডার রচিত নব গ্রীক কমেডি এবং পরবর্তীকালে বেন জনসন ও মলেয়ারের কমেডিতে যে জটিল ষড়যন্ত্রমূলক বৃত্তগঠনরীতি লক্ষ্য করা যায় তার সঙ্গে আলোচ্য প্রহসনের বৃত্তগঠনরীতির সাদৃশ্য উল্লেখ-

যোগ্য। এখানে একদিকে দুর্ধর্ষ জমিদার ভক্তপ্রসাদ ও অন্যদিকে হানিফ, ফতেমা ও বাচস্পতির সম্মিলিত প্রতিরোধ—এই উভয়পক্ষের সংঘাতে প্রহসনের রস জমে উঠেছে। ভক্তপ্রসাদের লোলুপ কামনা চরিতার্থ করবার প্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টার অন্তিম ব্যর্থতার মধ্যে যে নাট্যবৈপরীত্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার মধ্য দিয়েও প্রহসনখানির ঘনীভূত কৌতূহলোদ্দীপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রহসনখানির ঘটনার মধ্যে আতিশয্য ও অতিরঞ্জন রয়েছে সন্দেহ নেই, বিশেষ করে শেষ দৃশ্যের ঘটনা যেন মাত্রাতিরিক্ত অবিশ্বাস্যতার স্তরে পৌঁছেছে। কিন্তু প্রহসনে স্বাভাবিকতার সীমা উল্লঙ্ঘনে কোনো দোষ হয় না। প্রহসনের দর্শক সাময়িকভাবে সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা ভুলে গিয়ে কৌতুকের অনর্গল উচ্ছ্বসিত ধারায় নিজেকে ভাসিয়ে দেন।[১৬]

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া'র মধ্যে মধুসূদনের নাট্যক্ষমতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় ভক্তপ্রসাদ চরিত্রচিত্রণের মধ্যে। এরূপ নিখুঁত চরিত্রাঙ্কনের দৃষ্টান্ত বাংলা নাটকে খুব কমই আছে। তাঁর চরিত্রের মধ্য দিয়ে বৈষম্য ও বৈপরীত্যের উপাদানগুলি ফলাও করে তুলে ধরে লেখক ব্যঙ্গের চাবুক নির্মমভাবে চালিয়েছেন। আসলের সঙ্গে নকলের তফাত যত বেশি হবে ব্যঙ্গপ্রয়োগকৌশল ততই সূক্ষ্ম ও শাণিত হয়ে উঠবে। ভক্তপ্রসাদ সনাতন ধর্মের মূর্তিমান প্রতিনিধি অথচ ভাবনা কামনা ও আচরণে তিনি অধর্মের ঘৃণ্যতম প্রতীক! তিনি বয়সে বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু নবীন যুবকের কামনালোলুপতায় তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য! পুত্রের সদাচরণ সম্পর্কে তিনি চিন্তান্বিত অথচ পিতার পক্ষে বিসদৃশ কুক্রিয়ায় তাঁর চরম আসক্তি! দরিদ্র প্রজা ও দুঃস্থ লোকের একটি পয়সা ছাড়তে তিনি রাজী নন অথচ লাম্পট্যবৃত্তির জন্য মুক্তহস্তে টাকা ছড়াতে তাঁর বাধে না! ভক্তপ্রসাদের মধ্যে লালসার যে নগ্ন রূপটি নাট্যকার তুলে ধরেছেন তার বুঝি তুলনা নেই। নারীদেহের প্রতি তাঁর আগ্রাসী চাহনি, তাঁর কামতরল কণ্ঠ থেকে অর্ধস্ফুট ছড়ার আবৃত্তি, অবৈধ সম্ভোগের আশায় তাঁর রোমাঞ্চিত প্রতীক্ষা রতিরঙ্গবিলাসের অনুকূল সাজসজ্জা ও প্রসাধন প্রভৃতি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

হানিফ ও ফতেমা চরিত্র দুটির মধ্যে কৃষকজীবনের বাস্তবতা, সমস্যাপীড়িত রূপ, আদিম সরলতা প্রভৃতি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কন করা হয়েছে। তবে চরিত্র দুটির আচরণে কিছু কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ে। হানিফের মত সরল ও গোঁয়ার কৃষকের পক্ষে শেষ দৃশ্যে ভক্তপ্রসাদের সঙ্গে চতুর রসিকতা করা অস্বাভাবিক। ফতেমার পক্ষে ভক্তপ্রসাদের মত দোর্দণ্ড জমিদারকে জব্দ করবার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করাও মোটেই বিশ্বাস্য মনে হয় না। এই বিপজ্জনক খেলায় ইচ্ছা করে যে পা বাড়িয়েছে তার পক্ষে শেষ দৃশ্যে ষড়যন্ত্রের অনিবার্য পরিণতি-মুখে ভয় পেয়ে যাওয়াও অসঙ্গত। না, ফতেমার ভয় পাওয়াটা ভান? তা' হলে বলতে হবে, ফতেমার মত ছলনাময়ী অভিনেত্রী কৃষকরমণীকুলে দুর্লভ।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র মত 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া'তেও মধুসূদন সংলাপ রচনায় অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রহসনে নিম্নশ্রেণীর চরিত্রদের মুখে তিনি যশোহরের ভাষা ব্যবহার করেছেন। মধুসূদন দীর্ঘকাল নগরবাসী ও বিজাতীয় সমাজভুক্ত হয়েও যে নিজের জেলার ভাষা ভোলেননি তা' দেখে বিস্মিত হতে হয়। শুধু আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ নয়, চরিত্রের জাতি, শ্রেণী, প্রকৃতি ও মানসিকতা অনুযায়ী তিনি শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন। মুসলমান চরিত্রের মুখে প্রচুর মুসলমানী শব্দ দিয়ে সেই চরিত্রের ধর্মীয়

১৬। 'প্রহসন সম্পর্কে' The Oxford Companion to the Theatre-এ (৩য় সং) বলা হয়েছে,— 'an extreme form of comedy in which laughter is raised at the expense of probability, particularly by horse-play and bodily assault'.

বাস্তবতা তিনি বজায় রেখেছেন। ভক্তপ্রসাদ ও বাচস্পতির মত চরিত্র আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেনি বটে, কিন্তু তদ্ভব শব্দ ও সংক্ষিপ্ত বাক্য প্রয়োগের ফলে তাদের ভাষায় সচল স্বাভাবিকতার পরিচয় পাওয়া গেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ভক্তপ্রসাদের মুখে কামরসাত্মক ছড়া ও প্রবাদগুলি ব্যবহৃত হওয়াতে চরিত্রটির কামুক রূপটি অতিমাত্রায় বাস্তব হয়ে উঠেছে।[১৭]

।। পদ্মাবতী ।। প্রহসন দু'খানির পর মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' প্রকাশিত হয়। মধুসূদন রাজনারায়ণকে একটি পত্রে এই নাটক সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'It is also written on the classical model'[১৮] এই 'Classical model' বলতে মধুসূদন কি বুঝেছিলেন? মধুসূদন ক্লাসিক অথবা গ্রীক নাট্যরীতি অবলম্বনে এই নাটক লেখেননি। সংস্কৃত নাট্যরীতিও তিনি অনুসরণ করেননি। নাট্যরীতির দিক দিয়ে তিনি শেকসপীরীয় অথবা রোমাণ্টিক রীতিই গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং model বলতে তিনি নিশ্চয়ই নাট্যরীতি বোঝাতে চাননি। সম্ভবত তিনি গ্রীক কাহিনীবীজ এবং সংস্কৃত নাটকের চরিত্র, পরিবেশ ও সংলাপ অনেকখানি অনুসরণ করেছিলেন বলেই তিনি 'classical model' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। মধুসূদন ওই পত্রে লিখেছিলেন যে তিনি তিন চারখানা ক্লাসিকধর্মী নাটক লিখবেন এবং তারপর ঐতিহাসিক অথবা অন্য বিষয় অবলম্বন করবেন। এখানেও বোঝা যাচ্ছে যে, ক্লাসিকধর্মী নাটক ('Plays of the classical kind') বলতে তিনি গ্রীক অথবা সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তুই ভেবেছিলেন। 'পদ্মাবতী' নাটক রচনার সময় তিনি সংস্কৃত ও গ্রীক সাহিত্যে মগ্ন হয়েছিলেন।[১৯] গ্রীক সাহিত্যচর্চার ফলে তিনি কলহ-আপেলের (Apple of discord) কাহিনীটি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ওই কাহিনীর ভারতীয় রূপদান সম্পর্কে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন।[২০] তিনি ইউরোপীয় নাটকের আদর্শ অনুযায়ী নাটক লেখার সংকল্প ব্যক্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু সেই আদর্শ তিনি প্রধানত গ্রহণ করেছিলেন নাট্যগঠনরীতিতে; চরিত্রচিত্রণ, সংলাপরচনা ও রসসৃষ্টিতে তিনি প্রধানত সংস্কৃত নাটকের আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। সুতরাং 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ন্যায় 'পদ্মাবতী'তেও মধুসূদনের ঘোষিত আদর্শ ও সেই আদর্শ রূপায়ণের মধ্যে অনেকখানি অমিল রয়েছে।

সমসাময়িককালে 'শর্মিষ্ঠা' যতখানি সমাদর পেয়েছিল 'পদ্মাবতী' ততখানি সমাদর পেয়েছিল বলে মনে হয় না। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'পদ্মাবতী'র প্রশংসা করলেও 'শর্মিষ্ঠা'র প্রতি তাঁর অধিকতর আকর্ষণের কথা বলেছিলেন। মধুসূদনের একখানি পত্রে জানা যায় যে, রাজনারায়ণ 'পদ্মাবতী' নাটকটিকে প্রশংসা করেছিলেন। এ কথা সত্য যে, কোনো কোনো দিক দিয়ে মধুসূদন 'পদ্মাবতী'তে অধিকতর নাট্যনৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'শর্মিষ্ঠা'য় সংবাদজ্ঞাপক ও বিবৃতিমূলক সংলাপ অনেক জায়গায় থাকবার ফলে নাটকীয়তায় ব্যাঘাত ঘটেছে, কিন্তু 'পদ্মাবতী'তে সংলাপ প্রায় সর্বত্র প্রত্যক্ষ ক্রিয়াশ্রয়ী হয়েছে। 'শর্মিষ্ঠা'য় অনেক সংলাপ অতিমাত্রায় দীর্ঘ এবং সংলাপের বাক্যগুলিও বহু বিস্তৃত ও ধীরগতিসম্পন্ন, কিন্তু 'পদ্মাবতী'তে

১৭। মধুসূদনের প্রহসন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে আমার 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'-এ। প্রহসনের হাস্যরস নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা'য়।

১৮। ১৮৬০ সালের ২৪-এ এপ্রিল লিখিত পত্র

১৯। ওই সময়ে রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে (১৫ই মে, ১৮৬০) মধুসূদন লিখেছিলেন, 'I read Sanskrit, Latin & Greek and scribble'.

২০। মধুসূদন উপরে উল্লিখিত পত্রে লিখেছিলেন, 'I am sure I need not tell you that in the first Act you have the Greek story of the golden apple Indianised'.

সংলাপ আকারে ছোট হয়েছে এবং বাক্যগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত হওয়াতে অধিকতর নাট্যবেগ-সম্পন্ন হয়েছে। 'পদ্মাবতী'তে বৃত্তগঠনের মধ্যে রহস্য ও কৌতূহল ঘনীভূত করে তোলার সচেতন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় এবং শচী ও রতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে নাট্যসংঘাত সৃষ্টির প্রয়াসও সুস্পষ্ট। পদ্মাবতী মুরজার কন্যা অথচ তার ক্ষতিসাধনে তিনি সহযোগিতা করছেন, এর মধ্যে যে নাট্যশ্লেষ রয়েছে নাট্যকার তার সদ্ব্যবহার করেছেন। আবার পদ্মাবতীর পরিচয় না জেনেও মুরজার মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। মুরজার এ-ধরনের স্নেহসিক্ত ব্যাকুলতা দেখে দর্শকদের মনে নাট্যোৎকণ্ঠা জেগে ওঠে। মুরজা-পদ্মাবতীর সম্পর্ক-রহস্য উদ্‌ঘাটন পর্যন্ত এই নাট্যোৎকণ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকে। এমনিভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করে দেখা যায় যে, মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' অপেক্ষা 'পদ্মাবতী'তে নাট্য-আঙ্গিক সম্পর্কে অধিকতর পরিণত জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও বলা যায়, কোনো কোনো দিক দিয়ে 'শর্মিষ্ঠা'র আবেদন 'পদ্মাবতী' অপেক্ষা গভীরতর। 'শর্মিষ্ঠা'য় মর্তলোকের মানব-মানবীর কথাই বলা হয়েছে, সেজন্য ওই নাটকের একটি স্বাভাবিক আবেদন রয়েছে। কিন্তু 'পদ্মাবতী'র প্রধান অংশে স্বর্গীয় দেবদেবী লীলা। দেবীদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতই জোরালো হোক না কেন, তাতে সত্যকার দুঃখবেদনার কোনো স্পর্শ নেই, তার মধ্যে কোনো মানবিক রস নেই। 'পদ্মাবতী' এবং একই সময়ে রচিত 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে মানবিক রসের অভাবের ফলে ওই রচনাগুলির কোনো অকৃত্রিম আবেদন নেই। ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর সাময়িক বিচ্ছেদ এবং বেদনাও অনেকটা সাজানো, কৃত্রিম ও প্রাণহীন। দেবযানীর মত জীবন্ত চরিত্র 'পদ্মাবতী'তে নেই। এমন কি শর্মিষ্ঠার সংলাপ আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হলেও পদ্মাবতী অপেক্ষা তার চরিত্রে অধিকতর স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির পরিস্ফুরণ ঘটেছে। 'শর্মিষ্ঠা'য় কৌতুকরস সৃষ্টির জন্য শুধুমাত্র বিদূষক চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু পদ্মাবতীতে কঞ্চুকী ও বিদূষক এই দুটি চরিত্র কৌতুকরস-সৃষ্টির ভার নিয়েছে। সেজন্য 'পদ্মাবতী'তে বিদূষক চরিত্রের স্থান কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। 'পদ্মাবতী'র বিদূষককে অধিকতর চতুর ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন মনে হ'তে পারে, কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা'র বিদূষকও আসলে বোকা নয় এবং তার বাক্যের তীক্ষ্ণতা ও সরসতা বরং আরো বেশি।

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে শকুন্তলা নাটকের কিছু কিছু ঘটনা ও চরিত্র মিশিয়ে মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটক রচনা করেন। ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর অংশে 'শকুন্তলা'র প্রভাব স্পষ্ট এবং শচী, মুরজা ও রতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা অংশ নাট্যকার গ্রীক কাহিনী অনুসরণ ক'রে সন্নিবেশিত করেছেন। প্রথমেই হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ধনুর্বাণ হস্তে রাজার প্রবেশের ঘটনাটি অবিকল 'শকুন্তলা' থেকে নেওয়া, তারপরেই গ্রীক কাহিনীর অবিকল অনুসরণ। জুনো, প্যালাস ও ভিনাস হয়েছেন যথাক্রমে শচী, মুরজা ও রতি। গ্রীক কলহদেবী ডিসকর্ডিয়া রূপান্তরিত হয়েছেন হিন্দু কলহ দেবতা নারদে। প্যারিস হয়েছেন ইন্দ্রনীল এবং হেলেনের অনুরূপতা পাওয়া যায় পদ্মাবতীতে। তবে হেলেনের ন্যায় পদ্মাবতী অপরের স্ত্রী নয়, মধুসূদন হিন্দু নীতি রক্ষা করেই পদ্মাবতীকে কুমারী নারীরূপে উপস্থাপিত করেছেন। গ্রীক উপাখ্যানে দেবীদের নগ্ন সৌন্দর্য বিচার ক'রে প্যারিস ভিনাসকেই শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলেছিলেন। মধুসূদন ভারতীয় নীতি ও রুচির দিকে লক্ষ্য রেখেই নগ্ন সৌন্দর্যের ব্যাপারটি এড়িয়ে গেছেন। প্রথম অঙ্কটিকে নাট্যঘটনার সূচনা-অংশ বলা যায়। দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীকে কেন্দ্র করে তিন দেবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাই দেখানো হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রধানত শচী ও রতির মধ্যে, মুরজাকে বরাবর দ্বিধাগ্রস্ত ও ক্রিয়াবিমুখ মনে হয়েছে। এই দৈবশক্তি নিয়ন্ত্রণের ফলে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী কারো চরিত্রই স্বাধীন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্নরূপে বিকশিত হ'তে পারেনি। কঞ্চুকী, সখী, পরিচারিকা প্রভৃতি চরিত্রের অকারণ সবিস্তার

উপস্থাপনার ফলে আসল চরিত্রগুলির উপরে গুরুত্ব পড়েনি। ইন্দ্রনীলের ছদ্মবেশ-ধারণের কোনো কারণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আবার পদ্মাবতীর প্রকৃত পরিচয় প্রথমে ইন্দ্রনীলের কাছে গোপন রাখা হয়েছে। ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী উভয়ে পরস্পরের প্রকৃত পরিচয় না জেনেও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এর ফলে নাটকের মধ্যে রহস্যঘন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নাট্যকার এই রহস্যঘন জটিলতার বিস্তার ক'রে ঘনীভূত নাট্যরস সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি। অল্প পরেই অত্যন্ত হাল্কা কারণে রহস্যের উন্মোচন হ'য়ে গেছে। ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর পারস্পরিক অনুরাগ দেখানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মিলনের সম্ভাবনা, আয়োজন কিছুই দেখানো হ'ল না। কিভাবে কি ঘটল তা' বোঝাই গেল না। চতুর্থ অঙ্কে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর ক্ষতিসাধনের প্রধান অস্ত্ররূপে কলি চরিত্রের অবতারণা হয়েছে। মোটা-মুটি এই অঙ্কে শচীর প্রভাব ও সক্রিয়তাই বেশি। তবে যেভাবে পদ্মাবতীকে রাজপুরীর বাইরে আনা হয়েছে তা বিশ্বাস্য মনে হয় না। শেষ অঙ্কে অন্তিম জয় অবশ্য ঘটেছে রতির। অবশেষে যথারীতি মধুময় মিলন। নারদও ভালো মানুষ হয়ে এ-মিলনের একজন সহায়ক। সব কিছুই সাজানো এবং দেবদেবীর অকারণ ও সাময়িক খেয়ালপ্রসূত মনে হয়। মানবচরিত্রগুলি দেবদেবীর হস্তচালিত প্রাণহীন পুতুল হয়েছে মাত্র।

'পদ্মাবতী'তে গভীর হৃদয়াবেগ ব্যক্ত করবার স্থান খুব কমই আছে, এবং সেজন্যই ভাষায় চিত্র, সঙ্গীত, অলঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহারের সুযোগও খুব সীমাবদ্ধ। সেজন্য সংস্কৃত ভাষার সম্পদ গ্রহণ করবার প্রয়োজন নাট্যকারের হয় নি। দেবীদের ঈর্ষা ও দ্বেষ এবং বহুতর অপ্রধান চরিত্রের সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে নাট্যকার সংস্কৃত ভাষাজাত গাম্ভীর্য ও মহিমা সৃষ্টি করবার সুযোগ পান নি, তবে ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর অনুরাগ ও বেদনা ফুটিয়ে তোলার জায়গায় তিনি সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্পদ ও অলংকার খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। ওই সব অংশে তাঁর সংলাপ সংস্কৃতের অনুবাদ বলে মনে হয়। তবে আগেই বলা হয়েছে, 'শর্মিষ্ঠা' অপেক্ষা 'পদ্মাবতী'তে বাক্যগুলি অধিকতর সংক্ষিপ্ত হয়েছে এবং নাটকের উপযোগী হয়েছে। 'পদ্মা-বতী'তে মধুসূদন কিছু কিছু অমিত্রাক্ষর ছন্দের পদ্যসংলাপ ব্যবহার করেছেন। রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees. 'পদ্মাবতী'তে তাঁর এই মতকে তিনি নাট্যভাষায় রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। তবে পদ্য সংলাপ ব্যবহারের প্রকৃত মর্ম তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না। এ-বিষয়ে শেকসপীয়রের আদর্শ তিনি কেন গ্রহণ করেন নি তা' বোঝা যায় না। শেকসপীয়র প্রধান চরিত্রগুলির মুখে তীব্র ও গভীর ভাবাবেগ প্রকাশ করবার জন্য পদ্য সংলাপের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মধুসূদন, কঞ্চুকী ও কলির মুখে পদ্যসংলাপ প্রয়োগ করেছেন। কঞ্চুকী কৌতুকরসাত্মক চরিত্র এবং কলি নীচ প্রবৃত্তিময় ক্ষতিকারী চরিত্র। উভয়ের মুখেই পদ্যসংলাপের ভাব, আবেগ, স্পন্দন সব ব্যর্থ হয়েছে। অনুচিত স্থানে এবং বিসদৃশ চরিত্রের মুখে পদ্যসংলাপের ব্যবহার হওয়াতে সেই সংলাপ সম্ভবত কারো সপ্রশংস কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেনি। বোধ হয় সেকারণেই মধুসূদন অন্তত নাটকের ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের কথা আর চিন্তা করেন নি।[২১]

২১। পরবর্তী নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'র মঙ্গলাচরণে মধুসূদন বলেছিলেন, 'অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য, কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এ-দেশে এত দূর পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্ব্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।

।। কৃষ্ণকুমারী ।। মধুসূদনের তৃতীয় নাটক কৃষ্ণকুমারীতে তাঁর নাট্যপ্রতিভার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা গেল। পূর্ববর্তী নাটক দুটি রচনার মধ্য দিয়ে নাটক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'শর্মিষ্ঠা'য় মধুসূদনের কবিপ্রতিভা তাঁর নাট্যপ্রতিভাকে আচ্ছন্ন ক'রেছিল। 'পদ্মাবতী'তে নাট্যপ্রতিভার আংশিক মুক্তি এবং 'কৃষ্ণকুমারী'তে সেই প্রতিভার পূর্ণমুক্তি। হয়তো 'কৃষ্ণকুমারী'তে রোমাণ্টিক প্রণয়ের দৃশ্য নেই ব'লে কাব্যময় ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার প্রয়োজন উপলব্ধি হয়নি। কিন্তু এই নাটকে হৃদয়াবেগ অনেক স্থানেই প্রবলভাবে ব্যক্ত হয়েছে, সে সব জায়গাতেও সংস্কৃতের প্রভাব খুবই পরিমিত। মধুসূদন এতদিন পরে বুঝতে পেরেছেন যে, একই হৃদয়াবেগ কাব্য ও নাটকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করতে হয়। নাট্যাভিনয় সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উৎসাহ ও সচেতনতার ফলে তিনি নাটককে পাঠ্য না ক'রে দৃশ্য ক'রে তোলার দিকে অধিকতর যত্নবান হলেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি নাট্যতত্ত্ব, নাট্যরীতি ও দর্শকদের রুচি ও প্রবণতা সম্পর্কে অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। কেশবচন্দ্র মস্ত বড় অভিনেতা ছিলেন এবং নাটকের অভিনেয়তার দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি নাটক সম্পর্কে সব মতামত প্রকাশ করেছিলেন। মধুসূদন শেষ পর্যন্ত তাঁর নির্দেশই সব মেনে নিয়েছিলেন। একখানি পত্রে তিনি তো অসঙ্কোচে ব'লে ফেলেছিলেন, 'But master's Hookum is my motto'. কেশবচন্দ্রের প্রতি তিনি কতখানি কৃতজ্ঞ ছিলেন তা এই নাটকের 'মঙ্গলাচরণে'র অন্তর্গত কয়েকটি কথার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট বোঝা যাবে, 'আমার এই বাঞ্ছা যে, ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিত সম্প্রদায় জানিতে পারেন, যে আপনার সদৃশ দর্শনকাব্যবিশারদ একজন মহোদয়ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ প্রকাশ করিতেন।'

'কৃষ্ণকুমারী' যে সংস্কৃত প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত হ'তে পেরেছে তার আর একটি কারণ হ'ল ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু। প্রাচীন পুরাণ থেকে যখন কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন, তখন স্বাভাবিক কারণেই মধুসূদন সংস্কৃত নাটককে আদর্শ মনে করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের কাহিনী হ'ল আমাদের কাছাকাছি সময়ের কাহিনী। এই নাটকের আদর্শ সংস্কৃত নাটক হ'তে পারে না। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক লেখার সময় ইতিহাস সম্পর্কে মধুসূদনের সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। 'কৃষ্ণকুমারী' লেখার আগে 'রিজিয়া' নাটক রচনার সঙ্কল্পের মধ্যে এই ইতিহাস-সচেতনতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। পুরাণ ও মহাকাব্যে যাঁর চিত্ত মগ্ন হ'য়ে ছিল ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর এই কৌতূহলের কারণ কি তা' বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে যে স্বাজাত্যচেতনা ও স্বদেশপ্রাণতার উদ্ভব হয়েছিল তা' ইতিহাসের কীর্তিময় কর্মপ্রবাহ ও বলিষ্ঠ সংগ্রামশীলতা থেকে প্রেরণা লাভ করতে চেয়েছিল। স্বপ্নময় দূর অতীত নয়, নিকটবর্তী বাস্তব অতীত থেকে মানুষের সম্মিলিত অভ্যুত্থান ও অপ্রতিহত অভিযান, মনুষ্যত্বের অপরাজেয় আত্মপ্রকাশ এবং তার অসামান্য সম্ভাবনা থেকে উদ্দীপনা লাভ ক'রে উনিশ শতকের নবজাগ্রত প্রতিভা ভবিষ্যতের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে চেয়েছিল। রঙ্গলাল ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করে ইতিহাসের পটভূমিতে তৎকালীন জাতীয় মানসের উদ্দীপিত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন, মধুসূদন তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে তাই চাইলেন। তবে ঐতিহাসিক বিষয় নির্বাচনেও মধুসূদন কেশবচন্দ্রের কাছে ঋণী ছিলেন। কেশবচন্দ্র একখানি পত্রে মধুসূদনকে লিখেছিলেন, 'Can't we cull out a subject from the history of the Rajputs?' রাজপুতজাতির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, অতুলনীয় স্বদেশপ্রীতি এবং মহৎ আত্মোৎসর্গ পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে যে স্বদেশী ভাবোদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিল তার সূচনা হয়েছিল রঙ্গলালের কাব্যে ও মধুসূদনের নাটকে।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিষয়বস্তু তিনি টডের রাজস্থান থেকে নিয়েছিলেন। কিন্তু এর গঠন-রীতি, চরিত্রচিত্রণ, সংলাপরচনা ও রসসৃষ্টিতে তিনি সচেতন ভাবে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অনুসরণ

করেছিলেন। অবশ্য চরিত্রপরিকল্পনায় সংস্কৃত নাটক 'মৃচ্ছকটিকে'র কিছুটা প্রভাব আছে বটে, কিন্তু সেই প্রভাব নাটকের শিল্পরীতি ও রসের মধ্যে কোথাও নেই। পাশ্চাত্ত্য নাটকের কোন্ বিশিষ্ট শিল্পরীতি তিনি অনুসরণ করেছিলেন তা' আলোচনা করা যেতে পারে। মধুসূদন কেশবচন্দ্রকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন, 'Lord ! What a romantic Tragedy it will make !' ওই পত্রে কিছুটা পরেই তিনি আবার লিখেছিলেন, 'Fancy, only 5 or 6 males, and but 4 females in a Historic Tragedy ! মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটককে একবার romantic tragedy এবং একবার historic tragedy বললেন। রোমান্টিক ও হিস্টোরিক উভয় প্রকার ট্র্যাজেডিই শেকসপীয়রের ট্র্যাজেডিকে বোঝায়। উভয় প্রকার ট্র্যাজেডিতে নাটকের আঙ্গিক ও রসচেতনা একই ধরনের। কিন্তু রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতে কাল্পনিক ইতিবৃত্তমূলক ঘটনা প্রাধান্য পায় এবং হিস্টোরিক ট্র্যাজেডিতে ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রই মুখ্য স্থান লাভ করে, যেমন Henry IV, Richard III ইত্যাদি। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটিকে হিস্টোরিক অথবা ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি বলা সঙ্গত, কারণ এর মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির ট্র্যাজেডিই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' রচনার সময় মধুসূদন গ্রীক, ল্যাটিন ও ফরাসী নাটক সম্পর্কেও বিশেষ অবহিত ছিলেন। কেশবচন্দ্রকে লিখিত আর একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, The Greek and Latin Dramas are not written in Hexameter'. এখানেই বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন নাটক সম্পর্কে কতখানি জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। মনে হয়, তিনি গ্রীক ক্লাসিক নাটকের আদর্শে প্রথমে নাটকটি রচনা করেছিলেন, সেজন্য গোড়ার দিকে তিনি কোনো উপবৃত্ত রাখেন নি। কেশবচন্দ্রের পরামর্শে তিনি বিলাসবতী-মদনিকার উপবৃত্তটি অবতারণা করেন। তাঁর কথাতেই বোঝা যায় যে, তিনি নাটকটিকে সংক্ষিপ্ত ও জটিলতামুক্ত করতে পেরেছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত নাটকের পরিপূরকরূপে তিনি একটি প্রহসনের অভিনয়ের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। মধুসূদন কেশবচন্দ্রকে লেখা পরবর্তী পত্রে উপবৃত্ত সন্নিবেশিত করা সম্পর্কে তাঁর অভিমত উল্লেখ করেছিলেন, 'You suggest an under plot, the suggestion is good. . . . But it will involve the necessity of two more females'. পরবর্তী পত্রে মধুসূদন কেশবচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ ক'রে উপবৃত্তটি নাটকের মধ্যে সন্নিবেশিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন, 'I am for two more females. This জগৎসিংহ of জয়পুর had a favourite mistress. Tod gives her name as the 'Essence of Camphor.' I think we may bring her in and allow her jealousy full play.' মধুসূদন যখন নাটক রচনা করেছিলেন তখন দর্শকদের প্রচুর অবকাশ ছিল এবং তারা দীর্ঘস্থায়ী নাটকই পছন্দ করত। এলিজাবেথীয় দর্শকদের ন্যায় তাদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই ঘটনার বিস্তার করা হ'ত এবং বৃত্তের সঙ্গে এক কিংবা একাধিক উপবৃত্ত যুক্ত হ'ত। কেশবচন্দ্রের সঠিক পরামর্শ অনুযায়ী মধুসূদন নাটকের মধ্যে উপবৃত্ত যুক্ত ক'রে নাটকটিকে আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছিলেন। তবে চরিত্র-পরিকল্পনায় মধুসূদন ইউরিপিডিসের ট্র্যাজেডি Iphigenia in Aulis' নাটকের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এ-সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হচ্ছে। মধুসূদন কেশবচন্দ্রকে লিখিত আর একখানি পত্রে ফরাসী নাটকের দৃশ্যযোজনার রীতি উল্লেখ করেছিলেন। ফরাসী নাটক সম্পর্কে তাঁর এই পরিচয়ের নিদর্শন পেয়ে মনে হয় যে, তিনি হয়তো রাসিনের প্রসিদ্ধ নাটক Iphigenie দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়ে থাকবেন।

টডের রাজস্থান থেকে মধুসূদন কতখানি ঐতিহাসিক উপাদান গ্রহণ করেছিলেন এবং কোথায় কোথায় নাট্যকারের মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে তা' আলোচনা করা যেতে পারে। টডের

গ্রন্থ অনুসরণ ক'রে তিনি উদয়পুরের রাজপরিবারের কাহিনীই নাটকের মধ্যে মূল কাহিনী-রূপে গ্রহণ করেছেন। ভীমসিংহ, অহল্যাবাই ও কৃষ্ণকুমারী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্র। মেবারের অসহায় অবস্থা, দেশরক্ষার জন্য রাণার কৃষ্ণাকে হত্যার আদেশ এবং কৃষ্ণকুমারীর আত্মবলিদান প্রভৃতি ঘটনা নাট্যকার ইতিহাসকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে নাটকের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন। তবে কিভাবে কৃষ্ণার মৃত্যু ঘটল তার বর্ণনাতে নাট্যকার কিছুটা মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকে দেখানো হয়েছে কৃষ্ণা নিজে খড়্গাঘাতে আত্মহত্যা করেছে। এই মৃত্যু চমকপ্রদ, নাটকীয় এবং এর মধ্য দিয়ে কৃষ্ণার আত্মোৎসর্গের মহিমা ও বেদনাময়তা বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু রাজস্থানে আছে কৃষ্ণা আত্মহত্যা করেনি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। তাকে তিনবার তিন রকম বিষ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল তিনবারই বিষের ক্রিয়া ব্যর্থ হ'ল তখন চতুর্থবার তাকে মারাত্মক রকম বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হ'ল।[২২] কৃষ্ণার শোকে তার মাতার মৃত্যুও ইতিহাস অনুসরণে নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। মধুসূদন কেশবচন্দ্রকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন, 'The story of Krishna, though tragic, is barren of incidents.' কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীতে একমাত্র চমকপ্রদ মৃত্যু ছাড়া আর কোনো নাটকীয় উপাদান নেই। সেজন্যই বোধ হয় মধুসূদন উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্য করেছিলেন। কৃষ্ণার রোমান্টিক নায়িকারূপ, মানসিংহের প্রতি তার অনুরাগ, তার সঙ্গীতে আসক্তি প্রভৃতি তিনি নিজস্ব কল্পনাবলে সৃষ্টি করেছিলেন। ভীমসিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাঁর মর্মবিদারী ট্র্যাজেডি প্রভৃতির মধ্যে তাঁর মৌলিক রসচেতনার সার্থক রূপায়ণ হয়েছে।

নাটকের উপকাহিনী হ'ল জয়পুরের কাহিনী। এই উপকাহিনীর একমাত্র জগৎসিংহ ছাড়া, বিলাসবতী, মদনিকা, ধনদাস প্রভৃতি চরিত্র নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত। জগৎসিংহ ও বিলাসবতীর প্রণয়কাহিনী, কৃষ্ণাকে জগৎসিংহের বিবাহের ইচ্ছা দেখে বিলাসবতীর ঈর্ষা, মদনিকা ও ধনদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি নাট্যকারের মৌলিক কল্পনা-উদ্ভাবিত ঘটনাগুলি নাটকের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। তবে মদনিকার মত কাল্পনিক একটি সামান্য সখী-চরিত্রের উপরে অত্যধিক এবং অসঙ্গত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মদনিকা মানসিংহ ও কৃষ্ণ-কুমারীর হৃদয়ে পারস্পরিক অনুরাগ জাগিয়ে তুলেছে, মেবারের উদ্দেশ্যে মানসিংহের অভিযান তারই রাজনৈতিক সক্রিয়তার ফলে ঘটেছে,—ঐতিহাসিক নাটকে এ-ধরনের অনৈতিহাসিক ঘটনা অবিশ্বাস্য এবং খুবই আপত্তিকর। মধুসূদন মদনিকা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'But that Madanika is my favourite'. কিন্তু এই favourite চরিত্রটিকে তিনি সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যে রাখতে পারেননি এবং তার সর্বাধিক অনিষ্টকারিতা সত্ত্বেও তার প্রতি অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন। নাট্যকার মানসিংহ, মহারাষ্ট্রপতি ও আমির খাঁর বৃত্তান্ত নাটকে না এনে নাটকের উপকারই করেছেন, কারণ ওই সব বৃত্তান্ত নাটককে অকারণে ভারাক্রান্ত করত মাত্র। ইতিহাসের উপাদান নির্বাচন এবং তার নাটকীয় সদ্ব্যবহারে নাট্যকার যথার্থ নাট্যশিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের মূল চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক এবং মূল কাহিনীও ইতিহাসসম্মত। নাটকে ঐতিহাসিক পটভূমিটি মোটামুটি উপস্থাপিত হয়েছে এবং ইতিহাসের তথ্য অবলম্বন ক'রে রসসৃষ্টিতেও নাট্যকার নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, সেজন্য একে সার্থক ঐতিহাসিক নাটক বলা যেতে পারে।

২২। টডের সহানুভূতিসিক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত হ'ল, 'She received it with a smile, wished the scene over, and drank it. The desires of barbarity were accomplished. She slept, a sleep from which she never awoke.'—Rajasthan, Vol. I, P. 369 (1914).

অন্যান্য নাটকের সঙ্গে 'কৃষ্ণকুমারী'র ঘটনা ও চরিত্রগত যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় তা' আলোচনা করা যেতে পারে। ইউরিপিডিসেরIpigenia in Aulis নাটকের সঙ্গে 'কৃষ্ণকুমারী'র সাদৃশ্য বোধহয় সবচেয়ে বেশি। ইউরিপিডিসের নাটকে ইফিজেনিয়ার কোনো ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও সক্রিয় ভূমিকা নেই, অথচ তাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে, নাটকের নামও তার নাম অনুযায়ী হয়েছে। কৃষ্ণকুমারীও সরলতা ও কোমলতার প্রতি-মূর্তি হলেও নাটকের মধ্যে তার কোনো উল্লেখযোগ্য অংশ নেই, অথচ তার আত্মোৎসর্গই নাটকের মূল ঘটনা ব'লে তার নামেই নাটকের নাম হয়েছে। তবে দু'জনেই মৃত্যুর আগে অবি-চলিত চিত্তে অক্ষয় যশ লাভ করবার জন্য মৃত্যুবরণের সংকল্প ব্যক্ত করেছে। ইফিজেনিয়ার মুখে আমরা শুনেছি,—

> By dying all these things shall I achieve,
> And blest, for that I have delivered Greece,
> Shall be my fame. To be too fond of life
> Becomes not me ; nor for thyself alone,
> But to all Greece a blessing, didst thou bear me.
> Shall thousands, when their country's injured, lift
> Their shields, shall thousands, grasp the oar, and dare,
> Advancing bravely 'gainst the foe, to die
> For Greece ? And shall my life, my single life,
> Obstruct all this ? Would this be just ? What word
> Can we reply ?

কৃষ্ণকুমারীও অনুরূপ কথা বলেছে, 'কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লেখেন নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে, কিন্তু আবার কোন কোন তরুর কাষ্ঠে দেবপ্রতিমা নির্মাণ হয়। কুলমান রক্ষার্থে কিংবা পরের উপকারের জন্যে যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয়' (৫।৩)। ইউরিপিডিসের নাটকের ক্লাইটেমনেস্ট্রার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর মাতা অহল্যার সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু ক্লাইটেমনেস্ট্রার হতাশাপীড়িত ব্যাকুল মাতৃস্নেহ, ও কন্যাকে রক্ষা করবার জন্য স্বামী ও অ্যাকিলিসের প্রতি তাঁর কাতর অনুনয়, কন্যাকে আত্মোৎসর্গের পথ থেকে নিবৃত্ত করতে না পেরে তাঁর মর্মবিদারী হাহাকার—এসবের মধ্য দিয়ে চরিত্রটি এক অপূর্ব বেদনাসিক্ত মহিমায় মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে। 'Ipigenia' নাটকের প্রধান চরিত্র প্রকৃতপক্ষে ক্লাইটেমনেস্ট্রা। অহল্যা চরিত্রের মধ্যে অতখানি ব্যাপকতা ও গভীরতা নেই। কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ এবং তাঁর নিষ্ফল মাতৃস্নেহের কাতর আর্তনাদ স্বল্প পরিসরের মধ্যে ভালো-ভাবে ফুটেছে। অ্যাগামেমনন চরিত্রের দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ভীমসিংহ চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। একদিকে গ্রীসের মর্যাদা রক্ষা অন্যদিকে কন্যার প্রতি পিতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহ-শীলতা—এই দুই বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্বে অ্যাগামেমননের চিত্ত বিচলিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

> What calls for pity, and what not, I know:
> I love my children, else I should be void
> of reason: to dare this is dreadful to me,
> And not to dare is dreadful. I perforce
> Must do it'.

ভীমসিংহ চরিত্রের মধ্যেও ওই দ্বন্দ্ব রয়েছে, কিন্তু কন্যার আত্মোৎসর্গের ঠিক আগে এবং পরে ভীমসিংহ চরিত্রের যে অপ্রকৃতিস্থ আচরণ ও উন্মত্ত শোকোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায় তা' অ্যাগামেমনন চরিত্রে নেই। নাটকের পঞ্চম অঙ্কে ভীমসিংহ চরিত্রের ট্র্যাজিক রূপটি রাজা লীয়রের সঙ্গে বিশেষভাবে সাদৃশ্য যুক্ত। পঞ্চম অঙ্কের আগে ভীমসিংহ চরিত্র যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তার সঙ্গে লীয়রের কোনো মিল নেই, দুই চরিত্রের ট্র্যাজিক পরিণতির কারণও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের পটভূমিতে দুই পিতৃচরিত্রের উন্মত্ত আচরণ এবং মৃত কন্যার জন্য দু'জনের শোকের প্রকৃতি একই ধরনের। রাজা লীয়র অধীর শোকে ক্ষিপ্ত হ'য়ে বলেছেন, 'Cordelia, Cordelia ! stay a little, Ha !' আর ভীমসিংহ একই প্রকার শোকে আত্মহারা হ'য়ে বলছেন, 'হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! আমি যাই মা, আমি যাই।'

নাটকের উপকাহিনীর বিলাসবতী, মদনিকা ও ধনদাস চরিত্রচিত্রণে মধুসূদন শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বসন্তসেনা, মদনিকা ও শকার চরিত্রের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবান্বিত হয়েছেন। বিলাসবতী বসন্তসেনার ন্যায় বেশ্যা বটে, কিন্তু অকৃত্রিম প্রণয়ে অচঞ্চলা ও প্রিয়তমের কল্যাণকামনায় নিয়োজিতা। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং সতেজ অনুভূতির স্পর্শে জীবন্ত চরিত্র হ'ল বিলাসবতী। মদনিকা নামটি 'মৃচ্ছকটিক' নাটক থেকে নিলেও মধুসূদন চরিত্রটিকে নিজস্ব কল্পনা ও সহানুভূতি দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে পরিণত করেছেন। ধনদাসের অনিষ্টকারিতা 'মৃচ্ছকটিকের' রাজশ্যালক শকার চরিত্রের অনিষ্টকারিতার ন্যায় ভয়াবহ নয়, কিন্তু ধনদাসের শাস্তি প্রায় শকারের মত গুরুতর।

'কৃষ্ণকুমারী'তে মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা যে কাব্যপ্রতিভার প্রভাবমুক্ত হ'তে পেরেছে এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। কেশবচন্দ্রকে একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry.' 'শর্মিষ্ঠা'তে প্রধানত এবং 'পদ্মাবতী'তে কিছুটা তিনি চরিত্রের বিশিষ্টতা এবং তার সংলাপের মধ্যে সঙ্গতি রাখতে পারেননি, একই ধরনের কাব্যালঙ্কারসমৃদ্ধ সংলাপ বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের মুখে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী'তে তাঁর সংলাপ চরিত্রের শ্রেণী ও প্রকৃতি অনুযায়ী সুসঙ্গত হয়েছে। ধনদাস ও মদনিকার সংলাপে বাস্তবরসাশ্রিত তরলতা, কৃষ্ণকুমারীর সংলাপে অনভিজ্ঞ পূর্বরাগের অনাড়ম্ব অভিব্যক্তি রয়েছে, বাক্য ও অলঙ্কারের আড়ম্বরে তা' আতিশয্যদুষ্ট হ'য়ে যায়নি, ভীমসিংহের ট্র্যাজিক শোকোচ্ছ্বাস পরিস্ফুটনে নাট্যকারের সংলাপপ্রয়োগের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে। মধুসূদন তাঁর পত্রে জনসনের নাট্যভাষা সংক্রান্ত একটি উপদেশ উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন যে, তিনি ওই উপদেশ মেনে চলেছেন। জনসনের উদ্ধৃতির এক জায়গায় আছে, 'this style is to be probably sought in the common intercourse of life' . . মধুসূদন জীবনের সাধারণ কথাবার্তার সচল ও স্বাভাবিক রীতিই নাটকের মধ্যে যথাসাধ্য তুলে ধরতে চেয়েছেন। নাটকের প্রায় সকল চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথনে নাট্যকার এই সচল ও স্বাভাবিক রীতিটি বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। সেজন্য সংলাপের বাক্যগুলি হয়েছে ছোট এবং মানসিক ভাব ও অনুভূতিগুলি পরিচিত এবং বাস্তব কথাবার্তায় বহুব্যবহৃত শব্দ ও অলঙ্কার গ্রহণ করেছে। 'কৃষ্ণকুমারী'তে হৃদয়াবেগের প্রচণ্ডতা গভীরতম ট্র্যাজিক ভাষারূপের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। গভীরতম ট্র্যাজেডি কল্পনার বিশালতা এবং প্রকৃতির আদিম উপাদানের সর্বনাশা বিপর্যয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে, যেমন আমরা ম্যাকবেথ ও লীয়রের ট্র্যাজেডির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। ভীমসিংহ কন্যার মৃত্যুচিন্তায় উন্মত্ত হ'য়ে বলছেন, 'উঃ মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান্ কশাঘাত ক'রে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্চোন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ!

এ কি প্রলয়কাল। তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না? (উর্ধ্বে অবলোকন করিয়া) হে কাল, আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদৌব! এ-পাষণ্ডকে পৃথিবীতে কেন! বিনাশ কর।—কৈ? এখনও বজ্রাঘাত হলো না?—কৈ? বিলম্ব কেন? (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া) এই নেও।—এই নেও! (কিঞ্চিৎ নীরব) কৈ? বজ্র ভয়ে পলায়ন কল্যেন নাকি?' (বিকট হাস্য)। এই সংলাপে ঝড়বৃষ্টি—বজ্রবিদ্যুৎ-এর সঙ্গে ভীমসিংহের ট্র্যাজেডি মিশিয়ে দেওয়ায় ট্র্যাজেডির মধ্যে এক বিশাল ব্যাপ্তি এবং অতলান্ত গভীরতা এসেছে। উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডিতে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির এই নিগূঢ় একাত্মতাই ফুটে ওঠে। উপরি-উদ্ধৃত অংশে ট্র্যাজেডির অন্তহীন গভীরতা সচল নাটকীয় ভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এই সচল নাটকীয় ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় বাক্যগুলির দ্রুত সংক্ষিপ্ততায়, কোনো কোনো শব্দ ও বাক্যের পৌনঃপুনিকতায়, প্রশ্নবোধক, বিস্ময়বোধক প্রভৃতি বিবিধ ভাবব্যঞ্জক বাক্যের প্রয়োগ এবং বাক্যের অন্তর্গত শব্দবিন্যাস প্রণালীর নানা বৈচিত্র্যময় রীতিতে। তীব্র শোক অর্থপূর্ণ সুসংবদ্ধ বাক্যে প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় অসমাপ্ত, অর্ধব্যক্ত নানা জড়িত উক্তির মধ্য দিয়ে। নাটকের শেষ অংশে কৃষ্ণার মৃত্যুতে মহিষীর শোক এক জায়গায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে, 'ওমা কৃষ্ণা! ওমা! ওমা! ওমা!' আবার রাজার শোকার্ত শেষ সংলাপটিও উল্লেখযোগ্য, 'বলেন্দ্র, ভাই, কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!—আমার কৃষ্ণা!' এই দুটি সংলাপে মৃত্যুকবলিতা কন্যাকে শুধুমাত্র বার বার সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র এই পুনঃ পুনঃ সম্বোধনের মধ্য দিয়ে পিতামাতার শোকের যে আত্যন্তিক তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে তা' সুবিন্যস্ত অর্থজ্ঞাপক বহু বাক্যের দ্বারাও প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না।

'কৃষ্ণকুমারী'র ট্র্যাজেডিতত্ত্ব নিয়ে অন্যত্র[২০] বিস্তৃত আলোচনা করেছি, সুতরাং এখানে পুনরায় সবিস্তার আলোচনা থেকে বিরত থাকব। তবে কয়েকটি কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করব। মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীর নাম অনুযায়ী নাটকের নামকরণ করেছেন। কৃষ্ণকুমারীর প্রতি সহানুভূতি বশত এবং কৃষ্ণকুমারীর আত্মোৎসর্গের ঘটনাই তাঁর নাটকের মুখ্য বিষয়-পরিণতি ব'লে হয়ত তার নামে নাট্যকার নাটকের নাম রেখেছেন। কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু নিঃসন্দেহে নাটকের করুণতম ঘটনা। কিন্তু কোনো করুণ ঘটনার সঙ্গে জড়িত হ'লেই কোনো চরিত্র যথার্থ ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত হয় না। নাট্যক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে যার চরিত্র আলোড়িত হয় এবং নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যার মানসিক প্রবৃত্তি ও সক্রিয় ইচ্ছাশক্তি যথার্থভাবে যুক্ত হ'য়ে থাকে সেই চরিত্রই প্রকৃত ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত হয়। আলোচ্য নাটকে যে ঘটনাধারার পরিণামে নাটকের বিষাদময় সমাপ্তি ঘটেছে তার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর যোগ নেই। সে তার সঙ্গীত, পুষ্পোদ্যান ও কুমারী মনের স্বপ্নিল ভাবনা নিয়েই মগ্ন। মদনিকা তার অন্তরে মানসিংহের প্রতি অনুরাগ জাগিয়ে তুলেছে বটে, কিন্তু সেই অনুরাগ, নাট্যঘটনার মধ্যে কোনো জটিলতা আনতে পারেনি, কিংবা তার ইচ্ছার সঙ্গে পিতা ভীমসিংহের ইচ্ছার সংঘাতের ফলে নাটকের মধ্যে কোনো সংকটেরও সৃষ্টি হয়নি। তার মানসিক অনুরাগ ও দেশপ্রেমের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বও দেখানো হয়নি। সেজন্য তার আত্মহত্যা তার মানসিক ভাবপরম্পরার সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি আকস্মিক আবেগানুপ্রাণিত ঘটনা মাত্র। মাত্র এই মৃত্যুঘটনার জন্যই তার চরিত্র ট্র্যাজিক মর্যাদায় ভূষিত হ'তে পারে না। এ-নাটকের প্রধান চরিত্র নিঃসন্দেহে ভীমসিংহ। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক কাহিনী নয়, নাট্যকাহিনীরও তিনি প্রধান চরিত্র। তিনি মেবারের সূর্যবংশাবতংসদের এক বিলুপ্তকীর্তি হীনবল প্রতিনিধি। চারদিকে তিনি শত্রুজালে বেষ্টিত অথচ শত্রুদমনের ক্ষমতা তাঁর নেই। তাঁর নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি যে এখনও প্রবল তার প্রমাণ পাওয়া

২০। বাংলা নাটকের ইতিহাস

ধায় জগৎসিংহের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেওয়ার সংকল্পের মধ্যে। তিনি যদি সহজেই মান-সিংহকে কন্যাদান করতে সম্মত হ'তেন তা' হ'লে বোধহয় তিনি সংকট এড়াতে পারতেন। তাঁর প্রিয় স্বদেশকে বিদেশী শত্রুদের হিংস্র আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য ব্যগ্রতা এবং স্নেহের পুত্তলিকা কৃষ্ণাকে বাঁচাবার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা—এই পরস্পরবিরোধী ভাবের দ্বন্দ্বে তাঁর চিত্ত ক্ষতবিক্ষত। কন্যাকে উৎসর্গ করবার আজ্ঞাদান অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়াবদারক ঘটনা স্নেহশীল পিতার পক্ষে আর কি হ'তে পারে? অবশেষে নিরুপায় হ'য়ে নিজের হৃৎপিণ্ড তিনি নিজে উৎপাটন করতে বাধ্য হ'লেন। এ-নাটকে কৃষ্ণকুমারীর আত্মহনন অপেক্ষা ভীমসিংহের আত্মহনন অনেক বেশি শোকাবহ। সেই আত্মহননের যন্ত্রণা ও বিলাপ ট্র্যাজেডির মর্মঘাতী শোকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে এ-নাটকে রূপ পেয়েছে। পিতা কন্যার মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন—এ হচ্ছে প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্মের এক নিষ্ঠুর বিপর্যয়, সেই বিপর্যয়ই বহিঃপ্রকৃতির অশুভ শক্তির প্রচণ্ড তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে।

।।মায়াকানন।। মধুসূদনের শেষ নাটক 'মায়াকানন'। 'মায়াকানন' যখন তিনি রচনা করেন তখন তাঁর জীবনসূর্য অস্তমিত হ'তে চলেছে, বাস্তব জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বিদায় নিয়ে তখন তাঁর মন দূর অলৌকিক জগতের পথে যাত্রা শুরু করেছে। সেই সময়কার সৃষ্টিতেও তাই বাস্তবাতীত ঊর্ধ্ববর্তী জগতের বিধিবিধানই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। 'মায়াকাননে' তিনি অতীতের রূপকথাশ্রিত জগতে যেন পলায়ন করেছেন, এই পলায়ন নিষ্ফল, হতাশাপীড়িত জীবনের দুর্বিষহ অস্তিত্ব থেকে। বিষময় জীবনযন্ত্রণা থেকে সর্বদুঃখহর মৃত্যু কত আকাঙ্ক্ষিত! স্রষ্টার সেই আকাঙ্ক্ষাই তো তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত দেখলাম! অজয় ও ইন্দুমতী মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তো অনন্ত প্রেমের ডোরে আবদ্ধ হ'য়ে গেল! মায়াকাননের আদি, মধ্য ও অন্ত্য স্তরে শুধু বিষাদের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, মানুষের অকৃত্রিম প্রণয়ের উপরে দৈবশক্তির অকারণ অভিসম্পাত, নরনারীর সুখশান্তি নষ্ট করবার জন্য শুভ ও অশুভ শক্তির সম্মিলিত আয়োজন!

'মায়াকাননে' অনন্ত প্রেমের অনন্ত বিরহই ব্যাকুলভাবে কেঁদে চলেছে। অজয় ও ইন্দুমতী যেন মানস-সরোবরের দুই তীরবর্তী দুই চক্রবাক-চক্রবাকী, সতৃষ্ণ নয়নে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু মিলনের দুস্তর বাধা! তবুও তাদের প্রেম কোনো বাধার কাছে হার মানে নি। আত্মীয়স্বজনের নিষেধ, শুভাকাঙ্ক্ষীজনের বিরোধিতা, ঊর্ধ্ব দেবতার রুদ্ররোষ—কিছুই তাদের দুর্জয় প্রেমকে দমন করতে পারেনি। জীবনে তাদের যে মিলনবাসর রচিত হয়নি, মৃত্যুর তুহিনশীতল কোলে সেই বাসর রচিত হ'ল। ক্ষণস্থায়ী জীবন বিনষ্ট হ'য়ে গেল, কিন্তু অমর প্রেমের বিজয়বৈজয়ন্তী চির উড্ডীন হ'য়ে রইল।

।। ৫ ।।
কাব্য

।।তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।। মধুসূদনের কবি-সত্তার পূর্ণ আত্মপ্রকাশ তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'তিলোত্তমাসম্ভবে'। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'তে তাঁর কবিপ্রতিভা সংলাপের কবিত্বময় উচ্ছ্বাসে কল্পনার ঐশ্বর্যে ও অলংকার-সৌন্দর্যে ব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিভা কাব্য-ছন্দের মধ্যে যতক্ষণ না নিজেকে প্রকাশ করতে পারছিল ততক্ষণ তৃপ্তিলাভ করছিল না। 'পদ্মা-বতী'তে সেই কাব্যছন্দের প্রথম সসংকোচ পদসঞ্চার শুরু হ'ল। নাটকে তাঁর ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশের আবেগ পূর্ণ হ'ল না, নাটকে ছন্দের ব্যবহার সম্পর্কে বারবার সজোর মত প্রকাশ করা সত্ত্বেও তিনি বুঝতে পারলেন যে, নাটকে এই ছন্দ তিনি জনপ্রিয় করতে পারবেন না। তখন

তিনি সেই ছন্দের আবেগ কাব্যে প্রকাশ করতে চাইলেন। আদিকবি বাল্মীকি যেমন তাঁর নবজাত ছন্দকে রূপায়িত করবার জন্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন, সৃষ্টির আবেগে উল্লসিত মধুসূদনও তেমনি তাঁর প্রাণের গভীরতম উৎস থেকে নিঃসৃত ছন্দধারায় তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব'কে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র বিষয়বস্তু ও রচনাসৌন্দর্য তাঁর কাছে মুখ্য ছিল না, মুখ্য ছিল ওই কাব্যের প্রকাশমাধ্যম—অমিত্রাক্ষর ছন্দ। কাব্যের 'মঙ্গলাচরণে' কাব্যের বিষয় ও ভাব সম্পর্কে কিছু না ব'লে তিনি শুধু বললেন তার ছন্দ সম্পর্কে, যথা, 'তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এ-দেশে সর্ব-সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্‌দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।' 'তিলোত্তমাসম্ভব' সম্বন্ধে মধুসূদন তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যে পত্রালাপ করে-ছিলেন তাতে এর ছন্দের কথাই শুধু বার বার উল্লিখিত হয়েছে। নানাভাবে তিনি এই ছন্দের পক্ষে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে ওকালতি করেছিলেন।[২৪] তিলোত্তমাসম্ভব সম্পর্কে তখন যে সব আলোচনা হয়েছিল তাও এই কাব্যের ছন্দ নিয়ে : এর বিষয়বস্তু, কাব্যরীতি ও রচনা সৌন্দর্য তখন পাঠকসমাজে বিশেষ কিছু সাড়া জাগিয়েছিল বলে মনে হয় না।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে কবি মধুসূদনের বিদ্রোহী চেতনা শুধু তাঁর ছন্দমুক্তিতে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে ও বক্তব্যে তিনি তখনও কোনো মৌলিক বিদ্রোহের পরিচয় দিতে পারেননি। বোধ হয়, তখনও সেই সাহস ও আত্মবিশ্বাস তাঁর আসে নি। তাঁর মুক্ত কবি-চেতনার আত্মপ্রত্যয়শীল অভিব্যক্তি হয়েছে পরবর্তী 'মেঘনাদবধ' কাব্যে। 'মেঘনাদবধে' তিনি রাক্ষস চরিত্রকে নায়ক করেছেন এবং দেবচরিত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু 'তিলো-ত্তমাসম্ভবে' সুন্দ-উপসুন্দের প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ সহনশীল ও সমবেদনাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পেলেও দৈত্যদ্বয়কে তিনি সামগ্রিক ঘটনার মধ্যে প্রাধান্য দিতে পারেননি এবং সহানুভূতির আলোকে তাঁদের চরিত্রের নব মূল্যায়ন করতেও সক্ষম হননি। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের চরিত্রগুলির সঙ্গে কবির যে রোমান্টিক একাত্মতা দেখা গেছে তা 'তিলোত্তমাসম্ভবে' অনুপস্থিত। এই কাব্যে কবি সম্পূর্ণরূপে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্লিপ্ত। সেজন্য এই কাব্যের চরিত্র ও রসের মধ্যে উষ্ণতা ও সজীবতা আসেনি। মনে হয়, 'তিলোত্তমাসম্ভবে' মধুসূদনের আদর্শ ছিলেন মিলটন এবং 'মেঘনাদবধ কাব্যে' হোমার। 'প্যারাডাইস লস্টে' স্বর্গ ও নরক-ব্যাপী দেবতা ও শয়তানের সংগ্রামে মানবীয় রসের আস্বাদ যেমন খুব কম পাওয়া যায়, 'তিলোত্তমাসম্ভবে'ও ঠিক তেমনি মানবিক রসের স্বল্পতা। আবার ইলিয়াডে দেবতারা বাসনা-কামনা-ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-কলহে মানবীয় জগতের কাছে এসে পড়েছেন এবং ওই মহাকাব্যের মানব-চরিত্রগুলি আদিম জীবনের উল্লাসে বেদনায় এবং দুর্দম প্রবৃত্তির অস্থির উত্তেজনায় আলোড়িত। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' একই মানবিক রসের উদ্বেলিত ধারা আদ্যন্ত বয়ে চলেছে।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কোন্ শ্রেণীর কাব্য? ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় একে মহাকাব্য বলেছেন।[২৫] অবশ্য মধুসূদন এখানে মহাকাব্যের উপযোগী ছন্দের ব্যবহার করেছেন কল্পনার বিশালতা, বর্ণনার দীর্ঘবিস্তৃতি এবং মহাকাব্যিক উপমার প্রয়োগও এখানে রয়েছে তবুও একে

[২৪]। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একখানি পত্রে (১লা জুলাই, ১৮৬০) তিনি বলেছিলেন, 'Let your friends guide their voices by the pause (as in English verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is'.

[২৫]। 'ইহাই মধুসূদনের প্রথম মহাকাব্য'—মধুসূদন: কবি ও নাট্যকার, পৃঃ ৫৫

মহাকাব্য বলা চলে না কিনা সন্দেহ। এই কাব্য চারটি সর্গে সীমাবদ্ধ, এই স্বল্পবিস্তৃত কাহিনী মহাকাব্যের কাহিনী হ'তে পারে না। মহাকাব্যের ঘটনাবৈচিত্র্য, অতিমানবিক চরিত্র, প্রচণ্ড-সুন্দর জীবনরূপ, ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য কিছুই এখানে নেই। মধুসূদন মহাকাব্যের সিংহদ্বারে পৌঁছেছেন, কিন্তু দীর্ঘ প্রাচীর ও সু-উচ্চ শিখর সম্বলিত সেই মহাপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেননি। এই কাব্যকে আখ্যায়িকা কাব্য বলাই যুক্তিসংগত।

যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, মধুসূদন কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করে এই কাব্য রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। মহাভারতের আদি পর্বের অন্তর্গত সুন্দ-উপসুন্দের বিবরণ অবলম্বনে কবি 'তিলোত্তমাসম্ভব' রচনা করেছিলেন। কাশীরাম দাসের বিবরণের সঙ্গে এই কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর মোটামুটি মিল রয়েছে। তবে মহাভারতের অনুসরণে রচিত কাহিনীর অংশ প্রধানত চতুর্থ সর্গেই অবতারণা করা হয়েছে। প্রথম তিন সর্গে বর্ণিত কাহিনীতে বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা এবং সুন্দ-উপসুন্দ বধের জন্য দেবচরিত্রগুলির সক্রিয় আয়োজন প্রভৃতি অংশ কবির মৌলিক কল্পনাপ্রসূত। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের উপরে অন্যান্য কাব্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এই কাব্যের প্রারম্ভ-অংশের সঙ্গে কীটসের 'হাইপেরিয়ন' কাব্যের প্রারম্ভ-অংশের সাদৃশ্যের কথা অনেকে বলেছেন, কীটস একটি ছায়াচ্ছন্ন, বিষণ্ণ উপত্যকায় উপবিষ্ট স্যাটার্নের বর্ণনা প্রসঙ্গে সেই উপত্যকার নিবাত-নির্জীব পরিবেশের যে চিত্র এঁকেছেন তার সঙ্গে আলোচ্য কাব্যের কিছুটা মিল আছে সত্য, কিন্তু সেই মিল বেশি দূর পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। মনে হয় 'কুমারসম্ভবের' প্রভাব আরও বিস্তৃত ও গভীর। 'কুমারসম্ভবে'র প্রথমেই হিমালয়ের যে বর্ণনা রয়েছে তার সঙ্গে আলোচ্য কাব্যের ধবল-শিখরের বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বিশেষ ক'রে 'কুমারসম্ভবে'র তৃতীয় সর্গে বর্ণিত অকাল বসন্তের সঙ্গে এই কাব্যের প্রথম সর্গে বর্ণিত অকাল বসন্তের মিল চোখে পড়ে। চতুর্থ সর্গে পুষ্পিত মধুকুঞ্জবনে তিলোত্তমাকে দেখে কামদেবের শরাহত দৈত্যদ্বয়ের চিত্তবৈকল্যের চিত্রও 'কুমারসম্ভবে'র দ্বারা প্রভাবান্বিত। 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র নামকরণের মধ্যেও 'কুমারসম্ভবে'র প্রভাব সুস্পষ্ট। চতুর্থ সর্গের অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী ও বিলাসবতী তিলোত্তমার চিত্র প্যারা-ডাইস লস্টের ইভের প্রভাবে অঙ্কিত।

পূর্বেই বলা হয়েছে আলোচ্য কাব্যের দেব ও দৈত্য চরিত্র পরিকল্পনায় মধুসূদন চিরন্তন সংস্কারসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সেজন্য এ-কাব্যে স্বর্গচ্যুত দেবতাগণের স্বর্গ-পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাকেই সহানুভূতির সঙ্গে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে এর বিপরীত চিত্র দেখি। সেখানে শত্রুবেষ্টিত লঙ্কাপুরীর রাক্ষসদের দেশরক্ষার সংগ্রামকেই বড় ক'রে তোলা হয়েছে। 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র নায়ক নিশ্চয়ই সংগ্রামী দেবতাদের নেতা ইন্দ্র। এই কাব্যের ইন্দ্রের সঙ্গে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ইন্দ্রের অনেক পার্থক্য। এখানে ইন্দ্রকে সর্বগুণ-সমন্বিত আদর্শ চরিত্ররূপেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। ধবলশিখরে একাকী পরাজয়ের বেদনায় বিষণ্ণ, হতবীর্য পুরন্দরের নিঃসঙ্গ রূপ সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। দ্বিতীয় সর্গে পরাজিত দেবসৈন্যদের দুঃখ দেখে তিনি বিশেষ বিচলিত হয়েছেন,—'কিন্তু এই যে অগণ্য দেব-গণ, এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।' আশ্রিত দেবতাদের রক্ষা করতে না পেরে তিনি পরি-তাপে ম্রিয়মাণ। অন্য দেবতাদের সঙ্গে আলোচনার সময় তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরি-চয়ই পাওয়া যায়। দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবসৈন্যদের পরিচালনায় তাঁর জিগীষু ও পরাক্রম-শালী নেতৃত্ব সকলের প্রাণে যুদ্ধের উৎসাহ ও জয়ের আশা জাগিয়েছে। বিজিত দৈত্যকুলের অকারণ নিধন বন্ধ ক'রে এবং তাদের সৎকারের ব্যবস্থা ক'রে তিনি তাঁর চরিত্রের মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। ইন্দ্র চরিত্র ছাড়া অন্যান্য যে সব দেবচরিত্রের সক্রিয় রূপ কবি দেখিয়েছেন তাঁদের সকলের চরিত্রই অকারণ ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত মনে হয়। পৌরাণিক দেব-দেবীদের মধ্যে

মধুসূদন বাংলা দেশের কয়েকজন লৌকিক দেবীকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, যথা, ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, সুবচনী ইত্যাদি। কিন্তু দেবচরিত্রগুলি যতই প্রাধান্য পান, চতুর্থ সর্গে সুন্দ-উপসুন্দ চরিত্র দুটি স্বল্পপরিসরের মধ্যে ট্র্যাজিক চরিত্রের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। পরস্পরের প্রতি তাদের অচ্ছেদ্য স্নেহ, অথচ কুহকিনী নারীর রূপযৌবনের মোহে অন্ধ হ'য়ে তারা পরস্পরকে হনন করেছে। এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কি হ'তে পারে? এই দুঃখজনক ঘটনার মূলে তাদের মারাত্মক চারিত্রিক দুর্বলতা এবং দৈবশক্তির নিষ্ঠুর চক্রান্তই বিদ্যমান ছিল। তারা অন্যায়কারী ও অধর্মাচারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের ট্র্যাজিক পরিণাম আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করে।

তিলোত্তমাসম্ভবে শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য। দেব-দৈত্যদের সংগ্রাম এই কাব্যে বর্ণিত হলেও সেই সংগ্রামে বীর রসের উদ্দীপনা নেই। স্বর্গচ্যুত দেবতাদের যে দুঃখ তার মধ্যে অকৃত্রিম করুণ রসের কোনো স্পর্শ নেই, দৈত্যদ্বয়ের মৃত্যু কিছুটা করুণরসাত্মক হ'লেও যেহেতু তারা অন্যায়কারী প্রতিনায়করূপে কাব্যে প্রতিষ্ঠিত এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে তাদের যোগ সামান্য সেজন্য তাদের চরিত্র কোনো স্থায়ী ও গভীর করুণরসাত্মক আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। কাব্যের অঙ্গীরস হয়তো বীররস, কিন্তু শৃঙ্গাররসাত্মক অংশগুলিই সবচেয়ে সুন্দর ও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে। প্রথম সর্গে অকাল বসন্তের বর্ণনা ও ইন্দ্র ও শচীর মিলন দৃশ্য এবং চতুর্থ সর্গে রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশে ভুবনমোহিনী তিলোত্তমার সৌন্দর্যবিলাস পাঠকের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছে। তিলোত্তমাসম্ভবে'র ভাষা কর্কশ এবং বর্ণনা অধিকাংশ স্থলে নির্জীব ও নীরস। তুচ্ছ কথাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে বড় করা হয়েছে এবং মূল বক্তব্যবস্তু হ'তে সরে গিয়ে কবি ফাঁকা আড়ম্বর এবং অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির দিকে বেশি নজর দিয়েছেন। উপমার অতিরিক্ত বাহুল্য আছে, কিন্তু উপমাগুলি কষ্টকল্পিত, আড়ষ্ট ও প্রাণহীন। নামধাতুর প্রচুর প্রয়োগ এই কাব্য থেকেই শুরু হয়েছে এবং দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগও যথেষ্ট রয়েছে, যথা, ঔর্বঋষি, মৃগাদন, তুরাসাহ, শ্বসন, দীদিবি ইত্যাদি।

।। মেঘনাদবধ কাব্য ।। কবি মধুসূদনের পূর্ণতম প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্যে'। 'তিলোত্তমাসম্ভবে' তিনি শুধুমাত্র ছন্দ নিয়ে পরীক্ষায় মেতেছিলেন, সেই কাব্যের বিষয়বস্তু ও চরিত্রের সঙ্গে তাঁর অন্তরাত্মার কোনো যোগ ছিল না। কিন্তু 'মেঘনাদ বধে'র পরিবেশ ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সমসাময়িক দেশপরিবেশ ও প্রত্যক্ষ জীবনচেতনা যুক্ত হ'য়ে গেল এবং ওই কাব্যের চরিত্রগুলি কবির অন্তরতম আবেগ-অনুভূতির উত্তপ্ত কম্পনে স্পন্দনে রূপায়িত হ'য়ে উঠল। 'তিলোত্তমাসম্ভবে' তিনি মহাকাব্যের উপাদান সংগ্রহ ক'রে পেয়েছিলেন, কিন্তু সচেতনভাবে মহাকাব্য রচনার প্রচেষ্টা তখনও শুরু হয়নি। কিন্তু 'মেঘনাদবধ' রচনার সময় তাঁর শিল্পীসত্তা মহাকাব্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিল। রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'If spared, I intend to lengthen this poem to ten Books and make it as complete an epic as I can.

মধুসূদন ভালো ভাবে জানতেন যে মহাকাব্যের পক্ষে বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য ও ওজস্বিতা প্রয়োজন। তাই ওই পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'The subject is truly heroic.' উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে উদ্বুদ্ধ বাঙালী মনীষা গতানুগতিক সকল ক্ষুদ্রতার গণ্ডি অতিক্রম ক'রে এক অলব্ধ বিরাটের ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে পড়েছিল। সেই বিরাট অনিশ্চয়তার মহা অন্ধকারের দিকে আকর্ষণ করেছিল, অশান্তি ও বিপদের অনিবার্য পরিণতির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করেছিল কিন্তু তবুও জাগ্রত বাঙালী আত্মা সেই বিরাটের ধ্যান থেকে বিরত হয়নি। মধুসূদন সেই বাঙালী আত্মার মূর্ত প্রতিনিধি। তিনি পরিচিত মাটিতে পা রেখে দ্বাদশ সূর্যের আলোকে ভাস্বর অসীম নভোমণ্ডল প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। অসূর্য-

স্পশ্যা নারীর ন্যায় যে বাংলা কবিতা অবরোধের অন্তরালে হীন বন্দীজীবন যাপন করছিল তাকে নিয়ে এলেন দামামাধ্বনিত উন্মুক্ত রণস্থলে। হোমার, মিলটন, ভার্জিল প্রভৃতি কবির আদর্শ তিনি সম্মুখে পেলেন, সেই আদর্শ অনুসরণ ক'রে তিনি মহাকাব্য রচনা করলেন। কিন্তু আদর্শের সঙ্গে চিত্তধর্মের দ্বন্দ্ব চিরকাল মধুসূদনের মধ্যে দেখা গেছে, মহাকাব্য রচনাতেও সেই দ্বন্দ্ব পরিদৃশ্যমান। ক্লাসিকধর্মী মহাকাব্যের আদর্শ সম্মুখে রেখে তিনি মহৎ বিষয়বস্তু নির্বাচন করলেন। গঠনবিন্যাসের মধ্যে মহাকাব্যিক বিস্তৃতি ও বিশালতা আনলেন, উদ্দীপনাময় বর্ণনা ও ওজস্বিনী ভাষা প্রয়োগ করলেন, মহোপমা প্রভৃতি ব্যবহারের দ্বারা কাব্যের মধ্যে মহৎ সৌন্দর্যের অবতারণা করলেন কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও তাঁর অন্তরের গুহাতলে যে রোমাণ্টিক গীতিকাব্যের উৎস সযত্ন চেষ্টার বাধায় আবদ্ধ হ'য়েছিল তা' ক্ষণে ক্ষণে বাধা অপসারিত ক'রে তাঁর সৃষ্টিকর্মের অন্তঃস্তলে অনুপ্রবেশ করেছে।[২৩] মধুসূদনের মধ্যে বাঙালী চিত্তসংস্কারের উত্তরাধিকার, তাঁর হৃদয়বত্তার প্রাবল্য এবং তাঁর অত্যধিক আত্মময়তার ফলে রোমাণ্টিক গীতি-ধর্মিতা অনিবার্যভাবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নিজেকে প্রকাশ করবার আবেগ তাঁর মধ্যে এত প্রবল ছিল যে ক্লাসিক মহাকাব্য রচনার সংযত নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠা তাঁর মধ্যে ছিল না। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একখানি পত্রে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'But there is the wide field of Romantic and Lyric Poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.' পুনরায় আর একখানি পত্রে তিনি লিখেছেন, 'I shall never again attempt anything in the heroic line.' মধুসূদনের এ-সব উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি একঘেয়ে, গতানুগতিক ও আবিলতাপূর্ণ কাব্যধারাকে দুকূলপ্লাবী যৌবন-জলতরঙ্গে মাতিয়ে তোলার জন্য এবং মহৎ আবেগে তাড়িত যুগধর্মের প্রতি আনুগত্যরক্ষার উদ্দেশ্যে মহাকাব্যের উচ্চপ্রাকারবেষ্টিত সুদৃঢ় আয়তন গ'ড়ে তুলেছিলেন কিন্তু তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত লিরিক ভাবোচ্ছ্বাস সেই প্রাকারের তলদেশে বার বার আছড়ে পড়েছে।

মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it.' তিনি মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে আমাদের প্রাচীন পুরাণ বিশেষ ক'রে রামায়ণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে তিনি 'তিলোত্তমাসম্ভব' রচনা করেছিলেন, এবার রামায়ণের কাহিনী গ্রহণ ক'রে 'মেঘনাদবধ' প্রণয়ন করলেন। রামায়ণের মধ্যে পারিবারিক জীবনরূপ উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে এবং চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই নিবিড় ও গভীর। সেজন্য মধুসূদনের কাব্যপরিকল্পনা ও আত্মাভিব্যক্তির পক্ষে রামায়ণের কাহিনী বিশেষ উপ-যোগী ছিল। এ-কথা সত্য যে এই কাব্যের মানব ও রাক্ষস চরিত্রগুলি সবই রামায়ণ থেকে নেওয়া, তাদের বাহ্য ক্রিয়া ও আচরণ এবং স্বভাব, ধর্মও রামায়ণের অনুরূপ, কিন্তু কাব্যের ঘটনাংশ সামান্যই রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। বীরবাহুর মৃত্যু. ইন্দ্রজিৎবধ এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেলে আহত হওয়ার ঘটনাগুলি রামায়ণ অনুসরণে লিখিত হয়েছে। চতুর্থ সর্গের ঘটনাও প্রধানত বাল্মীকি ও ভবভূতির প্রেরণায় রচিত হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য সর্গের ঘটনা বর্ণনাতে কবি দেশী

২৩। মোহিতলালের উক্তি উল্লেখযোগ্য, 'মেঘনাদবধ কাব্যের কবির চিত্তে একটা বড় দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব ছিল—কবির মন যাহা চাহিয়াছিল, প্রাণ তাহা স্বীকার করে নাই। তাই এপিক-আকারের তলে তলে অন্তঃসলিলা হইয়া লিরিকের ফল্গুস্রোত রহিয়াছে।'—কবি শ্রীমধুসূদন (বিদ্যোদয়), পৃঃ ২৪

ও বিদেশী নানা কাব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিজস্ব 'মধুকরী কল্পনা'র সাহায্যে মধুচক্র নির্মাণ করেছেন। দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও নবম সর্গে এই কল্পনার সুদূর ব্যাপ্তি ও অপূর্ব লীলাবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

জাতীয় ঐতিহ্য ও পৌরাণিক কাহিনী থেকে মধুসূদনকে বাধ্য হয়ে তাঁর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছিল, কিন্তু এই উপাদানের বিরুদ্ধে তাঁর যেন এক সচেতন প্রতিবাদ ছিল। বন্ধু রাজনারায়ণকে একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own ; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki.' 'হেক্টর-বধ' কাব্যের উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'মহাকাব্য রচয়িতাকুলের ঈলিয়াস-রচয়িতা কবি যে সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন। আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চপান্ডবের জীবনচরিত মাত্র।' মধুসূদনের এই উক্তি নিতান্ত ভ্রান্ত ও অতিরঞ্জিত সন্দেহ নেই, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব মত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর কাব্যের চার ভাগের তিন ভাগই গ্রীক।

গ্রীক কাহিনীর প্রতি তার এই পক্ষপাতিত্বের কারণ কি? কাহিনীর বহির্গত, ঘটনাসর্বস্ব রূপের প্রতি তাঁর নিশ্চযই কোন আকর্ষণ ছিল না। বরং ইলিয়াডের যুদ্ধবাহুল্যের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, 'Homer is nothing but battles'! আসল কারণ নির্ণয় করতে হবে গ্রীক জীবনাদর্শ ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাদর্শের আশ্চর্য সংগতির মধ্যে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক উদার, উন্মুক্ত দৃষ্টি, নীতি ও আধ্যাত্মিকতাবর্জিত এক অনাবিল জীবনরসবোধ, প্রগাঢ় সৌন্দর্যানুরাগ এবং এক সর্বব্যাপী মানবিকতা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে গ্রীক ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর রোমান্টিক ভাবাবেগ, বন্ধন-অসহিষ্ণু অস্থিরতা, কোমল ও করুণ আবেগচিত্রণে প্রবণতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তাঁর বাঙালীচিত্ততা ও সমসাময়িক যুগচেতনা দ্বারা অনেকখানি প্রভাবান্বিত তা সত্য। কিন্তু তবুও অস্বীকার করা চলে না যে, তাঁর মৌলিক ভাবকল্পনা, রসচেতনা ও জীবনদৃষ্টি গ্রীক জীবনাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত।

'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনাকালে যে হোমারের ইলিয়াড কবির আদর্শরূপ ছিল ত৷ কবির তৎকালীন উক্তি থেকেই জানা যায়। রাজনারায়ণ বসুকে একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন— By the bye, if the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghnad. ইলিয়াডের আদর্শ তাঁর মনে যে গভীরভাবে চিরকাল মুদ্রিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর শেষ অসমাপ্ত লেখা 'হেক্টর-বধ' কাব্য রচনায়। মোহিতলাল বলেছেন, 'কেবল দেবদেবীদের চরিত্র কল্পনা ও মনুষ্যঘটিত ব্যাপারে তাহাদের সাক্ষাৎ সহযোগিতা এইটুকু বাদ দিলে, হোমারের মহাকাব্যের সহিত এ-কাব্যের আর কোন সাক্ষাৎ সগোত্রতা নাই।' আমাদের কিন্তু অন্যরকম মনে হয়। 'মেঘনাদবধে'র কাহিনী নির্বাচন, গঠনবিন্যাস, নামকরণ, চরিত্রচিত্রণ এবং বহু ঘটনার মধ্যে ইলিয়াডের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইলিয়াড যেমন ট্রয়নগরীকে কেন্দ্র করে লিখিত, মেঘনাদবধ কাব্যও তেমনি বীরধাত্রী লংকাকে কেন্দ্র করে রচিত। প্রাচীর-বেষ্টিত ট্রয়নগরী ও প্রাচীরের বাহিরে আক্রমণকারী গ্রীক সৈন্যদের চিত্র অবলম্বন করেই মধুসূদন লংকা ও রাঘব সৈন্যদের বর্ণনা করেছেন। ইলিয়াডের যুদ্ধে দেবতাদের যেরূপ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে আমরা দেখেছি লংকার যুদ্ধে দেবতাদের ঠিক সেরূপ দেখতে পাই। ইলিয়াডের শেষ হয়েছে হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়, 'মেঘনাদবধে'রও সমাপ্তি ঘটেছে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। দুই কাহিনীর মধ্যে এই মৌলিক সাদৃশ্য ছাড়াও বহু ক্ষুদ্রতর ঘটনা ও

চরিত্রাংকনে ইলিয়াড ও 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মিল দেখা যায়। প্রাসাদশিখরস্থিত সপারিষদ রাবণের চিত্র মধুসূদন ইলিয়াডের তৃতীয় সর্গে বর্ণিত প্রায়াম ও তাঁর সভাসদবর্গের দৃশ্য অবলম্বন করে অংকন করেছেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের সঙ্গে ইলিয়াডের চতুর্দশ সর্গের সাদৃশ্য সকলেরই সুবিদিত। হেক্টর-অ্যাণ্ড্রোম্যাকির বিদায় দৃশ্য অবলম্বন করে মধুসূদন মেঘনাদ ও প্রমীলার বিদায়চিত্র অংকন করলেন। সপ্তম সর্গের যুদ্ধ দৃশ্য প্রধানত ইলিয়াডের যুদ্ধবর্ণনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। নবম সর্গের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রায় অবিকল ইলিয়াডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুরূপ। সাময়িক যুদ্ধবিরতি, রাবণের বিলাপ প্রভৃতি বর্ণনায় মধুসূদন স্পষ্টভাবে ইলিয়াডের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়ে আলোচনা করতে গেলে বলতে হয় যে, মধুসূদনের রাবণ, মন্দোদরী, প্রমীলা, মহাদেব, পার্বতী, কামদেব, রতিদেবী ও বারুণীর সঙ্গে যথাক্রমে প্রায়াম, হেকুবা, অ্যাণ্ড্রোম্যাকি, জুপিটার, জুনো, সমনস, ভেনাস ও থেটিসের মোটামুটি মিল রয়েছে। অবশ্য রাবণ ও প্রমীলার সঙ্গে প্রায়াম ও অ্যাণ্ড্রোম্যাকির আংশিক মিল আছে মাত্র। রাবণ ও প্রমীলা ইলিয়াডের অনুরূপ চরিত্র দুটি অপেক্ষা অনেক পূর্ণতর ও সার্থকতর চরিত্র। রাবণের ট্র্যাজিক রূপ এবং কবিসত্তার সঙ্গে তার একাত্মতার ফলে চরিত্রটি কাব্যের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে এবং কবির মানসকন্যা প্রমীলা দেশী ও বিদেশী উপাদানে গঠিত হয়ে এক অনুপমা চরিত্র হয়ে উঠেছে।

মধুসূদনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় চরিত্র মেঘনাদ ইলিয়াডের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র হেক্টরের আদর্শে অঙ্কিত হয়েছে। হোমার অ্যাকিলিসকে তাঁর কাব্যের নায়ক ও সর্ব্বপ্রধান বীররূপে চিত্রিত করেছেন তা' সত্য, কিন্তু ইলিয়াড পড়ার পর অ্যাকিলিসকে এক নৃশংস দানব ছাড়া তো আর কিছুই মনে হয় না। হেক্টর ট্রয়ের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, কিন্তু তাঁর চরিত্র চির-আকর্ষণীয় হয়েছে তাঁর অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে অনুপম মনুষ্যত্বের সংমিশ্রণের জন্য। তাঁর মৃত্যুর পর হেলেন তাঁর জন্য বিলাপ করে যে উক্তি করেছিলেন তার মধ্যে হেক্টরের চরিত্র অবিস্মরণীয় মহত্ত্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে— 'Ah, dearest friend! in whom the gods had joined the mildest manners with the bravest mind হেক্টরের মহৎ মানবিকতার জন্য মধুসূদনও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনিও হেক্টরকেই ইলিয়াডের প্রকৃত নায়করূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেজন্যই ইলিয়াডের যে ভাবানুবাদ তিনি রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন 'হেক্টর বধ কাব্য'। ওই কাব্যের উপক্রমণিকায় তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, 'মহাবীর হেক্টর (যাহাকে ট্রয়স্বরূপ লংকার মেঘনাদ বলা যাইতে পারে)।' হেক্টরের স্বদেশপ্রীতি, পত্নীপ্রেম, উদার মানবিকতা প্রভৃতি গুণ তিনি অতি উজ্জ্বলভাবে মেঘনাদের মধ্যে দেখিয়েছেন।

অ্যাণ্ড্রোম্যাকির কাছ থেকে হেক্টরের বিদায়-দৃশ্যের সঙ্গে প্রমীলার কাছ থেকে মেঘনাদের বিদায়-দৃশ্যের অবিকল সাদৃশ্য রয়েছে। হেক্টরের মৃত্যুর পর বারো দিনের জন্য যুদ্ধ বিরতি হয়েছিল এবং মেঘনাদের মৃত্যুর পরও সাতদিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখতে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছিল। অ্যাকিলিসের কাছ থেকে শোকাতুর বৃদ্ধ পিতা প্রায়াম যখন হেক্টরের মৃতদেহ ফিরিয়ে আনলেন তখন ট্রয়ের সে করুণ ও মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখা গিয়েছিল তার সঙ্গে নবম সর্গের শোককরুণ দৃশ্যের হুবহু মিল দেখতে পাওয়া যায়। প্রায়াম ও অ্যাণ্ড্রোম্যাকির মর্মান্তিক বিলাপের সঙ্গে রাবণ ও প্রমীলার হৃদয়বিদারী শোকের মিল দেখা যায়। মেঘনাদের চিতানির্মাণ, চিতার অগ্নিসংযোগ এবং অবশেষে অগ্নিনির্বাপণ ও মঠনির্মাণ ইত্যাদি সমস্তই ইলিয়াডের অনুরূপ। ইলিয়াডের বর্ণনায় রয়েছে—

> Again the mournful crowds surround the pyre,
> And quench with wine the yet remaining fire.
> The snowy bones his friends and brothers place,

(With tears collected) in a golden vase,
And raised the tomb, memorial of the dead.

এই অংশের সঙ্গে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নবম সর্গের শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

অ্যারিস্টটল মহাকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নাটকের ন্যায় মহাকাব্যেও আদি, মধ্য ও অন্ত্য স্তর সমন্বিত একটি অবিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী থাকবে। তবে নাটকের সঙ্গে মহাকাব্যের পার্থক্য আয়তনের দৈর্ঘ্যে এবং বীরত্বব্যঞ্জক ছন্দপ্রয়োগে। হরেক রকমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যানের সমাবেশে মহাকাব্যের কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে এই ধরনের কাব্যে গাম্ভীর্য ও মহত্ত্বের ভাব সঞ্চারিত হয়। মধুসূদন অ্যারিস্টটলের নির্দেশ অনুযায়ী কাহিনীর পরিকল্পনা ও গঠনবিন্যাসে অবিচ্ছিন্ন ঐক্য বজায় রেখেছেন। আবার মহাকাব্যিক বিশালতা আনবার জন্য এর মধ্যে আনুষঙ্গিক অনেক আখ্যান ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বৃত্তগঠনের দিক দিয়ে বিচার করলে মেঘনাদ চরিত্র অবলম্বনেই কাহিনীর মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করা হয়েছে। মেঘনাদের সেনাপতিপদে বরণে কাব্যের আরম্ভ এবং তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কাব্যের সমাপ্তি। দ্বিতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম সর্গ কাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়, নাটকে এই সব সর্গের ঘটনা অসঙ্গত হ'ত, কিন্তু মহাকাব্যের পক্ষে এগুলি অসঙ্গত নয়। এগুলিতে কবি স্বর্গ, নরক ও প্রসারিত পশ্চাৎ পটভূমিতে পরিক্রমা করেছেন। এর ফলে মহাকাব্যের মধ্যে বিস্তৃতি ও বিশালতা এসেছে। মহাকাব্যের অন্যান্য লক্ষণগুলিও মধুসূদন সচেতনভাবে অনুসরণ করেছিলেন। তিনি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেছেন তা কাহিনীর স্বাধীন ও বাধাবন্ধনহীন গতির পক্ষে উপযোগী হয়েছে। তিনি দীর্ঘ ও গাম্ভীর্যমণ্ডিত বর্ণনার দ্বারা পটভূমির মধ্যে ওর্জস্বিতা ও ব্যাপ্তি এনেছেন। উদ্দীপক চিত্র ও মহোপমার মধ্য দিয়ে পাঠকের মনের মধ্যে বিস্ময় ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করেছেন। সমাসবদ্ধ, ধ্বনিময় শব্দ, যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগ এবং অজ্ঞাত ও অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারের দ্বারা তিনি মহাকাব্যিক পরিবেশ রচনা করেছেন। অ্যারিস্টটল বলেছেন, মহাকাব্যের মধ্যে অপরিচিত শব্দ ও রূপকের (Strange words and metaphors) ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয়। চরিত্রচিত্রণেও মহাকাব্যিক বীর্যবত্তা ও শক্তিমত্তার ভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে বজায় রয়েছে। রাবণ, মেঘনাদ এবং আংশিকভাবে লক্ষ্মণ বলদীপ্ত বীর চরিত্র। প্রমীলা এবং তার সখীগণও বীর নারী। শুধুমাত্র সপ্তম সর্গে যুদ্ধের দৃশ্য আছে বটে, কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও যুদ্ধের আয়োজন, প্রস্তুতি, হুংকার, আস্ফালন প্রভৃতি আছে। এই সব কারণেই 'মেঘনাদবধ'কে উদ্দীপনাময়, বীররসাত্মক মহাকাব্য বলতে হয়।

কিন্তু মহাকাব্যের লক্ষণগুলি সচেতনভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা সত্ত্বেও মধুসূদন তাঁর কবি-প্রতিভার রোমাণ্টিক গীতিধর্মী প্রবণতার ফলে কাব্যের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছেন। অবশ্য অবিচলিত নিরপেক্ষতা ও নির্লিপ্ত বস্তুনিষ্ঠা প্রাচীন বিবর্তনশীল মহাকাব্যেও দেখা যায় না। বাল্মীকি আর্যদের প্রতি এবং হোমার গ্রীকদের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সাহিত্যিক মহাকাব্যের রচয়িতাগণ বিশেষ কোনো ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজস্ব সহানুভূতি ও সমবেদনার রঙে অনুরঞ্জিত করে তাঁদের মানসচরিত্র অঙ্কন করেন। এই সহানুভূতি ও সমবেদনা কখনো অজ্ঞাতসারে এবং কখনো বা জ্ঞাতসারে কবি প্রকাশ করে ফেলেন। মিলটন অজ্ঞাতসারে শয়তানের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। মধুসূদন মিলটন সম্পর্কে বলেছেন, 'He is Satan himself.' কিন্তু মধুসূদন রাবণের প্রতি সম্পূর্ণ সচেতনভাবে সহানুভূতি উজাড় করে দিয়েছেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের গভীরে প্রবেশ করলে মনে হবে এই কাব্যে বস্তুবর্ণনা অপেক্ষা আত্মরূপায়ণের রোমাণ্টিক কামনাই বড় হয়ে উঠেছে। এই আত্মরূপায়ণ হয়েছে রাবণের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ, রাবণ ও তার

স্রষ্টা অভিন্ন। তাই এই কাব্যে অনন্তসম্ভাবনাময় মহত্বের বিফলীকৃত জীবনের শোকার্ত হাহাকারই আমরা শুনতে পেয়েছি। কবির এই রোমান্টিক সহমর্মিতার ফলে এই কাব্যের চরিত্র-গুলির ঘটনাগত রূপ অপেক্ষা অন্তরময় রূপই বেশি ফুটেছে। হোমারের মহাকাব্যে যুদ্ধ-বাহুল্য কবির ভালো লাগেনি, কারণ যুদ্ধের মধ্যে যে চমকপ্রদ ঘটনাবাহুল্য প্রকাশ পায় তা তাঁর প্রীতিকর নয়। মানুষের চিত্ততলে যে অন্তঃসংগ্রাম চলে, যার ফলে তার শোণিতাক্ত আত্মা মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা সহ্য করে তার প্রতিই কবির লক্ষ্য। এই সংগ্রাম সবচেয়ে প্রচণ্ডভাবে চলেছে রাবণের মধ্যে। তাই রাবণই এই কাব্যের যথার্থ সংগ্রামী নায়ক। রাবণ বাইরের যুদ্ধে একবার লিপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সে শুধু মহাকাব্যের নিয়ম রক্ষার জন্য। বহির্মুখীনতা অপেক্ষা অন্তর্মুখীনতার এই প্রাধান্যের জন্য মধুসূদনের চরিত্রগুলি মহাকাব্যের চরিত্র অপেক্ষা ট্র্যাজেডি নাটকের চরিত্রের সঙ্গে যেন অধিকতর সাদৃশ্যযুক্ত হয়ে উঠেছে। মনে হয় রাবণ যেন প্রমিথিউস, ইডিপাস ও অ্যাগেমেমননের মত কোনো চরিত্র, কোনো মারাত্মক ভ্রান্তির ফলে দৈবরোষে অশেষ নির্যাতন সহ্য করে চলেছে।

হোমার যেমন ট্রয়কে অবলম্বন করে ইলিয়াড মহাকাব্য রচনা করেছিলেন, মধুসূদনও তেমনি লঙ্কাকে কেন্দ্র করে 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখেছেন। অবরুদ্ধ লঙ্কার উপরে তিনি উনিশ শতকের নব জাতীয়তাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পরাধীন ভারতভূমির ভাবসত্তাকে আরোপ করেছেন। সেজন্য লঙ্কার সংগ্রাম পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আবেগে পরিপুষ্ট হয়েছে, লঙ্কার বীর রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ পরাধীন ভারতের স্বদেশপ্রাণ বীরের স্থান গ্রহণ করেছে। রামায়ণের ধর্মপ্রাণ বিভীষণ এখানে স্বদেশদ্রোহী ঘৃণ্য চরিত্রে পরিণত হয়েছে। মধুসূদন রাক্ষসদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন এবং দেবচরিত্র ও মানবচরিত্র হীনভাবে অঙ্কন করেছেন এ-অভিযোগ তাঁর সম্পর্কে করা হয়েছে। আসলে কোনো চরিত্রকেই তিনি রাক্ষস, দেবতা কিংবা দেবতার অবতাররূপে দেখেননি। সকল চরিত্রকেই তিনি মানবায়িত করে তুলেছেন। রামায়ণে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কোনো চরিত্রকে ভালো বা মন্দরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। দেবতা হলেই পূজনীয় এবং রাক্ষস হলেই সেখানে নিন্দনীয়। মধুসূদন তাঁর ধর্মসংস্কারমুক্ত. মানবিক দৃষ্টি নিয়ে এই ধারণার উপরে আঘাত হেনেছেন। সকল চরিত্রকে মানুষের স্তরে এনে তাদের প্রবৃত্তি ও আচরণের মধ্য দিয়ে তাদের মূল্য নির্ণয় করেছেন। যারা স্বদেশ রক্ষায় আত্মত্যাগ করছে তারা মহৎ ও সহানুভূতির পাত্র। আর যারা একটি দেশকে আক্রমণ করে তার স্বাধীনতা বিলুপ্ত করতে চাইছে তারা মানুষ হোক, দেবতা হোক, কিছুতেই তারা সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র নয়। দেশরক্ষার সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়ে উদার, কর্তব্যনিষ্ঠ, মহাপ্রাণ বীর ইন্দ্রজিৎ অমর মহিমায় ভাস্বর হয়েছে। ইন্দ্রজিৎ-এর মৃত্যু অপাপবিদ্ধ মানুষের অতি দুঃখজনক পরিণাম। রাবণ কিন্তু ইন্দ্রজিৎ-এর মত নির্দোষ ও নিষ্পাপ নয়। সীতাহরণরূপ মারাত্মক ভ্রান্তি—error of judgement তার ঘটেছে এবং তারই ফলে তার ট্র্যাজিক পরিণতি। এরূপ একটি স্বদেশপ্রাণ, প্রজাবৎসল, স্নেহপরায়ণ চরিত্র শুধুমাত্র একটি মারাত্মক ভ্রান্তির ফলে একটির পর একটি প্রিয়জন হারাল, তারই সাধের স্বর্ণলঙ্কা তারই সামনে বীরশূন্য বিষাদপুরীতে পরিণত হ'ল, চারদিকের মৃতের স্তূপ ও ক্রন্দনের অট্টরোলের মধ্যে বারিধৌত বনস্পতির মতই রাবণ দাঁড়িয়ে আছে পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য—এর চেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর কি হতে পারে! রাবণকে জীবিত রেখে তার ট্র্যাজেডির গভীরতা কবি বহুগুণে বর্ধিত করেছেন। চারদিকব্যাপী মহাশূন্যতার মধ্যে একটি বৃহৎ বনস্পতি তার নিষ্পত্র শাখাপ্রশাখাগুলি রৌদ্রজ্বালাময় আকাশের দিকে প্রসারিত করে ভগ্নহৃদয়ের নীরব আর্তি শুধু জানিয়ে চলেছে—সেই আর্তি অন্তহীন কালের মধ্যে যেন পরিব্যাপ্ত।

মধুসূদনের বিদ্রোহী প্রতিভা. ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার সব বিষয়েই নতুন নতুন পথ প্রবর্তন

করতে চেয়েছিল। এর ফলে তাঁর কাব্যের আত্মার স্বাধীন স্ফূর্তি এবং অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু কবির প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ আস্থা থাকা সত্ত্বেও এমন কতকগুলি ত্রুটি তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায় যেগুলি কোনোভাবেই সমর্থন করা চলে না। শব্দের পুনরুক্তি, বিশেষ বিশেষ চিত্রকল্পের বার বার আমদানী এবং একই ধরনের বর্ণনার পৌনঃপুনিকতা তাঁর কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি। কাব্যের মধ্যে ওজস্বিতা ও চমৎকারিত্ব আনবার জন্য তিনি ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রনাদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শক্তিগুলিকে বার বার অস্থির ও উত্তেজিতরূপে দেখিয়েছেন। অনেক স্থলেই এগুলিকে অকারণ ও কৃত্রিম বীরত্বজনক রীতি বলে মনে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র The Calcutta Review-তে (১৮৭১) যথার্থভাবেই বলেছিলেন, 'All this bombast is unworthy of Mr. Datta's genius and cultivated taste. Equally so is his constant repetition of the same images and phrases till they almost nauseate his readers.' কতকগুলি শব্দ তিনি এত বেশি বার ব্যবহার করেছেন যে, সেগুলি পাঠকের পক্ষে খুবই বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে, যথা, বাহিরিল, নাদিলা, নাদে, নির্ঘোষে, তেঁই, সাপটি, ঘর্ঘর, কোদণ্ড ইত্যাদি। অনেক অপ্রচলিত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, মহাকাব্যের পক্ষে এগুলি দোষাবহ নয় একথা আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু কতকগুলি শব্দ শ্রুতিকর্কশ ও পীড়াদায়ক হয়েছে, যথা, যাদঃপতি রোধ; গরুৎমতী, অররু, প্রতিঘ-অন্ধ ইত্যাদি। মধুসূদন ভাষার শব্দসম্পদ এবং অর্থজ্ঞাপকতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছেন নামধাতুর প্রয়োগে। নামধাতুর প্রয়োগে তিনি যেন বেপরোয়া ও ভ্রূক্ষেপহীন, যে কোনো শব্দের পরে ক্রিয়াপদ বসিয়ে তিনি অজস্র নামধাতু সৃষ্টি করেছেন, যথা, সাবাসি, নীরবিলা, শান্তিলা, উলঙ্গিয়া, নিবীরিবে, নিকটয়ে, বিউনিল ইত্যাদি। ধ্বনিসঙ্গতি এবং বিশিষ্ট ভাবব্যঞ্জক ধ্বনিঝঙ্কার সৃষ্টির দিকে তাঁর সযত্ন মনোযোগ ছিল। এই ধ্বনিসম্পদ এনেছেন তিনি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুপ্রাসের মধ্য দিয়ে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও ক্রিয়া কোনো কোনো স্থানে শ্রুতিকটু এবং পুনঃ পুনঃ প্রয়োগদুষ্ট হয়েছে, যেমন, তড় তড় তড়ে, হড় হড় হড়ে। কড় কড় কড়ে, থর থর থরে ইত্যাদি। মধুসূদন প্রায় প্রতি পঙ্ক্তিতে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন। অনুপ্রাসের ধ্বনি সঙ্গতি আনবার জন্যই তিনি যেন বিশেষ বিশেষ শব্দ নির্বাচন করেছেন, তাদের অর্থগৌরব অপেক্ষা ধ্বনি সম্পদের দিকেই যেন বেশি নজর দিয়েছেন, যথা লুলি অবলেপে; ভবেশ ভাবিনী ভাবিলা, কিভাবে আজি ভেটিব ভবেশে; মলম্বা অম্বরে তাম্র বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ প্রক্ষেবড়নধারী ইত্যাদি। মধুসূদনের রচনারীতির আর দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। একটি হ'ল আহা, আহা মরি প্রভৃতি বিস্ময়সূচক অব্যয় পদের ব্যবহার। আর একটি হ'ল উপমান সম্বলিত বাক্যটি জায়গায় জায়গায় বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা, যথা, কাদম্বা যেমতি মধুস্বরা; সিংহ যেন আনায় মাঝারে; সৌরকরে গড়া যেন; অগ্নিশিখা হেরি পতঙ্গের কুল যথা ইত্যাদি।

।। ব্রজাঙ্গনা কাব্য ।। মধুসূদনের গীতিকাব্যিক প্রবণতা 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের মধ্যে পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেলে। প্রকৃত পক্ষে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের পরে মহাকাব্যের বজ্রমন্দ্রিত প্রশস্ত রাজপথে আর তিনি চলেননি, গীতিকাব্যের পক্ষীকূজিত ও পুষ্প-সুরভিত ছায়াবীথিতেই ঘোরাফেরা করেছেন। তবে তাঁর গীতিকাব্যিক প্রতিভা প্রকাশরীতির নিত্যনূতন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সব প্রকাশরীতি তিনি পাশ্চাত্ত্য কাব্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন; তাই তাঁর গীতিকাব্য কখনো হয়ে উঠেছে দীর্ঘ, সম্বোধনসূচক রোমান্টিক গীতিকবিতা Ode কখনো বীরত্বপূর্ণ পত্রকাব্য (Heroic Epistle), আবার কখনো বা চতুর্দশপদী কবিতা (Sonnet)। মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা'র কবিতা-গুলিকে Ode বলেছেন। Ode গ্রীক নাটকের কোরাস সঙ্গীত থেকে উদ্ভূত হলেও

পরবর্তী কালে Ode অর্থে দীর্ঘ গীতিকবিতা বোঝাত, ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক কবিদের প্রসিদ্ধ Ode-সমূহের কথা সকলেরই মনে পড়বে। Ode -এর আর একটি বৈশিষ্ট্য যে এই ধরনের কবিতায় কবি কোনো প্রাণী, প্রাকৃতিক বস্তু অথবা ভাবকে সম্বোধন করেন। তবে 'ব্রজাঙ্গনা'র কবিতাগুলিতে কোনো বিশেষ প্রাণী বা বস্তুকে সম্বোধন করেছেন নায়িকা শ্রীরাধিকা। কীটস ও শেলি যেমন যথাক্রমে 'নাইটিঙ্গেল' ও 'ওয়েস্ট উইন্ড'কে সম্বোধন করে Ode রচনা করেছেন, মধুসূদনের রাধাও তেমনি জলধর, ময়ূরী ও সারিকাকে উদ্দেশ্য করে নিজের বিরহবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। সুতরাং 'ব্রজাঙ্গনা' রচনা কালে মধুসূদন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের ভাব ও রসের দ্বারা যতই প্রভাবান্বিত হোন না কেন, কাব্যের রীতির দিক দিয়ে তিনি পাশ্চাত্ত্য কবিতার আদর্শই গ্রহণ করেছিলেন।

'মধুস্মৃতি'তে রয়েছে যে, মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা' রচনার আগে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করেছিলেন। বৈষ্ণব কাব্য পাঠ করে বিরহিণী রাধার আর্তি ও বেদনা তাঁকে ব্রজাঙ্গনা রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী থেকে তিনি যে প্রেরণা পেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে মানবিক ও সাহিত্যিক প্রেরণা, তার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে রাধিকা সামান্যা মানবী নন, তিনি মূর্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি। মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা বলতে শ্রীরাধাকেই বুঝেছেন, কিন্তু অন্যান্য ব্রজাঙ্গনার সঙ্গে রাধার পার্থক্য এখানে যে মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র রাধার মধ্যে দেখা গেছে। ব্রজগোপীরা রাধার কায়ব্যূহ স্বরূপিণী। বৃন্দাবনেশ্বরী বলতে শ্রীরাধাকেই বোঝায়, তিনিই পরমা শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরম শক্তিমান। শ্রীরাধার এই তত্ত্ব মধুসূদনের মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি, তাঁর দৃষ্টিতে রাধা হলেন 'Mrs. Radha' এবং তাঁর মতে 'not such a bad woman after all' রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্মের গোঁড়ামি যেমন তিনি পছন্দ করেননি, তেমনি নিজেও তিনি বৈষ্ণব ধর্মের ভাবাদর্শের দ্বারা চালিত হননি। তাঁর চোখে কৃষ্ণ একজন সাধারণ প্রণয়ী এবং রাধা একজন প্রণয়িনী মাত্র। তাঁর কাছে কৃষ্ণের বিরহে রাধার যে বেদনা তা লৌকিক বেদনা মাত্র এবং নারীর প্রতি তাঁর স্বাভাবিক সহানুভূতি এবং হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সমবেদনা নিয়ে তিনি রাধা চরিত্র অঙ্কন করেছেন।

মধুসূদনের রাধা বৈষ্ণব কবিদের রাধার ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী এবং দুঃসহ বিরহবেদনায় অতি কাতরা। তাঁর মধ্যে মোহনাখ্য বিরহোন্মাদের অবস্থাই পরিস্ফুট হয়েছে। সেজন্য তিনি কৃষ্ণের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত নানা বস্তুকে সম্বোধন করে মান-অভিমান, ঈর্ষা-অসূয়া, আশা-নিরাশা মিশ্রিত নানা বিচিত্র ভাব ব্যক্ত করেছেন। উদ্ধবদাসের একটি পদে আছে—'মুরলী রে! মিনতি করিয়ে বার বার। শ্যামের অধরে রৈয়া রাধা রাধা নাম লৈয়া তুমি মেনে না বাজিও আর।' মধুসূদনের কাব্যেও এভাবে বিভিন্ন অচেতন বস্তুকে উদ্দেশ্য করে রাধা নিজের হৃদয় কাতরতা ব্যক্ত করেছেন। কালিদাস বলেছেন, কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু—অর্থাৎ, কামার্ত ব্যক্তি চেতন-অচেতনের প্রভেদ করতে পারে না। বিরহের তীব্রতায় রাধাও চেতন-অচেতনের প্রভেদ ভুলে গেছেন। মধুবৃন্দাবনের আর সবই আছে, নেই শুধু সেই বৃন্দাবনচন্দ্র। তাই আজ 'শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী। শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি।।' আজও সেই যমুনা বয়ে চলেছে। যমুনাপুলিনে জ্যোৎস্না এসে লুটিয়ে পড়েছে, ময়ূর ময়ূরী এখনও নৃত্য করে চলেছে। মলয় পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হচ্ছে, ঋতুরাজ বসন্ত এখনও তার দলবল নিয়ে দেখা দেয়। কুঞ্জে কুঞ্জে নব পুষ্পরাজি বিকশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু শ্যামের বিরহে আজ সকলই বিফল, সকলই মলিন। রাধা বিরহ বেদনায় ব্যাকুল হয়ে এদের সমব্যথী বলে মনে করে এদের কাছে তাঁর হৃদয়ের ভার উজাড় করে দিয়েছেন। রাধার কোমল হৃদয়ের নিরুপায় কাতরতা কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ পেলেও মাঝে মাঝে সমাজের বিধিনিষেধের দুর্গ ভাঙ্গবার জন্য

দুর্জয় সংকল্প এবং স্বাধীন প্রেমের দৃপ্ত ঘোষণা তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। যখন তিনি বলেন, 'রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি' তখন মনে হয় সমাজবিধিনিয়ন্ত্রিত গণ্ডিবদ্ধ জীবন অতিক্রম করবার জন্য তাঁর মন বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠেছে, 'যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে—মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিবে কেমনে'—রাধার এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে নারীর শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন প্রেমের জয়গানে স্বয়ং কবির চিত্ত মুখরিত হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার বিরহ বর্ণনা দিতে গিয়ে কবিরা বহিঃপ্রকৃতির অপূর্ব রসঘন চিত্র অংকন করেছেন। বর্ষা ঋতুর সংগে মানুষের বিরহের নিবিড় যোগ আছে বলে বর্ষার চিত্রই বিরহের পদগুলিতে প্রধান হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির কবিতায় বসন্তের উল্লাস আছে বটে, কিন্তু বর্ষার অশ্রুময় উচ্ছ্বাস অনেক বেশি নিবিড় ও গভীর ভাবে সেখানে প্রকাশ পেয়েছে। মধুসূদন জয়দেব ও বিদ্যাপতির প্রভাবে বসন্তের রূপচিত্রের দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গীতগোবিন্দে শুধু বসন্তের লীলা। এই কাব্যের প্রভাব মধুসূদনের মধ্যে গভীরতর। ব্রজাঙ্গনার শেষ দুটি কবিতাই বসন্ত অবলম্বনে রচিত। বিশেষ করে শেষ কবিতাটিতে জয়দেবের প্রভাবে বসন্তের বেদনা অপেক্ষা বসন্তের আনন্দোৎসবের ভাবই যেন বেশি পরিস্ফুট হয়েছে। 'পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল, উছলে সুরবে জল, চল লো বনে'—এই ধরনের সুললিত অনুপ্রাসযুক্ত অংশে জয়দেবের প্রভাব সুস্পষ্ট মনে হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে Ode-এর রীতি অনুযায়ী কবিতাগুলি দীর্ঘবিস্তারী হয়েছে বলে বৈষ্ণব পদের নিটোল রসানিবিড়তা এদের মধ্যে নেই। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির যে অন্বয় মিলন বৈষ্ণব পদে পাওয়া যায় তাও 'ব্রজাঙ্গনা'র কবিতাগুলিতে লক্ষ্য করা যায় না। রাধার বিরহবেদনার স্বতঃস্ফূর্ত রূপ দূরাস্তৃত ভাবকল্পনা, বাগাড়ম্বর ও অলংকারবাহুল্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আসলে মধুসূদন তাঁর আখ্যায়িকা কাব্য ও মহাকাব্যে যে ধরনের দীর্ঘবিস্তৃত অলংকার প্রয়োগ করেছেন, গীতিকাব্যেও সেই একই ধরনের অলংকার প্রয়োগ-রীতি লক্ষ্য করা যায়। গীতিকাব্যের অলংকার ভাবানুভূতির সংগে অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিলিত হয়ে যায়, মধুসূদন এ-সম্পর্কে সম্ভবত সচেতন ছিলেন না। তাই তাঁর অলংকারগুলি এখানে ভাবানুভূতির সংগে একাত্ম হতে পারেনি। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ওর্জস্বিনী ও ধ্বনিগৌরবময় ভাষার পরিবর্তে ব্রজাঙ্গনার ভাষা অনেক সরল ও কোমল হয়ে উঠেছে। এখানে যুক্তাক্ষরের ব্যবহার খুবই কম এবং নামধাতু ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারও প্রায় চোখেই পড়ে না। তবে লালিত্য ও গীতময়তা আনবার জন্য কবি অনুপ্রাসযুক্ত শব্দের বহুল প্রয়োগ করেছেন। কংকণ, কিংকণী, সঘনে, ধৈরজ, বঁধু, চিকণ, গুঞ্জমালা, সুরত ইত্যাদি বৈষ্ণব পদাবলীতে বহুব্যবহৃত শব্দগুলিও মধুসূদনের কাব্যে চোখে পড়ে। বাঙালী নারীর মুখে যে সব সম্বোধন শুনতে পাওয়া যায় মধুসূদন সেগুলি ব্যবহার করে বাক্যগুলির মধ্যে মেয়েলি মেজাজ বজায় রেখেছেন। লো, লা, হ্যাদে, রে, সই, গো প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈষ্ণব পদের ভনিতা অনুসরণ করে প্রতেকটি কবিতার শেষে নিজের নাম অংকিত করে রেখেছেন। 'শ্রীমধুসূদন' কথাটির শ্লেষাত্মক প্রয়োগ করে কবি যেন একটু কৌতুক করতে চেয়েছেন। তবে মধুসূদন বিদ্যাপতির মতই প্রচণ্ড আশাবাদী, রাধাকে বার বার তিনি কৃষ্ণের সংগে পুনর্মিলনের আশ্বাস দিয়েছেন, যথা, 'কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে, মধুসূদন', 'মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন, পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন' ইত্যাদি।

।।বীরাঙ্গনা কাব্য।। অধিকাংশ সমালোচকের মতে মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভার চূড়ান্ত সিদ্ধি ঘটেছিল 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। ভাষা, ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগে কবি সবচেয়ে বেশি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এই কাব্যে। যোগীন্দ্রনাথ বসু যথার্থই বলেছেন যে, 'তাঁহার প্রতিভা মেঘনাদের

গাম্ভীর্য এবং ব্রজাঙ্গনার মাধুর্য, একাধারে সম্মিলিত করিতে প্রস্তুত হইল; ইহার ফল বীরাঙ্গনা কাব্য।' 'বীরাঙ্গনা' রচনার সময় কবি অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার গ্লানিকর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে করুণ আত্মবিলাপ করছিলেন, কিন্তু কাব্যের পবিত্র মন্দিরে যখন তিনি প্রবেশ করলেন তখন তাঁর গাত্রলিপ্ত সব পঙ্ক চন্দনে পরিণত হয়ে গেছে এবং অটল সংযমের কৃচ্ছ্র সাধনায় তখন তিনি মহিমান্বিত।

মধুসূদন তাঁর কাব্যের নাম 'বীরাঙ্গনা' রাখলেন কেন? তাঁর প্রতিটি পত্রকাব্যের নায়িকা একজন বীরাঙ্গনা। কিন্তু কোন্ অর্থে বীরাঙ্গনা? যে নারী রণক্ষেত্রে সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করতে সক্ষম তিনিই সাধারণত বীরাঙ্গনা নামে কথিত হন, সেই দিক দিয়ে বিচার করলে একমাত্র জনা ছাড়া বোধ হয় আর কোনো নায়িকাকেই বীরাঙ্গনা বলা চলে না। কিন্তু মধুসূদন এই কাব্যের নায়িকাদের বীরাঙ্গনা বলতে চেয়েছেন এদের বাহুবলের বিচার করে নয়, আন্তরবলের দিকে দৃষ্টি দিয়েই। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে বহুদিনকার পরাধীনতা ও জড়তার বন্ধন ছেদ করে মুক্তিসূর্যের আলোয় নারীর যে অশঙ্কিনী ও বিদ্রোহিণী রূপ আত্ম-প্রকাশ করল তা রূপায়িত হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ও মধুসূদনের কাব্যনাটকে। 'মেঘনাদবধ' ছাড়া অধিকাংশ কাব্য-নাটকই মধুসূদন নায়িকা-নামাঙ্কিত করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি তাঁর সম্মান ও সহানুভূতির ভাব সুস্পষ্ট। পুরুষ-শাসিত প্রাচীন সমাজে নারী অচল অবরোধের অন্তরালে অবিচার ও নির্যাতনের দৈনন্দিন চক্রে শুধু কেবল পিষ্ট হয়েছে। সে কেবল কর্তব্য করেছে, নীরবে সহ্য করেছে এবং বিলুপ্তির অন্ধকারে বিস্মৃত হয়ে পড়েছে। মধুসূদন এই নারীর মুখে ভাষা দিলেন, চোখে আগুন ছিটিয়ে দিলেন এবং বুকে অমিত শক্তি সঞ্চার করলেন। অবরোধের বাইরে সে পা বাড়াল, হৃদয়ের শৃঙ্খলিত অনুভূতিকে বিজয়িনীর আত্মমর্যাদা নিয়ে ঘোষণা করল এবং ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্ম ও শাণিত বিচারের আলোকে চমৎকৃত সমাজের দৃষ্টি ঝলসে দিল। এই নারীকেই যথাযথ বীরাঙ্গনারূপে মধুসূদন গ্রহণ করেছেন। সেজন এই নারীর বিচিত্র রূপই তিনি তাঁর কাব্যে চিত্রিত করেছেন। এখানে স্বামী-পরিত্যক্তা নারী (শকুন্তলা) তার অধিকার ঘোষণা করেছে। কোথাও বা নারী স্বাধীনভাবে তার পতিনির্বাচন করেছে (রুক্মিণী)। আবার কোনো নারী হৃদয়ের দুর্জয় কামনায় বশীভূত দুঃসাহসিক দৃঢ়তায় সমাজবিধি লঙ্ঘন করেছে (তারা)। কেউ বা অন্যজাতীয় পুরুষের প্রেমে অন্ধ হয়ে অকুণ্ঠিত প্রকাশ্যতায় নিজের রূপযৌবন নিবেদন করেছে (সূর্পণখা)। কোনো কোনো বীর নারী স্পষ্টভাবে স্বামীর অন্যায় ও অপরাধ দেখিয়ে তাকে সংশোধন করতে চেয়েছে (ভানুমতী ও দুঃশলা)। আবার কোনো মহীয়সী নারী প্রবল জাতীয় আবেগে উদ্দীপিত হয়ে কাপুরুষ ও কর্তব্যবিমুখ স্বামীকে তীক্ষ্ণ তিরস্কারে সচেতন করবার চেষ্টা করেছে (জনা)। এরা সকলেই বীরাঙ্গনা, এদের বীরত্ব বাহুবলে ও রণকৌশলে প্রকাশ পায়নি, প্রকাশ পেয়েছে এদের দৃপ্ত ভাষণে, কুণ্ঠাহীন আত্মঘোষণায় এবং নিঃশঙ্ক আচরণে।

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের বহিরঙ্গে মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য এবং অন্তরঙ্গে গীতিকাব্যিক মাধুর্যই বর্তমান রয়েছে। অমিত্র ছন্দ, সমাসবদ্ধ যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট তৎসম শব্দের গাম্ভীর্য এবং ধ্রুপদী চিত্রসমারোহ প্রভৃতি এই কাব্যের প্রকাশভঙ্গিতে মহাকাব্যের গাম্ভীর্য এনেছে। আবার এর অন্তর্জগতে গীতিকাব্যের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়েছে। অবশ্য গীতিকাব্যের একটি লক্ষণ হ'ল কবির আত্মময়তা। কবিতাগুলির মধ্যে কবি নিজের কথা প্রকাশ করেননি সত্য, কিন্তু নায়িকার দুঃখময় এবং আশা-নিরাশা জড়িত অনুভূতির সঙ্গে সহৃদয় কবির সহমর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। নায়িকাদের বিচিত্র অনুভূতির স্তরগুলি গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে কবিতাগুলিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই অন্তর্মুখীনতা এবং অনুভূতিময়তার জন্যই কবিতাগুলি গীতিকাব্য ধর্মী হয়ে উঠেছে। নায়িকারা অনেকেই অতীতের স্মৃতি ও কল্পনায় ভাসমান, অনেকেই প্রকৃতির

জড়বস্তুকে চেতনান্বিত করে তাদের সঙ্গে সুখদুঃখের আদান প্রদান করেছে। তারা অতীতের সুখ ও বর্তমান দুঃখের বিষম অবস্থায় চিন্তায় আত্মহারা, কেউ কেউ আবার চিরঅতৃপ্ত কামনার নিষিদ্ধ সৌরভে মাতোয়ারা। তাদের স্বপ্ন-কামনা-কল্পনার অনুরণনগুলি গীতিকাব্যের এক একটি তন্ত্রীর মত ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে।

'বীরাঙ্গনা'র কবিতাগুলিতে পৌরাণিক কাহিনীর নবরূপায়ণই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কবি পৌরাণিক কাহিনীগুলির প্রতি মোটামুটি বিশ্বস্ততা বজায় রেখেছেন, কিন্তু সেই কাহিনী-গুলির মধ্যে আধুনিক ভাবব্যঞ্জনা আরোপ করে তাদের নবায়িত রূপই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। তারা, রুক্মিণী, সুর্পণখা, দ্রৌপদী, ভানুমতী, উর্বশী, জনা প্রভৃতি নারীর ঘটনাগত রূপ পুরাণ থেকে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের অন্তরগত রূপ কবির মৌলিক কল্পনা থেকে উদ্ভাবিত। কবির কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি পুরাণের বহুবিদিত ঘটনার বিকৃতি না ঘটিয়ে নিজের ভাবাদর্শ ও চমৎকারী কল্পনা বলে সেই ঘটনাকে আধুনিক সামাজিক ও জাতীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন। কোথায়, কি অবস্থায় নায়িকা নায়ককে পত্র লিখেছেন মানুষ নিজের হৃদয়ের গোপন কথাগুলি প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং কবি এই পত্ররীতি তা' মধুসূদনের স্বকপোলকল্পিত, কিন্তু বর্ণনা কৌশলে তা' সত্য বলে মনে হয়। পত্রের মধ্যে অবলম্বন করে নায়িকাদের নিভৃততম অন্তরের গোপনতম রহস্যগুলি উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন।

এই পত্রকাব্যগুলি একসংলাপী নাটিকার (Dramatic Monologue) রীতি অনেক-খানি অনুসরণ করেছে। একসংলাপী নাটিকায় একটি চরিত্রই কথা বলে বটে কিন্তু সেই কথার মধ্যে একঘেয়ে একমুখীনতা থাকে না। সেখানে চরিত্রের দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্বময় সত্তার বিরোধ ও বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হয়। আবার এমনভাবে অদৃশ্য ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের ভঙ্গি সংলাপে প্রকাশ করা হয় যে সেই অদৃশ্য ব্যক্তির সজীব উপস্থিতি যেন আমরা অনুভব করতে পারি। পত্রকবিতাগুলিতে নায়িকাদের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বময় অনু-ভূতিই প্রকাশ করা হয়েছে এবং এমন ঘনীভূত আগ্রহ এবং কম্পমান প্রত্যাশা নিয়ে তারা পত্রের কথাগুলি উচ্চারণ করেছে যে আমাদের মনে হয় তাদের উদ্দিষ্ট নায়করা অতি নিকটেই বর্তমান আছে। জনা, কেকয়ী, তারা, সুর্পণখা, উর্বশী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে আবেগের যে তীব্রতা এবং আশা-নিরাশার যে দ্রুত আন্দোলন সৃষ্টি করা হয়েছে তা' চরিত্রগুলিকে যথেষ্ট নাট্যরসাত্মক করে তুলেছে। কেকয়ী ও জনার মত চরিত্র অনবরত প্রশ্নের পর প্রশ্ন নিক্ষেপ করে তাদের সম্বোধিত নায়ক চরিত্রগুলিকে দূরবর্তী নেপথ্য থেকে যেন প্রত্যক্ষ মঞ্চে দর্শকদের সম্মুখে নিয়ে এসেছে।

।।চতুর্দশপদী কবিতাবলী।। মধুসূদনের শেষ সম্পূর্ণ ও সার্থক কাব্যগ্রন্থ হ'ল চতুর্দশপদী কবিতাবলী। ইউরোপে গিয়ে এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি তিনি রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতা লেখার সূচনা হয়েছিল তাঁর এই দেশে থাকবার সময়। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন, 'I want to introduce the sonnet into our language'. পত্রের মধ্যে তিনি কবি-মাতৃভাষা নামে সনেটটি লিখে এই আশা প্রকাশ করেছিলেন 'In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian'. গৌরদাস বসাককে ১৮৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী ফ্রান্স থেকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন, 'I dare say the sonnet চতুর্দশপদী will do wonderfully well in our language'. মধুসূদনের এই সব উক্তি থেকে বোঝা যায়, অন্যান্য রচনার ন্যায় চতুর্দশপদী কবিতা লেখার

সময়েও তাঁর আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ অটুট ছিল এবং এই কবিতাগুলির সাফল্য সম্পর্কেও তিনি প্রায় নিঃসন্দেহ ছিলেন।

মধুসূদন পেত্রার্কাকেই আদর্শ করে সনেট রচনা করেছিলেন। সনেটের আকৃতি ও প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট রূপ পেত্রার্কার সনেটেই সর্বপ্রথম দেখা যায়। সেজন্য তাঁকেই সনেটের প্রবর্তক রূপে সম্মান করা হয়ে থাকে। পেত্রার্কার সনেটের দুই অংশ, আট পঙ্‌ক্তির প্রথম অংশকে বলা হয় (Octave) অষ্টক এবং ছয় পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় ষট্‌ক (Sestet)। অষ্টকের মধ্যে আবার চার পঙ্‌ক্তির দুই অংশ এবং ষটকের মধ্যে তিন পঙ্‌ক্তির দুই অংশ থাকে। ছন্দের মিল হয় এরূপ—কখখক, কখখক এবং গঘগ, ঘগঘ অথবা গঘঙ, গঘঙ। শেকসপীয়রের সনেট পেত্রার্কার সনেট থেকে কিছুটা পৃথক। এই সনেটে তিনটি চতুষ্পদী এবং শেষে সমিল দুই পঙ্‌ক্তি; ছন্দপ্রকরণ সাধারণত এরূপ—কখ কখ, গঘ গঘ, ঙচ ঙচ, ছছ। মিলটন মোটামুটি পেত্রার্কার রীতি অনুসরণ করলেও অষ্টক ও ষট্‌কের বিভাগ সর্বত্র তিনি মানেননি। মধুসূদন সনেট রচনার সময় পেত্রার্কার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। গৌরদাস বসাককে লেখা পূর্বোল্লিখিত পত্রে তিনি বলেছিলেন, 'I have been lately reading Petrarca—the Italian poet and scribbling some sonnets after his manner'. 'চতুর্দশপদী'র উপক্রম শীর্ষক দ্বিতীয় কবিতায় কবি মধুসূদন পেত্রার্কার প্রশস্তি করেছেন এভাবে—'বাগ্‌দেবীর বরে বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন, রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।' মধুসূদন মোটামুটি পেত্রার্কার রীতি অনুসবণ করলেও মিলটনের মত সর্বত্র অষ্টক ও ষট্‌কের বিভাগ বজায় রাখেননি। আবার কোনো কোনো সনেটে অষ্টক ও ষট্‌কের বিভাগ বজায় রেখেও ছন্দের মিলের দিক দিয়ে শেকসপীরীয় রীতি অনুসরণ করেছেন। খাঁটি শেকসপীরীয় রীতি অনুসরণ করেও কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন। উদাহবণস্বরূপ বলা যেতে পাবে কমলে কামিনী সনেটটি অবিকল পেত্রার্কার রীতিতে রচিত। সনেটটির প্রথম আট পঙ্‌ক্তিতে কমলে কামিনীর বৃত্তান্ত এবং শেষ ছয় পঙ্‌ক্তিতে কবিকঙ্কণের প্রশস্তি। ছন্দরীতি এবূপ—কখখক, কখখক, ; গঘঙ, গঘঙ। আবার বঙ্গভাষা নামে সনেটটিতে পেত্রার্কার অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ বজায় রেখেও শেকসপীরীয় ছন্দরীতি প্রয়োগ করেছেন। কবিতাটির প্রথম আট পঙ্‌ক্তিতে কবির পরভাষা চর্চার ভ্রান্তির বর্ণনা এবং শেষ ছয় পঙ্‌ক্তিতে কবির আত্মোপলব্ধি এবং মাতৃভাষার সম্পদ সন্ধানের কথা বলা হয়েছে। কবিতাটির ছন্দরীতি এরূপ—কখকখ, গঘগঘ, ঙচচঙ, ছছ,—অর্থাৎ মোটামুটি শেকসপীরীয় ছন্দরীতি, শুধু তৃতীয় চতুষ্পদীতে সামান্য বৈচিত্র্য। অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ নেই এমন শেকসপীরীয় রীতিতে রচিত দু'একটি সনেটের নাম করা যেতে পারে, যথা কবি, আশ্বিন মাস, বিজয়া দশমী, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি। তবে এই সনেটগুলির ছন্দরীতি অবিকল শেকসপীরীয় রীতি অনুসরণ করেনি, বিশেষ করে শেষ দুই পঙ্‌ক্তির মিল খুব কম কবিতাতেই বজায় রয়েছে।

মধুসূদন বিদেশে গিয়ে সনেট লেখার অন্তঃপ্রেরণা কিভাবে পেলেন তা' আলোচনা করা যেতে পারে। মধুসূদনের স্বীকারোক্তিতে গীতিকাব্যের প্রতি তাঁর যে প্রবণতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার আংশিক প্রকাশ দেখেছি ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্যে। কিন্তু ওই দুই কাব্যে গীতিকাব্যধর্মিতার লক্ষণ কিছু কিছু পরিস্ফুট হলেও গীতিকাব্যের যে শ্রেষ্ঠ লক্ষণ—বর্ণনীয় বস্তুর মধ্য দিয়ে কবির আত্মভাষণ তা পরিস্ফুট হতে পারেনি। কবি বোধ হয় এমন একটি কাব্যমাধ্যম সন্ধান করছিলেন যার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের কথা অকপটে খুলে বলতে পারেন। শেকসপীয়র নাটকের মধ্য দিয়ে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উন্মুক্ত করতে পারেননি, সনেটের মধ্যে তিনি সে-সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।' ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেকসপীয়রের সনেট সম্পর্কে বলেছিলেন, এই চাবি দিয়ে তিনি হৃদয়ের দরজা খুলেছিলেন। মধুসূদন শেকসপীয়রের মত সনেটের মধ্যে

তাঁর হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে অবরুদ্ধ ভাবনারাশিকে অনাবৃত আলোকের মধ্যে মুক্তি দিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনি 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' সাধারণ গীতিকবিতাই তো রচনা করতে পারতেন, সনেট লিখতে গেলেন কেন? সনেটও গীতিকবিতা, কিন্তু গীতিকবিতার উচ্ছ্বাস সেখানে দৃঢ় কাঠামোর বন্ধনে সংহত। 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে মধুসূদন বাহ্য প্রকাশ-রীতির এই কঠোর নিয়মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে উদ্বেলিত ভাবতরঙ্গের অবাধ মুক্তি ঘটাতে চেয়েছেন। এই বন্ধন ও মুক্তির দ্বৈত রূপ সনেটের মধ্যেও তিনি আনতে চেয়েছেন। বোধ হয় এই দ্বৈতরূপের উৎস ছিল তাঁর দ্বিধাবিভক্ত সত্তা। একদিকে ফর্মের নূতন নূতন প্রতিষ্ঠা, অন্য দিকে প্রাণের দুকূলপ্লাবী উচ্ছ্বাসে সব ফর্ম ভাসিয়ে দেওয়ার প্রয়াস, একদিকে নিয়মনিষ্ঠা, অন্যদিকে হৃদয়ের দুর্জয় বিপ্লব, একদিকে কঠিনতার স্বীকৃতি, অন্যদিকে মাধুর্যের অভিযান।

মধুসূদন যতদিন স্বদেশে ছিলেন ততদিন নিজেকে ব্যক্ত করবার আবেগ যতখানি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আবেগ তিনি অনুভব করেছিলেন বিদেশে থাকবার সময়। বিজাতীয় সমাজে অনাত্মীয় লোকেদের মধ্যে বাস করবার সময় তাঁর নিঃসঙ্গ অন্তর শতমুখে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল। স্বদেশে থাকতে সেই দূর Albion's shore -এর জন্য তাঁর প্রাণ দীর্ঘশ্বাসে মর্মরিত হয়ে উঠত। কিন্তু যখন তিনি তাঁর স্বপ্নের দেশে পদার্পণ করলেন তখন তাঁর চোখের সম্মুখ থেকে সৌন্দর্যের মোহজালটি অপসারিত হয়ে গেল—'An image that hath perished!' ইংরেজ কবির মতই তখন সকল দোষত্রুটি সত্ত্বেও স্বদেশকে ভালোবাসার ইচ্ছা তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। দূরে না গেলে বোধ হয় মানুষ ভালোবাসতে পারে না—ব্যক্তিকে না, স্থানকেও না। দেশকে, দেশের মানুষ ও দেশের প্রকৃতিকে তিনি যে কত গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন তার পরিচয় চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে সুস্পষ্ট। বিদেশ যাবার আশায় তিনি খৃষ্টান হয়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি বিদেশে খৃষ্টান-দের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন স্বপ্ন ও বাস্তবের আত্যন্তিক বৈপরীত্যে তাঁর মনের মর্মমূলে যে বেদনার আলোড়ন জেগেছিল তার অভিঘাতে তাঁর প্রচ্ছন্ন হিন্দুসত্তা ফেলে-আসা জীবনের অনাস্বাদিত রসে মগ্ন হয়ে পড়েছিল। তাঁর বহু আড়ম্বরে ঘোষিত ধর্মীয় সত্তা তাঁর প্রকৃত আন্তরসত্তার একটা ছদ্মাবরণ ছিল মাত্র। সেই আন্তরসত্তার ভাবনা-অনুভূতির সঙ্গে তাঁর হিন্দু সংস্কার, বিশ্বাস ও জীবনবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়েছিল। 'বিদেশ যাত্রার' আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন—এক দুর্মদ খৃষ্টান আবেগে এই অগ্নিবিহঙ্গটি পশ্চিম আকাশপথে উড়ে চলেছিল; কিন্তু বিদেশে আসার পর তিনি রূপান্তরিত হলেন শ্রীমধুসূদনে—অগ্নিবিহঙ্গটি শান্ত ও ক্লান্ত চিত্তে যেন পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত নীড়ে প্রত্যাগমন করল।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র সব কবিতাই উচ্চাঙ্গের নয়। কতকগুলি কবিতা আছে যেগুলি প্রাচীন পুরাণের কোনো কাহিনী, কিংবা নিছক সাধারণ কোনো বস্তুবর্ণনা রয়েছে। যেখানে কবিচিত্ত তাঁর বর্ণনীয় বস্তুকে ভাবনা ও কল্পনার রঙে অনুরঞ্জিত করেনি এবং যেখানে ব্যক্ত বিষয় কোনো অনির্বচনীয়ের আভাস আনেনি সেখানে উৎকৃষ্ট কবিত্বের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। মহাভারত, প্রাণ, গদাযুদ্ধ, গোগৃহ-রণে, কুরুক্ষেত্রে প্রভৃতি কবিতাগুলি বৈশিষ্ট্যহীন এবং নিছক বর্ণনাধর্মী। কোনো কোনো কবিতা নীতি ও ধর্মশিক্ষামূলক, সেগুলিও উচ্চশ্রেণীর কবিতা নয়; কেউটিয়া সাপ, দ্বেষ, সাংসারিক জ্ঞান, অর্থ প্রভৃতি কবিতা এই শ্রেণীভুক্ত। কতকগুলি কবিতায় বিশেষ কোনো ভাব অথবা তত্ত্ব রূপক, চিত্রকল্প প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে, যথা, যশের মন্দির, কবি, কবিতা, যশঃ, বীররস, শৃঙ্গাররস, রৌদ্ররস ইত্যাদি। যে সব কবিতায় দেশীয় কবিদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সেগুলি কবির আন্তরিকতার স্পর্শে এবং মনোহারী অলঙ্কারসৌন্দর্যে সার্থক হয়ে উঠেছে, যথা, কৃত্তিবাস,

কাশীরামদাস, জয়দেব, কালিদাস ইত্যাদি। কয়েকটি কবিতায় কবির অকপট ধর্মবিশ্বাস আধ্যাত্মিক একাগ্রতার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে, যথা, সৃষ্টিকর্তা, সূর্য, পরলোক ইত্যাদি। কয়েকটি কবিতায় কোনো প্রাকৃতিক বস্তু অথবা প্রকৃতিলালিত কোনো পাখীর কথা রয়েছে। এ-সব কবিতায় বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে কবির নিজস্ব অনুভূতি মিলিত হওয়াতে অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে; যথা বউ কথা কও, কপোতাক্ষ নদ, বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, শ্যামাপক্ষী ইত্যাদি। দূরস্মৃতির করুণ রাগিণীর স্পর্শে কয়েকটি পালপার্বণ ও অনুষ্ঠান বিষয়ক কবিতাও মনোহর হয়ে উঠেছে, যথা, আশ্বিন মাস, বিজয়া-দশমী, কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা, শ্রীপঞ্চমী ইত্যাদি। তবে শ্রেষ্ঠ সনেট বলতে আমরা সেই কবিতাগুলিই বুঝব, যেগুলিতে কবির বিদীর্যমান অন্তরের অনুভূতি বেদনার ক্ষতমুখে অবারিত হয়েছে। ওই কবিতাগুলির শ্রেণীতে পরিচয়, নূতন বৎসর, সমাপ্তে প্রভৃতি সনেট অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় — অজিতকুমার ঘোষ

১লা আগস্ট, ১৯৭৩

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক

মংগলাচরণ

মদেকসদয়বর

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

তথা

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

মহোদয়েষু।

নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমিদং।

আমি এই দৈত্যরাজবালা শর্ম্মিষ্ঠাকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি। যদ্যপি ইনি আপনাদের এবং শ্রোতৃবর্গের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হয়েন, তবে আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমিও কৃতকার্য্য হইব।

মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এ দেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে, আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্দ্ধারণ করেন ইতি।

কলিকাতা।

১৫ পৌষ, সন ১২৬৫ সাল।

শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তস্য॥

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র ঃ যযাতি। মাধব্য (বিদূষক)। রাজমন্ত্রী। শুক্রাচার্য্য। কপিল (তস্য শিষ্য)। বকাসুর। অন্য এক জন দৈত্য, এক জন ব্রাহ্মণ, দৌবারিক, নাগরিকগণ, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি

স্ত্রী-চরিত্র ঃ দেবযানী। শর্ম্মিষ্ঠা। পূর্ণিকা। (দেবযানীর সখী)। দেবিকা (শর্ম্মিষ্ঠার সখী)। নটী, এক জন পরিচারিকা, দুই জন চেটী।

শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের প্রথম অভিনয়

বেলগাছিয়া নাট্যশালা

১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর

ভূমিকালিপি

রাজা যযাতি		প্রিয়নাথ দত্ত
মাধব্য	—	কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
মন্ত্রী	—	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শুক্রাচার্য্য	—	দীননাথ ঘোষ
কপিল	—	শরৎচন্দ্র ঘোষ
বকাসুর	—	ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ
দৈত্য	—	তারাচাঁদ গুহ
প্রথম নাগরিক	—	হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় নাগরিক	—	রসিকলাল লাহা
তৃতীয় নাগরিক	—	ব্রজদুলাল দত্ত
সভাসদ্‌বর্গ	—	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রিয়নাথ শেঠ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র
চোপদার	—	দ্বারকানাথ মল্লিক ও মহেশচন্দ্র চন্দ্র
দরোয়ান	—	যদুনাথ ঘোষ
দেবযানী	—	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শর্ম্মিষ্ঠা	—	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
পূর্ণিকা	—	কালিদাস সান্যাল
দেবিকা	—	অঘোরচন্দ্র ধাগরিয়া
নটী	—	চুণীলাল বসু
পরিচারিকা	—	কালীপ্রসন্ন সিংহ

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হিমালয় পর্ব্বত—দূরে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী এক জন দৈত্য যুদ্ধবেশে

দৈত্য। (স্বগত) আমি প্রতাপশালী দৈত্য-রাজের আদেশানুসারে এই পর্ব্বতপ্রদেশে অনেক দিন অবধি ত বাস কচ্যি; দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাকি না; কারণ ঐ দূরবর্ত্তী নগরে দেবতারা যে কখন্ কি করে, কখনই বা কে সেখানে হত্যে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অসুরপতির নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়। (পরিক্রমণ) আর এ উপত্যকা-ভূমি যে নিতান্ত অরমণীয় তাও নয়;—স্থানে স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে গান কচ্যে; চতুর্দ্দিকে বিবিধ বনকুসুম বিকশিত; ঐ দূরস্থিত নগর হতে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে মৃদু মন্দ পবন সঞ্চার হচ্যে; আর কখন কখন মধুরকণ্ঠ অপ্সরীগণের তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল করে; কোথাও ভীষণ সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঘ্র মহিষাদির ভয়ঙ্কর শব্দ, আবার কোথাও বা পর্ব্বতনিঃসৃতা বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচ্যে। কি আশ্চর্য্য! এই স্থানের গুণে স্বজন বান্ধবের বিরহদুঃখও আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (পরিক্রমণ।) অহো! কার যেন পদশব্দ শ্রুতিগোচর হলো না! (চিন্তা করিয়া) তা এ ব্যক্তিটা শত্রু কি মিত্র, তাও ত অনুমান কত্যে পাচ্চি না; যা হোক, আমার রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকা উচিত। (অসি চর্ম্ম গ্রহণ) বোধ হয়, এ কোন সামান্য ব্যক্তি না হবে। উঃ! এর পদভরে পৃথিবী যেন কম্পমানা হচ্যেন।

বকাসুরের প্রবেশ

(প্রকাশে) কস্ত্বং?

বক। দৈত্যপতি বিজয়ী হউন, আমি তাঁরই অনুচর।

দৈত্য। (সচকিত) ও! মহাশয়? আস্‌তে আজ্ঞা হউক। নমস্কার।

বক। নমস্কার। তবে দৈত্যবর, কি সংবাদ বল দেখি?

দৈত্য। এ স্থলের সর্ব্বাঙ্গ মঙ্গল। দৈত্য-পুরীর কুশলবার্ত্তায় চরিতার্থ করুন।

বক। ভাই হে, তার আর বল্‌বো কি, অদ্য দৈত্যকুলের এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম।

দৈত্য। কেন কেন, মহাশয়?

বক। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্রোধান্ধ হয়ে দৈত্যদেশ পরিত্যাগে উদ্যত হয়েছিলেন।

দৈত্য। কি সর্ব্বনাশ! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার, এর কারণ কি?

বক। ভাই, স্ত্রীজাতি সর্ব্বত্রেই বিবাদের মূল। দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত কলহ কর্য্যে, তাঁকে এক অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ করেন, পরে দেবযানী এই কথা আপন পিতা তপোধনকে অবগত করালে, তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় একেবারে জ্বলে উঠলেন! আঃ! সে ব্রহ্মাগ্নিতে যে আমরা সনগর দগ্ধ হই নাই, সে কেবল দেবদেব মহাদেবের কৃপা, আর আমাদের সৌভাগ্য।

দৈত্য। আজ্ঞে তার সন্দেহ কি! কিন্তু গুরুকন্যা দেবযানী রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠার প্রাণস্বরূপ, তা তাঁদের উভয়ে কলহ হওয়াও ত অতি অসম্ভব।

বক। হাঁ তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই, উভয়েই নবযৌবন-মদে উন্মত্তা।

দৈত্য। তার পর কি হলো মহাশয়?

বক। তার পর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে, রাজসভায় গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্যেন, রাজন্! অদ্যাবধি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে, আমি এই অবধি এ স্থান পরিত্যাগ কল্যেম, এ পাপনগরীতে আমার আর অবস্থিতি করা কখনই হবে না। এই বাক্যে সভাসদ্ সকলের মস্তকে যেন বজ্রপাত হলো, আর সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্দহীন হয়ে রৈল।

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। পরে মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক স্তব করে বল্‌লেন, গুরো! আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আমাকে সবংশে নিধন

কত্তো উদ্যত হয়েছেন? আমরা সপরিবারে আপনার ক্রীতদাস, আর আপনার প্রসাদেই আমার সকল সম্পত্তি! তাতে মহর্ষি বল্‌লেন, সে কি মহারাজ? তুমি দৈত্যকুলপতি, আমি একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, আমাকে কি তোমার এ কথা বলা সম্ভবে? রাজা তাতে আরো কাতর হয়ে, মহর্ষির পদতলে পতিত হলেন, আর বল্‌তে লাগলেন, গুরো, আপনার এ ভয়ানক ক্রোধের কারণ কি, আমাকে বলুন।

দৈত্য। তা মহর্ষি এ কথায় কি আজ্ঞা কল্যেন?

বক। রাজার নম্রতা দেখে মহর্ষি ভূতল হতে তাঁকে উত্থিত কল্যেন, আর আপনার কন্যার সহিত রাজকুমারীর বিবাদের বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাত করিয়ে বল্‌লেন, রাজন্! দেবযানী আমার একমাত্র কন্যা, আমার জীবনাপেক্ষাও স্নেহপাত্রী, তা, যে স্থানে তার কোনরূপ ক্লেশ হয়, সে স্থান আমার পরিত্যাগ করাই উচিত। রাজা এ কথায় বিস্ময়াপন্ন হয়ে, করযোড় করে এই উত্তর দিলেন, প্রভো! আমি এ কথার বিন্দু বিসর্গও জানি নে, তা আপনি সে পাপশীলা শর্ম্মিষ্ঠার যথোচিত দণ্ড বিধান কর্য়ে ক্রোধ সম্বরণ করুন, নগর পরিত্যাগের প্রয়োজন কি?

দৈত্য। ভগবান্ ভার্গব তাতে কি বল্যেন?

বক। তিনি বল্যেন, এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে? তোমার কন্যা চিরকাল দেবযানীর দাসী হয়ে থাকুক, এই আমার ইচ্ছা।

দৈত্য। উঃ! কি সর্ব্বনাশের কথা!

বক। মহারাজ এই বাক্য শুনে যেন জীবন্মৃতের ন্যায় হলেন। তাতে মহর্ষি সক্রোধে রাজাকে পুনর্ব্বার বল্‌লেন, রাজন! তুমি যদি আমার বাক্যে সম্মত না হও, তবে বল আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হতে প্রস্থান করি। মহর্ষি ভার্গবকে পুনরায় ক্রোধান্বিত দেখ্যে মন্ত্রিবর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক মহারাজকে সম্বোধন করে বল্‌লেন, মহারাজ! আপনি কি একটি কন্যার জন্যে সবংশে নির্ব্বংশ হবেন? দেখুন দেখি, যদি কোন বণিক্ সুবর্ণ, রৌপ্য, ও নানাবিধ মহামূল্য রত্নজাত-পরিপূর্ণ একখানি পোত লয়ে সমুদ্রে গমন করে, আর যদি সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটাম্বারা আকাশ-মণ্ডল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্তে সে সময়ে সে সমুদায় মহামূল্য রত্নজাত গভীর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে না?

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। দৈত্যাধিপতি মন্ত্রিবরের এই হিত-কর বাক্য শুনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে রাজকুমারীকে অগত্যায় সভায় আনয়ন করতে অনুমতি দিলেন; পরে রাজদুহিতা সভায় উপস্থিতা হলে, মহারাজ অশ্রুপূর্ণ-লোচনে ও গদ্গদবচনে তাঁকে সমুদয় অবগত করালেন আর বল্‌লেন, বৎসে! অদ্য তোমার হস্তেই দৈত্যকুলের পরিত্রাণ। যদি তুমি মহর্ষির এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালন কত্তো স্বীকার না কর, তবে আমার এ রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হবে, এবং আমিও চিরবিরোধী দুর্দ্দান্ত দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়ে নানা ক্লেশে পতিত হব!

দৈত্য। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ!—রাজ-কুমারী পিতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

বক। ভাই হে! রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে করলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। রাজকুমারী যখন সভায় উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন ছিল, কিন্তু পিতৃবাক্যে মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় একেবারে মলিন হয়ে গেল! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা হতদৈব! এমন সুন্দরীর অদৃষ্টে কি এই ছিল! অনন্তর রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা সভা হতে পিতৃ-আজ্ঞায় সম্মতা হয়ে প্রস্থান করলে পর, মহারাজ যে কত প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন, তা স্মরণ হলে অধৈর্য্য হতে হয়! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

দৈত্য। আহা, কি দুঃখের বিষয়! তবে কি না বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করতে পারে? হে ধনুর্দ্ধারিন্! এক্ষণে আচার্য্য মহাশয়ের কোপাগ্নি ত নির্ব্বাণ হয়েছে?

বক। আর না হবে কেন?

দৈত্য। তবে আপনি যে বলেছিলেন অদ্য দৈত্যকুলের পুনর্জ্জন্ম হলো তা কিছু মিথ্যা নয়। (চিন্তা করিয়া) হে অসুর-শ্রেষ্ঠ! যখন মহর্ষির সহিত মহারাজের মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন যদি ঐ দুর্দ্দান্ত দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত হতো, তা হলে যে তারা কি পর্য্যন্ত পরিতুষ্ট হতো, তা অনুমান করা যায় না।

বক। তা সত্য বটে। আর আমিও তাই জান্‌তে এসেছি যে দেবতারা এ কথার কিছু অনুসন্ধান পেয়েছে কি না। তুমি কি বিবেচনা কর, দেবেন্দ্র প্রভৃতি দৈত্যারিগণ এ সংবাদ পায় নাই?

দৈত্য। মহাশয়! দেবদূতেরা পরম মায়াবী, এবং তাদের গতি মনোরথ আর সৌদামিনী অপেক্ষাও বেগবতী; স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম্য নয়।

বক। তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, ঐ নগরে সকলেই স্থিরভাবে আছে। বোধ করি, অমরগণ দৈত্যরাজের সহিত ভগবান্ ভার্গবের বিবাদের কোন সূচনা প্রাপ্ত হয় নাই, তা হলে তারা তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নগর হতে নির্গত হতো।

দৈত্য। মহাশয়! আপনি কি অবগত নন, যে প্রবল বাত্যারম্ভের পূর্ব্বে সমুদায় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন?—যা হউক, সুকুমারী রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন?

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তিনি এখন গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আচার্য্যের আশ্রমেই অবস্থিতি কচ্চেন। ভাই হে! সেই সুকুমারী রাজকুমারী ব্যতিরেকে দৈত্যপুরী একেবারে অন্ধকারময়ী হয়ে রয়েছে! রাজমহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ করলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়, এবং মহারাজের যে কি পর্য্যন্ত মনোদুঃখ, তা স্মরণ হলে ইচ্ছা হয় না যে দৈত্যদেশে পুনর্গমন করি। (নেপথ্যে রণবাদ্য, শঙ্খনাদ, ও হুহুঙ্কার ধ্বনি।)

দৈত্য। মহাশয়! ঐ শ্রবণ করুন, —শত বজ্রশব্দের ন্যায় দুর্দ্দান্ত দেবগণের শঙ্খনাদ শ্রুতিগোচর হচ্চে। উঃ, কি ভয়ানক শব্দ!

বক। দুষ্ট দস্যুদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে উদ্যত হলো না কি?

নেপথ্যে। দৈত্যকুল সংহার কর! দৈত্যদেশ সংহার কর!

দৈত্য। অহো! এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত, যে সপ্ত সমুদ্র ভীষণ গর্জ্জনপূর্ব্বক তীর অতিক্রম কচ্চে?

বক। ওহে বীরবর! এ স্থলে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই; দুষ্ট দেবগণের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশ পাচ্চে। চল, ত্বরায় দৈত্যরাজের নিকট এ সংবাদ লয়ে যাই। ঐ দুষ্ট দেবগণের শঙ্খধ্বনি শুনলে আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৈত্য-দেশ—গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম
শর্ম্মিষ্ঠার সখী দেবিকার প্রবেশ

দেবি। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) সূর্য্যদেব ত প্রায় অস্তগত হলেন। এই যে আশ্রমে পক্ষিসকল কূজনধ্বনি করে চারি দিক্ হতে আপন আপন বাসায় ফিরে আসচে; কমলিনী আপনার প্রিয়তম দিনকরকে গমনোন্মুখ দেখে বিষাদে মুদিতপ্রায়; চক্রবাক ও চক্রবাকবধূ, আপনাদের বিরহ-সময় সন্নিহিত দেখে, বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হয়ে, উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন কচ্চে; মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় হোমাগ্নিতে সায়ংকালীন আহুতি প্রদানের উদ্যোগে ব্যস্ত; দুগ্ধভারে ভারাক্রান্ত গাভীসকল বৎসাবলোকনে অতিশয় উৎসুক হয়ে বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হচ্চে। (আকাশমণ্ডলের প্রতি পুনর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এই ত সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, কিন্তু রাজকুমারী যে এখনও আসচেন না, কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! প্রিয়সখীর কথা মনে উদয় হলে, একেবারে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হা হতবিধাতঃ!

রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে শর্ম্মিষ্ঠাকে কি যথার্থই দাসী হতে হলো? আহা! প্রিয়সখীর সে পূর্ব্ব রূপলাবণ্য কোথায় গেল? তা এতাদৃশী দুরবস্থায় কি প্রকারেই বা সে অপরূপ রূপলাবণ্যের সম্ভব হয়? নির্ম্মল সলিলে যে পদ্ম বিকশিত হয়, পঙ্কিল জলে তাকে নিক্ষেপ করলে তার কি আর তাদৃশী [illegible] থাকে? (অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ [illegible]মার প্রিয়সখী আসচেন!

শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ

[illegible]শে) রাজকুমারি! তোমার এত বিলম্ব হলো কেন?

শর্ম্মি। সখি! বিধাতা এক্ষণে আমাকে পরাধীনা করেছেন, সুতরাং পরবশ জনের স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করা কি কখন সম্ভব হয়?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখের কথা মনে হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা কুসুমসুকুমারি! হা চারুশীলে! তোমার অদৃষ্টে যে এত ক্লেশ ছিল, এ আমি স্বপ্নেও জানতেম না! (রোদন)

শর্ম্মি। সখি! আর বৃথা ক্রন্দনে ফল কি?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখে পাষাণও বিগলিত হয়!

শর্ম্মি। সখি! দুঃখের কথায় অন্তঃকরণ আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু কৈ, আমার এমন দুঃখ কি?

দেবি। প্রিয়সখি! এর অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে? শশধর আকাশমণ্ডল হতে ভূতলে পতিত হয়েছেন! দেখ, রাজদুহিতা হয়ে দাসী হলে! হা দুর্দৈব! তোমার কি এ সামান্য বিড়ম্বনা!

শর্ম্মি। সখি! যদিও আমি দাসীত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাপি ত আমি রাজভোগে বঞ্চিতা হই নাই। এই দেখ! আমার মনে সেই সকল সুখই রয়েছে! এই অশোক-বেদিকা আমার মহার্হ সিংহাসন (বেদিকোপরি উপবেশন); এই তরুবর আমার ছত্রধর; ঐ সম্মুখস্থ সরোবরে বিকশিতা কুমুদিনীই আমার প্রিয়সখী! মধুকর ও মধুকরীগণ গুন্‌গুন্‌স্বরে আমারই গুণকীর্ত্তন কচ্চে; স্বয়ং সুগন্ধ মলয়মারুত আমার বীজন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে; চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে আলোক প্রদান কচ্চেন। সখি! এ সকল কি সামান্য বৈভব? আমাকে এত সুখ-ভোগ করতে দেখেও তোমার কি আমাকে সুখভোগিনী বলে বোধ হয় না?

দেবি। (সস্মিত বচনে) রাজনন্দিনি! এ কি পরিহাসের সময়?

শর্ম্মি। সখি! আমি ত তোমার সহিত পরিহাস কচ্চি না। দেখ, সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম; অতএব বাহ্য সুখ অপেক্ষা আন্তরিক সুখই সুখ। আমি পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ; আমার ত কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তবিকার হয় নাই।

দেবি। সখি! তুমি যা বল, কিন্তু হত-বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা? (রোদন।)

শর্ম্মি। হা ধিক্! সখি! তুমি বিধাতাকে বৃথা নিন্দা কর কেন? দেখ দেখি, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে দেবভোগ তুল্য উপাদেয় মিষ্টান্ন ভোজন করতে দি, আর সে যদি তা বিষ সহকারে ভোজন করে চিররোগী হয়, তবে কি আমি সে ব্যক্তির রোগের কারণ বলে গণ্য হতে পারি?

দেবি। সখি, তাও কি কখন হয়?

শর্ম্মি। তবে তুমি বিধাতাকে আমার জন্যে দোষ দেও কেন? বিধাতার এ বিষয়ে দোষ কি? গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ বিসম্বাদ না হলে ত আমাকে এ দুর্গতি ভোগ করতে হতো না! দেখ, পিতা আমার দৈত্যরাজ, তিনি প্রতাপে আদিত্য, আর ঐশ্বর্য্যে ধনপতি; তাঁর বিক্রমে দেবগণও সশঙ্কিত; আমি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। আমি আপন দোষেই এ দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছি— আমি আপনি মিষ্টান্নের সহিত বিষ মিশ্রিত করে ভক্ষণ করেছি, তায় অন্যের দোষ কি?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার কথা শুনলে অন্তরাত্মা শীতল হয়! তোমার এতাদৃশী বাক্‌পটুতা, বোধ হয়, যেন স্বয়ং বাগ্দেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। হা বিধাতঃ!

তুমি কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করবার আর স্থান পাও নাই? এমত সরলা বালাকেও কি এত যন্ত্রণা দেওয়া উচিত? (রোদন।)

শর্ম্মি। সখি! আর বৃথা রোদন করো না! অরণ্যে রোদনে কি ফল?

দেবি। ভাল, প্রিয়সখি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি, দাসী হয়েই কি চির-কাল জীবন যাপন করবে?

শর্ম্মি। সখি! কারাবদ্ধ ব্যক্তি কি কখন স্বেচ্ছানুসারে বিমুক্ত হতে পারে? তবে তার বৃথা ব্যাকুল হওয়ায় লাভ কি? আমি যেরূপ বিপদে বেষ্টিত, এ হতে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম! তা, সখি, আমার জন্যে তোমার রোদন করা বৃথা।

দেবি। রাজনন্দিনি, শান্তিদেবী কি তোমার হৃদয়পদ্মে বসতি কচ্চোন, যে তুমি এককালীন চিত্তবিকারশূন্য হয়েছ? কি আশ্চর্য্য! প্রিয়সখি! তোমার কথা শুনলে, বোধ হয়, যে তুমি যেন কোন বৃদ্ধা তপস্বিনী শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন দিনপাত করেছ। আহা! এও কি সামান্য দুঃখের বিষয়! হা হতবিধে! দুর্লভ পারিজাত পুষ্পকে কি নির্জ্জন অরণ্যে নিক্ষেপ করা উচিত! অমূল্য রত্ন কি সমুদ্রতলে গোপন রাখ্‌বার নিমিত্তেই সৃজন করেছ! (দীর্ঘ-নিশ্বাস।)

শর্ম্মি। প্রিয়সখি! চল, আমরা এখন কুটীরে যাই। ঐ দেখ, চন্দ্রনায়িকা কুমুদিনীর ন্যায় দেবযানী পূর্ণিকার সহিত প্রফুল্ল বদনে এই দিকে আস্‌চেন। তুমি আমাকে সর্ব্বদা "কমলিনী, কমলিনী" বল; তা যদ্যপি আমি কমলিনীই হই, তবে এ সময়ে আমার এ স্থলে বিকশিত হওয়া কি উচিত? দেখ দেখি, আমার প্রিয়সখা অনেকক্ষণ হলো অস্তগত হয়েছেন, তাঁর বিরহে আমাকে নিমীলিত হতে হয়। চল, আমরা যাই।

দেবি। রাজকুমারি! ঐ অহঙ্কারিণী ব্রাহ্মণকন্যাকে কি কুমুদিনী বলা যায়? আমার বিবেচনায়, তুমি শশধর আর ও দুষ্ট রাহু। আমি যদি সুদর্শনচক্র পাই তা হলে ঐ দুষ্টা স্ত্রীকে এই মুহূর্ত্তেই দুই খণ্ড করি।

শর্ম্মি। হা ধিক্‌! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হলে! ঐ ব্রাহ্মণকন্যার পিতৃপ্রসাদেই আমাদের পিতৃকুল সেই সুদর্শনচক্র হতে নিস্তার পায়। তা সখি, চল এখন আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ

দেব। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়সখি! বসুমতী যেন অদ্য রাত্রে স্বয়ম্বরা হয়েছেন; ঐ দেখ, আকাশমণ্ডলে ইন্দু এবং গ্রহনক্ষত্রগণ প্রভৃতির কি এক অপূর্ব্ব এবং রমণীয় শোভা হয়েছে! আহা! রোহিণীপতির কি অনুপম মনোরম প্রভা। বোধ হয়, ত্রিভুবন-মোহিনী জলধিদুহিতা কমলার স্বয়ম্বরকালে, পুরুষোত্তম দেবসমাজে যাদৃশ শোভমান হয়ে-ছিলেন, সুধাকরও অদ্য নক্ষত্রমধ্যে তদ্রূপ অপরূপ ও অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করেছেন! (চতুর্দ্দিক্‌ অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখি! এই দেখ, এ আশ্রমপদেরও কি এক অপরূপ সৌন্দর্য্য! স্থানে স্থানে নানাবিধ কুসুমজাল বিকশিত হয়ে যেন স্বয়ম্বরা বসুন্ধরার অলঙ্কারস্বরূপ হয়ে রয়েছে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

পূর্ণি। তবে দেখ দেখি, প্রিয়সখি! নিশানাথের এতাদৃশ মনোহারিণী প্রভায় তোমার চিত্তচকোরের কি নিরানন্দ হওয়া উচিত? দেখ, শর্ম্মিষ্ঠা তোমাকে যে সময় কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তদবধি তোমার তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনঃস্থির নাই,—সততই তুমি অন্যমনস্ক আর মলিন বদনে দিনযামিনী যাপন কর। সখি, এ নিগূঢ় তত্ত্ব তুমি আমাকে অকপটে বল, আমি ত তোমার আর পর নই। বিবেচনা করলে সখীদের দেহমাত্রই ভিন্ন. কিন্তু মনের ভাব কখনও ভিন্ন নয়।

দেব। প্রিয়সখি! আমার অন্তঃকরণ যে একান্ত বিচলিত ও অধীর হয়েছে, তা সত্য বটে; কিন্তু তুমি যদি আমার চিত্তচঞ্চলতার কারণ শুন্‌তে উৎসুক হয়ে থাক, তবে বলি, শ্রবণ কর।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! সে কথা শুন্‌তে যে

আমার কি পর্য্যন্ত লালসা, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

দেব। শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে কূপে নিক্ষেপ করলে পর, আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা ছিলেম, পরে কিঞ্চিৎ চেতন পেয়ে দেখ্লেম, যে চতুর্দ্দিক্ কেবল অন্ধকারময়। অনন্তর আমি ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে আরম্ভ করলেম। দৈবযোগে এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়া গমন কর্তেছিলেন, হঠাৎ কূপমধ্যে হাহাকার আর্ত্তনাদ শুনে নিকটস্থ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে? আর কি জন্যই বা কূপের ভিতর রোদন কচ্যো?" প্রিয়সখি! তৎকালে তাঁর এরূপ মধুর বাক্য শুনে, আমার বোধ হলো, যেন বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কে, আমিই কিছুই নির্ণয় করতে পারলেম না, কেবল ক্রন্দন করতে২ মুক্তকণ্ঠে এইমাত্র বল্লেম, "মহাশয়! আপনি দেবই হউন, বা মানবই হউন, আমাকে এই বিপজ্জাল হতে শীঘ্র বিমুক্ত করুন।" এই কথা শুনিবা মাত্র, সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কূপমধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করলেন। আমি উপরিস্থা হয়ে তাঁর অলোকিক রূপলাবণ্য দর্শনে একেবারে বিমোহিতা হলেম্। সখি! বল্লে প্রত্যয় করবে না, বোধ হয়, তেমন রূপ এ ভূমণ্ডলে নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

পূর্ণি। কি আশ্চর্য্য! তার পর, তার পর?

দেব। তার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ললনে! তুমি দেবী কি মানবী? কার অভিশাপে তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটেছিল? সবিশেষ শ্রবণে অতিশয় কৌতূহল জন্মেছে, বিবরণ করলে আমি যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হই।" তাঁর এ কথা শুনে আমি সবিনয়ে বল্লেম, "হে মহাভাগ! আমি দেবকন্যা নই—আমার ঋষিকুলে জন্ম—আমি ভগবান্ মহর্ষি ভার্গবের দুহিতা, আমার নাম দেবযানী।" প্রিয়সখি! আমার এই উত্তর শুনেই সেই মহাত্মা কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হয়ে বল্লেন, "ভদ্রে! আপনি ভগবান্ ভার্গবের দুহিতা? আমি ঋষিবরকে বিলক্ষণ জানি; তিনি এক জন ত্রিভুবনপূজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি; আপনি তাঁকে আমার শত সহস্র প্রণাম জানাবেন; আমার নাম যযাতি—আমার চন্দ্রবংশে জন্ম। হে ঋষিতনয়ে! এক্ষণে অনুমতি করুন আমি বিদায় হই।" এই কথা বলে তিনি সহসা প্রস্থান করলেন। প্রিয়সখি, যেমন কোন দেবতা, কোন পরম ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে, তার অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হলে, সেই ভক্ত জন মুহূর্ত্তকাল আনন্দরসে পুলকিত ও মুদ্রিতনয়ন হয়ে, আপন ইষ্টদেবকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখে, এবং বোধ করে, যেন্ তিনি বারম্বার মধুরভাষে তার শ্রুতিসুখ প্রদান কর্চেন, আমিও সেই মহোদয়ের গমনান্তর ক্ষণকাল তদ্রূপ সুখসাগরে নিমগ্না ছিলেম। আহা! সখি! সেই মোহনমূর্ত্তি অদ্যাপি আমার হৃৎপদ্মে জাগরূক রয়েছে। প্রিয়সখি! সে চন্দ্রানন কি আমি আর এজন্মে দর্শন করবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।) সেই অমৃতবর্ষিণী মধুর ভাষা কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে? প্রিয়সখি! শর্ম্মিষ্ঠা যখন আমাকে কূপে নিক্ষিপ্ত করেছিল, তখন আমার মৃত্যু হলে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ করতে হতো না। (রোদন।)

পূর্ণি। প্রিয়সখি! তুমি কেন এ সমুদায় বৃত্তান্ত ভগবান্ মহর্ষিকে অবগত করাও না?

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি, তাও কি হয়? এ কথা ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি ক্ষত্রিয়—আমি হলেম ব্রাহ্মণকন্যা।

পূর্ণি। সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা মহর্ষির কর্ণগোচর করা আবশ্যক।

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হয়েছ? এ কথা মহর্ষি জনকের কর্ণগোচর করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষির নাম গ্রহণ মাত্রেই তিনি এ দিকে আস্চেন। এও একটা সৌভাগ্য বা কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! তুমি এ কথা ভগবান্ পিতার নিকট কোন প্রকারেই ব্যক্ত

করো না। হে সখি! তুমি আমার এই অনুরোধটি রক্ষা কর।

পূর্ণি। সখি! যেমন অন্ধ ব্যক্তির সুপথে গমন করা দুঃসাধ্য, জ্ঞানহীন জনের পক্ষে সদসৎ বিবেচনা তদ্রূপ সুকঠিন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি, তুমি কি একেবারে আমার প্রাণনাশ করতে উদ্যত হয়েছ? কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি প্রজ্বলিত হুতাশনে আমাকে আহুতি প্রদানের ইচ্ছা হয়েছে? ভগবান্ পিতা স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব; এতাদৃশ বাক্য তাঁর কর্ণগোচর হলে, আর কি নিস্তার আছে?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! আমি তোমার অপকারিণী নই। তা তুমি এ স্থান হতে প্রস্থান কর; ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষি এই দিকেই আগমন কচ্চোন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! এক্ষণে আমার জীবন মরণে তোমারই সম্পূর্ণ প্রভুতা; কিন্তু আমি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার নিকট হতে বিদায় হলেম।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! এতে চিন্তা কি? আমি কৌশলক্রমে মহর্ষির নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো, তার ভয় কি?

দেব। প্রিয়সখি! তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। হয়ত জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো।

[বিষণ্নভাবে দেবযানীর প্রস্থান।

মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ

পূর্ণি। তাত! প্রিয়সখি দেবযানীর মনোগত কথা অদ্য জ্ঞাত হয়েছি, অনুমতি হলে নিবেদন করি।

শুক্র। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) বৎসে পূর্ণিকে! কি সংবাদ?

পূর্ণি। ভগবন্! সকলই সুসংবাদ, আপনি যা অনুভব করেছিলেন, তাই যথার্থ।

শুক্র। (সহাস্য বদনে) বৎসে! সমাধি-নির্ণীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব? তবে দুহিতার মনোগত ব্যক্তির নাম কি?

পূর্ণি। ভগবন্! তাঁর নাম যযাতি।

শুক্র। (সহাস্য বদনে) শ্রীনিবাসের বক্ষঃস্থলকে অলঙ্কৃত করার নিমিত্তেই কৌস্তুভ মণির সৃজন। হে বৎসে! এই রাজর্ষি যযাতি চন্দ্রবংশাবতংস। যদ্যপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, তথাচ বেদবিদ্যাবলে তিনিই আমার কন্যারত্নের অনুরূপ পাত্র। অতএব হে বৎসে পূর্ণিকে! তুমি তোমার প্রিয়সখী দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান কর। আমি অনতিবিলম্বেই সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজর্ষি-সান্নিধ্যে প্রেরণ করবো। সুচতুর কপিল একেবারে রাজর্ষি চন্দ্রবংশচূড়ামণি যযাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করবেন। তদনন্তর আমি তোমার প্রিয়সখীর অভীষ্ট সিদ্ধ করবো। তার চিন্তা কি?

পূর্ণি। ভগবন্! যথা আজ্ঞা, আমি তবে এখন বিদায় হই।

শুক্র। বৎসে! কল্যাণমস্তু তে।

[পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) আমার চিরকাল এই বাসনা, যে আমি অনুরূপ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি; কিন্তু ইদানীং বিধি আনুকূল্য প্রকাশপূর্ব্বক মদীয় মনস্কামনা পরিপূর্ণ করলেন। এক্ষণে কন্যাদায়ে নিশ্চিন্ত হলেম। সুপাত্রে প্রদত্তা কন্যা পিতামাতার অনুশোচনীয়া হয় না।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপথ
দুই জন নাগরিকের প্রবেশ

প্রথম। ভাল, মহাশয়, আপনার কি এ কথাটা বিশ্বাস হয়?

দ্বিতীয়। বিশ্বাস না করেই বা করি কি? —ফলে মহারাজ যে উন্মাদপ্রায় হয়েছেন, তার আর সংশয় নাই।

প্রথ। বলেন কি? আহা! মহাশয়, কি আক্ষেপের বিষয়! এত দিনের পর কি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবংশের কলঙ্ক হলো?

দ্বিতী। ভাই, সে বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা। এমন মহাতেজাঃ যশস্বী বংশের

কি কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হতে পারে? দেখ, যেমন দুষ্ট রাহু, এই বংশনিদান নিশানাথকে কিঞ্চিৎকাল মলিন করে পরিশেষে পরাভূত হয়, সেইরূপ এ বিপদও অতি ত্বরায় দূর হবে, সন্দেহ নাই।

প্রথ। আহা! পরমেশ্বর কৃপা করে যেন তাই করেন! মহাশয়, আমরা চিরকাল এই বিপুলবংশীয় রাজাদিগের অধীন, অতএব এর ধ্বংস হলে আমরাও একেবারে সমূলে বিনষ্ট হবো। দেখুন, বজ্রাঘাতে যদি কোন বিশাল আশ্রয়তরু জ্বলে যায়, তবে তার আশ্রিত লতাদির কি দুরবস্থা না ঘটে!

দ্বিতী। হাঁ, তা যথার্থ বটে; কিন্তু ভাই তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইও না।

প্রথ। মহাশয়, এ বিষয়ে ধৈর্য্য ধরা কোন মতেই সম্ভবে না; দেখুন, মহারাজ রাজকার্য্যে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না; রাজধর্ম্মে তাঁর এককালে ঔদাস্য হয়েছে। মহাশয়, আপনি একজন বহুদর্শী এবং সুবিজ্ঞ মনুষ্য, অতএব বিবেচনা করুন দেখি, যদ্যপি দিনকর সতত মেঘাচ্ছন্ন থাকেন, তবে কি পৃথিবীতে কোন শস্যাদি জন্মে? আর দেখুন, যদ্যপি কোন পতিপরায়ণা রমণীর প্রিয়তম তার প্রতি হত-শ্রদ্ধা করে, তবে কি সে স্ত্রীর পূর্ব্ববৎ রূপলাবণ্যাদি আর থাকে? রাজ-অবহেলায় রাজলক্ষ্মীও প্রতিদিন সেইরূপ শ্রীভ্রষ্টা হচ্চোন।

দ্বিতী। ভাই হে, তুমি যা বল্লে, তা সকলই সত্য, কিন্তু তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত বিষণ্ণ হয়ো না। বোধ করি, কোন মহিলার প্রতি মহারাজের অনুরাগ সঞ্চার হয়ে থাকবে, তাই তাঁর চিত্ত সততই চঞ্চল। যা হউক, নরপতির এ চিত্তবিকার কিছু চিরস্থায়ী নয়, অতি শীঘ্রই তিনি সুস্থ হবেন। দেখ, সুরা-পায়ী ব্যক্তি কিছু চিরকাল উন্মত্তভাবে থাকে না। আমাদের নরবর অধুনা আসক্তিরূপ সুরাপানে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু কিছু বিলম্বে যে তিনি স্বভাবস্থ হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্রথ। মহাশয়! সে সকল ভাগ্য অপেক্ষা করে। আহা! নরপতি যে এরূপ অবস্থায় কালযাপন করবেন, এ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর!

দ্বিতী। (সহাস্য বদনে) ভাই, তোমার নিতান্ত শিশুবুদ্ধি। দেখ, এই বিপুলা পৃথিবী কামস্বরূপ কিরাতের মৃগয়াস্থান; তিনি ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক মৃগমিথুনরূপ নরনারী লক্ষ্যভেদে অনবরতই পর্য্যটন কচ্চোন; অতএব এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি এমত জিতেন্দ্রিয় আছে, যে তাঁর শরপথ অতিক্রম করতে পারে? দৈত্য-দেশের রমণীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী, আর তারা নানাবিধ মোহন গুণে নিপুণ; সুতরাং, নরপতি যৎকালে মৃগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন বোধ করি, সে সময়ে কোন সুরূপা কামিনী তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ে কটাক্ষবাণে তাঁর চিত্ত চঞ্চল করেছে। যা হউক, যদিও মহারাজ কোন বন-কুসুমের আঘ্রাণে একান্ত লোভাসক্ত হয়ে থাকেন, তথাপি স্বীয় উদ্যানের সুরভি পুষ্পের মাধুর্য্যে যে ক্রমশঃ তাঁর সে লোভ-সম্বরণ হবে, তার কোন সংশয় নাই। তুমি কি জান না ভাই, যে ব্রহ্ম-অস্ত্র ব্রহ্ম-অস্ত্রেই নিরস্ত হয়, আর বিষই বিষের পরমৌষধ!

প্রথ। আজ্ঞা হাঁ, তা যথার্থ। ফলতঃ এক্ষণে মহারাজ সুস্থ হলেই আমাদের পরম লাভ। দেখুন, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ দেব-সখা; আমি শুনেছি, যে লোকেরা ঔষধ আর মন্ত্রবলে প্রাণিসমূহের প্রাণনাশ কত্যে পারে, অতএব পরমেশ্বর এই করুন, যেন কোন দুর্দ্দান্ত দানব দেবমিত্র বলে মহারাজকে সেইরূপ না করে থাকে।

দ্বিতী। ভাই, ঔষধ কি মন্ত্রবলে যে লোককে বিমোহিত করা, এ আমার কখনই বিশ্বাস হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষজাতিকে কটাক্ষস্বরূপ ঔষধে আর মধুরভাষা রূপ মন্ত্রে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়, এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস্য বটে। (দৃষ্টিপাত করিয়া) এ ব্যক্তিটে কে হে?

কপিলের দূরে প্রবেশ

প্রথ। বোধ হয়, কোন তপস্বী, দুরাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞভূমে উৎপাত করতে বুঝি

মহারাজের শরণাপন্ন হতে আসচেন।

দ্বিতী। কি কোন মহর্ষির শিষ্যই বা হবেন।

কপিল। (স্বগত) মহর্ষি গুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশানুসারে এই ত মহারাজ যযাতির রাজধানীতে অদ্য উপস্থিত হলেম। আঃ, কত দুস্তর নদ, নদী, ও কান্তার অরণ্য প্রভৃতি যে অতিক্রম করেছি, তার আর পরিসীমা নাই। অধুনা মহর্ষিও স্বপরিবার সঙ্গে গোদাবরী-তীরে ভগবান্ পর্ব্বতমুনির আশ্রমে আমার প্রত্যাগমন আশায় বাস করচেন। মহারাজ যযাতি সে আশ্রমে গমন কল্যে, তপোধন তাঁকে স্বীয় কন্যাধন সম্প্রদান করবেন। মহারাজকে আহ্বান করতেই আমার এ নগরীতে আগমন হয়েছে। আহা! নরাধিপের কি অতুল ঐশ্বর্য্য! স্থানে স্থানে কত শত প্রহরিগণ গজবাজি আরোহণপূর্ব্বক করতলে করাল করবাল ধারণ করে রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছে; কোন স্থলে বা মন্দুরায় অশ্বগণ অতি প্রচণ্ড হ্রেষারব কচ্চে; কোথাও বা মদমত্ত করিরাজের ভীষণ বৃংহিতনিনাদ শ্রুতিগোচর হচ্চে; কোন স্থানে বা বিবিধ সমারোহে বিচিত্র উৎসবক্রিয়া সম্পাদনে জনগণ অনুরক্ত রয়েছে; স্থানে স্থানে ক্রয় বিক্রয়ের বিপণি নানাবিধ সুখাদ্য ও সুদৃশ্য দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ। নানা স্থানে সুরম্য অট্টালিকাসন্দর্শনে যে নয়নযুগল কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হচ্চে, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য, এরূপ জনসমাকুল প্রদেশে প্রবেশ করায় আমাদের মনোবৃত্তির যে কত দূর পরিবর্ত্ত হয় তা অনুমান করা যায় না। কি আশ্চর্য্য! প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌসাদৃশ্য, কোন্‌টি যে রাজভবন, তার নির্ণয় করা সুকঠিন! যাহা হউক, অদ্য পথপরিশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি, কোন একটা নির্জ্জন স্থান পেলে সেখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করি, পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবো। (নাগরিকদ্বয়কে অবলোকন করিয়া) এই ত দুই জন অতি ভদ্রসন্তানের মত দেখ্‌ছি; এদের নিকট জিজ্ঞাসা কর্‌লে, বোধ করি, বিশ্রামস্থানের অনুসন্ধান পেতে পার্‌বো। (প্রকাশে) ও হে পৌরজনগণ, তোমাদের এ নগরীতে অতিথিশালা কোথায়?

প্রথ। মহাশয়, আপনি কে? এ নগরে কার অন্বেষণ কবেন?

কপিল। আমি দৈত্যকুলগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের শিষ্য। এই প্রতিষ্ঠাননগরীতে রাজচক্রবর্ত্তী রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ কর্ম্মের উপলক্ষে এসেছি।

প্রথ। ভগবন্, তবে আপনার অতিথিশালায় যাবার প্রয়োজন কি? ঐ রাজনিকেতন। আপনি ওখানে পদার্পণ করবামাত্রেই যথোচিত সমাদৃত ও পূজিত হবেন, এবং মহারাজের সহিতও সাক্ষাৎ হতে পারবে।

কপিল। তবে আমি সেই স্থানেই গমন করি।

[প্রস্থান।

প্রথ। এ আবার কি মহাশয়? দৈত্যগুরু যে মহারাজের নিকট দূত পাঠিয়েছেন? চলুন, রাজভবনের দিকে যাওয়া যাক। দেখিগে, ব্যাপারটাই বা কি?

দ্বিতী। চল না, হানি কি?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপুরীস্থ নির্জ্জন গৃহ
রাজা যযাতি আসীন, নিকটে বিদূষক

বিদূ। (চিন্তা করিয়া) মহারাজ! আপনি হিমাচলের ন্যায় নিস্তব্ধ আর গতিহীন হলেন না কি।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মাধব্য, সুরপতি যদ্যপি বজ্রদ্বারা হিমাচলের পক্ষচ্ছেদ করেন, তবে সে সুতরাং গতিহীন হয়।

বিদূ। মহারাজ! কোন্ রোগস্বরূপ ইন্দ্র আপনার এতাদৃশী দূরবস্থার কারণ, তা আপনি আমাকে স্পষ্ট করেই বলুন না।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি কি ধন্বন্তরি? তোমাকে আমার রোগের কথা বলে কি উপকার হবে?

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে রাজচক্রবর্ত্তিন্,

আপনি কি শ্রুত নন, যে মৃগরাজ কেশরী সময়বিশেষে অতি ক্ষুদ্র মূষিক দ্বারাও উপকৃত হতে পারেন।

রাজা। (সহাস্য বদনে) ভাই হে, আমি যে বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা তোমার ন্যায় মূষিকের দন্তে কখনই ছিন্ন হতে পারে না।

বিদূ। মহারাজ! আপনি এখন হাস্য পরিহাস পরিত্যাগ করুন, এবং আপনার মনের কথাটি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন; আপনি এ প্রকার অস্থির ও অন্যমনাঃ হলে রাজলক্ষ্মী কি আর এ রাজ্যে বাস করবেন?

রাজা। না কল্যেনই বা।

বিদূ। (কর্ণে হস্ত দিয়া) কি সর্ব্বনাশ! আপনার কি এ কথা মুখে আনা উচিত? কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করে তপস্যাধর্ম্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেন?

রাজা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন; সখে, আমার কি তেমন অদৃষ্ট?

বিদূ। মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণ হতে চান না কি?

রাজা। সখে! আমি যদি এই জগত্রয়ের অধীশ্বর হতেম, আব ত্রিজগতের ধনদান দ্বারা এক অতিক্ষুদ্র ব্রাহ্মণও হতে পারতেম, তবে আব তা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি?

বিদূ। উঃ! আজ যে আপনাব গাঢ় ভক্তি দেখ্‌তে পাচ্চি! লোকে বলে, যে দৈত্যদেশে সকলেই পাপাচার, দেবতা ব্রাহ্মণকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু আপনি যে ঐ দেশে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণ করে এত দ্বিজভক্ত হয়েছেন, এ ত সামান্য চমৎকারের বিষয় নয়! বয়স্য, আপনার কি মহর্ষি ভার্গবের সহিত গো-বিষয়ক কোন বিবাদ হয়েছে? বলুন দেখি মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে কি কোন নন্দিনীনাম্নী কামধেনু আছে, না আপনি তার দেবযানীনাম্নী নন্দিনীর কটাক্ষশরে পতিত হয়েছেন? বয়স্য! বলুন দেখি, শুক্র-কন্যা দেবযানীকে আপনি দেখেছেন না কি?

রাজা। (স্বগত) হা পরমেশ্বর! সে চন্দ্রানন কি আর এ জন্মে দর্শন করবো! আহা! ঋষিতনয়ার কি অপরূপ রূপলাবণ্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা অন্তঃ-করণ! তুমি কি সেই নির্জ্জন বন এবং সেই কূপতট হতে আর প্রত্যাগমন করবে না? হায়! হায়! সে কূপের অন্ধকার কি আর সে চন্দ্রের আভায় দূরীকৃত হবে?

বিদূ। (স্বগত) হরিবোল হরি! সব প্রতুল হয়েছে! সেই ঋষিকন্যাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচ্চি। যা হউক, এখন রোগ নির্ণয় হয়েছে; কিন্তু এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত আর ঔষধ কি আছে? (প্রকাশে) কেমন, মহারাজ, আপনি কি আজ্ঞা করেন?

বাজা। সখে মাধব্য, তুমি কি বলছিলে?

বিদূ। বল্‌বো আর কি? মহারাজ! আপনি প্রলাপ বক্‌ছেন তাই শুন্‌ছি।

রাজা। কেন, ভাই, প্রলাপ কেন? তুমিই বল দেখি, বিধাতার এ কি অদ্ভুত লীলা! দেখ, যে মহামূল্য মাণিক্য রাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটেব উপযুক্ত, তমোময় গিরিগহ্বর কি তার প্রকৃত বাসস্থান? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া।)

সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জ্জন কাননে;
গজমুক্তা শোভে গুপ্ত শুক্তির সদনে;
হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর;
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর;
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া;
হায়, বিধি, এ কুবিধি কিসেব লাগিয়া?

বিদূ। ও কি মহারাজ? যেরূপ ভাবোদয় দেখ্‌ছি, আপনার স্কন্ধে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়েছেন না কি? (উচ্চহাস্য।)

বাজা। কি হে সখে, আমার প্রতি ভগবতী বাগ্দেবীর কৃপাদৃষ্টি হলে দোষ কি?

বিদূ। (সহাস্য বদনে) এমন কিছু নয়; তবে তা হলে রাজলক্ষ্মীর নিকটে বিদায় হোন, রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে বীণা গ্রহণ করুন, আর রাজবৃত্তির পরিবর্ত্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।

রাজা। কেন? কেন?

বিদূ। বয়স্য, আপনি কি জানেন না, লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী, অতএব ভূমণ্ডলে সপত্নী-প্রণয় কি সম্ভব?

রাজা। সখে মাধব্য! তুমি কবিকুলকে হেয়জ্ঞান করো না, তারা প্রকৃতিস্বরূপ বিশ্ব-ব্যাপিনী জগন্মাতার বরপুত্র।

বিদূ। (সহাস্য বদনে) মহারাজ! এ কথা কবি ভায়ারাই বলেন, আমার বিবেচনায়, তাঁরা বরঞ্চ উদরস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুত্র।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে! তবে তুমিও ত এক জন মহাকবি, কেন না, সেই উদরদেবের তুমি এক জন প্রধান বরপুত্র।

বিদূ। বয়স্য! আপনি যা বলেন। সে যা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ভার্গবদুহিতা দেবযানীর সহিত আপনার কি প্রকারে, আর কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলুন দেখি?

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, তাঁর সহিত দৈবযোগে এক নির্জ্জন কাননে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিদূ। কি আশ্চর্য্য! তা মহারাজ, আপনি এমন অমূল্য রত্ন নির্জ্জন স্থানে পেয়ে কি কল্যেন?

রাজা। আর কি করবো, ভাই! তাঁর পরিচয় পেয়ে আমি আস্তেব্যস্তে সেখান থেকে প্রস্থান কল্যেম।

বিদূ। (সহাস্য বদনে) সে কি মহারাজ! বিকশিত কমল দেখে কি মধুকর কখন বিমুখ হয়?

রাজা। সখে, সত্য বটে! কিন্তু দেবযানী ব্রাহ্মণকন্যা, অতএব যেমন কোন ব্যক্তি দূর হতে সর্পমণির কান্তি দেখে তৎপ্রতি ধাবমান হয়, পরে নিকটবর্ত্তী হয়ে সর্প দর্শনে বেগে পলায়ন করে, আমিও সে নব-যৌবনা অনুপমা রূপবতী ঋষিতনয়ার পরিচয় পেয়ে সেইরূপ কল্যেম।

বিদূ। মহারাজ, আপনি তা এক প্রকার উত্তমই করেছেন।

রাজা। না ভাই, কেমন করে আর উত্তম করেছি? দেখ, আমি যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন কল্যেম, এখন সেই প্রাণ আমার রক্ষা করা দুষ্কর হয়েছে! (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে! এ যাতনা আমার আর সহ্য হয় না! আগ্নেয় গিরি কি হুতাশনকে চিরকাল অভ্যন্তরে রাখ্‌তে পারে? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদূ। মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে নিতান্তই হতাশ হবেন না।

রাজা। সখে মাধব্য! মরুভূমে তৃষ্ণাতুর মৃগবর, মায়াবিনী মরীচিকাকে দূরে থেকে দর্শন করে, বারিলোভে ধাবমান হলে, জীবন-উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। এ বিষয়ে আশা কল্যে আমারও সেই দশা ঘটতে পারে। ঋষিকন্যা দেবযানী আমার পক্ষে মরীচিকাস্বরূপ, যেহেতুক তাঁর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয়দুষ্প্রাপ্যা! হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, যে তুমি এমন পরম রমণীয় বস্তুকে আমার প্রতি দুঃখকর কল্যে! কেবল আমাকে যাতনা দিবার জন্যেই কি এ পদ্ম আমার পক্ষে সকণ্টক মৃণালের উপর রেখেছ!

বিদূ। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হবেন না। বয়স্য! বুদ্ধি থাক্‌লে সকল কর্ম্মই কৌশলে সুসিদ্ধ হয়। দেখুন দেখি, আমি এমন সদুপায় করে দিচ্চি যাতে এখনই আপনার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যাবে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তবে আর বিলম্ব কেন? এস, তোমার এ উপায়ের দ্বার মুক্ত কর।

বিদূ। যে আজ্ঞা, মহারাজ! আমি আগতপ্রায়।

[প্রস্থান।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলেম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি এ কথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত হয়, কেন না, দৈত্যদেশগমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে, যেহেতুক তারা সেখানে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে। (পরিক্রমণ) বাড়বানলে পরিতপ্ত হলে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও কি অদ্য সেইরূপ হলেম? হে প্রভো অনঙ্গ, তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে বলে, কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে

মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? (দীর্ঘনিশ্বাস।) কি আশ্চর্য্য! আমি কি মৃগয়া করতে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাধের লক্ষ্য হয়ে এলাম! (উপবেশন।) তা আমার এমন চঞ্চল হওয়ায় কি লাভ? (সচকিতে) এ আবার কি?

এক জন নটীসহিত বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ

বিদূ। মহারাজ, এই দেখুন, ইনিই কাম-সরোবরের উপযুক্ত পদ্মিনী।

নটী। মহারাজের জয় হউক! (প্রণাম।)

রাজা। কল্যাণি, তুমি চিরকাল সধবা থাক। (বিদূষকের প্রতি) সখে, এ সুন্দরী কে?

বিদূ। মহারাজ, ইনি স্বয়ং উর্ব্বশী, ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি না করে আপনার এই মহানগরীতেই অবস্থিতি করেন।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি যে একেবারে রসিকচূড়ামণি হয়ে উঠলে।

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) বয়স্য! না হয়ে করি কি? দেখুন, মলয় গিরির নিকটস্থ অতি সামান্য সামান্য তরুও চন্দন হয়ে যায়; তা এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনারই অনুচর; এ যে রসিক হবে, তার আশ্চর্য্য কি?

রাজা। সে যা হোক, এ সুন্দরীকে এখানে আনা হয়েছে কেন, বল দেখি?

বিদূ। বয়স্য! আপনি সেই ঋষিকন্যাকে দেখে ভেবেছেন যে তার তুল্য রূপবতী বুঝি আর নাই, তা এখন একবার এ'র দিকে চেয়ে দেখুন দেখি?

রাজা। (জনান্তিকে) সখে, অমৃতাভিলাষী ব্যক্তির কি কখনও মধুতে তৃপ্তি জন্মে?

বিদূ। (জনান্তিকে) তা বটে, মহারাজ! কিন্তু চন্দ্রে অমৃত আছে বলে কি কেউ মধু-পান ত্যাগ করে? বয়স্য! আপনি একবার এ'র একটি গান শুনুন। (নটীর প্রতি) অয়ি মৃগাক্ষি, তুমি একটি গান করে মহারাজের চিত্ত বিনোদ কর।

নটী। আমি মহারাজের আজ্ঞাবর্ত্তিনী। (উপবেশন।)

গীত

[রাগিণী বাহার—তাল জলদ তেতালা]

উদয় হইল সখি, সরস বসন্ত।
মোদিত দশ দিশ পুষ্পগণে,—
আর বহিছে সমীর সুশান্ত॥
পিককুল কুজিত, ভৃঙ্গ বিগুঞ্জিত,
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত।
যত বিরহিণীগণ, মন্মথ তাড়ন,
তাপিত তনু বিনে কান্ত॥

রাজা। আহা! কি মধুর স্বর! সুন্দরি! তোমার সঙ্গীত শ্রবণে যে আমার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হলো, তা বলতে পারি না!

(নেপথ্যে সরোষে) রে দুরাচার, পাষণ্ড দ্বারপাল! তুই কি মাদৃশ ব্যক্তিকে দ্বাররুদ্ধ কত্যে ইচ্ছা করিস?

রাজা। এ কি? বহির্দ্বারে দাম্ভিকের ন্যায় অতি প্রগল্‌ভতার সহিত কে এক জন কথা কচ্চে হে?

বিদূ। বোধ করি, কোন তপস্বী হবে, তা না হলে আর এমন সুস্বর কার আছে!

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ মহর্ষি শুক্রাচার্য্য কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার নিকট স্বশিষ্য মুনিবর কপিলকে প্রেরণ করেছেন; অনুমতি হলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে) সে কি! মুনিবর কোথায়; আমাকে শীঘ্র তাঁর নিকটে লয়ে চল।

[রাজা এবং দৌবারিকের প্রস্থান।

নটী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়, মহারাজ এত চঞ্চল হলেন কেন?

বিদূ। হে চারুহাসিনি, তোমার মত মধুমালতী বিকশিতা দেখলে, কার মন-ভ্রমর না অধীর হয়?

নটী। বাঃ ঠাকুরের কি সুক্ষ্মবুদ্ধি গা! অলি কি বিকশিতা মধুমালতীর আঘ্রাণে

পলায়ন করে? চল, দেখিগে মহারাজ কোথায় গেলেন।

বিদূ। হে সুন্দরি, তুমি অয়স্কান্ত মণি, আমি লৌহ! তুমি যেখানে যাবে আমিও সেইখানে আছি। (হস্তধারণ) আহা, তোমার অধরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভাণ্ড গোপন করে রেখেছেন! হে মনোমোহিনি, তুমি একটি চুম্ব দিয়ে আমাকে অমর কর।

নটী (স্বগত) এ মা, বামুন বেটা ত কম ষাঁড় নয়। (প্রকাশে) দূর হতভাগা!

[বেগে পলায়ন।

বিদূ। এঃ! এ দুশ্চারিণীর রাজার উপরেই লোভ! কেবল অর্থই চিনেছে, রসিকতা দেখে না! যাই, দেখিগে, বেটী কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজতোরণ
কতিপয় নাগরিক দণ্ডায়মান

প্রথ। আহা! কি সমারোহ! মহাশয়, ঐ দেখুন,—

দ্বিতী। আমার দৃষ্টিপথে সকল বস্তুই যেন ধূসরময় বোধ হচ্চো। ভাই হে, সর্ব্বচোর কাল সময় পেয়ে আমার দৃষ্টিপ্রসর প্রায়ই অপহরণ করেছে!

প্রথ। মহাশয়, ঐ দেখুন, কত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে অগ্রভাগে গমন কচ্চো! অহো!—এ কি মেঘাবলী, না পক্ষহীন অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে? আহা! মধ্যভাগে নানা সজ্জায় সজ্জিত বাজিরাজীই বা কি মনোহর গতিতে যাচ্চো! মহাশয়, একবার রথসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! ঐ দেখুন, শত শত পতাকা-শ্রেণী আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান হচ্চো। কি চমৎকার! পদাতিক দলের বর্ম্ম সূর্য্যকিরণে মিশ্রিত হয়ে যেন বহ্নি উদ্‌গীরণ কচ্চো! আবার দেখুন, পশ্চাদ্ভাগে নট নটীরা নানা যন্ত্র সহকারে কি মধুর স্বরে সঙ্গীত কচ্চো। (নেপথ্যে মঙ্গল বাদ্য।) ঐ দেখুন, মহারাজ রথোপরি মহাবল বীরদলে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। আহা! মহারাজের কি অপরূপ রূপ-লাবণ্য! বোধ হচ্চো, যেন অদ্য স্বয়ং পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনিবাসী জনগণ সমভিব্যা-হারে গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করে কমলার স্বয়ম্বরে গমন কচ্চোন।

দ্বিতী। ভাই হে, নহুষপুত্র যযাতি রূপ গুণে পুরুষোত্তমই বটেন! আর শ্রুত আছি, যে শুক্রকন্যা দেবযানীও কমলার ন্যায় রূপবতী! এখন পরমেশ্বর করুন, পুরুষো-ত্তমের কমলা-পরিণয়ে জগজ্জনগণ যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়েছিল, অধুনা রাজর্ষি এবং দেবযানীর সমাগমেও যেন এ রাজ্য সেইরূপ অবিকল সুখসম্পত্তি লাভ করে!

তৃতী। মহাশয়, মহারাজের পরিণয়ক্রিয়া কি দৈত্য-দেশেই সম্পন্ন হবে?

দ্বিতী। না, দৈত্যগুরু ভার্গব স্বকন্যা সহিত গোদাবরীতীরে পর্ব্বত মুনির আশ্রমে অবস্থিতি কচ্চোন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ হবে।

তৃতী। মহাশয়, এ পরম আহ্লাদের বিষয়, কেন না, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ চিরকাল দেব-মিত্র, অতএব মহারাজ দৈত্য-দেশে প্রবেশ করলে বিবাদ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতী। বোধ হয়, ঋষিবর ভার্গব সেই নিমিত্তেই স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করে পর্ব্বত মুনির আশ্রমে কন্যাসহিত আগমন করেছেন। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে হে? রাজমন্ত্রী নয়?

তৃতী। আজ্ঞা হাঁ, মন্ত্রী মহাশয়ই বটেন।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। (স্বগত) অদ্য অনন্তদেব ত আমার স্কন্ধেই ধরাভার অর্পণ করে প্রস্থান কল্লোন।

প্রথ। (মন্ত্রীর প্রতি) হে মন্ত্রিবর, মহারাজ কত দিনের নিমিত্ত স্বদেশ পরিত্যাগ কল্লোন?

মন্ত্রী। মহাশয়, তা বলা সুকঠিন। শ্রুত আছি, যে গোদাবরীতীরস্থ প্রদেশ সকল পরম রমণীয়। সে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি, জলাশয় ও মহাতীর্থ আছে। মহারাজ একে ত মৃগয়াসক্ত, তাতে নূতন পরিণয় হলে মহিষীর সহিত সে দেশে কিঞ্চিৎ কাল সহবাস ও নানা

তীর্থ পর্যাটন না করে, বোধ হয়, স্বদেশে প্রত্যাগমন করবেন না।

দ্বিতী। এ কিছু অসম্ভব নয়। আর যখন আপনার তুল্য মন্ত্রিবরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেছেন, তখন রাজকার্য্যেও নিশ্চিন্ত থাকবেন।

মন্ত্রী। সে আপনাদের অনুগ্রহ! আমি শক্ত্যনুসারে প্রজাপালনে কখনও ত্রুটি করবো না। কিন্তু দেবেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কি স্বর্গপুরীর তেমন শোভা থাকে? চন্দ্র উদিত না হলে কি আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ শোভমান হয়? কুমার ব্যতিরেকে দেবসৈন্যের পরিচালনা কত্যে আর কে সমর্থ হয়?

দ্বিতী। তা বটে, কিন্তু আপনিও বুদ্ধি-বলে দ্বিতীয় বৃহস্পতি। অতএব আমাদের মহীন্দ্রের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত যে আপনার দ্বারা রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হবে, তার কোন সংশয়ই নাই। (কর্ণপাত করিয়া) আর যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হচ্যে না? বোধ করি, মহারাজ অনেক দূর গমন করেছেন! আমাদের আর এ স্থলে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? চলুন, আমরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করি।

মন্ত্রী। হাঁ, তবে চলুন। [সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজনিকেতনসম্মুখে
মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। (স্বগত) মহারাজ যে মুনির আশ্রম হতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন, এ পরম সৌভাগ্য আর আহ্লাদের বিষয়। যেমন রজনী অবসন্না হলে, সূর্য্যদেবের পুনঃ প্রকাশে জগন্মাতা বসুন্ধরা প্রফুল্লচিত্তা হন, রাজবিরহে কাতরা রাজধানীও নৃপাগমনে অদ্য সেইরূপ হয়েছে। (নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য) পুরবাসীরা অদ্য অপার আনন্দার্ণবে মগ্ন হয়েছে। অদ্য যেন কোন [illegible]বোৎসবই হচ্যে! আর না হবেই বা কেন? নহুষপুত্র যযাতি এই বিশাল চন্দ্র-বংশের চূড়ামণি; আর ঋষিবরদুহিতা দেবযানীও রূপগুণে অনুপমা; অতএব এঁদের সমাগমে নিরানন্দের বিষয় কি? আহা! রাজ-মহিষী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন দয়াশীলা, পরোপকারিণী, পতিপরায়ণা স্ত্রী, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে আর নাই; আর আমাদের মহারাজও বেদবিদ্যাবলে নিরুপম! অতএব উভয়েই উভয়ের অনুরূপ পাত্র বটেন। তা এইরূপ হওয়াই ত উচিত; নচেৎ অমৃত কি কখন চণ্ডালের ভক্ষ্য হয়ে থাকে? লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা হয়? রাজহংসী বিকশিত কমলকাননেই গমন করে থাকে। মহারাজ প্রায় সার্দ্ধেক বৎসর রাণীর সহিত নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা তীর্থ দর্শন করে এত দিনে স্বরাজধানীতে পুনরা-গমন কল্যেন!—যদু নামে নৃপবরের যে একটি নবকুমার জন্মেছেন, তিনিও সর্ব্বসুলক্ষণধারী। আহা! যেন সুচারু সমীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা পৃথিবীকে উজ্জ্বল করবার জন্যে বহির্গত হয়েছে! এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই, যে কৃপাময় পরমেশ্বর পিতার ন্যায় পুত্রকেও যেন চন্দ্রবংশশেখর করেন! আঃ, মহারাজ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে আমার মস্তক হতে যেন বসুন্ধরার ভার গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমার পরিশ্রমের সীমা নাই। যাই, রাজ-ভবনের উৎসব প্রকরণ সমাধা করিগে।

[প্রস্থান।

মিষ্টান্ন হস্তে বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (স্বগত) পরদ্রব্য অপহরণ করা যেন পাপকর্ম্মই হলো, তার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু, চোরের ধন চুরি করলে যে পাপ হয়, এ কথা ত কোন শাস্ত্রেই নাই; এই উত্তম সুখাদ্য মিষ্টান্নগুলি ভাণ্ডারী বেটা রাজভোগ হতে চুরি করে এক নির্জ্জন স্থানে গোপন করে রেখেছিল; আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি! উঃ, আমার কি বুদ্ধি! আমি কি পাপকর্ম্ম করেছি? যদি পাপকর্ম্মই করে থাকি, তবে যা হোক, এতে উচিত প্রায়শ্চিত্ত। ভন্যেই ত খণ্ডন হতে পারে। একজন দরিদ্র

সম্বংশজাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে, তাকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেই ত আমার পাপ ধ্বংস হবে! আহা! ব্রাহ্মণভোজন পরম ধর্ম্ম। (আপনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে দ্বিজবর! এ স্থলে আগমনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন। এই যে এলেম। হে দাতঃ, কি মিষ্টান্ন দেবে, দাও দেখি? তবে বসতে আজ্ঞা হউক। (স্বয়ং উপবেশন) এই আহার করুন (স্বয়ং ভোজন)। ওহে ভক্তবৎসল! তুমি আমাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট করলে। (স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া) তুমি কি বর প্রার্থনা কর? হে দ্বিজবর! যদি এই মিষ্টান্ন চুরির বিষয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন সে পাপ দূরে হয়। তথাস্তু! এই ত নিষ্পাপী হলেম! ওহে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম কি সামান্য পুণ্যের কর্ম্ম! (উচ্চস্বরে হাস্য) যা হউক! প্রায় দেড় বৎসর রাজার সহিত নানা দেশ পর্য্যটন আর নানা তীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু মা যমুনা! তোমার মতন পবিত্রা নদী আর দুটি নাই! তোমার ভগিনী জাহ্নবীর পাদ-পদ্মে সহস্র প্রণাম, কিন্তু মা, তোমার শ্রীচরণাম্বুজে সহস্র সহস্র প্রণিপাত! তোমার নির্ম্মল সলিলে স্নান করিলে কি ক্ষুধার উদ্রেকই হয়! যাই, এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। রাণী বললেন, যে একবার তুমি গিয়ে দেখে এসো দেখি, আমার বঁধু কি কচ্চে? তা দেখতে গিয়ে আমার আধার মধ্যে থেকে কিছু মিষ্টান্নও লাভ হয়ে গেল। বেগারের পুণ্যে কাশী দর্শন! মন্দই কি? আপনার উদর তৃপ্তি হলো; এখন রাণীর মনঃ তৃপ্তি করিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজগৃহান্ত

রাজা যযাতি এবং রাজ্ঞী দেবযানী আসীন

রাজ্ঞী। হে নাথ! আপনার মুখে যে সে কথাগুলি কত মিষ্ট লাগে, তা আমি একমুখে বলতে পারি না! কতবার ত আপনার মুখে সে কথা শুনেছি তথাপি আবার তাই শুনতে বাসনা হয়! হে জীবিতেশ্বর! আপনি আমাকে সেই অন্ধকারময় কূপ হতে উদ্ধার করে আমার নিকটে বিদায় হয়ে, কোথায় গেলেন?

রাজা। প্রিয়ে! যেমন কোন মনুষ্য কোন দেবকন্যাকে দৈবযোগে অকস্মাৎ দর্শন করে ভয়ে অতিবেগে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ তোমার নিকট বিদায় হয়ে দ্রুতবেগে ঘোরতর মহারণ্যে প্রবেশ করলেম, কিন্তু আমার চিত্ত-চকোর তোমার এই পূর্ণচন্দ্রাননের পুনর্দর্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল হলো, যিনি অন্তর্য্যামী ভগবান্, তিনিই তা বলতে পারেন। পরে আমি আতপতাপে তাপিত হয়ে বিশ্রামার্থে এক তরুতলে উপবেশন করলেম, এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলই অন্ধকারময় এবং শূন্যাকার! কিঞ্চিৎ পরে সে স্থান হতে গাত্রোত্থান করে গমনের উপক্রম কচ্চি, এমন সময়ে এক হরিণী আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হলো। স্বাভাবিক মৃগয়াসক্তি হেতু আমিও সেই হরিণীকে দর্শনমাত্রেই শরাসনে এক খরতর শরযোজনা করলেম; কিন্তু সন্ধানকালে কুরঙ্গিণী আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ হলো, এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন আর বিমুগ্ধ হলেম, যে আমার হস্ত হতে শরাসন ভূতলে কখন যে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জানতে পাল্যেম না।

রাজ্ঞী। (রাজার হস্ত ধরিয়া এবং অনুরাগ সহকারে) হে প্রাণনাথ! আমার কি শুভাদৃষ্ট!—তার পর!

রাজা। প্রেয়সি! যদি তোমার শুভাদৃষ্ট, তবে আমার কি? প্রিয়ে! তুমি আমার জন্ম সফল করেছো!—তার পর গমন করতে করতে এক কোকিলার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করে আমার মনে হলো, যে তুমিই আমাকে কুহুরবে আহ্বান কচ্চো।

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর! তখন যদি সেই কোকিলার দেহে আমার প্রাণ প্রবিষ্ট হতে পারত, তবে সে কোকিলা কুহুরবে কেবল এই মাত্র বলতো, "হে রাজন! আপনি সেই কূপ-তটে পুনর্গমন করুন, আপনার জন্যে শুক্র-

কন্যা দেবযানী ব্যাকুলচিত্তে পথ নিরীক্ষণ কচ্যো।"

রাজা। প্রিয়ে! আমার অদৃষ্টে যে এত সুখ আছে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না; যদি আমি তখন জানতে পাত্যেম, তবে কি আর এ নগরীতে একা প্রত্যাগমন করি? একবারে তোমাকে আমার হৃৎপদ্মাসনে উপবিষ্ট করিয়েই আনতেম! আমি যে কি শুভ লগ্নে দৈত্যদেশে যাত্রা করেছিলেম, তা কেবল এখনই জানতে পাচ্যি!

বিদূষকের প্রবেশ

কি হে, দ্বিজবর! কি সংবাদ?

বিদূ। মহারাজ! শ্রীমান্ নবকুমার রাজকুমারকে একবার দর্শন করে এলেম। রাজমহিষী চিরজীবিনী হউন। আহা! কুমারের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! যেন দ্বিতীয় কুমার, কিম্বা তরুণ অরুণতুল্য শোভা! আর না হবেই বা কেন? "পিতা যস্য, পিতা যস্য"—আ হা হা! কবিতাটা বিস্মৃত হলেম যে?

রাজা। (সহাস্য বদনে) ক্ষান্ত হও হে, ক্ষান্ত হও! তোমার মত ঔদরিক ব্রাহ্মণের খাদ্যদ্রব্যের নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে?

রাজ্ঞী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়! আমার যদুর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে না কি? (রাজার প্রতি) নাথ, তবে আমি এখন বিদায় হই।

রাজা। প্রিয়ে! তোমার যেমন ইচ্ছা হয়।

[রাজ্ঞীর প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ! এই যে আপনাদের ক্ষত্রিয়জাতির যে কি স্বভাব তা বলে উঠা ভার। এই দেখুন দেখি! আপনি দৈত্যদেশে মৃগয়া কত্তে গিয়ে কি না করলেন? ক্ষত্রিয়দুষ্প্রাপ্যা মহর্ষিকন্যাকেও আপনি লাভ করেছেন! আপনাকে ধন্যবাদ। আহা! আপনি দৈত্যদেশ হতে কি অপূর্ব্ব অনুপম রত্নই এনেছেন। ভাল মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, এমন রত্ন কি সেখানে আর আছে?

রাজা। (সুহাস্য মুখে) ভাই হে! বোধ হয়, দৈত্যদেশে এ প্রকার রত্ন অনেক আছে।

বিদূ। মহারাজ, আমার ত তা বিশ্বাস হয় না।

রাজা। তুমি কি মহিষীর সকল সহচরীগণকে দেখেছ?

বিদূ। আজ্ঞা না।

রাজা। আহা! সখে, তাঁর সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপলাবণ্যের কথা কি বলবো! বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন! সে যে মহিষীর নিতান্ত সহচরী কি সখী, তাও নয়।

বিদূ। কি তবে মহারাজ!

রাজা। তা ভাই, বলতে পারি না, মহিষীকেও জিজ্ঞাসা করতে শঙ্কা হয়! আর আমিও যে তাকে বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখেছি, তাও নয়। যেমন রাত্রিকালে আকাশমণ্ডল ঘনঘটা দ্বারা আচ্ছন্ন হলে নিশানাথ মুহূর্ত্তকাল দৃষ্ট হয়ে পুনরায় মেঘাবৃত হন, সেই সুন্দরী আমার দৃষ্টিপথে কয়েক বার সেইরূপ পতিতা হয়েছিল। বোধ হয়, রাজ্ঞীও বা তাকে আমার সম্মুখে আসতে নিষেধ করে থাকবেন। আহা! সখে, তার কি রূপমাধুর্য্য! তার পদ্মনয়ন দর্শন করলে পদ্মের উপর ঘৃণা জন্মে। আর তার মধুর অধরকে রতিসর্ব্বস্ব বললেও বলা যেতে পারে?

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। হায়! হায়! আমার সর্ব্বনাশ হলো।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) এ কি! দেখ ত হে? কোন্ ব্যক্তি রাজদ্বারে এত উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার কচ্যে?

বিদূ। যে আজ্ঞা! আমি—(অর্দ্ধোক্তি।)

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! হায়! হায় হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেলো!

রাজা। যাও না হে! বিলম্ব কচ্যো কেন? ব্যাপারটা কি? চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় যে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে?

বিদূ। আজ্ঞা না, ভাবছি বলি দেব-অমাত্য হয়ে আপনি দৈত্যগুরু কন্যা বিবাহ করেছেন, সেই ক্রোধে যদি কোন

মায়াবী দৈত্যই বা এসে থাকে ; তা হলে— (অর্দ্ধোক্তি।)

রাজা। আঃ ক্ষুদ্রপ্রাণ! তুমি থাক, তবে আমি আপনিই যাই!

বিদু। আজ্ঞা না মহারাজ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে ; আপনার যাওয়া কখনই উচিত হয় না।

[প্রস্থান।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্মিতমুখে স্বগত) ব্রাহ্মণজাতি বুদ্ধে বৃহস্পতি বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকাপেক্ষাও ভীরু! (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক, সে স্ত্রীলোকটি যে কে, তা আমি ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্চি না। আমরা যখন গোদাবরীতীরস্থ পর্ব্বত মুনির আশ্রমে কিঞ্চিৎকাল বিহার করি, তখন এক দিন আমি একলা নদীতটে ভ্রমণ কত্যে২ এক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোল বিন্যাস করে অশোকবৃক্ষতলে বসে রয়েছে, বোধ হলো, যে সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে ; আর তার চারি দিকে নানা কুসুম বিস্তৃত ছিল, তাতে এমনি অনুমান হতে লাগলো যেন দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দর্য্য-গুণে পরিতুষ্ট হয়ে তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছেন, কিম্বা স্বয়ং বসন্তরাজ বিকশিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রতিভ্রমে তাকে পূজা করেছেন? পরে আমার পদশব্দ শুনে সেই বামা আমার দিকে নয়নপাত করে, যেমন কোন ব্যাধকে দেখে কুরঙ্গিণী পবনবেগে পলায়ন করে, তেমনি ব্যস্তসমস্তে অন্তর্হিতা হলো। পরম্পরায় শুনেছি, যে ঐ সুন্দরী দৈত্যরাজ-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, কিন্তু তার পর আর কোন পরিচয় পাই নাই। সবিশেষ অবগত হওয়াও আবশ্যক, কিন্তু—(অর্দ্ধোক্তি।)

বিদূষকের এক জন ব্রাহ্মণ সহিত পুনঃপ্রবেশ

ব্রাহ্মণ। দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ! আমার সর্ব্বনাশ হলো।

রাজা। কেন, কেন? বৃত্তান্তটা কি বলুন দেখি?

ব্রাহ্ম। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ধর্ম্মাবতার! কয়েক জন দুর্দ্দান্ত তস্কর আমার গৃহে প্রবেশ করে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ কচ্চে! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! হে নরেশ্বর, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। (সরোষে) সে কি? এ রাজ্যে এমন নির্ভয় পাষণ্ড লোক কে আছে, যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে? মহাশয়, আপনি ক্রন্দন সম্বরণ করুন, আমি স্বহস্তে এই মুহূর্ত্তেই সেই দুরাচার দস্যুদলের যথোচিত দণ্ড বিধান করবো। (বিদূষকের প্রতি) সখে মাধব্য, তুমি ত্বরায় আমার ধনুর্ব্বাণ ও অসি চর্ম্ম আন দেখি।

বিদূ। মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন কি?

রাজা। (সক্রোধে) তুমি কি আমার আজ্ঞা অবহেলা কর?

বিদূ। (সত্রাসে) সে কি, মহারাজ? আমার এমন কি সাধ্য যে আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি!

[বেগে প্রস্থান।

রাজা। মহাশয়, কত জন তস্কর আপনার গৃহাক্রমণ করেছে?

ব্রাহ্ম। হে মহীপতে, তা নিশ্চয় বলতে পারি না! হায় হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেলো।

রাজা। ঠাকুর, আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ; আর বৃথা আক্ষেপ করবেন না।

বিদূষকের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনঃপ্রবেশ

এই আমি অস্ত্র গ্রহণ কল্যেম। (অস্ত্র গ্রহণ) এখন চলুন যাই।

[রাজা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) যেমন আহুতি দিলে অগ্নি জ্বলে উঠে, তেমনি শত্রুনামে আমাদের মহারাজেরও কোপাগ্নি জ্বলে উঠলো। চোর বেটাদের আজ যে মরণদশা ধরেছে, তার কোন সন্দেহ নাই। মরবার জন্যেই পিঁপড়ের পাখা ওঠে! এখন এখানে থেকে আর কি করবো? যাই, নগরপালের নিকট এ সংবাদ পাঠিয়ে দিগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজান্তঃপুর-সংক্রান্ত উদ্যান
বকাসুর এবং শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ

বক। ভদ্রে, এ কথা আমি তোমার মাতা দৈত্যরাজমহিষীকে কি প্রকারে বলবো? তিনি তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পর্য্যন্ত পরিতাপিতা হচ্চেন, তা বলা দুষ্কর। হে কল্যাণি, তোমা ব্যতিরেকে সে শোকানল নির্ব্বাণ হবার আর উপায়ান্তর নাই।

শর্ম্মি। মহাশয়, আমার অশ্রুজলে যদি সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তবে আমি তা অবশ্যই করবো; কিন্তু আমি দৈত্যপুরীতে আর এ জন্মে ফিরে যাব না। (অধোবদনে রোদন।)

বক। ভদ্রে, গুরু মহর্ষিকে তোমার পিতা নানাবিধ পূজাবিধিতে পরিতুষ্ট করেছেন; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতির পাটরাণী দেবযানী স্বীয় পিতৃ-আজ্ঞা কখনই উল্লঙ্ঘন বা অবহেলা করবেন না; যদ্যপি তুমি অনুমতি কর, আমি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নৃপতিকে এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করাই। হে কল্যাণি, তোমা বিরহে দৈত্যপুরী এককালে অন্ধকার হয়েছে; আর পুরবাসীরাও রাজদম্পতির দুঃখে পরম দুঃখিত।

শর্ম্মি। মহাশয়, আপনি যদি এ কথা নৃপতিকে অবগত করতে উদ্যত হন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থলে প্রাণত্যাগ করবো। (রোদন।)

বক। শুভে, তবে বল, আমার কি করা কর্ত্তব্য?

শর্ম্মি। মহাশয়, আপনি দৈত্যদেশে পুনর্গমন করুন, এবং আমার জনক জননীকে সহস্র সহস্র প্রণাম জানিয়ে এই কথা বলবেন, তোমাদের হতভাগিনী দুহিতার এই প্রার্থনা, যে তোমরা তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হও!

বক। রাজনন্দিনি, তোমার জনক জননীকে আমি এ কথা কেমন করে বলবো? তুমি তাঁদের একমাত্র কন্যা; তুমি তাঁদের মানস-সরোবরের একটি মাত্র পদ্মিনী; তুমিই কেবল তাঁদের হৃদয়াকাশে পূর্ণশশী।

শর্ম্মি। মহাশয়, দেখুন, এ পৃথিবীতে কত শত লোকের সন্তান সন্ততি যৌবনকালেই মানবলীলা সম্বরণ করে; তা তারা কি চিরকাল শোকানলে পরিতপ্ত হয়? শোকানল কখনু চিরস্থায়ী নয়।

বক। কল্যাণি, তবে কি তোমার এই ইচ্ছা, যে তুমি আপনার জন্মভূমি আর দর্শন করবে না? তোমার পিতা মাতাকে কি একেবারে বিস্মৃত হলে? আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে হলো?

শর্ম্মি। মহাশয়, আমার পিতা মাতা আমার মানসমন্দিরে চিরকাল পূজিত রয়েছেন। যেমন কোন ব্যক্তি, কোন পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন করে এসে, তত্রস্থ দেব-দেবীর অদর্শনে, তাঁদের প্রতিমূর্ত্তি আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত করে ভক্তিভাবে সর্ব্বদা ধ্যান করে, আমিও সেইরূপ আমার জনক জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল স্মরণ করবো; কিন্তু দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন করতে আপনি আমাকে আর অনুরোধ করবেন না।

বক। বৎসে, তবে আমি বিদায় হই।

শর্ম্মি। (নিরুত্তরে রোদন।)

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভদ্রে, এখনও বিবেচনা করে দেখ! রাজসভা অতিদূরবর্ত্তিনী নয়; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতিও পরম দয়ালু ও পরহিতৈষী; তোমার আদ্যোপান্ত সমুদায় বিবরণ শ্রবণমাত্রেই তিনি যে তোমাকে স্বদেশগমনে অনুমতি করবেন, তার কোন সংশয় নাই।

শর্ম্মি। (স্বগত) হা হৃদয়, তুমি জালাবৃত পক্ষীর ন্যায় যত মুক্ত হতে চেষ্টা কর, ততই আরো আবদ্ধ হও! (প্রকাশে) হে মহাভাগ! আপনি ও কথা আর আমাকে বলবেন না।

বক। তবে আর অধিক কি বলবো? শুভে, জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন! আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নাই; আমি বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

শর্ম্মি। (স্বগত) এ দুস্তর শোকসাগর হতে আমাকে আর কে উদ্ধার করবে? হা হতবিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? তা

তোমারই বা দোষ কি। (রোদন।) আমি আপন কর্ম্মদোষে এ ফল ভোগ কর্চ্চি। গুরুকন্যার সহিত বিবাদ করে প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে দাসী হলেম ; তা দাসী হয়েও ত বরং ভাল ছিলেম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্লেশই ছিল না ; কিন্তু এ আবার বিধির কি বিড়ম্বনা! হা অবোধ অন্তঃকরণ, তুই যে রাজা যযাতির প্রতি এত অনুরক্ত হলি, এতে তোর কি কোন ফল লাভ হবে? তা তোরই বা দোষ কি? এমন মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পকে দেখে কে তার বশীভূত না হয়? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী নিমীলিত থাকতে পারে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমার এ রোগের মৃত্যু ভিন্ন আর ঔষধ নাই! আহা! গুরুকন্যা দেবযানী কি ভাগ্যবতী! (অধোবদনে বৃক্ষতলে উপবেশন।)

রাজার প্রবেশ

রাজা। (স্বগত) আমি ত এ উদ্যানে বহুকালাবধি আসি নাই। শ্রুত আছি, যে এর চতুষ্পার্শ্বে মহিষীর সহচরীগণ না কি বাস করে। আহা! স্থানটি কি রমণীয়! সুমন্দ সমীরণ সঞ্চারে এখানকার লতামণ্ডপ কি সুশীতল হয়ে রয়েছে! চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড তপনতাপ যেন দেবকোপাগ্নির ন্যায় বসুমতীকে দগ্ধ করচে, কিন্তু এ প্রদেশের কি প্রশান্ত ভাব। বোধ হয়, যেন বিজনবিহারিণী শান্তিদেবী দুঃসহ প্রভাকরপ্রভাবে একান্ত অধীরা হয়ে, এখানেই স্নিগ্ধচিত্তে বিরাজ করচেন ; এবং তাঁর অনুরোধে আর এই উদ্যানস্থ বিহঙ্গমকুলের কূজনরূপ স্তুতিপাঠেই যেন সূর্য্যদেব আপনার প্রখরতর কিরণজাল এ স্থল হতে সম্বরণ করেছেন। আহা! কি মনোহর স্থান! কিঞ্চিৎকাল এখানে বিশ্রাম করে শ্রান্তি দূর করি। (শিলাতলে উপবেশন) দুষ্ট তস্করগণ ঘোরতর সংগ্রাম করেছিল ; কিন্তু আমি অগ্নিঅস্ত্রে তাদের সকলকেই ভস্ম করেছি। (নেপথ্য বীণাধ্বনি) আহাহা! কি মধুর ধ্বনি! বোধ হয়, সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা মহিষীর কোন সহচরী সঙ্গিণীগণ সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদে কালযাপন কচ্চে। কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হয়ে শ্রবণ করি দেখি। (নিকটে গমন।)

নেপথ্য গীত

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়া।

আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত তা ভাবে না।
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা।
করিয়ে সুখেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা।
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিলিলো না!
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা!
খেদে আছি ম্রিয়মাণ বুঝি প্রাণ রহিল না।

রাজা। আহা! কি মনোহর সঙ্গীত! মহিষী যে এমন এক জন সুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন, তা আমি ত স্বপ্নেও জানতেম না। (চিন্তা করিয়া) এ কি? আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতে লাগলো কেন? এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফল লাভ হতে পারে? বলাও যায় না, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রেই মুক্ত রয়েছে। দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

শর্ম্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) হা হতভাগিনি! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রণয়পরবশ হয়ে আবার স্বাধীন হতে চাও? তুমি কি জান না, যে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর চঞ্চল হওয়া বৃথা। হা পিতা মাতা! হা বন্ধুবান্ধব! হা জন্মভূমি! আমি কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাব না (রোদন।)

রাজা। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! মধুরস্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা কি নীরব হলো! (শর্ম্মিষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া) এ পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনীটি কে? ইনি কি কোন দেবকন্যা বনবিহার-অভিলাষে স্বর্গ হতে এ উদ্যানে অবতীর্ণা হয়েছেন? নতুবা পৃথিবীতে এতাদৃশ অপরূপ রূপের কি প্রকারে সম্ভব হয়? তা ক্ষণেক অদৃশ্যভাবে দেখিই না কেন, ইনি একাকিনী এখানে কি কচোন? (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি।) (১

শর্ম্মি। (মুক্তকণ্ঠে) বিধাতা স্ত্রীজাতিকে পরাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। দেখ, ঐ যে সুবর্ণবর্ণ লতাটি স্বেচ্ছানুসারে ঐ অশোক-

বৃক্ষকে বরণ করে আলিঙ্গন কচ্চো, যদ্যপি কেউ ওকে অন্য কোন উদ্যান হতে এনে এ স্থলে রোপণ করে থাকে, তথাপি কি ও জন্মভূমিদর্শনার্থে আপন প্রিয়তম তরুবরকে পরিত্যাগ কত্তো পারে? কিম্বা যদি কেউ ওকে এখান হতে স্ববলে লয়ে যায়, তবে কি ও আর প্রিয়বিরহে জীবন ধারণ করে? হে রাজন্, আমিও সেইমত তোমার জন্যে পিতা-মাতা, বন্ধুবান্ধব, জন্মভূমি সকলই পরিত্যাগ করেছি। যেমন কোন পরমভক্ত কোন দেবের সুপ্রসন্নতার অভিলাষে পৃথিবীস্থ সমুদায় সুখভোগ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে, আমিও সেইরূপ যযাতিমূর্ত্তি সার করে অন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি! (রোদন।)

রাজা। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য! এ যে সেই দৈত্যরাজদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা! কিন্তু এ যে আমার প্রতি অনুরক্তা হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানি না। (চিন্তা করিয়া সপুলকে) বোধ হয়, এই জন্যেই বুঝি আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হর্তেছিল। আহা! অদ্য আমার কি সুপ্রভাত! এমন রমণীরত্ন ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হলে যে কত যত্নে তাকে হৃদয়ে রাখি, তা বলা অসাধ্য! (অগ্রসর হইয়া শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি) হে সুন্দরি, রুদ্রের কোপানলে মন্মথ পুনরায় দগ্ধ হয়েছেন না কি, যে তুমি স্বর্গ পরিত্যাগ করে একাকিনী এ উদ্যানে বিলাপ কচ্চো?

শর্ম্মি। (রাজাকে অবলোকন করিয়া লজ্জিত হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে একাকী এ উদ্যানে এসেছেন?

রাজা। হে মৃগাক্ষি, তুমি যদি মন্মথ-মনোহারিণী রতি না হও, তবে তুমি কে এ উদ্যান অপরূপ রূপলাবণ্যে উজ্জ্বল কচ্চো?

শর্ম্মি। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী—হা অন্তঃকরণ! তুমি এত চঞ্চল হলে কেন?

রাজা। ভদ্রে, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি মধুরভাবে আমার কর্ণকুহরের সুখ-প্রদানে একেবারে বিরত হলে?

শর্ম্মি। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে নরেশ্বর, আমি রাজমহিষীর এক জন পরিচারিকা মাত্র; তা দাসীকে আপনার এ প্রকারে সম্বোধন করা উচিত হয় না।

রাজা। না, না, সুন্দরি, তুমি সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী! যা হোক, যদ্যপি তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব হে ভদ্রে, তুমি আমাকে বরণ কর।

শর্ম্মি। হে নরবর, আপনি এ দাসীকে এমন আজ্ঞা করবেন না।

রাজা। সুন্দরি, আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে গন্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও গুণে সর্ব্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব হে কল্যাণি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পাণি গ্রহণ কর।

শর্ম্মি। (স্বগত) হা হৃদয়, তোমার মনোরথ এত দিনের পর কি সফল হবে? (প্রকাশে) হে নরনাথ, আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন! আমার প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনামাত্র।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সূর্য্যদেব ও দিঙমণ্ডলকে সাক্ষী করে এই তোমার পাণি-গ্রহণ করলেম, (হস্তধারণ।) তুমি অদ্যাবধি আমার রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা হলে।

শর্ম্মি। (সসম্ভ্রমে) হে নরেশ্বর, আপনি এ কি করেন? শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্য কুসুমে কখন স্পৃহা করেন?

রাজা। (সহাস্য বদনে) আর কুমুদিনীরও চন্দ্রস্পর্শে অপ্রফুল্ল থাকা ত উচিত নয়! আহা! প্রেয়সি, অদ্য আমার কি শুভ দিন! আমি যে দিবস তোমাকে গোদাবরী নদীতটে পর্ব্বত মুনির আশ্রমে দর্শন করেছিলেম, সেই দিন অবধি তোমার এই অপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে! তা দেবতা সুপ্রসন্ন হয়ে এত দিনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ কল্যেন।

দেবিকার প্রবেশ

দেবি। (স্বগত) আহা! বকাসুর মহাশয়ের খেদোক্তি স্মরণ হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (চিন্তা করিয়া) দেবযানীর পরিণয়কালাবধিই প্রিয়-সখীর মনে জন্মভূমির প্রতি এইরূপ বৈরাগ্য

উপস্থিত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য! এমন সরলা বালার অন্তঃকরণ কি গুরুকন্যার সৌভাগ্যে হিংসায় পরিণত হলো! (রাজাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) এ কি! মহারাজ যযাতি যে প্রিয়সখীর সহিত কথোপকথন কচ্যেন! আহা! দুই জনের একত্রে কি মনোহর শোভাই হয়েছে! যেন কমলিনীনায়ক অবনীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়তমা কমলিনীকে মধুর-ভাষে পরিতুষ্ট কচ্যেন!

শর্ম্মি। আমার ভাগ্যে যে এত সুখ হবে, তা আমার কখনই মনে ছিল না ; হে নরেশ্বর, যেমন কোন যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী প্রাণভয়ে ভীতা হয়ে কোন বিশাল পর্ব্বতান্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথা দাসীও অদ্যাবধি সেই-রূপ আপনার শরণাপন্ন হলো! মহারাজ আমি এত দিন চিরদুঃখিনী ছিলাম! (রোদন)

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার অশ্রু উন্মোচন করিতে করিতে) কেন কেন প্রিয়ে! বিধাতা ত তোমার নয়নযুগল কখন অশ্রুপূর্ণ হবার নিমিত্তে করেন নাই?

রাজা। (দেবিকাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) প্রিয়ে, দেখ দেখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

শর্ম্মি। মহারাজ, ইনি আমার প্রিয়সখী, এঁর নাম দেবিকা।

দেবি। মহারাজের জয় হউক।

রাজা। (দেবিকার প্রতি) সুন্দরি, তোমার কল্যাণে আমি সর্ব্বত্রেই বিজয়ী! এই দেখ, আমি বিনা সমুদ্রমন্থনে অদ্য এই কমল-কাননে কমলাস্বরূপ তোমার সখীরত্ন প্রাপ্ত হলেম।

দেবি। (করযোড়ে) নরনাথ, এ রত্ন রাজ-মুকুটেরই যোগ্যাভরণ বটে, আমাদেরও অদ্য নয়ন সফল হলো।

শর্ম্মি। (দেবিকার প্রতি) তবে সখি, সংবাদ কি বল দেখি?

দেবি। রাজনন্দিনি, বকাসুর মহাশয় তোমার নিকট বিদায় হয়েও পুনর্ব্বার একবার সাক্ষাৎ কত্যে নিতান্ত ইচ্ছুক ; তিনি পূর্ব্ব-দিকের বৃক্ষবাটিকাতে অপেক্ষা কচ্যেন, তোমার যেমন অনুমতি হয়।

রাজা। কোন্ বকাসুর?

শর্ম্মি। বকাসুর মহাশয় একজন প্রধান দৈত্য, তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎকারণেই আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেন।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) সে কি? আমি দৈত্যবর বকাসুর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে শ্রুত আছি, তিনি এক জন মহাবীর পুরুষ। তাঁর যথোচিত সমাদর না কল্যে আমার এ রাজধানীর কলঙ্ক হবে ; প্রিয়ে, চল, আমরা সকলে অগ্রসর হয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (স্বগত) এই ত মহিষীর পরি-চারিকাদের উদ্যান ; তা কৈ, মহারাজ কোথায়? রক্ষক বেটা মিথ্যা কথা বললে না কি? কি আপদ্! প্রিয় বয়স্য অস্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুনলেই একেবারে নেচে উঠেন! ছি! ক্ষত্র-জাতির কি দুঃস্বভাব! এ'দের কবিভায়ারা যে নরব্যাঘ্র বলেন, সে কিছু অযথার্থ নয়। দেখ দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য গৃহের বাহির হতে পারে? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু সুখের শরীর নয় ; তবুও আমার যে এ রৌদ্রে কত ক্লেশ বোধ হচ্যে, তা বলা দুষ্কর! এই দেখ, আমি যেন হিমাচলশিখর হয়েছি, আমার গা থেকে যে কত শত নদ ও নদী নিঃসৃত হয়ে ভূতলে পড়ছে, তার সীমা নাই! (মস্তকে হস্ত দিয়া) উঃ! আমি গঙ্গাধর হলেম না কি? তা না হলে আমার মস্তকপ্রদেশে মন্দাকিনী যে এসে অবস্থিতি কচ্যেন, এর কারণ কি? যা হোক, মহারাজ গেলেন কোথায়? তিনি যে একাকী দস্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছেন, এ কথা শুনে পুর-বাসীরা সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর সৈন্যাধ্যক্ষেরা পদাতিকদল লয়ে তাঁর অন্বেষণে নানা দিকে ভ্রমণ কচ্যে। কি উৎপাত! ডাঙ্গায় বসে যে মাছ বড়শীতে অনায়াসে গাঁথা যায়, তার জন্যে কি জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, এও কিছু অসম্ভব নয়। দেখ, এই উদ্যানের চতুষ্পার্শ্বে রাণীর পরি-

চারিকারা বসতি করে। তারা সকলেই দৈত্য-কন্যা। শুনেছি, তারা না কি পুরুষকে ভেড়া করে রাখে। কে জানে, যদি তাদের মধ্যে কেউ আমাদের কন্দর্পস্বরূপ মহারাজের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মায়াবলে সেইরূপ করে থাকে, তবেই ত ঘোর প্রমাদ! (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ, তাও বটে, আমারও ত এমন জায়গায় দেখা দেওয়া উচিত কর্ম্ম নয়। যদিও আমি মহারাজের মতন স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ মন্মথ নই, তবু আমি যে নিতান্ত কদাকার তাও বলা যায় না। কে জানে, যদি আমাকেও দেখে আবার কোন মাগী ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত আমি গেলেম! তা ভেড়া হওয়া ত কখনই হবে না! আমি দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কি তা চলে? ও সব বরঞ্চ রাজাদের পোষায়; আমরা পেট ভরে খাব, আর আশীর্ব্বাদ করবো; এই ত জানি, তা সাত জন্ম বরং নারীর মুখ না দেখবো, তবু ত ভেড়া হতে স্বীকার হবো না—বাপ! (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও কি? ঐ না—এক মাগী আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে? ও বাবা, কি সর্ব্বনাশ! (বস্ত্রের দ্বারা মুখাবরণ) মাগী আমাব মুখটা না দেখতে পেলেই বাঁচি। হে প্রভু অনঙ্গ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এ বিপদ্ হতে রক্ষা কর! তা আর কি! এখন দেখচি, পালাতে পাল্যেই রক্ষা।

[বেগে পলায়ন।

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজগৃহ
রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। বয়স্য! আপনি অদ্য এত বিরস-বদন হয়েছেন কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর ভাই! সর্ব্বনাশ হয়েছে! হা বিধাতঃ, এ দুস্তর বিপদার্ণব হতে কিসে নিস্তার পাব।

বিদূ। সে কি মহারাজ? ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। আর ভাই বলবো কি? যেমন কোন পোতবণিক্ ঘোরতর অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে পথ হারালে, ব্যাকুলচিত্তে কোন দিঙ্‌নির্ণায়ক নক্ষত্রের প্রতি সহায়, বিবেচনায় মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিপাত করে, আমি সেইরূপ এই অপার বিপদ্-সাগরে পতিত হয়ে পরমকারুণিক পরমেশ্বরকে একমাত্র ভরসাজ্ঞানে সর্ব্বদা মানসে ধ্যান কর্চি! হে জগৎপিতঃ, এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন।

বিদূ। (স্বগত) এ ত কোন সামান্য ব্যাপার নয়! ত্রিভুবনবিখ্যাত, রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি যে এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছেন, কারণটাই কি? (প্রকাশে) মহারাজ! ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। কি আর বলবো ভাই! এবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত; এত দিনের পর রাণী আমার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার বিষয় সকলই অবগত হয়েছেন।

বিদূ। বলেন কি মহারাজ? তা এ যে অনিষ্ট ঘটনা, তার কোন সন্দেহ নাই; ভাল, রাজমহিষী কি প্রকারে এ সকল বিষয় জানতে পাল্যেন?

রাজা। সখে, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? বিধাতা বিমুখ হলে, লোকের আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। মহিষী অদ্য সায়ংকালে অনেক যত্নপূর্ব্বক তাঁর পরি-চারিকাদের উদ্যানে ভ্রমণ করতে আমাকে আহ্বান করেছিলেন; আমিও তাতে অস্বীকার হতে পাল্যেম না। সুতরাং আমরা উভয়ে তথায় ভ্রমণ করতে করতে প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার গৃহের নিকটবর্ত্তী হলেম। ভাই হে, তৎকালে আমার অন্তঃকরণ যে কি প্রকার উদ্বিগ্ন হলো, তা বলা দুষ্কর।

বিদূ। বয়স্য! তার পর?

রাজা। আমাকে দেখে প্রিয়তমা প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র তাদের বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করে প্রফুল্লবদনে উদ্ধর্ব্বশ্বাসে আমার নিকট এলো এবং রাজমহিষীকে আমার সহিত দেখে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান রইলো।

বিদূ। কি দুর্ব্বিপাক! তার পর?

রাজা। রাজ্ঞী তাদের স্তব্ধ দেখে মৃদু-স্বরে বল্লেন, হে বৎসগণ, তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করো না। এই কথা শুনে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সক্রোধে স্বীয় কোমল বাহু আস্ফালন করে বল্লে, আমরা কাকেও শঙ্কা করি না, তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের জননী নও, —তিনি হলে আমাদের কত আদর কত্তোন।

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! বয়স্য, তার পর কি হলো?

রাজা। সে কথার আর বলবো কি? তৎকালে আমার মস্তক কুলালচক্রের ন্যায় একেবারে ঘূর্ণায়মান হতে লাগলো, আর মনে মনে চিন্তা কল্যেম, যদি এ সময়ে জগন্মাতা বসুন্ধরা দ্বিধা হন, তা হলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁতে প্রবেশ করি! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদূ। বয়স্য! আপনি যে একেবারে নিস্তব্ধ হলেন।

রাজা। আর ভাই! করি কি বল! রাজ-মহিষী তৎকালে আমাকে আর প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠাকে যে কত অপমান, কত ভর্ৎসনা করলেন, তার আর সীমা নাই। অধিক কি বলবো, যদ্যপি তেমন কটুবাক্য স্বয়ং বাগ্দেবীর মুখ হতে বহির্গত হতো, তা হলে আমি তাও সহ্য করতেম না, কিন্তু কি করি? রাজমহিষী ঋষিকন্যা, বিশেষতঃ প্রিয়া শর্ম্মিষ্ঠার সহিত তাঁর চিরবাদ। (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদূ। বয়স্য! সে যথার্থ বটে; কিন্তু আপনি এ বিষয়ে অধিক চিন্তাকুল হবেন না। রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নির্ব্বাণ হবে। দেখুন, আকাশমণ্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, প্রবল ঝটিকা কিছু চিরকাল বয় না।

রাজা। সখে, তুমি মহিষীর প্রকৃতি প্রকৃত-রূপে অবগত নও। তিনি অত্যন্ত অভি-মানিনী।

বিদূ। বয়স্য! যে স্ত্রী পতিপ্রাণা, সে কি কখন আপনার প্রিয়তমকে কাতর দেখতে পারে?

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কর, যে আমি রাজমহিষীর নিমিত্তেই এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছি? মৃগীর ভয়ে কি মৃগরাজ ভীত হয়? যে কোমল বাহু পুষ্প-শরাসনে গুণযোজনায় ক্লান্ত হয়, এতাদৃশ বাহুকে কি কেউ ভয় করে?

বিদূ। তবে আপনার এতাদৃশ চিন্তাকুল হবার কারণ কি?

রাজা। সখে, যদ্যপ রাণী এ সকল বৃত্তান্ত তাঁর পিতা মহর্ষি শুক্রাচার্য্যকে অবগত করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপস্বীর কোপাগ্নি হতে আমাকে কে উদ্ধার করবে? যে হুতাশন প্রজ্বলিত হলে স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ড কম্পায়মান হন, সে হুতাশন হতে আমি দুর্ব্বল মানব কি প্রকারে পরিত্রাণ পাবো? (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! হায়! শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করে আমি কি কুকর্ম্মই করেছি! (চিন্তা করিয়া) হা রে পাষণ্ড নির্ব্বোধ অন্তঃকরণ! তুই সে নিরুপমা নারীকে কেমন করে নিন্দা করিস, যার সহিত তুই মর্ত্ত্যে স্বর্গভোগ করেছিস? হা নিষ্ঠুর! তুই যে এ পাপের যথোচিত দণ্ড পাবি, তার আর কোন সন্দেহ নাই! আহা, প্রেয়সি! যে ব্যক্তি তোমার নিমিত্তে প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে উদ্যত, সেই কি তোমার দুঃখের মূল হলো! হা চারুহাসিনি! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! হা প্রিয়ে! হা আমার হৃৎসরোবরের পদ্মিনি!

বিদূ। বয়স্য! এ বৃথা খেদোক্তি করেন কেন? চলুন, আমরা উভয়ে মহিষীর মন্দিরে যাই, তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা, আর পতি-পরায়ণা, তিনি আপনাকে এতাদৃশ কাতর দেখলে অবশ্যই ক্রোধ সম্বরণ করবেন।

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কচ্যো, যে মহিষী এ পর্য্যন্ত এ নগরীতে আছেন?

বিদূ। (সসম্ভ্রমে) সে কি মহারাজ? তবে রাজমহিষী কোথায়?

রাজা। ভাই, তিনি সখী পূর্ণিকাকে সঙ্গে লয়ে যে কোথায় গিয়েছেন, তা কেউ বল্লতে পারে না।

বিদূ। (ত্রস্ত হইয়া) মহারাজ! এ কি সর্ব্বনাশের কথা! যদ্যপি রাজ্ঞী ক্রোধাবেশে দৈত্যদেশেই প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল গেল! আপনি এ বিষয়ের কি উপায় করেছেন?

রাজা। আর কি করবো? আমি জ্ঞানশূন্য

ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, ভাই!

বিদু। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, আর কি বিলম্ব করা উচিত। চলুন, চলুন, অতি ত্বরায় পবনবেগশালী অশ্বারূঢ়গণকে মহিষীর অন্বেষণে পাঠান যাকগে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরীনিকটস্থ যমুনা নদীতীরে অতিথিশালা

শুক্রাচার্য্য ও কপিলের প্রবেশ

শুক্র। আহা, কি রম্য স্থান! ভো কপিল! ঐ পরিদৃশ্যমানা নগরী কি মহাত্মা, মহাতেজাঃ, পরন্তপ চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তিগণের রাজধানী?

কপি। আজ্ঞা হাঁ।

শুক্র। আহা, কি মনোহর নগরী! বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্ম্মা ঐ সকল অট্টালিকা, পরিখাচয় আর তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য প্রীতিকর বস্তু, কুবেরপুরী অলকা আর ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে লজ্জা দিবার নিমিত্তেই পৃথিবীতে নির্ম্মাণ করেছেন।

কপি। ভগবন্, ঐ প্রতিষ্ঠানপুরী, বাহুবলেন্দ্র, রাজচক্রবর্ত্তী নহুষপুত্র যযাতির উপযুক্তই রাজধানী, কারণ, তাঁর তুল্য বেদ-বেদাঙ্গপারগ, পরমধার্ম্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি মনুজেন্দ্র সকলের মধ্যে দেবেন্দ্রের ন্যায় স্থিতি করেন।

শুক্র। আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দেবযানীকে এতাদৃশ সুপাত্রে প্রদান করা উত্তম কর্ম্মই হয়েছে।

কপি। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি?

শুক্র। বৎস, বহুদিবসাবধি আমার পরম স্নেহপাত্রী দেবযানীর চন্দ্রানন দর্শন করি নাই এবং তার যে সন্তানদ্বয় জন্মেছে, তাদেরও দেখতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। সেই জন্যেই ত আমি এদেশে আগমন করেছি; কিন্তু অদ্য ভগবান্ আদিত্য প্রায় অস্তাচলে গমন কল্লেন; অতএব এ মুখ্য কালবেলার সময়; তা এই ক্ষণে রাজধানী প্রবেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে বৎস, অদ্য এই নিকটবর্ত্তী অতিথিশালায় বিশ্রামের আয়োজন কর।

কপি। প্রভু, যথা ইচ্ছা!

শুক্র। বৎস! তুমি এ দেশের সমুদয় বিশেষভাবে অবগত আছ, কেন না, দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে তুমিই রাজা যযাতিকে আহ্বানার্থে আগমন করেছিলে; অতএব তুমি কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্যাদি আহরণ কর। দেখ, এক্ষণে ভগবান্ মার্ত্তণ্ড অস্তাচলচূড়াবলম্বী হলেন, আমি সায়ংকালের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করি।

কপি। ভগবন্! আপনার যেমন অভিরুচি।

[কপিলের প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) যে পর্যন্ত কপিল প্রত্যাগমন না করে তদবধি আমি এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ করি। (বৃক্ষমূলে উপবেশন।)

দেবযানী এবং পূর্ণিকার ছদ্মবেশে প্রবেশ

পূর্ণি। (দেবযানীর প্রতি) মহিষি! আপনার মুখে যে আর কথাটি নাই!

দেব। সখি, এ নির্জ্জন স্থান দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্যে। আমরা যে কি প্রকারে সেই দূরতর দৈত্যদেশে যাব, আর পথিমধ্যে যে আমাদিগকে কে রক্ষা করবে, তা ভাবলে আমার বক্ষঃস্থল সুখয়ে উঠে।

পূর্ণি। মহিষি! এ আমারও মনের কথা, কেবল আপনার ভয়ে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারি নাই। আমার বিবেচনায়, আমাদের রাজান্তঃপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত।

দেব। (সক্রোধে) তোমার যদি এমনই ইচ্ছা থাকে তবে যাও না কেন? কে তোমাকে বারণ কচ্যে?

পূর্ণি। দেবি, ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই ছায়ার ন্যায় আপনার পশ্চাদ্গামিনী হব।

দেব। সখি, তুমি কি আমাকে ঐ পাপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও পরামর্শ দাও? এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপী, কৃতঘ্ন পুরুষের

মুখ কি আমার আর দেখা উচিত? সে দুরাচার তার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠাকে লয়ে সুখে রাজ্যভোগ করুক, সে শর্ম্মিষ্ঠাকে রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা করে তাকে লয়ে পরমসুখে কাল-যাপন করুক! তার সঙ্গে আমার আর কি সম্পর্ক? তবে আমার দুইটি শিশু সন্তান আছে, তাদের আমি আমার পিত্রাশ্রমে শীঘ্র আনাবো। তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, তাদের রাজ্যভোগে প্রয়োজন কি? শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রেরা রাজ্যভোগে পরমানন্দে কালাতিপাত করুক। আহা! আমার কি কুলগ্নেই সেই দুরাচার, দুঃশীল, দুষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল! আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের কি এই প্রতিফল? যাকে সুশীতল চন্দনবৃক্ষ ভেবে আশ্রয় কল্যেম, সে ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো! হায়! হায়! আমার এমন দুর্ম্মতি কেন উপস্থিত হয়েছিল। আমি আপন হস্তে খড়্গ তুলে আপনার মস্তকচ্ছেদ করেছি! আহা, যাকে রত্ন ভেবে অতিযত্নে বক্ষঃস্থলে ধারণ কল্যেম, সেই আবার কালক্রমে প্রজ্বলিত অনল হয়ে বক্ষঃস্থল দহন কল্যে! (রোদন) হায় রে বিধি! তোর কি এই উচিত? আমি এ দুরাচারের প্রতি অনুরক্ত হয়ে কি দুষ্কর্ম্মই করেছি। এমন পতি থাকা না থাকা দুই তুল্য; তা যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল পেলেম।

পূর্ণি। রাজ্ঞি! আপনি একে ত মহর্ষি-কন্যা, তাতে আবার রাজগৃহিণী, আপনি এইটি বিবেচনা করুন দেখি, আপনার কি এমন অমঙ্গল কথা সধবা হয়ে মুখেও আনা উচিত। —(অর্দ্ধোক্তি।)

দেব। সখি, আমাকে তুমি সধবা বল কেন? আমার কি স্বামী আছে? আমি আমার স্বামীকে শর্ম্মিষ্ঠারূপ কালভুজঙ্গিনীর কোলে সমর্পণ করে এসেছি! হা বিধাতঃ—(মূর্চ্ছা-প্রাপ্তি।)

পূর্ণি। এ কি! এ কি! রাজমহিষী যে অচৈতন্য হলেন? ওগো এখানে কে আছ, শীঘ্র একটু জল আন ত! শীঘ্র! শীঘ্র! হায়! হায়! হায়! আমি কি করবো! এ অপরিচিত স্থান! বোধ হয়, এখানে কেউ নাই। আমিই বা রাজমহিষীকে এমন স্থানে এ অবস্থায় একলা রেখে যমুনায় কেমন করে জল আনতে যাই? কি হলো! কি হলো! হায় রে বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? যাঁর ইঙ্গিতে শত শত দাস দাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান হতো, তিনি এখন ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্যেন, তবুও এমন একটি লোক নাই, যে তাঁর নিকটে একটু থাকে! আহা, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়? (রোদন।)

শুক্র। (গাত্রোত্থান ও অগ্রসর হইয়া) কার যেন রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হচ্যে না?—(নিকটে আসিয়া পূর্ণিকার প্রতি) কল্যাণি! তুমি কে? আর কি জন্যেই বা এতাদৃশী কাতর হয়ে এ নির্জ্জন স্থানে রোদন কচ্যো? আর এই যে নারী ভূতলে পতিতা আছেন, ইনিই বা তোমার কে?

পূর্ণি। মহাশয়, এ পরিচয়ের সময় নয়। আপনি অনুগ্রহ করে কিঞ্চিৎ কাল এখানে অবস্থিতি করুন, আমি ঐ যমুনা হতে জল আনি।

[প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। এ স্ত্রীলোকেরা মায়াবিনী রাক্ষসী—কি যথার্থই মানবী, তাও ত কিছু নির্ণয় কত্যে পারি না।

দেব। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া) হা দুরাচার পাষণ্ড! হা নরাধম! তুই ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ-কন্যাকে পেয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাত্র জ্ঞান হয় নাই।

শুক্র। (স্বগত) কি চমৎকার! বোধ কার, এ স্ত্রীলোকটি কোন পুরুষকে ভর্ৎসনা করিতেছে।

দেব। যাও যাও! তুমি অতি নির্লজ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না; আমি কি শর্ম্মিষ্ঠা? চণ্ডালে চণ্ডালে মিলন হওয়া উচিত বটে। আমি তোমার কে? মধুস্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি একত্রে বসতি করতে পারে? শৃগালের সহিত কি সিংহীর কখন মিত্রতা হয়? তুমি রাজ-চক্রবর্ত্তী হলেই বা, তোমাতে আমাতে যে কত দূর বিভিন্নতা, তা কি তুমি কিছুই জান না? আমি দেব-দৈত্য-পূজিত মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের

কন্যা—(পুনঃমূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

শুক্র। (স্বগত) এ কি! আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তেছি? শিব! শিব! আর যে নিদ্রায় আবৃত আছি, তাই বা কি প্রকারে বলি? ঐ যে যমুনা কল্লোলিনীর স্রোতঃকলরব আমার শ্রুতিকুহরে প্রবেশ কচ্চো। এই যে নবপল্লবগণ মন্দমন্দ সুগন্ধ গন্ধবহের সহিত কেলি কর্‌তেছে। তবে আমি এ কি কথা শুনলেম? ভাল, দেখা যাক দেখি! এ নারীটি কে? (অবগুণ্ঠন খুলিয়া।) আহা! এ যে প্রাণাধিকা বৎসা দেবযানী! যে অষ্টাদশ বর্ষাগ্রে শশিকলা ছিল, সে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্রের শোভা প্রাপ্ত হয়েছে। তা এ দশায় এ স্থলে কি জন্যে? আমি যে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্যি না, আমি যে জ্ঞানশূন্য—(অর্দ্ধোক্তি।

পূর্ণিকার পুনঃপ্রবেশ

পূর্ণি। মহাশয়, সরুন সরুন, আমি জল এনেছি। (মুখে জল প্রদান।)

দেব। (সচেতন হইয়া) সখি পূর্ণিকে! রাত্রি কি প্রভাতা হয়েছে? প্রাণেশ্বর কি গাত্রোত্থান করে বহির্গমন করেছেন? (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) অয়ি পূর্ণিকে! এ কোন্ স্থান?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! প্রথমে গাত্রোত্থান করুন, পরে সকল বৃত্তান্ত বলা যাবে।

দেব। (গাত্রোত্থান ও শুক্রাচার্যকে অবলোকন করিয়া জনান্তিকে) অয়ি পূর্ণিকে! এ মহাত্মা মহাতেজাঃ ঋষিতুল্য ব্যক্তিটি কে?

শুক্র। বৎসে! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। ভগবন্! আপনি কি আজ্ঞা কচ্চেন?

শুক্র। বৎসে! বলি, আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। (পুনরবলোকন করিয়া) আর্য্য! আর্দ্দ্রান—হা পিতঃ! হাঃ পিতঃ! (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ।) পিতঃ, বিধাতাই দয়া করে এ সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন! (রোদন।)

শুক্র। কেন কেন? কি হয়েছে? আমি যে এর মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পাচ্যি না। তোমার কুশল সংবাদ বল। (উত্থাপন ও শিরশ্চুম্বন।)

দেব। হে পিতঃ, আপনি আমাকে এ দুঃখানল হতে ত্রাণ করুন। (রোদন।)

শুক্র। বৎসে! ব্যাপারটা কি, বল দেখি? তুমি এত চঞ্চল হয়েছো কেন? এত যে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তোমাকে দেখতে এলেম, তা তোমার সহিত এ স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো, তুমি রাজগৃহিণী, তাতে আবার কুলবধূ, তোমার কি রাজান্তঃপুরের বহির্গামিনী হওয়া উচিত? তুমি এ স্থানে, এ অবস্থায় কি নিমিত্তে?

দেব। হে পিতঃ, আপনার এ হতভাগিনী দুহিতার আর কি কুল মান আছে? (রোদন।)

শুক্র। সে কি? তুমি কি উন্মত্তা হয়েছো? (স্বগত) হা হতোঽস্মি! এ কি দুর্দ্দৈব। (প্রকাশে) বৎসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন?

দেব। ভগবন্, আপনি দেবদানবপূজিত মহর্ষি। আপনি সে নরাধমের নামও ওষ্ঠাগ্রেও আনবেন না।

শুক্র। (সক্রোধে) রে দুষ্ট পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা কবিস?

দেব। (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ) হে পিতঃ! আপনি আমাকে দুর্জ্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল; হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখব না।

শুক্র। (বিষণ্ণবদনে) এ কি বিষম বিভ্রাট! বৃত্তান্তটাই কি, বল না কেন?

দেব। (নিরুত্তরে বোদন)।

শুক্র। অয়ি পূর্ণিকে! ভাল, তুমিই বল দেখি, কি হয়েছে?

পূর্ণি। ভগবন্! আমি আর কি বলবো!

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ! আমার দুঃখের কথা আর কি বলবো? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডালাপেক্ষাও অধম।

শুক্র। কি সর্ব্বনাশ! এ কি কথা?

দেব। তাত! সে দুশ্চারিণী দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।

শুক্র। আঃ! এরই নিমিত্তে এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই? বৎসে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না?

দেব। তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করবে?

শুক্র। ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখনি আমি জানি, যে এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্ব্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা উচিত ছিল!

দেব। পিতঃ, আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপ দ্বারা উচিত শাস্তি প্রদান করুন (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ)।

শুক্র। (কর্ণে হস্ত দিয়া) নারায়ণ! নারায়ণ! বৎসে! আমি এ কর্ম্ম কি প্রকারে করি? রাজা যযাতি পরম ধর্ম্মশীল ও পরম দয়ালু পুরুষ।

দেব। তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যমুনাসলিলে প্রাণত্যাগ করি।

শুক্র। (স্বগত) এও তো সামান্য বিপত্তি নয়! এখন করি কি? (প্রকাশে) তবে তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি তোমার স্বামীকে অভিশম্পাতে ভস্ম করি?

দেব। না না, তাত! তা নয়, আপনি সে দুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন যেন সে আর কোন কামিনীর মনোহরণ করতে না পারে।

শুক্র। (চিন্তা করিয়া) ভাল! তবে তুমি গাত্রোত্থান করে গৃহে পুনর্গমন কর, তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ, আমি ত আর সে দুরাচারের গৃহে প্রবেশ করবো না।

শুক্র। (ঈষৎ কোপে) তবে তোমার মনস্কামনাও সিদ্ধ হবে না।

দেব। তাত! আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন কত্যেই হবে; কিন্তু আমার প্রার্থনাটি যেন সুসিদ্ধ হয়;—সখি পূর্ণিকে, তবে চল যাই।

[দেবযানী ও পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) অপত্যস্নেহের কি অদ্ভুত শক্তি!—আবার তাও বলি, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে? যযাতির জন্মান্তরে কিঞ্চিৎ পাপসঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বা তার এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে? তা যাই, একটু নিভৃত স্থানে বসে বিবেচনা করি, এইক্ষণে কিরূপ কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—শর্ম্মিষ্ঠার গৃহসম্মুখস্থ উদ্যান
শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবিকার প্রবেশ

দেবি। রাজনন্দিনি, আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে?—আমি একটা আশ্চর্য্য দেখছি, যে কালে সকলই পরিবর্ত্ত হয়, কিন্তু দেবযানীর স্বভাব চিরকাল সমান রৈল! এমন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী কি আর দুটি আছে?

শর্ম্মি। সখি, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি? যদ্যপি আমি কোন মহামূল্য রত্নকে পরম যত্ন করি, আর যদি সে রত্নকে কেউ অপহরণ করে, তবে অপহর্ত্তাকে কি আমি তিরস্কার করি না?

দেবি। তা করবে না কেন?

শর্ম্মি। তবে সখি, দেবযানীকে কি তোমার ভর্ৎসনা করা উচিত? পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তম অমূল্য রত্ন কি আছে বল দেখি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, দেবযানী আমার অপমান করেছে বলে যে আমি রোদন কচ্যি, তা তুমি ভেবো না। দেখ সখি, আমার কি দুরদৃষ্ট! কি ছিলেম, কি হলেম! আবার যে কি কপালে আছে, তাই বা কে বলতে পারে? এই সকল ভাবনায় আমি একেবারে জীবন্মৃত হয়ে রয়েছি! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রাণেশ্বরের সে চন্দ্রানন দর্শন না কল্যে আমি আর প্রাণধারণ কিরূপে করবো? সখি, যেমন মৃগী তৃষ্ণায় নিতান্ত পীড়িতা হয়ে, সুশীতল জলাশয়কে ব্যাকুলা হয়, প্রাণনাথ বিরহে আমার প্রাণও সেইরূপ হয়েছে! (অধোবদনে রোদন।)

দেবি। রাজনন্দিনি, তুমি এত ব্যাকুল হইও না; মহারাজ অতি ত্বরায় তোমার নিকটে আসবেন।

শর্ম্মি। আর সখি! তুমিও যেমন, মিথ্যা

প্রবোধে কি আর মন মানে? (রোদন।)

দেবি। প্রিয়সখি, তোমার কি কিছু মাত্র ধৈর্য্য নাই? দেখ দেখি, কুমুদিনী দিবাভাগে তার প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহ্য করে; চক্রবাকীও তার প্রাণেশ্বর বিহনে একাকিনী সমস্ত যামিনী যাপন করে; তা তুমি কি আর, সখি, পতিবিচ্ছেদ ক্ষণমাত্র সহ্য করতে পার না?

শর্ম্মি। প্রিয়সখি, তুমি কি জান না, যে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর চিরকালের নিমিত্তে অস্তে গিয়েছেন। হায়! হায়! আমার বিরহরজনী কি আর প্রভাতা হবে? (রোদন।)

দেবি। প্রিয়সখি, শান্ত হও, তোমার এরূপ দশা দেখে তোমার শিশু সন্তানগুলিও নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর তোমার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদা রোদন কচ্চ্যে।

শর্ম্মি। হা বিধাতঃ, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমার কপালে কি এই ছিল? সখি, তুমি বরঞ্চ গৃহে যাও, আমার শিশুগুলিকে সান্ত্বনা করগে, আমি এই নির্জ্জন কাননে আরও একটু থেকে যাব।

দেবি। প্রিয়সখি, এ নির্জ্জন স্থানে একাকিনী ভ্রমণ করায় প্রয়োজন কি?

শর্ম্মি। সখি, তুমি কি জান না, যখন কুরঙ্গিণী বাণাঘাতে ব্যথিতা হয়, তখন কি সে আর অন্যান্য হরিণীগণের সহিত আমোদ প্রমোদে কালযাপন করে থাকে? বরঞ্চ নির্জ্জন বনে প্রবেশ করে একাকিনী ব্যাকুলচিত্তে ক্রন্দন করে, এবং সর্ব্বব্যাপী অন্তর্য্যামী ভগবান্ ব্যতিরেকে তার অশ্রুজল আর কেহই দেখতে পান না। সখি, প্রাণেশ্বরের বিরহবাণে আমারও হৃদয় সেইরূপ ব্যথিত হয়েছে, আমার কি আর বিষয়ান্তরে মন আছে?

(নেপথ্যে) অয়ি দেবিকে, রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন মা? এমন দুরন্ত ছেলেদের শান্ত করা কি আমাদের সাধ্য?

শর্ম্মি। সখি, ঐ শুন, তুমি শীঘ্র যাও।

দেবি। প্রিয়সখি, এ অবস্থায় তোমাকে একাকিনী রেখে, আমি কেমন করেই বা যাই; কিন্তু কি করি, না গেলেও ত নয়।

[প্রস্থান

শর্ম্মি। (স্বগত) হে প্রাণেশ্বর, তোমার বিরহে আমার এ দগ্ধ-হৃদয় যে কিরূপ চঞ্চল হয়েছে, তা আর কাকে বলবো। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করলে? হে জীবিতনাথ, তোমাকে সকলে দয়াসিন্ধু বলে, কিন্তু এ হতভাগিনীর কপালগুণে কি তোমার সে নামে কলঙ্ক হলো? হে রাজন্, তুমি দরিদ্রকে অমূল্য রত্ন প্রদান করে, আবার তা অপহরণ করলে? অন্ধকার রাত্রে অতি পথশ্রান্ত পথিককে আলোক দর্শন করিয়ে, তাকে ঘোরতর গহন কাননে এনে, দীপ নির্ব্বাণ করলে? (বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া) হা ভগবন্ অশোকবৃক্ষ, তুমি কত শত ক্লান্ত বিহঙ্গমচয়কে আশ্রয় দাও, কত জন্তুগণ তপনতাপে তাপিত হয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলে, সুশীতল ছায়া-দ্বারা তাদের ক্লান্তি দূর কর; তুমি পরম পরোপকারী; অতএব তুমিই ধন্য! হে তরুবর, যেমন পিতা কন্যাকে বরপাত্রে প্রদান করে, তুমিও আমাকে প্রাণেশ্বরের হস্তে তদ্রূপ প্রদান করেছ, কেন না, তোমার এই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় তিনি এ হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। হে তাত, এক্ষণে এ অনাথা হতভাগিনীকে আশ্রয় দাও। (রোদন) আহা! এই বৃক্ষতলে প্রাণনাথের সহিত কত যে সুখভোগ করেছি, তা বলতে পারি না। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হায়! সে সকল দিন এখন কোথায় গেল! হে প্রভো নিশানাথ, হে নক্ষত্রমণ্ডল, হে মন্দ মলয়সমীরণ, তোমাদের সম্মুখে আমি পূর্ব্বে যে সকল সুখানুভব করেছি, তা কি আমার জন্মের মত শেষ হলো? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! গত সুখের কথা স্মরণ হলে দ্বিগুণ দুঃখবৃদ্ধি হয় বৈ নয়।

গীত

[ঝিঝোটী—তাল মধ্যমান]

এই তো সে কুসুম-কানন গো,
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন।
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে,
সেই মত পিকবরে, স্বরে হরে মন।

সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন?
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন॥

আমরা এই স্থানে গানবাদ্যে যে কত সুখলাভ করেছি, তার পরিসীমা নাই, কিন্তু এক্ষণে সে সুখানুভব কোথায় গেল? আহা! কি চমৎকার ব্যাপার! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে আমার সকলই অসুখ। বীণার তার ছিন্ন হলে তার যেমন দশা ঘটে, জীবিতেশ্বর বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল সেইরূপ হয়েছে। আর না হবেই বা কেন? জলধরের প্রসাদ-অভাবে কি তরঙ্গিণী কলকলরবে প্রবাহিতা হয়? হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথা অধীনীকে একেবারে বিস্মৃত হলে? যে যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী মহৎ গিরিবরের আশ্রয় পেয়ে কিঞ্চিৎ সুখী হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে গিরিরাজ কি তাকে আশ্রয় দিতে একান্ত পরাঙ্মুখ হলেন। (অধোবদনে উপবেশন।)

রাজার একান্তে প্রবেশ

রাজা। (স্বগত) আহা! নিশাকরের নির্ম্মল কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে। যেমন কোন পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার অনুপম লাবণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অদ্য সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবরসলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে। নানাশব্দপূর্ণা ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্বিনীর ন্যায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। শত শত খদ্যোতিকাগণ উজ্জ্বল রত্নরাজির ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবান্তরে শোভিত হচ্চে। হে বিধাতঃ, তোমার এই বিপুল সৃষ্টিতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই সুখী! (চিন্তা করিয়া গমন।) মহিষীর অন্বেষণে নানা দিকে রথী আর অশ্বারূঢ়গণকে ত প্রেরণ করা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তা বৃথা ভেবেই বা আর কি ফল? বিধাতার মনে যা আছে তাই হবে। কিন্তু আমি প্রাণেশ্বরী শর্ম্মিষ্ঠাকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাবো? আহা! আমার নিমিত্তে প্রেয়সী যে কত অপমান সহ্য করেছেন, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (পরিক্রমণ।) ঐ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাণি-গ্রহণ করেছিলেম! আহা, সে দিন কি শুভ দিনই হয়েছিল।

শর্ম্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া) দেবযানীর কোপে আমি বাল্যাবস্থাতেই রাজভোগে বঞ্চিতা হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকেও হারালেম! হা বিধাতঃ, তুমি আমার সুখনাশার্থেই কি দেবযানীকে সৃষ্টি করেছো? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠাকে দেখিয়া সচকিতে) এ কি! এই যে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠা এখানে রয়েছেন।

শর্ম্মি। (রাজাকে দেখিয়া ও রাজার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া এবং হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রাণনাথ, আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছিলেম, না কোন দৈবমায়ায় বিমুগ্ধা ছিলেম? নাথ, আমি যে আপনার চন্দ্রবদন আর এ জন্মে দর্শন করবো, এমন কোন প্রত্যাশা ছিল না।

রাজা। কান্তে, তোমার নিকটে আমার আসতে অতি লজ্জা বোধ হয়।

শর্ম্মি। সে কি নাথ?

রাজা। প্রিয়ে, আমার নিমিত্ত তুমি কি না সহ্য করেছো?

শর্ম্মি। জীবিতনাথ, দুঃখ ব্যতিরেকে কি সুখ হয়? কঠোর তপস্যা না কল্যে ত কখন স্বর্গলাভ হয় না!

রাজা। আবার দেখ, মহিষী ক্রোধান্বিত হয়ে—

শর্ম্মি। (অভিমান সহকারে রাজার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া) মহারাজ, তবে আপনি অতিত্বরায় এ স্থান হতে গমন করুন! কি জানি, এখানে মহিষীর আগমনেরও সম্ভাবনা আছে!

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রিয়ে, তুমিও কি আমার প্রতি প্রতিকূল হলে? আর না হবেই বা কেন? বিধি বাম হলে

সকলেই অনাদর করে।

শর্ম্মি। প্রাণেশ্বর, আপনি এমন কথা মুখে আনবেন না। বিধাতা আপনার প্রতি কেন বিমুখ হবেন? আপনার আদিত্যতুল্য প্রতাপ, কুবেরতুল্য সম্পত্তি, কন্দর্পতুল্য রূপলাবণ্য—আর তায় আপনার মহিষীও দ্বিতীয় লক্ষ্মী-স্বরূপা।

রাজা। প্রিয়ে, রাজমহিষীর কথা আর উল্লেখ করো না, তিনি প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ করে কোন্ দেশে যে প্রস্থান করেছেন, এ পর্য্যন্ত তার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় নাই।

শর্ম্মি। সে আবার কি, মহারাজ?

রাজা। প্রিয়ে, বোধ হয়, তিনি রোষাবেশে পিত্রালয়ে গমন করে থাকবেন।

শর্ম্মি। এ কি সর্ব্বনাশের কথা! আপনি এই মুহূর্ত্তেই রথারোহণে দৈত্যদেশে গমন করুন, আপনি কি জানেন না, যে গুরু শুক্রাচার্য্য মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ! তাঁর এত দূর ক্ষমতা আছে, যে তিনি কোপানলে এই ত্রিভুবনকে ভস্ম করতে পারেন।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্তু তোমাকে একাকিনী রেখে আমি দৈত্যদেশে ত কোন মতেই গমন কত্যে পারি না। ফণী কি শিরোমণি কোথাও রেখে দেশান্তরে যায়?

শর্ম্মি। প্রাণনাথ, আপনি এ দাসীর নিমিত্তে অধিক চিন্তা করবেন না; আমি বালকগুলিনকে লয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পোষণ করবো। আপনি কি গুরুকোপে এ বিপুল চন্দ্রবংশের সর্ব্বনাশ কত্যে উদ্যত হয়েছেন?

রাজা। প্রাণেশ্বরি, তোমাপেক্ষা চন্দ্রবংশ কি আমার প্রিয়তর হলো? তুমি আমার—(স্তব্ধ।)

শর্ম্মি। এ কি! প্রাণবল্লভ যে অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হলেন। কেন, কেন, কি হলো?

রাজা। প্রিয়ে, যেমন রণভূমিতে বক্ষঃস্থলে শেলাঘাত হলে পৃথিবী একবারে অন্ধকারময় বোধ হয়, আমার সেইরূপ—(ভূতলে অচেতন হইয়া পতন।)

শর্ম্মি। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা প্রাণনাথ! হা দয়িত! হা প্রাণেশ্বর! হা রাজচক্রবর্ত্তিন্! তুমি এ হতভাগিনীকে কি যথার্থই পরিত্যাগ করলে? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন) হায়! হায়! বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! হা রাজকুলতিলক!

দেবিকার পুনঃপ্রবেশ

দেবি। প্রিয়সখি, তুমি কি নিমিত্তে—(রাজাকে অবলোকন করিয়া) হায়! হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ! এ পূর্ণ শশধর ধূলায় লুণ্ঠিত কেন? হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া এবং মৃদুস্বরে) প্রেয়সি শর্ম্মিষ্ঠে! আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও, আমার শরীর অবসন্ন হলো, আর আমার প্রাণ কেমন কচ্যে; অদ্যাবধি আমার জীবন-আশা শেষ হলো।

শর্ম্মি। (সজলনয়নে) হা প্রাণেশ্বর, এ অনাথাকে সঙ্গে কর! আমি মাতা, পিতা, বন্ধুবান্ধব সকলই পরিত্যাগ করে কেবল আপনারই শ্রীচরণে শরণ লয়েছি! এ নিতান্ত অনুগত অধীনীকে পরিত্যাগ করা আপনার কখনই উচিত নয়।

দেবি। প্রিয়সখি, এ সময়ে এত চঞ্চল হলে হবে না! চল, আমরা মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাই।

শর্ম্মি। সখি, যাতে ভাল হয় কর, আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি।

[উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (কর্ণপাত করিয়া স্বগত) এ কি? রাজান্তঃপুরে যে সহসা এত ক্রন্দনধ্বনি আর হাহাকার শব্দ উঠলো, এর কারণ কি? প্রিয় বয়স্যেরও অনেকক্ষণ হলো, দর্শন পাই নাই, ব্যাপারটা কি? দ্বারপালের নিকট শুনলেম, যে মহিষী পূর্ণিকার সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, তা তাঁর নিমিত্তে ত আর কোন চিন্তা নাই—তবে এ কি?

একজন পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! হা রে পোড়া বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? হায়! হায়! কি হলো?

বিদূ। (ব্যগ্রভাবে) কেন কেন? ব্যাপারটা কি?

পরি। তুমি কি শুনিনি না কি? হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! আমরা কোথায় যাব? আমাদের কি হবে? (রোদন করিতে করিতে বেগে প্রস্থান।)

বিদূ। (স্বগত) দূর মাগী লক্ষ্মীছাড়া? তুই ত কেঁদেই গেলি, এতে আমি কি বুঝলেম? (চিন্তা করিয়া) রাজপুরে যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়েছে, তার আর সংশয় নাই, কিন্তু—

মন্ত্রীর প্রবেশ

মহাশয়, ব্যাপারটা কি?

মন্ত্রী। (সজলনয়নে) আর কি বলবো? এ কালসর্প—(অর্দ্ধোক্তি।)

বিদূ। সে কি? মহারাজকে কি সর্পে দংশন করেছে না কি?

মন্ত্রী। সর্পই বটে! মহারাজকে যে কাল-সর্পে দংশন করেছে, স্বয়ং ধন্বন্তরিও তার বিষ হতে রক্ষা করতে পারেন না; আর ধন্বন্তরিই বা কে? স্বয়ং নীলকণ্ঠ সে বিষ স্বকণ্ঠে ধারণ কত্তে ভীত হন? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

বিদূ। মহাশয়, আমি ত কিছুই বুঝতে পাল্যেম না।

মন্ত্রী। আর বুঝবে কি? গুরু শুক্রাচার্য্য মহারাজকে অভিসম্পাত করেছেন।

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! তা মহর্ষি ভার্গব এখানকার বৃত্তান্ত এত ত্বরায় কি প্রকারে জানতে পাল্যেন?

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস) এ সকল দৈবঘটনা। তিনি এত দিনের পর অদ্য সায়ংকালে এ নগরীতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বিদূ। তবে ত দৈবঘটনাই বটে! তা এখন আপনি কি স্থির কচ্চ্যেন, বলুন দেখি?

মন্ত্রী। আমি ত প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়েছি, তা দেখি, রাজপুরোহিত কি পরামর্শ দেন।

বিদূ। চলুন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই। হায়! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! আর আমার জীবন থাকায় ফল কি? মহারাজ, আপনিও যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে; তা আমি আর প্রাণধারণ করবো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাজ্ঞী দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ

পূর্ণি। রাজমহিষি, আর বৃথা আক্ষেপ করেন কেন? যে কর্ম্ম হয়েছে তার আর উপায় কি?

রাজ্ঞী। হায়! হায়! সখি, আমার মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে? আমি আমার হৃদয়-নিধি সাধ করে হারালেম, আমার জীবনসর্ব্বস্ব-ধন হেলায় নষ্ট কল্যেম। পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় হলো? হায়! হায়! আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মন্মথকে ভস্ম কল্যেম! হে জগন্মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি আমার মতন পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহ্য কচ্চ্যো? হে প্রভো নিশিনাথ! তোমার সুশীতল কিরণ যে এখনও আমাকে অগ্নি হয়ে দগ্ধ করচে না? সখি শমনও কি আমাকে বিস্মৃত হলেন? হায়! হায়! হা আমার কন্দর্প! আমি কি যথার্থই তোমাকে ভস্ম কল্যেম? (রোদন।)

পূর্ণি। রাজমহিষি, রতিপতি ভস্ম হলে, রতি দেবী যা করেছিলেন আপনিও তাই করুন। যে মহেশ্বর কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দগ্ধ করেছেন, আপনি তাঁরই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন।

রাজ্ঞী। সখি, আমি এ পোড়া মুখ আর ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি বলে দেখাবো? হা প্রাণনাথ, রাজকুলতিলক! হা নরশ্রেষ্ঠ! হায়! হায়! হায়! আমি এ কি কল্যেম! (রোদন।)

পূর্ণি। দেবি, চলুন, আমরা পুনরায় মহর্ষির নিকটে যাই। তা হলেই এর একটা উপায় হবে।

রাজ্ঞী। সখি, আমার এ পাপ হৃদয় কি সামান্য কঠিন। এ যে এখনও বিদীর্ণ হলো না! হায়! হায়! প্রাণনাথ আমাকে বল্যেন—"প্রেয়সি, তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবাসী হয়ে তপস্যায় এ জরাগ্রস্ত দেহভার পরিত্যাগ করি।" আহা! নাথের এ কথা শুনে আমার দেহে এখনও প্রাণ রৈল্যো! (রোদন।)

পূর্ণি। মহির্ষি, চলুন, আমরা ভগবান্ তাতের নিকটে যাই। তিনিই কেবল এ রোগের ঔষধ দিতে পারবেন। এখানে বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে?

[রাজ্ঞীর হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজদেবালয়সম্মুখে
বিদূষক এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ

বিদূ। আঃ! তোমরা যে বিরক্ত কল্যে? তোমরা কি উন্মত্ত হয়েছ? ঐ দেখ দেখি, সূর্য্যদেবের রথ আকাশমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত হয়েছে, আর এই পথপ্রান্তের বৃক্ষ-সকলও ছায়াহীন হয়ে উঠলো। তোমরা কি এ রাজধানীর সর্ব্বনাশ করবে না কি?

প্রথ। কেন মহাশয়?

বিদূ। কেন কি? কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্চো? বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হয়েছে, আমার এখনও স্নান আহ্নিক, আহারাদি কিছুই হলো না! যদি আমি ক্ষুধায় কি তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে, কি জানি, হঠাৎ এ রাজ্যকে একটা অভি-শাপ দিয়ে ফেলি তবে কি হবে, বল দেখি?

প্রথ। (সহাস্যবদনে) হাঁ, তা যথার্থ বটে! তা এর মধ্যে দুই প্রহর কি, মহাশয়? ঐ দেখুন, এখনও সূর্য্যদেব উদয়গিরির শিখর-দেশে অবস্থিত কচ্চোন। আর শিশিরবিন্দু সকল এখন পর্য্যন্তও মুক্তাফলের ন্যায় পত্রের উপর শোভমান হচ্চো।

বিদূ। বিলক্ষণ! তোমরা ত সকলি জান! (উদরে হস্ত দিয়া) ওহে, এই যে ব্রাহ্মণের উদর দেখচ, এটি সময় নির্ণয় কত্তে ঘটীযন্ত্র হতেও সুপটু। আর তোমরা এ ব্যক্তিটে যে কে তা ত চিনলে না; ইনি যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বিষয়ে আর্য্যভট্টের পিতামহ।

প্রথ। তার সন্দেহ কি? আপনি যে একজন মহাপণ্ডিত মনুষ্য, তা আমরা সকলেই বিলক্ষণ জানি।

দ্বিতী। (স্বগত) এ ত দেখচি, নিতান্ত পাগল, এর সঙ্গে কথা কইলে সমস্ত দিনেও ত কথার শেষ হবে না। (প্রকাশে) সে যা হোক মহাশয়, মহারাজ যে কিরূপে এ দুরন্ত অভিশাপ হতে পরিত্রাণ পেলেন, সে কথাটার যে কোন উত্তর দিলেন না?

বিদূ। (সহাস্য বদনে) ওহে, আমরা উদর-দেবের উপাসক, অতএব তাঁর পূজা না দিলে আমাদের নিকট কোন কর্ম্মই হয় না। বিশেষ জান ত, যে সকল কার্য্যেতেই অগ্রে ব্রাহ্মণ-ভোজনটা আবশ্যক।

দ্বিতী। (হাস্যমুখে) হাঁ, তা গোব্রাহ্মণের সেবা ত অবশ্যই কর্ত্তব্য।

বিদূ। বটে? তবে ভালই হলো; অগ্রে আমি ভোজন করবো, পরে তুমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই তোমার গোব্রাহ্মণ দুইয়েরি সেবা করা হবে।

প্রথ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসচেন।

বিদূ। ও কি ও? তোমরা কি এখন আমাকে ছেড়ে যাবে না কি? এ কি? ব্রাহ্মণ-সেবা ফেলে রেখে গোসেবা আগে?—হ্যা দেখ, আশা দিয়ে না দিলে তোমাদের ইহকালও নাই পরকালও নাই।

দ্বিতী। (হাস্যমুখে) না, না, আপনার সে ভয় নাই।

মন্ত্রী এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ

প্রথ। আসতে আজ্ঞা হোক, মহাশয়! মহারাজ যে কি প্রকারে আরোগ্য হয়েছেন, সেইটে শুনবার জন্যে আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়েছি, আপনি আমাদের অনুগ্রহ করে বলুন দেখি।

মন্ত্রী। মহাশয়! সে সব দৈব ঘটনা, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। রাণী মহারাজের সেইরূপ দুর্দ্দশা দেখে দুঃখে একেবারে উন্মত্তার ন্যায় হয়ে উঠলেন; পরে তাঁর প্রিয় সখী পূর্ণিকা তাঁকে একান্ত কাতরা ও অধীরা দেখে পুনরায় মহর্ষির নিকটে নিয়ে গেলেন। রাজমহিষী আপনার জনকের সমীপে নানাবিধ বিলাপ কল্যে পর, ঋষিরাজের অন্তঃ-

করণ দুহিতাস্নেহে আর্দ্র হলো, এবং তিনি বল্যেন, বৎসে, আমার বাক্য ত কখন অন্যথা হবার নয়, তবে কেবল তোমার স্নেহে আমি এই বলচি, যদি মহারাজের কোন পুত্র তাঁর জরাভার গ্রহণ করে, তা হলেই কেবল তিনি এ বিপদ্ হতে নিস্তার পান, এ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। রাণী এ কথা শ্রবণমাত্রেই গৃহে প্রত্যাগমন করলেন এবং মহারাজকেও এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করালেন। অনন্তর রাজা প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে আহ্বান করে বললেন, হে পুত্র, মহামুনি শুক্রের অভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্যি ; তুমি আমার বংশের তিলক, তুমি আমার এ জরারোগ সহস্র বৎসরের নিমিত্তে গ্রহণ কর, তা হলে আমি এ পাপ হতে পরিত্রাণ পাই। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার এ সহস্র বৎসর স্রোতের ন্যায় অতি ত্বরায় গত হবে। হে প্রিয়তম! জরারোগ হতে পরিত্রাণ পেলে আমার পুনর্জ্জন্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দাও, আমাকে এ পাপ হতে কিয়ৎকালের জন্যে মুক্ত করো।

প্রথ। আহা! কি দুঃখের বিষয়! মহাশয়, এতে রাজপুত্র যদু কি বল্লেন?

মন্ত্রী। রাজকুমার যদু পিতার এরূপ বাক্য শ্রবণে বিরস বদনে বল্যেন, হে পিতঃ, জরারোগের ন্যায় দুঃখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে কি আছে? জরারোগে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও কুৎসিত হয়, ক্ষুধা কি তৃষ্ণার কিছুই মাত্র উদ্রেক হয় না, আর সমস্ত সুখভোগে এককালে বঞ্চিত হতে হয় ; তা পিতঃ, আপনি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করুন।

প্রথ। ইঃ! কি লজ্জার কথা! এতে মহারাজ কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

মন্ত্রী। মহারাজ যদুর এই কথা শুনে তাকে সরোষে এই অভিসম্পাত প্রদান কল্যেন, যে তাঁর বংশে রাজলক্ষ্মী কখনই প্রতিষ্ঠিতা হবেন না।

প্রথ। হাঁ, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার আর সংশয় নাই। তার পর মহাশয়?

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ ক্রমে আর তিন সন্তানকে আনয়ন করে এইরূপ বল্যেন, তাতে সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধান্বিত হয়ে সকলকেই অভিশাপ দিলেন।

দ্বিতী। মহাশয়, কি সর্ব্বনাশ! তার পর? তার পর?

বিদু। আরে, তোমরা ত এক "তার পর" বলে নিশ্চিন্ত হলে, এখন এত বাক্যব্যয় কত্যে কি মন্ত্রী মহাশয়ের জিহ্বার পরিশ্রম হয় না? তা উনি দেখছি পঞ্চানন না হলে আর তোমাদের কথার পরিশেষ কত্যে পারেন না।

মন্ত্রী। অনন্তর মহারাজ এ চারি পুত্রের ব্যবহারে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হলেন, তা বলা দুঃসাধ্য। তিনি একবারে নিরাশ হয়ে অধোবদনে চিন্তাসাগরে মগ্ন হলেন। তার পর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার চরণে প্রণাম করে বললেন, পিতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা কল্যেন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাতে এ রোগ সমর্পণ করে স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করুন। আপনি আমার জীবনদাতা,—আপনি এ অতি সামান্য কর্ম্মে যদি পরিতৃপ্ত হন, তবে এ অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি আছে? মহারাজ পুত্রের এই কথা শুনে একেবারে যেন গগনের চন্দ্র হাতে পেলেন আর পুত্রকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে কোলে নিলেন।

প্রথ। আহা! রাজকুমার পুরুর কি শুভ লগ্নে জন্ম!

মন্ত্রী। মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হয়ে পুত্রকে এই বর দিলেন, যে পুত্র, তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হবে এবং তোমার বংশে রাজলক্ষ্মী কারাবন্ধার ন্যায় চিরকাল আবদ্ধা থাকবেন।

প্রথ। মহাশয়! তার পর?

মন্ত্রী। তার পর আর কি? মহারাজ জরামুক্ত হয়ে পুনরায় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছেন। আহা! মহারাজ যেন কন্দর্পের ন্যায় ভস্ম হতে পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করলেন ; এ কি সামান্য আহ্লাদের বিষয়।

প্রথ। মহাশয়, আমরা আপনার নিকট এ কথা শুনে এক্ষণে যথার্থ প্রত্যয় কল্যেম। তবে কয়েক দিনের পরে অদ্য রাজদর্শন হবে, আমরা সত্বর গমন করি। (নাগরিকদিগের প্রতি)

এসো হে, চলো রাজভবনে যাওয়া যাক।

মন্ত্রী। আমিও দেবদর্শনে গমন কচ্চি, আর অপেক্ষা করবো না।

[নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) মা কমলার প্রসাদে রাজ-সংসারে কোন খাদ্য দ্রব্যেরই অভাব নাই, এবং সকলেই এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি যথেষ্ট স্নেহও করে থাকে, কিন্তু তা বলে ঐ নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়াও ত উচিত নয়! পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ায় বড় আরাম হে! তা না হলে সদাশিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পূরেন কেন?

নটী ও মন্ত্রিগণের প্রবেশ

(সচকিতে) আহাহা! এ কি আশ্চর্য্য!—এ যে দেখছি তৃষ্ণা না এগিয়ে জল আপনি এগিয়ে আসচেন! ভাল, ভাল; যখন কপাল ফলে, তখন এমনিই হয়। (নটীর প্রতি) তবে তবে, সুন্দরি, এ দিকে কোথায় বল দেখি? তুমি কি স্বর্গের অপ্সরী মেনকা? ইন্দ্র কি তোমাকে আমার ধ্যানভঙ্গ কত্তে পাঠিয়েছেন।

নটী। কি গো ঠাকুর! আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র না কি?

বিদূ। হাঃ হাঃ হাঃ, প্রায় বটে। কি তা জান, আমি যেমন বিশ্বামিত্র, তুমিও তেমনি মেনকা! তা তুমি যখন এসেছ তখন ইন্দ্রত্ব আমার কি ছার! এসো এসো, মনোহারিণি এসো।

নটী। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি রাজসভায় যাচ্চি।

বিদূ। সুন্দরি, তুমি যেখানে, সেখানেই রাজসভা! আবার রাজসভা কোথা? তুমি আমার মনোরাজ্যের রাজমহিষী! (নৃত্য।)

নটী। (স্বগত) এ পাগল বামনের হাত থেকে পালাতে পেলে যে বাঁচি। (প্রকাশে) আরে, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়েছ না কি?

বিদূ। হাঁ তা বই কি? (নৃত্য।)

নটী। কি উৎপাত!

[বেগে প্রস্থান।

বিদূ। ধর ধর, ঐ চোর মাগীকে ধর! ও আমার অমূল্য মনোরত্ন চুরি করে পালাচ্চে।

[বেগে প্রস্থান।

প্রথম মন্ত্রী। ও আবার কি?

দ্বিতী ঐ। ওটা ভাঁড়, ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? চল আমরা যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাংক

প্রতিষ্ঠানপুরী, রাজসভা

রাজা যযাতি, রাজ্ঞী দেবযানী, বিদূষক,
পূর্ণিকা, পরিচারিকা, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি

রাজা। অদ্য কি শুভ দিন! বহু দিনের পর যে ভগবান্ ঋষিপ্রবরের শ্রীচরণ দর্শন করবো, এতে আমার কি আনন্দ হচ্চে!

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর, ভগবান্ তাতকে আনয়ন কত্তে মন্ত্রী মহাশয় কি একাকী গিয়েছেন?

রাজা। না, অন্যান্য সভাসদ্‌গণকেও তাঁর সঙ্গে পাঠান হয়েছে।

(নেপথ্যে) বম্ ভোলানাথ!

গীত

[রাগিণী বেহাগ, তাল জলদ তেতালা]

জয় উমেশ শংকর, সর্ব্বগুণাকর,
ত্রিতাপ সংহর, মহেশ্বর।
হলাহলাংকিত, কণ্ঠ সুশোভিত,
মৌলিবিরাজিত, সুধাকর ॥
পিনাকবাদক, শৃঙ্গনিনাদক,
ত্রিশূলধারক, ভয়ংকর।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, সুরেন্দ্রসেবিত,
পদাব্জপূজিত, পরাৎপর ॥

রাজা। (সচকিতে) ঐ যে মহর্ষি আগমন কচ্চেন! (সকলের গাত্রোত্থান।)

মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, কপিল, মন্ত্রী, ইত্যাদির প্রবেশ

শুক্র। হে মহীপতে, আপনাকে জগদীশ্বর চিরবিজয়ী এবং চিরজীবী করুন। (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার কল্যাণ হোক, আর চিরকাল সুখে থাক।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবন্, আপনকার পদার্পণে এ চন্দ্রবংশীয় রাজধানী এত দিনে পবিত্রা হলো, বসতে আজ্ঞা হোক। (কপিলের প্রতি) প্রণাম মুনিবর, বসুন। (সকলের উপবেশন)

কপি। মহারাজের কল্যাণ হোক! (দেবযানীর প্রতি) ভগিনি, তুমি চিরসুখিনী হও।

শুক্র। হে নরাধিপ, আমার প্রিয়তমা দৈত্যরাজনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা কোথায়?

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) আপনি শর্ম্মিষ্ঠা দেবীকে অতি ত্বরায় এখানে আনান।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

শুক্র। হে নরেশ্বর, আপনার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু যে এই বিপুল চন্দ্রবংশের প্রধান হবেন, এ জন্যেই বিধাতা আপনার উপর এ লীলা প্রকাশ করেন। যা হোক, আপনি কোন প্রকারে দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হবেন না। বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্তে পারে? (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার সন্তানদ্বয় অপেক্ষা সপত্নীতনয় পুরুর সম্মান বৃদ্ধি হলো বলে, এ বিষয়ে তুমি ক্ষোভ করো না, কেন না জগৎমাতা যা করেন, তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা মহাপাপ কর্ম্ম! বিশেষতঃ ভবিতব্যের অন্যথা কত্তে কে সক্ষম?

শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবিকার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

শর্ম্মি। আমি মহর্ষি ভার্গবের শ্রীচরণে প্রণাম করি আর এই সভাস্থ গুরুলোকদিগকে বন্দনা করি।

শুক্র। রাজনন্দিনি, বহু দিবসের পর তোমার চন্দ্রানন দর্শনে যে আমি কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, তা প্রকাশ করা দুষ্কর। কল্যাণি, তোমার অতি শুভ ক্ষণে জন্ম! যেমন অদিতি-পুত্র স্বীয় কিরণজালে সমস্ত ভূমণ্ডলকে আলোকময় করেন, তোমার পুত্র পুরুও আপন প্রতাপে সেইরূপ অখিল ধরাতল শাসন করবেন। তা বৎসে, অদ্যাবধি তুমি দাসীত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্তা হলে, আর দুঃখান্তেই নাকি সুখানুভব অধিকতর হয়, সেই নিমিত্তেই বুঝি বিধাতা তোমার প্রতি কিঞ্চিৎকাল বিমুখ হয়েছিলেন, তার মর্ম্ম অদ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হলো। (রাজার প্রতি) হে রাজন্, যেমন আমি আপনাকে পূর্ব্বে একটি কন্যারত্ন সম্প্রদান করেছিলেম, অধুনা এঁকেও আপনার হস্তে অর্পণ কল্যেম, আপনি এ কন্যারত্নের প্রতিও সমান যত্নবান্ হবেন। এখন এঁকেও গ্রহণ করে আপনার এক পার্শ্বে বসান।

রাজা। ভগবান্ মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (দেবযানীর প্রতি) কেমন প্রিয়ে, তুমি কি বল?

রাজ্ঞী। (সহাস্য মুখে) নাথ, এত দিনে কি আমার অনুমতির সাপেক্ষা হলো?

শুক্র। বৎসে, তুমিও তোমার সপত্নী অথচ আবাল্যের প্রিয়সখী শর্ম্মিষ্ঠাকে যথোচিত সম্মান কর;—আর আপনার সহোদরার ন্যায় এঁর প্রতি পূর্ব্বমত স্নেহ মমতা করবে।

রাজ্ঞী। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠার কর গ্রহণ করিয়া) প্রিয়সখি, আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর।

শর্ম্মি। প্রিয়সখি, তোমার দোষ কি? এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়!

রাজ্ঞী। সে যা হোক, সখি, অদ্যাবধি আমাদের পূর্ব্বপ্রণয় সঞ্জীবিত হলো। এখন এসো, দুই জনেই পতিসেবায় কিছু দিন সুখে যাপন করি। (রাজার প্রতি) মহারাজ, এক বিশাল রসাল তরুবর, মালতী আর মাধবী উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হলো।

রাজা (প্রফুল্ল মুখে উভয়কে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া) অদ্য এক বৃন্তে যুগল পারিজাত প্রস্ফুটিত। (আকাশে কোমল বাদ্য।)

শুক্র। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে, ইন্দ্রের অপ্সরীরা, এই মাঙ্গলিক ব্যাপারে দেবতাদের অনুকূলতা প্রকাশ করণার্থে উপস্থিত হয়েছেন।

(আকাশে পুষ্পবৃষ্টি।)

বিদু। মহারাজ, এতক্ষণ ত আকাশের আমোদ হলো, এখন কিছু মর্ত্ত্যের আমোদ হলে ভাল হয় না? নর্ত্তকীরা এসেছে, অনুমতি হয় ত এখানে আনয়ন করি।

রাজা। (হাস্যমুখে) ক্ষতি কি?

বিদূ। মহারাজ, ঐ দেখুন, নটীরা নৃত্য কত্যে কত্যে সভায় আসচে। (জনান্তিকে রাজার প্রতি) বয়স্য, দেখুন! মলয় মারুতের স্পর্শ-সুখানুভবে সরসী হিল্লোলিতা হলে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এরাও সেইরূপ মনোহর-রূপে নেচে নেচে আসচে!

রাজা। (সহাস্যবদনে জনান্তিকে) সখে, বরঞ্চ বল, যে যেমন মন্দ প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পঞ্চ স্বর তরঙ্গে তদ্রূপ প্লবমানা হয়ে এ দিকে আসচে।

চেটীদিগের প্রবেশ

চেটী। (প্রণাম করিয়া) রাজদম্পতী চির-বিজয়িনী হউন। (নৃত্য।)

রাজা। আহা! কি মনোহর নৃত্য! সখে মাধব্য, এদের যথোচিত পুরস্কার প্রদানে অনুমতি কর।

শুক্র। এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো! হে রাজন্, এখন আশীর্ব্বাদ করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরম-সুখে কালযাপন কর, এবং শর্ম্মিষ্ঠার কীর্ত্তিপতাকা ধরাতলে চিরকাল উড্ডীয়মানা থাকুক।

রাজা। ভগবন্, সিদ্ধবাক্য অমোঘ; আমি ঐহিক সুখের চরম লাভ অদ্যই করলেম।

যবনিকা পতন

ইতি শর্ম্মিষ্ঠা নাটক সমাপ্ত

একেই কি বলে সভ্যতা ?

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র ঃ কর্ত্তা মহাশয়। নব বাবু। কালী বাবু। বাবাজী। বৈদ্যনাথ। বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, যন্ত্রীগণ, খানসামা, বেহারা, দরওয়ান, মালী, বরফওয়ালা, মুটিয়াদ্বয়, মাতাল ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র ঃ গৃহিণী। প্রসন্নময়ী। হরকামিনী। নৃত্যকালী। কমলা। পয়োধরী, নিতম্বিনী (খেমটাওয়ালী), বারবিলাসিনীদ্বয়।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর গৃহ

নবকুমার এবং কালীনাথ বাবু আসীন

কালী। বল কি?

নব। আর ভাই বল্‌বো কি। কর্ত্তা এত দিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন। এখন আমার আর বাড়ী থেকে বেরনো ভার।

কালী। কি সর্ব্বনাশ! তবে এখন এর উপায় কি?

নব। আর উপায় কি? সভাটা দেখচি এবলিশ কত্তে হলো।

কালী। বাঃ, তুমি পাগল হলে না কি? এমন সভা কি কেউ কখন এবলিশ করে থাকে? এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি হাল্ ছেড়ে দেওয়া উচিত? যখন আমাদের সবস্ক্রিপ্‌সন্ লিষ্ট অতি পুয়র ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ্ করেছিলেম, এখন—

নব। আরে ও সব কি আমি আর জানি নে, যে তুমি আমাকে আবার নতুন করে বল্‌তে এলে? তা আমি কি ভাই সাধ করে সভা উঠ্‌য়ে দিতে চাচ্চি? কিন্তু করি কি? কর্ত্তা এখন কেমন হয়েচেন যে দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী ছাড়া হই, তা হলে তখনি তত্ত্ব করেন। তা ভাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেণ্ড দেবার উপায় আছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস।)

কালী। কি উৎপাত! তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা একেবারে যেন শুকিয়ে উঠ্‌লো। ওহে নব, বলি কিছু আছে?

নব। হুষ্! অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, বোধ করি একটা ব্রাণ্ডি আছে।

কালী। (সহর্ষে) জষ্ট দি থিং। তা আনো না দেখি।

নব। রসো দেখ্‌চি। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কর্ত্তা বোধ করি এখনো বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন্ নি। (উচ্চস্বরে) ওরে বোদে।

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

কালী। আজ রাত্রে কিন্তু, ভাই, একবার তোমাকে যেতেই হবে। (স্বগত) হাঃ, এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্তে এলো? এই নব আমাদের সর্দ্দার, আর মনি ম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই।

বোদের প্রবেশ

নব। কর্ত্তা কোথায় রে?

বৈদ্য। আজ্ঞে দাদাবাবু, তিনি এখন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নি।

নব। তবে সেই বোতলটা আর একটা গ্লাশ্ শীঘ্র করে আন্ তো।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। ভাল নব, তোমাদের কর্ত্তা কি খুব বৈষ্ণব হে?

নব। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও দুঃখের কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর? বোধ করি কল্‌কাতায় আর এমন ভক্ত দুটি নাই।

বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ

কালী। এদিকে দে।

নব। শীঘ্র নেও ভাই। এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোণার লঙ্কাও নাই।

কালী। না থাক্‌লো তো বোয়ে গেল কি! এ তো আছে? (বোতল প্রদর্শন।) হা, হা, হা! (মদ্যপান।)

নব। আরে করো কি, আবার?

কালী। রসো ভাই, আরো এক্‌টুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড্ জেনেরেল হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে প্রোবিজন্ জমাতে কসুর করে? হা, হা, হা! (পুনর্ম্মদ্যপান।)

নব। (বোদের প্রতি) বোতল আর গ্লাশটা নিয়ে যা, আর শীগ্‌গীর গোটাকতক পান নিয়ে আয়।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে একবার দেখা করা যাগ্‌গে। আজ কিন্তু

তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন্ শালা ছেড়ে যাবে।

নব। তোমার পায়ে পড়ি, ভাই একটু আস্তে আস্তে কথা কও।

পান লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ

কালী। দে, এদিকে দে।

নেপথ্যে। ও বৈদ্যনাথ।

[বোদের প্রস্থান।

নব। এই যে কর্ত্তা বাইরে আস্‌চেন। নেও, আর একটা পান নেও।

কালী। আমি ভাই পান তো খেতে চাই নে, আমি পান কত্তে চাই। সে যা হউক তবে চল না, কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গিয়ে।

নব। (সহাস্য বদনে) তোমার, ভাই, আর অতো ক্লেশ স্বীকার কত্তে হবে না। কর্ত্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখ্‌লেই আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।

কালী। বল কি? আই সে, তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, আর একটু ব্রাণ্ডি দিতে বল তো; আমার গলাটা আবার যেন শুখ্‌য়ে উঠ্‌ছে।

নব। কি সর্ব্বনাশ! এম্‌নিই দেখ্‌ছি তোমার এক্‌টু যেন নেশা হয়েছে; আবার খাবে?

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক্। ভাল, কর্ত্তা এখানে এলে কি বল্‌বো বল দেখি?

নব। আর বল্‌বে কি? একটা প্রণাম করে আপনার পরিচয় দিও।

কালী। কি পরিচয় দেবো বলো দেখি, ভাই? তোমাদের কর্ত্তাকে কি বলবো যে আমি বিএরের — মুখটি — স্বকৃতভঙ্গ — সোণাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না শ্বশুর নয় —শত শাশুড়ির আলয়, আর উইল্‌সনের অখেড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—হা, হা, হা!

নব। আঃ, মিছে তামাসা ছেড়ে দেও, এখন সত্যি কি বল্‌বে বল দেখি? এক কর্ম্ম কর, কোন একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যামিলির নাম ঠাওরাতে পার? তা হলে আর কথাটি কইতে হয় না।

কালী। তা পার্‌বো না কেন? তবে এক্‌টু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।

নব। না হে না। (চিন্তা করিয়া) গরাণহাটার কোন্ ঘোষ না পরম বৈষ্ণব ছিল?—তার নাম তোমার মনে আছে? —ঐ যে যার ছেলে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়্‌তো?

কালী। আমি ভাই গরাণহাটার প্যারী আর তার ছুকরি বিন্দি ছাড়া আর কাকেও চিনি না।

নব। কোন্ প্যারী হে?

কালী। আরে, গোদা প্যারী। সে কি? তুমি কি গোদা প্যারীকে চেন না? ভাই, একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেয়ে কত মজা করেছিলেম তার আর কি বল্‌বো। সে যাক্, এখন কি বল্‌বো তাই ঠাওরাও।

নব। (চিন্তা করিয়া) হাঁ—হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে একজন খুড়ো পরম বৈষ্ণব ছিলেন না? যিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মরেন।

কালী। হাঁ, একটা ওল্‌ড ফুল ছিল বটে, তার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁর পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।

কালী। হা, হা, হা!

নব। দূর পাগল, হাসিস্ কেন?

কালী। হা, হা, হা! ভাল তা যেন হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের দুই একখানা পুঁথির নাম তো না শিখলে নয়।

নব। তবেই যে সার্‌লে। আমি তো সে বিষয়ে পরম পণ্ডিত। রসো দেখি। (চিন্তা করিয়া) শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—গীতগোবিন্দ—

কালী। গীত কি?

নব। জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কালী। ধর—শ্রীমতী ভগবতীর গীত, আর—বিন্দা দূতীর গীত—

নব। হা, হা, হা! ভায়ার কি চমৎকার মেমরি।

কালী। কেন, কেন?

নব। হুষ্! কর্ত্তা আসছেন। দেখ ভাই, যেন একটা বেশ করে প্রণাম করো।

কর্ত্তা মহাশয়ের প্রবেশ

কালী। (প্রণাম।)

কর্ত্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি?

কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ।—মহাশয়, আপনি—'কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জান্‌তেন। আমি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র—

কর্ত্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ?

কালী। আজ্ঞে, বাঁশবেড়ের—

কর্ত্তা। হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন।

কালী। আজ্ঞে হাঁ।

কর্ত্তা। বেঁচে থাক, বাপু। বসো (সকলের উপবেশন।) তুমি এখন কি কর, বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়া হয়েছিল, এক্ষণে কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করা হচ্চে।

কর্ত্তা। বেশ, বাপু। তোমার স্বর্গীয় খুড়া মহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা, আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান?

কালী। আজ্ঞে।

কর্ত্তা। (স্বগত) আহা, ছেলেটি দেখ্‌তে শুনতেও যেমন, আর তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না?

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন—

কর্ত্তা। কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে?

কালী। আজ্ঞে আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে একটা সভা আছে, সেখানে আজ মিটীং হবে।

কর্ত্তা। কি সভা বল্‌লে বাপু?

কালী। আজ্ঞে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা।

কর্ত্তা। সে সভায় কি হয়?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চ্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্ত্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না! আর এ নবকুমারেরও তো আমার ঔরসে জন্ম। (প্রকাশে) তোমাদের শিক্ষক কে বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্ত্তা। ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি?

কালী। (স্বগত) আ মলো! এতক্ষণের পর দেখ্‌ছি সাল্লে। (প্রকাশে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপ্‌দেবের বিন্দা দূতী।

কর্ত্তা। কি বল্লে, বাপু

নব। আজ্ঞে, উনি বল্‌ছেন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কর্ত্তা। জয়দেব? আহা, হা, কবিকুলতিলক, ভক্তিরস-সাগর।

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয় তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কর্ত্তা। কেন, বেলা দেখ্‌ছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা, বাপু, এত সকালে যাবে কেন?

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করবো বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগ্‌লে পাছে বেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মীট্ করি।

কর্ত্তা। তোমাদের সভাটা কোথায়, বাপু?

কালী। আজ্ঞে, সিক্‌দার পাড়ার-গলিতে।

কর্ত্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্রি করো না।

নব এবং কালী। আজ্ঞে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

কর্ত্তা। (স্বগত) এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাঁই, তাতে করে ছেলেটিকে কি একলা

পাঠ্‌য়ে ভাল কল্যেম? (চিন্তা করিয়া) একবার বাবাজীকে পাঠ্‌য়ে দি না কেন, দেখে আসুক ব্যাপারটাই কি? আমার মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে যে নবকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিক্‌দার পাড়া ষ্ট্রীট্

বাবাজীর প্রবেশ

বাবাজী। (স্বগত) এই তো সিক্‌দার পাড়ার গলি, তা কই? নব বাবুর সভাভবন কই? রাধে কৃষ্ণ। (পরিক্রমণ।) তা, দেখি, এই বাড়ীটিই বুঝি হবে। (দ্বারে আঘাত।)

নেপথ্য। তুমি কে গা? কাকে খুঁজ্‌চো গা?

বাবাজী। ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাড়ী?

নেপথ্যে। ও পুঁটী দেক্‌তো লা, কোন্ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচ্চে? ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো।

বাবাজী। (স্বগত) প্রভো, তোমারি ইচ্ছে। হায়, এত দিনের পর কি মাতাল হলেম!

নেপথ্যে। তুই বেটা কে রে? পালা, নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে দেবো।

বাবাজী। (বেগে পরিক্রমণ করিয়া সরোষে) কি আপদ! রাধে কৃষ্ণ! কর্ত্তা মহাশয়ের কি আর লোক ছিল না, যে তিনি আমাকেই এ কর্ম্মে পাঠালেন? (পরিক্রমণ।) এই দেখ্‌চি একজন ভদ্রলোক এদিকে আস্‌চে, তো একেই কেন জিজ্ঞাসা করি নে।

একজন মাতালের প্রবেশ

মাতাল। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) ওগো, এখানে কোথা যাত্রা হচ্ছে গা?

বাবাজী। তা বাবু, আমি কেমন করে বল্‌বো?

মাতাল। সে কি গো? তুমি না সং সেজেচ?

বাবাজী। রাধে কৃষ্ণ!

মাতাল।. তবে, শালা, তুই এখানে কচ্চিস্ কি? হাঃ শালা।

[প্রস্থান

বাবাজী। কি সর্ব্বনাশ! বেটা কি পাষণ্ড গা? রাধে কৃষ্ণ! এ গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা?—এ আবার কি? (অবলোকন করিয়া) আহাহা, স্ত্রীলোক দুটি যে দেখ্‌তে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এ'রা কে?—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। (একদৃষ্টে অবলোকন।)

দুই জন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ

প্রথম। ওলো বামা, গুরো পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখ্‌লি? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল?

দ্বিতীয়। তবে বুঝি আস্ত্যে আস্ত্যে পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতোভাগাকে রেখেচিস। আমি হলে এত দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্ত্তুম।

প্রথম। দাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো। আমি তেমন বান্দা নই, বাবা। এই বয়েসে কত শত বেটার নাকের জলে, চক্ষের জলে করে ছেড়েচি। চল্ না, আগে মদনমোহন দেখে আসি; এসে ওর শ্রাদ্ধ কর্‌বো এখন।

দ্বিতীয়। তুই যদি তাই পারিব তা হলে আর ভাবনা কি—ও থাকি, ঐ মোল্লার মতন কাচা খোলা কে একটা দাঁড়্য়ে রয়েছে, দেখ?

প্রথম। হ্যাঁ তো, হ্যাঁ তো। এই যে আমাদের দিকে আসচে। ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরিগী ঠাকুর। ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে। (হাস্য করিয়া) আহাহা, মিন্‌ষের রকম দেখ্ না—যেন তুলসীবনের বাঘ।

বাবাজী। (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমরা বল্‌তে পার, এখানে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা কোথা?

দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে? (থাকিকে ধারণ করিয়া হাস্য।) বাবাজী, তরঙ্গিণী তোমার বষ্টুমীর নাম বুঝি?

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি বিষ্টুমী হারিয়েচে? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে? যা হবার তা হয়েচে, কি করবে ভাই? এখন আমাদের সঙ্গে আসবে তো বল?—কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি?

দ্বিতীয়। কেন পারব না? পাঁচ সিকে পেলিই পারি। কি বল, বাবাজী।

প্রথম। বাবাজী আর বলবেন কি? চল্ আমরা বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাই। বল হরি, হরিবোল।

বাবাজী। (স্বগত) কি বিপদ্! রাধে রক্ষ। (প্রকাশে) না বাছা, তোমরা যাও, আমার ঘাট্ হয়েছে।

দ্বিতীয়। হেঁ্য, আমরা যাব বই কি? তোমার তো সেই তরঙ্গিণী বই আর মন উঠবে না? তা, আমরা যাই, আর তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ। (বাবাজীর মুখের নিকটে হস্ত নাড়িয়া) "সাধের বষ্টুমী প্রাণ হারিয়েছে আমার"।

[দুই জন বারবিলাসিনীর প্রস্থান।

বাবাজী। আঃ, কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল!—কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কি? লাভের মধ্যে কেবল আমারি যন্ত্রণা সার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার ফিরে যাই তা হলে কর্ত্তাটি রাগ করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম! এখন করি কি? (চিন্তাভাবে অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হেঁ্য, ভাল হয়েচে, এই একটা মুস্কিলআসান আস্‌চে, ওর পিছনের আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান করি—না —ও মা, এ যে সারজন সাহেব, রোঁদ ফিরতে বেরয়েচে দেখচি; এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি জানি যদি চোর বল্যে ধরে? কিন্তু এখন যাই কোথা? (চিন্তা) তাই ভাল, এই আড়ালে দাঁড়াই—ও মা, এই যে এসে পড়লো। (বেগে পলায়ন।)

সারজন ও চৌকিদারের আলোক লইয়া প্রবেশ

সার। হাল্লো! চওকীডার! এক আডমী ইডার ডৌড়কে গিয়া নেই?

চৌকি। নেই ছাব, হামতো কুচ নেহি দেখা।

সার। আলবট্ গিয়া, হাম্ ডেকা। টোম্ জল্‌ডী ডওড়কে যাও, উন্টরফ ডেকো, যাও —যাও—জল্‌ডী যাও, ইউ সুওর।

চৌকি। (বেগে অন্য দিকে গমন করিতে করিতে) কোন্ হেয় রে, খাড়া রও।

সার। ড্যাম ইওর আইজ—ইডার, ইউ ফুল।

চৌকি। (ভয়ে) হাঁ ছাব, ইধর্। (বেগে প্রস্থান।)

সার। (ক্রোধে) আ! ইফ আই ক্যান কোচ্ হিম—

নেপথ্যে। (উচ্চৈঃস্বরে) পাকড়ো পাকড়ো —ডহুহুহুহু—

নেপথ্যে। আমি যাচ্ছি বাবা, আর মারিস নে বাবা, দোহাই বাবা, তোর পায়ে পড়ি বাবা।

নেপথ্যে। শালা চোট্টা, তোমারা ওয়াস্তে দৌউড়কে হামারা জান গীয়া।

নেপথ্যে। উহুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী বৈষ্ণব, বাবা।

বাবাজীকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ

সার। আ ইউ, টোম্ চোট্টা হেয়?

বাবাজী। (সত্রাসে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানি নে, আমি—গ্যো, গ্যো, গ্যো—

সার। হ্যোং ইওর গ্যো, গ্যো, গ্যো,—চুপরাও, ইউ ব্লডী নিগর্, ডেকলাও টোমারা ব্যোগ মে কিয়া হেয়। (বলপূর্ব্বক মালা গ্রহণ করিয়া আপনার গলায় পরিধান) হা, হা, হা, হা! বাপ রে বাপ,—হাম বড়া হিন্দু হুয়া—রাঢ়ে, কিস্ ডে! হা, হা, হা!

বাবাজী। (সত্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈষ্ণব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও।—(গমনোদ্যত।)

চৌকি। খাড়া রও, শালা।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির — দোহাই কোম্পানির।

সার। হোল্‌ড ইউর টং, ইউ ব্ল্যাক্ ব্রুট্।

ইয়েহ্ ব্যোগমে আওর কিয়া হেয় ডেকেগা। (ঝুলি বলপূর্ব্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন।)

সার। দেট্‌স্ রাইট! ইউ সুটি ডেভল্। কেস্কা চোরি কিয়া? (চৌকিদারের প্রতি) ওস্কো ঠানেমে লে চলো।

বাবাজী। দোহাই সাহেবেব, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে দেও—দোহাই ধর্ম্ম-অবতার, আমি ও টাকা চাই নে।

সার। সো নেই হোগা, টোম্ ঠানেমে চলো—কিয়া? টোম্ যাগে নেই? আল্‌বট্ যানে হোগা।

চৌকি। চল্‌বে, থানেমে চল্।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—আমি টাকা কড়ি কিছুই চাই নে; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, বাবা।

সার। (হাস্যমুখে) কিয়া? টোম্ নেই মাংটা! (আপন জেবে টাকা রাখিয়া চৌকি-দারের প্রতি) ওয়েল্ দেন, হাম্ ডেক্‌টা ওস্কা কুচ্ কসুর নেই, ওস্কো ছোড় ডেও।

বাবাজী। (সোল্লাসে) জয় মহাপ্রভু।

চৌকি। (বাবাজীর প্রতি জনান্তিকে) তোম্ হাম্‌কো তো কুচ্ দিয়া নেহি—আচ্ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভায় যাব।

চৌকি। হাঁ হাঁ, ঐ বাড়ীমে—ও বড়া মজাকি জাগ্‌গা হেয়।

সার। ডেকো চোকীডার, রোপেয়াকা বাট্—(ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান।)

চৌকি। যো হুকুম, খাবিন্।

সার। মম্! ইজ্ দি ওয়ার্ড, মাই বয়! আবি চলো।

[সারজন ও চৌকিদারের প্রস্থান।

বাবাজী। রাধে কৃষ্ণ! আঃ বাঁচলেম; আজ কি কুলগ্নেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম! ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর স্যারজন্ বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে—নইলে আজকে কি হাজতেই থাক্‌তে হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায় না।

হোটেল বাক্‌স লইয়া দুই জন মুটিয়ার প্রবেশ

এ আবার কি? রাধে কৃষ্ণ—কি দুর্গন্ধ! এ বেটারা এখানে কি আন্‌ছে? (অন্তে অবস্থিতি।)

প্রথম। ইঃ আজ্ যে কত চিজ্ পেটিয়েচে তার হিসাব নাই, মোর গর্‌দান্‌টা যেন বেঁকে যাচ্চে।

দ্বিতীয়। দেখ্ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্যেলে। বেটারগো কি আরামের দিন, ভাই।

প্রথম। মর বেকুফ্; ও হারাম্‌খোর বেটারগো কি আর দিন আছে? ওরা না মানে আল্লা, না মানে দ্যেবতা।

দ্বিতীয়। লেকীন্ ক্যেবল এই গরুখেগো বেটারগো দৌলতেই মোগর পোঁচঘর এত ফেঁপে ওট্‌চেতে; সাম হলেই বেটারা বাদুড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে; আর কত যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তা কে বল্‌তি পারে।

প্রথম। ও কাদের মেঁয়া, মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়য়ে থাক্তি হবে? দরওয়ানজীকে ডাক না। ও দরওয়ানজী? এ মাড়ুয়াবাদি শালা গেল কোহানে?—ও দবওয়ানজী: দরওয়ানজী!

নেপথ্যে। কোন্ হেয় রে।

প্রথম। মোরা পোঁচঘরের মুটে গো।

নেপথ্যে। আও, ভিতর চলে আও।

[মুটিয়াগণের প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এসব কিসের বাক্‌স? উঃ থু, থু, রাধে কৃষ্ণ! আমি তো এ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বিষয় কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

নেপথ্যে। বেলফুল।

নেপথ্যে। চাই বরোফ্।

মালী এবং বরফ্‌ওয়ালার প্রবেশ

মালী। বেলফুল,—ও দরওয়ানজী, বাবুরো এসেচে।

নেপথ্যে। না, আবি আয়া নেহি, থোড়া বাদ আও।

. বরফ! চাই বরফ—কি গো দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। তোম্বি থোড়া বাদ আও।

[মালী এবং বরফ্‌ওয়ালার প্রস্থান।

বাবাজী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

নেপথ্যে দূরে। বেলফুল—চাই বরোফ!

যন্ত্রীগণ সহিত নিতম্বিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ

নিত। কাল্ যে ভাই কালীবাবু আমাকে ব্রেণ্ডি খাইয়েছিল—উঃ, আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুচ্চে। আজ যে ভাই আমি কেমন করে নাচ্‌বো তাই ভাব্‌চি।

পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দ বাবু কাল ভারি ধুম লাগিয়েছিল। আজ কাল সদানন্দ ভাই খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ আর দুটি পাওয়া ভার।

যন্ত্রী। চল, ভিতরে যাওয়া যাউক্। ও দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হ্যায়?

পয়ো। বলি আগে দুয়র খোলো, তার পরে কোন্ হ্যায় দেখতে পাবে এখন।

নেপথ্যে। ওঃ, আপ্‌লোক হ্যায়, আইয়ে।

[যন্ত্রীগণ ইত্যাদির প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) এ কি চমৎকার ব্যাপার? এরা তো কশ্‌বী দেখ্‌তে পাচ্চি। কি সর্ব্বনাশ! আমি এতক্ষণে বুঝতে পাচ্চি কাণ্ডটা কি। নবকুমারটা দেখ্‌চি এক-বারে বয়ে গেছে। কর্ত্তা মহাশয় এসব কথা শুনলে কি আর রক্ষে থাকবে?

নববাবু এবং কালীবাবুর প্রবেশ

নব। হা, হা, হা—শ্রীমতী ভগবতীর গীত! তোমার ভাই কি চমৎকার মেমরি! হা, হা, হা।

কালী। আরে ও সব লক্ষ্মীছাড়া বই কি আমি কখন খুলি না পড়ি, যে মনে থাক্‌বে।

নব। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ যে বাবাজী হে! কেমন্ ভাই কালী, আমি বলেছিলাম কি না যে কর্ত্তা একজন না একজনকে অবশ্যই আমার পেছনে পেছনে পাঠাবেন; যা হোক, একে যে আমরা দেখতে পেলেম এই আমাদের পরম ভাগ্য বল্‌তে হবে।

কালী। বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল কাট্‌লেট্ কি মটন চপ্ খাইয়ে দি—শালার জন্মটা সার্থক হউক।

নব। চুপ কর হে, চুপ কর। এ ভাই ঠাট্টার কথা নয়। (অগ্রসর হইয়া) কি গো, বাবাজী যে? তা আপ্‌নি এখানে কি মনে করে?

বাবাজী। না, এমন কিছু না, তবে কি না একটা কর্ম্মবশতঃ এই দিগ দিয়ে যাচ্‌ছিলেম, তাই ভাবলেম যে নববাবুদের সভাভবনটি একবার দেখে যাই।

নব। বটে বটে? চলুন, তবে ভিতরে চলুন।

কালী। (জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি) আরে করিস্ কি, পাগল? এটাকে এর ভিতরে নে গেলে কি হবে? আমরা তো আর হরিবাসর কত্যে যাচ্চি নে।

নব। (জনান্তিকে কালীর প্রতি) আঃ, চুপ কর না। (প্রকাশে বাবাজীর প্রতি) বাবাজী, একবার ভিতরে পদার্পণ কল্যে ভাল হয় না।

বাবাজী। না বাবু, আমার অন্যত্তরে কর্ম্ম-আছে, তোমরা যাও।

[প্রস্থান।

কালী। বল তো শালাকে ধাঁ করে ধরে এনে না হয় ঘা দুই লাগিয়ে দি।

নব। দরওয়ান।

দৌবারিকের—প্রবেশ

দৌবা। মহারাজ।

নব। ও লোগ সব আয়া?

দৌবা। জী, মহারাজ।

নব। আচ্ছা, তোম যাও।

দৌবা। জো হুকুম, মহারাজ।

[প্রস্থান।

নব। আজ ভাই দেখ্‌ছি এই বাবাজী বেটা

একটা ভারি হেংগাম করে বস্বে এখন। বোধ করি, ও ঐ মাগীদের ভিতরে ঢুক্তে দেখেছে।

কালী। পুঃ, তুমি তো ভারি কাউয়ার্ড হে! তোমার যে কিছু মরাল করেজ নেই। ও বেটাকে আবার ভয়? —চল।

নব। না হে না, তুমি ভাই এ সব বোঝ না। চল দেখি গে বেটার হাতে কিছু ও কর্ম্ম করে দিয়া যদি মুখ বন্দ কত্তে পারি।

কালী। নন্সেন্স! তার চেয়ে শালাকে গোটাকতক কিক্ দিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও না কেন। ড্যাম্ দি ব্রুট! ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চায়? ওর কি আর কোন মিস্ন আছে?

নব। দূর পাগল, এ সব ছেলেমানুষের কর্ম্ম নয়। চল, আমরা দুজনেই ওর কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাংক

দ্বিতীয়াংক

প্রথম গর্ভাংক

সভা

কতিপয় বাবুর প্রবেশ

চৈতন। নব আর কালী যে আজ এত দেরি কর্ছে এক কারণ কি?

বলাই। আমি তা কেমন করে বল্বো? ওহে ওদের কথা ছেড়ে দেও, ওরা সকল কর্ম্মেই লীড্ নিতে চায়, আর ভাবে যে আমরা না হলে বুঝি আর কোন কর্ম্মই হবে না।

শিবু। যা বল ভাই, কিন্তু ওরা দুজনে লেখা পড়া বেশ জানে।

বলাই। বিটুইন্ আওয়ার্সেল্ভস, এমন কি জানে?

মহেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ সকলেরি বিদ্যা জানা আছে! সে দিন যে নব একখানা চিঠি লিখেছিল, তা তো দেখিইছো, তাতে লিন্ডলি মরের যে দুর্দ্দশা তা তো মনে আছে?

বলাই। এতেও আবার প্রাইড্টুকু দেখেছো? কালী আবার ওর চেয়ে এক কাটি সরেস্।

চৈতন। আঃ, তারা ফ্রেন্ড মানুষ, ও সকল কথায় কাজ কি? বিশেষ ওরা আছে বলে তাই আজও সভা চল্ছে—তা জান?

মহেশ। তা ট্রুথ্ বল্বো তার আর ফ্রেন্ড কি?

বলাই। আচ্ছা, সে কথা যাউক; আমরাও তো মেম্বর বটে, তবে তাদের দুজনের জন্যে আমাদের ওএট্ করবার আবশ্যক কি?

শিবু। তাই তো। আমাদের তো কোরম্ হয়েছে, তবে এখন সভার কর্ম্ম আরম্ভ করা যাউক না কেন?

মহেশ। হিয়র্, হিয়র্, আমি এ মোসন্ সেকেন্ড করি।

বলাই। হা, হা, হা, এতে দেখ্ছি কারো অব্জেক্সন নাই, একবার নেম্ কন্— —ব্রাভো! হা, হা, হা।

মহেশ। (ঘড়ী দেখিয়া) নটা বাজ্তে কেবল পাঁচ মিনিট বাকী আছে, বোধ করি নব আর কালী আজ এলো না, তা আমি চৈতন বাবুকে চ্যারম্যান্ প্রোপোজ্ করি।

সকলে। হিয়র, হিয়র!

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া) জেণ্টেল্মেন্, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে যে পদে নিযুক্ত কল্লেন, তার কর্ম্ম আমি যত দূর পারি প্রাণপণে চালাতে কসুর করবো না, —নাউ টু বিজ্নেস্।

সকলে। হিয়র, হিয়র! (করতালি।)

চৈতন। (উচ্চস্বরে) খানসামা—বেয়ারা—

নেপথ্যে। জী, আজ্ঞে।

চৈতন। গোটা দুই ব্রাণ্ডি আর তামাক নে আয়। (উপবিষ্ট হইয়া) যদি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছা হয় তো বল।

বলাই। এমন সময়ে কোন্ শালা বিয়ার খায়।

সকলে। হিয়র হিয়র।

খানসামা এবং বেয়ারার মদ্য এবং তামাক লইয়া প্রবেশ

চৈতন। সব্ বাবু লোক্কো সরাব দেও,

(সকলের মদ্য পান) আর বোতল গ্লাস সব হিঁয়া ধর্ দেও।

খান। আচ্ছা বাবু।

[বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান।

চৈতন। বেয়ারা — ঐ খেম্‌টাওয়ালীদের ডেকে দে তো। আর দেখ্, খানিকটে বরফ্ আন্।

বেয়ারা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

বলাই। আমি আমাদের নতুন চেয়ারমেনের হেল্‌থ দিতে চাই।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার (মদ্যপান করিয়া) হিপ্, হিপ্, হুরে, হুরে।

নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং যন্ত্রীগণের প্রবেশ

চৈতন। আরে এসো, বসো! কেমন ভাই, চিন্‌তে পার? তবে ভাল আছ তো? (সকলের উপবেশন।)

নিত। যেমন রেখেছেন।

চৈতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কই? আমার কি তেমন কপাল?

সকলে। ব্রাভো, হিয়ার (করতালি)।

চৈতন। ও পয়োধরি একটু এদিকে সরে বসো না।

পয়ো। না, আমি বেশ আছি।

চৈতন। (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাই বাবু, এঁদের একটু কিছু খাওয়াও না।

বলাই। এই এসো (সকলের মদ্যপান)।

শিবু। (চতুর্থের প্রতি) ও শালা, তুই ঘুমুচ্চিস না কি?

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে তা নয়, ঘুমবো কেন? —নব আসে নি বটে?

সকলে। (হাস্য করিয়া) ব্রাভো, ব্রাভো।

চৈতন। (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া) একটি গাও না ভাই।

পয়ো। এর পর হলে ভাল হয় না?

চৈতন। না না, পরে আবার কেন? শুভ কর্ম্মে বিলম্বে কাজ কি।

পয়ো। আচ্ছা তবে গাই, (যন্ত্রীদিগের প্রতি) আড়খেম্‌টা।

গীত

রাগিণী শঙ্করা, তাল খেম্‌টা

এখন্ কি আর্ নাগর্ তোমার্
আমার্ প্রতি, তেমন্ আছে।
নূতন্ পেয়ে পুরাতনে
তোমার্ সে যতন্ গিয়েছে॥
তখন্‌কার ভাব থাক্‌তো যদি,
তোমায়্ পেতেম্ নিরবধি,
এখন্, ওহে গুণনিধি,
আমায় বিধি বাম্ হয়েছে।
যা হবার্ আমার হবে,
তুমি তো হে সুখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে,
কোন্ নতুনে মন্ মজেছে॥

সকলে। কিয়াবাৎ, সাবাস্, বেঁচে থাক বাবা, জীতা রও বাবা।

চৈতন। ও বলাই বাবু, তুমি কেমন সাকী হে?

বলাই। সাকী আবার কি?

চৈতন। যে মদ দেয় তাকে পার্‌সীতে সাকী বলে।

শিবু। (গাইয়া) "গর্ ইয়ার নহো সাকী'। —তা, এসো (সকলের মদ্য পান)।

চৈতন। চুপ কর তো, কে যেন উপরে আস্‌ছে না?

বলাই। বোধ করি নব আর কালী—

নব এবং কালীর প্রবেশ

সকলে। (সকলে গাত্রোত্থান করিয়া) হিপ্ হিপ্ হুরে।

কালী। (প্রমত্তভাবে) হুরে, হুরে।

নব। বসো, ভাই, সকলে বসো, (সকলের উপবেশন) দেখ ভাই, আজ আমাদের এক্‌সকিউজ কর্ত্তে হবে, আমাদের একটু কর্ম্ম ছিল বলে তাই আসতে দেরি হয়ে গেচে।

শিবু। (প্রমত্তভাবে) দ্যাট্‌স এ লাই।

নব। (ক্রুদ্ধভাবে) হোয়াট, তুমি আমাকে লাইয়র বল? তুমি জান না আমি তোমাকে এখনি শুট করবো?

চৈতন। (নবকে ধরিয়া বসাইয়া) হাঃ,

যেতে দেও, যেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লীং কথা নিয়ে মিছে ঝগড়া কেন?

নব। ট্রাইফ্লীং! —ও আমাকে লাইয়র বল্‌লে—আবার ট্রাইফ্লীং? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্‌লে না কেন? তাতে কোন্ শালা রাগতো? কিন্তু—লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয়।

চৈতন। আরে যেতে দেও, ও কথার আর মেন্সন করো না। (উপবেশন করিয়া।)

নব। কি গো পয়োধরি, নিতম্বিনি, তোমরা ভাল আছ তো?

পয়ো। হ্যাঁ, আমরা তো আছি ভাল, কিন্তু তোমায় যে বড় ভাল দেখচি নে—এখন তোমাকে ঠান্ডা দেখলে বাঁচি।

নব। আমি তো ঠান্ডাই আছি, তবে এখন গরম হবো—ওহে বলাই, একটু ব্রেন্ডি দেও তো।

সকলে। ওহে আমাদের ভুলো না হে। (সকলের মদ্যপান।)

নব। ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে রয়েচো।

কালী। আমি ঐ বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক্ হয়েচি। শালা এদিকে মালা ঠক্ ঠক্ করে, আবার ঘুষ খেয়ে মিথ্যা কথা কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রীট।

নব। মরুক, সে থাক্। ও পয়োধরি, তোমরা একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক।

সকলে। না না, আগে তোমার ইস্‌পীচ।

নব। (গাত্রোত্থান করিয়া) আচ্ছা: জেন্টেলম্যেন, আপনারা সকলে এই দেয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন: এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখ্‌চেন, এই সকল একত্র করে পড়লে "জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা" পাওয়া যায়।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেন্টেলম্যেন, এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা—আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মীট করো যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি—এন্ড উই আর জলি গুড ফেলোজ্।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার, উই আর জলি গুড ফেলোজ্।

নব। জেন্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে, এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। জেন্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভাবতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্য দেশেব সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ নয়!

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। কিন্তু জেন্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল্ অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান; এখানে যাব যে খুসি, সে তাই কর। জেন্টেলমেন, ইন দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট্ অস এঞ্জয় আওয়ারসেল্‌ভস্। (উপবেশন।)

সকলে। হিয়ার, হিয়ার, —হিপ হিপ, হুরে, হু—রে, লিবরটি হল্—বি ফ্রী লেট অস এঞ্জয় আওয়ারসেলভস্।

নব। ওহে বলাই, একবার সকলকে দেও না।

বলাই। আচ্ছা, —এই এসো (সকলের মদ্যপান)।

নব। তবে এইবার নাচ আবম্ভ হোক। কম্, ওপেন্ দি বল্, মাই বিউটিস্।

পয়ো, নিত। নৃত্য এবং গীত।

নব। কিয়াবাৎ, জীতা রও: বেঁচে থাক, ভাই।

কালী। হুরে, জ্ঞানতরাঙ্গণী সভা ফর এভর্।

সকলে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্ (করতালি)।

নব। চল ভাই, এখন সপর টেবিলে যাওয়া যাউক।

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া) —থ্রী চিয়ার্স ফর্ আমাদের চ্যারম্যান্—

সকলে। হিপ্, হিপ্, হিপ্ —হুররে! হু—রে—হুররে।

নব। ও পয়োধরি, তুমি ভাই, আমার আরম্ নেও।

পয়ো। তোমার কি নেবো, ভাই?

নব। এসো, আমার হাত ধর।

কালী। ও নিতম্বিনি, তুমি ভাই, আমাকে ফেভর কর। আহা! কি সফট্ হাত!

সকলে। ব্রাভো। (করতালি।)

[যন্ত্রীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তবলা। ও ভাই, দেখো তো ও বোতলটায় আর কিছু আছে কি না।

বেহালা। কৈ, দেখি? হ্যাঁ, আছে। এই নেও (উভয়ে মদ্যপান)।

তবলা। আঃ, খাসা মাল যে হে।

নেপথ্যে। হিপ, হিপ, হুররে।

বেহালা। চল ভাই এক ছিলিম গাঁজার চেষ্টা দেখি গিয়ে—এ ব্রাণ্ডিতে আমাদের সানে না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর শয়নমন্দির

প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা এবং হরকামিনী আসীন

প্রসন্ন। এই নেও—

নৃত্য। কি খেল্‌লে ভাই?

প্রসন্ন। চিড়িতনের দহলা।

নৃত্য। আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ, তুরুপ খেল্‌লি কেন?

প্রসন্ন। তুই, ভাই, মিছে বকিস্ কেন? হাতে রঙ না থাকে পাস দে যা।

নৃত্য। এই এসো, আমি টেক্কা মারলেম।

হর। এই নেও।

নৃত্য। ও কি ও, পাস দিলে যে?

হর। হাতে তুরুপ না থাকলে পাস দেবো না তো কি করবো।

নৃত্য। এস কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।

কমলা। আমি ভাই বিবি দিলাম।

নৃত্য। মর্, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন?

কমলা। বাঃ বিবি দেবো না তো কি? সায়েব কোথা?

নৃত্য। এই যে সাহেব আমার হাতে রয়েছে—?

কমলা। আমি তো ভাই আর জান নই।

নৃত্য। মর্ ছুঁড়ি, খেলার ইসারায় বুঝতে পারিস্ নে? তোর মোতন বোকা মেয়ে তো আর দুটি নাই লা, তুই যদি তাস না খেল্‌তে পারিস্ তবে খেলতে আসিস্ কেন?

কমলা। কেন, খেলতে পারবো না কেন?

নৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে? তুই আমার টেক্কার উপর বিবি দিলি।

কমলা। কেন? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভাল হতো?

হর। আর ভাই, মিছে গোল করিস্ কেন?

নৃত্য। (কমলার প্রতি) কি আপোদ, যখন সায়েব আমার হাতে আছে তখন তোর আর ভয় কি?

কমলা। বস, তুই পাগল হলি না কি লো? তোর হাতে সাহেব তা আমি টের পাব কেমন করে লো?

নৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্ তবে অবিশ্যি টের পেতিস্।

কমলা। ও প্রসন্ন, শুনলি তো ভাই, এমন কি কখন হয়? বিবি ধরা গেমে, বিবি পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে?

নেপথ্যে। ও প্রসন্ন—

প্রসন্ন। চুপ্ কর্ লো, চুপ্ কর্, ঐ শোন্, মা ডাকচেন—

নেপথ্যে। ও বোউ—

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) কি, মা—

নেপথ্যে। ওলো, তোরা ওখানে কি করচিস্ লা।

প্রসন্ন (উচ্চস্বরে) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়্‌চি।

হর। ও ঠাকুরঝি, তাস যোড়াটা ভাই, নুকোও, ঠাকরুণ দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না।

প্রসন্ন। (তাস বালিশের নীচে গোপন করিয়া) আয় ভাই আমরা সকলে এই চাদরখানা ধরে ঝাড়্‌তে থাকি ; তা হলে মা কিছু টের পাবেন না।

নৃত্য। আরে মলো—আবার টেক্কা—

কমলা। আরে তাতে বয়ে গেল কি? সায়েব কি বিবি ধরতে পারে না?

হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই চুপ কর্‌, ঐ দেখ্‌ ঠাকরুণ উপরে আসচেন। ধর্‌, সকলে মিলে এই চাদরখানা ধর্‌।

গৃহিণীর প্রবেশ

গৃহিণী। ওলো, তোরা এখানে কি করচিস্‌ লা।

প্রসন্ন। এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়্‌চ্যি।

গৃহিণী। ও মা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়তে গেল। তা হবে না কেন? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না।

নৃত্য। কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন?

গৃহিণী। আর তোরা দেখচি একেবারে কুড়ের সদ্দার হয়ে পড়েচিস্‌। ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণ শুতে আসতো।

প্রসন্ন। হ্যাঁ মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন গা?

গৃহিণী। ঐ যে রামমোহন রায়—না কার কি সভা আছে—?

কমলা। ছোটদাদা কি তবে তাঁর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় গেছেন?

হর। (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েচে! ও ঠাকুরঝি, আজ দেখচি তোর ভারি আহ্লাদের দিন! দেখ্‌, হয়তো তোর দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায়!

গৃহিণী। বউ মা কি বল্‌ছে, প্রসন্ন?

নেপথ্যে। ও বেমোল, মা ঠাকরুণ কোথায় গো? কত্তা মশায় বৈটকখানা থেকে উঠেছেন।

গৃহিণী। তবে আমি যাই, তোরা মা বিছানা করে শীঘ্র নীচে আয়।

[প্রস্থান।

হর। (সহাস্য বদনে) ও ঠাকুরঝি! বল্‌ না রে, সে দিন তোর ভাই কি করেছিল?

প্রসন্ন। আঃ, ছি।

নৃত্য। কেন, কেন, কি করেছিল? বল না কেন, ভাই?

হর। (সহাস্য বদনে) বল না ঠাকুরঝি?

প্রসন্ন। না, ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্‌, তবে এই আমি চল্‌লেম।

নৃত্য। কেন? বল না কি হয়েছিল। ও ছোট বউ, তা তুই ভাই বল্‌।

হর। তবে বলবো? সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো খেলেন ; ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্যে ব্যস্ত, তা তিনি বললেন যে—কেন? এতে দোষ কি? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?

প্রসন্ন। ছি, যাও মেনে, বউ।

নৃত্য। ও মা, ছি' ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা।

হর। আরও শোন্‌ না, আবার বাবু বলেন কি?—

প্রসন্ন। তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো?

হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতেও যায় না, আর বোনের গায়েও হাত দেয় না, আর যা করুক ; সে যা হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই তোর দাদাকে নে না কেন? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি ; তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না। তা নে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে।

প্রসন্ন। হ্যাঁ, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক্‌।

নেপথ্যে। ছোড় দেও হামকো।

নেপথ্যে। তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু,

এত চে'চ্য়ে কথা কয়ো না, কত্তা মশায় ঐ ঘরে ভাত খাচেচন।

নেপথ্যে। ডেম কত্তা মশায়! আমি কি কারো তক্কা রাখি?

কমলা। ঐ যে ছোট্দাদা আসচেন।

নৃত্য। আয়, ভাই, আমরা লুক্য়ে একটু তামাসা দেখি।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, আমার আর ওসব ভাল লাগে না। আঃ, সমস্ত রাতটা মুখ থেকে প্যাঁজ আর মদের গন্ধ ভক্ ভক্ করো বেরোবে এখন, আর এমন নাক্ ডাকুনি—বোধ করি মরা মানুষও শুন্লে জেগে উঠে! ছি!

কমলা। আয় লো আয়। (সকলের গুপ্ত-ভাবে অবস্থিতি।)

নববাবুকে লইয়া বৈদ্যনাথের প্রবেশ

নব। (প্রমত্তভাবে) বোদে—মাই গুড ফেলো—তোকে আমি রিফরম্ কত্যে চাই। তুই বুঝলি?

বোদে। যে আজ্ঞে।

নব। বোদে,—একটা বিয়ার—না, ঐ ব্রাণ্ডি ল্যাও।

বৈদ্য। যে আজ্ঞে, আপনি যেয়ে ঐ বিছানায় বসুন। আমি ব্রাণ্ডি এনে দিচ্ছি! (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখ্‌ছি আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কত্তা এ'কে এমন দেখলে কি আর কিছু বাকী রাখবেন।

নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও—ব্রাণ্ডি ল্যাও—জল্দি।

বৈদ্য। আজ্ঞে, এই যাই।

[প্রস্থান।

নব। (স্বগত) ড্যাম কত্তা—ওল্ড ফুল আর কদ্দিন বাঁচবে? আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কর্ত্তে পারবো না। বুড়ো একবার চখ্ বুজলে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন্ শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে? হা, হা, হা, ওণ্ট আই এঞ্জয় মিসেল্ফ? (উচ্চস্বরে) ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্ব্ব-নাশ! ওলো ঠাকুরঝি—

প্রসন্ন। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি?

হর। ঐ দেখ্‌চিস্, কত্তা ঠাকরুণের ঘরে ভাত খেতে বসেছেন।

প্রসন্ন। তা আমি কি করবো?

হর। তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ্ করতে বল না।

প্রসন্ন। (সভয়ে) ও মা, তা তো ভাই আমি পারবো না।

হর। (সহাস্য বদনে) আঃ, তায় দোষ কি? তুই তো ভাই আর কচি মেয়েটি নোস, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ডরাবি? যা না লা।

নব। ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। ও মা! কি সর্ব্বনাশ! (অগ্রসর হইয়া) কর কি? কর্ত্তা বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান?

নব। (সচকিতে) এ কি? পয়োধরী যে? আরে এসো এসো। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভালবাস, যে এর জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ—হা, হা, হা, এসো, এসো। (গাত্রোত্থান।)

হর। ও ঠাকুরঝি, কি বক্‌চে বুঝতে পারিস্ ভাই?

প্রসন্ন। (সহাস্য বদনে) ও, ভাই, তোদের কথা, আমি আর ওর কি বুঝবো?

নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এসো ভাই, আমি তোমার ডেম্ড স্লেভ্। এসো—(ভূতলে পতন।)

হর, প্রসন্ন, ইত্যাদি। (অগ্রসর হইয়া) ও মা, এ কি হলো? (ক্রন্দন।)

নেপথ্যে। কেন, কেন, কি হয়েছে?

গৃহিণীর পুনঃপ্রবেশ

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ কি? এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্চে? ও মা, কি হলো? (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওঠো বাবা, ওঠো। ও মা, আমার কি হলো! ও মা, আমার কি হলো! ও প্রসন্ন, তুই ও'কে একবার শীঘ্র ডেকে আন্ তো লা। (প্রসন্নের প্রস্থান।) ও মা, ও মা,

আমার কি হলো! (ক্রন্দন।)

নৃত্য। উঃ, জেঠাই মা, দেখ, দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা বদ্‌গন্ধ বেরুচ্ছে।

গৃহিণী। উঃ, ছি! তাই তো লো। ও মা, এ কি সর্ব্বনাশ! আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ টিষ্‌ খাইয়ে দিয়েছে না কি? ও মা, আমার কি হবে! (ক্রন্দন।)

প্রসন্নের সহিত কর্ত্তার প্রবেশ

কর্ত্তা। এ কি?

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ও মা, আমার কি হবে!

কর্ত্তা। (অবলোকন করিয়া সরোষে) কি সর্ব্বনাশ, রাধে কৃষ্ণ! হা দুরাচার! হা নরাধম! হা কুলাঙ্গার!

গৃহিণী। (সরোষে) এ কি? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন করো্যে বক্‌চো কেন?

কর্ত্তা। (সরোষে) সোনার নব! হ্যাঁ! ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে পার নি?

নব। হিয়র, হিয়র, হুরে।

গৃহিণী। ও মা, আবার কি হলো! এমন এলোমেলো বক্‌চে কেন? ও মা, ছেলেটিকে তো ভূতে টুতে পায় নি।

কর্ত্তা। তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই? তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চ না যে লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে?

নব। হিয়র, হিয়র।

কর্ত্তা। (সরোষে) চুপ্‌, বেহায়া, তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই?

নব। ড্যাম লজ্জা, মদ্‌ ল্যাও।

কর্ত্তা। শুন্‌লে তো?

গৃহিণী। ও মা, আমার এ দুধের বাছাকে এ সব্‌ কে শেখালে গা?

কর্ত্তা। আর শেখাবে কে? এ কল্‌কাতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্র লোকের বসতি করা উচিত?

গৃহিণী। ও মা, তাই তো, এত কে জানে, মা?

কর্ত্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো! এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এ বানরটা একটু ঘুমুক—

নব। হিয়র, হিয়র, আই সেকেন্ড দি রেজোলুসন।

কর্ত্তা। হায়, আমার বংশেও এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল?

গৃহিণী। ও প্রসন্ন, ও কমলা, ওলো তোরা মা এখানে একটু থেকে আয়।

[কর্ত্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান।

হর। (অগ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি, এই ভাই তোর দাদার দশা দেখ্‌। হায়, এই কল্‌কেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই। হে বিধাতা! তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন?

প্রসন্ন। তা এ আজ আর নতুন দেখলি না কি? জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।

হর। তা বই আর কি, ভাই? আজকাল কল্‌কেতায় যাঁরা লেখা পড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। তা ভাই দেখ দেখি, এমন স্বামী থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি। ঠাকুরঝি! তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘনিশ্বাস) ছি, ছি, ছি! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ্‌ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?

যবনিকা পতন

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র ঃ ভক্তপ্রসাদ বাবু। পঞ্চানন বাচস্পতি। আনন্দ বাবু। গদাধর। হানিফ গাজী। রাম।

স্ত্রী-চরিত্র ঃ পুঁটি। ফতেমা। (হানিফের পত্নী)। ভগী। পঞ্চী।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুষ্করিণীতটে বাদামতলা

গদাধর এবং হানিফ্ গাজীর প্রবেশ

হানি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বল্‌বো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠলো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আন্‌তি পাল্‌লাম না—খোদাতালার মর্জ্জি!.

গদা। বিষ্টি না হল্যে কি কখনও ধান হয় রে? তা দেখ্ এখন কত্তাবাবু কি করেন।

হানি। আর কি কর্‌বেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন?

গদা। তবে তুই কি কর্‌বি?

হানি। আর মোর মাথা কর্‌বো! এখনে মলিই বাঁচি। এবার যদি লাঙ্গলখান্ আর গরু দুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপ্ দাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হলো!

গদা। এই যে কত্তাবাবু এদিকে আস্‌চেন। তা আমিও তোর হয়ে দুই এক কথা বল্‌তে কসুর করব্যো না। দেখ্ কি হয়!

ভক্তবাবুর প্রবেশ

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি!

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যাঁরে হান্‌ফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত্। তুই খাজনা দিস্ নে কেন রে, বল্ তো? (মালা জপন।)

হানি। আগ্যে কত্তা, এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ্ হয়েচেন।

ভক্ত। তোদের ফসল হোক আর না হোক তাতে আমার কি বয়ে গেল।

হানি। আগ্যে, আপনি হচোন কত্তা—

ভক্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল্—খাজনা দিবি কি না।

হানি। কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওৎ, এখনে আপনি আমার উপর মেহের-বানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে। আমি এখনে বারোটি গোণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত্ নস্ রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন্ তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্। গদা—

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্বে করে দে আয় তো।

গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল্ রে।

হানি। কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ! আপনার খায়ে পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়াস্ কেন?

গদা। চল্ না।

হানি। দোয়াই কত্তার, দোয়াই জমীদারের। (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে দুএট্টা কথা বল্ না কেন?

গদা। আচ্ছা। তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। (ভক্তের প্রতি জনান্তিকে) কত্তাবাবু—

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হান্‌ফেকে এবারকার মতন মাফ্ করুন।

ভক্ত। কেন?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্‌বো। বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলে পিলে হয়নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোণা।

ভক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্ কি রে?

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বল্‌চি? আপনি তাকে দেখ্‌তে চান্ তো বলুন।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্‌ভক্ করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি এসে।

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কত বার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্তোন।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে ;— বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ? আচ্ছা ডাক, হান্‌ফেকে ডাক।

গদা। ও হানিফ্, এদিকে আয়।

হানি। অ্যাঁ, কি?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদ্‌বাকি টাকা কবে দিবি বল্ দেখি?

হানি। কত্তামশায়, আল্লাতালা চায় তো মাস দ্যাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ান্‌-জীকে দে গে।

হানি। (সহর্ষে) য্যাগ্যে কত্তা, (স্বগত) বাঁচ্‌লাম! বারো গণ্ডা পয়সা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, যদি বড় পেড়াপিড়ি কত্তো তা হলি সব দিয়ে ফ্যালতাম্। (প্রকাশে) সালাম কত্তা।

[প্রস্থান।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ ছুঁড়ীকে তো হাত কত্যে পারবি?

গদা। আজ্ঞে, তার ভাবনা কি? গোটা কুড়িক্ টাকা খরচ কল্যে—

ভক্ত। কু-ড়ি-টা-কা! বলিস্ কি?

গদা। আজ্ঞে এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগদে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ী বউমানুষ কি না।

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাবো তখন আসিস্, টাকা দেওয়া যাবে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে? বাচস্পতি না?

বাচস্পতির প্রবেশ

কে ও? বাচস্পতি দাদা যে। প্রণাম। এ কি?

বাচ। আর দুঃখের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মা ঠাকুরুণের পরলোক হয়েছে। (রোদন।)

ভক্ত। বল কি? তা এ কবে হলো?

বাচ। অদ্য চতুর্থ দিবস।

ভক্ত। হয়েছিল কি?

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রাচীন হয়েছিলেন।

ভক্ত। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বৃথা।

বাচ। তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কত্যে হবে। যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ভক্ত। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন?

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে—"গতস্য শোচনা নাস্তি"—সে তো এমনেও নেই অমনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে থাকি, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে।

ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কুসময়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্যে হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হতে উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্যত্তরে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্যে পারি।

বাচ। বাবুজী, আপনি হচ্যেন ভূস্বামী,

রাজা ; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না ; তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন। (দীর্ঘনিশ্বাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হলোম।

ভক্ত। প্রণাম।

[বাচস্পতির প্রস্থান।

আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখ্‌ছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও! দাও! বই আব কথা নাই। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। ছুঁড়ী দেখ্‌তে খুব ভাল তো রে!

গদা। কত্তামশায়, আপনার সেই ইচেছকে মনে পড়ে তো?

ভক্ত। কোন্ ইচেছ?

গদা। আজ্ঞে, ঐ যে ভট্‌চাজ্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে—(অর্দ্ধোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়ীটে দেখ্‌তে ছিল ভাল বটে (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচেছর এখন কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হান্‌ফেব মাগ তার চাইতেও দেখ্‌তে ভাল।

ভক্ত। বলিস কি! অ্যাঁ? আজ বাত্রে ঠিক্‌ঠাক্ কত্তো পার্‌বি তো?

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয় কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।

ভক্ত। দেখ, টাকার ভয় করিস না। যত খরচ লাগে আমি দেব।

গদা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) কর্ত্তাটি এমনি খেপে উঠ্‌লিই তো আমরা বাঁচি, —গো মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও—কে ও রে?

গদা। আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচি। জল আন্‌তে আস্‌চে।

ভক্ত। কোন্ ভগী রে?

গদা। আজ্ঞে, পীতেম্বরে তেলীর মাগ।

ভক্ত। ঐ কি পীতেম্বরের মেয়ে পঞ্চী? এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে!

গদা। আজ্ঞে, ও আজ দুদিন হলো শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে।

ভক্ত। (স্বগত) "মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥" আহা! "কুচ হৈতে কত উচচ মেরু চূড়া ধরে। শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥"

গদা। (স্বগত) আবার ভাব লাগলো দেখ্‌চি। বুড়ো হলে লোভান্তি হয়; কোন ভালমন্দ জিনিস সাম্‌নে দিয়ে গেলে আর রক্ষে থাকে না।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। এদিকে কিছু কত্তো টত্তো পারিস?

গদা। আজ্ঞে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হয়েছে শুনেছি।

কলসী লইয়া ভগী এবং পঞ্চীর প্রবেশ

ভক্ত। ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা?

ভগী। সে কি কত্তাবাবু? আপনি আমার পাঁচিকে চিনতে পারেন না?

ভক্ত। এই কি তোমার সেই পাঁচি? আহা, ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে থাকুক্। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

ভগী। আজ্ঞে খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়ী।

ভক্ত। হাঁ, হাঁ, তারা খুব বড়মানুষ বটে। তা জামাইটি কেমন গা?

ভগী। (সগর্ব্বে) আজ্ঞে, জামাইটি দেখ্‌তে বড় ভাল। আর কল্‌কেতায় থেকে লেখা পড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভালবাসেন, আব বছর২ এক একখানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত। তবে জামাইটি কল্‌কেতাতেই থাকে বটে?

ভগী। আজ্ঞে হাঁ। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি তার আর কি বল্‌বো। বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে।

ভক্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ীর নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্তো পারি তবে আর কিসে পারবো। (প্রকাশে) ও

পাঁচ, একবার নিকটে আয় তো তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেচিস্।

ভগী। যা না মা, ভয় কি? কত্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর, বাবু যে তোর জেঠা হন।

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা! এ বুড় মিন্সে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেল্তে চায় না কি? ও মা, ছি! ও কি গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্।

ভক্ত। (স্বগত) "শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।" আহাহা!

ভগী। আপনি কি বল্ছেন?

ভক্ত। না। এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাক্‌বে।

ভগী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত। (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন,—আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ কত্তে পারবো না? (প্রকাশে) কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছে।

ভগী। কত্তাবাবু! আপনি কি বল্ছেন?

ভক্ত। বলি, পীতাম্বর ভায়া আজ কোথায়?

ভগী। সে নুনের জন্যে কেশবপুরের হাটে গেছে।

ভক্ত। আসবে কবে?

ভক্ত। আজ্ঞে চার পাঁচ দিনের মধ্যে আস্‌বে বলে গেছে। কত্তাবাবু, এখন আমরা তবে ঘাটে জল আনতে যাই।

ভক্ত। হুঁ, এসো গে।

ভগী। আয় মা, আয়।

[ভগী এবং পঞ্চীর প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) পীতেম্বরে না আসতে২ এ কর্ম্মটা সার্‌তে পার্‌লে হয়। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! ছুঁড়ী কি সুন্দরী। কবিরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছু মিথ্যা নয়। (প্রকাশে) ও গদা—

গদা। আজ্ঞে। (স্বগত) এই আবার সান্যে দেখ্‌চি।

ভক্ত। কাছে আয় না। দেখ্, এ বিষয়ে কিছু কত্তে পারিস্?

গদা। কত্তামশায়! এ আমার কর্ম্ম নয়। তবে যদি আমার পিসী পারে তা বলতে পারি নে।

ভক্ত। তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এসব কথা বল্‌গে। আর দেখ, এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো।

গদা। যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই। (গমন করিতে২) কত্তা আজকে কল্পতরু, তা দেখি গদার কপালে কি ফলে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তা দেখি কি হয়।

চাকরের গাড়ু গামছা লইয়া প্রবেশ

এখন যাই, সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলো। (গাত্রোত্থান করিয়া) দীনবন্ধো! তুমিই যা কর। আঃ, এ ছুঁড়ীকে যদি হাত কত্তে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হানিফ্ গাজীর নিকেতন-সম্মুখ

হানিফ্ এবং ফতেমার প্রবেশ

হানি। বলিস্ কি? পঞ্চাশ টাকা?

ফতে। মুই কি আর ঝুঁট কথা বল্‌ছি।

হানি। (সরোষে) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে আর দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারীগো জানে মারে্য, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এনছাফ আছে

কি না। বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এত বড় মকদুর। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেলো কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে আর মোর বুন কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরি করেনি। শালা—

ফতে। আরে মিছে গোসা কর কেন? ঐ দেখ, যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে পেট্‌য়েছ্যাল, সে ফের এই দিগে আসতেছে।

হানি। গম্তানীর মাথাটা ভাঙ্‌তি পাত্তাম, তা হলি গা-টা ঠাণ্ডা হতো।

ফতে। চল, মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, দেখি মাগী আস্যে কি করে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পুঁটির প্রবেশ

পুঁটি। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) থু, থু। পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়ীতেও আসতে গা বমি বমি করে। থু, থু। কুঁকড়ুর পাখা, প্যাঁজের খোসা। থু, থু। তা করি কি? ভক্তবাবু কি এ কর্ম্মে কখনও ক্ষান্ত হবে। এত যে বুড়, তবু আজো যেন রস উতলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কম্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার কিছু ঠিকানা নাই। (সহাস্য বদনে) বাবু এদিকে আবার পরম বৈষ্টব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান্— কি সোমবারে হবিষ্যি করেন—আ মবি, কি ঘিন্ঠে গা! (চিন্তা করিয়া) সে যাক্ মেনে, দেখি এখন এ মাগীকে পারি কি না। পীতেম্বরে তেলীর মেয়েকে এসব কথা বলতে ভয় পায়। সে তো আর দুঃখী কাঙালের বউ নয় যে দুই চার টাকা দেখ্‌লে নেচে উঠ্‌বে। আর ভক্তবাবুর যদি যুবকাল থাকতো তা হলেও ক্ষতি ছিলো না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগ্‌তো তা হল্যে নয় কথাটা ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কি হয়। (উচ্চৈঃস্বরে) ও ফতি' তুই বাড়ী আছিস্?

নেপথ্যে। ও কে ও?

পুঁটি। আমি, একবার বেরো তো।

ফতেমার প্রবেশ

ফতে। পুঁটি দিদি যে, কি খবর?

পুঁটি। হানিফ্ কোথায়?

ফতে। সে ক্ষেতে লাঙল দিতি গেছে।

পুঁটি। (স্বগত) আপদ্ গেছে। মিন্‌সে যেন যমের দূত। (প্রকাশে) ও ফতি, তুই এখন বলিস্ কি ভাই?

ফতে। কি বলবো?

পুঁটি। আর কি বলবি? সোণার খাবি, সোণার পরবি, না এখানে বাঁদী হয়ে থাক্‌বি?

ফতে। তা ভাই যার যেমন নসিব্। তুই মোকে জওয়ান খসম্ ছেড়ে একটা বুড়র কাছে যাতি বলিস্, তা সে বুড় মলি ভাই আমার কি হবে?

পুঁটি। আঃ! ও সব কপালের কথা, ও সব কথা ভাবতে গেলে কি কাজ চলে? এই দেখ্ পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কম্ম করিস্ তো বল্, টাকা—দি; আর না করিস্ তো তাও বল্, আমি চল্‌লেম।

ফতে। দাঁড়া ভাই, একটু সবুর কর না কেন।

পুঁটি। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্ তবে তোর আর দেরি করে কাজ নেই।

ফতে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা ভাই, দে, টাকা দে।

পুঁটি। দেখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়।

ফতে। তার জন্যে ভয় কি? আমি সাঁজের বেলা তোদের বাড়ীতে যাব এখন্। দে, টাকা দে। তা ভাই, এ কথা তো কেউ মালুম্ কত্যি পারবে না?

পুঁটি। কি সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়। আর এ কথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ তোর তো আর তত নয়। আমরা হল্যেম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুলমান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস্।

ফতে। (সহাস্য বদনে) মোরা রাঁড় হলি্য নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস্ বল্ দেখি।

সে যা হোক মেনে, এখন দে, টাকা দে।

পুঁটি। এই নে।

ফতে। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কম পাঁচ গণ্ডা টাকা হলো।

পুঁটি। ছ টাকা ভাই আমার দস্তুরি।

ফতে। না, না, তা হবে না, তুই ভাই দু টাকা নে।

পুঁটি। না ভাই, আমাকে না হয় চারটে টাকা দে।

ফতে। আচ্ছা তবে তুই বাকি দুটো টাকা ফিরিয়ে দে।

পুঁটি। এই নে—আর দেখ্, তুই সাঁজের বেলা ঐ আঁব-বাগানে যাস্, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো।

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটি। দেখ্ ভাই, এ কম মানুষের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি করে হজম করা তোর আমার কম্ম নয়, তা এখন আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

হানিফের পুনঃপ্রবেশ

হানি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে) হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হল্যি গা জুড়োয়। হা আল্লা, এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জত্ মাত্যি চায়। দেখিস্ ফতি, যা কয়ে দিছি, যেন ইয়াদ্ থাকে, আর তুই সমুঝে চলিস্ ; বেটা বড় কাফের, যেন গায়-টায় হাত না দিতি পায়।

ফতে। তার জন্যি কিছু ভাবতি হবে না। ঐ দেখ, এদিকে কেটা আস্তেচে, আমি পালাই।

[প্রস্থান।

বাচস্পতির প্রবেশ

বাচ। (স্বগত) অনেক কাষ্ঠের দেখছি আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেতুলগাছটাই কাটা যাউক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে ঐ বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি তা স্মরণ-পথারূঢ় হল্যে মনটা চঞ্চল হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দূর হোক, ও সব কথা আর এখন ভাবলে কি হবে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও হানিফ গাজী।

হানি। আগ্যে, কি বল্চো?

বাচ। ওরে দেখ্, একটা তেতুলগাছ কাট্‌তে হবে, তা তুই পারবি?

হানি। পারবো না কেন?

বাচ। তবে তোর কুড়ালিখানা নে আমার সঙ্গে আয়।

হানি। ঠাকুর, কত্তাবাবু এই ছরাদের জন্যি তোমাকে কি দেছে গা?

বাচ। আরে ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? যে বিঘে কুড়িক ব্রহ্মত্র ছিল তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম তা তিনি বল্যেন যে এখন আমার বড় কুসময়, আমি কিছু দিতে পার্বো না ; তার পরে কত করে বল্যে কয়ে পাঁচটি টাকা বার করেছি। (দীর্ঘনিশ্বাস) সকলি কপালে করে!

হানি। (চিন্তা করিয়া) ঠাকুর, একবার এদিকে আসো তো, তোমার সাথে মোর থোড়া বাৎ চিত্ আছে।

বাচ। কি বাৎ চিত্, এখানেই বল্ না কেন?

হানি। আগ্যে না, একবার ঐদিকে যাতি হবে।

বাচ। তবে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফতেমার এবং পুঁটির পুনঃপ্রবেশ

পুঁটি। না ভাই, ও আঁব-বাগানে হলো না।

ফতে। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্ তা বল্?

পুঁটি। দেখ্, ঐ যে পুখুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত্ চার ঘড়ীর সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস্, তার পরে আমি এসে যা কত্যে হয় করে কম্মে দেবো।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা, দেখিস্ ভাই এ কথা যেন কেউ টের টোর না পায়।

পুঁটি। ওলো, তুই কি কায়েত না বামণের মেয়ে যে তোর এতো ভয় লো?

ফতে। আমি যা হই ভাই, আমার আদমি এ কথা টের পালি্য আমাগো দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটি। (সত্রাসে) সে সত্তি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক্ যমদূত। তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

ফতে। (স্বগত) দেখি, আজ রাতির বেলা কি তামাসা হয়; এখন যাই, খানা পাকাই গে।

[প্রস্থান।

বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃপ্রবেশ

বাচ। শিব! শিব! এ বয়সেও এতো? আর তাতে আবার যবনী। রাম বলো! কলিদেব এত দিনেই যথার্থরূপে এ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হলেন। হানিফ্, দেখ্, যে কথা বল্যেম তাতে যেন খুব সতর্ক থাকিস। এতে দেখ্‌ছি আমাদের উভয়েরই উপকার হত্যে পারবে।

হানি। য্যাগ্যে, তার জন্যি ভাবতি হবে না।

বাচ। এখন চল্। তোর কুড়ালি কোথায়?

হানি। কুরুলখানা বুঝি ক্ষেতে পড়ে আছে। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈটকখানা

ভক্তবাবু আসীন

ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা কি আজ আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পঞ্চী ছুঁড়ীকে পাওয়া দুষ্কর, কি দুঃখের বিষয়! এমন কনক-পদ্মটি তুলতে পাল্‌লেম না হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় করো পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হল্যেন। যা হৌক, এখন যে হান্‌ফের মাগ্‌টাকে পাওয়া গেছে এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখ্‌তে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবন-মদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে যৌবনে কুক্কুরীও ধন্য! (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে তো প্রায় দুই তিন দণ্ড বেলা আছে। কি উৎপাত!

আনন্দ বাবুর প্রবেশ

কে ও, আনন্দ নাকি? এসো বাপু এসো, বাড়ী এসেছো কবে?

আন। (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, কাল রাত্রে এসে পোঁছেছি।

ভক্ত। তবে কি সংবাদ, বল দেখি শুনি।

আন। আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ। অনেক দিন বাড়ী আসা হয় নি বল্যে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

ভক্ত। তা বেশ করেছো। আমার অম্বিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

আন। আজ্ঞে, অম্বিকার সঙ্গে কল্‌কেতায় তো আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়।

ভক্ত। কেন? তুমি না পাথুরেঘাটায় থাক?

আন। আজ্ঞে, থাক্‌তেম বটে, কিন্তু এখন উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা করেছি!

ভক্ত। অম্বিকার লেখাপড়া হচ্যে কেমন?

আন। জেঠা মহাশয়, এমন ক্লেবর্ ছোকরা তো হিন্দু কালেজে আর দুটি নাই।

ভক্ত। এমন কি ছোকরা বল্‌লে, বাপু?

আন। আজ্ঞে, ক্লেবর্, অর্থাৎ সুচতুর—মেধাবী।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে? ও সকল, বাপু, আমাদের কাণে ভাল লাগে না। জহীন্ কিম্বা চালাক্ বল্‌লে, আমরা বুঝতে পারি। ভাল, আনন্দ! তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অম্বিকা তো কোন অধর্ম্মাচরণ শিখ্‌ছে না।

আন। আজ্ঞে, অধর্ম্মাচরণ কি?

ভক্ত। এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা,

গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রীষ্টিয়ানি মত—

আন। আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বল্‌তে পারি না।

ভক্ত। আমার বোধ হয় অম্বিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্ম্মাচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি না। প্রভো! তুমিই সত্য! ভাল, আমি শুনেছি যে কল্‌কেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোণারবেণে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু, সকলই না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়াও করে? বাপু, এ সকল কি সত্য?

আন। আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা তাও নয়।

ভক্ত। কি সর্ব্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্য্যাদা দেখ্‌চি আর কোন প্রকারেই রৈলো না! আর রৈবেই বা কেমন করে? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়ছে বই তো নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ!

গদাধরের প্রবেশ

কে ও?

গদা। আজ্ঞে, আমি গদা। (এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।)

ভক্ত। (ইসারা।)

গদা। (ঐ)

ভক্ত। (স্বগত) ইঃ, আজ কি সন্ধ্যা হবে না না কি। (প্রকাশে) ভাল, আনন্দ! শুনেছি —কল্‌কেতায় না কি বড় বড় হিন্দু সকল মুসলমান বাবুর্চী রাখে?

আন। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত। থু! থু! বল কি? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায়? রাম রাম! থু! থু!

গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ! কর্ত্তাবাবুর কি বুদ্ধি!

ভক্ত। অম্বিকাকে দেখ্‌চি আর বিস্তর দিন কল্‌কেতায় রাখা হবে না।

আন। আজ্ঞে, এখন অম্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান কোন মতেই উচিত হয় না।

ভক্ত। বল কি, বাপু? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দেবে? আর "মরা গরুতেও কি ঘাস খায়' এই বলে কি পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ করবে?

নেপথ্যে। (শংখ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, ইত্যাদি।)

ভক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে।

আন। যে আজ্ঞে, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

গদা। (স্বগত) এখন বাবুরা তো গেলো। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) দেখি একটু আরাম করি। (গদির উপর উপবেশন।) বাঃ! কি নরম বিছানা গা। এর উপরে বসলিই গা-টা যেন ঘুম ঘুম কত্যে থাকে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রাম।

নেপথ্যে। কে ও?

গদা। আমি গদাধর। ও রাম, বলি এক ছিলিম অম্বুরী তামাক টামাক খাওয়া না।

নেপথ্যে। রোস্, খাওয়াচ্যি।

গদা। (তাকিয়ায় ঠেস দিয়া স্বগত) আহা, কি আরামের জিনিস। এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের সংগে বাটি বাটি ঘি আর দুদ্ খায়, আর এমনি বালিশের উপর ঠেস দিয়ে বসে তাদের কত্যে সুখী কি আর আছে?

তামাক লইয়া রামের প্রবেশ

রাম। ও কি ও? তুই যে আবার ওখানে বসিছিস্?

গদা। একবার ভাই বাবুগিরি করে জম্মটা সফল করে নি। দে, হুঁকটা দে। কর্ত্তাবাবুর ফর্‌সিটে আনতিস্ তো আরও মজা হতো। (হুঁকা গ্রহণ।)

রাম। হা! হা! হা! তুই বাবুদের মতন্ তামাক খেতে কোথায় শিখ্‌লি রে? এ যে ছাতারের নেত্য! হা! হা! হা!

গদা। হা! হা! হা! তুই ভাই একবার আমার গা-টা টেপ্ তো।

রাম। মর্ শালা, আমি কি তোর চাকোর? হা! হা! হা!

গদা। তোর পায় পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা, তুই একবার আমার গা টিপে দে, আমি মৈলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন।

রাম। হা! হা! হা! আচ্ছা, তবে আয়।

গদা। রোস্, হুঁকটা আগে রেখে দি। এখন আয়।

রাম। (গাত্র টেপন।)

গদা। হা! হা! হা! মর্, অমন্ করে কি টিপ্তে হয়?

রাম। কেমন্, এখন ভাল লাগে তো! হা! হা! হা!

গদা। আজ ভাই ভারি মজা কল্যেম, হা! হা! হা!

রাম। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) পালা রে, পালা, ঐ দেখ কত্তাবাবু আস্‌চে।

[হুঁকা লইয়া হাসিতে২ বেগে প্রস্থান।

গদা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) বুড় বেটা এমন সময়ে এসে সব নষ্ট কল্যে। ইস! আজ বুড়র ঠাট্ দেখলে হাসি পায়! শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ। হা! হা! হা!

ভক্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ

ভক্ত। ও গদা।

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। ওরা কি এসেছে বোধ হয়?

গদা। আজ্ঞে, এতক্ষণে এসে থাক্‌তে পারবে, আপনি বসুন।

ভক্ত। যা তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে।

গদা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) এই তাজটা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়ে মাগীরে এই সকল ভালবাসে; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্যে যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রামা—

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

ভক্ত। আমার হাতবাক্‌সটা আর আরসি-খানা আন্ তো। (স্বগত) দেখি, একটু আতর গায় দি। নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আতরের খস্‌বু বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও টেঁকে করে সঙ্গে নে যাই। কি জানি যদি মাগীর গায়ে প্যাঁজের গন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে তা দূর কর্‌বো।

বাক্স ও আরসি লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ

ভক্ত। (আরসিতে মুখ দেখিয়া আতরের শিশি লইয়া বাক্‌স পুনরায় বন্ধ করিয়া) এই নে যা, আর দেখ্, যদি কেউ আসে তো বলিস্ যে আমি এখন জপে আছি।

রাম। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আঃ! গদা বেটা যে এখনও আস্‌চে না? বেটা কুড়ের শেষ।

গদার পুনঃপ্রবেশ

কি হলো রে?

গদা। আজ্ঞে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি আসুন।

ভক্ত। তবে চল্ যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির

বাচস্পতি ও হানিফের প্রবেশ

বাচ। ও হানিফ্!

হানি। জী।

বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির; এখনো তো দেখ্‌ছি কেউ আসে নি। তা চল্, আমরা ঐ অশ্বত্থ গাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে।

হানি। আপনার যেমন মর্‌জি।

বাচ। কিন্তু দেখ্, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ্ করে বসে থাকিস্।

হানি। ঠাহুর্, তা তো থাক্‌পো; লেকিন্ আমার সাম্‌নে যদি আমার বিবির

গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনি সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টান্যে ছিঁড়ে ফেলাবো! আমার তো এখনে আর কোন ভয় নেই ; আমি দোস্‌রা এলাকায় ঘরের ঠ্যাক্‌না করিছি।

বাচ। (স্বগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখ্‌, হানিফ্‌, অমন রাগলে চলব্যে না, তা হলে সব নষ্ট হবে ; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্‌।

হানি। আরে থোও ম্যানে, ঠাহুর! আমার লহু গরম হয়ে উঠ্‌তেছে, আর হাত দুখানা যেন নিস্‌পিস কত্তেছে,—একবার শালারে এখন পালি হয়, তা হলি মনের সাধে তারে কিল্‌য়ে গেরাম ছাড়্যে যাব, আর কি?

বাচ। না, তবে আমি এর মধ্যে নাই ; আমার কথা যদি না শুনিস্‌ তবে আমি চল্যেম। (গমনোদ্যত।)

হানি। আরে, রও না, ঠাহুর! এত গোসা হতেছ কেন? ভাল, কও দিনি, আমি এখানে যদি চুপ করে থাকি তা হলি আখেরে তো শালারে শোধ দিতি পারবো?

বাচ। হাঁ, তা পারবি বৈ কি।

হানি। আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বল্‌বে তাই করবো এখনে।

বাচ। তবে চল্‌, ঐ গাছে উঠে চুপ করে বসে থাকি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ

ফতে। ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি। আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তো দু কোশ পাঁচ কোশ যেতে হবে না। ত, এইখেনে দাঁড়া না। কত্তাবাবু ততখন আসুন।

ফতে। না ভাই, যে আঁদার্‌, বড় ডর লাগে। এই বনের মদ্দি মোরা দুটীতি কেমন কোরে থাক্‌পো?

পুঁটি। (স্বগত) বলে মিথ্যে নয়! যে অন্ধকার, গা-টাও কেমন ছম্‌ ছম্‌ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) আঃ, এঁর যে আর আসা হয় না।

ফতে। তুই নৈলে থাক্‌ ভাই, মুই আর রতি পারবো না। (গমনোদ্যত।)

পুঁটি। (ফতের হস্ত ধারণ করিয়া) আ মর্‌, ছুঁড়ী! আমি থাক্‌লে কি হবে? (স্বগত) হায় ; আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাস পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে চায়? (প্রকাশে) তুই, ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে।

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়ি পাতি চাই নে, মোর আদ্‌মি এ কথা মালুম কত্যি পাল্যি মোরে আর আস্তো রাখ্‌পে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস্‌ কেন? সে কেমন করে জান্‌তে পাববে বল্‌ ; সে কি আর এখানে দেখ্‌তে আসছে? তা এতো ভয়ই বা কেন? একটু দাঁড়া না। (সচকিতে স্বগত) ও মা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কি একটা শব্দ হলো না? রাম! রাম! রাম! (ফতেকে ধারণ।)

ফতে। (বিষণ্ণ ভাবে) তুই যদি না ছাড়িস্‌ ভাই তবে আর কি করবো ; এখনে আল্লা যা করে! তা চল্‌ মোরা ঐ মস্‌জিদের মদ্দি যাই ; আবার এখানে কেটা কোন দিক্‌ হতে দেখ্‌তি পাবে।

পুঁটি। না না না, এই ফাঁকেই ভালো। (স্বগত) আঃ, এ বুড় ডেক্‌রা মরেছে না কি?

ফতে। (সচকিতে) ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ্‌ দেখি কে দুজন আস্‌চে, আমি ভাই ঐ মসজিদের মদ্দি নুকুই।

পুঁটি। না লো না, ঐখানে দাঁড়া না। আমি দেখ্‌চি, বুঝি আমাদের কত্তাবাবুই বা হবে। (দেখিয়া) হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে গদা আস্‌চে। আঃ, বাঁচলেম।

ফতে। না ভাই, মুই যাই।

পুঁটি। আরে, দাঁড়া না ; যাবি কোথা?

ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ

পুঁটি। আঃ, কত্তাবাবু, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। আপনি দেরি

কল্যেন্ বল্লে আমরা আরো ভাবছিলেম, ফিরে যাই।

ভক্ত। হ্যাঁ, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে—তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। (স্বগত) আহা, যবনী হোলো তায় বয়ে গেল কি? ছুঁড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যে আঁস্তাকুড়ে সোণার চাংগড়! (প্রকাশে গদার প্রতি) গদা, তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন এদিকে কেউ না এসে পড়ে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখ্‌চি রে, আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) সুন্দরি, একবার বদন তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!—তায় লজ্জা কি?

গদা। (স্বগত) আর ও নাম কেন? এখন আল্লা আল্লা বলো।

ভক্ত। আহা! এমন খোস্-চেহারা কি হান্‌ফের ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়।

"ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥"

বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো!—আঃ!

পুঁটি। (স্বগত) কত্তা আজ বাদে কাল শিংগে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ও মা! ছাইতে কি আগুন এত কালও থাকে গা? (প্রকাশে) কত্তাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ওসব বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চুপ্ কর্ না কেন?

পুঁটি। যে আজ্ঞে।

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।

পুঁটি। আ মর্, একশো বার ঐ কথা? বাবু এত করে বল্‌চ্যে তবু কি তোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক্ নেড়ের জাত কি না,—কথায় বলে "তেতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।" কত্তাবাবুকে পেলে কত বামুণ কায়েত বত্যে যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস্, তোদের জাত আছে, না ধম্ম আছে? বরং ভাগ্যি করে মান্ যে বাবুর চোখে পড়েছিস্।

ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসোচি, মোর আদ্‌মি আসে এখনি মোকে খোঁজ করবে, মুই যাই ভাই।

ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিসে?—তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার কলিজে—তুমি আমার চোদ্দো পুরুষ!

"তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো॥"

তা দেখ ভাই, বুড় বল্যে হেলা করো না; তুমি যদি চলে যাও তা হলে আর আমার প্রাণ থাক্‌বে না।

গদা। (স্বগত) ভেলা মোর ধন্ রে? এই তো বটে।

পুঁটি। কত্তাবাবু, ফতির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখ্‌তে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়।

ভক্ত। (চিন্তিত ভাবে) অ্যাঁ—মন্দিরের মধ্যে?—হাঁ; তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার?

নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে। বটে রে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার? (সকলের ভয়।)

ভক্ত। (সত্রাসে চর্তুর্দ্দিকে দেখিয়া) অ্যাঁ—আ-আ-আ—আমি না! ও বাবা! এ কি? কোথা যাব!

পুঁটি। (কম্পিত কলেবরে) রাম—রাম—রাম—রাম! আমি তখনি ত জানি—রাম—রাম—রাম!

ভক্ত। ও গদা! কাছে আয় না।

গদা। (কম্পিত কলেবরে) আগে বাঁচি, তবে—

(নেপথ্যে হুংকার-ধ্বনি।)

পুঁটি। ই—ই—ই—ই! (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

ভক্ত। রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম! —ও মা গো—কি হবে!

(নেপথ্যে।) এই দেখ্ না কি হয়?

ভক্ত। (কর যোড় করিয়া সকাতরে) বাবা! আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।)

(ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান।)

ভক্ত। আঁ—আঁ—আঁ!

(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ—"মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ি, এই তো বিচার বটে," এবং প্রবেশ।)

গদা। (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন! আঃ! বাঁচলেম ; বামুণের কাছে ভূত আসতে পায় না! (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা! ভূতের হাত এমন কড়া।

বাচ। এ কি! কত্তাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন?—হয়েছে কি? অ্যাঁ?

ভক্ত। (বাচস্পতিকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া) কে ও? বাচ্‌পোৎ দাদা না কি? আঃ; ভাই, আজ ভূতের হাতে মরেছিলাম আর কি? তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে।

পুঁটি। (চেতন পাইয়া) রাম—রাম—রাম—রাম!

গদা। ও পিসি, সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ্।

পুঁটি। (উঠিয়া) গিয়েছে! আঃ, রক্ষে হোলো। তা চল্, বাছা, আর এখানে নয়; আমি বেঁচে থাক্‌লে অনেক রোজগার হবে! (বাচস্পতিকে দেখিয়া) ও মা! এই যে ভট্‌চাজ্জি মোশাই এখানে এসেছেন।

বাচ। কত্তাবাবু, আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এলেম। তা বলুন্ দেখি ব্যাপারটাই কি? আপ্‌নিই বা এ সময়ে এখানে কেন?. আর এরাই বা কেন এসেছে? এ তো দেখ্‌ছি হানিফ্ গাজীর মাগ্।

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাঁচলেম, এখন আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট! করি কি? (প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই, তুমি তো সকলি বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম্ম করেছিলেম তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তা হাঁ দেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে বল্‌চি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও যে, এ কথা যেন কেউ টের না পায়। বুড় বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পোড়্‌বে। তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি বল্‌বো।

বাচ। সে কি কত্তাবাবু? আপনি হলেন বড়মানুষ—রাজা; আর আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্রটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও অন্ন যোটা ভার, তা আমি আপনার আত্মীয় হব এমন ভাগ্য কি করেছি?—

ভক্ত। হয়েছে—হয়েছে, ভাই! আমি কল্যই তোমার সে ব্রহ্মত্র জমি ফিরে দেবো. আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম. তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো, কিন্তু এই কর্ম্মটি কর্যো যেন আজ্‌কের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না হয়।

বাচ। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, কর্ম্মটা বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বল্‌তে হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্যে স্বীকার হলেন, তখন তার তো এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই বা প্রযোজন কি?—তার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন।

স্বাভাবিক বেশে হানিফ্ গাজীর প্রবেশ।

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (অতি ব্যাকুল ভাবে) এ কি! অ্যাঁ। এ আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত?

হানি। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্যে ফাতির তল্লাস কল্লাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিক পুঁটির

সাতে অ্যায়েছে, তাই তারে ঢুঁড়তি ঢুঁড়তি আস্যে পাড়িছি। আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জান্তি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোণার চাঁদ আপনারে আন্যে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্যি আপনি এত তজ্দি নেলেন কেন? তোবা! তোবা!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেম্নি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু এ কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি!

হানি। সে কি, কত্তাবাবু?—আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল্ পাড়তেন, এখন আপনি খোদ্ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে? তা এ কথা তো আমার জাত কুটুমগো কতিই হবে।

ভক্ত। সর্ব্বনাশ!—বলিস্ কি হানিফ্? ও বাচ্পোৎ দাদা, এইবারেই তো গেলেম। ভাই, তুমি না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানফ্কে তুমি দুটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ। (ঈষৎ হাস্যমুখে) ও হানিফ, একবার এদিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। (হানিফকে এক পার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন।)

ভক্ত। রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে! একে তো অপমানের শেষ; তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্যে যে পৃথিবী দু ভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কাণে খত, এমন কর্ম্মে আর নয়।

ফতে। (অগ্রসর হইয়া সহাস্য বদনে) কেন, কত্তাবাবু?—নাড়্যের মায়্যে কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগি, তোর জন্যেই ত আমার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

ফতে। সে কি, কত্তাবাবু?—এই, মুই আপনার কল্জে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।

ভক্ত। কেবল তোকে দূর? এ জঘন্য কর্ম্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম। এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তাঁর বাড়া গর্দ্দভ আর নাই।

গদা। (জনান্তিকে) ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠ্লো!

পুঁটি। উঠুক্ বাছা; গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে খাবো। কে জানে মা যে নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে? তা হলে কি আমি এ কাজে হাত দি?

বাচ। (অগ্রসর হইয়া) কত্তাবাবু, আপনি হানিফকে দুটি শত টাকা দিন, তা হলেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত। দু-শো টা-কা! ও বাবা, আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম। বাচ্পোৎ দাদা, কিছু কম্ জম্ কি হয় না?

বাচ। আজ্ঞে না, এর কমে কোন মতেই হবে না।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখ্লেম যে এ কর্ম্মের দক্ষিণান্ত এইরূপেই হওয়া উচিত। যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার কর্বো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুর্ম্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।

বাইরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া ॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্লো ধর্ম্ম,
"বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ॥"

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন

পদ্মাবতী নাটক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র ঃ ইন্দ্রনীল (রাজা)। মানবক (বিদূষক)। রাজমন্ত্রী। দেবর্ষি নারদ। মহর্ষি অঙ্গিরা। মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-কঞ্চুকী। মাহেশ্বরীপুরীর পুরোহিত। কলি। সারথি। নাগরিকগণ, রক্ষকগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র ঃ শচী দেবী। রতি দেবী। মুরজা দেবী। পদ্মাবতী। বসুমতী (সখী)। মাধবী (পরিচারিকা)। গৌতমী (তপস্বিনী)। রম্ভা (অপ্সরী)।

প্রথমাংক

বিন্ধ্যগিরি, দেব-উপবন

ধনুর্ব্বাণ-হস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের বেগে প্রবেশ

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) হরিণটা দেখ্তে দেখ্তে কোন্ দিকে গেল হে? কি আশ্চর্য্য! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্ছি? আর তাই বা কেমন করে বলি। এই ত ভগবান্ বিন্ধ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (চিন্তা করিয়া) এই পর্ব্বতময় প্রদেশে রথের গতি রোধ হয় বল্যে, আমি পদব্রজে হরিণটার অনুসরণ ক্লেশ স্বীকার কর্যে অবশেষে কি আমার এই ফল লাভ হলো যে আমি একলা একটা নির্জ্জন বনে এসে পড়লেম? মরুভূমিতে মরীচিকা বারিরূপে দর্শন দেয়; তা এ স্থলে কি সে মায়ামৃগ হয়ে আমাকে এত বৃথা দুঃখ দিলে? সে যা হোক, এখন এখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম কর্যে এ ক্লান্তি দূর করা আবশ্যক। (পরিক্রমণ করিয়া) আহা! স্থানটি কি রমণীয়! বোধ করি এ কোন যক্ষ কিম্বা গন্ধর্ব্বের উপবন হবে। প্রকৃতি, মানব জাতির লোচনানন্দের নিমিত্তে, এমন অপরূপ রূপ কোথাও ধারণ করেন না। আমি এই উৎসের নিকটে শিলাতলে বসি। এ যেন কলকল রবে আমাকে আহ্বান কচ্যে। (উপবেশন করিয়া সচকিতে) এ কি? এ উদ্যান যে সহসা অপূর্ব্ব সুগন্ধে পরিপূর্ণ হতে লাগলো? (আকাশে কোমল বাদ্য) আহা! কি মধুর ধ্বনি! কি—? (সহসা নিদ্রাবৃত হইয়া শিলাতলে পতন।)

শচী এবং রতির প্রবেশ

শচী। সখি, সুরপতির কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর। তিনি দুষ্ট দৈত্যবংশ কিসে সমূলে ধ্বংস হবে এই ভাবনায় সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তাঁর কি আর সুখভোগে মন আছে? রতিদেবি, তুমি কি ভাগ্যবতী। দেখ, তোমার মন্মথ তিলার্দ্ধের জন্যেও তোমার কাছ ছাড়া হন না। আহা! যেমন পারিজাত পুষ্পের আলিঙ্গন পাশে সৌরভমধু চিরকাল বাঁধা থাকে, তোমার মদনও তেমনি তোমার বশীভূত।

রতি। সখি, তা সত্য বটে। বিরহ-অনল যে কাকে বলে তা আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (উভয়ের পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! শচীদেবি, ঐ দেখ তোমার মালতী মলয়মারুতের আগমনে যেন বিরক্ত হয়ে তাকে নিকটে আস্তে ইঙ্গিতে নিষেধ কচ্যে।

শচী। কর্বে না কেন? দেখ, ইনি সমস্ত দিন ঐ নির্ম্মল সরোবরে নলিনীর সঙ্গে কেলি করে কেবল এই এখানে আস্চেন। এতে কি মালতীর অভিমান হয় না? আর আপনার গায়ের গন্ধেই ইনি আপনি ধরা পড়ছেন।

মুরজা দেবীর প্রবেশ

কি গো, সখি মুরজা যে? এস, এস। আজ তোমার এত বিরস বদন কেন?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার দুঃখের কথা আর কাকে বল্বো?

রতি। কেন, কেন? কি হয়েছে?

মুর। প্রায় পনের বৎসর হলো পার্ব্বতী আমার কন্যা বিজয়াকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর্যে অভিশাপ দেন; তা সেই অবধি তার আর কোন অনুসন্ধান পাই নাই।

শচী। সে কি? ভগবতী পৃথিবী না তাকে স্বগর্ভে ধারণ কর্যে স্বীকার পেয়েছিলেন?

মুর। হাঁ—পেয়েছিলেন আর ধরেও ছিলেন বটে। কিন্তু তার জন্ম হল্যে তাকে যে লালন পালনের জন্যে কার হাতে দিয়েছেন এ কথাটি তিনি কোনমতেই আমাকে বল্তে চান না। আমি আজ তাঁর পায়ে ধরে যে কত কেঁদেছি, তা আর কি বল্বো?

রতি। তা ভগবতী তোমাকে কি বল্লেন?

মুর। তিনি বল্লেন—"বৎসে, সময়ে তুমি আপনিই সকল জান্তে পারবে। এখন তুমি রোদন সম্বরণ কর্যে অলকায় যাও। তোমার বিজয়া পরম সুখে আছে।"

শচী। তবে, সখি, তোমার এ বিষয়ে চঞ্চল হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আর বিবেচনা করে দেখ, পৃথিবীতে মানুষের জীবনলীলা জলবিম্বের মতন অতি শীঘ্রই শেষ হয়।

মুর। সখি, বিজয়ার বিরহে আমার মন থেকে থেকে যেন কেঁদে উঠে! হায়!

জগদীশ্বর আমাদের অমর করেও দুঃখের অধীন কল্যেন্।

শচী। সখি, বিধাতার এ বিপুল সৃষ্টিতে এমন কোন্ ফুল আছে যে তাতে কীট প্রবেশ কত্যে না পারে?

দূরে নারদের প্রবেশ

নার। (স্বগত) আমি মহর্ষি পুলস্তের আশ্রমে শূন্যপথ দিয়ে গমন কর্তেছিলেম। অকস্মাৎ এই দেব-উপবনে এই তিনটি দেব-নারীকে দেখে ইচ্ছা হলো যে যেমন কর্যে পারি এদের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত করাই—এই জন্যেই আমি এই পর্ব্বত-সানুতে অবতীর্ণ হয়েছি। তা আমার এ মনস্কামনাটি কি সুযোগে সুসিদ্ধ করি? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হয়েছে। এই যে সুবর্ণ-পদ্মটি আমি মানস সরোবর থেকে অবচয়ন করে এনেছি, এর দ্বারাই আমার কার্য্য সফল হবে। (অগ্রসর হইয়া) আপনাদের কল্যাণ হউক!

সকলে। দেবর্ষি, আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করি। (প্রণাম।)

শচী। (স্বগত) এ হতভাগা ত সর্ব্বত্রেই বিবাদের মূল, তা এ আবার কোত্থেকে এখানে এসে উপস্থিত হলো?—ও মা! আমি এ কি কচ্চি? ও যে অন্তর্যামী। ও আমার এ সকল মনের কথা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে। (প্রকাশে) ভগবন্, আজ আমাদের কি শুভ দিন! আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে চরিতার্থ হলেম। তবে আপনার কোথায় গমন হচ্যে?

নার। (স্বগত) এ দুষ্টা স্ত্রীটার কি কিছু-মাত্র লজ্জা নাই। এ কি? এর উদরে বিষ, মুখে মধু। এ যে মাকালফল। বর্ণ দেখ্‌লে চক্ষুঃ শীতল হয়, কিন্তু ভিতরে—ভস্ম! তা আমার যে পর্য্যন্ত সাধ্য থাকে একে যথোচিত দণ্ড না দিয়ে এ স্থান হত্যে কোনমতেই প্রস্থান করা হবে না। (প্রকাশে) আপনাদের চন্দ্রানন দর্শন করায় আমি পরম সুখী হলেম। আমার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমি এক ঘোরতর বিপদে পড়ে এই ত্রিভুবন পর্য্যটন করে বেড়াচ্চি।

রতি। বলেন কি?

নার। আর বল্‌বো কি? কয়েক দিন হলো আমি কৈলাসপুরীতে হরগৌরী দর্শন করে আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন কচ্চিলেম, এমন সময়ে দৈবমায়ায় তৃষ্ণাতুর হয়ে মানস সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেম—

শচী। তার পর, মহাশয়?

নার। সরোবর-তীরে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লেম যে তার সলিলে একটি কনকপদ্ম ফুটে রয়েছে।

রতি। দেবর্ষি, তার পর কি হলো?

নার। আমি পদ্মটির সৌন্দর্য্য দেখে তৃষ্ণা-পীড়া বিস্মৃত হয়ে অতি যত্ন করে তুল্‌লেম।

সকলে। তার পর? তার পর?

নার। তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে এই দৈববাণী হলো—"হে নারদ, এ ভগবতী পার্ব্বতীর পদ্ম, একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্ম্ম হয় নাই। এক্ষণে এ ত্রিভুবন মধ্যে যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী তাকে এ পুষ্প না দিলে তুমি গিরিজার ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।" হায়! এ কি সামান্য বিপদ্!—

শচী। (সহাস্য বদনে) ভগবন্, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনি এ পদ্মটি আমাকেই প্রদান করুন না কেন?

মুর। কেন, তোমাকে প্রদান কর্‌বেন কেন? দেবর্ষি, আপনি এ পদ্মটি আমাকে দিউন্।

রতি। মুনিবর, আপনিই বিবেচনা করুন্। এ দেবনির্ম্মিত কনকপদ্মের উপযুক্ত পাত্রী আমাপেক্ষা ত্রিভুবনে আর কে আছে?

নার। (স্বগত) এই ত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। তা এ ঝড় আরম্ভের আগেই আমার এখান থেকে প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ। (প্রকাশে) আপনাদের এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করা উচিত হয় না। দেখুন, আমি বৃদ্ধ, বনচারী তপস্বী—আপনারা সকলেই দেবনারী। আপনাদের মধ্যে যে কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, এ কথার নির্ঘণ্ট করা আমার সাধ্য নয়। অতএব আমি এই কনকপদ্ম এই ভগবান্ বিন্ধ্যাচলের শৃঙ্গের উপর রাখ্‌লেম, আপনাদের মধ্যে যিনি পরমসুন্দরী, তিনি স্বাভীষ্ট

আর কেউ এ পুষ্প স্পর্শ করবা মাত্রই তাঁকে পাষাণ-মূর্ত্তি ধরো্য এই উপবনে সহস্র বৎসর থাক্‌তে হবে। আমি এক্ষণে বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

শচী। (ঈষৎ কোপে) তোমাদের মতন বেহায়া স্ত্রী কি আর আছে?

উভয়ে। কেন? বেহায়া আবার কিসে দেখ্‌লে?

শচী। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কর? তোমাদের অহংকার দেখ্‌লে ভয় হয়! আই মা! কি লজ্জার কথা! তোমাদের কি আমার কাছে এত দর্প করা সাজে?

উভয়ে। কেন, কেন? আমরা কি দর্প করেছি?

শচী। তোমার কি জান না যে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী?

মুরজা। ইঃ, তা হলেই বা। তুমি কি জান না যে আমি যক্ষেশ্বরের প্রণয়িনী মুরজা।

রতি। তোমাদের কথা শুনলে হাসি পায়। তোমরা কি ভুল্‌লে যে, যে অনঙ্গদেব সমস্ত জগতের মনঃ মোহন করেন, আমি তাঁর মনোমোহিনী রতি।

শচী। আঃ, তোমার মন্মথের কথা আর কইও না। হরের কোপানলে দগ্ধ হওয়া অবধি তাঁর আর কি আছে?

রতি। কেন, কি না আছে? তুমি যদি আমাকে আমার মন্মথের কথা কইতে বারণ কর, তবে তুমিও তোমার ইন্দ্রের নাম আর মুখে এনো না। তোমার প্রতি যে সুরপতির কত অনুরাগ তা সকলেই জানে। তা তোমার প্রতি এত অনুরাগ না থাক্‌লে কি তিনি আর সহস্রলোচন হতেন?

শচী। (সরোষে) তোর এত বড় যোগ্যতা? তুই সুরেন্দ্রের নিন্দা করিস! তোর মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়।

অদৃশ্যভাবে নারদের পুনঃপ্রবেশ

নারদ। (স্বগত) আহা! কি কন্দলই বাধিয়েছি। ইচ্ছা করে যে বীণাধ্বনি করো্য একবার আহ্লাদে হাত তুলে নৃত্য করি। (চিন্তা করিয়া) যা হউক, এ দুর্জ্জয় কোপাগ্নি এখন নির্ব্বাণ করা উচিত।

[প্রস্থান।

মুরজা। আঃ, মিছে ঝগড়া কর কেন?

আকাশে। হে দেবনারীগণ! তোমরা কেন এ বৃথা বিবাদ করো্য দেবসমাজে নিন্দনীয়া হবে? দেখ, ঐ উৎসের সমীপে শিলাতলে বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীল রায় সুপ্তভাবে আছেন। তোমরা এ বিষয়ে ওঁকে মধ্যস্থ মান।

মুরজা। ঐ শুনলে ত? আর দ্বন্দ্বে কাজ কি? এস, রাজা ইন্দ্রনীল রায়কে জাগান যাক্‌ গে।

শচী। রাজা ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় নিদ্রাবৃত হয়ে রয়েছে। এস, আমরা ঐ শিখরের কাছে দাঁড়ায়ে মহারাজকে মায়াজাল হতে মুক্ত করি।

[সকলের প্রস্থান, আকাশে কোমল বাদ্য।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) আহা! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখ্‌তেছিলেম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে নিদ্রাদেবি, আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি এ সময়ে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলো্য? হায়! আমি সশরীরে স্বর্গভোগ কত্তো্য আরম্ভ করবামাত্রেই তুমি আমাকে আবার এ দুর্জ্জয় সংসারজালে টেনে এনে ফেল্‌লে? জননি, এ কি মায়ের ধর্ম্ম!—আহা! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখ্‌ছিলেম! বোধ হলো যেন আমি দেবসভায় বসে অপ্সরীগণের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ কর্‌তেছিলাম আর চতুর্দ্দিক্‌ থেকে যে কত সৌরভ-সুধা বৃষ্টি হতেছিল, তা বর্ণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম্ম। (সচকিতে) এ আবার কি? এ'রা সকল কে?—দেবী কি মানবী?

শচী, মুরজা এবং রতির পুনঃপ্রবেশ

তা এ'দের অনিমেষ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ এ'দের দেবত্ব-সন্দেহ দূর না কল্যেও এ'দের অপরূপ রূপ লাবণ্যে আমার সে সংশয় ভঞ্জন হতো। নলিনীর আঘ্রাণ পেলে অন্ধ ব্যক্তিও জান্‌তে পারে যে নলিনীই তার নিকটে ফুটে

রয়েছে। এমন অপরূপ রূপ লাবণ্য কি ভূমণ্ডলে সম্ভবে?

শচী। মহারাজের জয় হউক।

মুর। মহারাজ দীর্ঘায়ুঃ হউন।

রতি। মহারাজের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক।

শচী। হে মহীপতে, আমি ইন্দ্রাণী শচী।

মুর। মহারাজ, আমি যক্ষরাজপত্নী মুরজা।

রতি। নরেশ্বর, আমি মন্মথপ্রণয়িনী রতি।

শচী। (জনান্তিকে মুরজা এবং রতির প্রতি) এক জনকে কথা কইতে দাও—এত গোল কর কেন? এমন কল্যে কি কর্ম্ম সিদ্ধ হবে?

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করে আমার জন্ম সার্থক হলো। তা আপনারা এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন?

শচী। মহারাজ, ঐ যে পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর কনকপদ্মটি দেখতে পাচ্চেন, ঐটি আমাদের তিন জনের মধ্যে আপনি যাকে সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন।

রতি। মহারাজ, শচী দেবী যা বল্লেন, আপনি তা ভাল করে বুঝলেন ত?—যে সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী—

শচী। আরে এত গোল কর কেন?

রাজা। (স্বগত) এ কি বিষম বিভ্রাট! এঁরা সকলেই ত দেবনারী দেখ্ছি, তা এঁদের মধ্যে কাকে তুষ্ট কাকেই বা রুষ্ট করবো। (প্রকাশে) আপনারা এ বিষয়ে এ দাসকে মার্জ্জনা করুন।

শচী। তা কখনই হবে না। আপনি পৃথিবীতে ধর্ম্মঅবতার। আপনাকে অবশ্যই এ বিচার কত্যে হবে।

মুর। এ মীমাংসা আপনি না কল্যে আর কে করবে?

রতি। তা এতে আপনার ভয় কি? আপনি একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখ্লেই ত হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আজ যে আমি কি কুলগ্নেই যাত্রা করেছিলেম, তা আর কাকে বল্বো।

শচী। নরনাথ, আপনি যে চুপ করে রইলেন? এ বিষয়ে কি আপনার মনে কোন সংশয় হয়? দেখুন, আমি সুরেন্দ্রের মহিষী, আমি ইচ্ছা কল্যে আপনাকে এই মুহূর্ত্তেই সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্বপদে নিযুক্ত কত্যে পারি।

মুর। শচী দেবি, এ সখি, তোমার বৃথা গর্ব্ব। দেখ, তোমরা প্রবল দৈত্যকুলের ভয়ে অমরাবতীতে দিবা রাত্রি যেন মরে থাক। তা তুমি আবার সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্ব কোত্থেকে দেবে গা? (রাজার প্রতি) হে নরেশ্বর, আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী; এ বসুমতী আমারই রত্নাগার,—এতে যত অমূল্য রত্নরাজি আছে, আমিই সে সকলের অধিকারিণী।

রতি। (স্বগত) বাঃ, এঁরা যে দুজনেই দেখ্ছি বিচারকর্ত্তাকে ঘুষ খাওয়াতে উদ্যত হলেন, তবে আমি আর চুপ করে থাকি কেন? (প্রকাশে) মহারাজ, ইন্দ্রত্বপদের যে কি সুখ তা সুরপতিই জানেন। পক্ষিরাজ বাজ সদর্পে উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করে বটে; কিন্তু ঝড় আরম্ভ হল্যে সকলের আগে তারই সর্ব্বনাশ হয়। আর ধনের কথা কি বল্বো? যে ফণীর মস্তকে মণি জন্মে, সে সর্ব্বদাই বিবরে লুকয়ে থাকে। আর যদি কখন ক্ষুধাতুর হয়ে ঘোরতর অন্ধকার রাত্রেও বাইরে আসে, তবে তার মণির কান্তি দেখে কে তার প্রাণ নষ্ট কত্যে চেষ্টা না করে? আরও দেখুন, ধন উপার্জ্জনে যার মন, তার অবশেষে তুত্পোকার দশা ঘটে। এই নির্ব্বোধ কীট অনেক পরিশ্রমে একখানি উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ কর্য্যে, তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ হারায়, পরে পট্টবস্ত্র অন্য লোকে পরে।

শচী। আহা! রতি দেবীর কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি গা! তবে এ পৃথিবীতে সুখী কে?

রতি। তা তুমি কেমন করে জানবে? আমার বিবেচনায় মধুকর সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। পুষ্পকুলের মধুপান ভিন্ন তার আর কোন কর্ম্মই নাই। তা মহারাজ, এ পৃথিবীতে যত পুষ্পস্বরূপ অঙ্গনা বিকশিতা হয়, তারা সকলেই আমার সেবিকা।

রাজা। (স্বগত) এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? এ বিপদ্ হত্যে কিসে পরিত্রাণ পাই?

শচী। হে নরনাথ, আপনার আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত হয় না।

রাজা। যে আজ্ঞা। (কনকপদ্ম গ্রহণ করিয়া) আপনারা স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মেনেছেন, তা এতে আমার বিবেচনায় যা যথার্থ বোধ হয়, আমি তা কল্যে ত আপনাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিরক্ত হবেন না?

সকলে। তা কেন হবো?

রাজা। তবে আমি এ কনকপদ্ম রতি দেবীকে প্রদান করি। আমার বিবেচনায় মন্মথ-মনোমোহিনী রতি দেবীই বামাদলের ঈশ্বরী। (রতিকে পদ্ম প্রদান।)

শচী। (সরোষে) রে দুষ্ট মানব, তুই কামের বশ হয়ে ধর্ম্ম নষ্ট কর্লি? তা তোকে আমি এ নিমিত্তে যথোচিত দণ্ড দিতে কোন মতেই ত্রুটি কর্বো না।

[প্রস্থান।

মুর। (সরোষে) তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে্য, স্ত্রীলোভে চণ্ডালের কর্ম্ম কর্লি? তা তুই যে কালক্রমে এর সমুচিত শাস্তি পাবি, তার কোন সংশয় নাই।

[প্রস্থান।

রতি। (প্রফুল্ল বদনে) মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে কোনমতেই শঙ্কিত হবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা কর্বো, আর আপনার যথাবিধি পুরস্কার কত্যেও ভুল্বো না। আপনি আমার আশীর্ব্বাদে পরম সুখভোগী হবেন। এখন আমি বিদায় হই।

রাজা। (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? তা পরে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে; এখন যে ঝঞ্ঝাটটা মিটে গেল, এতেই বাঁচলেম। শচী আর মুরজা যে আমাকে ক্রোধানলে ভস্ম করে্য যায় নাই, এই আমার পরম লাভ।

সারথির প্রবেশ

সার। মহারাজের জয় হউক। দেব, আপনার রথ প্রস্তুত।

রাজা। সে কি? তুমি এ পর্ব্বত-প্রদেশে রথ কি প্রকারে আনলে?

সার। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ, আপনার প্রসাদে এ দাসের পক্ষে এ অতি সামান্য কর্ম্ম।

রাজা। তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ। আমি এই ভগবান্ বিন্ধ্যাচলের মতন প্রায় অচল হয়ে পড়েছি। আর্য্য মানবক কোথায়?

সার। আজ্ঞা—তিনি মহারাজের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বেড়াচ্যেন।

নেপথ্যে। ও—হো!—হৈ!—হৈ!

রাজা। সারথি, তুমি রথের নিকটে আমার অপেক্ষা কর। আমি মানবককে সঙ্গে করে আনি।

সার। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি মানবক এখানে একলা এসে কি করে। এমন নিভৃত স্থলে ওর মতন ভীরু মনুষ্যকে ভয় দেখান অতি সহজ কর্ম্ম। (পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি।)

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (স্বগত) দূর কর মেনে! এ কি সামান্য যন্ত্রণা। ওরে নিষ্ঠুর পেট, তুই এ অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই, সে কেবল তোর জ্বালায় বৈ ত নয়। এই দেখ, এই পাহাড়ের দেশে হেঁটে হেঁটে আমি খোঁড়া হয়ে গেলেম। (ভূতলে উপবেশন করিয়া) হায়, এই যে ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম, এর চিহ্ন স্বয়ং পুরুষোত্তম কত প্রযত্নে আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। তা দেখ, এ পাথরের চোটে একেবারে যেন ছিঁড়ে গেছে। উঃ একবার রক্তের স্রোতের দিকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের বৃষ্টিই হচ্যে। রে দুষ্ট বিন্ধ্যাচল, তোর কি দয়ার লেশমাত্রও নাই। আর কোত্থেকেই বা থাকবে। তোর শরীর যেমন পাষাণ, তোর হৃদয়ও তেমনি কঠিন। ওরে অধম, তোর কি ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয় নাই?

নেপথ্যে। (তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দ।)

বিদূ। ও বাবা! এ আবার কি? পর্ব্বতটা রেগে উঠ্‌লো না কি?

নেপথ্যে। (তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দ।)

বিদূ। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! (ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে ভগবন্‌ বিন্ধ্যাচল, তুমি আমার দোষ এবার ক্ষমা কর। প্রভু, আমি তোমার পায়ে পড়ি! আমি এই নাক কান মলে বল্‌ছি, আমি তোমাকে আর এ জন্মেও নিন্দা কর্‌বো না। হিমাদ্রিকে অচলেন্দ্র কে বলে? তুমিই পর্ব্বতকুলের শিরোমণি। (গাত্রোত্থান এবং চিন্তা করিয়া স্বগত) দূর, আমার আজ কি হয়েছে। আমি একটুতে এত ডরালেম যে? বোধ করি, ও শব্দটা কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র।

নেপথ্যে। ধ্বনি মাত্র।

বিদূ। (সচকিতে) এ আবার কি? এ যে যথার্থই প্রতিধ্বনি। তা পর্ব্বত-প্রদেশই ত প্রতিধ্বনির জন্মস্থান। দেখি এর সঙ্গে কেন কিঞ্চিৎ আলাপই করি না। (উচ্চস্বরে) ওলো প্রতিধ্বনি।

নেপথ্যে—পীরিতের ধনী।

বিদূ। ওলো তুই আবার কোত্‌থেকে লো?

নেপথ্যে।—কে লো?

বিদূ। তুই লো।

নেপথ্যে।—তুই লো।

বিদূ। মর্‌, তোর মুখে ছাই।

নেপথ্যে।—মুখে ছাই।

বিদূ। কার মুখে লো? আমার মুখে কি তোর মুখে?

নেপথ্যে।—তোর মুখে।

বিদূ। বাহবা! বাহবা!

নেপথ্যে।—বোবা।

বিদূ। মর্‌ গস্তানি, তুই আমাকে গাল দিস্‌।

নেপথ্যে।—ইস্‌।

বিদূ। যা, এখন যা।

নেপথ্যে।—আঃ।

বিদূ। ও কি লো? তোর কি আমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না লো?

নেপথ্যে।—না লো।

বিদূ। দূর মাগি, তুই এখন গেলে বাঁচি।

নেপথ্যে।—অ্যাঁ—ছি।

বিদূ। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায়ই দেখি না।

নেপথ্যে।—না।

বিদূ। বটে? তবে এই দেখ। (মুখাবৃত করিয়া শিলাতলে উপবেশন।)

রাজার পুনঃপ্রবেশ

রাজা। (স্বগত) আমাকে যে আজ কত বেশ ধরতে হচ্যে, তা বলা দুষ্কর। আমি এই উপবনে নিষাদরূপে প্রবেশ করে, প্রথমতঃ দেবদেবীর মধ্যস্থ হলেম; তার পরে আবার প্রতিধ্বনিও হলেম; দেখি, আরও কি হতে হয়। (পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি।)

বিদূ। (মুখ মোচন করিয়া স্বগত) মাগী গেছে ত। ওলো প্রতিধ্বনি, তুই কোথায় লো? রাম বলো, আপদ্‌ গেছে। (চতুর্দ্দিক্‌ অবলোকন করিয়া) আহা! ফোয়ারাটি কি সুন্দর দেখ! এমন জল দেখলে শীতকালেও তৃষ্ণা পায়। তা আমার যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে কিছু আহার না করে কখনই জল খাব না। কি আশ্চর্য্য! ঐ যে একটা উত্তম পাকা দাড়িম্‌ দেখ্‌তে পাচ্চি। তা এ নির্জ্জন স্থানে এক জন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে কিছু ফলাহারই করাই নে কেন? (দাড়িম্বগ্রহণ।)

নেপথ্যে। রে দুষ্ট তস্কর, তুই কি জানিস্‌ না যে এ দেব-উপবন যক্ষরাজের রক্ষিত?

বিদূ। (সত্রাসে স্বগত) ও বাবা! এ আবার মাটি খেয়ে কি করে বস্‌লেম।

নেপথ্যে। ওরে পাষণ্ড, আমি এই তোর মস্তকচ্ছেদন কত্যে আস্‌ছি। (হুহুঙ্কার ধ্বনি।)

বিদূ। (সত্রাসে ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে যক্ষরাজ, আপনি এবার আমাকে রক্ষা করুন। আমি একজন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পেটের দায়েই এ কর্ম্মটা করেছি।

নেপথ্যে। হা মিথ্যাবাদিন্‌, যার ব্রাহ্মণকুলে

জন্ম, সে মহাত্মা কি কখন পরধন অপহরণ করে?

বিদূ। (সত্রাসে) হে যক্ষরাজ, আমি আপনার মাথা খাই যদি মিথ্যা কথা কই। আমি যথার্থই ব্রাহ্মণ। তা আমি আপনার নিকটে এই শপথ কর্চ্যি যে, যদি আর কখন পরের দ্রব্য চুরি করি, তবে যেন আমি সাত পুরুষের হাড় খাই। আমি এই নাকে খৎ দিয়ে বল্‌চি—

নেপথ্যে। দে, খৎ দে।

বিদূ। (খৎ দিয়া) আর কি কত্যে আজ্ঞা করেন, বলুন।

নেপথ্যে। তুই এ স্থলে কি নিমিত্তে এসেছিস?

বিদূ। (স্বগত) বাঁচলেম! আর যে কত ফল চুরি করে খেয়েছি, তা জিজ্ঞাসা কল্যে না। (প্রকাশে) যক্ষরাজ, আর দুঃখের কথা কি বল্‌বো। আমি বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আপনার উপবনে এসেছি।

নেপথ্যে। সে কি? বিদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল রায় যে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। সে না তার প্রজাদের অত্যন্ত পীড়ন করে?

বিদূ। আপনি দেখ্‌ছি সকলই জানেন, তা আপনাকে আমি আর অধিক কি বলবো। রাজা বেটা রেয়েতের কাছে যখন যা দেখে, তখনই তাই লুটে পুটে ন্যায়।

নেপথ্যে। বটে? সে না বড় অসৎ?

বিদূ। মহাশয়, ও কথা আর বলবেন না, —ওর রাজ্যে বাস করা ভার। বেটা রাবণের পিতামহ।

নেপথ্যে। বটে? রাজার কয় সংসার?

বিদূ। আজ্ঞা, বেটা এখনও বিয়ে করে নি।

নেপথ্যে। কেন?

বিদূ। মহাশয়, বেটা কৃপণের শেষ। পয়সা খরচ হবে বল্যে বিয়ে করে না।

রাজার পুনঃপ্রবেশ

রাজা। কি হে দ্বিজবর, এ সকল কি সত্য কথা? আমি কি প্রজাপীড়ন করি? আমি কি দশানন অপেক্ষাও দুরাচার? আমি কি অর্থ ব্যয় হবে বল্যে বিবাহ করি না?

বিদূ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ ত যক্ষরাজ নয়, এ যে রাজা ইন্দ্রনীল! তা এখন কি করি? একে যে গালাগালি দিছি, বোধ করি, মেরে হাড় ভেংগে দেবে এখন।

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে চুপ্ করে রইলে? এখন আমার উচিত যে আমিই তোমার মস্তকচ্ছেদ করি।

বিদূ। হাঃ! হা! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। ও কি ও, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও না কি?

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। মর্ মূর্খ। তুই পাগল হলি না কি?

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! বয়স্য, আপনি কি বিবেচনা করেন যে আমি আপনাকে চিন্‌তে পেরেছিলেম না। হঃ! হাঃ! হাঃ!

রাজা। বল্ দেখি, কিসে চিন্‌তে পেরেছিলি?

বিদূ। মহারাজ, হাতীর গর্জ্জন শুনে কি কেউ মনে করে যে কোলা ব্যাঙ ডাক্‌চে। সিংহের হুহুংকার শব্দ কি গলাভাংগা গাধার চীৎকার বোধ হয়। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। ভাল, তবে তুমি আমাকে এত নিন্দা কল্যে কেন?

বিদূ। বয়স্য, পাপকর্ম্ম কল্যে তার ফল এ জন্মেও ভোগ কত্যে হয়। দেখুন, আপনি একজন সদ্‌ব্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তার জন্যেই আপনাকে নিন্দাস্বরূপ কিঞ্চিৎ তিক্ত বারি পান কত্যে হলো।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তোমার কি অগাধ বুদ্ধি। সে যা হউক, আমি যে আজ এ উপবনে কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি, তা তুমি শুন্‌লে অবাক্ হবে।

বিদূ। কেন মহারাজ? কি হয়েছিল, বলুন্ দেখি?

রাজা। সে সকল কথা এ স্থলে বক্তব্য নয়।

চল, এখন দেশে যাই। সে সব কথা এর পরে বল্‌বো।

বিদূ। তবে চলুন। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া অবস্থিতি।)

রাজা। ও আবার কি? দাঁড়ালে কেন?

বিদূ। বয়স্য, ভাবচি কি—বলি যদি এখানে যক্ষরাজ নাই, তবে ও পাকা দাড়িমটা ফেলে যাব কেন?

রাজা। (সহাস্য বদনে) কে ফেলে যেতে বল্‌চে? নাও না কেন?

বিদূ। যে আজ্ঞা। (দাড়িম্ব গ্রহণ।)

রাজা। চল, এখন যাই। যদি যক্ষরাজ যথার্থই এসে উপস্থিত হন, তবে কি হবে?

বিদূ। আজ্ঞা হাঁ—এ বড় মন্দ কথা নয়; তবে শীঘ্রই চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী, রাজশুদ্ধান্তসংক্রান্ত উদ্যান
পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ

পদ্মা। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি, সূর্য্যদেব অস্তে গেছেন বটে, কিন্তু এখনও একটু রৌদ্র আছে।

সখী। প্রিয়সখি, তবুও দেখ, ঐ না একটি তারা আকাশে উঠেছে?

পদ্মা। ওঁকে কি তুমি চেন না সখি? ও যে ভগবতী রোহিণী। চন্দ্রের বিরহে ওঁর মন এত চঞ্চল হয়েছে, যে উনি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর আস্‌বার আগেই একলা এসে তাঁর অপেক্ষা কচ্চোন।

সখী। প্রিয়সখি, তা যেন হলো, কিন্তু একবার এদিকে চেয়ে দেখ। কি চমৎকার!

পদ্মা। কেন, কি হয়েছে?

সখী। ঐ দেখ, মধুকর তোমার মালতীর মধু পান কত্তে এসেছে, কিন্তু মলয়মারুত যেন রাগ করেই ওকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও স্থির হয়ে বস্‌তে দিচ্চোন না। আর দেখ, ওরও কত লোভ। ওকে যত বার মলয় তাড়াচ্চোন ও তত বার ফিরে ফিরে এসে বস্‌চে।

পদ্মা। সখি, চল দেখিগে, চক্রবাকী তার প্রাণনাথকে বিদায় করে, এখন একলা কি কচ্চে।

সখী। প্রিয়সখি, তাতে কাজ নাই। বরঞ্চ চল দেখিগে, কুমুদিনী আজ কেমন বেশ করে তার বাসরঘরে চন্দ্রের অপেক্ষা কচ্চে।

পদ্মা। সখি, যে ব্যক্তি সুখী, তার কাছে গেলেই বা কি, আর না গেলেই বা কি? কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখী, তার কাছে গিয়ে দুটি মিষ্ট কথা কইলে তার মন অবশ্যই প্রফুল্ল হয়। আমি দেখেচি যে উচ্চ স্থলে বৃষ্টিধারা পড়লে, জলটা অতিশীঘ্র বেগে চলে যায়, কিন্তু যদি কোন মরুভূমি কখন জলধরের প্রসাদ পায়, তবে সে তা তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হয়ে পান করে।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। রাজনন্দিনি, একজন পটোদের মেয়ে পট বেচ্‌বার জন্যে এসেছে; আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে তাকে এখানে ডেকে আনি। সে বল্‌ছে যে, তার কাছে অনেক রকম উত্তম উত্তম পট আছে।

সখী। দূর্, এ কি পট দেখ্‌বার সময়?

পদ্মা। কেন? এখনও ত বড় অন্ধকার হয় নাই। (পরিচারিকার প্রতি) যা, তুই চিত্রকরীকে ডেকে আন্‌গে।

পরি। রাজনন্দিনি, সে অতি নিকটেই আছে। (উচ্চস্বরে) ওলো পটোদের মেয়ে, আয়, তোকে রাজনন্দিনী ডাক্‌চেন।

নেপথ্যে। এই যাচ্যি।

চিত্রকরীবেশে রতি দেবীর প্রবেশ

সখী। (জনান্তিকে পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, এর নীচকুলে জন্ম বটে, কিন্তু এর রূপলাবণ্য দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়।

পদ্মা। (জনান্তিকে সখীর প্রতি) তুমি কি

ভবেচ, সখি, যে মণি মাণিক্য কেবল রাজ-গৃহেই থাকে? কত শত অন্ধকারময় খনিতেও য় তাদের পাওয়া যায়। এই যে উজ্জ্বল মুক্তাটি দেখ্‌চ, এ একটা কদাকার শম্বুকের গর্ভে জন্মেছিল। আর যে নলিনীকে লোকে ফুলকুলের ঈশ্বরী বলে, তার কাদায় জন্ম। (রতির প্রতি) তুমি কি চাও?

রতি। (স্বগত) আহা! রাজা ইন্দ্রনীলের কি সৌভাগ্য। তা সে শচীর আর মুরজার দর্প চূর্ণ করে আমার যে মান রেখেছে, আমার তাকেই এই অমূল্য রত্নটি দান করা উচিত।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি যে চুপ্ করে রৈলে? তুমি ভয় করো না। এখানে কার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করে।

রতি। আপনি হচ্যেন রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার ভয় হয়।

পদ্মা। (সহাস্য বদনে) কেন? রাজ-কন্যারা কি রাক্ষসী? তারাও তোমাদের মতন মানুষ বৈ ত নয়।

রতি। (স্বগত) আহা! মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনই সরলা।

পদ্মা। (শিলাতলে উপবেশন করিয়া) চিত্রকরি, এই আমি বস্‌লেম, তোমার পট সকল এক একখান করে দেখাও।

রতি। যে আজ্ঞে, এই দেখাচ্যি।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি কোথায় থাক?

রতি। আজ্ঞে, আমরা পাহাড়ে মানুষ।

পদ্মা। তোমার স্বামী আছে?

রতি। রাজনন্দিনি, আমার পোড়া স্বামীর কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? তিনি আগুনে পুড়েও মরেন না। আর যেখানে সেখানে পান, কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান।

সখী। প্রিয়সখি, যদি তোমার পট দেখ্‌তে ইচ্ছা থাকে, তবে আর দেরি করো না।

পদ্মা। চিত্রকরি, এস, তোমার পট দেখাও।

রতি। এই দেখুন (একখান পট প্রদান।)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এই দেখ, অশোককাননে সীতা দেবী রাক্ষসীদের মধ্যে বসে কাঁদ্‌চেন। আহা! যেন সৌদামিনী মেঘমালায় বেষ্টিতা হয়ে রয়েছে। কিম্বা নলিনীকে যেন শৈবালকুল ঘেরে বসেছে। আর ঐ যে ক্ষুদ্র বানরটি গাছের ডালে দেখ্‌চ, ও পবনপুত্র হনুমান্। দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বৃষ্টি-ধারার মতন অনর্গল পড়্‌ছে। সখি, এ সকল ত্রেতাযুগের কথা, তবু এখনও মনে হল্যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

রতি। (স্বগত) আহা! এ কি সামান্য দয়াশীলা। ভগবতী বৈদেহীর দুঃখেও এর নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হলো। (প্রকাশে) রাজনন্দিনি, আরও দেখুন। (অন্য একখান পট প্রদান।)

পদ্মা। এ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। এই যে ব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধরে অলক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে আকাশমার্গে দৃষ্টি কচ্যেন, ইনি যথার্থ ব্রাহ্মণ নন। ইনি ছদ্মবেশী ধনঞ্জয়। ঐ যাজ্ঞসেনী।

রতি। (পদ্মাবতীর প্রতি) রাজনন্দিনি, এই পটখান একবার দেখুন দেখি। (পট প্রদান।)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া ব্যগ্রভাবে রতির প্রতি) চিত্রকরি, এ কার প্রতিমূর্ত্তি লা?

রতি। আজ্ঞে, তা আমি আপনাকে—(অর্দ্ধোক্তি।)

পদ্মা। সখি—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়, এ কি! প্রিয়সখী যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। (পরিচারিকার প্রতি) ওলো মাধবি, তুই শীঘ্র একটু জল আন্ ত লা।

[পরিচারিকার বেগে প্রস্থান।

রতি। (স্বগত) ইন্দ্রনীলের প্রতি যে পদ্মাবতীর এত পূর্ব্বরাগ জন্মেছে, তা ত আমি জান্‌তেম না। এদের দুজনকে স্বপ্ন-যোগে কয়েকবার একত্র করাতেই এরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এত অনুরক্ত হয়েছে। এ ত ভালই হয়েছে। আমার আর এখন এখানে থাকায় কোন প্রয়োজন নাই। শচী আর মুরজার ক্রোধে পদ্মাবতীর কি অনিষ্ট ঘট্‌তে পারবে? আমি এ সকল বৃত্তান্ত ভগবতী পার্ব্বতীকে অবগত করালে, তিনি যে এই পদ্মাবতীর

প্রীত অনুকূল হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। (অন্তর্দ্ধান।)

সখী। (স্বগত) হায়! প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি?

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া ব্যগ্রভাবে) সখি, চিত্রকরী কোথায় গেল?

সখী। কৈ, তাকে ত দেখ্‌তে পাই না। বোধ করি, সে তোমাকে অচেতন দেখে মাধবীর সঙ্গে জল আন্‌তে গিয়ে থাক্‌বে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) তবে কি সে চিত্র-পটখানা সঙ্গে লয়ে গেছে?

সখী। ঐ যে চিত্রপট তোমার সম্মুখেই পড়ে রয়েছে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে চিত্রপট লইয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া) সখি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ?

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে চিত্রপটখানা এত যত্ন করে বুকে লুকুয়ে রাখ্‌লে?

পদ্মা। আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্চি, তার উত্তর দাও না কেন? বলি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ?

সখী। ওকে আমি কোথায় দেখবো?

জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ

পরি। রাজনন্দিনী যে আমি জল না আন্‌তে আন্‌তেই সেরে উঠেছেন, তা বেশ হয়েছে।

সখী। হ্যাঁ লা মাধবি, এ পটো মাগী কোন্ দিকে গেল তুই দেখেচিস্?

পরি। কেন? সে না এখানেই ছিল। সে ত কই আমার সঙ্গে যায় নাই। যাই, এখন আমি এ ঘটিটে রেখে আসিগে।

[প্রস্থান।

পদ্মা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি, আমি বোধ করি, এ চিত্রকরী কোন সামান্য স্ত্রী না হবে।

সখী। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) তাই ত, এ কি পাখী হয়ে উড়ে গেল?

পদ্মা। দেখ, সখি, তুমি কারো কাছে এ কথার প্রসঙ্গ করো না।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যদি বারণ কর, তবে নাই বা কল্যেম। (নেপথ্যে নানাবিধ যন্ত্রধ্বনি) ঐ শোন। সঙ্গীতশালায় গানবাদ্য আরম্ভ হলো। চল, আমরা যাই।

পদ্মা। সখি, তুমি যাও, আমি আরও কিঞ্চিৎকাল এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা করি।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি না গেলে কি ওরা কেউ মন দিয়ে গাবে, না বাজাবে?

পদ্মা। আমি গেলেম বল্যে। তুমি গিয়ে নিপুণিকাকে আমার বীণার সুর বাঁধ্‌তে বল।

সখী। আচ্ছা—তবে আমি চল্যেম।

[প্রস্থান।

পদ্মা। হে রজনীদেবি, এ নিখিল জগতে কোন্ ব্যক্তি এমন দুঃখী আছে যে, সে তোমার কাছে তার মনের কথা না কয়? দেখ, এই যে ধুতুরাফুল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মনস্তাপে মৌনভাবে থাকে, কেন না, বিধাতা একে পরমসুন্দরী করেও এর অধরকে বিষাক্ত করেছেন, কিন্তু তুমি এলে এও লজ্জা সম্বরণ কর্য়ে বিকশিত হয়। জননি, তুমি পরম-দয়াশীলা। (পরিক্রমণ করিয়া) হায়! আমার কি হলো। আজ কয়েক দিন অবধি আমি প্রতি রাত্রে যে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌চি, তার কথা আর কাকে বল্‌বো? বোধ হয়, যেন একটি পরমসুন্দর পুরুষ আমার পাশে দাঁড়িয়ে এই বলেন—"কল্যাণি, আমার এই হৃৎসরোবরকে সুশোভিত করবার নিমিত্তেই বিধাতা তোমার মতন কনকপদ্ম সৃষ্টি করেছেন। প্রিয়ে, তুমি আমার।" এইমাত্র বলে সেই মহাত্মা অন্তর্দ্ধান হন। আর এই তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি। এই যে চিত্রকরী, যিনি আমাকে এই অমূল্য রত্ন প্রদান করে গেলেন, ইনিই বা কে? (পটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, তুমি অন্ধকারময় রাত্রে যে গৃহস্থের মন চুরি করেছ, সে তোমাকে এই মিনতি কচ্চে যে তুমি নির্ভয় হয়ে তার আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাও এসে অপহরণ কর।

নেপথ্যে। রাজনন্দিনী যে এখনও এলেন না? তিনি না এলে ত আমরা গাইতে আরম্ভ কর্‌বো না।

পদ্মা। (স্বগত) হায়! আমার এমন দশা

কেন ঘট্‌লো? হে স্বপ্নদেবি, এ যদি তোমারই লীলা হয়, তবে তুমি এ দাসীকে আর বৃথা যন্ত্রণা দিও না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমি এ সকল কথা কি এ জন্মে আর ভুলতে পার্‌বো?

পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ

পরি। রাজনন্দিনি, আপনি না এলে ওরা কেউ গাইতে চায় না। আর নিপুণিকাও আপনার বীণার সুর বেঁধেচে।

পদ্মা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান

শচী এবং মুরজার প্রবেশ

শচী। (সরোষে) সখি, রতিকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ওর অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? দেখ, রুদ্রদেব রাগ্‌লে ভগবতী পার্ব্বতীও তাঁর নিকটে যেতে ভয় পান, কিন্তু রতি অনায়াসে তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলে তাঁর কোপানল নির্ব্বাণ করে। রতি ফাঁদ পাত্‌লে তাতে কে না পড়ে? অমরকুলে এমন মেয়ে কি আর দুটি আছে?

মুর। তা ও এখানে এসে কি করেছে?

শচী। কি না করেছে? এই মাহেশ্বরী-পুরীর রাজা যজ্ঞসেনের মেয়ে পদ্মাবতীর মতন সুন্দরী নারী পৃথিবীতে নাই। রতি এই মেয়েটির সঙ্গে দুষ্ট ইন্দ্রনীলের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে। সখি, ইন্দ্রনীলকে যদি রতি এই স্ত্রীরত্নটি দান করে, তবে আমাদের কি আর মান থাক্‌বে?

মুর। তার সন্দেহ কি? তা ও কি প্রকারে এ চেষ্টা পাচ্যে, তার কিছু শুনেছ?

শচী। শুনবো না কেন? ও প্রতি রাত্রে এসে ইন্দ্রনীলের বেশ ধর্য্যে পদ্মা[illegible]কে স্বপ্নযোগে আলিঙ্গন দেয়, সুতরাং [illegible]ও একেবারে ইন্দ্রনীলের জন্যে যেন উ[illegible] হয়ে উঠেছে।

মুর। বাঃ, রতির কি বু[illegible]?

শচী। বুদ্ধি? আর শোন না। আবার রাজলক্ষ্মীর বেশ ধারণ কর্য্যে ও গত রাত্রে রাজা যজ্ঞসেনকে স্বপ্নে বলেছে যে যদি পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর অতিশীঘ্র মহা সমারোহে না হয় তবে সে শ্রীভ্রষ্ট হবে।

মুর। কি আশ্চর্য্য! স্বয়ম্বর হলেই ত ইন্দ্রনীল অবশ্যই আস্‌বে। আর ইন্দ্রনীলকে দেখবামাত্রেই পদ্মাবতী তাকেই বরণ করবে।

শচী। তা হলে আমরা গেলেম! পৃথিবীতে কি আর কেউ আমাদের মান্‌বে, না পূজা কর্‌বে? সখি, তোমাকে আর কি বল্‌বো। এ কথা মনে পড়লে রাগে আমার চক্ষে জল আসে। আর দেখ, রাজা যজ্ঞসেন মন্ত্রীদের লয়ে আজ এই স্বয়ম্বরের বিষয়ে বিচার কচ্চ্যে।

মুর। তবে ত আর সময় নাই। তা এখন কি কর্ত্তব্য? —ও কি ও? (নেপথ্যে বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি) আহা! কি মধুর ধ্বনি। সখি, একবার কাণ দিয়ে শোন। তোমার অমরাবতীতেও এমন মধুর ধ্বনি দুর্লভ।

শচী। আঃ, তুমিও যেমন। ও সকল কি আর এখন ভাল লাগে?

নেপথ্যে। তুই, সই, আরম্ভ কর্‌ না কেন?

নেপথ্যে। চুপ্‌ কর্‌ লো—চুপ্‌ কর্‌। ঐ শোন্‌, রাজনন্দিনী আরম্ভ কচ্চ্যেন। (বীণা-ধ্বনি।)

নেপথ্যে। আহা! রাজনন্দিনি, তুমি কি ভগবতী বীণাপাণির বীণাটা একেবারে কেড়ে নেছ গা?

নেপথ্যে। মর্‌, এত গোল করিস্‌ কেন?

নেপথ্যে। গীত

[খাম্বাজ—মধ্যমান]

কেন হেরেছিলাম তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে ॥
সহজে অবোধ মন,
না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হয়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে।
কত করি ভুলিবারে,
মন তা তো নাহি পারে,
যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে।
শরমে মরম ব্যথা,
নারি প্রকাশিতে কোথা
জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে ॥

মুর। শচী দেবি, আমরা কি নন্দনকাননে উর্ব্বশী আর চারুনেত্রার মধুর স্বর শুনে মোহিত হলেম?

শচী। সখি, তুমিও কি এই প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হলে? দেখ, যদি রতির মনস্কামনা সুসিদ্ধ হয়, তবে এই সুধারস দুষ্ট ইন্দ্রনীলই দিবারাত্র পান কর্‌বে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি যক্ষেশ্বরি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? লোকে আমাকে বৃথা ইন্দ্রাণী বলে। আমার পতি বজ্রদ্বারা কত শত উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গকে চূর্ণ করে উড়িয়ে দেন; কত শত বিশাল তরুরাজকে ভস্ম করে ফেলেন; কিন্তু আমি, দেখ, একজন অতিক্ষুদ্র মানবকে যৎকিঞ্চিৎ দণ্ড দিতে পারলেম না। হায! আমার বেঁচে আর সুখ কি!

মুর। তবে, সখি, তোমার কি এই ইচ্ছা যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেবার জন্যে এ সুশীলা মেয়েটিকেও কষ্ট দেবে?

শচী। কেন দেব না? পরমান্ন চণ্ডালকে দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলা দেওযাও ভাল। দেখ, দুষ্টদমনের নিমিত্তে বিধাতা সময়বিশেষে ভগবতী পৃথিবীকে জলমগ্না করেন।

মুর। তবে, সখি, চল, আমরা কলিদেবের কাছে যাই, তিনি এ বিষয়ের একটা না একটা উপায় অবশ্যই করে দিতে পারবেন।

শচী। (চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ এ যথার্থ কথা! কলিদেবই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য কত্তে পার্‌বেন। তা সখি, চল, আমরা শীঘ্র তাঁরই কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী, রাজনিকেতন

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চু। (স্বগত) আহা! শৈলেন্দ্রের গলে
শোভে যে রতন—
সে অমূল্য ধন কভু সহজে কি তিনি
প্রদান করেন পরে? গজরাজ-শিরে
ফলে যে মুক্তারাজি, কে লভয়ে কবে
সে মুক্তারাজি, যদি না বিদরে আগে
সে শিরঃ? সকলে জানে, সুরাসুর মিলি
মথিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা
অমৃত—কত পীড়নে পীড়ি জলনিধি!
হায় রে, কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি,
যে মণিতে গৃহ তার উজ্জ্বল সতত।
(চিন্তা করিয়া)
বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লঙ্ঘিতে?—
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর?
সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে
তুলে লয়ে যায় সুখে! মলয়-মারুত,
কুসুম-কানন-ধন সুরভিরে হরি,
দেশ দেশান্তরে চলি যান কুতূহলে।
হিমাদ্রির কনক ভবন ত্যজি সতী—
ভবভাবিনী ভবানী—ভজেন ভবেশে।
(পরিক্রমণ)
যার ঘরে জনমে দুহিতা, এ যাতনা
ভোগী সে! (দীর্ঘনিশ্বাস)—
প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! যা হোক, মহারাজ যে এখন রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর স্বয়ম্বরে সম্মত হয়েছেন, এ পরম আহ্লাদের বিষয়। এখন জগদীশ্বর এই করুন যে কন্যাটি যেন একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতেই পড়ে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া প্রকাশে) কে ও?

সখীর প্রবেশ

বসুমতী না? আরে এস, দিদি এস! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—কালক্রমে প্রায়ই অন্ধ হয়েছি, কিন্তু তবু ও পূর্ণশশীর উদয় হলো তাঁকে চিন্‌তে পারি। এস এস।

সখী। ঠাকুরদাদা, প্রণাম করি।

কঞ্চু। কল্যাণ হউক্‌।

সখী। মহাশয়, আমার প্রিয়সখীর নাকি স্বয়ম্বর হবে?

কঞ্চু। এ কথা তোমাকে কে বল্যে?

সখী। যে বলুক্‌ না কেন? বলি এ সত্য ত?

কঞ্চু। বাঃ কেমন করে সত্য হবে? তোমার

প্রিয়সখী ত আর পাঞ্চালী নন যে তাঁর পঞ্চ স্বামী হবে। আমি বেঁচে থাক্‌তে তাঁর কি আর বিবাহ হত্যে পারে? গৌরী কি হরকে ক্রোধ বল্যে ত্যাগ কত্যে পারেন? (হাস্য)

সখী। (স্বগত) দূরে বুড়ো। (হস্ত ধারণ করিয়া প্রকাশে) ঠাকুরদাদা, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন না, এ কথাটা কি সত্য?

কঞ্চু। আরে কর কি? পায়ে হাত দিও না। তুমি কি জান না, নীরস তরুকে দাবানল স্পর্শ কর্‌লে, সে যে তৎক্ষণাৎ জ্বলে যায়।

সখী। তবে আমি চল্যেম।

কঞ্চু। কেন?

সখী। এখানে থেকে আবশ্যক কি? আপনার কাছে ত কোন কথাটিই পাওয়া যায় না।

কঞ্চু। (হাস্যবদনে) আরে, আমি রাজ-সংসারে চাকুরী করে বুড়ো হয়েছি। আমাকে ঘুষ না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কর্ম্ম হতে পারে? ঘানিগাছে তেল না দিলে সে কি সহজে ঘোরে?

সখী। আচ্ছা! রাজমাতার জন্যে সোণার হামান্‌দিস্তায় যে পান মস্‌লা দিয়ে ছেঁচে, তাই আপনাকে না হয় একটু এনে দেব? তা হলে ত হবে?

কঞ্চু। সুদু পান নিয়ে কি হবে? মিঠাই মিঠাই কিছু দিতে পার কি না?

সখী। হাঁ! পারবো না কেন?

কঞ্চু। তবে বলি। এ কথা যথার্থ। তোমার প্রিয়সখীর স্বয়ম্বর হবে।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) হ্যাঁ মহাশয়, কবে হবে?

কঞ্চু। অতি শীঘ্রই হবে। মহারাজ মন্ত্রিবরকে স্বয়ম্বরের সমুদয় আয়োজন কত্যে অনুমতি করেছেন। আর কাল প্রাতে দূতেরা নিমন্ত্রণপত্র লয়ে দেশ দেশান্তরে যাত্রা কর্‌বে। দেখো, এ পদ্মের গন্ধে অলিকুল একবারে উন্মত্ত হয়ে উড়ে আস্‌বে। ও কি ও! তুমি যে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্যে। তোমাকে ত আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না।

সখী। (চক্ষু মুছিয়া) কৈ? আমি কাঁদছি আপনাকে কে বল্‌লে? (রোদন।)

কঞ্চু। আরে ঐ যে। কি উৎপাত! তা তোমার জন্যেও না হয় একটা বর ধরে দেব, তার নিমিত্তে ভাবনা কি? তোমার প্রিয়সখী ত আর সকলকে বরণ করবেন না। আর যদি তুমি রাজকুলে বিয়ে কত্যে না চাও—তবে শর্ম্মা ত রয়েছেন।

সখী। আঃ, যাও, মিছে ঠাট্টা করো না। (রোদন।)

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। কঞ্চুকী মহাশয়, প্রণাম করি।

কঞ্চু। এস, কল্যাণ হউক্। (স্বগত) এ গস্তানী আবার কোথ্‌থেকে এসে উপস্থিত হলো? কি আপদ্! এ যে গঙ্গায় আবার যমুনা এসে পড়্‌লেন। এখন ত আর জলের অভাব থাক্‌বে না।

সখী। মাধবি, প্রিয়সখী যথার্থই এত দিনের পর আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন। (রোদন।)

পরি। (ব্যগ্রভাবে) কেন, কেন? কি হয়েছে?

সখী। আমরা যে স্বয়ম্বরের কথা শুনে-ছিলাম, সে সকলই সত্য হলো। (রোদন।)

কঞ্চু। (স্বগত) আহা! প্রণয়পদ্মের মৃণালে যে কণ্টক জন্মে, সে কি সামান্য তীক্ষ্ণ? আর তার বেঁধনে যে প্রাণ কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়, তা সে বেদনা যে সহ্য করেছে, সেই কেবল বল্‌তে পারে। (প্রকাশে) আরে, তোরা যে কেঁদেই অস্থির হলি! এমন কথা শুনে কি কাঁদ্‌তে হয়? রাজনন্দিনী কি চিরকাল আইবড় থাক্‌লে তোরা সুখী হবি?

পরি। বালাই! তাঁর শত্রু আইবড় থাকুক্, তিনি থাক্‌বেন কেন?

কঞ্চু। তবে তোরা কাঁদিস্ কেন লা?

পরি। তুমিও যেমন। কে কাঁদচে? তুমি কাণা হলে নাকি?

কঞ্চু। তবে তুই, ভাই, একবার হাস্ ত, দেখি?

পরি। হাস্‌বো না কেন? এই দেখ (হাস্য ও রোদন।)

কঞ্চু। বেশ। ওলো মাধবি, লোকে বলে, রৌদ্রে বৃষ্টি হলে খেঁকশিয়ালীর বিয়ে

হয়, তা আমি দেখ্‌চি তোরও বিয়ে অতি নিকট।

পরি। কেন? আমি কি খেঁকশিয়ালী! যাও, মিছে গাল দিও না।

সখী। ওলো মাধবি, চল্‌ আমরা যাই।

পরি। চল।

[উভয়ের ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।

কণ্চু। (স্বগত) আমাদেব পদ্মাবতীর রূপ লাবণ্য দেখ্‌লে কোন মতেই বিশ্বাস হয না যে, এর মানবকুলে জন্ম। সৌদামিনী কি কখন ভূতলে উৎপন্ন হয়? আর এ যে কেবল সৌন্দর্য্য গুণে চক্ষের সুখকবী মাত্র, তা নয়,—এমন দয়াশীলা পবোপকারিণী কামিনী কি আর আছে? আর তা না হবেই বা কেন? পারিজাত পুষ্প কি কখন সৌরভহীন হতে পারে? আহা! এ মহার্হ রত্ন কোন্‌ রাজগৃহ উজ্জ্বল কর্‌বে হে?

নেপথ্যে বৈতালিক।

গীত

[পরজ কালংড়া, একতালা]

অপরূপ আজিকার রাজসভা শোভিল!
জিনি অমরাপুরী, নৃপপুর হইতেছে;
বিভবে সুবেন্দ্র লাজ পাইল ॥
মোহনমূরতি অতি রাজন রাজিছে,
রতিপতি ভাতি হেরি মোহিল।
তুলনা দিবাব তবে, রজনী সে আপনি
শশীবে সাজাযে ধনী আনিল ॥

কণ্চু। (স্বগত) এই ত মহারাজ সভা হতে গাত্রোত্থান কল্যেন। এখন যাই, আপনার কর্ম্ম দেখিগে।

[প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী,
রাজনিকেতন-সন্নিধানে মদনোদ্যান

ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীল এবং বিদূষকের প্রবেশ

রাজা। সখে মানবক!

বিদূ। মহারাজ--

রাজা। আরে ও আবার কি? আমি একজন বণিক্‌, তুমি আমাব মিত্র; আমরা দুজনে এই মাহেশ্বরীপুরীব বাজকন্যা পদ্মাবতীব স্বয়ম্বর-সমারোহ দেখবাব জন্যেই এ রাজ্যে এসেছি—

বিদূ। আজ্ঞা—আব বল্‌তে হবে না।

বাজা। তবে তুমি এই শিলাতলে বসো, আমি ঐ দেবালযের নিকটে সরোবর থেকে একটু জল পান কর্য্যে আসি। আঃ, এই নগর ভ্রমণ করে আমি যে কি পর্য্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি তার আর কি বলবো।

বিদূ। তবে আপনি কেন এখানে বসুন না, আমিই আপনাকে জল এনে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের জল খেলে ত আর বেণের জাত যায় না।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তা ত যায় না বটে, কিন্তু জল আন্‌বে কিসে করে? এখানে পাত্র কোথায়? তুমি ত আর পবনপুত্র হনুমান্‌ নও, যে ঔষধ না পেয়ে একবারে গন্ধমাদনকে উপ্‌ড়ে এনে ফেল্‌বে! তা তুমি থাক, আমি আপনিই যাই।

[প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! দেখ, এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর হবে বল্যে, প্রায় এক লক্ষ রাজা এখানে এসে উপস্থিত হযেছে; আর এই নগরের চারি দিকে যে কত তাম্বু আর কানাত পড়েছে তার সংখ্যা নাই। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত রথ আর যে কত লোকজন এসে একত্র হয়েছে তা কে গুণে ঠিক কর্ত্তে পাবে? আর কত শত স্থানে যে নট নটীরা নৃত্যগীত কচ্চো তা বলা দুষ্কর। আর যেমন বর্ষাকালে জল পর্ব্বত থেকে শত স্রোতে বেরিয়ে যায়, রাজ-ভাণ্ডার থেকে সিদেপত্র তেম্‌নিই বেরুচ্চো।

আহা! কত যে চাল, কত যে ডাল, কত যে তেল, কত যে লবণ, কত যে ঘি, কত যে সন্দেশ, কত যে দই, কত যে দুধ ভারে ভারে আস্‌চে যাচ্যে তা দেখ্‌লে একেবারে চক্ষুঃ স্থির হয়। রাজা-বেটার কি অতুল ঐশ্বর্য্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা দেখ, এ হতভাগা বামণের কপালে এর কিছুই নাই। আমাদের মহারাজ কল্যেন কি, না সঙ্গে যত লোকজন এসেছিল তাদের সকলকে দূরে রেখে কেবল আমাকে লয়ে ছদ্মবেশে এ নগরে এসে ঢুকেছেন। এতে যে ও'র কি লাভ হবে তা উনিই জানেন। তবে লাভের মধ্যে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমার দক্ষিণাটি দেখ্‌চি লোপাপত্তি হবে। হায়! এ কি সামান্য দুঃখের কথা? (চিন্তা করিয়া) মহারাজ একটা মেয়েমানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, যে তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে কর্‌বেন না। হায়! দেখ দেখি, এ কত বড় পাগ্‌লামি। আর —আমি যে রাত্রে স্বপ্নে নানা রকম উপাদেয় মিষ্টান্ন খাই তা বল্যে কি আমার ব্রাহ্মণী যখন থোড় ছেঁচ্‌কি, কি কাঁচকলা ভাতে, কি বেগুন পোড়া এনে দেয়, তখন কি সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি? সাগর সকল জলই গ্রহণ করেন। অগ্নিদেবকে যা দাও তাই তিনি চক্ষুর নিমিষে পরিপাক করো্য ভস্ম করে ফেলেন।

রাজার পুনঃপ্রবেশ

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে একেবারে চিন্তাসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছো?

বিদূ। মহারাজ—

রাজা। মর্‌ বানর। আবার?

বিদূ। আজ্ঞা—না। তা আপনার এত বিলম্ব হলো কেন?

রাজা। সখে, আমি এক অদ্ভূত স্বয়ম্বর দেখ্‌তেছিলেম।

বিদূ। বলেন কি? কোথায়?

রাজা। সখে, ঐ সরোবরে কমলিনী আজ যেন স্বয়ম্বরা হয়েছে। আর তার পাণিগ্রহণ লোভে ভগবান্‌ সহস্ররশ্মি, মলয়মারুত, অলিরাজ, আর রাজহংস—এ'রা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কত যে কোকিলকুল মঙ্গলধ্বনি কচ্যে তা আর কি বল্‌বো? এসো সখে, আমরা ঐ সরোবরকূলে যাই।

বিদূ। ভাল—মহাশয়, আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ কচ্যেন, তা বলুন দেখি, আমার দক্ষিণা কে দেবে?

রাজা। কেন? কমলিনী আপনিই দেবে। তার সুরভি মধু দিয়ে সে যে তোমার চিত্ত-বিনোদন কর্‌বে তার কোন সন্দেহ নাই।

বিদূ। হা! হা! হা! (উচ্চহাস্য) মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি ও সব ভাল লাগে? হয় টাকাকড়ি—নয় খাদ্য দ্রব্য—এই দুটোর এক্‌টা না এক্‌টা হলে কি আমি উঠি।

রাজা। চল হে, চল, না হয় আমিই দেব।

বিদূ। হাঁ—এ শোনবার কথা বটে। তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ

সখী। মাধবি, আমি ত আর চল্‌তে পারি না। উঃ, আমার জন্মেও আমি কখন এত হাঁটি নাই। আমার সর্ব্বাঙ্গে যে কত বেদনা হয়েছে, তার আর বল্‌বো কি? বোধ করি, আমাকে এখন চারি পাঁচ দিন বুঝি কেবল বিছানাতেই পড়ে থাক্‌তে হবে।

পরি। ও মা! সে কি? রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বরের আর দুটি দিন বই ত নাই! তা তুমি পড়ে থাক্‌লে কি আর কর্ম্ম চল্‌বে?

সখী। না চল্‌লে আমি কি কর্‌বো? আমার ত আর পাষাণের শরীর নয়।

পরি। সে কিছু মিছে কথা নয়।

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) দেখ্‌, আমি প্রিয়সখীকে না হবে ত প্রায় সহস্র বার বলেছি যে এ প্রতিমূর্ত্তি কখনই মনুষ্যের নয়, কিন্তু আমার কথায় তিনি কোন মতেই বিশ্বাস করেন না।

পরি। কি আশ্চর্য্য! এই যে আমরা আজ সমস্ত দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে প্রায় এক লক্ষ রাজা দেখে এলেম, এদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ নাই যে তাকে এ'র সঙ্গে এক মুহূর্ত্তের

জন্যেও তুলনা করা যায়। হায়, এ মহাপুরুষ কোথায়?

সখী। সুমেরুপর্ব্বত যে কোথায় তা কে বল্‌তে পারে? কনকলঙ্কা কি লোকে আর এখন দেখ্‌তে পায়?

পরি। তা সত্য বটে। তবে এখন কি কর্‌বে?

সখী। আর কি কর্‌বো! আয়, এই উদ্যানে একটুখানি বিশ্রাম করে প্রিয়সখীর কাছে এ সকল কথা বলিগে। (শিলাতলে উপবেশন।)

পরি। আহা! রাজনন্দিনীকে এ কথা কেমন করে বল্‌বে? এ কথা শুনলে তিনি যে কত দুঃখিত হবেন, তা মনে পড়লে আমার চখে জল আসে।

সখী। তা এ মায়ার হেমমৃগ ধরা তোর আমার কর্ম্ম নয়। এ যে একবার দেখা দিয়ে, কোন্ গহন কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে বলতে পারে? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সখী এর প্রতি লোভ করো্যে, অবশেষে সীতা দেবীর মত কোন ক্লেশে না পড়েন। এ যে দেবমায়া তার কোন সন্দেহ নাই। (পরিচারিকার প্রতি) তুই যে বসছিস্ না? তোর কি এত হেঁটেও কিছু পরিশ্রম হয় নাই?

পরি। হয়েছে বই কি! কিন্তু রাজনন্দিনীর দুঃখের কথা ভাব্‌লে আর কোন দুঃখই মনে পড়ে না। যে গায়ে সাপের বিষ প্রবেশ করেছে, সে কি আর বিছের কামড়ে জ্বলে। (সখীর নিকটে ভূতলে উপবেশন) এখন এ স্বয়ম্বরটা হয়ে গেলেই বাঁচি।

সখী। তুই দেখিস্ এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে।

পরি। বালাই! এমন অমঙ্গল কথা কি মুখে আন্‌তে আছে?

সখী। তুই প্রিয়সখীর প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলি নাকি? তোর কি মনে নাই যে যদি এ লক্ষ রাজার মধ্যে, তিনি যে মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখেছেন, তাঁর সেই প্রাণেশ্বরকে না পান তবে তিনি আর কাকেও বরণ কর্‌বেন না?

নেপথ্যে। (উচ্চহাস্য।)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও আবার কি?

পরি। কেন, কি হলো? (উভয়ের গাত্রোত্থান।)

পরি। (সত্রাসে) ও মা! চল আমরা এখান থেকে পালাই। এ মহাস্বয়ম্বরে যে কত দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কে বল্‌তে পারে? এ নির্জ্জন বনে—

সখী। চুপ্ কর্ লো। চুপ্ কর্। আর ঐ দেখ্—

পরি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ঐ না পুষ্করিণীর ধারে দুই জন পুরুষ মানুষ বসে রয়েছে? আহা! ওদের মধ্যে একজনের কি অপরূপ রূপলাবণ্য!

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) মাধবি, এতক্ষণের পর, বোধ করি, আমাদের পরিশ্রম সফল হলো। ঐ সুন্দর পুরুষটির দিকে একবার বেশ করে চেয়ে দেখ্ দেখি।

পরি। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এ কি গগনের চাঁদ ভূতলে এসে উপস্থিত হলেন?

সখী। (সপুলকে) এ ত গগনের চন্দ্র নয়, এ যে আমার প্রিয়সখীর হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র।

পরি। (পট অবলোকন করিয়া) তাই ত? এ কি আশ্চর্য্য! তা ওঁকে যে রাজবেশে দেখ্‌চি না।

সখী। তাতে বয়ে গেল কি? (চিন্তা করিয়া) মাধবি, তুই এক কর্ম্ম কর্। তুই অন্তঃপুরে দৌড়ে গিয়ে, প্রিয়সখীকে একবার এখানে ডেকে আন্‌গে। যদিও ঐ মহাপুরুষ মনুষ্য না হন, তবু প্রিয়সখী ওঁকে একবার চক্ষে দর্শন করো্যে জন্ম সফল করুন্।

পরি। রাজনন্দিনী কি এখন অন্তঃপুর হতে একলা আস্‌তে পার্‌বেন?

সখী। তুই একবার যেয়ে দেখেই আয় না কেন। যদি আস্‌তে পারেন ভালই ত, আর না পারেন আমরা ত দোষ হতে মুক্ত হলেম।

পরি। বলেছ ভাল, এই আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) ইনি কি মনুষ্য, না কোন দেবতা, মায়াবলে মানবদেহ ধারণ করো্যে এই স্বয়ম্বর দেখ্‌তে এসেছেন? হায়, এ কথা আমি কাকে

জিজ্ঞাসা কর্‌বো? এখন প্রিয়সখী এলে বাঁচি। আহা! বিধাতা কি এমন সুন্দর বর প্রিয়সখীর কপালে লিখেছেন?

পদ্মাবতীর সহিত পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ

পদ্মা। সখি, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন? কি সংবাদ, বল দেখি শুনি?

সখী। সকলই সুসংবাদ। তা এসো, এই শিলাতলে বসো।

পদ্মা। সখি, আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে দর্শন দিয়েছেন? (উপবেশন।)

সখী। (পদ্মাবতীর নিকটে উপবেশন করিয়া) হ্যাঁ—দিয়েছেন।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি, তুমি তাঁকে কোথায় দেখেছ?

সখী। (সহাস্য বদনে) প্রিয়সখি, তুমি স্থির হয়ে ঐ অশোকবনের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি।

পদ্মা। কেন? তাতে কি ফললাভ হবে?

সখী। বলি দেখই না কেন?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ঐ ত ভগবান্ অশোকবৃক্ষ বসন্তের আগমনে যেন আপনার শতহস্তে পুষ্পাঞ্জলি ধারণ করে, ঋতুরাজের পূজা করবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সখী। ভাল, বল দেখি, ঋতুরাজ বসন্ত কোথায়?

পদ্মা। সখি, এ কি পরিহাসের সময়!

সখী। পরিহাস কেন? ঐ বেদিকার দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) সখি, আমি কি আবার নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম? (আত্মগত) হে হৃদয়, এত দিনের পর কি তোমার নিশাবসান কল্যে তোমার দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলেন! (প্রকাশে) সখি! তুমি আমাকে ধর—(অচেতন হইয়া সখীর ক্রোড়ে পতন।)

সখী। হায়! এ কি হলো? প্রিয়সখি যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন। (পরিচারিকার প্রতি) মাধবি, তুই শীঘ্র গিয়ে একটু জল আন্ ত।

পরি। এই যাই।

[বেগে প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়! আমি প্রিয়সখীকে এ সময়ে এ উদ্যানে ডাকিয়ে এনে এ কি কল্যেম?

বেগে রাজার পুনঃপ্রবেশ

রাজা। এ কি? সুন্দরি! এ স্ত্রীলোকটির কি হয়েছে?

সখী। মহাশয়, এঁর মূর্চ্ছা হয়েছে।

রাজা। কেন?

সখী। তা আমি এখন আপনাকে বল্‌তে পারি না।

রাজা। (স্বগত) লোকে বলে যে পূর্ণশশীর উদয় হলে সাগর উথলিত হন, তা আমারও কি সেই দশা ঘট্‌লো! (পুনরবলোকন করিয়া) এ কি? এই যে আমার মনোমোহিনী, যাঁকে আমি স্বপ্নযোগে কয়েক বার দর্শন করেছিলেম। তা দেবতারা কি এত দিনের পর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে আমার হৃদয়নিধি মিলিয়ে দিলেন!

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

রাজা। (সখীর প্রতি) শুভে, যেমন নিশাবসানে সরসীতে নলিনী উন্মীলিতা হয়, দেখ, তোমার সখীও মোহান্তে আপন কমলাক্ষি উন্মীলন কল্যেন। আহা! ভগবতী জাহ্নবী দেবী, ভগ্নতট-পতনে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এইরূপেই আপন নির্ম্মল শ্রী পুনর্ধারণ করেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া মৃদুস্বরে সখীর প্রতি) সখি, চল, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই। এ উদ্যানে আমাদের আর থাকা উচিত হয় না।

রাজা (স্বগত) আহা! এও সেই মধুর স্বর। আমার বিবেচনায় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কর্ণে জলস্রোতের কলকল ধ্বনিও এমন মিষ্ট বোধ হয় না। (প্রকাশে সখীর প্রতি) সুন্দরি, তোমার প্রিয়সখি কি আমার এখানে আসাতে বিরক্ত হলেন?

সখী। কেন? বিরক্ত হবেন কেন?

রাজা। তবে যে উনি এখান থেকে এত ত্বরায় যেতে চান?

সখী। আপনি এমন কথা কখনই মনে কর্‌বেন না। তবে কি না আমরা এখন সকলেই ব্যস্ত।

রাজা। শুভে, তবে তুমি তোমার এ পরমসুন্দরী সখীর পরিচয় দিয়া আমাকে চরিতার্থ করে যাও।

সখী। মহাশয়, ইনি রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর একজন সখী মাত্র।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! আমরা জানি যে বিধাতা কমলিনীকেই পুষ্পকুলের ঈশ্বরী কর্‌ত্যে সৃষ্টি করেছেন। তা তাঁর অপেক্ষা কি আরও সুচারু পুষ্প পৃথিবীতে আছে?

পদ্মা। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী! তা ভগবান্ গন্ধমাদন কি কখন সৌরভহীন হতে পারেন?

সখী। মহাশয়! আপনি যদি এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করেন তবে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা। তাতে দোষ কি? যদি আমি কোন প্রকারে তোমাদের মনোরঞ্জন কত্যে পারি, তবে তা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি?

সখী। মহাশয়, কোন্ রাজধানী এখন আপনার বিরহে কাতরা হয়েছে, এ কথা আপনি অনুগ্রহ করে আমাদেব বলুন।

পদ্মা। (স্বগত) এতক্ষণেব পর বসুমতী আমার মনের কথাটিই জিজ্ঞাসা করেছে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সুন্দরি, আমার বিদর্ভনাম্নী মহানগরীতে জন্ম। সে নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সংগে আমি তোমাদের রাজ-নন্দিনীর স্বয়ম্বর-মহোৎসব দেখবার নিমিত্তেই এ দেশে এসেছি।

পদ্মা। (স্বগত) এ কি অসম্ভব কথা! এ'র কি তবে রাজকুলে জন্ম নয়?

জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ

সখী। তোমার এত বিলম্ব হলো কেন?

পরি। আমাকে ঘটীর জন্যে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে হয়েছিল।

সখী। তা সত্য বটে। তা এ কথা ত অন্তঃপুরে কেউ টের পায় নাই!

পরি। না, এ কথা কেউ টের পায় নাই... কিন্তু ওরা সকলে মদনের পূজা কত্যে আস্‌চে।

সখী। তবে চল, আমরা যাই।

রাজা। (সখীর প্রতি) সুন্দরি, আমি কি তবে তোমাদের চন্দ্রাননের আর এ জন্মে দর্শন পাব না?

পদ্মা। (সখীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রীড়া সহকারে) প্রিয়সখি, তুমি এ মহাশয়কে বল যে যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে, তবে আমরা এই উদ্যানেই পুনরায় ও'র দর্শন পাব।

নেপথ্যে। কৈ লো কৈ? রাজনন্দিনী আর বসুমতী কোথায়?

সখী। চল, আমরা যাই।

পদ্মা। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া) উহু। এ কি—

সখী। কেন? কেন? কি হলো?

পদ্মা। সখি, দেখ, এই নূতন তৃণাঙ্কুর আমার পাযে বাজতে লাগ্‌লো। উহু, আমি ত আর চল্‌তে পারি না, তোমরা এক জন আমাকে ধর। (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত।)

সখী। এই এসো।

[পদ্মাবতীকে ধারণ করিযা সখী এবং পরিচারিকার প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে সৌদামিনি, তুমি কি আমাব এ মেঘাবৃত হৃদয়াকাশকে আরও তিমিবময কববাব জন্যে আমাকে কেবল এক মুহূর্ত্তেব নিমিত্তে দর্শন দিলে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিযা) হায! তা এ ঘোর অন্ধকার তোমার পুনর্দর্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে কখন বিনষ্ট হবে?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি।)

রাজা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) এই যে রাজকুলবালারা গানবাদ্য কত্যে কত্যে ভগবান্ কন্দর্পের মন্দিরের দিকে যাচ্যে।

নেপথ্যে। নাচ্ লো, নাচ্। এই দেখ্ আমি ফুল ছড়াচ্যি।

নেপথ্যে গীত

[রাগিণী—খাম্বাজ, তাল যৎ]

চল সকলে আরাধিব কুসুমবাণে।
সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে,
যতনে পূজিব হরিষ মনে ॥
বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুসুম,
অঞ্জলি পূরিয়া দিব চরণে।
সখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে,
তুষিব দেবেরে মঙ্গলগানে ॥

রাজা। (স্বগত) আহা, কি মধুর ধ্বনি! তা আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করা উচিত হয় না। আমি এ নগরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে৷ উত্তমই করেছি। আহা! এই পরম সুন্দরী রামাটি যদি রাজদুহিতা পদ্মাবতী হতো, তবে আর আমার সুখের সীমা থাক্‌তো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী, দেবালয়-উদ্যান

পুরোহিত এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ

পুরো। আহা, কি আক্ষেপের বিষয়! মহাশয়, যেমন ভগবতী ভাগীরথীকে দর্শন করে৷ জগজ্জনগণ হিমাচলকে ধন্যবাদ করে, রাজদুহিতা পদ্মাবতীকে দেখে সকলেই আমাদের নরপতিকে তদ্রূপ পরম ভাগ্যবান্ বলে গণ্য কর্‌তো। হায়, কোন দুর্দৈব বিপাকে এ নির্ম্মলসলিলা গঙ্গা যেন অকস্মাৎ রোধঃ-পতনে পঙ্কিলা হয়ে উঠ্‌লেন!

কঞ্চু। দুর্দৈব বিপাকই বটে। মহাশয়, দেখুন, এ বিপুল ভারতভূমিতে প্রতি যুগে কত শত রাজগৃহে এই স্বয়ম্বরকার্য্য মহা-সমারোহে নিষ্পন্ন হয়েছে; কিন্তু কুত্রাপি ত এরূপ ব্যাঘাত কস্মিন্ কালেও ঘটে নাই!

পুরো। হায়! এতটা অর্থ কি তবে বৃথাই ব্যয় হলো?

কঞ্চু। মহাশয়, তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। দেখুন, যে অকূল সাগরকে শত সহস্র নদ ও নদী বারিস্বরূপ কর অনবরত প্রদান করে, তার অম্বুরাশির কি কোন মতে হ্রাস হতে পারে? তবে কি না এ একটা কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে রৈল।

পুরো। ভাল, কঞ্চুকী মহাশয়, রাজকন্যার স্বয়ম্বর-সমাজে উপস্থিত না হবার মূল কারণটা কি তা আপনি বিশেষরূপে কিছু অবগত আছেন?

কঞ্চু। আজ্ঞা না, তবে আমি এইমাত্র জানি যে স্বয়ম্বর-সভায় যাত্রাকালে, রাজবালা, মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়ে, এতাদৃশী দুর্ব্বলা হয়ে পড়েছিলেন, যে রাজবৈদ্য তাঁকে গৃহের বহির্গত হতে নিষেধ করেন; সুতরাং স্বয়ম্বরা কন্যার অনুপস্থিতিতে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হওয়ায়, রাজদল অকৃতকার্য্য হয়ে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান কল্যেন।

পুরো। আহা, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? তা চলুন, আমরা এক্ষণে দেবদর্শন করিগে।

কঞ্চু। আজ্ঞা চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ

সখী। কেমন—আমি বলেছিলাম কি না, যে এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠ্‌বে?

পরি। তাই ত? কি আশ্চর্য্য! তা রাজ-নন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়বেন, তা কে জান্‌তো?

সখী। আহা, প্রিয়সখীর দুঃখের কথা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে তা আর কি বল্‌বো! (রোদন।)

পরি। ভাল, রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি?

সখী। আর কারণ কি? প্রিয়সখী যাঁরে স্বপ্নে দেখে ভাল বাসেন, তিনি ত আর রাজা নন যে তাঁকে প্রিয়সখী পাবেন!

পরি। তা সত্য বটে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে ও? ঐ না সেই বিদর্ভদেশের লোকটি এই দিকে আসচেন? উনিও যে রাজনন্দিনীকে ভাল বাসেন, তার সন্দেহ নাই; তা এমন ভাল বাসায় ওঁর কি-

লাভ হবে? বামন হয়ে কি কেউ কখন চাঁদকে ধর্‌তে পারে? চল, আমরা ঐ মন্দিরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি, উনি এখানে এসে কি করেন।

সখী। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ

রাজা। (স্বগত) আমার ত এ রাজধানীতে আর বিলম্ব করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। যত রাজগণ এ বৃথা স্বয়ম্বরে এসেছিল, তারা সকলেই আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করেছে। কিন্তু আমি এ পরমসুন্দরী কন্যাটিকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করে যাই? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রভো অনঙ্গ, যেমন সুরেন্দ্র আপন বজ্র-দ্বারা পর্ব্বতরাজের পক্ষচ্ছেদ করো তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুষ্প-শরাঘাতে আমাকে তদ্রূপ গতিহীন কত্তো চাও। (চিন্তা করিয়া) এ স্ত্রীলোকটিকে কোন মতেই আমার রাজমহিষী পদে অভিষিক্তা করা যেতে পারে না। সিংহ সিংহীর সহিতই সহবাস করে। এ রাজবালা পদ্মাবতীর একজন সহচরী মাত্র, তা এর সহিত আমার কি সম্পর্ক? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে রতি দেবি, তুমি যে অমূল্য রত্ন আমাকে দান কত্তো চাও, সে রত্ন শচী এবং যক্ষেশ্বরীর ক্রোধে আমার পক্ষে অস্পর্শীয় অগ্নিশিখা হলো। হায়, এ পবিত্রা প্রবাহিণী কি তাঁদের অভিশাপে আমার পক্ষে কর্ম্মনাশা নদী হয়ে উঠ্‌লো? তা আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে? (সচকিতে নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ কি?

নেপথ্যে। তুই বেটা কি সামান্য চোর। তুই যে দ্বিতীয় হনুমান্‌।

ঐ। কেন? হনুমান্‌ কেন?

ঐ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা করিস্‌? দেখ্‌ দেখি—যেমন হনুমান্‌ রাবণের মধুবন লণ্ডভণ্ড করেছিল, তুইও আজ আমাদের মহা-রাজের অমৃতফলবনে সেইরূপ উৎপাত করেছিস্‌। তা তোর মাথাটা কেটে ফেলাই উচিত।

ঐ। ইস্‌।

ঐ। বটে? দেও ত হে, বেটাকে ঘা দুই তিন লাগিয়ে দেও ত।

ঐ। দোহাই মহারাজের—

বেগে কতিপয় রক্ষক সহিত বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। মহারাজ, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। কেন, কি হয়েছে?

বিদূ। মহারাজ, এ বেটারা সাক্ষাৎ যমদূত।

প্রথম। ধর ত হে, বেটাকে ধরে বাঁধ।

বিদূ। (রাজার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া) ইস্‌। তোর কি যোগ্যতা যে তুই আমাকে বাঁধ্‌বি? ওরে দুষ্ট রক্ষক, তুই যদি কনকলঙ্কায় ঢুক্‌তে চাস্‌, তবে আগে সমুদ্র পার হ। এই মহাত্মা বিদর্ভদেশের অধিপতি রাজা ইন্দ্রনীল রায়।

রাজা। আরে কর কি।

বিদূ। মহারাজ, আপনি যে কে, তা না টের পেলে কি এ পাষণ্ড বেটারা আমাকে অম্‌নি ছাড়বে। বাপ!

প্রথম। মহাশয়—

বিদূ। মর্‌ বেটা নরাধম, তুই কাকে মহাশয় বলিস্‌ রে?

রাজা। (বিদূষকের প্রতি) চুপ্‌ কর হে—চুপ্‌ কর। (রক্ষকের প্রতি) রক্ষক, তুমি কি বল্‌ছিলে?

প্রথম। মহাশয়—দেখুন। এ ঠাকুরটি আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে যত পাকা ফল ছিল প্রায় তা সব পেড়ে পেড়ে খেয়েছেন।

বিদূ। খাব না কেন? আমি খাব না ত আর কে খাবে? তুই বেটা আমাকে হনুমান্‌ বলে গাল দিচ্ছিলি। আচ্ছা, আমি যদি এখন হনুমানের মতন তোদের পুরী পুড়িয়ে ভস্ম করো যাই, তবে তুই আমার কি কত্তে পারিস্‌?

রাজা। (জনান্তিকে বিদূষকের প্রতি) ও কি কত্তে পারে? কিন্তু অবশেষে তুমি আপনার মুখ পোড়াবে। আর কি?

কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের পুনঃপ্রবেশ

প্রথম। (কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের সহিত একান্তে কথোপকথন।)

কঞ্চু। বল কি? (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হউক।

পুরো। মহারাজ চিরজীবী হউন।

কঞ্চু। রক্ষক, তুমি এ সংবাদ মহারাজের নিকট অতি ত্বরায় লয়ে যাও।

প্রথম। যে আজ্ঞা। তবে এই আমি চল্লেম।

পুরো। মহারাজ, আপনার শুভাগমনে এ রাজধানী অদ্য কৃতার্থ হলো।

কঞ্চু। হে নরেশ্বর, আপনার আর এ স্থলে অবস্থিতি করা উচিত হয় না। অনুগ্রহ করে রাজনিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন।

রাজা। (স্বগত) এত দিনের পর আজ সকলই বৃথা হলো। (প্রকাশে) চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

সখী এবং পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ

সখী। হ্যাঁ লো মাধবি, এ আবার কি? আমরা কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না এ বাজীকরের বাজী?

পরি। ও মা, তাই ত! ঐ কি রাজা ইন্দ্রনীল, যাঁর কথা সকলেই কয়?

নেপথ্যে। (মঙ্গলবাদ্য ও জয়ধ্বনি।)

সখী। কি আশ্চর্য্য! চল্, আমরা এ সব কথা প্রিয়সখীকে বলিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভ নগর, তোরণ

সারথি-বেশে কলির প্রবেশ

কলি। (স্বগত) আমি কলি; এ বিপুল বিশ্বে
কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম? সতত কুপথে
গতি মোর। নলিনীরে সৃজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে।
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায়!
ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে
কদাকারে পা-দুখানি গড়ি তার আমি!
(পরিক্রমণ।)
জন্ম মম দেবকুলে; অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।
(চিন্তা করিয়া) এ বিদর্ভপুরে,—
নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল, তার প্রতি
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী,
আর মুরজা রূপসী, কুবের-রমণী;—
এ দোঁহার অনুরোধে, মায়া-জালে আমি
বেড়িয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি
ঘেরে সিংহে ঘোর বনে বধিতে তাহারে।
মাহেশ্বরীপুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন—
পদ্মাবতী নামে তার সুন্দরী নন্দিনী;
ছদ্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল
আনিয়াছে নিজালয়ে; এ সংবাদ আমি
ভাটবেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে।
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি
থানা দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দ্বারে—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খনাদ।)

কলি। (স্বগত) ঐ শুন—
বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে
ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া)
এই অবসরে যদি আমি
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি—
তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতী।
প্রেয়সী-বিরহ শোকে ইন্দ্রনীল রায়
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে
মরে বিষাদে। এ হেতু সারথির বেশে
আসিয়াছি হেথা আমি। (পরিক্রমণ)
কি আশ্চর্য্য!
অহো—
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী!
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে

অক্ষম কি হইনু হে? (সহাস্য বদনে)
কেনই না হব?
অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভু
পারে তারে পরশিতে? দেখি, ভাগ্যক্রমে
পাই যদি রাণীরে এ তোরণ সমীপে।
(চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া সপুলকে)
এ কি?
ওই না সে পদ্মাবতী? আয় লো কামিনি—
এইরূপে কুরঙ্গিণী নিঃশঙ্কে অভাগা
পড়ে কিরাতের পথে; এইরূপে সদা
বিহঙ্গী উড়িয়া বসে নিষাদের ফাঁদে!
(চিন্তা করিয়া)
কিঞ্চিৎ কালের জন্যে অদৃশ্য হইয়া
দেখি কি করা উচিত। (অন্তর্ধান।)

অবগুণ্ঠিকাবৃতা পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ

সখী। প্রিয়সখি, এ সময়ে পাঁচীরের বাইরে যাওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। তা এসো আমরা এখানেই দাঁড়াই। আর এ তোরণ দিয়েও কই কেউ ত বড় যাওয়া আসা কচ্যে না? এ এক প্রকার নির্জ্জন স্থান।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? দেখ, প্রাণেশ্বর আমার জন্যে কি ক্লেশই না পেলেন! আর এই যে একটা ভয়ংকর সমর আরম্ভ হয়েছে, যদি ভগবতী পার্ব্বতীর চরণ-প্রসাদে এ হতে আমরা নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুনলেই শোকানলে দগ্ধ হয়ে আমাকে যে কত অভিসম্পাত দেবে তা কে বলতে পারে? হে বিধাতঃ, তুমি আমার অদৃষ্টে যে সুখভোগ লেখো নাই, আমি তার নিমিত্তে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু তুমি আমাকে পরের সুখনাশিনী কল্যে কেন? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি এমন কথা মনেও করো না। তোমার জন্যেই যে রাজারা কেবল যুদ্ধ কর্যো মর্চ্যে তা নয়। এ পৃথিবীতে এমন কর্ম্ম অনেক স্থানে হয়ে গেছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে কি হয়েছিল তা কি তুমি শোন নি?

পদ্মা। সখি, তুমি পাঞ্চালীর কথা কেন কও? শশীর কলঙ্কে তাঁর শ্রীর হ্রাস না হয়ে বরঞ্চ বৃদ্ধিই হয়।—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার হুঙ্কারধ্বনি এবং রণবাদ্য।)

পদ্মা। (সত্রাসে) উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সখি, তুমি আমাকে ধর। এই দেখ বীরদলের পায়ের ভরে বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠছেন।

সখী। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! প্রিয়সখি, দেখ আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্যে! এমন অদ্ভুত শরজাল। ত আমি কখনও দেখি নাই।

পদ্মা। কি সর্ব্বনাশ! সখি, আমার কি হবে (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি! তুমি কেঁদো না! আর ভয় নাই, ঐ দেখ, যখন রাজসারথি এই দিকে আসচে তখন বোধ হয় মহারাজ অবশ্যই শত্রু-দলকে পরাভব করে থাকবেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! সারথি যে একলা আসচে?

সারথি-বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ

সারথি, তুমি যে রাজরথ ত্যাগ করে আসচো?

কলি। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। মহারাজ এ দাসকে আপনার নিকটেই পাঠিয়েছেন।

পদ্মা। কেন? কি সংবাদ, তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল।

কলি। আজ্ঞা—সকলই সুসংবাদ, মহারাজ অন্য এক রথে আরোহণ করে আমাকে এই বল্যে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যে আপনি কিঞ্চিৎ কালের জন্যে রাজপুরী ছেড়ে ঐ পর্ব্বতের দুর্গে গিয়ে থাকুন। আর এ দাসও নরবরের আজ্ঞায় এই রথ এনেছে। তা দেবীর কি আজ্ঞা হয়?

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে চুপ করে রৈলে?

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমি এ নগর ছেড়ে কেমন করে যাই?—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টংকার হুঙ্কারধ্বনি ও রণবাদ্য।)

সখী। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সারথি, কৈ, রথ কোথায়? তুমি আমাদের শীঘ্র নিয়ে চল।

কলি। (স্বগত) এ হতভাগিনীরও মরণেচ্ছা হলো না কি? তা যে শিশিরবিন্দু পদ্মপদলে আশ্রয় লয়, সে কি সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হতে কখন রক্ষা পেতে পারে? (প্রকাশে) দেবি, তবে আসুন।

পদ্মা। (স্বগত) হে আকাশমণ্ডল, তোমাকে লোকে শব্দবাহ বলে। তা তুমি এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করো্য আমার এই কথাগুলিন্ আমার জীবিতনাথের কর্ণকুহরে সাবধানে লয়ে যাও। হে রাজন্, তোমার পদ্মাবতী তোমার আজ্ঞা পালন কল্যে; কিন্তু তার প্রাণটি এ রণক্ষেত্রে তোমার নিকটেই রৈল। দেখ, চাতকিনী বজ্র বিদ্যুৎ আর প্রবল বায়ুকেও ভয় না করো্য, জলধরের প্রসাদ প্রতীক্ষায় কেবল তার সঙ্গেই উড়তে থাকে।

সখী। প্রিয়সখি, চল। আমরা যাই।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তবে চল।

কলি। (স্বগত) গরুড় ভুজঙ্গিনীকে ধরে উড়লেন।

[সকলের প্রস্থান।

রক্তাক্ত বস্ত্র পরিধানে ও রক্তার্দ্র অসি হস্তে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) রাম বল, বাঁচলেম। বেশ পালিয়েছি। আরে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি এ সকল ভাল লাগে? তবে করি কি? দুষ্ট ক্ষত্রদলের সঙ্গে কেবল এ পোড়া পেটের জ্বালায় সহবাস কত্যে হয়। তা একটু আদটু সাহস না দেখালে বেটারা নিতান্ত হেয়জ্ঞান করবে বল্যে, আমি এই খাঁড়াখানা নিয়ে বেরিয়েছি—যেন যুদ্ধ কত্যেই গিয়েছিলেম। আর এই রক্ত দেখ্ছো, এ ত রক্ত নয়।—এ—আল্তা-গোলা। (উচ্চহাস্য) এই যুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণীর সিঁদুর-চুপড়ী থেকে খানকতক আল্তা চুরি করে টেঁকে গুঁজে রেখেছিলাম। আর কেন যে রেখেছিলেম তা সামান্য লোকের বুঝে উঠা দুষ্কর। ওহে, যেমন সিংহের অস্ত্র দাঁত, ষাঁড়ের অস্ত্র শিঙ্, হাতীর অস্ত্র শুঁড়, পাখীর অস্ত্র ঠোঁট আর নখ, ক্ষত্রকুলের অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ, তেমনি ব্রাহ্মণের অস্ত্র—বিদ্যা আর বুদ্ধি। তা বিদ্যা বিষয়ে ত আমার ক অক্ষর গোমাংস; তবে কি না একটু বুদ্ধি আছে। আর তা না থাক্লে কি এত করে উঠ্তে পাত্যেম? বল দেখি, আমার কাপড় আর এই খাঁড়া দেখে কে না ভাব্বে যে আমি শত শত হাতী আর ঘোড়া আর যোদ্ধাদেরকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে এসেছি? (উচ্চহাস্য।) তা দেখি আজ মহারাজ এ বেশ দেখে আমাকে কি পুরস্কার করেন? হে দুষ্টে সরস্বতি, তুমি এসে আমার কাঁধে ভর কর, তা না কল্যে কর্ম্ম চলবে না। আজ যে আমাকে কত মিথ্যা কথা কইতে হবে তার সংখ্যা নাই।

কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ

প্রথম। এই যে আর্য্য মানবক এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহাশয়, প্রণাম করি। (নিকটবর্ত্তী হইয়া সচকিতে) ইঃ, এ কি?

বিদূ। কেন, কি হলো?

প্রথম। মহাশয়, আপনার সর্ব্বাঙ্গে যে রক্ত দেখ্ছি।

বিদূ। দেখ্বে না কেন? ওহে, দোল্ দেখ্তে গেলে কি গায়ে আবীর লাগে না?

দ্বিতীয়। তবে মহাশয় রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন নাকি?

বিদূ। যাব না কেন? কি হে, তুমি কি ভেবেছো যে আমি একটা টোলের ভট্চার্য্যি—দেড়গজী সমাস ভিন্ন কথা কই না, আর বিচারসভাতেই কেবল দ্রোণাচার্য্যের বীর্য্য দেখাই, কিন্তু একটু মারামারির গন্ধ পেলেই ব্রাহ্মণীর আঁচল ধরো্য তার পেছন দিকে গিয়ে লুকুই! (উচ্চহাস্য।)

দ্বিতীয়। না, না, তাও কি হয়? আপনি

একজন মহাবীরপুরুষ। তা কি সংবাদ, বলুন দেখি শুনি?

বিদু। আর কি সংবাদ? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভীষ্ম—

প্রথম। মহাশয়, জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম।

বিদু। তাই ত! তা এ গোলে কি কিছু মনে থাকে হে? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন, এ ব্রাহ্মণও আজ তাই করেছে।

নেপথ্যে। (জয়বাদ্য।)

প্রথম। এই যে মহারাজ, শত্রুদলকে রণ-স্থলে জয় করে ফিরে আস্‌চেন।

নেপথ্যে। (মহারাজের জয় হউক।)

তৃতীয়। চল হে, রাজদর্শনে যাওয়া যাউক।

নেপথ্যে। (বৈতালিকের গীত।)

[মাজসুরট—একতালা]

কি রঙ্গ রাজভবনে, কি রঙ্গ আজ—
করিয়া রণ, শত্রুনিধন, রাজনবর রাজে।
পুলকে সব হইল মগন,
উৎসবরত যত পুরজন,
জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে॥
সৈন্যসকল সমরকুশল,
নিরখি ভীত অরিদলবল,
কম্পিত হয় ধরণীতল, বাসুকি নত লাজে।
ভূপতি অতি বীর্য্যবান,
বিভব নিবহ সুরসমান,
ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্ত্যভুবন মাজে ॥

নেপথ্যে। ওরে, একজন দৌড়ে গিয়ে মার্য্য মানবককে শীঘ্র ডেকে আন্‌গে তো। মহারাজ তাঁর অন্বেষণ কচ্চোন।

বিদু। ঐ শোন। দেখি মহারাজ আমাকে আজ কি শিরোপা দেন।

[প্রস্থান।

প্রথম। এ ব্রাহ্মণ বেটা কি সামান্য ধূর্ত্ত গা?

দ্বিতীয়। এমন নির্লজ্জ পুরুষ কি আর পৃথিবীতে দুটি আছে?

তৃতীয়। তবে ও আল্‌তা-গোলা বটে?

প্রথম। তা বই কি? ও কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো?

দ্বিতীয়। মহাশয়, চলুন রাজদর্শন করিগে।

প্রথম। চল।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতশিখরস্থ গহন কানন

কলির প্রবেশ

কলি। (স্বগত) এই ত হরণ করি
আনিনু রাণীরে
এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রাণী?
যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিনু আমি,
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,—
(কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল?)
যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া)
অহো! এই যে পৌলোমী
মুরজার সঙ্গে—

শচী এবং মুরজার প্রবেশ

(প্রকাশে) দেবি, আশীর্ব্বাদ করি।

শচী। প্রণাম। হে দেববর, কি করেছ, বল?

কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী,
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।

শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে?

কলি। এই ঘোর বনে।
সখী সহ আনি তারে রেখেছি মহিষি।
(সহাস্য বদনে।)
রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,
সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে!

মুর। (স্বগত) হেন দুরাচার আর আছে
কি জগতে?
(প্রকাশে) ভাল কলিদেব,—
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে?

কলি। সে কি, দেবি?
হরিণীরে মৃগেন্দ্র কেশরী
ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি,
সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে?

শচী। কলিদেব,—
শত ধন্যবাদ আমি করি গো তোমারে!
শতকোটি প্রণাম তোমার ও চরণে!
বাঁচালে আমারে তুমি। তোমার প্রসাদে
রহিল আমার মান। অপ্সরীর দলে
যাহে প্রাণ চাহে তব, পাইবে তাহারে—
পাঠাইব তারে আমি তোমার আলয়ে,
রবিরে প্রদান যথা করয়ে সরসী
নব কমলিনী হাসি—নিশি অবসানে।
যত রত্নরাজি আছে বৈজয়ন্ত-ধামে
তোমার সে সব। দেখ, আজি হতে শচী—
ত্রিদিবের দেবী,—দেব, হলো তব দাসী।
যাও চলি স্বর্গে এবে। শীঘ্র আসি আমি
যথোচিত পুরস্কারে তুষিব তোমারে।

কলি। যে আজ্ঞা!
বিদায় তবে হই আমি সতি।
[প্রস্থান।

মুর। সখি, আমাদের কি এ ভাল কর্ম্ম হলো?

শচী। কেন? মন্দ কর্ম্মই বা কি?

মুর। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ সরলা মেয়েটিকে যাতনা দিতে প্রবৃত্ত হলেম।

শচী। আঃ, আর মিছে বকো কেন? তোমাকে আমি না হবে তো প্রায় এক শত বার বলেছি যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা দুষ্ট দমন করবার জন্যে সময় বিশেষে ভগবতী বসুমতীকেও জলমগ্ন করেন। তা ভগবতী বসুন্ধরা কি স্বদোষে সে যন্ত্রণা ভোগ করেন?

মুর। তা আমি কেমন করে্যা বল্‌বো? (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) একবার ঐ দিকে চেয়ে দেখ দেখি, সখি।

শচী। কি?

মুর। সখি, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের অন্তরাল থেকে এদিকে কে আস্‌চে দেখ তো? আহা! এ কি ভগবতী ভগীরথী হরিদ্বার হতে বেরুচ্যেন? এমন অপরূপ রূপ লাবণ্য ত আমি কোথাও দেখি নাই।

শচী। ঐ সেই পদ্মাবতী।

মুর। সখি, ওর মুখখানি দেখ্‌লে বোধ হয় যেন আমি ওকে আরও কোথাও দেখেছি। (স্বগত) এ কি? আমার স্তনদ্বয় যে সহসা দুগ্ধে পরিপূর্ণ হলো? হে হৃদয়, তুমি এত চঞ্চল হলে কেন?

শচী। সখি, চল আমরা পুনরায় কলিদেবের নিকটে যাই।

মুর। কেন?

শচী। চল না কেন? আমার মনস্কামনা এখনও সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই।

মুর। সখি, আমার মন কলিদেবের নিকটে আর কোন মতেই যেতে চায় না। আমি অলকায় চল্যেম।

[প্রস্থান।

শচী। (স্বগত) তুমি গেলেই বা! তোমার দ্বারা যত উপকার হতে পার্‌বে, তা আমি বিশেষরূপে জানি। তা যাই—আমি একলাই কলিদেবের নিকটে যাই। ইন্দ্রনীল যেন স্বয়ম্বরসংগ্রামে হত হয়েছে, এইরূপ একটা মিথ্যাঘোষণা রটিয়ে দিলে আরও ভাল হবে।
[প্রস্থান।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। (স্বগত) হায়! এ বিপজ্জাল হতে আমাকে কে রক্ষা করবে! এ কি কোন দেব, না দেবী, এ হতভাগিনীর প্রতি বাম হয়ে একে এত যন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্ত হলেন? (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি ভয়ঙ্কর স্থান! বোধ হয় যেন যামিনীদেবী দিবাভাগে এই নিভৃত স্থলেই বিরাজ করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, যেমন রঘুনাথ ভগবতী জানকীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই কল্যেন। হে জীবিতেশ্বর, আপনি যে আমাকে পৃথিবীর সুখভোগে নিরাশ কল্যেন, তাতে আমার কিছুই মনোবেদনা হয় না, তবে যাবজ্জীবন আমার এই একটা দুঃখ রৈলো, যে আপনাকে আমি বিপদ্‌সাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে দেখ্‌তে পেলেম না। (রোদন।) হায়! আমার কি হবে? আমাকে কে রক্ষা করবে? (পরিক্রমণ ও পর্ব্বতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে গিরিবর, এ অনাথা আপনার নিকট আশ্রয় চায়, তা আপনার কি আজ্ঞা হয়? (চিন্তা করিয়া) আপনি যে নিস্তব্ধ হয়ে রৈলেন? তা থাক্‌বেন

বৈ আর কি? হে নগরাজ, এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মহান হয়, তার ক্ষুদ্র লোকের প্রতি এইরূপই ব্যবহার বটে। আপনি সিংহের নিনাদ শুনলে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দেন,—মেঘের গর্জ্জনে পুনর্গর্জ্জন করেন,—বজ্রের শব্দে অস্থির হয়ে হুহুংকার ধ্বনি করেন;—আমি অবলা মানবী, তা আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর্বেন কেন? (রোদন।) কি আশ্চর্য্য! এ এমনি গহন বন, যে এখানে আমার আপনার শব্দ শুনলেও ভয় হয়। হায়! আমি এখন কোথায় যাব? বসুমতী যে এখনও আস্চে না।

কদলীপত্রে জল লইয়া সখীর প্রবেশ

সখী। প্রিয়সখি, এই নাও। আঃ! এ জলের অন্বেষণে যে আমি কত দূর ঘুরেছি তার আর কি বল্বো?

পদ্মা। (জল পান করিয়া) সখি, আমি তোমাকে বৃথা ক্লেশ দিলেম বৈ ত নয়। হায়! এ জলে কি এ পাপপ্রাণের তৃষ্ণা দূর হবে? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, এ পর্ব্বতপ্রদেশ কি ভয়ংকর স্থান!

পদ্মা। কেন? কেন?

সখী। উঃ! আমি যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত মহিষ, কত ভালুক, আর কত যে বরাহের পায়ের চিহ্ন দেখেছি, তা মনে হলে বুক শুকিয়ে উঠে! প্রিয়সখি, এ ঘোর গহন বনে আমাদের আর কে রক্ষা কর্বে! (রোদন।)

পদ্মা। (সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি, আমি যে প্রাণনাথের নিকট কি অপরাধ করেছি, তা আমার এখনও স্মরণ হচ্যে না। কিন্তু তিনি কি আমার প্রতি একেবারে এত নির্দ্দয় হলেন, যে এ হতভাগিনীকে যারা ভালবাসে, তাদের উপরও তাঁর রাগ হলো? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না।

পদ্মা। সখি, তুমিও কি আমার দোষে মারা পড়বে? (রোদন।)

সখী। (সজল নয়নে পদ্মাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়সখি, আমি কি তোমার জন্যে মরতে ডরাই! আমি যদি আমার প্রাণ দিয়ে তোমাকে এ বিপজ্জাল হতে উদ্ধার কর্ত্যে পারি, তবে আমি তা এখনই দিতে প্রস্তুত আছি। (রোদন।)

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ, তুমি যদি এ তরণীকে অকূল সমুদ্রমধ্যে মগ্ন করবার নিমিত্তেই নির্ম্মাণ করেছিলে, তবে তুমি একে জলপূর্ণে কর্য়ে ভাসালে কেন? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না। (রোদন।)

পদ্মা। সখি, এসো, আমরা এখানে বসি। আমাদের কপালে যদি মরণ থাকে, তবে আমরা একত্রই মরবো। (শিলাতলে উভয়ের উপবেশন।)

সখী। প্রিয়সখি, এ দুষ্ট সারথি যে আমাদের সঙ্গে এমন অসৎ ব্যবহার করবে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, তার দোষ কি? সে এক জন ভৃত্য বই ত নয়।

নেপথ্যে। রে অবোধ প্রাণ! তুই যদি এ ভগ্ন কারাগারস্বরূপ দেহ রণভূমিতেই পরিত্যাগ কর্ত্তিস্, তা হলে ত তোকে আর এ যন্ত্রণা সহ্য কর্ত্যে হতো না! হায়!—

পদ্মা। (সত্রাসে) এ কি? (উভয়ের গাত্রোত্থান।)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) তাই ত প্রিয়সখি, বোধ করি, এ কোন মায়াবী রাক্ষস হবে! হে জগদীশ্বর, আমাদের এখন কে রক্ষা করবে?

ক্ষত যোদ্ধার বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ

কলি। আপনারা দেবকন্যাই হউন, কি মানবীই হউন, আমার এ স্থলে সহসা প্রবেশে বিরক্ত হবেন না। হায়! যেমন হস্তী সিংহের প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথিত হয়ে কোন পর্ব্বত-গহ্বরে ত্রাসে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ এই স্থলে এসে উপস্থিত হলেম।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) কেন? আপনার কি হয়েছে?

কলি। আমি বীরচূড়ামণি রাজা ইন্দ্রনীলের এক জন যোদ্ধা। তাঁর শত্রুদলের সঙ্গে ঘোরতর সমর করে এই দূরবস্থায় পড়েছি।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) মহাশয়, রণক্ষেত্রের সংবাদ কি?

কলি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! দেবি, আপনি ও কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? প্রবল শত্রুদল মহারাজকে সসৈন্যে নিপাত করো, বিদর্ভনগরীকে ভস্মরাশি করেছে।

পদ্মা। অ্যাঁ! আপনি কি বল্যেন?

সখী। এ কি! প্রিয়সখি যে সহসা পাণ্ডুবর্ণা হয়ে উঠ্‌লেন?

পদ্মা। (অচেতন হইয়া ভূতলে পতন।)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়! প্রিয়সখি যে অচেতন হয়ে পড়লেন। মহাশয়, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের ঐ দিকে একটা নির্ঝর আছে, আপনি অনুগ্রহ করো ওখান থেকে একটু জল আনলে বড় উপকার হয়। ইনি একজন সামান্যা স্ত্রী নন! ইনি রাজমহিষী পদ্মাবতী।

কলি। (স্বগত) যেমন কালসর্প আপন শত্রুকে দংশন করো বিবরে প্রবেশ করে, আমিও তদ্রূপ আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করে স্বস্থানে প্রস্থান করি। (প্রকাশে) এই আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়, এ কি হলো? (আকাশে কোমল বাদ্য।) এ কি? আকাশে!

গীত

[লুম—যৎ]

আর কি কব তোমারে?
যে জন পীরিতে রত, সুখ দুঃখ সহে কত
পরেরি তরে।
সুধাকর প্রেমাধীনী, অতি সুখী চকোরিণী;
কভু হয় বিষাদিনী, বিরহ-শরে!
নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে!
প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখভোগে রহে,
কভু বা বিরহ দহে, নয়ন ঝরে ॥

কাষ্ঠচ্ছেদিকা-বেশে রতি দেবীর প্রবেশ

রতি। (স্বগত) হায়! দেবকুলে শচীর মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে? আহা! সে যে দুষ্ট কলির সহকারে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে কত ক্লেশ দিতে আরম্ভ করেছে, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ত আমার এখন কি কবা উচিত? (চিন্তা করিয়া) এই চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকটে তমসা নদীতীরে অনেক মহর্ষিরা সপরিবারে বাস করেন, তা পদ্মাবতী আর বসুমতীকে কোন মুনির আশ্রমে লয়ে যাওয়াই উচিত। তার পরে আমি কৈলাসপুরীতে ভগবতী পার্ব্বতীর নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন কর্‌বো। তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ কল্যে আর কোন ভয়ই থাক্‌বে না। যে দেশ গঙ্গাদেবীর স্পর্শে পবিত্র হয়েছে, সে দেশে কি কেউ তৃষ্ণাপীড়া ভোগ করে? (অগ্রসর হইয়া প্রকাশে) ওগো, তোমরা কারা গা?

সখী। তুমি কে?

রতি। আমি এই পর্ব্বতে কাট কুড়ুতে এসেছি, তোমরা এখানে কি কচ্যো?

সখী। দেখ, আমার প্রিয়সখী অচেতন হয়ে রয়েছেন, তা তুমি একটু জল এনে দিতে পার?

রতি। অচেতন হয়েছেন? তা জলে কাজ কি? আমি ওঁকে এখনই ভাল করে দিচ্ছি। (পদ্মাবতীর গাত্রে হস্ত প্রদান।)

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

রতি। দেখ, এই তোমার সখী চেতন পেলেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি তার কথা আর কি বল্‌বো?

সখী। প্রিয়সখি, কি স্বপ্ন?

পদ্মা। আমার বোধ হলো যেন একটি পরমসুন্দরী দেবকন্যা আমার মস্তকে তাঁর পদ্মহস্ত বুলিয়ে বল্যেন, বৎসে, তুমি শান্ত হও। তোমার প্রাণনাথের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার মিলন হবে। (রতিকে অবলোকন

করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

সখী। প্রিয়সখি, এ এক জন কাটুরিয়াদের মেয়ে।

রতি। হ্যাঁ গা, তোমাদের কি এখানে থাক্‌তে ভয় হয় না?

পদ্মা। কেন?

রতি। এ পাহাড়ে যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত ভালুক, আর কত যে সাপ থাকে, তা কি তোমরা জান না?

সখী। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! এ পাহাড়ের নাম কি গা!

রতি। এর নাম চিত্রকূট।

পদ্মা। এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দূর, তা তুমি জান?

রতি। বিদর্ভনগর এখান থেকে অনেক দিনের পথ। কেন, তোমরা কি সেখানে যেতে চাও?

পদ্মা। (স্বগত) হায়! সে বিদর্ভনগর কি আর আছে! হে প্রাণেশ্বর, তুমি এ হত-ভাগিনীকে কেন সঙ্গে করো্যে নিলে না? (রোদন।)

রতি। (সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সখি কাঁদেন কেন? ওর যদি এখানে থাক্‌তে ভয় হয়, তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

সখী। তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

রতি। এই পাহাড়ের কাছে অনেক তপস্বীরা বসতি করেন, তা তাঁদের কারো আশ্রমে গেলে তোমাদের আর কোন ক্লেশই থাক্‌বে না।

সখী। (পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, তুমি কি বল? আমার বিবেচনায় এখানে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও থাকা উচিত হয় না।

পদ্মা। সখি, তোমার যা ইচ্ছা।

সখী। তবে চল। ওগো কাটুরেদের মেয়ে, তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দাও ত?

রতি। এই দিকে এসো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভনগরস্থ রাজগৃহ

রাজা ইন্দ্রনীল ম্লান ও মৌনভাবে আসীন, মন্ত্রী

মন্ত্রী। (স্বগত) প্রায় সপ্তাহ হলো রাজ্ঞী পদ্মাবতী সখী বসুমতীর সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ করো্যে যে কোথায় গেছেন তার কোন অনুসন্ধানই পাওয়া যাচ্যে না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! মহীপাল অধুনা রাজমহিষীর প্রাপ্তি বিষয়ে প্রায় নিরাশ্বাস হয়ে নিরাহারে এবং অনিদ্রায় দিনযামিনী যাপন করেন: আর আপনার নিত্যকার্য্যের প্রতি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনোযোগ করেন না। হায়! মহারাজের দুর্দ্দশা দেখ্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তোমার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা! তুমি কি এ দয়াসিন্ধুকেও তাপিত কল্যে,—এ কল্পতরুকেও দগ্ধ কল্যে, —এ প্রতাপশালী আদিত্যকেও দুষ্ট রাহুর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কল্যে? (চিন্তা করিয়া) তা আমার আর এ স্থলে অপেক্ষা করবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় দুই দণ্ডাবধি আমি এ স্থলে দণ্ডায়মান আছি, কিন্তু মহারাজ আমার প্রতি একবার দৃক্‌পাতও কল্যেন না। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে আর্য্য মানবক এদিকে আগমন কচ্যেন। তা দেখি এঁর দ্বারা কোন উপকার হতে পারে কি না।

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে এখান থেকে কিঞ্চিৎ কালের জন্যে প্রস্থান করুন। দেখি, আমি মহারাজের এ মৌনব্রত ভঙ্গ কত্যে পারি কি না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই।

[প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) হায়! প্রিয় বয়স্যের এ দূরবস্থা দেখে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না। হা রে দারুণ বিধি, তোর মনে কি এই ছিল? (চিন্তা করিয়া) প্রিয় বয়স্যের সঙ্গীতে চিরকাল অনুরাগ, আর না

হবেই বা কেন? ঋতুরাজ বসন্তই কোকিলকে সমাদর করেন। এই জন্যে আমি রাজমহিষীর কয়েক জন সুগায়িকা সহচরীকে এখানে এনেচি। দেখি, এদের সুস্বরে প্রিয় বয়স্যের চিত্তবিনোদ হয় কি না? (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) কেমন নিপুণিকে, তোমরা সকলে ত প্রস্তুত হয়েছো? (কর্ণ দিয়া) ভাল! তবে আরম্ভ কর দেখি?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রের মৃদুধ্বনি।)

বিদূ। (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) আহা কি মনোহর ধ্বনি! তা এখন একটা উত্তম গান গাও দেখি?

নেপথ্যে। গীত

[বারোওাঁ—ঠুংরী।]

পীরিতি পরম রতন্।
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন্।
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভাল বাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আকিঞ্চন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমানিশান্তরে শশীর শোভন্ ॥

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মানবক—

বিদূ। (সহর্ষে) মহারাজের জয় হউক!

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে, যে কুসুমকানন দাবানলে দগ্ধ হয়ে গেছে, তাতে জলসেচন করা বৃথা পরিশ্রম বৈ ত নয়।

বিদূ। বয়স্য, বিধাতা না করেন যে এমন সুকুসুম-কাননে দাবানল প্রবেশ করে।

রাজা। সে যা হোক, সখে, তুমি আমাকে চিরবাধিত কল্যে। দেখ, আগ্নেয়গিরির উপরে মেঘদল বারিবর্ষণ কল্যে যদ্যপিও তার অন্তরিত হুতাশন নির্ব্বাণ না হয়, তত্রাচ তার অঙ্গের জ্বালার অনেক হ্রাস হয়। তুমি আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে কি না কচ্যো?

বিদূ। বয়স্য, সাগর উথলিত হলে যে কত জীবের জীবন সংশয় হয়, তা কি আপনি জানেন না? তা আপনি একটু সুস্থির হলে আমরা সকলেই পরম সুখলাভ করি।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, এমন প্রবল ঝড় বইতে আরম্ভ কল্যে কি সাগর স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে? দেখ, যে শোকশেলে দেবদেব মহাদেব, এবং স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার রঘুপতিও ব্যথিত হয়েছিলেন, তার প্রচণ্ড আঘাতে আমি অতি ক্ষুদ্র মানব কি প্রকারে স্থির হতে পারি? (চিন্তা ও দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই? যে হলাহল স্বয়ং নীলকণ্ঠের দেহ দাহন করেছিল, তাই তুমি আমাকে পান করালে?

বিদূ। (স্বগত) আহা! প্রিয় বয়স্যের খেদোক্তি শুন্‌লে বুক ফেটে যায়! হায় রে নিষ্ঠুর বিধি! তোর মনে কি এই ছিল?

রাজা। কি আশ্চর্য্য! সখে, এ সুবর্ণ-লতাটি যে আমার হৃদয়ভূমি থেকে কোন্ নিশাচর চুরি করে নিয়ে গেলো, এ সংবাদ কি কেউ আমাকে দিতে পারে না? হে পক্ষিরাজ জটায়ু, তোমার তুল্য, পরোপকারী কি বিহঙ্গমকুলে আর এখন কেউ নাই? হায়! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (উচ্চস্বরে) ওরে এখানে কে আছিস্ রে? একবার শীঘ্র করে এ দিকে আয় তো।

বেগে মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

মন্ত্রী। এ কি?

বিদূ। মহাশয়, আর কি বল্‌বো? এই চক্ষে দেখুন।

মন্ত্রী। (সজল নয়নে) হে রাজকুলশেখর, এই কি তোমার উপযুক্ত শয্যা! আর্য্য মানবক, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রজাদলের স্নেহ-স্বরূপ পরিখায় পরিবেষ্টিত এ রাজনগরে এ দুর্জ্জয় শত্রু কি প্রকারে প্রবেশ কল্যে? হে নরশ্রেষ্ঠ, হে বীরকেশরি, যে অকূল সাগর ভগবতী বসুমতীকে আপন আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তিনি কি এত দিনে

তাঁকে পরিত্যাগ কল্যেন! হায়! হায়! এ কি দুর্ব্বিপাক।

বিদু। মহাশয়, আসুন, মহারাজকে স্থানান্তরে লয়ে যাওয়া যাক্।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। চলুন।

[উভয়ের রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থ

শচীর প্রবেশ

শচী। (স্বগত) আমি বসন্তকালে এই তীর্থের নির্ম্মল জলে গাত্র প্রক্ষালন করি, আর এই নিকুঞ্জে যে সকল ফুল ফোটে তা দিয়া কুন্তল সাজিয়ে দেবেন্দ্রের শয়নমন্দিরে যাই.— এই নিমিত্তেই লোকে এ সরোবরকে শচীতীর্থ বলে। এই জলে অবগাহন কল্যে বামাকুলের যৌবন চিরস্থায়ী হয়, আর তাদের অঙ্গের রূপলাবণ্য রসানে মার্জ্জিত হেমকান্তির মতন শতগুণ বৃদ্ধি হয়। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন) আহা, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে এ কাননের কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে!

নেপথ্যে। গীত

[বাহারভৈরবী—যৎ]

মধুর বসন্ত আগমনে,
মধুপ গুঞ্জরে সঘনে,
করি মধুপান সুখে ফুলকাননে।
কত পিকবরে,
পঞ্চম কুহরে,
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে।
উপবন যত,
সৌরভ রসিত,
সতত মলয় সমীরণে।
সুখের কারণ,
বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন ত্রিভুবনে।
রতিপতি রসে,
মোদিত হরষে,
যুবক যুবতি সুমিলনে ॥

শচী। আমার সহচরী অপ্সরীরা ঐ তরুমূলে সুখে গান কচ্যে। এ মধুকালে কার মন আনন্দ-সাগরে মগ্ন না হয়? (পরিক্রমণ করিয়া) সে যা হোক, এত দিনের পর দুষ্ট ইন্দ্রনীল সর্ব্বপ্রকারেই সমুচিত দণ্ড পেলে। কি আহ্লাদের বিষয়! কয়েক মাস হলো আমি কলিদেবের সহকারে তার মহিষী পদ্মাবতীকে রাজপুরী হতে অপহরণ কর্য্যে বনবাস দিয়েছি। এখন ইন্দ্রনীল কান্তার বিরহে শোকার্ত্ত হয়ে আপন রাজ্য পরিত্যাগ করেছে, আর উদাসভাবে দেশদেশান্তর ভ্রমণ কচ্যে। (সরোষে) আঃ পাষণ্ড দুরাচার! তুই শৃগাল হয়ে সিংহীর সঙ্গে বিবাদ করিস্। তা তুই এখন আপন কুকর্ম্মের ফল বিলক্ষণ কর্য্যে ভোগ কর্। তোকে আর এখন কে রক্ষা করবে?

পুষ্পপাত্র-হস্তে রম্ভার প্রবেশ

রম্ভা। দেবি, এই মালা ছড়াটা একবার গলায় দেন দেখি?

শচী। কৈ? দে দেখি। (পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া) বাঃ! বেশ গেঁথেছিস্। তা তোর এত বিলম্ব হলো কেন?

রম্ভা। (সহাস্য বদনে) দেবি, আজ যে আমি কত শত শত্রুকে সমরে হারিয়ে এসেছি, তা শুন্‌লে আপনি অবাক্ হবেন।

শচী। সে কি লো?

রম্ভা। (সহাস্য বদনে) যখন আমি এই সকল ফুল তুল্‌তে আরম্ভ কল্যেম, তখন যে কত অলি সরোষে এসে আমার চার দিকে গুনগুন কর্য্যে লাগ্‌লো, তা আর আপনাকে কি বল্‌বো। দুষ্ট দৈত্যকুল এইরূপেই শঙ্খধ্বনি কর্য্যে স্বর্গপুরী ঘেরে।

শচী। (সহাস্য বদনে) তা তুই কি কর্‌লি?

রম্ভা। আর কি কর্‌বো? আমি তখন আমার একাবলীর আঁচল নেড়ে এমন পবনবাণ ছাড়্‌লেম, যে বীরবরেরা সকলেই যুদ্ধে বিমুখ হয়ে বেগে পালালেন।

ক্রন্দন করিতে করিতে মুরজার প্রবেশ

শচী। (ব্যগ্রভাবে) সখি, যক্ষেশ্বরি, এ কি?

মুর। শচী দেবি, তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করেছো!

শচী। কেন? কেন? কি করেছি?

মুর। আর কি না করেছো? (রোদন) হায়! হায়! বাছা! আমি কি পৃথিবীর মতন নিষ্ঠুর হয়ে যাকে গর্ভে ধরেছিলেম তাকেই আবার গ্রাস কল্যেম। আমি কি সিংহী আর বাঘিনী অপেক্ষাও মমতাহীন হলেম। হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য লীলাখেলা! (রোদন) হায়! এমন কর্ম্ম মা হয়ে কে কোথায় করেছে? (রোদন।)

শচী। সখি, বৃত্তান্তটা কি তা তুমি আমাকে ভাল করেই বল না কেন?

মুর। সখি, আর বল্‌বো কি? ইন্দ্রনীলের মহিষী পদ্মাবতীই আমার বিজয়া। (রোদন।)

শচী। বল কি? তা এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে?

মুর। আর কে বল্‌বে? স্বয়ং ভগবতী বসুমতীই বলেছেন। (রোদন।)

শচী। সখি, তুমি না কেঁদে বরং এ সকল কথা আমাকে খুলে বল। ভাল, যদি পদ্মাবতীই তোমার বিজয়া হবে, তবে মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেন তাকে কোথ্‌থেকে পেলে?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতী বসুন্ধরা বিজয়াকে প্রসব করো শ্রীপর্ব্বতের উপর কমলকাননে রেখেছিলেন, পরে রাজা যজ্ঞসেন ঐ স্থলে মৃগয়া কত্যে গিয়ে, তাকে পেয়ে আপনার পাটেশ্বরীর হাতে লালন পালনের জন্যে দিয়েছিল। হায়! হায়! বাছা, চিত্রকূটপর্ব্বতের উপর তোমার চন্দ্রানন দেখে আমার স্তনদ্বয় দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়েছিল, তা আমি তোমাকে তাতেও চিন্‌লেম না? (রোদন।)

শচী। সখি, তুমি শান্ত হও।

আকাশে। (বীণাধ্বনি।)

শচী। এ কি? (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে দেবর্ষি নারদ এই দিকে আস্‌চেন। সখি, তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণই এ বিপদের মূল; দেখো—ও যেন আবার কন্দল বাধাতে না পারে।

নারদের প্রবেশ

উভয়ে। ভগবন্‌, আমরা আপনাকে অভিবাদন করি।

নার। আপনাদের কল্যাণ হউক।

শচী। দেবর্ষি, সংবাদ কি? আজ্ঞা করুন দেখি?

নার। দেবি, সকলই সুসংবাদ। ভগবতী পার্ব্বতী আমাকে অদ্য আপনাদের সমীপে প্রেরণ করেছেন।

শচী। কেন? ভগবতীর কি আজ্ঞা?

নার। তিনি শুনেছেন যে, আপনারা নাকি বিদর্ভনগরের রাজা পরম শিবভক্ত ইন্দ্রনীল রায়কে কলিদেবের সাহায্যে নানা ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।—

শচী। ভগবন্‌, তা ভগবতী পার্ব্বতীকে এ কথা কে বল্‌লে?

নার। ভগবতী এ কথা রতি দেবীর মুখেই শ্রবণ করেছেন।

শচী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ দুষ্টা রতির কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই; এমন কথাও কি মহেশ্বরীর কর্ণগোচর করা উচিত? (প্রকাশে) দেবর্ষি, তা ভগবতী এ কথা শুনে কি আদেশ করেছেন?

নার। ভগবতীর এই ইচ্ছা যে আপনারা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন।

শচী। ভাল, তা যেন হলেম। কিন্তু এখন পদ্মাবতীই বা কোথায় আর ইন্দ্রনীলই বা কোথায়—তা কে জানে?

নার। (সহাস্য বদনে) তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। রাজমহিষী পদ্মাবতী এক্ষণে তমসা নদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে বাস কচ্চেন।

শচী। (স্বগত) হায়! আমার এত পরিশ্রম কি তবে বৃথা হলো? আর অবশেষে রতিই জিত্‌লে! তা করি কি? ভগবতী গিরিজার

আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা কার সাধ্য? স্রোতস্বতীর পথ রুদ্ধ কত্তো কে পারে?

নার। আমি মহাদেবীর আজ্ঞানুসারে যতীন্দ্র অঙ্গিরার আশ্রমে গমন কত্তো আকাঙ্ক্ষা করি, অতএব আপনারা আমাকে এক্ষণে বিদায় করুন।

মুর। ভগবন্, আপনি আমাকে সেখানে সঙ্গে লয়ে চলুন।

শচী। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। (রম্ভার প্রতি) রম্ভা, তুই এখন অমরাবতীতে যা। আমি একবার যোগিবর অঙ্গিরার আশ্রম থেকে আসি।

রম্ভা। যে আজ্ঞে।

[নারদ, শচী এবং মুরজার প্রস্থান।

আমি আর এখানে একলা থেকে কি কর্‌বো? যাই, দেখিগে, নন্দনকাননে এখন কি হচ্চো?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তমসা নদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রম

পদ্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ

গৌত। বৎসে, তুমি, এত অধীরা হইও না। তোমার প্রাণেশ্বর অতি ত্বরায়ই তোমার নিকটে আস্‌বেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ অঙ্গিরা তোমার এ প্রতিকূল দৈব শান্তির নিমিত্তে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।—

পদ্মা। ভগবতি, আমি কি সে শ্রীচরণের আর এ জন্মে দর্শন পাব। (রোদন।)

গৌত। বৎসে, তুমি শান্ত হও, মহর্ষির যজ্ঞ কখনই নিষ্ফল হবার নয়।

পদ্মা। ভগবতি, আপনি যা আজ্ঞা কচ্চোন সে সকলই সত্য, কিন্তু আমি এ নির্ব্বোধ প্রাণকে কেমন করে প্রবোধ দি। হায়! এ কি আর এখন কোন কথা মানে? (রোদন।)

গৌত। বৎসে, বিবেচনা করে দেখ, এ অখিল ব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তুই চিরকাল শ্রীভ্রষ্ট হয়ে থাকে না। বর্ষার সমাগমে জলহীনা নদী জলবতী হয়,—ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজমান হলে লতাকুল মুকুলিতা ও ফলবতী হয়,—কৃষ্ণপক্ষে শশীর মনোরম কান্তি হ্রাস হয় বটে, কিন্তু আবার শুক্লপক্ষে তার পূরণ হয়,—তা তোমারও এ যাতনা অতি শীঘ্রই দূর হবে।

নেপথ্যে। ভো শার্ঙ্গরব, ভগবতী গৌতমী কোথায় হে! দেখ, দুই জন অতিথি এসে এ আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাদের যথা-বিধি আতিথ্য কর।

গৌত। বৎসে, এক্ষণে আমি বিদায় হলেম। তুমি এই তরুর ছায়ায় কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিশ্রাম কর। দেখ! ভগবতী তমসার নির্ম্মল সলিলে কমলিনী কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই ধারণ করো বিকশিত হয়েছে, তা তোমার বিরহ-রজনীও প্রায় অবসান হয়ে এলো।

[প্রস্থান।

পদ্মা। (স্বগত) প্রাণেশ্বর যে সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন তার আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এ হতভাগিনীকে কি আর তাঁর মনে আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিলেম যে তুমি আমাকে এত দুঃখ দিলে। তুমি আমাকে রাজেন্দ্রনন্দিনী, রাজেন্দ্রগৃহিণী করেও আবার অনাথা যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণীর মতন বনে বনে ফেরালে। (রোদন।)

নেপথ্যে। প্রিয়সখি, কৈ, তুমি কোথায়?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) কেন? এই যে আমি এখানেই আছি।

বেগে সখীর প্রবেশ

সখী। প্রিয়সখি—(রোদন।)

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীকে আলিঙ্গন করিয়া) এ কি? কেন? কেন সখি, কি হয়েছে?

সখী। (নিরুত্তরে রোদন।)

পদ্মা। সখি, কি হয়েছে তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল?

সখী। প্রিয়সখি, মহারাজ আর্য্য মানবকের সঙ্গে এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

পদ্মা। (অভিমান সহকারে) সখি, তুমিও কি আবার আমার সঙ্গে চাতুরী কত্তো আরম্ভ কর্‌লে?

সখী। সে কি? প্রিয়সখি, আমি কি তা কখন পারি? ঐ দেখ, ভগবতী গৌতমী মহারাজ আর আর্য্য মানবককে লয়ে এদিকে আস্‌চেন। কেমন, আমি সত্য না মিথ্যা বলেছি? (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! মহারাজের মুখখানি দেখ্‌লে, বোধ হয়, যে উনি তোমার বিরহে অতি দুঃখে কালযাপন করেছেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি, তাই ত। বিধাতা কি তবে এত দিনের পর আমার প্রতি যথার্থই অনুকূল হলেন। (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে জীবিতেশ্বর, আপনার কি এত দিনের পর এ হতভাগিনী বল্যে মনে পড়লো? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, চল, আমরা ঐ বৃক্ষ-বাটিকায় গিয়ে দাঁড়াই। মহারাজকে তোমার সহসা দর্শন দেওয়া উচিত হয় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাজা ও বিদূষকের সহিত গৌতমীর পুনঃপ্রবেশ

গৌত। হে নরেশ্বর, তার পব কি হলো?

রাজা। ভগবতি, তার পর আমি রাজ-মহিষীর কোনই অন্বেষণ না পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হলেম, তা আর আপনাকে কি বল্‌বো। আর এ দুর্ব্বহ শোকানল সহ্য কত্যে অক্ষম হয়ে, রাজমন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করে, এই আমার চিরপ্রিয় বয়স্যের সহিত তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা কল্যেম।

গৌত। হে নরনাথ, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। রাজমহিষী এই আশ্রমেই আছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁকে আপন দুহিতার ন্যায় পরম স্নেহ করেন। আর তাঁর আগমনাবধি বহু যত্নে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন।

রাজা। ভগবতি, সে সকল বৃত্তান্ত আমি দেবর্ষি নারদের মুখে বিশেষরূপে শ্রুত আছি। কুলায়ভ্রষ্টা পারাবতী আশ্রয়-আশায় কোন বিশাল বৃক্ষের সমীপে গমন কল্যে, তরুবর কি শরণদানে পরাঙ্মুখ হয়ে, তাকে নিরাশ করেন? ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষিকুলের চূড়ামণি, তা তিনি যে এইরূপ ব্যবহার করবেন, এ কিছু বড় অসম্ভব নয়।

গৌত। হে পৃথ্বীশ্বর, আপনি এই শিলা-তলে ক্ষণেক কাল উপবেশন করুন আমি গিয়ে রাজমহিষীকে এখানে লয়ে আসি।

রাজা। ভগবতি, আপনার যা আজ্ঞা।

গৌত। আর আপনার এ আশ্রমে শুভা-গমনের সংবাদও মহর্ষির নিকট প্রেরণ করা উচিত। অতএব আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সখে, যেমন তপনতাপে তাপিত জন সুশীতল তরুচ্ছায়া পেলে পূর্ব্বতাপ বিস্মৃত হয়, আমারও আজ অবিকল তাই হলো।

বিদূ। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ কি? এত দিনের পর আমাদের ডিঙ্গাখানি ঘাটে এসে লাগ্‌লো। কিন্তু এ ঘাটটা আমাকে বড় ভাল লাগ্‌ছে না।

রাজা। কেন, বল দেখি?

বিদূ। বয়স্য, এ মুনির আশ্রম, এখানে সকলেই হবিষ্য করে; তা আমরাও কি একা-হারী হয়ে আবার মারা পড়বো?

রাজা। কেন? তুমি ত আর সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন কর নাই, যে তোমাকে একাহারে থাক্‌তে হবে?

আকাশে। (কোমল বাদ্য।)

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সচকিতে) এ কি? আহা! কি মধুর ধ্বনি! সখে, আমি যে দিন মায়ামৃগের অনুসরণ করে বিন্ধ্যাচলে দেবউপবনে উপস্থিত হয়েছিলেম, সে দিনও আকাশে এইরূপ কোমল বাদ্য শুনেছিলাম।

বিদূ। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। কেন? কি হলো?

বিদূ। মহারাজ! চলুন, আমরা এখান থেকে পালাই। ঐ দেখুন, এ আশ্রমবনে দাবানল লেগেছে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শিখা!

রাজা। (অবলোকন করিয়া) সখে, ও ত দাবানল নয়।

বিদূ। বলেন কি? মহারাজ, ঐ দেখুন,

সব গাছপালা একবারে যেন ধূ ধূ করে জ্বলে উঠ্‌ছে।

রাজা। কি হে সখে, তুমি অন্ধ হলে না কি?

বিদূ। বয়স্য, তবে ও কি?

রাজা। ও'রা সকল দেবকন্যা। তা ও'রাও অগ্নিশিখার মতন তেজস্বিনী বটেন। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্য্য! এই যে শচী দেবী, যক্ষেশ্বরী, আর রতি দেবী আমার প্রেয়সীকে লয়ে এ দিকে আস্‌চেন। হে হৃদয়! তুমি যে এত দিন এ পূর্ণশশীর অদর্শনে বিদীর্ণ হও নাই এই আশ্চর্য্য! (অগ্রসর হইয়া) এ দাস আপনাদিগের শ্রীচরণে প্রণাম কচ্চে। (প্রণাম।)

শচী, মুরজা, রতি, গৌতমী, পদ্মাবতী, সখী, নারদ এবং অঙ্গিরার প্রবেশ

সকলে। মহারাজের জয় হউক।

নার। হে মহীপতে, যেমন মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে দাশরথি ভগবতী বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও অদ্য তদ্রূপ মহিষী পদ্মাবতীকে এই স্থলে লাভ কল্লেন।

অঙ্গি। হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনার বাহুবলে ঋষিকুলের সর্ব্বত্রই কুশল। অতএব আপনি পুরস্কারস্বরূপ এই স্ত্রীরত্নটি গ্রহণ করুন।

শচী। (রাজার হস্তে পদ্মাবতীর হস্ত প্রদান করিয়া) হে নরনাথ, আপনি অদ্যাবধি নিঃশঙ্কচিত্তে রাজসুখভোগে প্রবৃত্ত হউন।

আকাশে। গীত।

[বেহাড়া—পোস্তা।]

সুমতি ভূপতি অতি, তুমি ওহে মহারাজ।
সুখে থাক ধনে মানে, রিপুগণে দিয়ে লাজ।
পাইলে হারা নিধি,
প্রিয়তমা পুনরায়,
বাসনা পূর্ণ হলো, সুখে কর রাজকাজ।
হয়ে সুবিচারে রত,
কর বহু যশোলাভ,
যেমন শোভে ক্ষিতি, তারাপতি দ্বিজরাজ ॥

পুষ্পবৃষ্টি

সকলে। রাজমহিষী চিরবিজয়িনী হউন।

নারদ। (রাজার প্রতি) আমিও আশীষ করি, শুন নরপতি।—

সুখে সদা কর বাস অবনী-মণ্ডলে,
পরাভবি শত্রুদলে, মিত্রকুলে পালি,
ধর্ম্মপথগামী যথা ধর্ম্মের নন্দন
পৌরব। চরমে লভ স্বর্গ ধর্ম্মবলে।
(পদ্মাবতীর প্রতি) যশঃসরে চিররুচি
কমলিনীরূপে
শোভ তুমি পদ্মাবতী—রাজেন্দ্রনন্দিনী,
যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজবালা
শর্ম্মিষ্ঠা যেমতি। তার সহ নাম তব
গাঁথুক গৌড়ীয় জন কাব্যরত্নহারে,
মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা।

যবনিকা পতন

ইতি পঞ্চমাঙ্ক

কৃষ্ণকুমারী নাটক

মঙ্গলাচরণ

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়,

মহাশয়েষু।

মহাশয়!

আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় ৷-কুলশিরোমণি ; ইহার দোষ গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবেক না। বিশেষতঃ, মার এই বাঞ্ছা, যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিতসম্প্রদায় জানিতে পারেন, যে আপনার সদৃশ র্নি-কাব্য-বিশারদ এক জন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্য প্রকাশ বিতেন।

আমাদিগের পরমাত্মীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, র্শনকাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কত দূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দর্শনকাব্যপ্রিয় মহাশয়গণের বিদিত নহে। আমি এই ভরসা করি, যে মৃত রাজা মহাশয় যে সুবীজ রোপিত করিয়া য়াছেন, তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে অন্যান্য মহাশয়েরা যত্নবান হন। এই কাব্য-বিষয়ে উক্ত রাজা হাশয় আমাকে যে কত দূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না, আর এ পথের পথিক হই। হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রতিকূলতা প্রকাশ রিলেন?

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই টকের উপযুক্ত পদ্য ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এ দেশে এত দূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় ই, যে তাহা সাহসপূর্ব্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে রি। তথাচ ইহাও বক্তব্য, যে আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য য। এমন কি, বোধ করি, অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন। যাহা হউক, এ অভিনব ব্য আপনার এবং অন্যান্য গুণগ্রাহী মহোদয়গণ সমীপে আদরণীয় হইলে, পরিশ্রম সফল বাধ করিব, ইতি।

গ্রন্থকারস্য

নিবেদনমিতি।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র : ভীমসিংহ (উদয়পুরের রাজা)। বলেন্দ্রসিংহ (রাজভ্রাতা)। সত্যদাস (রাজমন্ত্রী)
জগৎসিংহ (জয়পুরের রাজা)। নারায়ণ মিশ্র (রাজমন্ত্রী)। ধনদাস (রাজসহচর)।
ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী, ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র : অহল্যা দেবী (ভীমসিংহের পাটেশ্বরী)। কৃষ্ণকুমারী (ভীমসিংহের দুহিতা)
তপস্বিনী। বিলাসবতী। মদনিকা।

'কৃষ্ণকুমারী' নাট্যাভিনয়

শোভাবাজার নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত

১৮৬৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী

ভূমিকালিপি

(পুরুষগণ)

সূত্রধার		বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু
ভীমসিংহ	(উদয়পুরের রাণা)	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
বলেন্দ্রসিংহ	(ঐ রাণার ভ্রাতা)	বাবু প্রিয়মাধব বসুমল্লিক
সত্যদাস	(রাণার মন্ত্রী)	কুমার আনন্দকৃষ্ণ
জগৎসিংহ	(জয়পুর মহারাজ)	কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ
নারায়ণ মিশ্র	(জগৎসিংহের মন্ত্রী)	বাবু বেণীমাধব ঘোষ
ধনদাস	(মহারাজের পারিষদ)	বাবু মণিমোহন সরকার
দূত	...	বাবু বেণীমাধব ঘোষ
ভৃত্য	...	শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব

(স্ত্রীগণ)

কৃষ্ণকুমারী	(রাণা কন্যা)	কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ
অহল্যাবাই	(রাণার রাণী)	কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ
তপস্বিনী	...	শ্রীউদয়কৃষ্ণ দেব
বিলাসবতী	(মহারাজের রক্ষিতা বেশ্যা)	বাবু হরলাল সেন
মদনিকা	(বিলাসবতীর পরিচারিকা)	বাবু রামকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রথম সহচরী	...	শ্রীহরলাল সেন
দ্বিতীয় সহচরী	...	বাবু নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, রাজগৃহ

জা জগৎসিংহ, পশ্চাতে পত্র হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ

রাজা। আঃ কি আপদ্! তোমরা কি ামাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বিশ্রাম কত্তে দবে না? তুমিই যা হয় একটা বিবেচনা রগে না।

মন্ত্রী। মহারাজ, অনন্তদেবই পৃথিবীর ার সর্ব্বদা সহ্য করেন। তা আপনি এত রক্ত হবেন না।

রাজা। হা! হা! মন্ত্রিবর, অনন্তদেবের ংগে আমার তুলনাটা কি প্রকারে সংগত হয়? তনি হলেন দেবাংশ, আমি একজন ক্ষুদ্র নুষ্য মাত্র, আহার, নিদ্রা, সময়বিশেষে আরাম এ সকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা ষ্কর। তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস হা হচ্যে। এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার পর থা যাবে, তাতে হানি কি? যবনদল কিম্বা ারাষ্ট্রের সৈন্য ত এই মুহূর্ত্তেই এ নগর ক্রমণ কত্যে আস্‌চে না—

ধনদাসের প্রবেশ

ারে, ধনদাস? এস, এস, তবে ভাল আছ ?

ধন। আজ্ঞা, এ অধীন মহারাজের রদাস। আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে এর কি মংগল আছে?

মন্ত্রী। (স্বগত) সব প্রতুল হলো—আর ? একে মনসা, তায় আবার ধূনার গন্ধ! কর্ম্মনাশাটা থাকতে দেখছি কোন কর্ম্মই ব না। দূর হোক্! এখন যাই। অনিচ্ছুক ক্তির অনুসরণ করা পণ্ড পরিশ্রম।

[প্রস্থান।

রাজা। তবে সংবাদ কি, বল দেখি?

ধন। (সহাস্য বদনে) মহারাজ, এ কুঞ্জবনের প্রায় সকল ফুলেই আপনার এক বার মধুপান করা হয়েছে, নূতনের মধ্যে কেবল ভেরেন্ডা, ধুতুরা প্রভৃতি গোটা কত কদর্য্য ফুল বাকি আছে। কৈ? জয়পুরের মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না।

রাজা। সে কি হে? সাগর বারিশূন্য হলো না কি?

ধন। আর, মহারাজ! এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে?

রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, বল দেখি?

ধন। আজ্ঞা, তার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ পৃথিবীতে একটা ত নয়, সাতটা সাগব আছে!

রাজা। ধনদাস, তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। তবে এখন উপায় কি, বল দেখি?

ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন কর্‌চি। আপনি অগ্রে এই চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন দেখি। এখানি একবার আপনাকে দেখাবার নিমিত্তেই আমি এখানে আনলেম।

রাজা। (চিত্রপট অবলোকন করিয়া) বাঃ, এ কার প্রতিমূর্ত্তি হে? এমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই।

ধন। মহারাজ, আপনি কেন? এমন রূপ. বোধ হয়, এ জগতে আর কেউ কখন দেখে নাই।

রাজা। তাই ত! আহা! কি চমৎকার রূপ! ওহে ধনদাস, এ কমলিনীটি কোন্ সরোবরে ফুটেছে, আমাকে বলতে পার? তা হলে আমি বায়ুগতিতে এখনই এর নিকটে যাই।

ধন। মহারাজ, এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হলে কি হবে? এ বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে। এর চারি দিকে রুদ্রচক্র অহর্নিশ ঘুরছে। একটি ক্ষুদ্র মাছিও এর নিকটে যেতে পারে না।

রাজা। কেন? বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি শুনি?

ধন। আজ্ঞা, মহারাজ—

রাজা। বলই না কেন? তায় দোষ কি?

ধন। মহারাজ, ইনি উদয়পুরের রাজ-দুহিতা—এঁর নাম কৃষ্ণকুমারী!

রাজা। (সসম্ভ্রমে) বটে! (পট অবলোকন করিয়া) ধনদাস, তুমি যে বলছিলে এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা! যে মহদ্বংশে শত রাজসিংহ জন্ম গ্রহণ করেছেন; যে বংশের যশঃসৌরভে এ ভারতভূমি চির পরিপূর্ণ; সে বংশে এরূপ অনুপমা কামিনীর সম্ভব না হলে আর কোথায় হবে? যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের সৃজন করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন। আহা, দেখ, ধনদাস—

ধন। আজ্ঞা করুন।

রাজা। তুমি এ বংশনিদান বাপ্পা রায়ের যথার্থ নাম কি, তা জান ত?

ধন। আজ্ঞা—না।

রাজা। সে মহাপুরুষকে লোকে আদর করে বাপ্পা নাম দিয়াছিল; তাঁর যথার্থ নাম শৈলরাজ। আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ চিত্রপটখানি দেখলেই বিলক্ষণ জানা যায়!

ধন। কেমন করে, মহারাজ?

রাজা। মর্ মূর্খ! ভগবতী মন্দাকিনী শৈলরাজের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন কি না?

ধন। (স্বগত) মাছ ভায়া টোপটি ত গিলেছেন। এখন এঁকে কোন ক্রমে ডাঙায় তুলতে পাল্যে হয়!

রাজা। দেখ, ধনদাস!

ধন। আজ্ঞা করুন, মহারাজ!

রাজা। তুমি এ চিত্রপটখানি আমাকে দাও—

ধন। মহারাজ, এ অধীন আপনার ক্রীত দাস; এর যা কিছু আছে, সে সকলই মহা-রাজের। তবে কি না—তবে কি না—

রাজা। তবে কি, বল?

ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটখানি এ দাসের নয়; তা হলে মহারাজকে এক্ষণেই দিতেম। উদয়পুর থেকে আমার একজন বান্ধব এ নগরে এসেছেন। তিনিই আমাকে এ চিত্রপটখানি বিক্রয় কত্তে দিয়েছেন।

রাজা। বেশ ত। তোমার বান্ধবকে এর উচিত মূল্য দিলেই ত হবে?

ধন। (স্বগত) আর যাবে কোথা? এইবার ফাঁদে ফেলেছি। (প্রকাশে) আজ্ঞা, তা হবে না কেন? তিনি বিক্রয় কত্তে এসেছেন; যথার্থ মূল্যে পেলে না দেবেন কেন? তবে কি না, তিনি যে মূল্য প্রার্থনা করেন, সেটা কিছু অধিক বোধ হয়।

রাজা। ধনদাস, এ চিত্রপটখানি একটি অমূল্য রত্ন। ভাল, বল দেখি, তোমার বান্ধব কত চান?

ধন। (স্বগত) অমূল্য রত্ন বটে? তবে আর ভয় কি? (প্রকাশে) মহারাজ, তিনি বিশ সহস্র মুদ্রা চান। এর কমে কোন মতেই বিক্রয় কত্যে স্বীকার করেন না। অনেক লোকে তাঁকে ষোল সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত দিতে চেয়েছিল কিন্তু তাতে তিনি—

রাজা। ভাল, তবে তিনি যা চান তাই দেওয়া যাবে। আমি কোষাধ্যক্ষকে এক পত্র দি তুমি তার কাছ থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার বন্ধুকে দিও। কৈ? এখানে যে লিখবার কোন উপকরণ নাই।

ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই সব এনে প্রস্তুত করে দি।

রাজা। তবে আন।

ধন। যে আজ্ঞা, আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান

রাজা। (স্বগত) মহারাজ ভীমসিংহের যে এমন একটি সুন্দরী কন্যা আছে তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। হে রাজলক্ষ্মি, তুমি কোন্ ঋষিবরের অভিশাপে এ জলধিতলে এসে বাস কচ্যো?

মসীভাজন প্রভৃতি লইয়া ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ

ধন। মহারাজ, এই এনেছি। (রাজার উপবেশন এবং লিপিকরণ—স্বগত) মন্ত্রণার প্রথমেই ত ফল লাভ হলো। এখন দেখা যাক, শেষটা কিরূপ দাঁড়ায়। কৌশলের ত্রুটি হবে না। তারপর আর কিছু না হয়, জানলেম যে চোরের রাত্রবাসই লাভ! আর মন্দই বা কি? কোন ব্যয় নাই অথচ বিলক্ষণ লাভ হলো!

রাজা। এই নাও (পত্রদান।)

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ!

রাজা। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান কল্লে, এতে তোমার কাছে আমি চির-বাধিত থাকলেম।

ধন। মহারাজ, আমি আপনার দাস মাত্র! দেখুন মহারাজ, আপনি যদি এ দাসের কথা শোনেন, তা হলে আপনার অনায়াসে এ স্ত্রীরত্নটি লাভ হয়।

রাজা। (উঠিয়া) বল কি, ধনদাস? আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে?

ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজ-কুমারীর সঙ্গে পরিণয় ইচ্ছা প্রকাশ করবা-মাত্রেই, আপনার সে আশা ফলবতী হবে, সন্দেহ নাই। আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ বংশে অনেক বার বিবাহ করেছেন; আর আপনি কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্ব্বপ্রকারেই কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র। যেমন পঞ্চালদেশের ঈশ্বর দ্রুপদ তাঁর কৃষ্ণাকে পৌরবকুলতিলক পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুনলে মহারাজ ভীমসেনও সেইরূপ হবেন।

রাজা। হাঁ—উদয়পুরের রাজসংসারে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বিবাহ করেন বটে; কিন্তু মহারাজ ভীমসেন নিতান্ত অভিমানী, যদি তিনি এ বিষয়ে অসম্মত হন, তবে ত আমার আর মান থাকবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি সূর্য্যবংশচূড়ামণি! মহোদয় ব্যক্তিরা আপনাদের গুণবিষয়ে প্রায়ই আত্মবিস্মৃত। এই জন্যে আপনি আপন মাহাত্ম্য জানেন না। জনক রাজা কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন?

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা—তুমি এক-বার মন্ত্রিবরকে ডাক দেখি।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি, মন্ত্রীর কি মত হয়। এ বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। আহা, যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম সফল হবে। (উপবেশন।)

মন্ত্রীর সহিত ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ

মন্ত্রী। দেব, অনুমতি হয় ত, এ পত্র কখানি রাজসম্মুখে পাঠ করি।

রাজা। (সহাস্য বদনে) না, না! ও সব সন্ধ্যার পরে দেখা যাবে। এখন বসো। তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন কথা আছে।

মন্ত্রী। (বসিয়া) আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেখ, মন্ত্রিবর, মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সন্তান সন্ততি আছে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ আছে।

রাজা। কয় পুত্র, কয় কন্যা, তা তুমি জান?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, এ আশীর্ব্বাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রুত আছে।

ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি পরম সুন্দরী?

মন্ত্রী। লোকে বলে যে যাজ্ঞসেনী স্বয়ং পুনরায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হয়েছেন!

ধন। তবে মহাশয়, আপনি আমাদের মহারাজের সঙ্গে এ রাজকুমারীর বিবাহের চেষ্টা পান না কেন? মহারাজও ত স্বয়ং নর-নারায়ণ অবতার!

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? তবে কি না এতে যৎকিঞ্চিৎ বাধা আছে।

রাজা। কি বাধা?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, মরুদেশের মৃত অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাজকুমারীর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হয়েছিল; পরে তিনি অকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে, সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, সে দেশের বর্ত্তমান নরপতি মানসিংহ নাকি এই কন্যার পাণিগ্রহণ কত্যে ইচ্ছা করেন।

রাজা। বটে? বামন হয়ে চাঁদে হাত! এই মানসিংহ একটা উপপত্নীর দত্তক পুত্র, এ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র। তা এ আবার কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ কত্যে চায়? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা রাবণ কি বৈদেহীর উপযুক্ত পাত্র? দেখ, মন্ত্রি, তুমি এই দণ্ডেই উদয়পুরে লোক পাঠাও! আমি এ রাজকন্যাকে বরণ করবো। (উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিফল না দিয়া ক্ষান্ত পাব না!

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, এ কি ঘরাও বিবাদের সময়? দেখুন, দেশবৈরিদল চতুর্দ্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।

রাজা। আঃ, দেশবৈরিদল! তুমি যে দেশ-বৈরিদলের কথা ভেবে ভেবে একেবারে বাতুল হলে! এক যে দিল্লীর সম্রাট্, তিনি ত এখন বিষহীন ফণী। আর যদি মহারাষ্ট্রের রাজার কথা বল, সেটা ত নিতান্ত লোভী। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই ত তার সন্তোষ। তা যাও। তুমি এখন যথাবিধি দূত প্রেরণ করগে। মানসিংহের কি সাধ্য যে, সে আমার সঙ্গে বিবাদ করে?

ধন। (জনান্তিকে) মহারাজ, এ দাসকে পাঠালে ভাল হয় না?

রাজা। (জনান্তিকে) সে ত ভালই হয়। তুমি একজন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়, তোমাব যাওয়ায় হানি কি? (প্রকাশে) দেখ, মন্ত্রি, তুমি ধনদাসকে উদয়পুরে পাঠায়ে দাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আপনি তবে আমার সঙ্গে আসুন। এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য সেটা স্থির করা যাকগে।

রাজা। যাও, ধনদাস, যাও।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[মন্ত্রী এবং ধনদাসের প্রস্থান।

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা, এমন মহার্হ রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে? তা দেখি, বিধাতা, কি করেন। ধনদাস অত্যন্ত সুচতুর মানুষ; ও যদি সুচারুরূপে এ কর্ম্মটা-নির্ব্বাহ কত্যে না পারে, তবে আর কে পারবে?

ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ

ধন। মহারাজ,—

রাজা। কি হে, তুমি যে আবার ফিরে এলে?

ধন। আজ্ঞা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা কথার ঐক্য হচ্যে না। তারই জন্যে আবার রাজসম্মুখে এলেম।

রাজা। কি কথা?

ধন। আজ্ঞা, এ দাসের বিবেচনায় কতক-গুলি সৈন্য সঙ্গে নিলে ভাল হয়; কিন্তু মন্ত্রী এতে এই আপত্তি করেন যে, তা কত্যে গেলে অনেক অর্থের ব্যয় হবে!

রাজা। হা! হা! হা! বৃদ্ধ হলে লোকের এমনি বুদ্ধিই ঘটে! তবে মন্ত্রীর কি ইচ্ছা যে তুমি একলা যাও?

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

রাজা। কি লজ্জার কথা! একে ত মহারাজ ভীমসেন অত্যন্ত অভিমানী, তাতে এ বিষয়ে যদি কোন ত্রুটি হয়, তা হলেই বিপরীত ঘটে উঠবে।

ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এ দাসও তাই বলছিল।

রাজা। আচ্ছা—তুমি মন্ত্রীকে এই কথা বলগে, তিনি তোমার সঙ্গে এক শত অশ্ব, পাঁচটা হস্তী, আর এক সহস্র পদাতিক প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে কৃপণতা কল্যে কায হবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি প্রতাপে ইন্দ্র, ধনে কুবের, আর বুদ্ধিতেও স্বয়ং বৃহস্পতি অবতাব! বিবেচনা করে দেখুন, যখন সুরপতি বাসব সাগর মন্থন কর্যে অমৃতলাভের বাসনা করেছিলেন, তখন কি তিনি সে বৃহৎ ব্যাপারে একলা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন?

রাজা। দেখ, ধনদাস,—

ধন। আজ্ঞা করুন—

বাজা। যেমন নলরাজা রাজহংসকে দময়ন্তীর নিকটে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি পাঠাচ্ছি। দেখ, ধনদাস, আমার কর্ম্ম যেন নিষ্ফল না হয়।

ধন। মহারাজ, আপনার কর্ম্ম সাধন কত্যে যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস প্রস্তুত, কিন্তু বাজচরণে একটি নিবেদন আছে।

রাজা। কি?

ধন। মহারাজ, নলরাজ যে হংসকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, তার সোনার পাখা ছিল; এ দাসের কি আছে মহারাজ?

রাজা। (সহাস্য বদনে) এই নাও। তুমি এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর।

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ!

রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন? তুমি মন্ত্রীর নিকট গিয়ে, অদ্যই যাতে যাত্রা করা

হয়, এমন উদ্‌যোগ করগে। যাও, আর বিলম্ব করো না। আমি এখন বিলাসকাননে গমন করি।

ধন। (স্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন কর। আমার যা কর্ম্ম তা হয়েছে। (পরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নন্। কোথায় উদয়পুরের একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত করা হলো ; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করলেম! এ কি সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম! হা! হা! হা! বিশ সহস্র মুদ্রা! হা! হা! হা! মধ্য থেকে আবার এই অঙ্গুরীটিও লাভ হয়ে গেল! (অবলোকন করিয়া) আহা! কি চমৎকার মণিখানি! আমার প্রপিতামহও এমন বহুমূল্য মণি কখন দেখেন নাই! যা হৌক, ধন্য ধনদাস! কি কৌশলই শিখেছিলে! জ্যোতির্বেত্তারা বলে থাকেন যে গ্রহদল রবিদেবের সেবা কর্যে তাঁর প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন ; আমরাও রাজ-অনুচর ; তা আমরা যদি রাজপূজোয় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব? তা এই ত চাই! আরে, এ কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে! কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয় ; কখন বা অহেতু দোষারোপ কর্যে হয় ; কারো বা দুটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয় আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয় ; এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ, যেমন কর্যে হৌক, আপনার কার্য্য উদ্ধার করা চাই! তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি মানুষ? হুঁ! তার মন তো বেশ্যার দ্বার বল্যেই হয়! কোন আবরণ নাই। যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ কর্যে পারে! এরূপ লোকের ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার আর পরকালে—পরকাল কি? পরকালে বাপ নির্ব্বংশ—আর কি! হা! হা! যাই, অগ্রে ত টাকাগুলো হাত করিগে ; পরে একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আঃ, সেটা আবার এক বিষম কণ্টক! ভাল, দেখা যাক, মন্ত্রীভায়ার কত বুদ্ধি!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, বিলাসবতীর গৃহ

বিলাসবতী

বিলা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য মহারাজ যে আজ এত বিলম্ব কচ্যেন, এর কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল—আমি এ লম্পট জগৎসিংহের প্রতি এত অনুরাগিণী হলেম কেন? এ নবযৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস করবো, মনে করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার তার দাসী হলেম যে! আমি কি পাখীর মতন আহারের অন্বেষণে জালে পড়লেম? তা না হলে রাজাকে না দেখে আমার মনঃ এত চঞ্চল হয় কেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস) রাজার আসবার ত সময় হয়েছে ; আমাকে আজ কেমন দেখাচ্যে কে জানে? (দর্পণের নিকট অবস্থিতি।)

মদনিকার প্রবেশ

(প্রকাশে) ওলো মদনিকে, একবার দেখ্ ত, ভাই, আমার মুখখানা আজ আরসিতে কেমন দেখাচ্যে?

মদ। আহা, ভাই, যেন একটি কনকপদ্ম বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে! তা ও সব মরুক্ গে যাক! এখন আমি যে কথা বলতে এলেম, তা আগে মন দিয়ে শোন।

বিলা। কি, ভাই? মহারাজ বুঝি আসচেন?

মদ। আর মহারাজ! মহারাজ কি আর তোমার আছেন যে আসবেন?

বিলা। কেন? কেন? সে কি কথা? কি হয়েছে শুনি—

মদ। আর শুনবে কি? ঐ যে ধনদাস দেখচো, ওকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ও পোড়ারমুখোর মতন বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর দুটি আছে?

বিলা। কেন? সে কি করেছে?

মদ। কি আর করবে? তুমি যত দিন তার উপকার করেছিলে, তত দিন সে তোমার ছিল ; এখন সে অন্য পথ ভাবচে।

বিলা। বলিস্ কি লো? আমি ত তোর কথা কিছুই বুঝতে পাল্যেম না।

মদ। বুঝবে আর কি? তুমি উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের নাম শুনেছ?

বিলা। শুনবো না কেন? তিনি হিন্দু-কুলের চূড়ামণি; তাঁর নাম কে না শুনেছে?

মদ। তোমার প্রিয় বন্ধু ধনদাস সেই রাজার মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে!

বিলা। এ কথা তোকে কে বললে?

মদ। কেন? এ নগরে তুমি ছাড়া বোধ হয়, এ কথা সকলেই জানে! ধনদাস যে স্বয়ং কাল সকালে পত্র কত্যে উদয়পুরে যাত্রা করবে। ও কি ও? তুমি যে কাঁদতে বসলে? ছি! ছি! এ কথা শুনে কি কাঁদতে হয়? মহারাজ ত আর তোমার স্বামী নন্, যে তোমার সতীনের ভয় হলো?

বিলা। যা, তুই এখন যা—(রোদন।)

মদ। ও মা! এ কি? তোমার চক্ষের জল যে আর থাকে না! কি আপদ্। আমি যদি, ভাই, এমন জানতেম, তা হলে কি আর এ কথা তোমাকে শোনাই;—ঐ যে ধনদাস এ দিকে আসচে। দেখ, ভাই, তুমি যদি এ বিষয় নিবারণ কত্যে চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল চক্ষের জল ফেললে কি হবে? তোমার চক্ষের জল দেখে কি মহারাজ ভুলবেন, না ধনদাস ডরাবে?

বিলা। আয়, ভাই, তবে আমরা একটু সরে দাঁড়াই। ঐ ধনদাস আসচে। দেখি না, ও এখানে এসে কি করে? (অন্তরালে অবস্থিতি।)

ধনদাসের প্রবেশ

ধন। (স্বগত) হা! হা! মন্ত্রীভায়া আমার সঙ্গে অধিক সৈন্য পাঠাতে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন; কিন্তু এমনি কৌশলটি করলেম যে ভায়ার আমার মতেই শেষ মত দিতে হলো! হা! হা! রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাঁদে সকলকেই পড়তে হয়! শর্ম্মা আপন কর্ম্মটি ভোলেন না! এই ত আপাততঃ সৈন্যদলের ব্যয়ের জন্যে যে টাকাটা পাওয়া যাবে সেটা হাত কত্যে হবে; আর পথের মধ্যে যেখানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না। এত লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা করিয়া) বিলাসবতীর উপর মহারাজের যে অনুরাগটি ছিল, তার ত দিন দিন হ্রাস হয়ে আসছে। এখন আর কেন? এর দ্বারায় ত আমার আর কোন উপকার হতে পারে না। তবে কি না—স্ত্রীলোকটা পরমসুন্দরী। ভাল—তা একবার দেখাই যাক না কেন? (প্রকাশে) কৈ হে? বিলাসবতী কোথায়? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না?

বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ

বিলা। কি হে, ধনদাস? তবে কি ভাবছিলে, বল দেখি শুনি?

ধন। আর কি ভাববো, ভাই? তোমার অপরূপ রূপের কথাই ভাবছিলেম।

বিলা। আমার অপরূপ রূপের কথা? এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিলে, বল দেখি?

ধন। আর কে শিখিয়ে দেবে, ভাই? আমার এই চক্ষু দুটিই শিখিয়ে দিয়েছে।

বিলা। বেশ! বেশ! ওহে ধনদাস, তুমি যে একজন পরম রসিক পুরুষ হয়ে পড়লে হে

ধন। আর ভাই, না হয়ে করি কি? দেখ গৌরীর চরণ স্পর্শে একটা পাষাণ মহারত্নে শোভা পেয়েছিল, তা এ ধনদাস ত তোমার দাস!

বিলা। ভাল ধনদাস, তুমি নাকি মহারাজের কাছে একখানা চিত্রপট বিশ হাজার টাকা বিক্রী করেছ?

ধন। অ্যাঁ—তা—না! এ—এ কথা তোমাকে কে বললে?

বিলা। যে বলুক না কেন? এ কথা সত্য ত?

ধন। না, না। এমন কথা তোমাকে কে বললে? তুমিও যেমন ভাই! আজকাল বিশ হাজার টাকা কে কাকে দিয়ে থাকে?

বিলা। এ আবার কি? তুমি ভাই, ঐ অঙ্গুরীটি কোথায় পেলে?

ধন। (স্বগত) আঃ, এ মাগী ত ভারি জ্বালাতে আরম্ভ কল্যে হে? (প্রকাশে) এ অংগুরীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন।

বিলা। বটে? তাই ত বলি! ভাল, ধনদাস, মরুভূমি আকাশের জল পেলে যেমন যত্নে রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্তু পেলে তেমনি যত্নে রাখ, না?

ধন। কে জানে, ভাই? তুমি এ কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

বিলা। না—তা পারবে কেন? তোমার মতন সরল লোক ত আর দুটি নাই। আমি বলছিলেম কি, যে, মরুভূমি যেমন জল পাবা-মাত্রেই তাকে একেবারে শুষে নেয়, তুমিও রাজার কোন দ্রব্যাদি পেলে ত তাই কর? সে যাক মেনে; এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি নাকি উদয়পুরের রাজকন্যার সংগে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যো?

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ বাঘিনী আবার এ সব কথা কেমন করে শুনলে?

বিলা। কি গো ঘটক মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন?

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বললে বল ত?

বিলা। মিছে কথা বৈ কি? আমি তোমার ধূর্ত্তপনা এত দিনে বিলক্ষণ করে টের পেয়েছি; তুমি আমার সংগে যেরূপ ব্যবহার করেছ, আর আমাকে যে সব কথা বলেছ, সে সব মহারাজ শুনলে, তোমাকে উদয়পুরে ঘটকালি কত্যে না পাঠিয়ে, একেবারে যমপুরে পাঠাতেন! তা তুমি জান?

ধন। তা এখন তুমি বলবেই ত? তোমার দোষ কি, ভাই? এ কালের ধর্ম্ম! এ কলিকাল কি না? এ কালে যার উপকার কর, সে আবার অপকার করে! মনে করে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কি ছিলে, আর কি হয়েছ! এখন যে তুমি এই রাজ-ইন্দ্রাণীর সুখভোগ কচ্যো, সেটি কার প্রসাদে? তা এখন আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন? তুমি যদি আমার অপবাদ না করবে, ত আর কে করবে? তুমিও ত এক-জন কলিকালের মেয়ে কি না।

বিলা। হাঁ—আমি কলিকালের মেয়ে বটি; কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি অবতার। তুমি আমাকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ কর্যে দিতে চাও, কিন্তু সে সব কথা তুমি আপনি একবার মনে করে দেখ দেখি। তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করালে? আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্ম্ম-পথে ছিলেম। এখন, ধনদাস, তুমিই বল দেখি, কোন্ দুষ্ট বেদে এ পাখীটিকে ফাঁদ পেতে ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে? (রোদন।)

ধন। (স্বগত) এ মেয়েমানুষটিকে আর কিছু বলা ভাল হয় না; এ যে সব কথা জানে, তা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না। (প্রকাশে) আমি ত ভাই, তোমার হিত বৈ অহিত কখন করি নাই; তা তুমি আমার উপর এ বৃথা রাগ কর কেন?

বিলা। এ বিবাহের কথা তবে কে তুললে?

ধন। তা আমি কেমন করে জানবো?

বিলা। কেমন করে জানবে? তুমি হচ্যো এর ঘটক, তুমি জানবে না ত আর কে জানবে?

ধন। হা! হা! তোমাদের মেয়েমানুষের এমনি বুদ্ধিই বটে! আরে আমি যে ঘটক হয়েছি, সে কেবল তোমার উপকারের জন্যে বৈ ত নয়! তুমি কি ভেবেছ, যে আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক! তার পর তখন টের পাবে, ধনদাস তোমার কেমন বন্ধু।

নেপথ্যে। ওগো, ধনদাস মহাশয় এ বাড়ীতে আছেন? মহারাজ তাঁকে একবার ডাকচেন।

ধন। ঐ শোন! আমি ভাই, এখন বিদায় হই। তুমি এ বিষয়ে কোন মতেই ভাবিত হইও না। যদিও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নবযৌবন আর রূপ, এ ধনপতির ভাণ্ডার! (স্বগত) এখন রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও; আমি ত এই তোমার মাথা খেতে চললেম!

[প্রস্থান

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ও স্বগত) এখন কি

যে অদৃষ্টে আছে কিছুই বলা যায় না! কৈ? মহারাজ ত আজ আর এলেন না।

মদ। কেমন, ভাই? আমি যা বলেছিলেম, তা সত্য কি না? তবে এখন এর উপায় কি? এ বিবাহ হলে, তুমি চিরকালের জন্যে গেলে।

বিলা। আর উপায় কি?

মদ। উপায় আছে বৈ কি? ভাবনা কি? ধনদাস ভাবে যে ওর মতন সুচতুর মানুষ আর দুটি নাই; কিন্তু এইবার দেখা যাবে ও কত বুদ্ধি ধরে। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও দুষ্টকে ঠকান বড় কথা নয়।

বিলা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্গ

উদয়পুর, রাজগৃহ

অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ

অহ। ভগবতি, আমার দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন! আমি যে বেঁচে আছি, সে কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে বৈ ত নয়! আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ভগবতি, আমরা কি পাপ করেছি, যে বিধাতা আমাদের প্রতি একেবারে এত বাম হলেন!

তপ। রাজমহিষী, আপনি এত উতলা হবেন না। সংসারের নিয়মই এই। কখন সুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আছেই ত! লোকে যাকে রাজভোগ বলে, সে যে কেবল সুখভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল লোক সাগরপথে গমনাগমন করে, তারা কি সর্ব্বদাই শান্ত বায়ু সহযোগে যায়! কত মেঘ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি, সময়বিশেষে যে তাদের গতি রোধ করে, তার কি সংখ্যা আছে?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, সেই প্রলয় ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে, যে সে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ! আপনি যদি আমাদের দুরবস্থার কথা শোনেন, তা হলে—

তপ। দেবি, আমি চির-উদাসিনী। এ ভব-সাগরের কল্লোল আমার কর্ণকুহরে প্রায়ই প্রবেশ কত্যে পারে না! তবে যে—

অহ। (অতি কাতরভাবে) ভগবতি, মহারাজের বিরস বদন দেখলে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না! আহা! সে সোনার শরীর একেবারে যেন কালি হয়ে গেছে! বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা!

তপ। মহিষি, সুবর্ণকান্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্বল হয়! তা আপনাদের এ দুরবস্থা আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখন হ্রাস করবে না! দেখুন, স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি পর্য্যন্ত ক্লেশ না সহ্য করেছিলেন!

অহ। ভগবতি, আমার বিবেচনায় এ রাজ-ভোগ করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন বনবাস করা ভাল! রাজপদ যদি সুখদায়ক হতো, তা হলে কি আর ধর্ম্মরাজ, রাজ্যত্যাগ করে্য মহাযাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন!

তপ। হাঁ—তা সত্য বটে। ভাল, রাজ-মহিষি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; বলি, আপনারা রাজকুমারীর বিবাহের বিষয়ে কি স্থির করেছেন, বলুন দেখি?

অহ। আর কি স্থির করবো? মহারাজের কি সে সব বিষয়ে মন আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আপনাকে আর কি বলবো, আমি এমন একটু সময় পাই না, যে মহারাজের কাছে এ কথাটিরও প্রসঙ্গ করি।

তপ। সে কি মহিষি? এ কর্ম্মে অবহেলা করা ত কোন মতেই উচিত হয় না। সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার যৌবনকাল উপস্থিত; তা তার এ সময় বিবাহ না দিলে, আর কবে দেবেন?—ঐ না মহারাজ এই দিকে আসচেন?

অহ। ভগবতি, একবার মহারাজের মুখ-পানে চেয়ে দেখুন! হে বিধাতঃ, এ হিন্দুকুল-সূর্য্যকে তুমি এ রাহুগ্রাস হত্যে কবে

মুক্ত করবে? হায়, এ কি প্রাণে সয়! (রোদন।)

তপ। দেবি, শান্ত হউন। আপনার এ সময়ে এত চঞ্চলা হওয়া উচিত নয়। মহারাজ আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে যে কত দূর ক্ষুণ্ণ হবেন, তা আপনিই বিবেচনা করুন।

অহ। ভগবতি, মহারাজের এ দশা দেখলে কি আর বাঁচতে ইচ্ছা হয়? হে বিধাতঃ, আমি কোন্ জন্মে কি পাপ করেছিলাম, যে তুমি আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে? (রোদন।)

তপ। (স্বগত) আহা! পতির দুঃখ দেখে পতিপরায়ণা স্ত্রী কি স্থির হতে পারে? (প্রকাশে) মহিষি, আপনি এখন একটু সরে দাঁড়ান, পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবেন। (হস্ত ধরিয়া) আসুন, আমরা দুজনেই একবার সরে দাঁড়াই গে। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

ভৃত্যসহিত রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ

রাজা। রামপ্রসাদ!—

ভৃত্য। মহারাজ!

রাজা। এই পত্র কখানা সত্যদাসকে দে আয়। আর দেখ্, তাঁকে বলিস্, যে এ সকলের উত্তর যেন আজই পাঠিয়ে দেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। উত্তরের মর্ম্ম যা যা হবে, তা আমি প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে বিধাতঃ, একেই কি লোকে রাজভোগ বলে!

তপ। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, চিরজীবী হউন।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, বহুদিনের পর আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হল্যেম, তার আর কি বলবো? রাজমহিষি কোথায়? তাঁকে যে এখানে দেখ্‌চি নে?

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি, আবার এখনি আসবেন।

রাজা। ভগবতি, আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা—আমি তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করেছিলেম। মহারাজের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল ত?

রাজা। এই যেমন দেখছেন। ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে রাজলক্ষ্মী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এর পর থাকবেন কি না, তা বলা দুষ্কর।

তপ। মহারাজ, এমন কথা কি বলতে আছে? মন্দাকিনী কি কখন শৈলরাজগৃহ পরিত্যাগ করেন; কমলা এ রাজভবনে ত্রেতাযুগ অবধি অবস্থিতি কচ্চেন। শরৎকালের শশীর ন্যায় বিপদ্‌মেঘ হত্যে পুনঃ পুনঃ মুক্তা হয়্যে পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল রাজকুল কি কখন শ্রীভ্রষ্ট হতে পারে? আপনি এমন কথা মনেও করবেন না।

অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ

আসুন, মহিষী আসুন।

অহ। (রাজার হস্ত ধরিয়া) নাথ, এত দিনের পর যে একবার অন্তঃপুরে পদার্পণ কল্যে, এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য।

রাজা। দেবি, আমি যে তোমার কাছে কত অপরাধী আছি, তা মনে কল্যে অত্যন্ত লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি? আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত দোষে দোষী নই। তা এসো, প্রিয়ে বসো। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসন পরিগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন।)

ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার, মন্ত্রীমহাশয় এই পত্রখানি রাজসম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজা। কৈ? দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) আঃ, এত দিনের পর, বোধ হয়, এ রাজ্য কিছুকালের জন্যে নিরাপদ হলো।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

অহ। নাথ, এ কি প্রকারে হলো?

রাজা। মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে একপ্রকার সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেবি, এ সংবাদে

রাজা দুর্য্যোধনের মতন আমার হর্ষবিষাদ হলো। শত্রুবলস্বরূপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের বিষয় বটে ; কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ কল্যে, সে কথাটি মনে হল্যে আমার আর এক দণ্ডের জন্যেও প্রাণধারণ কত্যে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়! হায়! আমি ভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে এক জন দুষ্ট, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্যরক্ষা কত্যে হলো? ধিক্ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?

তপ। মহারাজ, আপনি ত সকলই অবগত আছেন। দ্বাপরে চন্দ্রবংশপতি যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার সভাসদ্‌পদে নিযুক্ত হয়ে কালযাপন করেন। এই সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি নলও সারথি-পদ গ্রহণ করেছিলেন। তা এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়।

রাজা। আজ্ঞা, হাঁ, তার সন্দেহ কি?

অহ। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সসৈন্যে স্বদেশে গেলেন, এ কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের অনুগ্রহে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) দেবি, তুমি কি ভেবেছ, যে ও নরাধাম আমাদের একেবারে পরিত্যাগ করে গেল? বিড়াল একবার যেখানে দুধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি আর ছাড়তে চায়? ধনের অভাব হল্যেই ও যে আবার আসবে, তার সন্দেহ নাই।

তপ। মহারাজ, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের কর্ত্তা, তিনিই আপনাকে ভবিষ্যতে রক্ষা করবেন ; আপনি সে বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হবেন না।

অহ। নাথ, এ জঞ্জাল ত এক প্রকার মিটে গেল। এখন তোমার কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে মনোযোগ কর।

রাজা। তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার আবশ্যক কি?

অহ। সে কি, নাথ? এত বড় মেয়ে হলো, আরো কি তাকে আইবড় রাখা যায়? (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি।)

রাজা। এ কি? আহা! এ বংশীধ্বনি কে কচ্যে?

অহ। (অবলোকন করিয়া) ঐ যে তোমার কৃষ্ণা তার সখীদের সঙ্গে উদ্যানে বিহার কচ্যে।

তপ। আহা, মহারাজ, দেখুন, যেন বন-দেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে ভ্রমণ কচ্যেন!

অহ। নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছা যে কোন পাষণ্ড যবন এসে এই কমলটিকে এ রাজ-সরোবর থেকে তুলে নে যায়?

রাজা। সে কি, প্রিয়ে?

অহ। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি, কিম্বা অন্য কোন যবনরাজ, জনরবস্বরূপ বায়ু-সহযোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে? কেন, তোমার পূর্ব্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা তুমি কি বিস্মৃত হল্যে? (নেপথ্যে দূরে বংশী-ধ্বনি।)

রাজা। আহা! কি মধুর ধ্বনি!

নেপথ্যে। গীত

[ধানী মুলতানী—কাওয়ালী]

শুনিয়ে মোহন, মুরলী গান।
করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান।
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে,
ধৈরয মন না ধরে ;
সাধ সতত হয় শ্যাম দরশনে,
লাজ ভয় হলো অবসান।
নারি, সহচরি, রহিতে ভবনে,
ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিহনে,
চিত যে বঞ্চিত তুরিত মিলনে,
না দেখি তাহার সুবিধান ॥

তপ। আ, মরি মরি! কি সুধাবর্ষণ! মহারাজ, আমরা তপোবনে কখন কখন এইরূপ সুস্বর আকাশমার্গে শুনে থাকি! তাতে করে আমার জ্ঞান ছিল, যে সুরসুন্দরী ভিন্ন এ স্বব অন্যের হয় না।

রাজা। আহা, তাই ত! ভাল, মহর্ষি, কৃষ্ণার এখন বয়েস কত হলো!

অহ। সে কি, মহারাজ? তুমি কি জান না? কৃষ্ণা যে এই পোনেরতে পা দিয়েছে!

তপ। মহারাজ, এ কলিকালে স্বয়ম্বরের

প্রথাটা একেবারেই উঠে গেছে ; নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ লোভে এত দিন সহস্র সহস্র রাজা এসে উপস্থিত হতেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই ত এ বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বুতরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করো তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ্ হত্যে কখন অব্যাহতি পাবো?

অহ। হা অদৃষ্ট! এখন কি আর সে কাল আছে? স্বয়ম্বরসমারোহ দূরে থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরী কন্যা জন্মে, সে কুলেব মান রক্ষা করা ভার।

তপ। তা সত্য বটে। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। মহারাজ, ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগর-মগ্না বসুধাকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পুণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন? অদ্যাবধি চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হচ্যে, এখনও এক পাদ ধর্ম্ম আছে।

রাজা। আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেবি, তুমি কৃষ্ণাকে একবার এখানে ডাক ত। আহা! অনেক দিন হলো, মেয়েটিকে ভাল কবে দেখি নাই।

অহ। এই যে ডেকে আনি।

তপ। মহিষি, আপনাব যাবার আবশ্যক কি? আমিই যাচ্যি।

অহ। (উঠিয়া) বলেন কি, ভগবতি? আপনি যাবেন কেন?

রাজা। (অবলোকন করিয়া) আর কাকেও যেতে হবে না। ঐ দেখ, কৃষ্ণা আপনিই এই দিকে আসচে।

তপ। আহা! মহারাজ, আপনার কি সৌভাগ্য। মহিষি, আপনাকেও আমি শত ধন্যবাদ দি, যে আপনি এ দুর্লভ রত্নটিকে লাভ করেছেন! আহা! আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন! আপনারা যে পূর্ব্ব-জন্মে কত পুণ্য করেছিলেন, তার সংখ্যা নাই।

অহ। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে) ভগবতি, এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মেয়েটি স্বচ্ছন্দে থাকে। ওর রূপলাবণ্য, সচ্চরিত্র, আর বিদ্যাবুদ্ধি দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বলতে পারি নে।

কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ

এসো, মা এসো। মা তুমি কি ভগবতী কলাপ-কুণ্ডলাকে চিনতে পাচ্যো না?

কৃষ্ণা। ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, ওঁকে প্রথমে চিনতে পারি নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, আপনি এ দাসীর দোষ মার্জ্জনা করুন।

তপ। বৎসে, তুমি চিরসুখিনী হও। (রাণীর প্রতি) মহিষি, যখন আমি তীর্থ-যাত্রায় যাই, তখন আপনার এ কনকপদ্মটি মুকুল মাত্র ছিল।

রাজা। বসো, মা, বসো। তুমি ও উদ্যানে কি করছিলে, মা?

কৃষ্ণা। (বসিয়া) আজ্ঞা, আমি ফুলগাছে জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় যে নূতন তানটি আজ শিখুয়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস কর-ছিলাম। পিতঃ, আপনি অনেক দিন আমার উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার চলুন! আহা! সেখানে যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত আনন্দিত হবেন এখন।

অহ। ওটি কি ফুল, মা?

কৃষ্ণা। মা, এটি গোলাব ; আমার ঐ উদ্যান থেকে তোমার জন্যে তুলে এনেছি। (মাতার হস্তে অর্পণ।)

রাজা। পূর্ব্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে আমরা এ মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্যে! (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) এ কুসুম-রত্ন দুষ্ট যবনেরাই এ দেশে আনে! (দূরে দুন্দুভিধ্বনি।)

সকলে। (চকিতে) এ কি?
রাজা। রামপ্রসাদ!
নেপথ্যে। মহারাজ?

ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ

রাজা। দেখ্ ত, এ দুন্দুভিধ্বনি হচ্যে কেন?

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। এ আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো, দেখ! মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি অবহেলা করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল্যেন না কি? (উঠিয়া) আঃ, এ ভারতভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে! আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো! হায়! হায়!—

ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ

কি সমাচার?

ভৃত্য। আজ্ঞা, মহারাজ সকলই মঙ্গল। জয়পুরের অধিপতি রাজা জগৎসিংহ রায় রাজসম্মুখে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। বটে? আঃ, রক্ষা হোক! আমি ভাবছিলাম, বলি বুঝি আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো।—জয়পুরের অধিপতি আমার পরম আত্মীয়। জগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদ্গ্রস্ত হয়ে আমার নিকটে দূত না পাঠিয়ে থাকেন (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আমাকে এখন বিদায় দিন। (রাণীর প্রতি) প্রেয়সি, আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হলো।

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) জীবিতেশ্বর, এ অধীনীর এমন কি সৌভাগ্য, যে ক্ষণকালও নাথের সহবাসসুখ লাভ করে!

রাজা। দেবি, এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা! লোকে যাকে নরপতি বলে, বিশেষ বিবেচনা করে দেখলে, সে নরদাস বৈ নয়! অতএব যার এত লোকের সন্তোষণ কত্যে হয়, সে কি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও বিশ্রাম কত্যে পারে!

[ভৃত্যের সহিত প্রস্থান।

অহ। ভগবতি, চলুন, তবে আমরাও যাই। (কৃষ্ণার প্রতি) এসো, মা—আমরা তোমার পুষ্পোদ্যানে একবার বেড়িয়ে আসিগে।

কৃষ্ণা। যাবে, মা? চল না।—দেখ, মা, আজ পিতা একবার আমার উদ্যানটি দেখলেন না?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজপথ

পুরুষবেশে মদনিকার প্রবেশ

মদ। (স্বগত) হা! হা! হা! তোমার নাম কি, ভাই? আমার নাম মদনমোহন। হা! হা! হা!—না না;—এমন করে হাসলে হবে না। (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বড় চমৎকার বেশটা হয়েছে, যা হোক! কে বলে যে আমি বিলাসবতীর সখী মদনিকা? হা! হা! হা!—দূর হোক!—মনে করি যে হাসবো না; আবার আপনা আপনিই হাসি পায়। ধনদাস স্বয়ং ধূর্ত্তচূড়ামণি; সে যখন আমাকে চিনতে পারে নাই, তখন আর ভয় কি?—বিলাসবতীর নিতান্ত ইচ্ছা যে এ বিবাহটা কোন মতে না হয়; তা হলে ধনদাসের মুখে এক প্রকার চূণকালি পড়ে। দেখা যাক্, কি হয়। আমি ত ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আবার রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নামে জাল কর্যে এক পত্রও লিখেছি। হা! হা! হা! পত্রখানা যে কৌশল কর্যে লেখা হয়েছে, মানসিংহ তা পাবা মাত্রেই কৃষ্ণার জন্যে একেবারে অস্থির হবে। রুক্মিণীদেবী, শিশুপালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে, যদুপতিকে যেরূপ মিনতি কর্যে পত্র লিখেছিলেন, আমরাও সেইরূপ কর্যে লিখে দিয়েছি। এখন দেখা যাক্, আমাদের এ

শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে? ঐ যে ধনদাস মন্ত্রীর সঙ্গে এ দিকে আসচে। আমি ঐ মন্ত্রীকে বিলাসবতীর কথা যে করো বলেছি, বোধ হয়, এর মন আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদের কি কথোপকথন হয়। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ

ধন। মন্ত্রীমহাশয়, যৌবনাবস্থায় লোকে কি না করে থাকে? তা আমাদের নরপতি যে কখন কখন ভগবান্ কন্দর্পের সেবক হন, সে কিছু বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়েস। বিশেষতঃ, আপনিই বলুন দেখি, বড় বড় ঘরে কি কান্ড না হচ্যে?

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে! কিন্তু আমি শুনেছি, যে জয়পুরের অধিপতি বিলাসবতী নামে একটা বারবিলাসিনীর এত দূর বাধ্য, যে—

ধন। হা! হা! বলেন কি মহাশয়? অলি কি কখন কোন ফুলের বাধ্য হয়ে থাকে?

সত্য। মহাশয়, আমি শুনেছি, যে এই বিলাসবতী বড় সামান্য পুষ্প নয়।

ধন। (স্বগত) তা বড় মিথ্যা নয়। নৈলে কি আমার মন টলে! (প্রকাশে) আজ্ঞা, আপনাকে এ কথা কে বল্যে? সে একটা সামান্য স্ত্রী, আজ আছে, কাল নাই।

সত্য। মহাশয়, রাজনন্দিনী কৃষ্ণা রাজকুলপতি ভীমসিংহের জীবনস্বরূপ। তা তিনি যে এ সব কথা শুনলে, এ বিবাহে সম্মত হন, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

ধন। কি সর্ব্বনাশ! মহাশয়, এ কথা কি মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত?

সত্য। আজ্ঞা, তা ত নয়; কিন্তু জনরবের শত রসনা কে নিরস্ত করবে? এ বিবাহের কথা প্রচার হল্যে যে কত লোকে কত কথা কবে, তার কি আর সংখ্যা আছে?

ধন। মহাশয়, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলে কি কেউ তাঁকে অবহেলা করে?

সত্য। আজ্ঞা, না। কিন্তু এ ত সেরূপ কলঙ্ক নয়। এ যে রাহুগ্রাস! এতে আপনাদিগের নরপতির শ্রীর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা!

ধন। (স্বগত) এ ত বিষম বিভ্রাট! বিভ্রাটই বা কেন? বরঞ্চ আমারই উপকার। মহারাজ যদি এ সারিকাটিকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, তা হলে আর পায় কে? আমি ত ফাঁদ পেতেই বসে আছি।

সত্য। মহাশয় যে নিরুত্তর হলেন?

ধন। আজ্ঞা—না; ভাবছি কি বলি, এ তুচ্ছ বিষয়ে যদি আপনার এত দূর বিরাগ জন্মে থাকে, তবে না হয় আমি মহারাজকে এই সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখি, যে তিনি পত্রপাঠমাত্রেই সে দুষ্টা স্ত্রীকে দেশান্তর করেন। তা হল্যে, বোধ করি, আর কোন আপত্তি থাকবে না।

সত্য। আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর সুপরামর্শ কি আছে? রাজা জগৎসিংহ যদি এ কর্ম্ম করেন তা হল্যে ত আর এ বিবাহের পক্ষে কোন বাধাই নাই।

ধন। আজ্ঞা, এ না করবেন কেন? তাম্রের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ কে না গ্রহণ করে?

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই। আপনিও বাসায় যেয়ে বিশ্রাম করুন। মহারাজার সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) আমাদের মহারাজের সুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ দেদীপ্যমান! ভাল, এই যে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন পন্থাই নাই? কেমন করেই বা থাক্‌বে? এর গতি মহানদের গতির তুল্য। প্রথমতঃ পর্ব্বতনির্ঝর থেকে জল ঝরে একটি জলাশয়ের সৃষ্টি হয়; তা থেকে প্রবাহ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান্ হয়; পরে আর আর স্রোতের সহকারে মহাকায় ধারণ করে। এ জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ। (মদনিকাকে দূরে দর্শন করিয়া) আহাহা! এ সুন্দর বালকটি কে হে; এটিকে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্যে।—একে কি আর কোথাও দেখেছি? (প্রকাশে) ওহে ভাই, তুমি একবার এই দিকে এসো ত।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন?

ধন। তোমার নাম কি, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমার নাম মদনমোহন।

ধন। বাঃ, তোমার বাপ মা বুঝি তোমার রূপ দেখেই এ নামটি রেখেছিলেন? তুমি এখানে কি কর, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমি রাজসংসারে থেকে লেখাপড়া শিখি।

ধন। হুঁ! মুক্তাফলের আশাতেই লোকে সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার অর্থরত্নাকর। তা তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর? কেন? তোমাদের দেশে কি টোল নাই? সে যা হৌক, তুমি রাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে দেখেছ?

মদ। আজ্ঞা, দেখবো না কেন? যারা চন্দ্রলোকে বাস করে, তাদের কি আর অমৃত দেখতে বাকি থাকে?

ধন। বাহবা, বেশ! আচ্ছা ভাই, বল দেখি, তোমাদের রাজকুমারী দেখতে কেমন?

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়; কিন্তু তিনি বিলাসবতীর কাছে নন।

ধন। অ্যাঁ—কার কাছে নন?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কিছু কাণে খাট বটে?—বিলাসবতী! বিলাসবতী! শুনতে পেয়েছেন?

ধন। অ্যাঁ—বিলাসবতী কে?

মদ। হা! হা! বিলাসবতী কে, তা কি আপনি জানেন না? হা! হা! হা!

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! তার নাম এ ছোঁড়া আবার কোথ্‌থেকে শুনলে? (প্রকাশে) আমি তাকে কেমন করে্য জানবো?

মদ। আঃ, আমার কাছে আর মিছে ছলনা করেন কেন? আপনি মন্ত্রিবরকে যা যা বলছিলেন, আমি তা সব শুনেছি।

ধন। (স্বগত) এ কথার আর অধিক আন্দোলন কিছু নয়। (প্রকাশে) হ্যা দেখ ভাই, আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, শুনেছ, কিন্তু অন্যের কাছে এ কথার আর প্রসঙ্গ করো না।

মদ। কেন? তাতে হানি কি?

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মেটাই খেতে দিচ্যি, এ সব রাজরাজড়ার কথায় তোমার থেকে কাজ কি?

মদ। (সরোষে) তুমি ত ভারি পাগল হে! আমাকে কি কচি ছেলে পেয়েছো, যে মিঠাই দেখিয়ে ভোলাবে?

ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পেলে সন্তুষ্ট হও?

মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে ঐ যে অঙ্গুরীটি আছে, ঐটি আমাকে দেও, তা হলে আমি আর কাকেও কিছু বলবো না।

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বলছিলে; আবার তুমিও পাগল হলে না কি? এ নিয়ে তুমি কি করবে? এ কি কাকেও দেয়?

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর কাছে যাই। (গমনোদ্যত।)

ধন। ওহে ভাই, আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, রাগ ভরেই চল্যে যে? একটা কথাই শুনে যাও। (স্বগত) এ কথা প্রচার হল্যে সব বিফল হবে। এখন করি কি? এ অমূল্য অঙ্গুরীটিই বা দি কেমন করে!—কি করা যায়? দিতে হলো!—হায়! হায়! এ অঙ্গুরীটি যে কত যত্নে মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেম,—আর ভাবলেই বা কি হবে?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কাঁদচেন না কি? হা! হা! হা!

ধন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! একটা শিশু আমাকে ঠকালে হে? ছি! ছি! আর কি করি? দি! ভাল, এ কর্ম্মটা সফল কত্যে পাল্যে, রাজার নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে। (প্রকাশে) এই নাও, ভাই। দেখো, ভাই, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

মদ। (অঙ্গুরী লইয়া) যে আজ্ঞা—তবে আমি চল্যেম। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

ধন। (স্বগত) দূর ছোঁড়া হতভাগা! আজ যে কি কুলগ্নে তোর মুখ দেখেছিলেম, তা বলতে পারি নে। আর কি হবে, যাই এখন বাসায় যাই।

[প্রস্থান।

মদ। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) হা! হা! ধনদাসের দুঃখ দেখলে কেবল হাসি পায়! হা! হা! বেটা যেমনি ধূর্ত্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছে!—এখনই হয়েছে কি? একে সমুচিত

শাস্তি দিতে হবে, তা নৈলে আমার নামই নয়। তা এখন কেন যাই না! একবার নারীবেশ ধরে রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। ভাল, আমার পরিচয়টা কি দেব? (চিন্তা করিয়া) হাঁ! তাই ভাল! মরুদেশের রাজা মানসিংহের দূতী। হা! হা! হা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজ-উদ্যান

অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ

তপ। মহিষি, এ পরম আহ্লাদের বিষয় বটে। জয়পুরের রাজবংশ ভগবান্ অংশুমালীর এক মহাতেজোময় অংশস্বরূপ। তা মহারাজ জগৎসিংহ যে কৃষ্ণকুমারীর উপযুক্ত পাত্র তার সন্দেহ নাই।

অহ। আজ্ঞা, হাঁ; এ কথা অবশ্যই স্বীকার কত্যে হবে।

তপ। আমি শুনেছি, যে রাজার অতি অল্প বয়েস; আর তিনি এক জন পরম ধর্ম্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী পুরুষ।

অহ। আপনার আশীর্ব্বাদে যেন এ সকল সত্যই হয়। প্রলয় ঝড় কমলিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে; কিন্তু মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা যেন দ্বিগুণ বেড়ে উঠে! গুণহীন স্বামীর হাতে পড়লে কি স্ত্রীলোকের শ্রী থাকে? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি এই কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে যে কত দূর ব্যগ্র ছিলাম, তার আর কি বলবো? কিন্তু এখন যে তার বিবাহ হবে, এ কথা আবার মনে উদয় হলে, আমার প্রাণটা যেন কেঁদে উঠে। (রোদন।)

তপ। আহা! মায়ের প্রাণ কি না! হতেই ত পারে।

অহ। ভগবতি, আমার এ হৃদয়সরোবরের পদ্মটি কাকে দেবো? কে তুলে লয়ে চলে যাবে? আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে পালন কল্যেম, তাকে আমি কেমন করে পরের হাতে দেবো? আমার এ আঁধার ঘরের মণিটি গেলে আমি কেমন করে প্রাণধারণ করবো? (রোদন।)

তপ। দেবি, এ সকল বিধাতার নিয়ম। যেখানে কন্যা, সেখানেই এ যাতনা সহ্য কত্যে হয়। দেখুন, গিরীশমহিষী মেনকা সম্বৎসরের মধ্যে তাঁর উমার চন্দ্রানন কেবল তিনটি দিন বই দেখতে পান না! তা ও চিন্তা বৃথা। চলুন, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসভা থেকে উঠেছেন।

অহ। যে আজ্ঞা—তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

কৃষ্ণকুমারী এবং মদনিকার প্রবেশ

কৃষ্ণা। বল কি, দূতি? তোমার কথা শুনলে, আমার ভয় হয়। তুমি এত ক্লেশ পেয়ে এখানে এলে?

মদ। রাজনন্দিনি, পোষা পাখী পিঞ্জর থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন বনের পাখীসকল তার পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছিল। কিন্তু আপনার চন্দ্রবদন দেখে, আমি সে সব দুঃখ এতক্ষণে ভুললেম!

কৃষ্ণা। ভাল দূতি, রাজা মানসিংহ, আমার পিতার কাছে দূত না পাঠিয়ে, তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন কেন?

মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দিনি, আপনি অতি বুদ্ধিমতী। আপনি ত বুঝতেই পারেন। যে যাকে ভাল বাসে, সে কি তার মন না জেনে কোন কর্ম্মে হাত দেয়?

কৃষ্ণা। (সহাস্যবদনে) কেন? তোমাদের মহারাজ কি আমাকে ভাল বাসেন?

মদ। রাজনন্দিনি, ভাল বাসেন কি না, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্যেন? আমাদের মহারাজ রাত দিন কেবল আপনার কথাই ভাবচেন, আপনার নামই কচ্যেন। তাঁর কি আর কোন কর্ম্মে মন আছে?

কৃষ্ণা। কি আশ্চর্য্য! তিনি ত আমাকে কখন দেখেন নাই। তবে যে তিনি আমার উপর এত অনুরক্ত হলেন, এর কারণ? ভাল দূতি,

বল দেখি, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী?

মদ। রাজনন্দিনি, মহারাজের এখনও বিবাহ হয় নাই। আমি শুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে আপনাকে না পেলে তিনি আর কাকেও বিবাহ করবেন না।

কৃষ্ণা। সত্য না কি?

মদ। রাজনন্দিনি, আমি কি আপনার কাছে আর মিথ্যা কথা বলছি? মহারাজ আপনার রূপ প্রথমে স্বপ্নে দেখেন, তার পর লোকের মুখে আপনার আবার গুণ শুনে তিনি যেন একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন!

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, আমার মাথা খাও, তুমি যথার্থ বল দেখি, তোমাদের রাজা দেখতে কেমন?

মদ। রাজনন্দিনি, তাঁর রূপের কথা এক এক করে আপনাকে আর কি বলবো? তাঁর সমান রূপবান্ পুরুষ আমার চক্ষে ত কখন দেখি নাই। আহা! রাজনন্দিনি, সে রূপের কথা আমাকে মনে করে দিলেন, আমার মনটা যেন একেবারে শিহরে উঠলো। আ, মরি মরি! কি বর্ণ; কি গঠন! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। রাজনন্দিনি, আমি সঙ্গে করে মহারাজের একখানা চিত্রপট এনেছি; আপনি যদি দেখতে চান, ত আমি কোন সময়ে এনে দেখাব। দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, যে তাঁর কেমন রূপ।

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা কি সত্য হবে? হতেও পারে। (প্রকাশে) দেখ, দূতি, তুমি আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। এখন আমি যাই। আমার সখীরা ঐ সরোবরের কূলে আমার অপেক্ষা কচ্যে।

মদ। যে আজ্ঞা।

কৃষ্ণা। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) দেখো, তুমি ভুল না, দূতি! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী বলে। কিন্তু মহারাজ যদি এ নারীরত্নটি পান, তা হল্যে কি আর তার মুখ দেখতে চাইবেন? আহা! এমন রূপ কি আর এ পৃথিবীতে আছে? আবার গুণও তেমনি! যেন সাক্ষাৎ কমলা। আহা! এমন সরলা স্ত্রী কি আর হবে? (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক। এ'র মনটা রাজা মানসিংহের দিকে একবার ভাল করে লওয়াতে পাল্যে হয়। নদী একবার সমুদ্রের অভিমুখী হলে, আর কি কোন দিকে ফেরে? (চিন্তা করিয়া) রাজা মানসিংহের দূত যে অতি ত্বরাই এখানে আসবে, তার কোন সন্দেহ নাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন? এই যে মহারাজ ভীমসিংহ এই দিকে আসচেন। আমি এই গাছটার আড়ালে একটু দাঁড়াই না কেন? (অন্তরালে অবস্থিতি।)

রাজার সহিত অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ

তপ। মহারাজ, রাজদূতের নামটা কি বলছিলেন?

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যক্তিটে অতি গুণবান্ আর বহুদর্শী। আর রাজা জগৎসিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তাঁর সুখ্যাতিও বিস্তর।

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রতি ভগবান্ একলিঙ্গের অসীম কৃপা বলতে হবে। এই দেখুন, কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তিনি রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রকে জানকী সুন্দরীর পাণিগ্রহণ কত্যে এনে উপস্থিত করে দিলেন। এ হতে আর আনন্দের বিষয় কি আছে, বলুন?

রাজা। আজ্ঞা, সকলই আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

তপ। আমার মানস এই যে, এ পরিণয়-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হলে আমি আবার তীর্থযাত্রায় নির্গত হবো। তা এতে আর বিলম্ব কি? শুভ কর্ম্ম শীঘ্রই করা উচিত।

অহ। নাথ, তবে আর এ কর্ম্মে বিলম্বের প্রয়োজন কি? আমার কৃষ্ণা—(রোদন।)

রাজা। (হাত ধরিয়া) প্রিয়ে, এ শুভ কর্ম্মের কথা উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা উচিত?

অহ। প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে এক জন পরের হাতে সমর্পণ করবো? (রোদন।)

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) দেবি, বিধাতার বিধি কে খণ্ডন কত্তে পারে? ভেবে দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আর আগেই বা কোথায় ছিলে? বিধাতার সৃষ্টি এইরূপেই চলে আসচে। কত শত কুসুমলতা, কত শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উদ্যান থেকে এনে আর এক উদ্যানে রোপণ করে; আর তারাও নূতন আশ্রমে ফলফুলে শোভমান হয়।

নেপথ্যে। গীত

[আশাগোরী—আড়া]

অসুখী ভ্রমর দলে।
নলিনী মলিনী ক্রমে
বিষাদে সলিলে॥
অবসান দিনমান, শশী প্রকাশিল,
কুমুদী হেরি হাসিলো,
যুবক যুবতী, হরষিত অতি,
বিরহিণী ভাসিছে আঁখিজলে।
চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে ভাবিত,
কপোতী পতি মিলিত,
নিশি আগমনে, কেহ সুখী মনে,
কার মনঃ দহিছে দুখানলে॥

রাজা। আহা!

অহ। মহারাজ, আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর আমি বাঁচবো! (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। দেখুন, আপনার দুঃখে মহারাজও অতি বিষণ্ণ হচ্যেন!

কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ

রাজা। এসো, মা, এসো। (শিরশ্চুম্বন।)

কৃষ্ণা। পিতঃ, মা আমার এমন কচোন কেন? তুমি কাঁদ কেন মা?

অহ। (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) বাছা, তুমি কি এত দিনের পর তোমার এ দুঃখিনী মাকে ছেড়ে চললে? আমার আর কে আছে, মা, যে আমাকে এমন করে মা বলে ডাকবে? (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি মা? তোমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব মা? (রোদন।)

রাজা। ভগবতি, মোহস্বরূপ কুসুমের কণ্টক কি সামান্য তীক্ষ্ণ!

তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এই জন্যেই পূর্ব্বকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকেই সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ কর্যে, বনবাসী হতেন।

ভৃত্যের প্রবেশ

রাজা। কি সমাচার, রামপ্রসাদ?

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন কেন? (প্রকাশে) আচ্ছা, সত্যদাসকে দূতের যথাবিধি সমাদর কত্তে বল্‌গে যা। আমি ত্বরায় যাচ্চি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে, চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই। আমাকে আবার রাজসভায় যেতে হলো।

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে, বোধ হয়, এ দূত আমার জন্যেই এসেছে। এখন পিতা কি স্থির করেন, বলা যায় না।

অহ। চলুন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসুন।

[সকলেব প্রস্থান।

মদ। (চিত্রপট হস্তে অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! রাজমহিষীর শোক দেখলে বুক ফেটে যায়! তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত স্নেহ না করবে, তবে আর করবে কাকে? এই যে নূতন দূত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভাল করে জানতে পেলেম না। যাই, দেখিগে বৃত্তান্তটা কি? আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্যে যে এ দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন।—আহা, পরমেশ্বর যেন তাই করেন। এখন গিয়ে ত আবার পুরুষ-বেশ ধরিগে। এ যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে আজ ধনদাসের সর্ব্বনাশ করবো! হা! হা! যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বল্যে ঘৃণা

করে, তারা এটা ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম! যে মহাদেব ত্রিভুবনকে এক নিমিষে নষ্ট কত্যে পারেন, ভগবতী কৌশল-ক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন। হায়! হায়! স্ত্রীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে? এই দেখাই যাবে, ধনদাসেরই কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি।—এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে আসচেন। হয়েছে আর কি!—মুখ দেখে বেশ বোধ হচ্যে, মনটা যেন একটু ভিজেচে। তাই যদি না হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখি না, তাতে কি ভাব দাঁড়ায়। হা, হা, হা! এ ত মান-সিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্ত্তি নয়। নাই বা হলো, বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হৌক না কেন, ইঁদুর ধরতে পাল্যেই হয়।

কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণা। এই যে! দূতি, তুমি আমার তল্লাস কচ্যো না কি? তোমাদের মহারাজ যে দূত পাঠিয়েছেন, আমি এই শুনে এলেম। আমি ভেবেছিলাম, তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই কইতেছিলে—

মদ। রাজনন্দিনি, তাও কি কখন হয়। আমাদের মতন লোকের কি কখন এমন সাহস হয়ে থাকে?

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, এ বিষয়ে আমি দেখছি, একটা না একটা বিষম বিবাদ ঘটে উঠবে! তুমি কি শোন নি যে জয়পুরের রাজাও আমার জন্যে দূত পাঠিয়েছেন?

মদ। রাজনন্দিনি, তাতে কি আমাদের মহারাজ ডরাবেন? আপনি অনুমতি দিলে তিনি জয়পুরকে এক মুহূর্ত্তে ভস্মরাশি করে ফেলতে পারেন।

কৃষ্ণা। (সহাস্যবদনে) তুমি ত তোমার রাজার প্রশংসা সর্ব্বদাই কচ্যো। তা দেখি কি হয়।

মদ। রাজনন্দিনি, আপনি মহারাজের দিকে হলে, তাঁকে আর কে পায়?

(হাসিয়া) দেখ, দূতি, পারিজাত ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যদুপতির বিবাদ ত আরম্ভ হলো। এখন দেখি, কে জেতেন! তুমি তবে এখন তোমাদের রাজদূতের সঙ্গে একবার দেখা করগে।

মদ। যে আজ্ঞা। (কিঞ্চিৎ গিয়া পুনরাগমনপূর্ব্বক) রাজনন্দিনি, আপনাকে যে আমাদের মহারাজের একখানা চিত্রপট দেখাব বলেছিলাম, এই দেখুন। (হস্তে প্রদান) এখানি এখন আপনার কাছে থাক্; আমাকে আবার ফিরে দেবেন।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাজা মান-সিংহের কথা শুনে আমার মনটা যে এত চঞ্চল হলো, এর কারণ কি? (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) অ্যাঁ! এমন রূপ! আহা! কি অধর! কি হাস্য! এমন রূপবান্ পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে? আ মরি, মরি!—ও দূতী যা বলেছিল, তা সত্য বটে! হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি তা হবে?—আমার মনটা যে অতি চঞ্চল হয়ে উঠলো।—না—এখানে আর থাকা উচিত নয়; কে আবার এসে দেখবে। যাই, আপনার ঘরে যাই। সেখানে নির্জ্জনে চিত্রপটখানি দেখিগে। আহা! কি চমৎকার—

[চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজনিকেতন-সম্মুখে

মরুদেশের দূত এবং (পুরুষবেশে) মদনিকার প্রবেশ

দূত। কি আশ্চর্য্য! তবে এ পত্রের কথাটা সত্য?

মদ। আজ্ঞা, হাঁ, সত্য বৈ কি? রাজকুমারী পত্র লিখে প্রথমে আমাকে দেন; তার পর আমি একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে পাঠাই।

দূত। যা হউক, আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, তা না হলে তোমাদের সুকুমারী কি তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত হন? আহা! বিধাতার কি অদ্ভুত লীলা! কেউ বা মহামণির লোভে অন্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, আর কেউ বা তা পথে কুড়িয়ে পায়! এ সকল কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয়! মহারাজ এ পত্র পাওয়া অবধি যেরূপ হয়ে উঠেছেন, তার আর তোমাকে কি বলবো?

মদ। দেখুন দূত মহাশয়, আপনি একটু সাবধান হয়ে চলবেন। এ পত্রের কথা এখানে প্রকাশ করবেন না, তা হলে রাজনন্দিনী লজ্জায় একেবারে প্রাণত্যাগ করবেন।

দূত। হাঁ! সে কি কথা? আমি ত পাগল নই। এ কথাও কি প্রকাশ কত্যে আছে?

মদ। এই যে জয়পুরের দূত ধনদাস, ওকে, বোধ হয়, আপনি ভাল করে চেনেন না।

দূত। না, ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই।

মদ। মহাশয়, ওটা যে আপনাদের রাজার কত নিন্দা করে, তা শুনলে বোধ হয়, আপনি অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠেন!

দূত। বটে?

মদ। আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তা আর আপনাকে কি বলবো। মহাশয়, ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন? তা হলে বড় ভাল হয়।

দূত। কেন? ওটা বলে কি?

মদ। মহাশয়, ওটা যা বলে, সে কথা আমাদের মুখে আনতে লজ্জা করে। ও লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি যে মহারাজ মানসিংহ একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীর দত্তক পুত্র মাত্র; আর তিনি মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী নন।

দূত। অ্যাঁ—কি বল্লে? ওর এত বড় যোগ্যতা! কি বলবো? আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নতুবা এই দণ্ডেই ওর মস্তকচ্ছেদ কত্যেম!

মদ। মহাশয়, এতে এত রাগলে কাজ চলবে না। যদি বাক্যবাণ দ্বারা ও দুরাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই; নচেৎ অন্য কোন অত্যাচার করাটা ভাল হয় না।

দূত। আচ্ছা, আমি এখন রাজমন্ত্রীর কাছে যাই। এর পর যা পরামর্শ হয়, করা যাবে। শৃগালের মুখে সিংহের নিন্দা! এ কি কখনও সহ্য হয়।

[প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) বাঃ! কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাঘাত না জন্মে। ভাল, এও ত বড় আশ্চর্য্য! আমি একজন বেশ্যার সহচরী, বনের পাখীর মতন কেবল স্বেচ্ছার অধীন; কখনই সংসার-পিঞ্জরে বদ্ধ হই নাই। কিন্তু এ সুকুমারী রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন? —সত্য বটে!—লজ্জা আর সুশীলতাই স্ত্রী-জাতির প্রধান অলঙ্কার। আহা! এ দুটি পদ্ম এ সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে ফেলেছিলাম, তা কেবল এখন বুঝতে পাচ্যি। এই যে ধনদাস এ দিকে আসচে।

ধনদাসের প্রবেশ

মহাশয়, ভাল আছেন ত?

ধন। আরে মদন যে! তবে ভাল আছ ত? ভাই, তুমি সে অঙ্গুরীটি কোথায় রেখেছো?

মদ। আজ্ঞা, আপনাকে বলতে লজ্জা করে! আর বোধ হয়, আপনি তা শুনলেও রাগ করবেন!

ধন। সে কি? কেন? রাগ করবো কেন?

মদ। আজ্ঞা, তবে শুনুন। এই নগরে মদনিকা বলে একটি বড় সুন্দরী মেয়ে মানুষ আছে, তাকে আমি বড় ভাল বাসি! সেই আমার কাছ থেকে সে অঙ্গুরীটি কেড়ে নিয়েছে।

ধন। কি সর্ব্বনাশ! তেমন অমূল্য রত্ন কি একটা বেশ্যাকে দিতে হয়? তোমার ত নিতান্ত শিশুবুদ্ধি হে। ছি! ছি! আর তুমি এত অল্প বয়েসে এমন সব লোকের সঙ্গে সহবাস কর?

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বললেন, রাগ করবো না, তবে আবার রাগ করেন কেন?

ধন। (স্বগত) তাও বটে; আমিই বা রাগ

করি কেন? (প্রকাশে) হা! হা! ওহে, আমি তামাসা কর্চ্ছিলেম। যা হউক, তুমি যে, দেখ্‌ছি, এক জন বিলক্ষণ রসিক পুরুষ হে। ভাল, তোমার এ মদনিকা কোথায় থাকে, বল দেখি, ভাই।

মদ। আজ্ঞা, তার বাড়ী গড়ের বাইরে।

ধন। (স্বগত) স্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান পেলে অঙ্গুরীটা না হয় কিছু দিয়ে কিনে লওয়ার চেষ্টা পাওয়া যায়। আর যদি সহজে না দেয়, তারও উপায় করা যেতে পারে। (প্রকাশে) হাঁ! কোথায় বললে ভাই?

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে।

ধন। ভাল, সে মেয়েমানুষটি দেখতে ভাল ত?

মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয় এ দিকে দেখছেন, রাজা মানসিংহের দূত মন্ত্রীর সঙ্গে এই দিকে আসচেন।

ধন। ভাল কথা মনে কল্যে, ভাই। তোমাকে আমি যে যে কথা অন্তঃপুরে বলতে বলেছিলেম, তা বলেছো ত?

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার কি কখনও অবহেলা আছে?

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি একমুখে কত বলবো?—তা বল দেখি, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে?

মদ। তার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্যেন কেন? এক দিন, না হয়, আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে? আমি এখন যাই, আর দাঁড়াব না। (স্বগত) দেখি, এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ কি ঘটে।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) অঙ্গুরীটির উদ্ধার না কল্যে আমার মন কোন মতেই স্থির হচ্যে না। সেটির মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। তা সহজে কি ত্যাগ করা যায়। আহা! মহারাজকে যে কত প্রকারে ভুলিয়ে সেটি পেয়েছিলাম, তা মনে পড়লে চক্ষে জল এসে। তা বড় দায়ে না পড়লে আর সে আমার হাতছাড়া হতে পারতো না। দেখি, এই মদনিকার বাড়ীর সন্ধানটা পেলে একবার বুঝতে পারি। ধনদাসের চতুরতা কি নিতান্তই বিফল হবে?

সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃ প্রবেশ

সত্য। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে রয়েছেন। তা চলুন, একবার রাজসভাতে যাওয়া যাউক।

দূত। মহাশয়, ইনিই রাজা জগৎসিংহের দূত না?

সত্য। আজ্ঞা, হাঁ।

দূত। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আমরা যখন উভয়েই একটি অমূল্য রত্নের আশায় এ দেশে এসেছি, তখন আমরা উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটি, কিন্তু তা বল্যে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসদ্ব্যবহার করা উচিত?

ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয়?

দূত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি;—বলি, আপনি যে নিরন্তর মরুদেশের রাজ্যেশ্বরের নিন্দা কবেন, সেটা কি আপনার উপযুক্ত কর্ম্ম?

ধন। বলেন কি মহাশয? এ কথা আপনাকে কে বললে?

দূত। মহাশয়, বাতাস না হলে বৃক্ষপল্লব কখনই লড়ে না।

ধন। মহাশয়ের আমাব সঙ্গে নিতান্ত বিবাদ করবাব ইচ্ছা বটে?

দূত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করায় কি ফল? কিন্তু আপনি যে এ দুষ্কর্ম্মের সমুচিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ নাই। আপনাদের নরপতি বেশ্যাদাস; নৃত্য গীত, প্রেমালাপ—এই সকল বিদ্যাতেই পবম নিপুণ; তা তিনি কি রাজেন্দ্রকেশরী মানসিংহের সমতুল্য ব্যক্তি? না সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র?

ধন। (সত্যদাসের প্রতি) মহাশয়, শুনলেন ত? (কর্ণে হস্ত দিয়া দূতের প্রতি) ঠাকুর, কি বলবো, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা না হল্যে তোমাকে আমি আজ অমনি ছাড়তেম না!

দূত। কেন? তুমি কি কত্যে? ওঃ! বড় স্পর্দ্ধা যে?

সত্য। মহাশয়রা ক্ষান্ত হউন। আপনাদের এ বৃথা বাগ্দ্বন্দ্বে প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ, এ স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা উচিত?

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন, আমার এ বিষয়ে অপরাধ কি? উনিই ত বিবাদ কচ্চোন।

বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ

বলে। এ কি এ, মহাশয়? আপনাদের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত যে? আপনারা কি লক্ষ্য ভেদ হতে না হতেই যুদ্ধ আরম্ভ কল্যেন?

দূত। আজ্ঞা, না। যুদ্ধ আরম্ভ হবে কেন? তবে কি না, এই জয়পুরের দূত মহাশয়কে আমি দুই একটা হিতোপদেশ দিছ্যিলেম।

বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন দেখি? আপনার ত এই ইচ্ছা, যে উনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন? হা! হা! হা!

ধন। হা! হা! হা! আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

দূত। আজ্ঞা, হাঁ! আমার বিবেচনায় ও'র তাই করা উচিত হচ্যে! মহাশয়, মান বড় পদার্থ। অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবহেলা করা অতি অকর্ত্তব্য।

বলে। হা! হা! দূত মহাশয়, আপনি যে দেখ্‌ছি, স্বয়ং চাণক্য অবতার! ভাল মহাশয়, আমি শুনেছি, যে আপনাদের মরুদেশে ভগবতী পৃথিবী নাকি বন্ধ্যা নারীর স্বভাব ধরেন? তা বলুন দেখি, আপনাদের রাজকর্ম্ম কিরূপে চলে?

দূত। বীরবর, বন্ধ্যা স্ত্রী লয়ে কি কেউ সংসার করে না?

বলে। হা! হা! বেশ। (ধনদাসের প্রতি) ও গো মহাশয়, আপনাদের অম্বরদেশের বর্ণনটা একবার করুন দেখি শুনি!

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য, যে তার বর্ণন করি? যদি পঞ্চানন হন, তথাপি অম্বরের সুখসম্পত্তির সুচারুরূপে বর্ণন হয় না।—মহাশয়, আমাদের অম্বর সাক্ষাৎ অম্বর-প্রদেশই বটে! সেখানে অঙ্গনাকুল তারাকুলতুল্য সুন্দর; আর মেঘে যেমন সৌদামিনী আর বারিবিন্দু, রাজভাণ্ডারে তেমনি হীরক ও মুক্তা প্রভৃতি, তাতে আবার আমাদের মহারাজ ত স্বয়ং শশধর—

দূত। হাঁ, শশধরের ন্যায় কলঙ্কী বটেন!

বলে। হা! হা! কি বল, ধনদাস?

ধন। আজ্ঞা, ও কথায় আর কি বলবো? পেচক সূর্য্যের আলো ত কখনই সহ্য কত্যে পারে না! আর যদিও ক্ষুধার পীড়নে রাত্রি-কালে কোটরের বাহির হয়, তবু সে চন্দ্রের প্রতি কখন প্রকাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত করতে পারে না, তেজোময় বস্তুমাত্রই তার চক্ষের বিষ!

বলে। হা! হা! হা' কেমন, দূতবর! এইবার? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ও আবার কি? (নেপথ্যে বাদ্য।)

সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় আসচেন। চলুন, আমরা এখন যাই।

রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। (যোড়করে) বীরবর, গণেশ-গঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে একজন দূত মহারাষ্ট্র-পতির শিবির থেকে সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার কি আজ্ঞা হয়?

বলে। দূত? মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে? আচ্ছা, তাঁকে রাজসভায় নে যাও; আমি যাচ্চি। চলুন তবে আমরা সকলেই একবার রাজসভায় যাই।

[সকলের প্রস্থান।

মদনিকার পুনঃ প্রবেশ

মদ। (স্বগত) এখন ত আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে; আর এ নগরে বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি? আমার কৌশলক্রমে রাজনন্দিনী রাজা মানসিংহের উপর এমন অনুরাগিণী হয়েছেন, যে তিনি রাজা জগৎসিংহের নাম শুনলে একবারে যেন জ্বলে উঠেন; আর আমার পত্র পেয়ে মানসিংহও দূত পাঠিয়েছেন। তবে আর এখানে থেকে কি হবে?—যাব বটে, কিন্তু রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। আহা! এমন সুশীলা মেয়ে কি আর দুটি আছে! হে

পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুন লাগিয়ে চললেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ সুলোচনা কুরঙ্গিগণীকে দগ্ধ না করে। প্রভু, তুমিই একে কৃপা করে রক্ষা করো। যাই, আমাকে আবার ধনদাসের আগে জয়পুরে পঁহুছিতে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, রাজ-উদ্যান

তপস্বিনীর প্রবেশ

তপ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আমি ত্রিপতিতে ভগবান্ গোবিন্দরাজের মন্দিরে কৃষ্ণকুমারীর বিষয়ে যে কুস্বপ্নটা দেখেছিলাম, তা কি যথার্থই হলো? রাজা মানসিংহ ও রাজা জগৎসিংহ উভয়েই যখন রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ আশায় এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন, তখন এ মাতঙ্গদ্বয় কি বিনা যুদ্ধে নিরস্ত হবে? না এদের ভয়ঙ্কর বিগ্রহে বনস্থলীর সামান্য দুর্দ্দশা ঘটবে? হায়, হায়, কি বিধাতার বিড়ম্বনা! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দীনবন্ধো, তুমিই সত্য! কৃষ্ণাও দেখ্‌ছি রাজা মানসিংহের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী হয়ে উঠেছে। তা যাই, এ সব কথা রাজমহিষীকে একবার জানান কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ

কৃষ্ণা। (স্বগত) সে দূতীটি পাখী হয়ে উড়ে গেল না কি? আমি যে তার অন্বেষণে কত স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তার আর সংখ্যা নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) কি আশ্চর্য্য! এ যে কি মায়াবলে আমাকে এত উতলা করে গেল, আমি ত তার কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। হা রে, অবোধ মনঃ! কেন বৃথা এত চঞ্চল হোস্? নিশার স্বপ্ন কি কখন সফল হয়? ঐ দূতীটি কি আমাকে ছলনা করে গেল? তাই বা কেমন করে বলি? ওদের রাজার দূত পর্য্যন্ত এসেচে। (চিন্তা করিয়া) ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে আমার মনের কথাগুলি বলে কি ভাল করেছি?—তা এরূপ রহস্য কি মনে গোপন করে রাখা যায়? যেমন কীট ফুলের মুকুল কেটে নির্গত হয়, এও তাই করে। ঐ যে ভগবতী মার সঙ্গে কথা কইতে কইতে এই দিকে আসচেন। বুঝি আমার কথাই হচ্যে! ও মা, ছি! ছি! কি লজ্জা! মা শুনলে বলবেন কি? আমি মাকে এ মুখ আর কেমন করে দেখাবো? বিধাতা যে এ অদৃষ্টে কি লিখেছেন, কিছুই বলা যায় না। যাই, এখন সঙ্গীতশালায় পালাই।

[প্রস্থান।

অহল্যাদেবীর সহিত তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ

অহ। বলেন কি, ভগবতি? আপনি কি এ কথা কৃষ্ণার মুখে শুনেছেন?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ। সেই আপনিই বলেছে।

অহ। কি আশ্চর্য্য!—

তপ। মহিষি, লজ্জা যুবতীর হৃদয়মন্দিরে দৌবারিক স্বরূপ। তার পরাভব করা কি সহজ কর্ম্ম? আমি যে কত কৌশলে এ বিষয়ে কৃত-কার্য্য হয়েছি, তা আপনাকে আর কি বলবো?

অহ। আহা! এই জন্যেই বুঝি মেয়েটিকে এত বিবসবদন দেখতে পাই! ভাল, ভগবতি, কৃষ্ণা যে রাজা মানসিংহের উপর এত অনুরাগিণী হলো, এর কারণ কিছু বুঝতে পেরেছেন?

তপ। মহিষি, ও সকল দৈব ঘটনা! ঐ যে সূর্য্যমুখী ফুলটি দেখছেন, ওটি ফুটলেই সূর্য্যদেবের পানে চেয়ে থাকে; কিন্তু কেন যে চায়, তা কেউ বলতে পারে না!

অহ। সূর্য্যদেবের উজ্জ্বল কান্তি দেখে সূর্য্যমুখী তাঁর অধীন হয়; আমার কৃষ্ণা ত আর রাজা মানসিংহকে দেখে নাই—

তপ। দেবি, মনচক্ষু দিয়ে লোকে কি না দেখতে পায়? বিশেষ ভগবান্ কন্দর্পের যে কি লীলাখেলা, তা কি আপনি জানেন না? দময়ন্তী সতী কি রাজা নলকে আপন চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিলেন? (সচকিতে) আহা, কি মনোহর সৌরভ! দেবি, দেখুন দেখি, এই যে সুগন্ধটি গন্ধবহের সহকারে আকাশে ভাসছে, এর যে

কোন্ ফুলে জন্ম, তা আমরা দেখতে পাচ্চি না। কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হচ্যে, যে সে ফুলটি অতীব সুন্দর। এ যেন নীরবে আমাদের কাছে আপন জন্মদাতা কুসুমের সুচারুতার ব্যাখ্যা কচ্যে। দেবি, যশঃস্বরূপ সৌরভেরও, জানবেন, এই রীতি। মরুদেশের অধিপতি মানসিংহ রায় ত এক জন যশোহীন পুরুষ নন।

অহ। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি।)

তপ। দেখুন মহিষি, রাজনন্দিনীর মনের যা ভাব, তা এখনিই প্রকাশ হবে।

নেপথ্যে। গীত

[ভৈরবী—মধ্যমান]

তারে না হেরে আঁখি ঝুরে,
প্রাণ হরে কামশরে জরজরে।
রজনী দিবসে মানসে নাহি সুখ,
মনোদুখ তোমা বিনে, সই, কহিব কাহারে।
মলয় পবন দাহন সদা করে,
কোকিলের কুহুরবে তায় হৃদয় বিদরে॥

তপ। আহা! ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হলে, কোকিলকে কি কেউ নীরব করে রাখতে পারে? সে অবশ্যই আপন মনের কথা বনস্থলে দিবারাত্র পঞ্চস্বরে ব্যক্ত করে। যৌবনকাল এলে মানবজাতির হৃদয়ও সেইরূপ চুপ করে থাকতে পারে না।

অহ। সে যা হউক। ভগবতি, আপনার কথাটা শুনে যে আমার মন কত উতলা হয়ে উঠলো, তা বলতে পারি না। হায়, হায়, আমার মতন হতভাগিনী স্ত্রী কি আর আছে? মেয়েটির ভাল করে বিবাহ দেবো, এই সাধটি বড় সাধ ছিল, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় দেখছি সকলই বিফল হলো। (রোদন।)

তপ। কেন, মহিষি? বিফলই হবে কেন?

অহ। ভগবতি, আপনি কি ভেবেছেন, যে মহারাজ মরুদেশের রাজাকে মেয়ে দেবেন? এক ত রাজা মানসিংহের সঙ্গে তাঁর বড় সদ্ভাব নাই, তাতে আবার জয়পুরের দূত এখানে আগে এসেছে।

তপ। তা হলেই বা! যে ধীবর প্রথমে ডুব দেয়, তাকেই কি সাগর উৎকৃষ্ট মুক্তাফল দিয়ে থাকেন? এ কি কথা, মহিষি? আপনাদের কন্যা, আপনারা যাকে ইচ্ছা হয়, তাকেই দেবেন; এতে আবার অগ্রপশ্চাৎ কি?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আমরা কি স্বেচ্ছাধীন।—আহা! ভগবতি, একবার এ দিকে চেয়ে দেখুন। (অগ্রসর হইয়া) এসো, মা, এসো—

কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ

তোমার আজ এত বিরসবদন দেখছি কেন?

কৃষ্ণা। না, মা, বিরসবদন হবো কেন?

অহ। ও কি ও? তুমি কাঁদচো কেন মা?

কৃষ্ণা। (নিরুত্তরে রাণীর গলা ধরিয়া রোদন।)

অহ। ছি মা, ছি! কেন? তোমার কিসের অভাব, যে তুমি এমন দুঃখিত হলে?

তপ। (স্বগত) আহা, এ ব্রতে নূতন ব্রতী কি না! সুতরাং ব্রতের উদ্দেশ্য দেবতাকে না পেলে কি এ আর স্থির হতে পারে।

অহ। ছি! ছি! ও কি, মা?

কৃষ্ণা। মা, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তোমরা আমাকে জলে ভাসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছো? (রোদন।)

অহ। বালাই! কেন মা? তোমাকে জলে ভাসিয়ে দেবো কেন? মেয়েরা কি চিরকাল বাপের ঘরে থাকে, মা? (রোদন।)

তপ। বৎসে, পক্ষীশাবক কি চিরকাল জন্মনীড়ে থেকে কালাতিপাত করে? এই যে তোমার মা, ইনি কেমন করে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পতির গৃহে বাস কচ্যেন? তুমিও তো তাই করবে; তাতে আর ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণা। ভগবতি,—(রোদন।)

অহ। স্থির হও, মা স্থির হও। ছি, মা, কেঁদো না। (রোদন।)

কৃষ্ণা। মা, আমাকে এত দিন প্রতিপালন করে কি অবশেষে বনবাস দেবে? (রোদন।)

তপ। মহিষি, ঐ যে মহারাজ এই দিকে আসচেন! উনি আপনাদের দুজনকে এ দশায় দেখলে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। তা আপনি

এক কর্ম্ম করুন, রাজনন্দিনীকে লয়ে একটু সরে যান।

অহ। আয়, মা, আমরা এখন যাই।

[অহল্যাদেবী ও কৃষ্ণার প্রস্থান।

তপ। (স্বগত) আমি ভেবেছিলাম, যে অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্যা—এ সকল সংসারমায়াশৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ? আমি যে সে মুক্তি লাভ করেছি, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আহা! এঁদের দুজনের শোক দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, এই মানব-হৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয়সকলের বীজ রোপণ করেছ, তাদের নির্ম্মূল করা কি মনুষ্যের সাধ্য? বিলাপধ্বনি শুনলে যোগীন্দ্রেরও মন চঞ্চল হয়ে উঠে!

রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ

রাজা। ভগবতি, মহিষী না এখানে ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ! তিনি এই ছিলেন; বোধ হয়, আবার এখনি এলেন বল্যে।

রাজা। তাঁর সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা আছে। (পরিক্রমণ করিয়া) বোধ হয়, আপনিও শুনে থাকবেন, মরুদেশের অধিপতি রাজা মানসিংহ রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ইচ্ছায় আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন।

তপ। আজ্ঞা, হাঁ, শুনেছি বটে।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ সব কেবল আমার কপালগুণে ঘটে!

তপ। আজ্ঞা, সে কি, মহারাজ? এমত ত সর্ব্বত্রেই হচ্যে।

রাজা। ভগবতি, আপনি চিরতপস্বিনী, সুতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র বিশেষরূপে জানেন না। এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে?

অহল্যাদেবীর পুনঃ প্রবেশ

প্রেয়সি, তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

অহ। সে কি, নাথ?

রাজা। আর বলবো কি বল? এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের অধিপতি আবার রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়ে আমাকে অনুরোধ কচ্যেন যে—

তপ। নরনাথ, তবে রাজনন্দিনীকে রাজা মানসিংহকেই প্রদান করুন না কেন? তিনিও ত একজন সামান্য রাজা নন—

অহ। জীবিতেশ্বর, এ দাসীরও এই প্রার্থনা।

রাজা। বল কি, দেবি? রাজা জগৎসিংহ আমার এক জন পরম আত্মীয়; তাতে আবার তাঁর দূতই আগে এসেছে; এখন আমি কি বলে তাঁকে এ বিষয়ে নিরাশ করি? (দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, তুমি এই যে প্রমাদ-অগ্নির সূত্র কল্যে, এ কি রক্তস্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতে নির্ব্বাণ হবে?

অহ। প্রাণেশ্বর, মহারাষ্ট্রপতি যে এতে হাত দেন, এর কারণ কি? তিনি না স্বদেশে ফিরে যেতে উদ্যত ছিলেন?

রাজা। দেবি, তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত ভাল করে জান না। সে ত এই চায়। একটা ছল ছুতা পেলে হয়।

তপ। ভাল, মহারাজ, আপনি যদি এ বিষয়ে সম্মত না হন, তা হলে মহারাষ্ট্রপতি কি করবেন?

রাজা। তা হলে তার দস্যুদল আবার দেশ লুট কত্যে আরম্ভ করবে! হায়! হায়! তাতে কি আর দেশে কিছু থাকবে? ভগবতি, আমার কি আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আমি এমন প্রবল শত্রুকে নিরস্ত করি?

তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রসাদে আপনার কিসের অভাব?

অহ। (রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) নাথ এতে এত উতলা হইও না। বোধ হচ্যে ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ অতি ত্বরায়ই শান্ত হবে।

রাজা। মহিষি, তুমি ত রাজপুত্রী। তুমি কি জান না, যে এ বিবাহে আমি যাকে নিরাশ করবো, সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করবে? প্রিয়ে, তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মত আপন পিতার সর্ব্বনাশ কত্যে এসেছে

হায়, আমি বিধাতার নিকট এমন কি পাপ করেছি, যে তিনি আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন! আমার এমন অমূল্য রত্নটিও কি অনল হয়ে আমাকে দগ্ধ কত্যে লাগলো! আমার হৃদয়নিধি হতে যে আমার সর্ব্বনাশের সূচনা হবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

অহ। (নিরুত্তরে রোদন।)

তপ। ও কি? মহিষি, আপনি কি করেন?

অহ। ভগবতি, শমন কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন? (রোদন।)

তপ। বালাই! তিনি আপনার শত্রুকে স্মরণ করুন। মহারাজ, আজ্ঞা হয় ত, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই।

অহ। নাথ, আমার কৃষ্ণার এতে দোষ কি, বলুন দেখি? বাছা ত আমার ভাল মন্দ কিছুই জানে না। মহারাজ, তাকে এমন করে বল্যে কি মায়ের প্রাণে সয়?—বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল!— (রোদন।)

রাজা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি, আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা কর। হায়! হায়! আমি কি নরাধম! আমার মতন ভাগ্যহীন পুরুষ, বোধ করি আর নাই। এমন অমৃতও আমার পক্ষে বিষ হলো! তা চল, প্রিয়ে, এখন অন্তঃপুরে যাই। সূর্য্যদেবও অস্তাচলে চললেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে দিননাথ, তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের নিদান বলে; তা তুমিও কি এর দুঃখে মলিন হলে!

[সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণার পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা! সে এক সময় আর এ এক সময়! আমি কেন বথা আবার এখানে এলেম? এ সকল কি আমার আর ভাল লাগে! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! আমি এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে বনবিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম। এই সুচারু শমীবৃক্ষটিকে সখী বলে বরণ করেছিলাম। (সচকিতে) ও কি? আহা! সখি, তুমি কি এ হতভাগিনীর দুঃখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়চো? কেন? তুমি ত চির-সুখিনী; তোমার খেদের বিষয় কি? মলয়-সমীরণ তোমার একান্ত অনুগত, সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে মধুর স্বরে প্রেমালাপ কচ্যে, তা তুমি কি পরের দুঃখ বুঝতে পার? কি আশ্চর্য্য! (চিন্তা করিয়া) হায়, হায়! এ মায়াবিনী যে কি কুলগ্নে এ দেশে এসেছিল, তা বলা যায় না। কি আশ্চর্য্য! আমি যাঁকে কখন দেখি নাই; যাঁর নাম কখন শুনি নাই; যাঁর সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই; তাঁর জন্যে আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন? কেবল সেই দূতীর কুহকেই আমার মন এত চঞ্চল হলো? আহা! আমি কেনই বা সে চিত্রপট দেখেছিলাম? কেনই বা সে মনোহর মূর্ত্তি আমার হৃদ্‌পদ্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম? লোকে বলে, যে সে মরুদেশ অতি বন্ধ্য স্থল; সেখানে বসুমতী না কি সর্ব্বদা বিধবাবেশ ধরে থাকেন; কুসুমাদিরূপ কোন অলঙ্কার পরেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার মনে সে দেশ যেন নন্দনকানন বোধ হচ্যে! আমি তার বিষয় যে কত মনে করি, তা আমার মনই জানে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একবার যাই, দেখিগে, সে দূতীর কোন অন্বেষণ পাওয়া গেল কি না! (পরিক্রমণ করিয়া সচকিতে) এ কি? এ উদ্যান হঠাৎ এমন পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ হলো কেন? (সভয়ে) কি আশ্চর্য্য! আমি যে গতিহীন হলেম! আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন সহসা শিহরে উঠলো। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কি? ও! ও! ও! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি; আকাশে কোমল বাদ্য।)

বেগে তপস্বিনীর প্রবেশ

তপ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) এ কি এ? সর্ব্বনাশ! ভাগ্যে আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলাম! উঠ, মা, উঠ! এমন কেন হলো?

কৃষ্ণা। (সুপ্তভাবে) দেবি, আপনি ঐ মিষ্ট কথাগুলিন আবার বলুন। আমি ভাল করে শুনি। কি বললেন? আহা! "যে যুবতী এ বিপুলে কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না।"

আহা! এ অভাগিনীর কপালে কি এমন সুখ আছে?

তপ। সে কি মা? ও কি বলচো? (স্বগত) হায়, হায়, দেখ দেখি, বিধাতার কি বিড়ম্বনা! এতে ত এ রাক্ষসী বেলা, তাতে আবার কৃষ্ণার নবযৌবন; কে জানে কার দৃষ্টি—

কৃষ্ণা। (উঠিয়া সসম্ভ্রমে) ভগবতি, আপনি আবার এখানে কোথ্‌থেকে এলেন?

তপ। কেন, মা, সে কি?

কৃষ্ণা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম, তা শুনলে আপনি একেবারে অবাক্ হবেন।

তপ। কি স্বপ্ন, মা?

কৃষ্ণা। বোধ হলো, যেন আমি কোন সুবর্ণমন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে রয়েছি, এমন সময়ে একটি পরম সুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন,—বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই।

তপ। তার পর?

কৃষ্ণা। আমি প্রণাম কল্যেম। তার পর তিনি বললেন,—দেখ, বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা নাই! আমি এই কুলেরই বধূ ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ম্ম কর, তা হলে আমারই মতন যশস্বিনী হবে।

তপ। তার পর, তার পর?

কৃষ্ণা। উঃ, ভগবতি, আপনি আমাকে একবার ধরুন। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপচে।

তপ। কি সর্ব্বনাশ! চল, মা, তুমি অন্তঃপুরে চল। এখানে আর কাজ নাই। দেখ, মা, আমাকে যা বললে, এ কথা তুমি আর কাকেও বলো না। (আকাশে কোমল বাদ্য।)

কৃষ্ণা। আহা, হা! ভগবতি, ঐ শুনুন!

তপ। কি সর্ব্বনাশ! বৎসে, আমি কি শুনবো?

কৃষ্ণা। সে কি, ভগবতি? শুনলেন না, কেমন সুমধুর ধ্বনি! আহা, হা!

তপ। চল, মা, এখানে আর থেকে কাজ নাই। তুমি শীঘ্র করে এখান থেকে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, নগরতোরণ

বলেন্দ্রসিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ

বলে। রঘুবরসিংহ!—

প্রথ। (যোড়করে) কি আজ্ঞা, বীরবর?

বলে। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থেকো। আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্যে দিও না।

প্রথ। যে আজ্ঞা! আপনার বিনা অনুমতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে প্রবেশ করে।

বলে। আর দেখ, যদি মহারাষ্ট্রপতির শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে পাও, তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও।

প্রথ। যে আজ্ঞা।

বলে। (অবলোকন করিয়া স্বগত) এই মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি সামান্য ধূর্ত্ত! এমন অর্থলোভী, অহিতকারী নরাধম দস্যু কি আর দুটি আছে? কিন্তু মানসিংহের সহিত এর যে সহসা এত সৌহার্দ্দ হলো, এর কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই। (চিন্তা করিয়া) কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে। তা নৈলে ও এমন পাত্র নয়, যে বৃথা ক্লেশ স্বীকার করে। কৃষ্ণাকে যে বিবাহ করুক না কেন, ওর তাতে বয়ে গেল কি?

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে) রণবাদ্য।—

দ্বিতী। ভাল, রঘুবরসিংহ—

প্রথ। কি হে?

দ্বিতী। তোমাকে, ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো; তুমি না কি সর্ব্বদাই আমাদের সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের নিকট থাকো; রাজসংসারের বৃত্তান্ত তুমি যত জান, এত আর কেউ জানে না।

প্রথ। হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। তা কি জিজ্ঞাসা করবে, বলই না শুনি।

দ্বিতী। দেখ, ভাই, আমি শুনেছিলাম, যে এই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের মহারাজের সন্ধি হয়েছিল; তা উনি যে আবার এসে থানা দিয়ে বসলেন, এর কারণ?

প্রথ। সে কি? তুমি কি এর কিছুই শোন নাই?

দ্বিতী। না, ভাই!

তৃতী। কৈ? আমরা ত এর কিছুই জানি না।

প্রথ। মরুদেশের রাজা মানসিংহ, আর জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ, উভয়েই আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ করবার আশায় দূত পাঠিয়েছেন।

তৃতী। হাঁ, তা ত জানি। বলি, এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের রাজা হাত দেন কেন?

প্রথ। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে মেয়েটি জগৎসিংহকে দেন; কিন্তু এ রাজার সঙ্গে জগৎসিংহের চিরকাল বিবাদ; এ'র ইচ্ছা, যে মহারাজ রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান করেন।

দ্বিতী। ভাল, ভাই, ইনি যদি বিবাহের ঘটকালি কত্তেই এসেচেন, তবে আবার সঙ্গে এত সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন কি?

প্রথ। হা! হা! এও বুঝতে পাল্যে না, ভাই? এর মত ভিখারী ত আর দুটি নাই। এ ত এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ হলেই, ছলে হোক, বলে হোক, এর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়।

দ্বিতী। তা সত্য বটে। তা আমাদের মহাবাজ কি স্থির করেছেন, জান?

প্রথ। আর কি স্থির করবেন? জয়পুরের রাজদূতকে বিদায় করবার অনুমতি দিয়েছেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন। তার পর বিবাহের বিষয় কি হয়, বলা যায় না।

তৃতী। ভাল, তুমি কি বোধ কর, ভাই, যে জয়পুরের রাজা এতে চুপ করে থাকবেন?

প্রথ। বলা যায় না। শুনেছি, রাজা না কি বড় রণপ্রিয় নন। তবু যা হউক, রাজপুত্র কি না? এত অপমান কি সহ্য কত্যে পারবেন?

তৃতী। ওহে, এ দিকে দুজনে কে আসছে, দেখ দেখি।

প্রথ। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রী মহাশয় বোধ হচ্যে।

সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ

সত্য। রঘুবরসিংহ—

প্রথ। (যোড়করে) আজ্ঞা।

সত্য। সব মঙ্গল ত?

প্রথ। আজ্ঞা, হাঁ।

সত্য। আচ্ছা। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, একটু এই দিকে আসুন।

ধন। মন্ত্রী মহাশয়, এ কর্ম্মটা কি ভাল হলো?

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বলবেন না। মহারাজ যে এতে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ন, তা আপনিই কেন বুঝে দেখুন না! কিন্তু কি করেন? এতে ত আর কোন উপায় নাই।

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, এ কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমার, দেখছি, সর্ব্বনাশ হলো! আমি যে কি কুলগ্নে আপনাদের দেশে এসেছিলাম, তা বলতে পারিনে।

সত্য। কেন, মহাশয়?

ধন। আর কেন মহাশয়? প্রথমতঃ দেখুন, আমার যা কিছু ছিল, সে সব ঐ দস্যুদল লুটে নিলে। তার পর রাজা মানসিংহের দূতের হাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত অপমান সহ্য করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার—

সত্য। মহাশয়, যা হয়েছে; হয়েছে। ও সব কথা আর মনে করবেন না। এখন অনুগ্রহ করে এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ করুন। মহারাজ এটি আপনাকে দিতে দিয়েছেন।

ধন। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য্য। (অঙ্গুরীয় গ্রহণ।)

সত্য। মহাশয়, আপনি এক জন সুচতুর মনুষ্য। অতএব আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য।

আপনি মহারাজ জগৎসিংহকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত হ'তে পরামর্শ দেবেন। এ আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। (চিন্তা করিয়া) দেখুন, আপনি যদি এ কর্ম্ম কত্তে পারেন, তা হলে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট পরিতুষ্ট করবেন।

ধন। যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টার ত্রুটি করবো না। তার পর জগদীশ্বরের হাত।

সত্য। আমি কর্ম্মকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ পাঠিয়েছি। আপনার পথে কোন ক্লেশ হবে না।

ধন। তবে আমি এখন বিদায় হই।

সত্য। যে আজ্ঞা, আসুন তবে।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) দেখি দেখি, অঙ্গরীটি কেমন? (অবলোকন করিয়া) বাঃ, এটি যে মহারত্ন! এর মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হবে! হা! হা! ধনদাসের ভাগ্য! মাটি ছুঁলে সোনা হয়। হা হা হা! যাকে বিধাতা বুদ্ধি দেন, তাকে সকলই দেন। (চিন্তা করিয়া) এ বিবাহে কৃতকার্য্য হলেম না বলে যদি মহারাজ বিরক্ত হন, হলেনই বা; না হয়, ও'র রাজ্য ত্যাগ করে অন্যত্রে গিয়ে বাস করবো। আর কি! আমার ত এখন আর ধনের অভাব নাই। হা! হা! বুদ্ধি-বলেই ধনদাস ধনপতি! তবে কি না, এই একটা বাধা দেখছি; বিলাসবতীর আশাটা তা হলে একেবারে ছাড়তে হয়। যে মৃগ লক্ষ্য করে এত দিন বনে বনে পর্য্যটন কল্যেম, তাকে এখন এক প্রকার আয়ত্ত করে কেমন করে ফেলে যাই। (চিন্তা করিয়া) কেন? ফেলেই না যাব কেন, আমি কি আর একটা বেশ্যাকে ভুলাতে পারবো না! কত কত লোক স্বর্গকন্যাকে বশ করেছে আর আমি কি একটা সামান্য বারাঙ্গনার মনঃ চুরি কত্তে পারবো না! হা! হা! তা দেখি কি হয়।

[প্রস্থান।

প্রথ। (অগ্রসর হইয়া) ওহে, তোমরা কেউ এ লোকটিকে চেন?

দ্বিতী। চিনবো না কেন? ও যে জয়-পুরের দূত। আঃ, এক দিন রাত্রে, ভাই, ও যে আমাকে কষ্টটা দিয়েছিল, তা আর কি বলবো?

তৃতী। কেন? কেন?

দ্বিতী। আমি, ভাই, পুরস্কারের লোভে মদনিকা বলে একটা মেয়েমানুষের তত্ত্বে ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সমস্ত রাতটা ঘুরে ঘুরে মলেম, কিছুই হলো না। শেষ প্রাতঃ-কালে বাসায় ফিরে যাবার সময় বেটা আমাকে কেবল চারটি গণ্ডা পয়সা হাতে দিয়ে বল্যে কি, যে তুমি মিটাই কিনে খেও। হা! হা! হা!

প্রথ। হা! হা! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ, রাত্রি যে প্রভাত হলো।

নেপথ্যে। গীত

[ভৈরব—কাওয়ালী]

যাইতেছে যামিনী, বিকশিত নলিনী।
প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে
প্রমোদিনী ভানুভামিনী;
শশী চলিল তাই হেরে
বিষাদে বিমলিনী কুমুদিনী
অতি দুখিনী।
মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে
বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে
প্রমোদ ভরে বিপিনচরে,
নব তৃণাসনে হরষিত মনোহারিণী॥

তৃতী। ঐ শুনলে ত? চল, আমরা এখন যাই। (নেপথ্যে রণবাদ্য।)

প্রথ। হাঁ—চল—। ঐ যে আর এক দল আসচে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, রাজগৃহ

রাজা জগৎসিংহ এবং মন্ত্রী

রাজা। বল কি, মন্ত্রি? এ সংবাদ তোমাকে ক দিলে?

মন্ত্রী। মহারাজ, ধনদাস হয অদ্য বৈকালে ক কল্য প্রাতে এসে উপস্থিত হবে। তার মুখে এ সকল কথা শুনলেই ত আপনি বিশ্বাস করবেন?

রাজা। কি আপদ্। আমি কি তোমার কথায় অবিশ্বাস কচ্যি হে? আমি জিজ্ঞাসা কচ্যি কি, বলি এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে শুনেছি। সে অতি বিশ্বাসযোগ্য পাত্র।

রাজা। বটে? তবে রাজা ভীমসিংহ আমাকে অবহেলা করো মানসিংহকেই কন্যা-প্রদান করবেন, মানস করেছেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, শুনেছি, যে রাজকুলপতি ভীমসিংহেব আপনার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ; তিনি কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মহারাজ, আমি ত প—ই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু আমার দৌর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সময়ে ধনদাসেব পরামর্শই শুনলেন।

রাজা। আঃ, সে গত বিষয়েব অনুশোচনে —, কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? তবে ক না, বিবেচনা করুন, ধনদাসই এই অনর্থের —। সেই কেবল স্বার্থ সাধনের জন্যে এ রাজ্যের সর্ব্বনাশটা কল্যে!

রাজা। কেন? কেন? তার অপরাধ কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমি আর কি বলবো? ধনদাসের চরিত্র ত আপনি বিশেষরূপে জানেন না।

রাজা। কেন? কি হয়েছে, বল না।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, এ সকল কথা রাজসম্মুখে কওয়া আমার কোন মতেই উচিত হয় না। কিন্তু—

রাজা। কেন? ধনদাসের এতে অপরাধটা কি?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রতি-মূর্ত্তি যে ও আপনাকে কেন এনে দেখায়, তা কি আপনি এখনও বুঝতে পাচ্যেন না?

রাজা। কৈ, না! কি কারণ, বল দেখি শুনি।

মন্ত্রী। এই বিবাহেব উপলক্ষে একটা গোলযোগ বাধিয়ে আপনার উদর পূর্ণ করবে, এই কারণ, আর কারণ কি? মহারাজ, ওব মত স্বার্থপর মানুষ কি আর দুটি আছে?

রাজা। বটে? তাই ও এ বিষযে এত উদ্যোগী হয়েছিল? আমি তখন বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, ও আগে ফিরে আসুক। তা এখন এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, বল দেখি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

রাজা। (সরোষে) বল কি, মন্ত্রি? তুমি উন্মাদ হলে না কি? এমন অপমান কি কেউ কোথাও সহ্য কত্যে পারে?—কেন, আমার কি অর্থ নাই?—সৈন্য নাই? না কি বল নাই?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্ষ্মীব প্রসাদে মহারাজেব অভাব কিসের?

রাজা। তবে আমাকে এতে ক্ষান্ত হতে বলচো কেন? মান অপেক্ষা কি ধন, না জীবন প্রিয়তর? ছি! তুমি এমন কথা মুখেও আন! দেখ, প্রতি দুর্গপতিকে তুমি এখনই গিয়ে পত্র পাঠাও, যে তারা পত্রপাঠমাত্র সসৈন্যে এ নগরে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখ—

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন—

রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুলসিংহের কথা বলছিলে, তিনি কে, আমাকে ভাল করে বল দেখি।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু তাঁর পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায়, কোন কোন লোক বলে যে তিনি বাস্তবিক ভীম-সিংহের পুত্র নন।

রাজা। বটে? মরুদেশের বর্ত্তমান রাজা মানসিংহ ত গোমানসিংহের পুত্র। গোমানসিংহ ধনকুলসিংহের পিতামহ, বীরসিংহের কনিষ্ঠ ছিলেন; তা ধনকুলসিংহই মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কলিকালে কি আর ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আছে? যার শক্তি, তারই জয়। কুমার ধনকুলসিংহ কি আর রাজসিংহাসন পাবেন!

রাজা। অবশ্য পাবেন! আমি তাঁকে মরুদেশের সিংহাসনে বসাবো! দেখ, মন্ত্রি, তুমি শীঘ্র গিয়ে পত্র লেখ। মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা, যে সে আমার বিপক্ষতা করে! এখন দেখি, সে আপন রাজ্য কি কবে রাখে।

মন্ত্রী। মহারাজ,—

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? যাও—

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই মহৎকুলের প্রসাদে মনুষ্যত্ব লাভ করেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতা—

রাজা। আঃ! কি উৎপাত! আমি কি আর তোমাকে চিনি না; মন্ত্রি, তুমি যে আমাকে আপন পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্যে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না আমার পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না।

রাজা। মন্ত্রি, মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়; কিন্তু অপযশঃ চিরস্থায়ী। আমি যদি এ অপমান সহ্য করি, তা হলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল করবে। বরঞ্চ ধনে প্রাণে মরবো, সেও ভাল, কিন্তু এ কথাটি যেন কেউ না বলে, যে অম্বর-অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। ছি! ছি! আমাব সে অপযশঃ হতে সহস্রগুণে মরণ ভাল। তা তুমি যাও।

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে আজ্ঞা, মহারাজ! (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়! হায়! দুষ্ট ধনদাসটাই এই অনর্থ ঘটালে!

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হলো! এত দিন রাজভোগে মত্ত ছিলাম, এখন একটু পরিশ্রমই করে দেখি। তরবার চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাকলে মলিন ও কলঙ্কিত হয়। (চিন্তা করিয়া) যা হউক, ধনদাসকে এবার বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে। আমি যত কুকর্ম্ম করেছি, সকলেতেই ঐ দুষ্ট আমার গুরু। ওঃ! বেটার কি চমৎকার বুদ্ধি! তা দেখি, এবারও কি হয়?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর, বিলাসবতীর গৃহ

বিলাসবতী এবং মদনিকা

বিলা। বাঃ, তোর, ভাই, কি বুদ্ধি? ধন্য যা হউক।

মদ। (সহাস্য বদনে) সে বড় মিছা কথা নয়! আমি উদয়পুরে যে সকল কাণ্ড করে এসেছি, তা মনে হলে আপনা আপনি হেসে মত্যে হয়। হা! হা! হা!

বিলা। তাই ত? কি আশ্চর্য্য! ভাল, ধনদাস কি তোকে যথার্থই চিনতে পারে নাই?

মদ। তা পারলে কি ও আমাকে আর এ অঙ্গুরীটি দিত?

বিলা। ভাল, ভাই, তুই লোকের কাছে কি বলে আপনার পরিচয়টা দিতিস্?

মদ। কেন? উদয়পুরের লোককে বলতেম, আমার জয়পুরে বাড়ী। আর জয়পুরের লোককে বলতেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী। আর যেখানে দেখতেম, দুই দেশেরই লোক আছে, সেখানে আদতে যেতেম না।

বিলা। বাঃ, তোর কি বুদ্ধি ভাই!

মদ। হা! হা! রাজমন্ত্রী, রাজা মানসিংহের দূত, রাজকুমারী, আমি কার সঙ্গে না দেখা করেছি? আর কত বেশ যে ধরতেম, তার আর কি বলবো?

বিলা। তাই ত? ভাল, মদনিকে, রাজকুমারী কৃষ্ণা না কি বড় সুন্দরী?

মদ। আহা! সুন্দরী বল্যে সুন্দরী? ও কথা, ভাই, আর জিজ্ঞাসা করো না। আমি

লি, এমন রূপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কাথায়ও নাই! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

বিলা। ও কি লো? তুই যে একেবারে বরসবদন হলি? কেন? তিনি কি এতই তোর নঃ ভুলিয়েছেন? ই! ই! অবাক্ কল্যে মা!

মদ। ভাই, বলবো কি? রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কথা মনে হলে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে। আহা! স মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুলতে পারে!

বিলা। বলিস্ কি লো? তিনি কি এমন সুন্দরী? কি আশ্চর্য্য! আয়, ভাই, আমরা এখানে বসি। তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা ভাল করে বল দেখি, শুনি।

মদ। কেন? তাঁর কথা শুনে আর তোমার ক উপকার হবে, বল?

বিলা। কে জানে, ভাই? তোর মুখে তাঁর কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছা হচ্যে, যে উদয়পুরে গিয়ে তাঁকে একবার দেখে আসি।

মদ। যে, ভাই, কৃষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, বিধাতা তাকে বৃথা চক্ষুঃ দিয়েছেন!—সে যাক মেনে, এখন মহারাজ কদিন এখানে আসেন নাই, বল দেখি।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্; আজ তিন দিন।

মদ। বটে? তবে তিনি ধনদাসের ফিরে আসবার দিন অবধি আর এখানে আসেন নাই। বোধ করি, তিনি এ বিবাহের বিষয়ে বড় ক্ষুন্ন হয়েছেন। তা হবেনই ত। তাঁর দূতকে আমি যে জুতো খাইয়ে এসেছি,—হা! হা! ধনদাস, ভাই, আর এ জন্মেও কারো ঘটকালি করবে না। হা! হা! হা!

বিলা। হা। হা! হা! বোধ হয় না।

মদ। দেখ, সখি, মহারাজ, বোধ করি, আজ এখানে আসবেন এখন। তা তুমি, ভাই, যদি তাকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইবো না।

বিলা। ও মা, সে কি লো? ছি! ছি! তাও কি কখন হয়?

মদ। হবে না কেন? বুদ্ধি থাকলেই সব হয়। এই যে এসো না, তোমাকে, না হয়, মানভঙ্গের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দি। (উপবেশন) আমি যেন মানিনী নায়িকা, বসে আছি; তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে সাধ। (বদনাবৃতকরণ।)

বিলা। হা! হা! হা! বেশ লো বেশ! তুই, ভাই, কত রঙ্গই জানিস্? তা আমি এখন কি করবো, বল?

মদ। (গাত্রোত্থান করিয়া) কি আপদ্! তুমিই না হয়, মান করে বসো। আমি নায়ক হয়ে সাধি!

বিলা। (উপবেশন করিয়া) আচ্ছা—এই আমি বসলেম।

মদ। এখন মান কর।

বিলা। এই কল্যেম। (বদনাবৃতকরণ।)

মদ। হে সুন্দরি, তোমার বদনশশীকে অভিমানরূপ রাহুগ্রাসে দেখে আজ আমার চিত্তচকোর—

বিলা। হা! হা! হা!

মদ। ছি! ছি! ও কি? ঐ ত সব নষ্ট কল্যে।—এমন সময়ে কি হাসতে হয়?

বিলা। ঐ না, মহারাজ এই দিকে আসচেন?

মদ। তাই ত। দেখো, ভাই, মহারাজ এলে যেন এমন করে হেসে উঠ না। আমি এখন যাই। এত দিনের পর আজ ধনদাসের মাথা খাবার যোগাড় হয়েছে।

[প্রস্থান।

রাজা জগৎসিংহের প্রবেশ

রাজা। (স্বগত) আজ তিন দিন এখানে আসি নাই। আর কেমন করেই বা আসবো? আমার কি আর নিশ্বাস ত্যাগ করবার সাবকাশ ছিল।—এ তিন দিনে প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য এসে এ নগরে একত্র হয়েছে। আর ধনকুলসিংহও প্রায় আট, দশ হাজার লোক সঙ্গে করে আসচেন। শত সহস্র বীর। দেখি, এখন মানসিংহ আপন রাজ্য কেমন করে রক্ষা করে? সে যাক। এ গৃহে ত পুষ্প-ধনুঃ আর পঞ্চশর ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের কথা নাই। এ ভগবান্ কন্দর্পের রণভূমি! তা কই, বিলাসবতী কোথায়! (প্রকাশে) ওহে, বসন্ত এলে কি কোকিল নীরবে থাকে? (অবলোকন-

করিয়া) এই যে—কেন প্রিয়ে, তুমি এত বিরস-বদন হয়ে বসে রয়েছো কেন? এ কি—এ কয়েক দিন না আসাতে তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ? (নিকটে উপবেশন।) দেখ, ভাই, তুমি কখন এমন ভেবো না, যে আমি সাধ করে তোমার কাছে আসি নাই।—কি আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে কথা কইলে কি, ভাই, তোমার জাত যাবে? একটা কথাই কও। এ কি? একবারে নিস্তব্ধ!—তা তুমি যদি ভাই, আমার সঙ্গে একান্তই কথা না কবে, তবে বল, আমি ফিরে যাই। আমি শত সহস্র কর্ম্ম ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে বসে রইলে।

বিলা। যাও না কেন; আমি কি তোমাকে বারণ কচ্চি?

রাজা। কেন, ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি আমার উপর আজ এত দয়াহীন হলে?

বিলা। সে কি, মহারাজ? আপনি হচ্চেন রাজকুল-চূড়ামণি; তাতে আবার রাজা ভীমসিংহের জামাই হবেন;—আমি এক জন—

রাজা। তুমি, দেখছি, ভাই, আমার উপর যথার্থই রেগেছো।—ছি! ও কি? তুমি যে আবার নীরব হলে? দেখ, যে ব্যক্তি এত অনুগত, তার উপর কি এত রাগ করা উচিত? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) আহা! এমন সুমধুর ধ্বনি শুনলেও কি তোমার আর রাগ যায় না?

নেপথ্যে। গীত

[কাফীজংলা—যৎ]

মনে বুঝে দেখ না,
এ মান সহজে যাবে না,
তা কি জান না?
যে করে তোমারে যতন অতি,
চাতুরী তাহার প্রতি;
তার প্রতিকার, না হলে আর
কোন কথা কবে না!
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী
হয়েছে অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
পায়ে ধরে সাধ না!

রাজা। হা! হা! হা! সত্য বটে! দেখ, ভাই, তোমার সখীরা আমাকে বড় সৎপরামর্শ দিচ্যে। তা এসো, তোমার পায়েই ধরি! এখন তুমি আমার সব দোষ ক্ষমা কর। (পদধারণ।)

বিলা। (ব্যগ্রভাবে) করেন কি, মহারাজ? ছি! ছি! আমি কেবল আপনার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম বৈ ত নয়। বলি দেখি, মহারাজ নারীর মান রাখেন কি না।

রাজা। আর, ভাই, পরিহাস! ভাগ্যে তোমার রোগের ঔষধ পেলেম, তাই রক্ষা।—যা হউক, এখন ত আমাদের আবার ভাব হলো?

বিলা। কেন, সখে, আমাদের ত ভাবের অভাব কখনই ছিল না।

মদনিকার পুনঃ প্রবেশ

রাজা। আরে এসো! দেখ, সখি, তোমাকে দেখলে আমার ভয় হয়।

মদ। ও মা!—সে কি, মহারাজ? আপনি কি কথা আজ্ঞা করেন?

রাজা। তুমি, সখি, মদন-কেতু। তুমি যে স্থানে বায়ু-চালনা কত্যে থাক, সেখানে কি আর রক্ষা থাকে। অনবরত কামদেবের রণভেরি বাজতে থাকে, প্রমাদ-প্রেমযুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর পঞ্চশরের আঘাতে লোকের প্রাণ বাঁচান ভার হয়ে উঠে।

মদ। আপনার তার নিমিত্তে চিন্তা কি, মহারাজ? আপনি যদি মদনের শেলাঘাতে পড়েন, তার উচিত ঔষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে। এমন বিশল্যকরণী থাকতে আপনার ভয় কি?

রাজা। হা! হা! সাবাস, সখি, ভাল কথা বলেছো। তুমি, ভাই, সরস্বতীর পিতামহী!—যা হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (স্বর্ণ-হার প্রদান।)

মদ। (প্রণাম করিয়া) আমি মহারাজের এক জন ক্ষুদ্র দাসী মাত্র।

রাজা। বসো। (মদনিকার উপবেশন।) দেখ, সখি, তুমি ধনদাসের বিষয়ে আমাকে যে সকল কথা বলছিলে, সে কি সত্য?

মদ। মহারাজ, আপনি যদি এ দাসীর কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার সখীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত্ত আর স্বার্থ-পর, তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি; কিন্তু ওর যে এত দূর সাহস, এ, ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস হয় না!

মদ। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুনলে ত আপনার বিশ্বাস হবে?

রাজা। হাঁ! তা হবে না কেন? এর অপেক্ষা আর সাক্ষ্য কি আছে!

মদ। আজ্ঞা, তবে আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

বিলা। নরনাথ, দুষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের মূল।

রাজা। তার সন্দেহ কি? আমার এ বিবাহে কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষতঃ (হস্ত ধরিয়া) বিশেষতঃ, তুমি থাকতে, ভাই, আমি কি আর কাকেও ভাল বাসতে পারি!

বিলা। ঐ তো, মহারাজ, এই সকল মধু-মাখা কথা কয়েই আপনারা কেবল আমাদের মনঃ চুরি করেন। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) যথার্থ বলুন দেখি, মহারাজ, এ বিবাহে আপনার এখনও মন আছে কি না?

রাজা। রাম বল! এ বিবাহে আমার কি আবশ্যক? তবে কি না, ধনদাসের মন্ত্রণা শুনে আমার, ভাই, অহি-মূষিকের ব্যাপার হয়েছে, মানটা ত রক্ষা করা চাই। সেই জন্যেই এ সব উদ্যোগ—

মদনিকার পুনঃ প্রবেশ

মদ। মহারাজ, আপনি সত্বর এই দিকে একবার পদার্পণ কল্যে ভাল হয়। ধনদাস আসচে। (বিলাসবতীর প্রতি) ভাই, এখন মহারাজকে একবার প্রমাণটা দেখিয়ে দেও। (রাজার প্রতি) আসুন তবে, মহারাজ!

রাজা। (উঠিয়া) আচ্ছা, তবে চল। তুমি যেখানে যেতে বল, সেখানেই যাব। এমন মাজির হাতে নৌকা দেব, তার ভয় কি? (উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি।)

বিলা। (স্বগত) ধনদাস ধূর্ত্তরাজ, কিন্তু মদনিকা আজ যে ফাঁদ পেতেছে, তা থেকে এ শৃগাল ভায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

ধনদাসের প্রবেশ

এসো, এসো, ধনদাস, বসো। তবে, ভাই ভাল আছ ত?

ধন। (বসিয়া) আর, ভাই, ভাল? কেমন করে ভাল থাকবো, বল? উদয়পুর থেকে ফিরে আসা অবধি, মহারাজ একবারও আমাকে রাজ-সম্মুখে ডাকেন নাই। আর কত লোকের মুখে যে কত কথা শুনি, তার আর কি বলবো? তবে তুমি যে আমাকে মনে রেখেছো, এই ভাল।

বিলা। গগন কি, ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত থাকে?

ধন। না, তা ত থাকে না। তবে কি না তুমি যদি, ভাই, আমার এ মেঘাবৃত গগনের পূর্ণশশী হও, তা হলে আমাকে আর পায় কে?

মদ। (জনান্তিকে) মহারাজ, শুনছেন।

রাজা। (জনান্তিকে) চুপ—

ধন। (স্বগত) মদনিকা না হবে ত সহস্র বার আমাকে বলেচে, যে বিলাসবতী মনে মনে আমাকেই ভাল বাসে। আর এর ভাব ভঙ্গি দেখলে সে কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি, তা কি তুমি জান না?

বিলা। (ব্রীড়া-সহকারে) তা ভাই, আমি কেমন করে জানবো?

ধন। সে কি, ভাই? তুমি কি এও জান না, যে ভেক সর্ব্বদা কমলিনীর সহিত সহবাস করে বটে, কিন্তু সে ফুল যে কি সুধারসের আকর, তা কেবল মধুকরই জানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজাগুলোর কর্ম্ম বোঝা? হা! হা! হা! হা!

রাজা। (জনান্তিকে) শুনলে? শুনলে বেটার স্পর্দ্ধার কথা? ইচ্ছা হয় যে, এ নরা-ধমের মাথাটা এই মুহূর্ত্তেই কেটে ফেলি। (অসি নিষ্কোষ করণে উদ্যত।)

মদ। (জনান্তিকে) ও কি মহারাজ? আপনি করেন কি? (হস্ত ধারণ।)

ধন। দেখ, বিলাসবতি,—

বিলা। কি বল, ভাই?

ধন। আমি ভাই, তোমার নিতান্ত চিহ্নিত দাস, আর আমি এ রাজসংসারে কর্ম্ম করে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, সে সকলই তোমার। (স্বগত) এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বহুমূল্য রত্ন আছে, তার কাছে সে কোথায় লাগে? তা একে একবার হাত করবার কি? এ দেশে থেকে একে একবার নে যেতে পাল্যে হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে?

বিলা। আমি আর কি বলবো?

ধন। দেখ, কাল সকালে তো রাজা সৈন্য লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কত্যে যাত্রা করবে। তা সে শস্ত্রবিদ্যায় যত নিপুণ, তা কারই অগোচর নাই! রণভূমি দেখে মূর্চ্ছা না গেলে বাঁচি। হা! হা! হা! তা আমি বেশ জানি, এমন ভীত মানুষ তো আর দুটি নাই।

রাজা। (জনান্তিকে) কি! বেটা এত বড় কথা আমাকে বলে? (মারিতে উদ্যত।)

মদ। (ধরিয়া জনান্তিকে) করেন কি, মহারাজ? একটু শান্ত হউন, আরো কি বলে, শুনুন না।

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্যে, যে হয় এ যুদ্ধে মারা যাবে, নয় মুখে চূণকালি নিয়ে দেশে ফিরে আসবে!—

রাজা। (জনান্তিকে) ভাল, দেখি, কার মুখে চূণকালি পড়ে। কৃতঘ্ন! পামর!

ধন। তা তুমি যদি, ভাই, বল, তবে আমি সব প্রস্তুত করি। চল, আমরা কাল দুজনে এ দেশ থেকে চলে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে থাকলে তোমার আর কি উপকার হবে? বালির বাঁধের ভরসা কি বল?

রাজা। (অগ্রসর হইয়া সরোষে ধনদাসের গলদেশ আক্রমণ করিয়া) রে দুরাচার নরাধম দাসীপুত্র! এই কি তোর কৃতজ্ঞতা! তুই যে দেখচি, চির-উপকারী জনের গলায় ছুরি দিতে পারিস্।

ধন। (সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! ইনি যে এখানে ছিলেন, তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। কি হবে? কোথায় যাব? এই বারে গেলেম, আর কি? এই দুশ্চারিণী মাগীই আমাকে মজালে।

রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই? তুই যে কেমন লোক, তা আমি এত দিনের পর টের পেলেম। তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা বসুমতী এমন দুরাচার পাষণ্ডের ভার আর সহ্য করবেন না! (অসি নিষ্কোষ।)

বিলা। (সসম্ভ্রমে রাজার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ, করেন কি? ক্ষমা দেন। এ ক্ষুদ্র প্রাণীর শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হবে মাত্র। সিংহ কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা মহারাজ, আমাকে এর প্রাণটি ভিক্ষা দেন।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার কথার অন্যথা কত্যে পারি না। আচ্ছা! প্রাণদণ্ড করবো না। (অসি কোষস্থ করিয়া) কিন্তু যাতে আমাকে ওর মুখাবলোকন কত্যে না হয়, এমন দণ্ড বিধান করা আবশ্যক।—রক্ষক!—

নেপথ্যে। মহারাজ!

রক্ষকের প্রবেশ

রাজা। দেখ্, এ দুরাচারকে নগরপালের নিকটে এই মুহূর্ত্তে লয়ে যা। আর তাকে বল্‌গে, যে এর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চূণকালি দিয়ে, একে দেশান্তর করে দেয়। আর এর যা কিছু সম্পত্তি আছে, সব দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করে।

রক্ষ। যে আজ্ঞা, ধর্ম্মাবতার! (ধনদাসের প্রতি) চল,—

ধন। (করযোড়ে সজলনয়নে) মহারাজ—

রাজা। চুপ্, বেহায়া। আর আমি তোর কোন কথা শুনতে চাইনে। নে যা একে! ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।

রক্ষ। চল।

[ধনদাসকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আহা! প্রাণটা বেঁচেছে যে, এই রক্ষা! এখনই ভায়ার লীলা সম্বরণ হয়েছিল আর কি। হা! হা! যা হউক, ইঁদুর ভায়া সমস্ত রাত্রি চুরি করে করে খেয়ে, শেষ রাত্রে ফাঁদে পড়েছেন। হা! হা! হা!

বিলা। এ সব, ভাই, তোরই কৌশলে ঘটলো। যা হউক, মহারাজ যে ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম লাভ। তবে কি না, মহা-

রাজের চোক্ দুটি যে এত দিনে খুল্‌লো, এও আহ্লাদের বিষয়।

রাজা। এ দুরাচার আমাকে যে সব কুপথে ফিরিয়েছে, তা মনে হলে লজ্জা হয়! কিন্তু কি করি, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অল্প দন্ড দিয়ে ছেড়ে দিতে হলো।

নেপথ্যে। (রণবাদ্য) (মহারাজের জয় হউক) (রাজকুমারের জয় হউক)।

রাজা। (সচকিতে) বোধ হয়, কুমার ধন-কুলসিংহ এসে উপস্থিত হলেন। প্রিয়ে, এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে। আমাকে এখন যেতে হলো।

বিলা। সে কি, মহারাজ? এত শীঘ্র? তবে আবার কখন দেখা হবে, বলুন?

রাজা। তা ভাই, কেমন করে বলবো? আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা করবো। যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়া) দেখ, ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা হলে আমাকে নিতান্ত ভুল না, একবার মনে করো, আর অধিক কি বলবো।

বিলা। (নিরুত্তরে রোদন।)

মদ। (সজল নয়নে) বালাই, মহারাজ, এমন কথা কি মুখে আনতে আছে!

রাজা। সখি, এ বড় সামান্য ব্যাপাব ত নয়। পৃথিবীব ক্ষত্রিয়-কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে! সে যা হউক। এখন এসো, বিলাসবতি, আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও এসে।

মদ। এসো, সখি, মহাবাজের সংগে দ্বার পর্য্যন্ত যাই। আর কাঁদলে কি হবে, ভাই? এখন পবমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যে মহারাজ যেন ভালয় ভালয় স্ববাজ্যে ফিরে আসেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাংক

দুপুর, নগরপ্রান্তে রাজপথ-সম্মুখে দেবালয়

দেবালয়েব গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী এবং মদনিকা

মদ। আর কেন, সখি? চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্‌গে, বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো। বিশেষ দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, আর এখানে থাক্‌লে লোকে বলবে কি?

নেপথ্যে। (রণবাদ্য।)

বিলা। ঐ শোন্ লো, শোন্। মহারাজ বুঝি আবার ফিরে আসচেন।

মদ। তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে। ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, কে আসচে?

বিলা। সখি, আমি চক্ষের জলে একবারে যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা কৈ? আমি ত কাকেও দেখতে পাচ্চি না।

মদ। এখন, ভাই, কাঁদলে আর কি হবে? ঐ দেখ, মন্ত্রী মহাশয় আসচেন।

নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খন্ডন কর্ত্তে পারে? হায়, একটা তুচ্ছ অগ্নিকণা এ ঘোরতর দাবানল হয়ে জ্বলে উঠলো! আহা, এতে যে কত সুন্দর তরু আর কত পশু পক্ষী পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তাব কি আর সংখ্যা আছে! (দীর্ঘনিশ্বাস) এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা! এ জলস্রোতঃ যখন পর্ব্বত থেকে বেরিয়েছে, তখন এব গতি রোধ করা কাব সাধ্য? (নেপথ্যাভিমুখে) এ কি? অর্জ্জুনসিংহ, তোমার দল যে এখনও এখানে রয়েছে?

নেপথ্যে। আজ্ঞা, এই আমরা চললেম আর কি।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি কিছু-মাত্র ভয় নাই? এ কি? এ সব ময়দার গাড়ী এখনও পড়ে রয়েছে?

নেপথ্যে। মহাশয়, গরু পাওয়া ভার।

মন্ত্রী। (কর্ণ দিয়া) অ্যাঁ—কি বললে? গরু পাওয়া ভার! কি সর্ব্বনাশ! তোমরা তবে কি কর্ত্তে আছ?

নেপথ্যে। উঠ হে, উঠ, শীঘ্র করে গাড়ী গুলন যুতে ফেল।

ঐ। আজ্ঞা, এই হলো আর কি?

ঐ। ও হে বাদ্যকরেরা, তোমরা ঘুমুতে লাগলে না কি? বাজাও! বাজাও!

ঐ। মহাশয়, আশীর্ব্বাদ করুন, এই আমরা চললেম। বাজাও হে, বাজাও।

ঐ। (রণবাদ্য) মহারাজের জয় হউক!

মন্ত্রী। (স্বগত) দেখিগে, আর কোন্ দল কোথায় কি কচ্চো? আঃ, এ সব কি একজন হতে হয়ে উঠে? ভগবান্ সহস্রলোচন পারেন কি না, সন্দেহ; আমার ত দুই চক্ষুঃ বৈ নয়। [প্রস্থান।

বিলা। মদনিকে, চল, ভাই, আমরা ওই মহদার গাড়ীর পেছনে পেছনে মহারাজের নিকট যাই।

মদ। তুমি, সখি, পাগল হলে না কি? চল বরং বাড়ী যাই। দেখ, বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হলো। এখন রাজহংসীরা সরোবরে ভেসে গা শীতল কচ্চো। তা আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হয় না।

বিলা। আমার কি আর, ভাই, ঘরে ফিরে যেতে মনঃ আছে?

মদ। হা! হা! হা! তুমি, ভাই, কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ কল্যে নাকি? হা! হা! হা! সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়া প্রাণ আব বাঁচে না। হা! হা! হা! ওহে রাধে! এ যমুনা-পুলিনে বসে একলা কাঁদলে আর কি হবে? তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুব্জা সুন্দরীকে লয়ে কেলি কচ্চোন। হা! হা! হা!

বিলা। ছি; যাও মেনে, ভাই! ও সব তামাসা এখন আব ভাল লাগে না।

মদ। এ কি? ধনদাস না?

নীচে দরিদ্রবেশে ধনদাসের প্রবেশ

ধন। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল! আমি এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ সুখ ভোগ করে, অবশেষে অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর কুক্কুরের ন্যায় আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফিরতে হলো? তা তোমারই বা দোষ কি? আমারই কর্ম্মের দোষ। পাপকর্ম্মের প্রতিফল এইরূপেই ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! লোভমদে মত্ত হলে লোকের কি আর জ্ঞান থাকে? তা না হলে রঘুপতি কি সীতাকে ফেলে সুবর্ণ-মৃগের অনুসরণ কত্তেন? এই লোভমদে মত্ত হয়ে আমি যে কত কুকর্ম্ম করেছি, তার সংখ্যা নাই। (রোদন)। প্রভু, আমার অশ্রুজল দিয়া তুমি আমার পাপপঙ্কে মলিন আত্মাকে ধৌত কর! (রোদন)। হায়! হায়! আমার যদি এ জ্ঞান পূর্ব্বে হতো, তবে কি আর আমার এ দুর্দ্দশা ঘটতো।

মদ। আহা! সখি, শুনলে ত? দেখ, সখি, ধনদাসের দশা দেখে আমার যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হচ্চো, তা আর কি বলবো? তুমি, ভাই, এখানে একটু থাক, আমি গিয়ে ওর সঙ্গে গোটা দুই কথা কয়ে আসি।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) ধনসঞ্চয়ের নিমিত্তে লোকে কি না করে? কিন্তু সে ধন কারো সঙ্গে যায় না। হায়, এ কথাটি যে লোকে কেন না বোঝে, এই আশ্চর্য্য। এই যে আমি এত করে একগাছি রত্নমালা গেঁথেছিলাম, সে গাছি এখন কোথায় গেলো? কে ভোগ করবে? হাঃ।

মদনিকার প্রবেশ

মদ। ধনদাস যে।

ধন। অ্যাঁ—কেন—কে ও? মদনিকা! (স্বগত) আরো কি যন্ত্রণা বাকি আছে? (প্রকাশে) দেখ, ভাই, আমি যত দুব দণ্ড পেতে হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার—

মদ। না, না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর কোন মন্দ করবো না। তোমার দুঃখে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি বলবো? ধনদাস, আমি, ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে—হাজার হউক, পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়। তা, ভাই, যা হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আমি তোমাকে এই অঙ্গুরীটি দিলেম।

ধন। (সচকিতে) আঃ, এ অঙ্গুরীটি, ভাই, তুমি কোথা পেলে?

মদ। কেন? তুমিই যে আমাকে দিয়েছিলে, এখন ভুলে গেলে না কি? উদয়পুরের মদনমোহনকে তোমার মনে পড়ে কি? (ঈষৎ হাস্য।)

ধন। অ্যাঁ—কাকে বললে, ভাই?

মদ। মদনমোহনকে—যে তোমাকে মদনিকাকে দেখাতে চেয়েছিল। আজ তা হলো ত? এই দেখ—আমিই সেই মদনিকা।

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে?

মদ। আর কেমন করে বলবো? আমি না হলে এ সকল ঘটনা ঘটায় কে? ধনদাস, তুমি ভেবেছিলে, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত্ত আর নাই, কিন্তু এখন টের পেলে ত, যে সকলেরই উপর উপর আছে? ভেবে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কত বড় দুষ্ট ছিলে! সে যা হউক, ঢের হয়েছে। এখন যদি তোমার সে দুষ্ট বুদ্ধি গিয়ে থাকে, তবে আমার সঙ্গে এসো। দেখি, আমি যাকে ভেঙেচি, তাকে আবার গড়তে পারি কি না।

ধন। তোমার কথা শুনে ভাই, আমি অবাক্ হয়েচি! তুমিই তবে সেই মদনমোহন? কি আশ্চর্য্য!—আমি কি কিছুমাত্র চিনতে পারি নাই?

মদ। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ঐ দেখ, বিলাসবতী উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাছে, ভাই, আর পিরীতের কথার নামও করো না। আর দেখ, এ জন্মে কাকেও মেয়েমানুষ বলে অবহেলা করো না। তাব ফল ত দেখলে? কি বল? হা! হা! হা! (বিলাসবতীর প্রতি) এসো, সখি, তুমি একবার নেবে এসো। আমার ভারি খিদে পেয়েছে। চল হে, ধনদাস, চল।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাংক

পঞ্চমাংক

প্রথম গর্ভাংক

উদয়পুর, রাজগৃহ

রাজা ভীমসিংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! তার পর?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তিনি সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুর একেবারে ভস্মসাৎ করে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন। রাজা জগৎসিংহেরও এইরূপ পণ।

রাজা। (ক্ষোভ ও বিরক্তির সহিত) বটে? এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরত্ব বলে থাকে? (ললাটে করপ্রহার করিয়া) হায়! হায়! মৃতদেহে কে না খড়্গ প্রহার কত্তে পারে? আমার যদি এমন অবস্থা না হতো, তা হলে কি আর এঁরা এত দর্প কত্তে পারতেন? দেখ, আমার ধনাগার অর্থশূন্য; সৈন্য বীরশূন্য, সুতরাং আমি অভিমন্যুর মতন এ সপ্ত রথীর মধ্যে যেন নিরস্ত্র হয়ে রয়েছি; তা আমার সর্ব্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়।—হে বিধাতঃ, এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ্য কত্তে হবে? শমন আমাকে কত দিনে গ্রাস করবেন?

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হলে—

রাজা। (সরোষে) বল কি, সত্যদাস? এ সকল কথা শুনে স্থির হয়ে থাকা যায়? মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসান? আর রাজা জগৎসিংহও যে এখন আত্মবিস্মৃত হলেন, এও বড় আশ্চর্য্য! (পরিক্রমণ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) হায়! হায়! এ কি রাগের সময়? আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ প্রবল বৈরীদলকে কটূক্তিতে বিরক্ত করা উচিত? (দীর্ঘনিশ্বাস) হা বিধাতঃ, কুমারী কৃষ্ণাকে লয়ে যে এত বিভ্রাট ঘটবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সত্যদাস, বসো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (উপবেশন।)

রাজা। এখন এতে কি কর্ত্তব্য, তা বল দেখি? আমি ত কোন দিকেই এ বিপদ্-সাগরের কূল দেখতে পাচ্চি না। (দীর্ঘ-নিশ্বাস) মন্ত্রি, এ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে সুখভোগ করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন, বল দেখি! এমন যে মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো! হায়! শমন কি আমাকে বিস্মৃত হলেন! এ কৃষ্ণা আমার গৃহে কেন জন্মেছিল? হায়!

মন্ত্রী। নরনাথ, এ সূর্য্যবংশীয় রাজারা পূর্ব্বকালে আপন কুল মান রক্ষার্থে যা যা কীর্ত্তি করে গেছেন, তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না?

রাজা। সত্যদাস, তুমি ও সকল কথা আমাকে এখন আর কেন স্মরণ করিয়ে দাও? আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে, সে অন্ধকার যেন দ্বিগুণ বোধ হয়, ও সব পূর্ব্ব-কথা মনে হলে কি আমার আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে—

মন্ত্রী। মহারাজ—

রাজা। হায়, এ শৈলরাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহ্বরে প্রবেশ করে; কিন্তু সিংহের কি সে রীতি?

বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ

এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ শুনেছ ত?

বলে। (উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, হ্যাঁ, মন্ত্রীর নিকট সকলই অবগত হয়েছি। আর আমিও যে কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে তিন জন ফিরে এসেছে। যবনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী, উভয়েই রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন।

রাজা। সে কি? আমীর না ধনকুল-সিংহের দলে ছিলেন?

বলে। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রবঞ্চনায় ধনকুলসিংহের প্রাণ নাশ করে, এখন আবার রাজা মানসিংহের সহায় হয়েছেন।

রাজা। আঁ! বল কি? আহা হা! আমি দেখছি, বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকুলের কুলব্রত!

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার আব সন্দেহ নাই; ভারতবর্ষে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে।

রাজা। জয়পুর থেকে, ভাই, কি সংবাদ এসেছে, বল দেখি শুনি।

বলে। আজ্ঞা, রাজা জগৎসিংহও প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন কচ্যেন। আর অনেক অনেক রাজবীরও তাঁর সহায় হয়েছেন।

মন্ত্রী। হায়! হায়! এ সমরের কথা শুনলে যে কত দিক্ থেকে কত লোক গর্জ্জে উঠবে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ভ হলে সাগরের তরঙ্গসমূহ কখনই শান্তভাবে থাকে না।

রাজা। না, তা ত থাকেই না। তবে এখন এতে কি কর্ত্তব্য? তুমি কি বল, বলেন্দ্র?

বলে। আজ্ঞা, আর কি বলবো? মহারাজের কিম্বা স্বদেশের হিতসাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। তবে কি না, এ বিপদ্ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। যা হোক, যে পর্য্যন্ত আমার কায় প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, আমি যত্নে কখনই বিরত হবো না। এখন দেবতারা—

রাজা। ভাই, এখন কি আর সে কাল আছে, যে দেবতারা মানবজাতির দুঃখে দুঃখী হবেন। দুরন্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও অন্তর্হিত হয়েছেন। তবে এখনও যে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয়ে থাকে, সে কেবল বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধি বলে।

বলে। যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তা হলে, না হয় একবার দেখি, বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে কি লিখেছেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) তা, ভাই, আর দেখতে হবে কেন? বুঝেই দেখ না, যদি কোন ব্যক্তি 'বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন, দেখি,' এই বলে কোন উচ্চ পর্ব্বত থেকে লাফ দেয়; কিম্বা জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করে, তা হলে বিধাতা যে তার কপালে কি লিখেছেন, তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়।

বলে। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবু—

মন্ত্রী। (বলেন্দ্রের প্রতি) আপনি একবার এই পত্রখানি পড়ে দেখুন দেখি। (পত্রপ্রদান।)

রাজা। ও কি পত্র, মন্ত্রি?

মন্ত্রী। মহারাজ, এ পত্রখানি আমি গত রাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কে কোথ্থেকে লিখেছে, আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধানই পাচ্চি না।

বলে। কি সর্ব্বনাশ! রাম, রাম, রাম, রাম!—এমন কথা কি মুখে আনতে আছে!

রাজা। কেন, ভাই, বৃত্তান্তটা কি বল দেখি, শুনি?

বলে। আজ্ঞা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ কত্যে পারি না, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, পড়ে দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার সাধ্য নয়। (রাজাকে পত্র-প্রদান।)

মন্ত্রী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্তু—

বলে। রাম! রাম! আর ও কথায় প্রয়োজন কি? রাম, রাম! এও কি কথা! ছি, ছি, ছি!

মন্ত্রী। (জনান্তিকে) তা—বলি—বলি এ উপায় ভিন্ন আর যদি অন্য কোন উপায় থাকে, তা বরং আপনি বিবেচনা করে দেখুন—

বলে। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি। মহাশয়, এ কি মনুষ্যের কর্ম্ম?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুল মান রক্ষা করা মানবজাতির প্রধান কর্ম্ম। বিশেষতঃ ক্ষত্রকুলের যে কি রীতি, তা ত আপনি জানেন।

রাজা। (ক্ষণৈক নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) মন্ত্রি,—

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। এ পত্রখানি তোমাকে কে লিখেছে হে?

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমি বলতে পারি না।

রাজা। দেখ, মন্ত্রি, এ চিকিৎসক অতি কটু ঔষধের ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্তু এ দেখচি, রোগ নিরাকরণ কত্যে সুনিপুণ। (দীর্ঘনিশ্বাস এবং নীরবে অবস্থান।)

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ! আর বোধ হয়, এ রোগের এই ভিন্ন আর কোন ঔষধ নাই।

রাজা। বলেন্দ্র,—

বলে। আজ্ঞা—

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাই, কি হবে?

বলে। আজ্ঞা, এ পত্রখানি আমাকে দেন, আমি ছিঁড়ে ফেলি। এ যে শত্রুর লিপি, তার কোন সন্দেহ নাই। কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। তুমি কি বল, সত্যদাস?

মন্ত্রী। মহারাজ, বিপদ্‌কাল উপস্থিত হলে, লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষঃ বিদীর্ণ করেও দেবপূজায় রক্তদান করে থাকে।

রাজা। সত্যদাস, তা যথার্থ বটে। কিন্তু বক্ষঃ বিদীর্ণ করে রক্ত দেওয়াতে আর এ কর্ম্মেতে অনেক পৃথক্।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা অধিকতর, কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, এ সময়ে সর্ব্বনাশ হবার সম্ভাবনা; তা সর্ব্বনাশ অপেক্ষা—

রাজা। সত্যদাস, এ কথাটা মনে হলে সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হয়, আর চতুর্দ্দিক্ যেন অন্ধকার দেখি। আঃ, কি হলো! হা পরমেশ্বর!—না, না, না,—এও কি হয়?—

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে করে দেখুন। কত শত রাজসতী এই বংশের মানরক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহ ত্যাগ করেছেন; বিশেষতঃ যিনি নরপতি, তিনি প্রজাগণের পিতাস্বরূপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত সহস্র জনকে ধনে প্রাণে নষ্ট করা উচিত?

রাজা। হাঁ, তা বটে। কিন্তু তা বলে আমি কি এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর ব্যাপারে সম্মত হতে পারি? আর রাজমহিষী এ কথা শুনলেই বা কি বলবেন? আমাদের পুরুষকুলে জন্ম; সুতরাং আমরা অনেক সহ কত্যে পারি; কিন্তু—

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি এ কথা কেমন করে টের পাবেন?

রাজা। সত্যদাস, এ কথা কি গোপন থাকবে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা না থাকতে পারে। তবে কি না, এটা একবার চুকে গেলে আর ততো ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হতে শোকের সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন। অতএব শোক কিছু চিরস্থায়ী নয়।

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।—না,—তাতেই বা কি হবে? কেবল আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বিশেষতঃ, আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ্ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না,—কৃষ্ণা থাকতে এ বিবাদ যে মেটে, এমন ত কোন মতেই বোধ হয় না। আর এ বিবাদ ভঞ্জন না হলেও সর্ব্বনাশ। উঃ—না, না, (গাত্রোত্থান) তা বলে কি আমি এ কর্ম্মে সম্মত হতে পারি? সত্যদাস, এমন কর্ম্ম চণ্ডালেও কত্যে পারে না। আর চণ্ডাল ত মনুষ্য, এমন কর্ম্ম পশু পক্ষীরাও কত্যে বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জন্তুরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন করে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, এ তর্কবিতর্কের বিষয় নয়। আপনি কি বলেন, বীরবর?

বলে। আমি এতে আর কি বলবো?

রাজা। বলেন্দ্র, আমি কি, ভাই, ইচ্ছা করে আমার স্নেহপুত্তলিকা কৃষ্ণার প্রাণনাশ কত্তে সম্মত হতে পারি? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, অপত্যস্নেহ যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না। ভাই, এ কথাটা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে উঠে, তার আর কি বলবো? উঃ—(বক্ষঃস্থলে হস্তপ্রদান) হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে? আহা! এমন সরলা বালা!—আমার প্রাণপ্রতিমা নিরপরাধে—আহা! ও মা কৃষ্ণা—আঃ—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বলে। হায়, এ কি হলো? —কি হবে? এখানে কে আছে রে?

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। কি সর্ব্বনাশ! এ কি?—মহারাজ! —এ কি?

মন্ত্রী। বীরবর, এ দেখছি, বিষম বিপদ্ উপস্থিত। তা আসুন, আমরা মহারাজকে এখানে থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ, তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে আনগে যা।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরুন।

[রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, একলিঙ্গের মন্দির-সম্মুখে

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (স্বগত) উঃ, কি অন্ধকার! আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি ভয়ানক স্থান। এখানে যে কত ভূত, কত প্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে। মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। (সচকিতে) ও বাবা! ও কি ও? তবে ভাল!—একটা পেঁচা! আমার প্রাণটা একেবারে উড়ে গেছলো! শুনেছি, পেঁচাগুলো ভুতুড়ে পাখী। তা হতে পারে। ও মধুর স্বর ভূতের কানে বই আর কার কানে ভাল লাগবে। দূর! দূর! (পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! আজ ক দিন হলো, মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আহার, নিদ্রা, রাজকর্ম্ম, সকলই একেবারে পরিত্যাগ করেছেন, আর সর্ব্বদাই "হে বিধাতঃ, আমার কপালে কি এই ছিল! হা! বৎসে কৃষ্ণা, যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হতে হলো!" কেবল এই সকল কথাই ও'র মুখে শুনতে পাই। (নেপথ্যে পদশব্দ—সচকিতে) ও আবার কি? লম্বা যেন তালগাছ! ও বাবা! কি সর্ব্বনাশ! এ কি নন্দী না ভৃঙ্গী, না বীরভদ্র? বুঝি বীরভদ্রই হবে! তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে! উঃ। ও বাবা! এই দিকেই যে আসচে।

রক্ষকের প্রবেশ

কে ও? ও! রঘুবরসিংহ! আঃ! বাঁচলেম। আমি ভাই, তোমাকে বীরভদ্র ভেবে পলাতে উদ্যত হয়েছিলাম। তা তুমিও প্রায় বীরভদ্র বট!

রক্ষ। চুপ কর হে। এত চেঁচিয়ে কথা কইও না।

ভৃত্য। কেন? কেন? কি হয়েছে?

রক্ষ। মহারাজ, বোধ হয়, অত্যন্ত সংকটে পড়েছেন; বাঁচেন কি না, সন্দেহ।

ভৃত্য। বল কি, রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মূর্চ্ছা যাচ্যেন। ভগবান্ শম্ভুদাস আর তাঁর প্রধান প্রধান চেলারা অনেক ঔষধপত্র দিচ্যেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠচে না। আহাঃ, মহারাজের দুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আর রাজকুমার বলেন্দ্রও, দেখচি, অত্যন্ত কাতর। দেখ, ভাই, বড় ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রণয় আমি কোথাও দেখি নাই। দুই জনে যেন এক প্রাণ।

ভৃত্য। তার সন্দেহ কি?

রক্ষ। তুমি ত, ভাই, সর্ব্বদাই মহারাজের

কাছে থাক। তা মহারাজের এমন হবার কারণটা কিছু বুঝতে পার?

ভৃত্য। কৈ না! কেন? তুমিও ত, ভাই, রাজকুমারের ওখানে থাক। তা তুমি কি কিছু জান না?

রক্ষ। কে জানে ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারি না! তবে অনুমানে বোধ হয়, রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ বিষয়ই এ বিপদের মূল কারণ; দেখ, এ কয়েক দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে সর্ব্বদা তাঁরই নাম শুনতে পাই।

ভৃত্য। বটে? আমিও, ভাই, মহারাজের মুখে তাই শুনি।

বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ

বলে। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ; এ কি আমার কর্ম্ম; হস্তী সুকুমার কুসুমকে দলন করে ফেলে বটে? তা সে পশু বৈ ত নয়। রূপ লাবণ্য গুণবিষয়ে তার চক্ষুঃ অন্ধ। কিন্তু মনুষ্য কি কখন পশুর কাজ কত্তে পারে? না, না, এ আমার কর্ম্ম নয়। আমার এখনি এ স্থান হতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। (প্রকাশে) রঘুবরসিংহ?

রক্ষ। কি আজ্ঞা, বীরপতি!

বলে। শীঘ্র আমার ঘোড়া আনতে বলো।

রক্ষ। যে আজ্ঞা! (ভৃত্যের প্রতি) ওহে, বড় অন্ধকারটা হয়েছে; এসো না, ভাই, আমরা দুজনেই যাই।

ভৃত্য। আচ্ছা, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, রক্ষা করুন, আর কি বলবো? আপনি এত বিরক্ত হলে সর্ব্বনাশ হয়! আসুন, মহারাজ আপনাকে আবার ডাকছেন।

বলে। (হস্ত ছাড়াইয়া) তুমি বল কি, মন্ত্রি? আমি কি চণ্ডাল? না পাষণ্ড? এ কি আমার কর্ম্ম? এ কলঙ্কসাগরে মহারাজ আমাকে কেন মগ্ন কত্তে চান? আঁ? আমি কি বলে মনকে প্রবোধ দেবো, বল দেখি? কৃষ্ণা আমার প্রাণপুত্তলিকা। আমি কেমন করে নিরপরাধে তার প্রাণ বিনষ্ট করি?—ঐহিক সুখের জন্যে লোক পরকাল নষ্ট করে; কেন না, পরকালে যে কি ঘটবে, তার নিশ্চয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপ কর্ম্মের প্রতিফল কি ইহ কালেও ভোগ কত্তে হয় না?—মন্ত্রি, তুমি এ ঘৃণাস্পদ কর্ম্ম কত্তে আমাকে আর অনুরোধ করো না।

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, আপনি মন্দিরের ভিতরে আসুন। এ সব কথার যোগ্য স্থল এ নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চারি জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া) বোম্ ভোলানাথ! (সকলের উপবেশন এবং শিবস্তব গীতান্তে) বোম্ মহাদেব!

প্রথম। গোঁসাই জি, আপনি যে বলছিলেন, অদ্য রাত্রে মহারাজের কোন বিপদ্ হবে, এর কারণ কি? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে জানতে পারলেন?

দ্বিতীয়। বাপু, তোমরা আমার চেলা। অতএব তোমাদের নিকট আমার কোন বিষয় গোপন রাখা অতি অকর্ত্তব্য। অদ্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে! কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, যেন সে স্থল হতে একটা রক্তস্রোতঃ নির্গত হচ্চে। তৎপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী দগ্ধ হচ্চেন, আর সকল দেবগণ হাহাকার কচ্চেন। এ সকলের পরেই এই ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হলো। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। এতে যে কোন বিশেষ বিপদ্ উপস্থিত হবে তার সন্দেহ নাই।

প্রথম। তা আপনি কেন মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করান না।

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার যা নির্ব্বন্ধ, তা অবশ্যই ঘটবে; অতএব মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে কেবল তাঁকে উদ্বিগ্ন করা হবে। আর কোন উপকার নাই।

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি বিপদ্ ঘটতে পারে?

দ্বিতীয়। তা কেবল ভগবান্ একলিঙ্গই জানেন। আমার অনুমান হয়, যার নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘটতে পারে। যা হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই! এক্ষণে চল, আমরা এ স্থান হতে প্রস্থান করি। আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি ত্বরায় একটা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হবে।

সকলে। বোম্ কেদার! হর-হর-হর! বোম্-বোম্-বোম্!

[সকলের প্রস্থান।

বলেন্দ্র এবং মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ

মন্ত্রী। রাজকুমার, পিতৃসত্য পালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। তা মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা আপনার কোন মতেই উচিত হয় না।

বলে। আর ও সব কথায় আবশ্যক কি? আমি যখন মহারাজের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, না, তা কেমন করে থাকবে?

বলে। দেখ, মন্ত্রি, তুমি মহাবাজকে সাবধানে রাজপুরে আন। হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে এমন কেন ঘটলো? অবশ্য আমার পূর্ব্বজন্মে কোন পাপ ছিল; তা না হলে—

(নেপথ্যে)। বীরবর, আপনার ঘোড়া প্রস্তুত।

বলে। আচ্ছা। আমি চললেম, মন্ত্রি।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) রাজকুমার যে এ দুরূহ কর্ম্মে সম্মত হবেন, এমন ত কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যা হউক, এখন বহু কষ্টে সম্মত হলেন। আহা! রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য বিড়ম্বনা।

রাজার প্রবেশ

রাজা। সত্যদাস, বলেন্দ্র কি গেছে? হায়, হায়! হে বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি তুমি এই লিখেছিলে? বাছা, আমি কি আর তোমার সে চন্দ্রানন দেখতে পাব না? হায়, হায়! ছিঃ, আমি কি পাষণ্ড! নরাধম—

মন্ত্রী। মহারাজ, এখন চলুন, রাজপুরে চলুন।

রাজা। সত্যদাস, আমি ও মশানে আর কেমন করে প্রবেশ করবো?

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার,—

রাজা। সত্যদাস, তুমি আমাকে কেন আর ধর্ম্মাবতার বল? আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। আমি স্বয়ং কলি অবতার।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয়!

ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জ্জন

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুণ্ডা-রূপে গর্জ্জন কচ্চোন। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃ, তুমি কি আমাকে গ্রাস কত্তে উদ্যত হয়েছো? উঃ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান্ কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্চোন। বজ্রের কি ভয়ংকর শব্দ! এ কি প্রলয়কাল! তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না? (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) হে কাল, আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবি! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ! বিনাশ কর।—কৈ? এখনও বজ্রাঘাত হলো না?—কৈ? বিলম্ব কেন। (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া) এই নেও!—এই নেও! (কিঞ্চিত নীরব) কৈ? বজ্র ভয়ে পলায়ন কল্যেন নাকি? (বিকট হাস্য।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি বিপদ্ উপস্থিত! মহারাজ যে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন। (প্রকাশে)

মহারাজ, আপনি ও কি করেন? আসুন, এক্ষণে রাজপুরে যাই।

রাজা। (না শুনিয়া) পরমেশ্বর কি কল্যে? —মৃত্যু হবে না? কেন হবে না? কেন?—কেন?—অ্যাঁ! কি হবে? তবে কি হবে?—আমার কি হবে? (রোদন।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি সর্ব্বনাশ! এখন কি করি? এঁকে লয়ে যাবার উপায় কি?

রাজা। এ কি? ও মা কৃষ্ণা! কেন, মা?—এস, এস, একবার তোমার মস্তক চুম্বন করি। তোমার কি হয়েছে, মা?—আহা!—আমি যে তোমার দুঃখী পিতা, মা। যাকে তুমি এত ভাল বাসতে।—(রোদন) ও কি ভাই বলেন্দ্র? ও কি?—ও কি?—কি কর?—কি কর? এমন কর্ম্ম—ওঃ—(মূচ্ছাপ্রাপ্তি।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি? এ কি? এ কি সর্ব্বনাশ!—কি হবে? এখানে যে কেউ নাই। (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস্ রে!

ভৃত্য ও রক্ষকের প্রবেশ

ভৃত্য। এ কি?—কি সর্ব্বনাশ!

মন্ত্রী। ধর, ধর, মহারাজকে শীঘ্র রাজপুরে লয়ে চল।

[রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর, কৃষ্ণকুমারীর মন্দির

অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ

অহ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ভগবতি, কৈ, আমার কৃষ্ণা ত এখানে নাই?

তপ। বোধ করি, তবে রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীতশালা থেকে আসেন নাই। তা আপনি এত উতলা হলেন কেন?

অহ। (নিরুত্তরে রোদন।)

তপ। (হস্ত ধরিয়া) ছি, ছি! ও কি মহিষি? স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? তা হলে এ পৃথিবীতে যে কত শত দরিদ্র রাজা হতো; আর কত শত রাজা দরিদ্র হতেন, তার সীমা নাই। কত লোক যে কত কি স্বপ্নে দেখে, তা কি সব সত্য হয়?

অহ। ভগবতি, আমার প্রাণটা কেমন কচ্যে; আপনি আমার কৃষ্ণাকে ডাকুন। আমি একবার তার চাঁদবদনখানি ভাল করে দেখি। (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। আপনি এমন কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন দেখি শুনি।

অহ। ভগবতি, সে স্বপ্নের কথা মনে হলে, আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরে উঠে! (রোদন।)

তপ। কেন, বৃত্তান্তটাই কি?

অহ। আমার বোধ হলো, যেন আমি ঐ দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে এক জন ভীমরূপী বীর পুরুষ একখান অসি হস্তে করে এই মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্যে—

তপ। কি আশ্চর্য্য! তার পর?

অহ। আমার কৃষ্ণা যেন ঐ পালঙ্কের উপর একলা শুয়ে আছে। আর ঐ বীর পুরুষ কল্যে কি, যেন ঐ পালঙ্কের নিকটে এসে তাকে খড়্গাঘাত কত্যে উদ্যত হলো; আমি ভয়ে অমনি চীৎকার করে উঠলেম, আর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল। ভগবতি, আমার কপালে কি হবে, বলতে পারি না। (রোদন।)

তপ। আপনি কি জানেন না, মহিষি, যে স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয়, আর ভাল দেখলে মন্দ হয়?

অহ। সে যা হৌক, ভগবতি, আমি আজ রাত্রে আমার কৃষ্ণাকে কখনই এ মন্দিরে শুতে দেবো না।

তপ। (সহাস্য বদনে) কেন মহিষি, তাতে দোষ কি? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ঐ শুনুন! আমি বলেছিলাম কি না, যে রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় আছেন। তা চলুন, আমরা সেখানেই যাই। মহিষি, আপনি কৃষ্ণার সম্মুখে কোন মতেই এত উতলা হবেন না। মেয়েটি আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হবে। তা তাকে আর কেন বৃথা মনঃপীড়া দেবেন? আর বিবেচনা করে দেখুন না কেন, স্বপ্ন নিদ্রাদেবীর ইন্দ্রজাল বৈ ত নয়। চলুন, আমরা এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

খড়্গহস্তে বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ

বলে। (স্বগত) আমি যে কত শত বার এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু আজ প্রবেশ কত্তে যেন আমার পা আর উঠতে চায় না। তা হবেই ত। চোরের মতন সিঁদ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা কি বীর পুরুষের ধর্ম্ম? হায়! মহারাজ কেন আমাকে এ বিষম ঝন্‌ঝটে ফেললেন? এ নিদারুণ কর্ম্ম কি অন্য কারো দ্বারা হতে পারতো না? ইচ্ছা করে যে কৃষ্ণাকে না মেরে আপনিই মরি! (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু তাতে ত কোন ফল দর্শাবে না? (শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া) কৈ? কৃষ্ণা ত এখানে নাই। বোধ হয়, এখনও শুতে আসে নাই। তা এখন কি করি? (পরিক্রমণ।) (নেপথ্যে গীত।) (স্বগত) আহা! হে বিধাতঃ, আমি কি এমন কোকিলাকে চিরকালের জন্যে নীরব কত্তে এলেম? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এই যে কৃষ্ণা এ দিকে আসছেন। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তুমি কি নিমিত্ত এ রাজ-বংশের প্রতি এত প্রতিকূল হলে! এমন নিধি দিয়ে কি আবার তাকে অপহরণ করবে! হায়, হায়! বৎসে, তুমি কেন এ নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রের গ্রাসে পড়তে আসচো! (অন্তরালে অবস্থিতি।)

কৃষ্ণার সহিত তপস্বিনীর পুনঃ প্রবেশ

তপ। বাছা, এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি গান বাদ্যেতে মত্ত থাকতে হয়? যাও, রাজমহিষী যে শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন করগে, আর বিলম্ব করো না।

কৃষ্ণা। ভাল, ভগবতি, মাকে আজ এত উতলা দেখলেম কেন, বলুন দেখি? উনি আমাকে আজ রাত্রে এ মন্দিরে শুতে মানা করছিলেন কেন?

তপ। রাজনন্দিনি, একে ত মায়ের প্রাণ; তাতে আবার তুমি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে! আর এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে উঠেছে—

কৃষ্ণা। (সহাস্য বদনে) তবে মা কি ভাবেন, যে আমাকে কেউ এ মন্দির থেকে চুরি করো নে যাবে?

তপ। বৎসে, তাও কি কখন হয়! চন্দ্রলোক থেকে অমৃত অপহরণ করা কি যার তার সাধ্য?

কৃষ্ণা। (গবাক্ষ খুলিয়া) উঃ, ভগবতি, দেখুন, কি অন্ধকার রাত্রি। নিশানাথের বিরহে রজনী দেবী যেন বেশভূষা পরিত্যাগ করে দুঃখসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

তপ। (সহাস্য বদনে) বাছা, তুমি আবার এ সব কথা কোত্থেকে শিখলে! যাও, শয়ন করগে। আমিও এখন কুটীরে যাই। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হলো।

কৃষ্ণা। যে আজ্ঞা।

তপ। তবে আমি এখন আসিগে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ একবার যুদ্ধে হেরেছিলেন বটে, কিন্তু শুনেছি, যে তিনি নাকি আবার অনেক সৈন্যসামন্ত লয়ে জয়পুরের রাজাকে আক্রমণ করবার উদ্যোগে আছেন ;—তা দেখি, বিধাতা, আমার কপালে কি করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস) সুভদ্রার জন্যে অর্জ্জুন যেমন যদুকুলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন, এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠলো। (গবাক্ষ খুলিয়া) ইঃ, কি ভয়ানক বিদ্যুৎ। যেন প্রলয়কালের বিস্ফুলিঙ্গ পাপাত্মার অন্বেষণে পৃথিবী পর্য্যটন কচ্যে। আর মেঘের গর্জ্জন শুনলে মহামহাবীর পুরুষেরও হৃৎকম্প হয়। উঃ, কি ভয়ংকর ঝড়ই হচ্যে। আজ এ কি মহা-প্রলয় উপস্থিত? এ মন্দির পর্ব্বতের ন্যায় অটল; প্রবল ঝড় বইলেও এতে কোন ভয় নাই। কিন্তু যারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি তাদের আজ কত কষ্ট হচ্যে! আহা! পরমেশ্বর তাদের রক্ষা করুন। হে বিধাতঃ, সেই মনুষ্য, সেই বুদ্ধি, সেই আকার, কিন্তু কেউ বা অপূর্ব্ব উচ্চ সুবর্ণ অট্টালিকায় ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ কচ্যে, আর কেউ বা আশ্রয়বিহীন হয়ে বৃক্ষমূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত করে। কিন্তু তাও বলি, অট্টালিকায় বাস কল্যেই যে লোকে সুখী হয়, এমন নয়। আমার ত কিছুরই অভাব নাই, তবে কেন আমি সুখী হই না? মনের সুখই সুখ! (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হলো কেন? পৃথিবীর কোন বস্তুই

ভাল লাগচে না। আমার মনঃ যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুল হয়েছে। দেখি দেখি, যদি একটু শয়ন করে সুস্থ হতে পারি। তাই যাই। হে মহাদেব, এ অধীনীর প্রতি দয়া করে এর মনের চঞ্চলতা দূর কর। প্রভু, এ দাসী তোমার নিতান্ত শরণাগত। (শয়ন।)

বলেন্দ্রসিংহের পুনঃ প্রবেশ

বলে। (স্বগত) হায়! হায়! আমি এমন কর্ম্ম কত্যে এলেম, যে পাছে একেবারে রসাতলে প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদক্ষেপণ কত্যেও আশঙ্কা হচ্যে। আমার এমনি বোধ হচ্যে যেন পদে পদে মেদিনী আমাকে গ্রাস কত্যে আসচেন। তা হলেও এক প্রকার ভাল হয়। রজনি দেবি, তুমিই আমার সাক্ষী। আমি এ কর্ম্ম আপন ইচ্ছায় কচ্যি না। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) হায়! হায়! আমি এ রাজকুলমৃণাল থেকে এ প্রফুল্ল কনক-পদ্মটি যথার্থই কি ছিন্ন ভিন্ন কত্যে এলেম। এমন সুবর্ণমন্দিরে সিঁদ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ করা অপেক্ষা কি আর পাপ আছে! (চিন্তা করিয়া) তা কি করি? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ। (দীর্ঘ-নিশ্বাস) আমার দেখচি মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো, কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই! তা জন্মের মতন বাছার চন্দ্রবদনখানি একবার দেখে নি! (মুখ দেখিয়া) হে বিধাতঃ, আমি কি রাহু হয়ে এমন পূর্ণ শশীকে গ্রাস কত্যে এলেম? আমি কি প্রলয়ের কালরূপে একে চিরকালের নিমিত্তে জলমগ্ন কত্যে এলেম? (নয়ন মার্জ্জন) আহা মা! আমি নিষ্ঠুর চণ্ডাল! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নষ্ট কত্যে এসেছি। আহা! বাছা এখন নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচ্যেন; আর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বপ্নদ্বারা পরম সুখানুভব কচ্যেন; কিন্তু নিকটে যে পিতৃব্য-স্বরূপ কাল এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ভ্রমেও জানেন না। হায়! হায়! যাকে আমি এত প্রাণতুল্য ভালবাসি, যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী জনের কঠিন হৃদয়ে অপার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি আমার নষ্ট কত্যে হলো? বলেন্দ্রের অস্ত্রের কি শেষে এই কীর্ত্তি হলো? ধিক্! ধিক্! (চিন্তা করিয়া) তবে আর কেন?—ওঃ! এ স্নেহনিগড় ভগ্ন করা কি মনুষ্যের কর্ম্ম? দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় একে যত খোল, ততই বাড়ে! হে পৃথিবি, তুমি সাক্ষী। হে রজনী দেবি, তুমি সাক্ষী। (মারিতে হস্ত উত্তোলন।)

কৃষ্ণা। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) অ্যাঁ—অ্যাঁ—কাকা! এ কি? এ কি?

বলে। (অসি ভূতলে নিক্ষেপ।)

কৃষ্ণা। অ্যাঁ—কাকা! এ কি? আপনি যে এমন সময়ে এখানে এসেছেন?

বলে। না, এমন কিছু নয়! কেবল তোমাকে একবার দেখতে এসেছি। তা বৎসে! তা বৎসে! আমাকে বিদায় দেও। আমি চল্যেম।

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি একজন মহাবীর পুরুষ; তা আপনার কি এ দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা উচিত?

বলে। (বদনাবৃত করিয়া নিরুত্তরে রোদন।)

কৃষ্ণা। (অসি অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি? (অসি বক্ষঃস্থলে গোপন ও প্রকাশে) কাকা, আমি আপনার পায়ে ধচ্যি, আপনি আমাকে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলুন।

বলে। বাছা, তুমি এ নরাধম নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো না। আমি ত তোমার কাকা নই, আমি চণ্ডাল, আমি তোমার কাল হয়ে এসে-ছিলাম। (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি, কাকা?

বলে। হা আমার কুললক্ষ্মী!—হে পৃথিবী, তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান কর! (রোদন।)

কৃষ্ণা। (হস্ত ধারণ) কেন, কাকা, আপনি এত চঞ্চল হলেন কেন?

বলে। কৃষ্ণা, আমি তোমার প্রাণ নষ্ট কত্যে এসেছিলাম।

কৃষ্ণা। কেন, কাকা, আপনার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি?

বলে। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণা! তুমি কি অপরাধ কাকে বলে, তা জান? (রোদন) মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ, উভয়েই এই

প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তোমাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরীকে ভস্মরাশি কর্য়ো এ রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবেন। আমাদের যে এখন কি অবস্থা, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান! এই জন্যেই—

কৃষ্ণা। কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা, যে—

বলে। মা, আমি আর কি বলবো? তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কর্ম্ম কত্যে প্রবৃত্ত হই?

কৃষ্ণা। বটে? তা এর নিমিত্তে আপনি এত কাতর হচ্যেন কেন? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আনুন গে। আমি তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মতন বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী! রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীরকেশরী। আপনার ভাইঝি আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি? (আকাশে কোমল বাদ্য) ঐ শুনুন! কাকা, একবার ঐ দুয়ারের দিকে চেয়ে দেখুন। আহা! কি অপরূপ রূপ-লাবণ্য! উনিই পদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে আর একবার দেখা দিয়েছিলেন; জননি, তোমার দাসী এলো বলে। দেখ, কাকা, এ মন্দির সহসা নন্দনকাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা! আমার কি সৌভাগ্য!

নেপ। (পদশব্দ।)

বলে। এ কি? এ কি?

রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রবেশ

রাজা। (ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ অবলোকন।)

মন্ত্রী। (কৃষ্ণাকে দেখিয়া স্বগত) এই যে, তবে এখনও হয় নাই। আঃ! রক্ষা হউক! (অগ্রসর হইয়া বলেন্দ্রের প্রতি জনান্তিকে) রাজকুমার, আর দেখেন কি? সর্ব্বনাশ উপস্থিত! মহারাজ হঠাৎ উন্মাদপ্রায় হয়েছেন।

বলে। সে কি? সর্ব্বনাশ! (রাজার নিরাসনে উপবেশন।) হায়, হায়! কি হলো! তা মন্ত্রি, তুমি ওঁকে এখানে আনলে কেন?

মন্ত্রী। কি করি? উনি আপনিই এই দিকে এলেন। সুতরাং, আমাকে ওঁর সঙ্গে আসতে হলো। কি জানি, যদি অন্য কোথাও যান। আর একটা ভাবলেম, যে মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, তখন আর এ গুরুতর পাপ-কর্ম্মে প্রয়োজন কি? তাই আপনাকে নিবেদন কত্যে এলেম। এর পর আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে। হায়, হায়, রাজকুমার—

রাজা। বলেন্দ্র! ছি ভাই! এমন কর্ম্মও করে। (গাত্রোত্থান করিতে করিতে) কর কি, কর কি? না,—না, না, না,—মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ! হুঁঃ! তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্যেম। (কিঞ্চিৎ গমন) এই যে আমার কৃষ্ণা! কেন, মা? কেন?—মা, একবার বীণাধ্বনি কর।—মা, একটি গান কর।—আহাহা—ঐ, ঐ, হা আমার কুললক্ষ্মী! তুমি কোথা গেলে! (রোদন।)

কৃষ্ণা। (রাজার অবস্থাকে শোক জ্ঞান করিয়া) কাকা, পিতা এমন কচ্যেন কেন? পিতঃ, আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন? জীব মাত্রেই শমনের অধীন। তা এতে দুঃখ কল্যে আর কি হবে? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার জন্যে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম্ম আছে? (আকাশে কোমল বাদ্য) ঐ শুনুন! রাজসতী পদ্মিনী আমাকে ডাকছেন! উনি এর আগে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যে "কুলমান রক্ষার জন্যে যে যুবতী আপন প্রাণ দান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।" পিতঃ, আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন! এই অন্তকালে যে মায়ের পা দুখানি দেখতে পেলেম না, এই একটা বড় দুঃখ মনে রৈল! (রোদন।)

বলে। ছি, মা, ছি! তুমি ও সকল কথা আর মুখে এনো না! তোমার শত্রুর অন্তকাল উপস্থিত হউক।

কৃষ্ণা। কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লেখেন নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে; কিন্তু আবার কোন কোন তরুর কাষ্ঠে দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ হয়। কুলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের জন্যে যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয়।

বলে। তুমি, মা, আর ও সব কথা কইও

না। তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব! তোমার অপেক্ষা কি এ রাজপদ প্রিয়তর?

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভালবাসেন, তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে আমাকে বিদায় দেন! পিতঃ, আপনি নরপতি; বিধাতা আপনাকে কত শত সহস্র প্রাণীর প্রতিপালন কত্যে এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন; তা আপনার তাদের সুখ দুঃখ বিস্মৃত হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন? আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আর আমার সঙ্গে কথা কবেন না? পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার শেষ আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ ভব-যন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়ে সুরপুরীতে যেতে পারি। (চরণে পতন।)

রাজা। এ না মানসিংহের দূত?—এত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে?

কৃষ্ণা। (উঠিয়া) কেন, পিতঃ, আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করেছি?

রাজা। কি অপরাধ?—আমার নিকটে ছলনা? দূর হঃ, দূর হঃ!

মন্ত্রী। এ কি সর্ব্বনাশ!—

কৃষ্ণা। হা বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? এ সময়ে পিতাও কি বিমুখ হলেন? কাকা, আমি পিতার নিকটে কি অপরাধ করেছি, যে উনি আমার প্রতি বিরক্ত হলেন? (আকাশে কোমল বাদ্য) আঃ, আমি এই যাই।—কাকা, আপনার চরণে ধরি (চরণে পতন।) আপনিই আমাকে বিদায় দেন।

বলে। উঠ মা, উঠ! ছি, মা, ছি! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন) তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব! তোমাকে বিদায়—(আকাশে কোমল বাদ্য।)

কৃষ্ণা। জননি এই আমি এলেম। (সহসা খড়্গাঘাত ও শয্যোপরি পতন।)

সকলে। এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বলে। হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল। হে পরমেশ্বর, আমাদের কি করলে! বৎসে, তুমি কি আমাদের যথার্থই ত্যাগ করলে! হায়, হায়! (রোদন।)

তপস্বিনীর প্রবেশ

তপ। এ কি? (অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এ রাজকুললক্ষ্মী এ অবস্থায় কেন? হায়, হায়! এ রত্নদীপ কে নির্ব্বাণ কল্যে?—হায়, হায়! (রোদন।)

বলে। আর ভগবতি, আমাদের কি হবে! এ দিকে এই, আবার ও দিকে মহারাজের দশা দেখেচেন? আহাহা! দাদা, তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! ভগবতি—

তপ। কেন, কেন? মহারাজের কি হয়েছে? উনি অমন কচ্যেন কেন?

বলে। আর ভগবতি, সকলই আমার অদৃষ্টে করে! মহারাজ হঠাৎ মহা উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

তপ। কেন? কারণ কি?

অহল্যাদেবীর বেগে প্রবেশ

অহ। (নেপথ্য হইতে) কৈ? কৈ? আমার কৃষ্ণা কোথায়? (অবলোকন করিয়া) এ কি? আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন?—অ্যাঁ!—এ যে রক্ত!—মহারাজ, এমন কে করলে?

তপ। মহিষি, মহারাজকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্যেন? ওঁতে কি আর উনি আছেন?

অহ। তবে বুঝি উনিই এ কর্ম্ম করেছেন! ও মা, আমার কি সর্ব্বনাশ হলো! (কৃষ্ণার মুখাবলোকন করিয়া রোদন) আহা! বাছা আমার সুবর্ণলতার ন্যায় পড়ে আছেন! ও মা কৃষ্ণা, আমি তোমার অভাগিনী মা এসে ডাকছি যে। ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চল্যে, মা? উঠ, মা উঠ। ও মা, ও মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো? (রোদন।)

কৃষ্ণা। (মৃদুস্বরে) মা,—এসেছো?—আমাকে পায়ের ধূলা দেও। মা,—পিতা আমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন,—তুমি ওঁকে আমার সকল দোষ ক্ষমা কর্‌ত্যে বলো। মা, আমি তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে সকল ক্ষমা করে আমাকে এ জন্মের

মতন বিদায় দেও। মা, তোমার এ দুঃখিনী মেয়েকে এর পর এক এক বার মনে করো। (মৃত্যু—আকাশে কোমল বাদ্য।)

অহ। ও মা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, মা! (রোদন) এ কি? আবার যে মা আমার চুপ করলেন? ও মা, কৃষ্ণা! ও মা! ও মা! ও মা! (মূর্চ্ছা।)

তপ। এ আবার কি হলো?—রাজমহিষী যে হঠাৎ অজ্ঞান হলেন। মহিষি, উঠুন, মহিষি, উঠুন, হায়, হায়! একবারে কি সব ছারখার হলো?

অহ। (চেতন পাইয়া) ভগবতি, আমি কি স্বপন—মহারাজ, এ কর্ম্ম কে করলে? ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন?—ও কি? (উঠিয়া) তোমরা যে সকলেই চুপ করে রৈলে?

রাজা। আঃ! (অগ্রসর হইয়া) মহিষী যে? (হস্ত ধরিয়া) দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেচো? কৈ?

অহ। মহারাজ, তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছুঁও না। তোমার হাতে আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মের মতন বিদায় হলেম।

[বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। ভগবতি, আপনি একবার যান, মহিষী কোথায় গেলেন দেখুন গে।

[তপস্বিনীর প্রস্থান।

রাজা। মহিষি, কোথা যাও? কোথা যাও? —গেলে, গেলে, গেলে? তুমিও গেলে। (রোদন) হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! আমি যাই মা, আমি যাই। ভাই বলেন্দ্র, কৃষ্ণা!—কৃষ্ণা! আমার কৃষ্ণা! (রোদন।)

মন্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই বংশের অধীন, আমাকে কি শেষে এই দেখতে হলো। (রোদন।)

অন্তঃপুরে রোদনধ্বনি, তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ

তপ। হায়! হায়! কি হলো!—রাজকুমার, রাজমহিষীও স্বর্গারোহণ কল্যেন। হায়, হায়! আমি এমন সর্ব্বনাশ কোথাও দেখি নাই। এ কি বিধাতার সামান্য বিড়ম্বনা? হায় হায়, হায়!

বলে। মন্ত্রি, আর কি? সকলই শেষ হলো। (রোদন) হায়! হায়! হায়! মৃত্যু কি আমাকে ভুলে আছেন?—দাদা, ঐ দেখুন, আমাদের রাজকুললক্ষ্মী মহানিদ্রায় অবশ হয়ে আছেন। আর এ রাজ্যে প্রয়োজন কি? হায়, হায়!

রাজা। বলেন্দ্র, ভাই, কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!—আমার কৃষ্ণা!

বলে। আহাহা! দাদা, তোমার জ্ঞান শূন্য হয়েছে, তুমি এর কিছুই জানতে পাচ্যো না। হায়! হায়! হায়! তা, ভাই, এ তো তোমার সৌভাগ্য বলতে হবে! হায়, এমন সময়ে জ্ঞান থাকা চেয়ে অজ্ঞান হওয়া ভাল! এ যাতনা কি সহ্য করা যায়! (রোদন।)

সত্য। রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃথা। মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাওয়া যাক। আর আসুন, এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য, দেখা যাক্‌গে। এ দিকের তো সকলি শেষ হলো। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তোমার কি অদ্ভুত লীলা। আসুন, রাজকুমার, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?

যবনিকা পতন

মায়া-কানন

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ-চরিত্র : বৃদ্ধ রাজা (সিন্ধুদেশাধিপতি)। অজয় (সিন্ধুর বাজকুমাব, শেষ রাজা)। সিন্ধুরাজমন্ত্রী। ধূমকেতু (গুর্জ্জরদেশের রাজা)। গুর্জ্জররাজমন্ত্রী। ভীমসিংহ (গুর্জ্জররাজেব সেনানী)। বামদাস (অরুন্ধতীর শিষ্য)। আত্মা (মৃত সিন্ধুরাজেব আত্মা)। বৃদ্ধ (বিচাবার্থী)। মদন (ঐ বৃদ্ধেব কন্যা সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী)। নৃসিংহ (ঐ)। দৌবাবিক, নাগবিক, পার্শ্বচব, বীব পুরুষ, পঞ্চালের দূত, গুর্জ্জরের দূত, বক্ষক, মধুদাস, মাতাল ও ঢুলী ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র : ইন্দুমতী (গান্ধাবের পদচ্যুত বাজা মকরধ্বজেব কন্যা)। শশিকলা (সিন্ধুবাজেব কন্যা)। সুনন্দা (ইন্দুমতীর সখী)। কাঞ্চনমালা (শশিকলার সখী)। অরুন্ধতী (তপস্বিনী)। সুভদ্রা (বিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কন্যা)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতাবৃত পথ, পশ্চাতে সিন্ধু নগর, সম্মুখে মায়াকানন

ইন্দুমতী এবং পুষ্পপাত্র ও ধূপদান হস্তে সুনন্দার ছদ্মবেশে প্রবেশ

ইন্দু। সখি! ঐ কি সেই মায়াকানন?

সুন। হাঁ রাজকুমারি!

ইন্দু। হা, ধিক্ সখি! তোর কি কিছুই জ্ঞান নাই? আমাদের কপালগুণে বিধাতা কি তোরেও একেবারে জ্ঞানহারা করেছেন?

সুন। কেন?

ইন্দু। কেন?—কেন কি? আমি রাজকুমারী,—এমন কি, রাজরাজেন্দ্রকুমারী,—তবুও এ অবস্থায় আমারে ওরূপ সম্বোধন করা আর কি সাজে? তুই কি কিছুই বুঝিস্ না?

সুন। (ক্ষুণ্ণমনে) হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? সখি! পোষা পাখী একবার যা শিখেছে, সে কি আর সহজে তা ভুলতে পারে? কখনো না কখনো সে কথা তার মুখ দিয়ে অবশ্যই বেরিয়ে পড়ে। তা সখি! এ বিজন দেশে এমন কে আছে যে, আমাদের এ কথা শুনলে অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা?

ইন্দু। সুনন্দা! এখানে কেউ থাক্ আর না থাক্, প্রতিধ্বনি ত আছে; আর আমাদের এখন এমনি অবস্থা যে, প্রতিধ্বনির কাণেও ও'কথা তোলা অনুচিত। তা দেখিস্, তুই যেন সতত সতর্ক থাকিস্। এখন বল্ দেখি,—ঐ কি সেই মায়াকানন? তা ওখানে গেলে আমাদের কি ফল লাভ হবে?—আর তুই ও সম্বন্ধে কি কি শুনিছিস্?

সুন। সখি! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী আমারে বারংবার বলেছেন যে, "ঐ মায়াকাননে এক পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি আছে।—যে লগ্নে দিনমণি কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, সেই সুলগ্নে যদি কোনো পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখ্তে পায়।"—আর আজ প্রাতঃকালে তপস্বিনী আমারে বলেছেন, "অদ্য দিবা দুই প্রহরের পর সেই শুভ লগ্ন।"—তা আমার এই বাসনা যে, ঐ সুসময়ে তুমি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর, দেখি আমাদের ভাগ্যে কি আছে!

ইন্দু। সখি! এ কথাতে কি কখনো বিশ্বাস হয়?

সুন। বল কি সখি! তবে অরুন্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী? না দৈব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা?

ইন্দু। তা নয় সখি!—তবে কি, সে সব কথা শুনলে আমার মনে ভয় হয়। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে যে কি আছে, তার অনুসন্ধান করা অনুচিত কর্ম্ম। বিধাতা যখন ভবিষ্যৎকে গূঢ় আবরণ দিয়ে আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত করে রেখেছেন, তখন সে আবরণ উত্তোলন কত্তে চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত?

সুন। তা যা হোক্ সখি, তুমি এখন চলো।

ইন্দু। সখি! আমাব পা যেন আর চলে না। এই দেখ, আমার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করে কাঁপছে। তুই কেন আমারে এ বিপদে ফেলতে এনিছিস্?

সুন। সখি! আমি কি তোমার শত্রু?—তুমি এই জেনো যে, তোমার সঙ্গে যাঁর বিবাহ হবে, অবশ্যই আজ তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া সাজে?

ইন্দু। সখি! কি বল্লি?—আমার বিবাহ? আমার বর?—যম।—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যেমন যদুপতি বাসুদেব রুক্মিণী দেবীকে হরণ করেছিলেন, তেমনি মৃত্যুপতি কৃতান্ত যদি এ দাসীরে শীঘ্র শীঘ্র হরণ করেন, তবেই আমি বাঁচি! (সজলনয়নে) এ জীবনে কি আমার আর সুখ ভোগের বাঞ্ছা আছে?—তাও কি তুমি মনে কর সখি? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

সুন। (সজলনয়নে) সখি! কেন তুমি আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যাতনা দেও! বার বার তুমি আর ও সকল কথা বলো না। বিধাতা

কি তোমারে চিরদিন এই অবস্থায় রাখবেন?—তা এখন চলো, এই সেই কাননের দ্বার।

উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ

সখি! ঐ দেখ, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! আর এটি কি মনোরম কানন!—এ যে দেবস্থান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। (করযোড় করিয়া দেবীমূর্ত্তির প্রতি) দেবি! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ;—আমার এ সখী যে কে, তা আপনি অবশ্যই জানেন। আর আমরা যে, কি অভিলাষে আপনার শ্রীচরণ-সন্নিধানে এসেছি, তাও আপনার অবিদিত নয়। প্রার্থনা করি, একটি বার ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করুন।—(ইন্দুমতীর প্রতি) দেখ সখি! ভগবতী বনদেবী কখনই আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবেন না। দেবতারা কখনই অকৃত্রিম ভক্তি অবহেলা করেন না। তা তুমি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।

ইন্দু। সুনন্দা! তুই কেন আমারে এখানে নিয়ে এলি?—আমি যে দাঁড়াতে পাচ্চি না,—আঃ!—আমার মন এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, আমি এখান থেকে যেতে পাল্লেই বাঁচি।—তা তুই আয়, আমরা দুজনে পালাই। এই ভয়ংকর পর্ব্বতকাননে কত যে হিংস্র জন্তু আছে, তা কে বলতে পারে? আমরা দুজনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই,—আয় আমরা পালাই;—আমার হৃৎকম্প হচ্চে!

সুন। বল কি সখি! এ মহাদেবীর সম্মুখে কি কোন হিংস্র জন্তু সাহস করে আসতে পারে? তা এখন তুমি এই পুষ্পে লয়ে দেবীকে অঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।—হয় ত এর পর সে শুভ লগ্ন অতীত হয়ে যাবে।

ইন্দু। সখি! আমার মন চায় না যে, আমি এ বিষয়ে হাত দিই। তোকে আমি বার বার বলেছি, ভবিষ্যৎ বিষয় জানবার চেষ্টা করা অজ্ঞানের কর্ম্ম। সে চেষ্টা কত্তেই নাই।

সুন। সখি! তুমি এত ভয় পাচ্চো কেন? এ তো তোমার স্বভাব নয়। এই নাও, ফুল নাও।

পুষ্প প্রদান

ইন্দু। সুনন্দা! দেখিস্, আমারে যেন কোনো বিষম বিপদে ফেলিস্ নি। (দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া) দেবি! যদি জনরব সত্য হয়, তবে আপনি আমার ভাবী পতিকে আমার দর্শনপথে উপস্থিত করুন, আর যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ না থাকে,—(আকাশে বজ্রধ্বনি) সুনন্দা!—সুনন্দা!—এ কি সর্ব্বনাশ! ইস্—ইস্! বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্ছেন! উঃ! কাননের বৃক্ষশাখা-কম্পনে যেন ঝড় উপস্থিত হলো! বোধ হচ্চে, ভগবতী বনদেবী আমার উপর প্রসন্ন নন!—সুনন্দা! তুই আমাকে ধর্, আমি আর দাঁড়াতে পারি না!

(সুনন্দা ইন্দুমতীকে ধারণ করিয়া উপবেশন)

সুন। ভয় কি?—ভয় কি? ভগবতী বনদেবীই আমাদের এ সংকটে রক্ষা কর্বেন!

ইন্দু। আর বনদেবী!—আমরা এ কাননে প্রবেশ করে বনদেবীর কাছে অপরাধিনী হয়েছি! আমার বোধ হচ্ছে, তিনিই আমাদের পাপের প্রতিফল দিতে উদ্যত হয়েছেন! আমি ত তোকে প্রথমেই বলেছিলেম যে আমাদের এ কাননে আসাই অনুচিত হয়েছে!—হায়! কেন যে, অরুন্ধতী দেবী তোরে অমন কথা বলেছিলেন, তা আমি এখনো বুঝ্তে পাচ্চি না। যা হোক্,—যা হয়েছে তা হয়েছে, আর অধিক ক্ষণ এখানে থেকে দেবতাদের কোপ বৃদ্ধি করা উচিত নয়;—তা চল্ আমরা শীঘ্র পা—(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি) ও মা! এ আবার কি?

সুন।—হাঃ হাঃ হাঃ!—তোমার বর আসছেন আর কি?—ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী?—(নেপথ্যে পদশব্দ)

ইন্দু। (সচকিতে) সখি! কে যেন এক জন এ দিকে আসছে! কি আশ্চর্য্য! এ দেবমায়া ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।—শুনেছি, এই সব নির্জ্জন প্রদেশে সর্ব্বদাই দেবদৈত্যদের গতিবিধি, হয় ত তাঁদেরই কেউ হতে পারে। তবেই ত আমরা গেলেম। আয়, আমরা দেবীর পশ্চাতে লুকুই। (পশ্চাতে লুকাইয়া করযোড়ে দেবীর প্রতি সকরুণ ভয়ে) হে বনদেবি!—হে মাতঃ!—এ বিপদে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

মৃগয়াবেশধারী রাজকুমার অজয়ের প্রবেশ

অজয়। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! বরাহটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথা পালালো? এই না সেই মায়াকানন?—লোকে বলে, এই কাননে এক পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা আছেন,—সূর্য্যদেবের কন্যারাশিতে প্রবেশকালে সেই বনদেবীর পদে শুদ্ধচিত্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কল্লে পুরুষ আপন ভাবী পত্নীকে আর স্ত্রী আপন ভবিষ্যৎ স্বামীকে সম্মুখে দেখ্‌তে পায়!—(সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) বা! ঐ যে! আমার সম্মুখেই সেই পাষাণময়ী দেবী রয়েছেন! আর ওঁর পদতলে পুষ্পরাশিও বিকীর্ণ দেখতে পাচ্চি!—এই যে!—এ দিকে পুষ্পপাত্রে আরও অনেক ফুল সাজানো রয়েছে!—এ সব কে রাখ্‌লে? এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই!—(চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাও ত বটে! আজি যে রবিদেব কন্যার সুবর্ণমন্দিরে প্রবেশ কর্‌বেন!—সেই জন্যেই বা কোনো অজ্ঞাতভাগ্য পরিণয়াকাঙ্ক্ষী এই দেবীর পদতলে আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে গিয়েছে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) তা বেশ ত! আমিও কেন এই লগ্নে ভগবতীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি না। সেই-ই ভাল।—(পুষ্প গ্রহণ করিয়া) হে বনদেবি! হে করুণাময়ি! যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ থাকে, তবে যিনি আমার ভাবী পত্নী হবেন, দয়া করে তাঁরে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুন। আপনার প্রসাদে যাঁরে আমি এ স্থানে দেখ্‌তে পাবো, এ জন্মে তাঁরে ছেড়ে অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণ কর্‌বো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

সুন। (ইন্দুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া কৌতুকে) সখি! এখন আমারো বড় ভয় হচ্চে—(রাজপুত্রকে নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ যে যুবা পুরুষটি দেখ্‌চো,—বিলক্ষণ জেনো, উনিই তোমার স্বামী। এখন দেখ্‌লে ত বনদেবীর কি অপূর্ব্ব মহিমা!

ইন্দু। (কপট ক্রোধে) সুনন্দা! তুই চুপ কর্। তোর কি একটুও লজ্জা নাই?—ঐ মৃগয়াবেশী যে কে, তা ত আমরা জানি না। দেখ্, ওঁর হাতে অস্ত্র আছে। হয় ত আমাদের দুজনকেই উনি বিনাশ কত্তে পারেন।

সুন। (সহাস্যে) সখি! আমার আর সে ভয় নাই। উনিই এই সিন্ধুদেশের যুবরাজ। আমি ওঁকে অনেক বার দেখিছি।

অজয়। (পরিক্রমণপূর্ব্বক উভয়কে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কি? এঁরা কে?—দেবী কি মানবী?—আহা! কি অপরূপ রূপমাধুরী!—দেবকন্যাই বোধ হচ্চে।—নতুবা এমন নিবিড় তমসাচ্ছন্ন বনস্থলীতে মানবকুলসম্ভবা এতাদৃশ মনোহর কমলিনী কি প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব? (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) হাঁ, তাও ত হতে পারে! আমার পূজায় সুপ্রসন্ন হয়েই ভগবতী বনদেবী এই দুটি রমণীকে এখানে উপস্থিত করেছেন। এঁদের মধ্যে একটিই আমার হৃদয়তোষিণী হবেন। (করযোড়ে দেবীর প্রতি) হে বনদেবি! মা! তোমার কি অচিন্ত্য মহিমা! তোমাকে শত বার প্রণাম করি! যদি আমার অনুমান অসত্য না হয়, তা হলে এই দুটি রমণীর মধ্যে যেটি ঊষা-পদ্মিনীর ন্যায় সলজ্জায় ঈষৎ ফুল্লমুখী, সেইটিই অবশ্য এই সিন্ধুরাজপুরের পাটেশ্বরী হবেন। দেবি! যদি তোমার শ্রীচরণকৃপায় ভাগ্যক্রমে আমার ঐ অমূল্য স্ত্রীরত্ন লাভ হয়, তা হলেই আমার জীবন সার্থক! (আকাশে বজ্রনাদ) এ কি? এমন শুভ সময়ে এ অশুভ লক্ষণ কেন?—তবে কি দেবী আমার প্রতি সুপ্রসন্ন নন!—আর তাই বা কেমন করে বলি! প্রসন্ন না হলে এমন সুদুর্লভ স্ত্রীরত্ন আমার সম্মুখে উপস্থিত কর্‌বেন কেন?—তবে হয় ত বজ্রই অনুকূল হয়ে আমার আশাবাক্যের পোষকতা কল্লে।—(অগ্রসর হইয়া সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! আপনারা কে?—আর এ অসময়ে এই বিজন বিপিনেই বা কি জন্যে?

সুন। (করযোড়ে) রাজকুমার! প্রণাম করি। ইনি—

ইন্দু। (জনান্তিকে ভ্রূকুটীভঙ্গী করিয়া) সুনন্দা! তোর কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই?

সুন। (জনান্তিকে সসম্ভ্রমে) সখি! আমার

অপরাধ হয়েছে; বল দেখি, এখন কি পরিচয় দিই?

ইন্দু। (জনান্তিকে) বল্, আমরা বণিক্-কন্যা, এই দেশেই বসতি।

অজয়। (সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছো না কেন?

সুন। রাজকুমার! আমরা বেণের মেয়ে। আপনার পিতার রাজ্যেই আমাদের বাস।

অজয়। ভদ্রে! বোধ হয়, তুমি আমায় বঞ্চনা কচ্চো। তোমার সঙ্গিনী কখনই বণিক্-দুহিতা নন। তুমি হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করে অকপটে বল, ইনি কে?

সুন। রাজকুমার!—আমার এই প্রিয়-সখী—

ইন্দু। (গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া জনান্তিকে) আবার?

সুন। রাজকুমার! আমি আপনাকে যে পরিচয় দিয়েছি, সেটি অযথার্থ ভাববেন না। লোকের মুখে এই বনদেবীর কথা শুনে আমরা এখানে এসেছি।

অজয়। সুন্দরি! তুমি আমারে প্রতারণা কল্লে, কিন্তু দেবতারা প্রবঞ্চক নন। তোমার সহচরী যে কোন মহৎকুলসম্ভবা, তাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। যা-ই হোক, আমি এই বনদেবীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি কখনো সিন্ধুরাজ-সিংহাসন গ্রহণ করি, আর যদি কখনো পরিণয়ব্রতে অনুরাগী হই, তা হলে তোমার ঐ প্রিয়সখীই সিন্ধুরাজ্যের ভাবী মহারাণী, আর আমার একমাত্র সহধর্ম্মিণী হবেন। (দেবীর প্রতি) দেবি! আপনিই এর সাক্ষী। হে বনস্থলি! হে সনাতন পর্ব্বতকুল! তোমরাও এর সাক্ষী। ঐ নারীরত্নই সিন্ধু-দেশের ভাবী পাটেশ্বরী।—(আকাশে বজ্র-ধ্বনি) এ কি? এ কি কুলক্ষণের পূর্ব্বলক্ষণ? (স্বগত)—এ সকল দেবমায়া,—মানববুদ্ধির অতীত।—এরা কি তবে যথার্থই বণিক্‌কন্যা? —আর তাই-ই বা কেমন করে বলি! মানসসরোবর ভিন্ন অন্যত্র কি কখনো কনক-পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়? পতিতপাবনী ভাগীরথী হিমাদ্রির মণিময় গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন।

সুন। (সহাস্য মুখে) রাজকুমার! আপনি ক্ষত্রিয়, আর রাজচক্রবর্ত্তী,—তা আপনি একজন বেণের মেয়ে বিবাহ করবেন?

অজয়। সুমুখি! তোমার ও প্রতারণায় আমার মন প্রতারিত হতে চায় না। শকুন্তলাকে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দেখে রাজা দুষ্মন্তের হৃদয়ই তাঁকে তাঁর পরিচয় দিয়েছিল, "ঐ যে ঋষিপালিত স্ত্রীরত্ন, উনি কখনই ব্রাহ্মণ-কন্যা নন।" আমার হৃদয়ও তেমনি আমাকে এই কথা বল্‌ছে,—তোমার ঐ সখী বণিক্-কন্যা নন।

ইন্দু। (সুনন্দার প্রতি) সখি! মানব-হৃদয়ে কখনো কি ভ্রান্তি জন্মে না?

অজয়। (সুনন্দার প্রতি) সখি! সে কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু—

(নেপথ্যে শঙ্গধ্বনি) ওরে! রাজকুমার কোথায়?—রাজকুমার কোথায়?—দেখ্, তাঁর অশ্বকে একটা ব্যাঘ্রে আক্রমণ করেছে!

অজয়। (ব্যস্ত হইয়া) তবে আমি এখন বিদায় হই। পরমেশ্বর আর ঐ বনদেবীর সমীপে প্রার্থনা এই যে,—অতি শীঘ্র যেন তোমাদের পুনর্দ্দর্শন-সুখ লাভ করি।

(নেপথ্যে)—ওরে! আবার শঙ্গধ্বনি কর্। রাজকুমার না হলে এই ভীষণ ব্যাঘ্রকে আর কে নিরস্ত করতে পারে?

অজয়। (দেবীকে প্রণাম করিয়া সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! যেমন পদ্মে সুগন্ধ চির-বিরাজিত, তেমনি তোমার ঐ মনোমোহিনী সখী আমার এই হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রইলেন।—তা আমাকে এখন বিদায় দাও।—দেখ, যেমন রথের পতাকা প্রতিকূল বায়ুতে রথের বিপরীত দিকে উড়তে থাকে, যদিও আমি এখন চল্লেম, তথাপি আমার মন তেমনি তোমার সখীর দিকেই থাকলো।

[ইন্দুমতীর প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অজয়ের প্রস্থান।

সুন। সখি! তোমার মুখে যে আর কথা সরে না! আর আঁখি দুটি জলে পরিপূর্ণ দেখতে পাচ্চি। এ কি?—এ কি?—ধৈর্য্য ধর

লম্বন কর।—এমন সময়ে ক্রন্দন অমঙ্গলের লক্ষণ।

ইন্দু। চল্ সখি, এখন আমরা যাই। দেখ্, যে ব্যাঘ্র ঐ রাজকুমারের অশ্বকে আক্রমণ করেছে, সে হয়ত এখানেও আসতে পারে। তা হলে কে আমাদের রক্ষা করবে?

সুন। দেখ সখি, অরুন্ধতী দেবী দৈব-নির্ণয়ে কি সুপণ্ডিতা!

ইন্দু। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এখন দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে। তা দেখ্, তোর পেটে প্রায় কোন কথাই পাক পায় না। ঐ রাজপুত্র আবার ফিরে এলে কে জানে, তুই কি না বলে ফেলিস্।—তা আয়, আমরা এখন যাই। আজ যা দেখলেম, তা সত্য কি স্বপ্নমাত্র, এর প্রমাণ কেবল ভবিষ্যতেই হবে। তা আয় এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর; রাজপ্রাসাদ; যুবরাজের মন্দির

বৃদ্ধ রাজার প্রবেশ

রাজা। (পরিক্রমণপূর্ব্বক স্বগত) এ যে কলিকাল তার কোনই সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্য্য! পুত্র হয়ে পিতার আজ্ঞা অবহেলা করে, এ কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে? যা হোক, রোষপরবশ হয়ে সহসা কোন কর্ম্ম করা সমুচিত নয়। (প্রকাশে) দৌবারিক!

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। মহারাজ!

রাজা। মন্ত্রীকে অতি শীঘ্র এ স্থানে আহবান কর।

দৌবা। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) ত্রেতাযুগে রঘুবংশাবতংস ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে রাজভোগ ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে, উদাসীনের ন্যায় চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে পরিভ্রমণ করেন। আর, এ দুরন্ত কলিযুগে দেখ্‌ছি, পিতা যদি সর্ব্বতঃপ্রযত্নে পুত্রের শুভানুষ্ঠান করেন, তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়। পূর্ব্বতন বিজ্ঞেরা যথার্থই বলেছেন যে "কালের গতি অতি কুটিলা।"

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ যে এ অধীনকে এত প্রত্যূষে স্মরণ করেছেন, এ তার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু, এ অসাময়িক স্মরণের কারণটি অনুভূত হচ্চে না।

রাজা। মন্ত্রি! এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ কথা সর্ব্বসাধারণেই ত জানে। সূর্য্যদেব যে প্রথমে পূর্ব্ব দিকে উদিত হন, তা যেমন লোককে বলে দিতে হয় না, এ যে কলিকাল, তাও তেমনি লোককে বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না; সকলেই এ কথা জানে; কিন্তু এরূপ সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্চে কেন, আব এখানেই বা এ সময়ে মহারাজের আগমন হয়েছে কেন, এ অধীন তাই জিজ্ঞাসু হচ্চে।

রাজা। মন্ত্রি! কাল সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই।

মন্ত্রী। এর কারণ কি? নরবর! আপনার কিসের অভাব? স্বয়ং মা কমলা রাজগৃহে চিরনিবাসিনী; এ রাজ্য, রামরাজ্যের ন্যায় সুশাসিত; পুত্র রূপে কার্ত্তিকেয়, আর বীর-বীর্য্যে পার্থসদৃশ; কন্যা রূপে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, গুণে সরস্বতীসদৃশী; পৃথিবী মহারাজের যশোবাদে পরিপূর্ণ হয়েছে! মহা-রাজের কিসের অভাব? তা এ উৎকণ্ঠার কারণ কি?

রাজা। মন্ত্রি! তুমি যে সকল সৌভাগ্যের উল্লেখ কল্লে, এ সকল আমার পক্ষে বৃথা; বোধ করি, আমার এই অসীম রাজ্যমধ্যে এমন একটি দরিদ্র প্রজা নাই, যে আজ আমা অপেক্ষা শতগুণে সুখী নয়। কিন্তু, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাতে পারে?

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) এ কি মহারাজ! আজ কি ও রাজ-চক্ষে বারিবিন্দু দেখতে হলো?

রাজা। (সজল নয়নে) মন্ত্রি! আমার মত

অভাগা লোক এ পৃথিবীতে আর নাই। তুমি জানো যে, অজয়ের বিবাহ প্রসঙ্গ করে, আমি পঞ্চালপতির সমীপে দূত প্রেরণ করেছি। জনরব রাজকন্যাকে নানা রূপে ও নানা গুণে ভূষিত করে। গত কল্য সায়ংকালে, আমি অজয়ের নিকট এ প্রসঙ্গ কল্লে, সে একেবারে রাগান্ধ হয়ে আমায় বল্লে, "পিতা, আমার অনুমতি বিনা, আপনি এ কর্ম্ম কেন কল্লেন?" অনুমতি! পিতারে কি কখনো এ সব বিষয়ে পুত্রের অনুমতি নিতে হয়? ইচ্ছা করে দুরাচারের মস্তকচ্ছেদন করে ফেলি। তা তুমি কি বল? মন্ত্রি! এরূপ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা পিতৃপিতামহের জলপিণ্ডের লোপ করা, আমার বিবেচনায় শ্রেয়ঃ।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, এরূপ সংকল্প কি আপনার উপযুক্ত? যে রাজসিংহ জয়দ্রথ বীরবীর্য্যে পাণ্ডব-রথিদলকে রণমুখে পরাভূত করেছিলেন, যে বীরপ্রবরকে, বীর-ধর্ম্মবহির্ভূত অনীতিমার্গ অবলম্বন করে ধনঞ্জয় যুদ্ধে নিহত করেন, মহারাজের এ প্রস্তাব শ্রবণ করে, সেই রাজরথী জয়দ্রথ অবধি মহারাজের স্বর্গীয় পিতা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজর্ষির ক্রন্দনধ্বনি যেন আমার কর্ণে প্রবেশ কচ্চে। রাজকুমার অজয় নিতান্ত সুশীল, নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, তিনি যে মহারাজের সহিত এরূপ উন্মার্গগামী জনের ন্যায় অশিষ্টাচার করেছেন, অবশ্যই এর কোন না কোন নিগূঢ় কারণ আছে। সেই গূঢ় কারণের অনুসন্ধান করা আমাদের সর্ব্বাদৌ উচিত হচ্চে। রাজকুমারী শশিকলা তাঁর অগ্রজের সাতিশয় প্রিয়পাত্রী; এ অধীনের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, তিনিই কেবল এ অন্ধকার দূর কর্ত্তে সক্ষম। অতএব মহারাজ, তাঁকেই স্মরণ করুন। স্ত্রীবুদ্ধি সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিতা; তাতে আবার কুমারী শশিকলা স্বয়ং সরস্বতী-রূপিণী।

রাজা। মন্ত্রি! তুমি উত্তম মন্ত্রণাই দিয়েছ। দৌবারিক!

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। মহারাজ!

রাজা। শশিকলাকে এখানে আসতে বল।

দৌবা। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

রাজা। এর যে কোন গূঢ় কারণ আছে, তার আর কোনই সন্দেহ নাই। অজয় যেন আজ কাল ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। সে সর্ব্বদা সুকোমল কোকিল-স্বরে আমার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিত, কিন্তু কাল একেবারে বাজ-গর্জ্জন করে উঠলো।

শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ

শশি। (গলবস্ত্রে রাজাকে অভিবাদন করিয়া) পিতঃ! দাসীকে কেন স্মরণ করেছেন?

রাজা। বৎসে! চিরজীবিনী হও। তোমার অগ্রজের এ কি অবস্থা? এর কারণ তুমি কি কিছু জান?

শশি। পিতঃ! দাদা আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, এবং আপন সুখ-দুঃখের সকল কথাই অসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাকে বলেন। তাঁর বর্ত্তমান চিত্ত-বিকারের সমুদায় কারণই আমি অবগত আছি। কিন্তু তিনি আমাকে সে সব কথা ব্যক্ত করতে নিষেধ করেছেন।

রাজা। বৎসে! পিতৃ-আজ্ঞা অবজ্ঞা করায় মহাপাতক জন্মে। তা তোমার এই বিশ্বাস-ঘাতকতায় যদি কোন পাপ হয়, তবে সে পাপ আমার আশীর্ব্বাদে দূর হবে। অতএব, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সে সব কথা আমাকে বল।

শশি। প্রায় দুই মাস গত হলো, এক দিন দাদা মৃগয়ার্থে এক বনে প্রবেশ করেছিলেন। একটা বরাহের অনুসরণক্রমে, পর্ব্বতময় কানন-প্রান্তে উপস্থিত হন। সেই স্থানে এক পাষাণ-ময়ী দেবী-প্রতিমা, আর তাঁর পীঠসন্নিধি পুষ্পরাশি দেখতে পান। তিনি ইতিপূর্ব্বে মায়াকাননের নাম এবং দেবী-প্রতিমার মাহাত্ম্য শুনেছিলেন। সেই দিন সেই সময়ে, সূর্য্যদেব কন্যা-রাশিতে প্রবেশ করছেন দেখে, তিনি সেই পুষ্প নিয়ে দেবীর পদতলে যেমন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলেন, অমনি সহসা আকাশে বজ্রধ্বনি হলো! আর দেবীর পশ্চাদ্ভাগে দুইটি ছদ্মবেশী স্ত্রীলোক দেখতে পেলেন। ঐ দুটির মধ্যে একটি মহৎকুলোদ্ভবা বলে প্রতীতি হলো

তিনি দেবীর সম্মুখে তাঁরে বরণ করেছেন। আর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁকে বৈ আর কোন স্ত্রীকে এ জন্মে বিবাহ করবেন না। সেই অবধি দাদার ভাবান্তর হয়েছে।

রাজা। (মস্তকে করাঘাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এত দিনের পর এ মহদ্বংশ কি সত্যই বিলুপ্ত হলো?

মন্ত্রী। (সত্রাসে) মহারাজ, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি?

রাজা। মন্ত্রি! তুমি কি জানো না, এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে যে, এই বংশের কোন রাজা বা রাজকুমার ঐ বনাধিষ্ঠাত্রী পাষাণময়ী দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলে, অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ-গুণশালিনী কোন রমণীকে দেখতে পায় সত্য, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমনগৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্ত্তে হয়! আর তার সমুদয় বাসনা চিরদিনের জন্য শুষ্ক হয়ে যায়! হায়! হায়! অজয় কেন ঐ মায়াকাননে প্রবেশ করেছিল!—হা পুত্র! বিধাতা তোর ভাগ্যে কি এই লিখে-ছিলেন! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) কিন্তু দেখ মন্ত্রি! এ রোগের যে নিতান্তই ঔষধ নাই, তা নয়। এখনো যদি অজয়কে এই অসৎ সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করা যেতে পারে, তা হলে রক্ষা আছে। দেখ মা শশিকলা! তোমার দাদা যাতে এ বাসনা পরিত্যাগ করে, তুমি মা প্রাণপণে তারই চেষ্টা দেখ।

নেপথ্যে পূর্ব্বোক্ত বিরহ-গীত

ঐ মা, তোমার দাদা! আহা! কি দুঃখের বিষয়! তা আমি আর মন্ত্রী গুপ্তভাবে থাকি, তুমি গিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। আর তারে এই প্রাণ-সংহারক, বংশ-নাশক সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা কর। ভগবতী বাগ্‌দেবী স্বয়ং তোমার রসনায় আসন পাতুন, তাঁর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

[এক দিক্ দিয়া রাজা ও মন্ত্রী, অন্য দিক্ দিয়া শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর; রাজপুরী; রাজসভা

কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ

প্র-না। মহাশয়! এ কি সত্য কথা যে, পঞ্চাল-পতি এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন? আর এ বিবাহে তাঁর নাকি সম্পূর্ণ সম্মতি আছে?

দ্বি-না। আজ্ঞা হাঁ; দূত মহাশয় গত কল্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন। শুনেছি, এ বিবাহে পঞ্চালরাজ সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছেন।

তৃ-না। মহাশয়! আপনার সঙ্গে কি দূতে মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল?

দ্বি-না। না মহাশয়! কিন্তু আমি লোক-পরম্পরায় শুনেছি যে, তিনি কল্য সায়ংকালে এখানে এসেছেন।

তৃ-না। আমাদের মহারাজের কি সৌভাগ্য! কারণ, পঞ্চালপতির একমাত্র কন্যা, দ্বিতীয় সন্তান সন্ততি নাই; তিনি স্বয়ংও এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। এ সময়, এ সম্বন্ধ হলে, তাঁর স্বর্গারোহণের পর, সিন্ধু ও পঞ্চালরাজ্য একত্রীভূত হবে। এইরূপেই ভগবান্ সিন্ধু-নদ, বহুতর নদ-নদীর প্রবাহ সহকারে এত প্রবলকায় হয়েছেন।

প্র-না। মহাশয়! আশা পরম মায়াবিনী! সুতরাং আমরা সকলেই এইরূপ আশা করি বটে। কেন না, আমরা সকলেই মহারাজের শুভানুধ্যায়ী, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ বাধা আছে।

সকলে। (সসম্ভ্রমে) বলেন কি, বলেন কি। কি বাধা মহাশয়?

প্র-না। জনরবের দিগন্তব্যাপী ধ্বনি কি আপনাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই?

সকলে। কি জনরব মহাশয়?

প্র-না। আপনারা কি শুনেন নাই যে, এক দিন আমাদের বর্ত্তমান মহারাজ, এক বরাহের অনুসরণপ্রসঙ্গে মায়াকাননে প্রবেশ করেন। আর, সেই কাননে প্রতিষ্ঠিতা পাষাণময়ী বন-দেবীর পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেন।

সকলে। (সকৌতুকে) মহাশয়! তার পর কি হলো?

প্র-না। মহারাজ যেমন বনদেবীর পাদপীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন, অমনি সম্মুখে সখীসঙ্গিনী এক মনোমোহিনীকে দেখতে পেলেন। তিনি নরনারী কি সুরসুন্দরী, তা পরমেশ্বরই জানেন।

সকলে। (সবিস্ময়ে) তার পর মহাশয়?

প্র-না। তাঁকে দেখে মহারাজ একেবারে মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় এবং তদ্গত-হৃদয় হয়ে, দেবীর সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সেই সুন্দরী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীকে কখন পত্নীত্বে গ্রহণ করবেন না। আমার ভয় হচ্ছে যে, পঞ্চালাধিপতির দূতকে ভগ্নমনোরথে ফিরে যেতে হবে। মহারাজ এখন স্বাধীন; কর্ত্তৃপক্ষ কেহই নাই; এখন তাঁর স্বেচ্ছাচারী মনকে কে ফেরাতে পারে?

সকলে। হাঁ, এ হলে তো বিলক্ষণই বাধা বটে! তা যা হোক, মহাশয়! মায়াকানন কি?

প্র-না। আপনাদের জন্ম এই সিন্ধুদেশে; শৈশবাবধি এখানেই বাস করছেন; তা আপনারা মায়াকাননের নাম শুনেন নাই? এ কি আশ্চর্য্য! সে যা হোক, পঞ্চালাধিপতির প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া নিতান্ত অশ্রেয় কার্য্য। এঁরা অতীব প্রাচীন বংশীয় রাজা।

তৃ-না। (সগর্ব্বে) মহাশয়! আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি হীনতর জ্ঞান করছেন? পঞ্চালাধিপতির পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডবদের শ্বশুর ছিলেন বটে: আর জামাতৃহিতৈষণার বশম্বদ হয়ে, স্বীয় তনয়যুগলের সহিত কুরুক্ষেত্রে ভীষণ রণমুখে আপনাকে উপহারী করেছিলেন বটে; কিন্তু, আপনি কি জানেন না যে, আমাদের এই রাজাধিরাজের বংশ-গৌরব বীরপ্রবর জয়দ্রথ, স্বীয় বাহুবীর্য্যে এক দিবস সম্মুখসমরে সমুদয় পাণ্ডববল পরাঙ্মুখ করেছিলেন? পরদিবস ধনঞ্জয় তাঁকে বধ করেন বটে; কিন্তু সে কেবল শ্রীকৃষ্ণের মায়াকৌশলে।

প্র-না। যা হোক, এ সম্বন্ধ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বিধাতা করুন, তাঁর অনুকম্পায়, আমাদের রাজকুলরবি পঞ্চাল-রাজকুল-কমলিনীকে প্রফুল্ল করুন। আর আমরা যেন তার সুসৌরভে সুখ সন্তোষ লাভ করি। যে সরোবরে কমলিনী প্রস্ফুটিত হয়, সে সরোবরের শৈবালকুলও তৎসম্পর্কে রম্য কান্তি ধারণ করে।

নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি

ঐ শুনুন, মহারাজ রাজসভায় আগমনার্থে স্বমন্দির পরিত্যাগ কচ্ছেন।

নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা

রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় পার্শ্বচর বীর পুরুষের প্রবেশ

সকল সভ্য। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হউক! মহারাজ চিরবিজয়ী হোন!

রাজার ম্লান-বদনে ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবেশন

রাজা। সিংহাসনে উপবেশন, আর রাজমুকুট শিরে ধারণ করা, সাধারণের বিবেচনায় পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ; এমন কি, এই নিমিত্তে শত শত জনপদ যুদ্ধানলে ভস্মীভূত হচ্ছে, শত সহস্র সুপণ্ডিত প্রবীণ ব্যক্তি উৎকট দুষ্কৃতি সাধন কচ্ছেন, অধিক কি, স্থলবিশেষে, এই সৌভাগ্যলোভে নরাধম পুত্র, পিতৃহত্যারূপ মহাপাপেও প্রবৃত্ত হচ্ছে। কিন্তু আমার সামান্য জ্ঞানে, এ সৌভাগ্য প্রার্থনীয় নয়; অদ্যকার এ দিন আমার জ্ঞানে অশুভ দিন। কেন না, যে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাজেন্দ্র এক দিন স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে এই সিংহাসন সমলঙ্কৃত করেছিলেন,—যে উন্নত শিরোদেশে এক দিন এই মুকুট শোভা বিস্তার কর্বেছিল, সেই মহাপুরুষ আজ কোথায়? সে উচ্চ শির এখন কোথায়? হায়! মাদৃশ খদ্যোত আজ কি নিশানাথের উচ্চাসন অধিকার করতে এসেছে! যা হোক, আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি যে, এ দুর্ব্বহ ভার বহন করতে সাহসী হয়েছে, সে কেবল আপনাদের ভরসায়।

সকলে। (হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক সাহ্লাদে) মহারাজের জয় হউক!

প্র-না। (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি

জনান্তিকে) মহাশয়! দেখলেন, আমাদের মহারাজের কি সুশীলতা! কি অমায়িকতা! কি মিষ্টভাষিতা! যৌবনারম্ভে যাঁরা ঈদৃশ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন, তাঁরা প্রায়ই গৌরবে ফেটে পড়েন। তা দেখুন শাণ্ডিল্য মহাশয়! এ রাজার রাজ্যে প্রজার যে কত মত সুখলাভ হবে, তা এখন বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

দ্বি-না। (জনান্তিকে) পরমেশ্বর তাই করুন! মহাশয়! রক্তের বড় গুণ, প্রাচীন রক্ত অমৃতধারাবৎ। অমর করে না বটে, কিন্তু হৃদয় মধুময় করে।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার! গত কল্য পঞ্চালাধিপতির দূত এ রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন! তাঁর যথাবিধি আতিথ্য করা হয়েছে। এখন তিনি প্রার্থনা করেন, মহারাজ তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেন।

রাজা। আচ্ছা, দূতপ্রবরকে এ সভাতে আহ্বান করা হোক। পঞ্চালপতি আমাদের নিতান্ত আত্মীয়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। ধনঞ্জয়! আগামী প্রাতঃকালে, আমি মৃগয়ার্থে বহির্গত হব। বল দেখি, কোন্ বনে মৃগয়া ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে? এ দেশে এমন একটিও বন নাই, যা তোমার অজানিত।

ধন। ধর্ম্মাবতার! এ আপনার অনুগ্রহ মাত্র। এ দাস কল্য মহারাজকে এমন এক অরণ্যানীতে লয়ে যাবে, যেখানে মহারাজের ও বীরবাহুও শর ক্ষেপণে ক্লান্ত হবে, সন্দেহ নাই।

দূতের সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

দূত। মহারাজের জয় হোক্! এ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ পঞ্চালরাজের প্রেরিত দূত; মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করছে।

রাজা। (প্রণামপূর্ব্বক সবিনয়ে) বসতে আজ্ঞা হোক্।

দূত। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ! আমার প্রভু পঞ্চালাধিপতির গুণকীর্ত্তন অবশ্যই আপনার কর্ণগোচর হয়েছে।

রাজা। পঞ্চালপতি আমাদের পরমাত্মীয়; তাঁর শুক্লতর যশঃ-জ্যোৎস্না, ভগবান্ রোহিণীপতির কিরণজালবৎ এ ভারতরাজ্য সুদীপ্ত করেছে! অতএব তাঁর পরিচয় আমাকে দেওয়া বাহুল্যমাত্র। তা সে রাজচক্রবর্ত্তী, কি উদ্দেশে আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন?

দূত। মহারাজ! আপনি কি অবগত নন যে, আপনার স্বর্গীয় পিতা বৃদ্ধ মহারাজ, রাজকুমারী শ্রীমতী শশিমুখীর সহিত আপনার শুভ সম্বন্ধ সংঘটন সংকল্পে আমাদের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন? এ প্রসঙ্গে আমাদের মহারাজ পরমাপ্যায়িত হয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতা এখন আপনাকেই স্থির কর্ত্তে হবে। ধর্ম্মাবতার! আপনি দ্বিতীয় পরীক্ষিত অবতার। বিধাতা আপনার মঙ্গল করুন!

রাজা। (স্বগত) কি বিপদ্! যে প্রচণ্ড বাত্যার ভয়ে আমি স্বীয় হৃদয়রূপ তরণীকে ব্যগ্রভাবে কূলাভিমুখে পরিচালন করেছিলেম, সেই বাত্যা যে সহসা আরম্ভ হলো! হে হৃদয়! তুমি শান্ত হও। বরঞ্চ এ রসনা স্বহস্তে ছেদন করে, শূকরমণ্ডলীকে উপহার দিব, তথাপি একে কখনই অঙ্গীকারভঙ্গজন্য দোষ-স্পৃষ্ট হতে দেব না। শশিমুখী আবার কে? সে ত আর আমার মনোমন্দিরের নিত্য পূজ্য দেবতা নয়? (প্রকাশে) দূত মহাশয়! আমার স্বর্গীয় জনক যে এরূপ প্রস্তাব করেছিলেন, তা আমি লোকমুখে শ্রুত আছি। কিন্তু যখন তিনি এরূপ প্রসঙ্গ করেছিলেন, তখন তাঁর মনে এ ভাবের উদয় না হয়ে থাকবে, দেব ও পিতৃগণ তাঁকে এত শীঘ্র স্বর্গ-ধামে আহ্বান করবেন।

দূত। (সবিস্ময়ে) মহারাজ, এরূপ আজ্ঞা কেন কচ্ছেন?

রাজা। আপনি বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ নীতিজ্ঞও বটেন। আপনি কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর্ত্তে অভিলাষ করে, তার রাজ্যই ভার্য্যা, আর প্রজাবর্গই সন্তানসদৃশ হওয়া উচিত। আমার এই ইচ্ছা যে, স্বীয়

সুখবাসনা বিস্মৃত হয়ে, প্রকৃতিপুঞ্জের সর্ব্বাঙ্গীণ সুখান্বেষণ করি।

দূত। মহারাজ! এ সকল তপস্বী ও উদাসীনের কথা। পূর্ব্বের কত শত রাজর্ষি এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু, তাঁদের কেহই ত মহারাজের ন্যায় এরূপে সাংসারিক সুখভোগে বিমুখ হন নাই?

রাজা। দূত মহাশয়! সকলের মানসিক প্রবৃত্তি একরূপ নয়। আকাশে অগণ্য তারকা-রাজি বিরাজ কচ্চে; কিন্তু, সকলেই তো সমকায় নয়। খনিগর্ভে অসংখ্য মণি আছে; কিন্তু সকলেরই তো সমমূল্য ও সমজ্যোতি নয়। অন্য অন্য রাজর্ষিরা যে পথগামী হয়েছেন, আমি যে সেই পথেই গমন করবো, এও বড় যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না।

দূত। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সরোষে) তবে কি মহারাজের এই ইচ্ছা যে, বিক্রম-কেশরী পঞ্চালেন্দ্রের সহিত এ সম্বন্ধ-বন্ধন না হয়?

মন্ত্রী। দূত মহাশয়! আসন গ্রহণ করুন! এ সকল এক দিনের কথা নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়স; বাল-স্বভাব-সহজ মানসিক চাঞ্চল্য, এখন সম্যক্ বিবেচনা আয়ত্ত হয় নাই। আপনি বসুন।

প্র-না। (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) কেমন মহাশয়, শুনলেন তো? এখন বলুন, জনরব সত্য কি মিথ্যা? আপনি দেখবেন, এ বিবাহ কখনই হবে না। লাভে হতে কেবল মহারাজের শত্রুদলমধ্যে অতঃপর পঞ্চালপতিও একজন গণ্য হবেন। সে যা হোক্, এ বুড়ো দূত বেটার কথায় গা জ্বলে ওঠে। ওঁর রাজা বিক্রমকেশরী! যদি যুদ্ধ সংঘটন হয়, তবে তখন বিক্রমকেশরীর পরাক্রম দেখা যাবে।

তৃ-না। ঈদৃশ সহৃদয় রাজার জন্যে কোন্ বীর পুরুষ, রণ-দেবীর সম্মুখে স্বীয় জীবন বলিস্বরূপ প্রদান কর্ত্তে কাতর হবে? কিন্তু এখন চুপ করুন, শুনি, মহারাজ কি উত্তর দেন।

রাজা। পঞ্চালাধিরাজকে আমি পিতৃস্থানে গণনা করি। সুতরাং তাঁর দুহিতার পাণিগ্রহণ, বোধ হয়, আমার পক্ষে বিধেয় নয়।

দূত। মহারাজ! আপনি বিজ্ঞচূড়ামণি! পিতৃস্থলে একজনকে গণনা করি বলে যে, তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করা অনুচিত, এ কথা আপনার সমযোগ্য নয়। (করযোড় করিয়া) মহারাজ! এ অধীনের বাঞ্ছা এই যে, আপনি পঞ্চালপতিকে প্রকৃতরূপে পিতৃস্থানে স্থাপন করুন! শ্বশুর যে শাস্ত্রানুসারে পিতৃবৎ পূজ্য, তা মহারাজের অবিদিত নয়। এ সম্বন্ধ সংঘটন হলে, উভয় রাজ্য সুখ-সন্তোষে পরিপূর্ণ হবে। আর মহারাজের শত্রুরাজ্য, খাণ্ডবের ন্যায় ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

রাজা। (ঈষৎ বিকৃত স্বরে) এ বিষয় এত শীঘ্র শীঘ্র স্থির হতে পারে না। আপনি মন্ত্রিবরের সহিত এ সম্পর্কে পরামর্শ করুন!— দেখুন, মন্ত্রিবর! দূত মহাশয়ের আতিথ্য-কার্য্যে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়।

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। মহারাজের জয় হোক! মহারাজ! তিন জন নগরবাসী একটি যুবতী স্ত্রীর সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে যে ব্যক্তি সকল অপেক্ষা প্রাচীন, সে বলে,— মহারাজের নিকট তার কি নালিশ আছে।

রাজা। আচ্ছা, তাদের রাজসভায় আনয়ন কর।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! এ কি ব্যাপার? যুবতী স্ত্রীলোক রাজদ্বারে উপস্থিত; এ ত সামান্য ব্যাপার না হবে!

মন্ত্রী। বোধ হয়, রাজসন্নিধানে বিচারার্থী হয়ে এসেছে। আপনি ধর্ম্ম-অবতার; আপনার সমীপে কুলকামিনীরাও সাহস করে উপস্থিত হতে পরে।

একটি যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত তিন জন পুরুষের প্রবেশ

বৃদ্ধ। মহারাজের জয় হোক! মহারাজ! আমি নিতান্ত বিপদ্গ্রস্ত; এই যে কন্যাটি, এ আমার একমাত্র সন্ততি; এই যুবকদ্বয়

ইহার পাণিগ্রহণার্থী। আমার ইচ্ছা এই যে, ঐ মদন নামক যুবকের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হয়; কেন না, ইটি আমার সখাপুত্র। কিন্তু, এই নৃসিংহ নামক যুবা, আমার অনভিমতে কন্যাটিকে গ্রহণ কত্তে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। মহারাজ! আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বটে, কিন্তু রাজর্ষি ভীষ্মকের অবস্থা আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ দিকে চেদীশ্বর শিশুপাল, ও দিকে দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ। আমি মহা সংকটে পড়ে রাজ-সন্নিধানে এসেছি, মহারাজ বিচার করুন।

রাজা। গোত্র ও অর্থ বিষয়ে এ উভয়ের কোনরূপ ন্যূনাধিক্য আছে কি না?

বৃদ্ধ। না মহারাজ! উভয়েই সৎকুলোদ্ভব, —উভয়েই ঐশ্বর্য্যশালী। কিন্তু, এই মদন আমার পরম প্রিয়পাত্র!

মন্ত্রী। (সহাস্য বদনে) আরে তুমি তো আর বিবাহ কত্তে যাচ্চ না!

রাজা। দেখুন মহাশয়, আপনার কন্যাটি যদি যৌবনসীমায় পদার্পণ না কত্তেন, তা হলে দেশাচারমতে আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমনি পাত্রে কন্যাটিকে সমর্পণ করা আপনার সাধ্যায়ত্ত হতো; কিন্তু, এখন, এর হিতাহিত বোধ বিলক্ষণ জন্মেছে; এ অবস্থায় এর স্বাধীন মনোবৃত্তি পরিচালনে বাধা দেওয়া, বোধ হয় সংগত নয়। কন্যাটির নাম কি?

বৃদ্ধ। মহারাজ! এর নাম সুভদ্রা।

রাজা। ভাল সুভদ্রে! বল দেখি, এই উভয় যুবকের মধ্যে তুমি কাকে মনোনীত করেচ?

সুভ। (লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি)

রাজা। দেখ বাছা, আমি দেশাধিপতি; আমাকে লজ্জা করা তোমার উচিত নয়। বিশেষতঃ তোমার মনের ভাব যদি ব্যক্ত না কর, তবে আমি কখনই যথার্থ বিচার কর্ত্তে পারি না। আর নিশ্চয় জেনো, এ অবস্থায় যদি অবিচার হয়, তাতে তোমার যত ক্ষতি, এই তোমার সংগীদের কাহারই তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অতএব, বাছা, লজ্জা পরিত্যাগ করে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

সুভ। (মস্তক অবনত করিয়া মৃদুস্বরে) মহারাজ! মদনকে আমি আপন সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি।

রাজা। কি বল্লে বাছা?

নৃসিং। (ব্যগ্রে অগ্রসর হইয়া) মহারাজ! ইনি বল্লেন, মদনকে সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করেন।

রাজা। (বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া) শুনলেন তো মহাশয়! আপনার কন্যা, মদনের সহিত পরিণয়প্রার্থিনী নন।

মদ। মহারাজ! সুভদ্রা ত স্পষ্টরূপে কিছুই বল্লেন না। অতএব এ সিদ্ধান্ত মহারাজের সমুচিত হচ্ছে না।

মন্ত্রী। (সহাস্য মুখে) তুমি ত দেখছি বিলক্ষণ পণ্ডিত! মদনকে আমি সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি, এ কথাতে কি কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারছো না? সহোদরকে কি কেউ কখন বিবাহ করে থাকে?

রাজা। আর দ্বন্দ্বে ফল কি? (বৃদ্ধের প্রতি) মহাশয়! আপনি কন্যাটি নৃসিংহকে অর্পণ করুন। বেগবতী স্রোতস্বতীর গতি আর স্বাধীন মনোবৃত্তি রোধ কত্তে প্রয়াস পাওয়া অনুচিত। আদৌ তাতে কৃতকার্য্য হওয়া দুঃসাধ্য; যদি বা কষ্টেশ্রেষ্ঠে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তবু তাতে সাংসারিক অনিষ্ট বই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই।

নৃসিং। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হোক!

রাজা। দেখুন মন্ত্রিবর! রাজকোষ হইতে দশ সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা এই কন্যার যৌতুকের স্বরূপ প্রদান করবেন।

নৃসিং। মহারাজের জয় হোক, মহারাজ, আপনি স্বয়ং বৈবস্বত মনু।

নেপথ্যে বন্দীর গীত ও মাধ্যাহ্নিক বাদ্য

মন্ত্রী। বেলা দুই প্রহর প্রায়। অতএব, এক্ষণে সভাভঙ্গের অনুমতি হোক।

রাজা। আচ্ছা, এখন সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

সকলে। (আহ্লাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ চিরবিজয়ী হোন! মহারাজ কি

সূক্ষ্ম বিচারক! আর দাতৃত্বে কর্ণ অপেক্ষাও অধিক।

[মন্ত্রী ও মদন এবং বৃদ্ধ নাগরিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মদ। (সরোষে) মন্ত্রী মহাশয়! একে কি সূক্ষ্ম বিচার বলে? কি অন্যায়!

মন্ত্রী। কেন?—অন্যায় কি হলো?

মদ। যে স্ত্রীলোকের উপর আমার সম্পূর্ণ অনুরাগ, মহারাজ তাকে অন্যের হস্তে সমর্পণ কল্লেন, এ কি সম্পূর্ণ অন্যায় নয়?

মন্ত্রী। (সহাস্য মুখে) তোমার ত বিলক্ষণ বুদ্ধি দেখছি! তোমার যে স্ত্রীর উপর অনুরাগ হবে, তুমি তাকেই চাও না কি?

মদ। (বৃদ্ধ নাগরিকের প্রতি) মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন?

বৃদ্ধ। বাপু, আমি আর কি বল্‌বো বল! মহারাজ যে বিচার কল্লেন, তা তো অন্যায় বলে বোধ হচ্চে না। দেখুন মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের মহারাজ কর্ণতুল্য বদান্য। দশ সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা যৌতুক দেওয়া বড় সামান্য কথা নয়! ঈশ্বর-প্রসাদে মহারাজের সর্ব্বত্র মঙ্গল হোক!

মদ। (সক্রোধে) আপনি দেখচি অর্থ-পিশাচ! মনুষ্যের হৃদয়ের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না।

মন্ত্রী। হা! হা! হা! ভাই, এ কথাটি যে তোমার মুখে শুন্‌বো, একবারও এরূপ আশা করি নাই। তুমি কি ভাই অন্যের হৃদয়ের দিকে দৃক্‌পাত করে থাকো? তা যদি কর, তবে, এ ভদ্রলোকের কন্যাটিকে তার অনিচ্ছায় কেন বিবাহ কর্ত্তে চাও? তার কি হৃদয় নাই? তা এখন নিজালয়ে গমন কর। মহারাজের যে বিচার হয়েছে, তা সকলেরই শিরোধার্য্য।

[বৃদ্ধ ও মদনের প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) যদি মহারাজ পঞ্চাল-পতির তনয়ার পাণিগ্রহণ না করেন, তবে দেখচি, এই সিন্ধুদেশ অশান্তি-কণ্টকময় দুর্গম দুর্গস্বরূপ হয়ে উঠবে। মহারাজ যে কার নিমিত্ত এরূপ উন্মত্তপ্রায় হয়েছেন, তার সন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। তা যাই দেখি, রাজনন্দিনী শশিকলা কি পরামর্শ দেন। আর, অরুন্ধতী দেবীও এ বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য কল্লেও কত্তে পারেন। এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকের পাণ্ডিত্য অধিক। কিন্তু তপস্বিনী যদি কোন উপায় কত্তে পাত্তেন, তা হলে এত দিন অবশ্যই আমাকে সংবাদ দিতেন। এ বিষয়ে এখন একমাত্র সৎপথ দেখতে পাচ্চি। কিন্তু, রাজনন্দিনীর অভিপ্রায় না হলে সে পথগামী হওয়া অশ্রেয়। অতএব, একবার তাঁরি নিকটে যাই।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাংক

সিন্ধুনগর রাজপুরী, শশিকলার মন্দির

শশিকলা ও কাঞ্চনমালা আসীনা

শশি। দাদা আজ সবে প্রথমে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করেছেন। জানি না, তাঁর ব্যবহারে প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হয়েচে।

কাঞ্চ। সখি! তোমাকে সে চিন্তা কত্তে হবে না। কেন না, মহারাজের ন্যায় সুশীল, মিষ্টভাষী, বিনয়ী আর সদ্‌গুণান্বিত কি আর দুটি আছে?

শশি। তা সত্য বটে; কিন্তু সখি! সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে পড়লে, মন নিতান্ত চঞ্চল হয়। হায়! আমার দাদা কি আর সে দাদা আছেন! কাঞ্চন! কি অশুভ ক্ষণেই যে তিনি ঐ পাপ মায়াকাননে প্রবেশ করেছিলেন, তা আর বল্‌বার নয়! (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ) হে নির্দ্দয় বিধাতঃ! তুমি কি এত দিনের পর সত্য সত্যই এ রাজকুলের সুবর্ণ-দীপ নির্ব্বাণ কত্তে বাহু প্রসারণ কচ্চো। শুনেছি যে, পঞ্চালাধিপতির দূত এ নগরে আগমন করেচেন। কে জানে, দাদা তাঁর প্রস্তাবে কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন! তাঁর প্রস্তাবে অসম্মত হলে যে শেষে কি উৎপাত ঘটবে, তা মনে কল্লেও ভয় হয়।

কাঞ্চ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে

আসচেন। ও'র কাছে সকল সংবাদই পাওয়া যাবে এখন।

মন্ত্রীর প্রবেশ

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! প্রণাম করি।

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! চিরজীবিনী ও চির-সুখিনী হোন।

শশি। কাঞ্চনমালা! শীঘ্র মন্ত্রী মহাশয়কে বসতে আসন দাও।

আসন প্রদান

মন্ত্রী মহাশয়! বসতে আজ্ঞা হোক। আর আজিকার রাজসভার সম্বাদ কি বলুন দেখি।

মন্ত্রী। (উপবেশন করিয়া) রাজনন্দিনি! সর্ব্বাঙ্গ সুসম্বাদ। মহারাজ, আজ নিজগুণে প্রজাবর্গ ও সভাসদ্‌মণ্ডলীকে প্রায় বিমোহিত করেছেন। এমন কি, আজ আমরা যদি এই নগরপ্রাচীর ভগ্ন করি, তা হলেও, প্রজার প্রভুভক্তিস্বরূপ এরূপ এক সুদৃঢ় প্রাচীর এ নগর বেষ্টন করেছে যে, স্বয়ং বজ্রপাণির কঠোর বজ্রও তা ভেদ কত্তে কুণ্ঠিত হবে।

শশি। (সাহ্লাদে) এ পরম শুভ সম্বাদই বটে। ভাল, মন্ত্রী মহাশয়! পঞ্চালের দূতের প্রস্তাবে, দাদা কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন?

মন্ত্রী। মধুরসে তিক্ত নিম্বরস ঢালা উচিত নয়। তথাপি, সে কথা আপনার গোচর করা নিতান্ত আবশ্যক। সেই কারণেই, আমার এ সময়ে আপনার সন্দর্শনে আসা। আপনার অগ্রজ পরিণয় প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত নন। রাজনন্দিনি! আশঙ্কা হচ্চে যে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কোন না কোন অমঙ্গল সংঘটন হওয়ার এই পূর্ব্বসূচনা।

শশি। (সবিষাদে) আমিও এই ভেবে-ছিলেম। আমি যে দাদাকে কত সেধেছি, তা আপনি জানেন। কিন্তু, তাঁর সে স্বপ্ন, তিনি কোন মতেই বিস্মৃত হতে পারেন না। মন্ত্রী মহাশয়! আপনার কি বিশ্বাস হয় যে, তিনি, ঐ পাপ কাননে কোন নরনারীকে দেখেছেন?

মন্ত্রী। কে জানে রাজনন্দিনি! হয় তো, কোন সুরকামিনী বনবিহারার্থে সে দিন ঐ উপবনে উপস্থিত ছিলেন! মহারাজ যে চিত্রপট এ'কেচেন, তা দেখলে তাই প্রত্যয় হয়। বিধাতা তেমন রূপ কোন মানবীকে দেন না। সে যা হোক্, আমাদের এখন এই কর্ত্তব্য যে, এ বিষয় ভালরূপে অনুসন্ধান করি। যদি সেই সুন্দরী সত্যই মানবী হন, তবে তিনি নিঃসন্দেহ এই নগর-নিবাসিনী হবেন। কেন না, দূর দেশ হতে তেমন কুলবালা যে ঐ কাননে আসবেন, এ বড় সম্ভব নয়। অতএব, আমার ইচ্ছা এই যে, আমি আপনার নামে এই ঘোষণা নগরমধ্যে প্রচার করি, আপনি আগামী কল্য সায়ংকালে এক ব্রত করবেন। সেই ব্রত উপলক্ষে, এ নগরবাসিনী যত কুমারী আছেন,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন জাতিই হোন, সকলকেই কল্য সায়ংকালে, সিন্ধুনদীতীরস্থ বিলাসকানন নামক পুষ্পোদ্যানে আগমন কত্তে হবে। যদি ঐ কন্যা এ নগরে থাকেন, অবশ্যই এ আহ্বানে তিনিও রাজপুরে আগমন কত্তে পারেন। আর, যদি এ উপায়ে তাঁর সন্দর্শনের অপ্রাপ্তি ঘটে, তা হলে, আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, আপনার অগ্রজ যা দেখেছিলেন, সে তৃষাতুর পথিকের মনোমোহিনী মরীচিকা মাত্র! তা আপনি এতে কি বিবেচনা করেন?

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! আমার বিবেচনায়, এ অতি বিহিত উপায়। বিশেষতঃ এটি যখন আপনার অভিমত, তখন আর আমার মত গ্রহণের অপেক্ষা কি?

মন্ত্রী। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) রাজকুমারি! চিরজীবিনী হোন!

শশি। দুরন্ত যম, আমাদিগকে সম্প্রতি যে গুরুজনে বঞ্চিত করেছে, আপনি এক্ষণে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত। তা দেখবেন, আমার দাদার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে! (রোদন)

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! এ কি? আপনি শান্ত হোন। বিধাতা আছেন। তিনি অবশ্যই এর প্রতিকার করবেন। আর এ আশীর্ব্বাদকের যা সাধ্য, এ তা প্রাণপণে করবে। চিন্তা কি? এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি; বেলাটা অধিক হয়েছে; এখন বিদায় হই।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

শশি। শুনলি তো কাঞ্চনমালা! দাদা কি

তবে যথার্থই উন্মত্ত হলেন? এ বিপদে কার কাছে যাই, কার শরণাপন্ন হই, তা ভেবে স্থির কত্তে পারি না। (রোদন)

কাঞ্চ। প্রিয় সখি! তুমি এত উতলা হলে কেন? শুনলে না, মন্ত্রিবর কি বল্লেন?—বিধাতা আছেন। তা এখন এসো, বেলা হয়েছে; স্নানাদি করবে চলো।

শশি। সখি! আমি কি এমন ভাইকে হারাব! (রোদন)

কাঞ্চ। (হস্ত ধারণ করিয়া) এসো সখি, এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

ঢুলী ও প্রমত্তভাবে বিজ্ঞাপনী-হস্তে মধুদাসের প্রবেশ

মধু। ব্যাটা জোর করে বাজা।

কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ

প্র-না। কি হে মধুদাস! তোমাকে যে মধুরসে পরিপূর্ণ দেখছি, বৃত্তান্তটা কি বল দেখি?

মধু। আরে বাওয়া! ভ্রমর কি কখনো মধুশূন্য পেটে থাকে? নতুন বাজার মঙ্গলার্থে আজ কিছু মধুপান করে দেখা গেল।

দ্বি-না। তোমার হাতে ও কি?

মধু। চেঁচিয়ে বাজা। (উন্মত্তভাবে বিজ্ঞাপনী পাঠ) হে সিন্ধুনগরনিবাসী জনগণ! রাজনন্দিনী শশিকলার এই নিবেদন গ্রহণ কর। যাঁর গৃহে কুমারী কন্যা আছে,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন জাতই হোন, স্বীয় স্বীয় কন্যাকে আগামী কল্য সায়ংকালে রাজপুরীতে প্রেরণ করবেন। (ঢুলির প্রতি) বাজা বেটা, জোর করে বাজা।

দ্বি-না। ওহে মধু! এর অর্থ কি?

মধু। (হাস্য করিতে করিতে প্রমত্তভাবে) আরে ভাই, সেকালে রাজকন্যারা স্বয়ম্বরা হতো। রাজারা দেশদেশান্তর হতে স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হতেন। কিন্তু, এ ঘোর কলিকালে, পুরুষের স্বয়ম্বর হয়। বোধ করি, মহারাজের বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে। তোমার ভাই যদি সুন্দরী মেয়ে থাকে, পাঠিয়ে দিও! ভগ্নী থাকে ত আরো ভালো!

দ্বি-না। (প্রথম নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) বেটা জাতিতে চণ্ডাল, রাজসংসারে পাদুকা-বাহকের কর্ম্ম করে, বেটার কথা শুনলেন? ইচ্ছে করে, বেটাকে জুতো মেরে লম্বা করে দিই। দূর হোক, এখান থেকে যাওয়া যাক। এ মাতাল বেটার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া অপমান মাত্র।

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

মধু। আরে ঢুলী, জোর করে বাজা।

[ঘোষণাপত্র পাঠ করিতে করিতে ও ঢোল বাজাইতে বাজাইতে মধুদাস ও ঢুলীর প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর, সিন্ধুতীরে অরুন্ধতীর আশ্রম

অরুন্ধতী আসীনা সুনন্দার প্রবেশ

সুন। ভগবতি! আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করি আশীর্ব্বাদ করুন!

অরু। বৎসে! বিধাতা তোমাকে দীর্ঘ-জীবিনী করুন! সম্বাদ কি?

সুন। ভগবতি! আপনি কি আজকের সম্বাদ শুনেন নাই?

অরু। কি সম্বাদ বৎসে?

সুন। রাজনন্দিনী শশিকলা, নগরমধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করেছেন যে, আগামী কল্য সায়ংকালে, তিনি এক মহাব্রত করবেন। এ নগরে যত কুমারী আছে—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলকেই সেই ব্রত উপলক্ষে রাজপুরীতে উপস্থিত হতে হবে। তা আমাদের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা?

অরু। বৎসে! যে রাজার আশ্রয়ে বাস কর, —যার প্রতাপে ধন মান প্রাণ সকলই রক্ষা হয়, সেই রাজার বা রাজপরিবারের আজ্ঞা অবহেলা করা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্রেয়স্কর।

সুন। যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, আমার প্রিয় সখীকে সে স্থলে কি বেশে যেতে আজ্ঞা করেন?

অরু। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) কেন? যে বেশে ভদ্রঘরের কন্যারা যায়, তিনিও সেই বেশে যাবেন।

সুন। তা হলে কি আমাদের গুপ্ত ভাব আর থাকবে? ভগবতি! গান্ধার দেশ পরিত্যাগ করবার সময় আমরা প্রিয় সখীর বহুমূল্যে বহুতর বস্ত্রাদি ফেলে এসেছি। এখন যা কিছু সঙ্গে আছে, তার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট,—সে পরিচ্ছদগুলি দেখলেও, বোধ হয়, এ দেশের লোকে বিস্ময়াপন্ন হবে। প্রিয় সখীর এক একটি পরিচ্ছদ এক এক রাজ্যের মূল্যে প্রস্তুত! আর দেখুন, এমন সময় নাই যে, এখনকার অবস্থার অনুরূপ একটি সামান্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

অরু। (সহাস্য বদনে) বৎসে! তুমি নির্ভয় হও। যে পরিচ্ছদ তোমাদের জ্ঞানে সুপরিচ্ছদ হয়, তোমার সখীকে তাই পরিধান কর্ত্তে বলো। তাঁকে বেশভূষায় উত্তমরূপে ভূষিতা করে, আমার এখানে নিয়ে এসো; তাঁর সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে।

সুন। যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, এখন বিদায় হই।

[সুনন্দার প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) এদের এ রহস্য আর যে বহুকাল অপ্রকাশ্য ভাবে থাকবে, তার কোনই সম্ভাবনা নাই। নাই থাকুক, তাতে বড় একটা হানি ছিল না। কিন্তু, দেবতারা যে এদের প্রতিকূল, এই-ই দেখচি অপ্রতিবিধেয় ব্যাধি। প্রবল বায়ুসন্তাড়িত জলতরঙ্গের গতি প্রতি-রোধ করা বিষম ব্যাপার! এ কি? আমার চক্ষে অশ্রুদয় হলো! ভেবেছিলেম, যেমন, ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বসুন্ধরার কোমল হৃদয় বিদারণ করে, উদ্যানশোভা লতিকার মূলোৎপাটন-পূর্ব্বক ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাপসবৃত্তিও কাল সহকারে অস্মদাদির হৃদয়-কাননের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপ লতাগুল্মাদির মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেছে। কিন্তু এখন দেখছি, আজও তা হয় নাই। তা হলে, এ মোহের লহরী আজ কোথা থেকে উপস্থিত হলো! (পরিক্রমণ করিয়া) আহা! এমন রূপসী কন্যা কি এ জগতে আর আছে! আর কেবল যে রূপসী, তাও নয়, সুশীলতা, ধর্ম্মপরতা ইত্যাদি গুণ প্রফুল্ল কমলের ন্যায় এঁর মানস-সরোবরে শোভা বিস্তার করেচে। তা এমন সুরূপা ও সুশীলা কন্যার ললাটে কি বিধাতা সত্য সত্যই এত দুঃখ লিখেছেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রভো! তোমারই ইচ্ছা! তোমার লীলা খেলা দেবতাদের দুর্জ্ঞেয়! আমরা ত সামান্য মনুষ্য মাত্র।

রাজমন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। ভগবতি! আশীর্ব্বাদ করুন! (প্রণিপাত)

অরু। দেবাদিদেব মহাদেব আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন! ঐ কুশাসন গ্রহণ করুন; আর বলুন দেখি, আজকের কি সম্বাদ।

মন্ত্রী। (আসন গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! মহারাজ মায়াকাননে স্বপ্নদৃশ্যাবৎ যা দেখে-ছিলেন, তা যদি কোন দেবমায়া মাত্র না হয়, আর সে কন্যাটি যথার্থ মানবী এবং এই নগর-বাসিনী হন, তবে আগামী কল্য সায়ংকালে তাঁকে আমরা সকলেই দেখতে পাব।

অরু। মন্ত্রিবর! আপনি যে এ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করেছেন, তা আমি অবগত হয়েছি। কিন্তু মহাশয়! এ কর্ম্ম ভাল হয় নাই। যদি সে কন্যাটি সুরবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা আর এই নগরবাসিনী হয়, তা হলে মহারাজের সহিত তার পুনঃসন্দর্শনে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানতুল্য হবে। আর যে অগ্নি বর্ত্তমান অবস্থায় দুঃসহ, সে অগ্নি দ্বিগুণ প্রবল হয়ে উঠলে কি রক্ষা থাকবে?

মন্ত্রী। তবে আপনি কি সে কন্যাটির কোন সন্ধান পেয়েছেন?

অরু। আজ্ঞা হাঁ।

মন্ত্রী। (ব্যগ্রভাবে) ভগবতি! তৃষাতুর ব্যক্তি,

দূরে বিমল জলপূর্ণ জলাশয় দেখতে পেলে যেমন আহ্লাদে মগ্ন হয়ে ব্যগ্রভাবে সেই দিকে ধাবমান হয়, আপনার এই আশাসূচক মধুর বাক্যে আমার মনও তেমনি আনন্দিত, আর সবিশেষ সমস্ত শুনবার জন্যে সাতিশয় ব্যগ্র হয়েছে। অতএব, অনুগ্রহ করে শীঘ্র বলুন, তিনি কে?

অরু। আমি বোধ করি, আপনি গান্ধার দেশের মহারাজার নাম শুনেছেন।

মন্ত্রী। ভগবতি! তাঁর নাম কে না শুনেছে? তিনি এই সমুদায় ভারতরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। বৈভবে ও প্রভুত্বে দ্বিতীয় সুরপতি; শস্ত্রবিদ্যায় সাক্ষাৎ পান্ডবচূড়ামণি ফাল্গুনি; গদাবিদ্যায় যদুকুলতিলক বলভদ্র-তুল্য; ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমতুল্য; আর, বদান্যতায় সূর্য্যসুত শ্রীমান্ কর্ণের সমকক্ষ। দেবনামসদৃশ সেই পুণ্যাত্মা রাজর্ষির নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তা তাঁর কি?

অরু। যে কন্যারত্নটিকে মহারাজ মায়া-কাননে দেখেছিলেন, সেটি সেই রাজরাজেন্দ্র গান্ধারেশ্বরের একমাত্র দুহিতারত্ন।

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) বলেন কি ভগবতী? রাজনন্দিনী ইন্দুমতী? যাঁর রূপের গৌরবে, যে উর্ব্বশীকে কবিরা আখন্ডলের সর্ব্বস্ব বলে থাকেন, সে উর্ব্বশী পূর্ণচন্দ্রবিরাজিত রজনীতে খদ্যোতমালার ন্যায় ম্লান হয়. মহারাজ কি সেই ইন্দুমতীকে সন্দর্শন করে-ছিলেন? তা তিনি সে সময়ে ঐ মায়াকাননে কেন এসেছিলেন, তা আপনি আমাকে বলুন। —গান্ধার দেশ কিছু নিকট নয় যে, রাজকুমারী মায়াকাননে পরিভ্রমণ করতে আসবেন।

অরু। আপনি কি শোনেন নাই যে, ধূমকেতু নামক একজন রাজসেনানী মহারাজের কতিপয় রাজবিদ্রোহীর সহিত ষড়যন্ত্র করে মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করেছে?

মন্ত্রী। হাঁ, এরূপ জনরব শ্রুত আছি বটে; কিন্তু, রাজাধিরাজ গান্ধারপতি এখন কোথায়?

অরু। তিনি ছদ্মবেশে এই নগরে অবস্থিতি করচেন।

মন্ত্রী। হে বিধাতা! অমরাবতী পরিত্যাগ করে সুরপতি মর্ত্যলোকে উদাসীনভাবে পরি-ভ্রমণ করচেন! যে হস্ত বজ্রপ্রভাবে অসুরদলের মস্তক চূর্ণ করে,—সে হস্ত কি এখন নিরস্ত হয়েছে?

অরু। মনুষ্যের দশা এ জগতে সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তিত থাকে না! কখন উচে, কখন নীচে,—চক্রনেমির ন্যায় সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করে।

মন্ত্রী। ভগবতি! আমাদের মহারাজার কি সৌভাগ্য! গান্ধারপতি এখন বর্ষীয়ান্! এ তাঁর জীবনের সায়ংকাল। ইন্দুমতী তাঁর একমাত্র কন্যা। এঁর সহিত আমাদের মহা-রাজের বিবাহ হলে, কালে সিন্ধুপতি, ভারতের সম্রাট্পদ লাভ করবেন। এমন কি, তাঁর যদি রাজসূয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা হয়, তবে তিনি পৌরবকুলের গৌরবের লাঘব করতে পারবেন, সন্দেহ নাই।

অরু। মন্ত্রিবর! আপনাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। এ বিবাহ হলে, মহারাজের আর এই মহারাজ্যের নিতান্ত অশুভ ঘটনা হবে: দেবতারা এ বিষয়ে নিতান্ত প্রতিকূল, আমার ইষ্টদেব ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট শিষ্য প্রেরণ করাতে তিনি আমাকে এই আদেশ করেচেন যে, "বৎসে! তুমি যদি সিন্ধুদেশের রাজকুলের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষিণী হও, তবে এ সম্বন্ধ কোন মতেই সম্পন্ন হতে দিও না।" আরও দেখুন, আমি বারম্বার আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের স্বর্গীয় আত্মা স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় দেখেচি। তাঁরও এই অনুরোধ। (সবিস্ময়ে) ঐ দেখুন!—

শিবমন্দিরের পশ্চাৎ হইতে পট্টবস্ত্রাবৃত
বৃদ্ধ রাজর্ষির আকারবিশিষ্ট
পুরুষের প্রবেশ

মন্ত্রী। (সকম্পিত শরীরে গাত্রোত্থান করিয়া) এ কি! এ কি! (করযোড় করিয়া) হে নরনাথ! আপনি স্বর্গধাম পরিত্যাগ করে, কেন এ পাপ মর্ত্যে পুনরাগমন করেছেন? আপনার কি আজ্ঞা?

আত্মা। (গম্ভীর বচনে) চাণক্য! অজয় কুক্ষণে পাপ মায়াকাননে গান্ধারাধিপতির কন্যাকে দর্শন করেছেন! এত দিনের পর, এই

পুরাতন বৃহৎ রাজবংশ ধ্বংস হয়! এখনও যদি পার, তবে পঞ্চালাধিপতির দুহিতার সহিত তাঁর পরিণয় ব্যাপার সমাধা করাও। নচেৎ আর রক্ষা নাই; সাবধান হও!

[অন্তর্ধান।

অরু। ঐ দেখলেন ত মন্ত্রী মহাশয়! শুনলেন না?

মন্ত্রী। ভগবতি! আমার এমনি হৃৎকম্প হচ্চে যে, মুখে কথা সরে না। এ কি বিভীষিকা! উঃ! দাঁড়াতে পাচ্চি না! এখন আজ্ঞা হয় ত বিদায় হই।

অরু। মন্ত্রিবর! সাবধান হবেন. দেখবেন, এ কথা যেন কোন মতেই প্রকাশ না হয়।

মন্ত্রী। ভগবতি! এ সকল কথা এ দাসের হৃদয়ে চিরকাল গুপ্ত থাকবে। এরূপ আমি কখনও দেখি নাই. কখনও শুনিও নাই। মহারাজের মৃত্যু দেবমন্দিরে হয়, আর যখন তিনি দেহ ত্যাগ করেন, তখন অবিকল তাঁর এই বেশ ছিল! এ কি ভয়ংকর ব্যাপার! আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই। ভরসা করি, আপনিও অদ্য সায়ংকালে রাজনন্দিনীর ব্রতালয়ে পদার্পণ করবেন।

অরু। তা অবশ্যই যাবো।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) এ সকল বৃত্তান্ত অজয়কে বিজ্ঞাত করা অনুচিত, তার অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি শুনতে পাই. তাতে বোধ করি, এ সব কথা শুনলে. হয় ত সে সহসা আত্মহত্যা কত্তে পারে! যদি সে আপন ঈপ্সিত জনকে না পায়, তা হলে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াও বিচিত্র নয়! প্রেমান্ধ জনের নিকট বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবনমণি কিছুই নয়!

সুনন্দার সহিত সুচারু ও উজ্জ্বল বেশে রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর প্রবেশ

অরু। এস বৎসে! তুমি ত এখন শারীরিক সুস্থ হয়েছ?

ইন্দু। আজ্ঞে হাঁ, এক প্রকার সুস্থ হয়েচি।

অরু। (অগ্রসর হইয়া) বৎসে! তুমি আমাকে সত্য করে বল দেখি, তুমি এই সিন্ধুদেশের নূতন মহারাজকে ভাল বাস কি না?

ইন্দু। (ব্রীড়া প্রদর্শন)

সুনন্দা। ভাল বাসেন বই কি ভগবতি! না হলে এত লজ্জা কেন?

ইন্দু। (জনান্তিকে সুনন্দার প্রতি) তোর কি কিছু মাত্র লজ্জা নাই?

সুনন্দা। কেন? লজ্জা থাকবে না কেন? যদি তুমি এ মহারাজকে ভাল বাস, তবে তাতে দোষ কি? তিনি একজন সামান্য ব্যক্তি নন। তাতে আবার পরম সুপুরুষ; তুমিও নব যুবতী, তোমাদের মিলন যে সুখজনক হবে, তাতে সন্দেহ নাই। এতে আর লজ্জার বিষয় কি? আর এই ভগবতী আমাদের মাতৃসদৃশ, এঁর কাছে লজ্জা করা অনুচিত।

অরু। (স্বগত) মিলন! মিলন! তা যদি হতে পাত্তো, তবে নিঃসন্দেহ মণিকাঞ্চনের সংযোগের সদৃশ কি অপরূপই হতো! কিন্তু সিন্ধুদেশের তেমন ভাগ্য নয় যে, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শন করে। ভূভারতে কেবল ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মীস্বরূপিণী জনকরাজ-তনয়াকে বামে করে অযোধ্যার রাজসিংহাসন অলংকৃত করেছিলেন। (প্রকাশে) দেখ বাছা ইন্দুমতি! তুমি আমাকে লজ্জা করো না, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি, তুমি কি এই মহারাজকে ভাল বাস!

ইন্দু। (ব্রীড়া প্রদর্শন)

অরু। (সহাস্য বদনে) লোকে বলে, "নীরবতা অনেক প্রশ্নের সম্মতিসূচক উত্তর।" তা বৎসে! তোমার মনের কথা এখন আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারলেম!

সুনন্দা। ভগবতি! আপনি কি না বুঝতে পারেন? প্রিয় সখী আপনার ফাঁদে আপনি ধরা পড়েচেন।

অরু। যা হোক বৎসে ইন্দুমতি! একটি পরামর্শ দিই, অবধান কর! রাজকুমারীর ব্রত-স্থানে মহারাজের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হবে। যদি তিনি বিবাহের প্রস্তাব করেন, তবে তুমি এই বলো যে, "কোন বিশেষ কারণে আমি সম্পূর্ণ এক বৎসর আপনার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি না।"

ইন্দু। (মুখাবনত করিয়া মৃদুস্বরে) যে আজ্ঞা জননি!

অরু। অদ্য কয়েক দিবস নূতন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়াতে নাগরিকেরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হয়েচে। রাজপথ লোকারণ্যময়, তোমরা বিদেশিনী তরুণী, অতএব আমার সমভিব্যাহারে রাজপুরীতে চল; তা হলে পথে নির্ব্বিঘ্নে যেতে পারবে।

সুনন্দা। (স-উল্লাসে) আমাদের কি সৌভাগ্য ভগবতি! তবে চলুন!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুতীরে রাজোদ্যান; দূরে দেবালয়; আকাশে পূর্ণচন্দ্র

শশিকলা, কাঞ্চনমালা ও মন্ত্রীর প্রবেশ

শশি। বলেন কি মন্ত্রী মহাশয়! এ কথা কি বিশ্বাস্য?

মন্ত্রী। রাজনন্দিনী! ঐ যে দূরে পর্ব্বত দেখচেন, ও যেমন অটল, ভগবতী অরুন্ধতীর কথাও তাদৃশ। তিনি এ পৃথিবীতে স্বয়ং সত্যের অবতার।

শশি। আজ্ঞা, এ কথা যথার্থ। কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, যদিও অজানত খাদ্য দ্রব্য,—যদিও সে খাদ্য দ্রব্য দেবদুর্লভ হয়, তবুও ভক্ষকের সহসা তা স্পর্শ কত্তে ইচ্ছা করে না।—সর্ব্ববিধায়ে মানব-মনের সেই গতি। কোন অসম্ভব কথা শুনলে, সহসা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে এ কথা যদি সত্য হয়,—আর মিথ্যা যে, তাই বা কেমন করে বলি? —তা হলে, আমার দাদার তুল্য ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এ ভূভারতে দ্বিতীয় আর নাই। গান্ধারপতি, রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এ যে প্রাতঃস্মরণীয় নাম! তা এরূপ মহদ্বংশের সহিত কি আমাদের এরূপ সম্বন্ধ সংঘটন হবে? নদকুল সাগরেই পড়ে, সাগর কি কখনো নদগর্ভে পড়েন?

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

শশি। আপনি এ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন কেন?

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! আমার বিবেচনায় পঞ্চালপতির দুহিতা,—যদিও তিনি গান্ধার-রাজতনয়া ইন্দুমতীর সদৃশ সুরূপা নন, তবুও সর্ব্বথা মহারাজের উপযুক্ত। কেন না, যিনি এখন গান্ধার দেশের রাজসিংহাসনে আসীন হয়েছেন, তিনি ধর্ম্মের সোপান দিয়ে সে সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই! সুতরাং অনেক রাজা এখনও তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই। অনেক প্রজা তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা কত্তে অস্বীকৃত। অতএব, গান্ধার রাজ্য একপ্রকার লণ্ডভণ্ড। আর সে দেশের ঐ বর্ত্তমান রাজা যদিও অতি শীঘ্র তাঁর ঐ গুরু পাপের দণ্ডস্বরূপ সিংহাসনচ্যুত হবেন, এরূপ মনে করা যায়, কিন্তু তারই বা নিশ্চয়তা কি? কেন না, চপলা লক্ষ্মী, রূপ, গুণ কুল, শীল কিছুই দেখেন না। আর যদি বা সে পাপিষ্ঠ রাজার অধঃপাত হয়, আর বৃদ্ধ গান্ধার-রাজ পুনরায় নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসন প্রাপ্ত হন; তথাপি, যে চঞ্চলা, গুণবান্‌কে অপবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করে না, সাধু জনকে সামান্য জ্ঞানে তার দিকে দৃক্‌পাত করে না, মহদ্বংশসম্ভূত জনকে সর্প জ্ঞানে লম্ফ দিয়া উল্লঙ্ঘন করে, শূরসত্তমকে কণ্টকতুল্য পরিহার করে, আর বিনীত ব্যক্তিকে পাপিষ্ঠ জ্ঞানে তার দিকে চায় না, সেই পাপলক্ষ্মী যে, গান্ধার-রাজসংসারে চিরনিবাসিনী হবে, তারই বা প্রত্যাশা কি? কিন্তু পঞ্চালাধিপতির এখন তাদৃশ দশা নয়, তাঁর অবস্থাবিষয়ে সম্প্রতি এ সকল আশঙ্কা কিছুই নাই। তাঁর প্রবীণ বান্ধবমণ্ডলী বিদ্যমান; হস্তিনাপুরে এখনো পরীক্ষিত রাজর্ষির বংশীয় অধস্তন পুরুষেরা রাজত্ব কচ্চেন; বিরাট রাজ্যের রাজারাও তাঁর মিত্র। এঁরা সকলে আর অন্যান্য রাজসিংহ যদি একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন, তবে আমরা বিষম বিপদে পড়বো, তার সন্দেহ নাই। দ্রৌপদীর হরণ-জনিত রোষাগ্নি এখনো নির্ব্বাণ হয় নাই।

শশি। তা গান্ধার দেশের বর্ত্তমান রাজার সহিত আমাদের বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা কি?

মন্ত্রী। আপনি কি দেখচেন না যে, মহারাজের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, গান্ধার দেশের রাজা নূতন এক তেজস্বী শত্রুকে যেন রণস্থলবর্ত্তী দেখবেন। সুতরাং

তিনি আমাদের শত্রুদলকে যে বৃদ্ধি করবেন, সে বিষয় হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ। কিন্তু, তাঁকে আমি বিষদন্তহীন অহিস্বরূপ জ্ঞান করি। পঞ্চালপতি তেমন নন।

শশি। মন্ত্রিবর! এ সকল কথা ভাবলে মন অধীর হয়। হায়! কি কুক্ষণে দাদা সেই পাপ কাননে প্রবেশ করেছিলেন! ঐ শুনুন,—কুমারীরা দেবালয়ে প্রবেশ কচ্চে।

নেপথ্যে পদধ্বনি, নূপুরধ্বনি ও গীত ;
সন্ধ্যাকালে বসন্তবর্ণন

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! আমি এখন যাই, মহারাজকে এখানে আনয়ন করে কোনো বিরল স্থানে রাখি। দেখি, এই ইন্দুমতী রাজমনোমোহিনী কি না? আপনি গিয়ে সেই কুমারী-দিগের সঙ্গে যথাবিধি সম্ভাষণ করুন।

[প্রস্থান।

শশি। কাঞ্চনমালা! এ বিবাহ হলে, সখি, আমাদের সর্ব্বনাশ হবে! কিন্তু দাদাকে এ কথা যে কেমন করে বোঝাই, তা ভেবে পাচ্চি না। লোকে বলে, বিপত্তিকালে জ্ঞান-রবি যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়। তা না হলে কি সখি, রঘুনন্দন, সুবর্ণ-মৃগ দেখে বুঝতে পাত্তেন না যে, সে কোন মায়াবী রাক্ষস। হায়! হায়! আমাদের কি হলো! (রোদন)

কাঞ্চন। সখি! শান্ত হও! এ কি ক্রন্দনের সময়? তোমার ও পদ্মচক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখলে লোকে কি ভাববে? ঐ শোনো,—আহা! কি চমৎকার গীত!

নেপথ্যে গীত ; পূর্ণচন্দ্র বর্ণন

শশি। সখি! আমি যখন মন্ত্রীর পরামর্শে, এ সমারোহে সম্মত হয়েছিলেম, তখন আমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করে দেখি নাই। আমার মনের কি এমনি অবস্থা যে,—এখন আহ্লাদ আমোদ কত্তে পারি? না দশ জন পরের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের কথাবার্ত্তা কইতে পারি? তা চলো ;—যা হয়েছে, তা হয়েছে! এখন যৎকিঞ্চিৎ ভদ্রতা না দেখালে অবশ্যই লোকে অযশ করবে। ঐ যে দাদা আর মন্ত্রিবর এ দিকে আসচেন!—যা বল সখি! ইন্দুমতীই হোন, কি সুরনারীই হোন, এমন কার্ত্তিকেয়কে দেখলে, তাঁর মন অবশ্যই অস্থির হবে।

রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ

চলো সখি! আমরা এখন যাই;—গিয়ে দেখি, ইন্দুমতীর মনের কি ভাব। আমি শুনেচি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, কিরাত কুরঙ্গিণীকে তীরাঘাতে বিদ্ধ করে অন্যত্র চলে যায় ;—আর মনেও করে না যে, সে অভাগিনীর কি দুর্দ্দশা ঘটেচে! কিন্তু, সে যেখানেই যায়, ঐ রক্তশোষক যমদূত তার পার্শ্বে লেগে থাকে। তা চলো আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থানোদ্যম।

রাজা। শশি! একটু দাঁড়াও ; কোন বিশেষ একটি কথা আছে।

শশি। দাদা। বলুন, আপনার কি আজ্ঞা।

রাজা। তুমি মন্ত্রীর মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনেছ। বল দেখি, আমার কি সৌভাগ্য? কিন্তু, মন্ত্রিবর বলেন, এ বিবাহ অপেক্ষা পঞ্চালাধিপতির দুহিতার পাণিগ্রহণ শ্রেয়স্কর। হা! হা! হা! (উচ্চ হাস্য) স্ফটিক, আর হীরা! পিত্তল, আর সুবর্ণ! দেখ দিদি! বৃদ্ধ হলে, লোকের বুদ্ধি হ্রাস হয়। জ্ঞান-নদে এক প্রকার জল শেষ হয়। বোধ করি, মন্ত্রিবরেরও সেই দশা ঘটচে।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার! এ অধীনের স্বর্গীয় পিতা, আপনার রাজপিতামহের মন্ত্রী ছিলেন। আর এ অধীনও তাঁর সহকারিত্ব কত্তো। পরে আপনার স্বর্গবাসী পিতা ; এখন আপনি ; অতএব ঠাকুরদাদা বলে আপনারা আমার সহিত পরিহাস কর্ত্তে পারেন। আমি কেবল আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,—

নেপথ্যে পদশব্দ ও নূপুরধ্বনি

রাজা। শশি! চলো দিদি! আমি তোমার সঙ্গে যাই। দেখি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতী এ ক্ষুদ্র গৃহে পদার্পণ করেছেন কি না।

শশি। দাদা! আপনি বলেন কি? ও দেবালয়ে যে এ নগরের সমস্ত কুলকুমারী উপস্থিত! আপনি সহসা ওখানে গেলে তারা

লজ্জায় যে কিরূপ হবে, তা আপনিই বুঝতে পারেন।

মন্ত্রী। না-না-না মহারাজ! এ আপনার অনুচিত। চলুন, আমরা উদ্যানের ঐ কোণে গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি। রাজেন্দ্রনন্দিনীকে আপনি যে প্রকারে দেখতে পান, তার উপায় এর পরে করা যাবে। কপোতীমণ্ডলীর মধ্যে পক্ষিরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে, তারা কি সুখ-সম্ভোগপরিত্যক্ত হয়ে ভয়াভিভূত হয় না? এ নগরে যে এত কুমারী কন্যা আছে, তা আমি জানতেম না। আমাদের যুবক ভায়ারা কি উদাসীনধর্ম্ম অবলম্বন করেচেন?

রাজা। (সহাস্য বদনে) এ বিষয়ে আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু এই জানি যে, আপনার জানিত একজন যুবা পুরুষের ভাগ্যে ঔদাস্যই এক মাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েচে!

নেপথ্যে পদশব্দ ও নূপুরধ্বনি

মন্ত্রী। উঃ! এ যে রাজা দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী! তা আপনি যান রাজ-কুমারি! আর দেখ কাঞ্চনমালা! যদি দুই একটি, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যোগ্য পাত্রী দেখতে পাও, তবে সম্বাদ দিও।

কাঞ্চন। তোমার মুখে ছাই! এসো সখি, আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) সূর্য্যকিরণে গভীর নদের জল-মুখ উজ্জ্বল দেখা যায়। কিন্তু নিম্ন দেশ যে কিরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তা কে জানে? মুখে হাসলেম, কিন্তু হৃদয়ে যে সর্ব্বক্ষণ কি বেদনা, তা যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন। (প্রকাশে) চলুন মহারাজ! আমরা উদ্যানের এক কোণে গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি। ভগবতী অরুন্ধতীর আশীর্ব্বাদে আপনি অবশ্যই আজ সায়ংকালে সে অপূর্ব্ব রূপসীর পুনর্দ্দর্শন পাবেন।

[উভয়ের উদ্যান-কোণাভিমুখে গমনোদ্যম।

রাজকুমারী শশিকলার বেগে পুনঃপ্রবেশ

শশি। দাদা! আজ আকাশের তারা ভূতলে পড়েচে!

রাজা। (ব্যগ্রভাবে) এর অর্থ কি দিদি?

শশি। বোধ করি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতী ঐ এসেচেন! আমরা রমণী, তবুও তাঁর রূপ দেখলে আঁখি ফেরাতে পারি না। কি অপরূপ রূপ!

রাজা। দেখলে শশিকলা? আমি ত বলে-ছিলেন, এ স্বপ্ন নয়! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কোথায়?

শশি। তিনি ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ, ভগবান্ বশিষ্ঠ, আর রাজপুরোহিত ধর্ম্মের সহিত কোন ব্রত সমাধা কচ্চেন। ব্রত সম্পন্ন হলেই, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হবে। ভগবতী আমাকে এই কথা বল্লেন যে, যেমন তারাময়ী নিশাদেবী, ঊষাকে উদয়া-চলের সহিত মিলিত করেন, সেইরূপ তিনিও রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি

বোধ হয়, ভগবতী অরুন্ধতীর ব্রত সাঙ্গ-প্রায়। তা এ সময় আমার ও স্থানে উপস্থিত থাকা উচিত। আমি যাই।

নেপথ্যে গীত ;—ব্রতসাঙ্গ-বিষয়ক

রাজা ও মন্ত্রীর, উদ্যান-কোণাভিমুখে গমন

রাজা। বলুন দেখি মন্ত্রী মহাশয়! এ বিবাহে আপনার কি আপত্তি?

মন্ত্রী। (অস্পষ্ট বাক্যে) আজ্ঞা আপত্তি কি, তা না, তবে কি, গান্ধাররাজবংশের সহিত এ রাজবংশের কখনো কোন পরিণয় হয় নাই। কিন্তু, পঞ্চালপতির বংশের অনেক রাজকুমারী এ রাজ্যের পাটেশ্বরী হয়েছেন। আর এ রাজ-বংশেরও অনেক কন্যা পঞ্চালরাজ্যের রাজা-দিগের সহিত পরিণীতা হয়েচেন। এখন সহসা এ নিয়ম ভঙ্গ করা—

রাজা। ধিক্ মন্ত্রিবর! ভেবেছিলেম, আপনি সুনীতিজ্ঞ! তা এই কি নীতিজ্ঞান! আর

আপনি কি পুরাণ-বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হয়েচেন? মহাভারতে কি আছে? গান্ধার-রাজকন্যা গান্ধারী দেবী রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পরিণীতা হন। আর তাঁর কন্যা দুঃশলা, আমাদিগের পূর্ব্বমাতা। কেন না, তিনি এ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুণ্যাত্মা জয়দ্রথের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন; আমরা তাঁরি সন্তান। গান্ধার দেশের রাজবংশের রক্ত আমাদের সম্বন্ধে পরের রক্ত নয়।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা সত্য বটে; তবু—

রাজা। আঃ—তবু, তবু, তত্রাচ, তত্রাচ, কিন্তু, কিন্তু, এই যে আজকাল আপনার মুখে! আর কোনো শব্দই নাই! বৃদ্ধ বয়সে পাগল হচ্চেন না কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, একপ্রকার তাই বটে! তা আপনার হিতার্থে যদি পাগল হই, তাতেও দুঃখ নাই।

ইন্দুমতী ও সুনন্দার সহিত অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ

রাজা। (অবলোকন করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি আমাকে ধরুন! (মূর্চ্ছা)

ইন্দু। (রাজাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি! শ্রীচরণে স্থান দিন, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি! স্বপ্নও কি কেউ সত্য দেখে? (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)।

শশি। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ভগবতি! এঁদের দুজনের পরস্পর সাক্ষাৎ করানো, কোন মতেই সমুচিত হয় নাই! তা চলুন, আমরা ইন্দুমতীকে পুনরায় দেবালয়ে লয়ে যাই।

[ইন্দুমতীকে লইয়া অরুন্ধতী, শশিকলা, সুনন্দা ও কাঞ্চনমালার দেবালয়ে প্রস্থান।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ওরে শীঘ্র জল নিয়ে আয়—

রাজা। (সংজ্ঞালাভানন্তর) মন্ত্রি! আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবধ শাস্ত্রে অতীব গর্হিত বলিয়া উক্ত হয়েছে, তা না হলে আমি বৃদ্ধ মন্ত্রী বধের ভয় কত্তেম না। আপনি আমাকে দুঃখার্ণবে আরও মগ্ন করবার জন্যে এ ভান কেন করলেন? আপনি অবিলম্বে আমার মনোমোহিনীকে আনুন! আমার হৃদয় অন্ধকার, ও মন উন্মত্তপ্রায় হয়েছে! নতুবা আমি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই বিস্মৃত হব! শীঘ্র উত্তর দাও!

মন্ত্রী। (সভয় কম্পে) মহারাজ! আমার কি সাধ্য যে, ইন্দ্রজালে আপনার মন ভুলাই।

রাজা। (উন্মত্তভাবে পরিভ্রমণ করিয়া) একবার বনদেবীর মায়াতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, তাতে কে এ আহুতি দিলে? কার এত সাহস? আমি সম্মুখে কেবল রক্তস্রোত দেখচি। আর ও কি? এক পরম সুন্দরী রমণী! রূপে—সেই আমার মনোমোহিনী! আর তাঁর হৃদয়ে এক ছুরিকা! হে বিধাতা! এ দেখে আমি এখনও বেঁচে আছি! রে কঠিন হৃদয়! তুই বিদীর্ণ হস্ না কেন? (পুনর্মূর্চ্ছা-প্রাপ্তি।)

মন্ত্রী। এই ত সর্ব্বনাশ হলো! আর এ সকলই আমার দুর্ব্বুদ্ধিতে। হায়! হায়! পদ্ম তুলতে গিয়ে আমার এই মাত্র লাভ হলো যে, মৃণালের কণ্টকে হস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল! (উচ্চৈঃস্বরে) ভগবতী অরুন্ধতী! রাজনন্দিনী শশিকলা! আপনারা এ দিকে একবার শীঘ্র আসুন! মহারাজেব প্রায় আসন্নকাল উপস্থিত! হে সিন্ধুরাজকুলতিলক! হে নররাজ! তুমি কি এ প্রাচীন শুভানুধ্যায়ীকে বিস্মৃত হলে? হে নর-কার্ত্তিকেয়! বৃদ্ধ মহারাজ কি এই জন্য আমাকে এ পাপময় সংসারে রেখে গিয়েচেন! আমি তোমার এই দশা স্বচক্ষে দেখব? হে নরশার্দ্দূল! মধ্যাহ্নে কি রবিদেব অস্তাচলে গমন করবেন? তবে—তোমার—এ দশা কেন? (রোদন)

বেগে অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ

অরু। (সবিস্ময়ে) এ কি মন্ত্রিবর! এ কি!

শশিকলা ও কাঞ্চনমালার মৃদু রোদন

মন্ত্রী। আর কি বলবো ভগবতি?—রাজ-নন্দিনী ইন্দুমতীকে দেখে মহারাজের জ্ঞান-রবি বোধ হয় মোহ-তিমিরে চির আচ্ছন্ন হয়েচে!

অরু। (রাজার মস্তক গ্রহণ করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি সরুন, আমি দেখি, বিধাতা কি করেন।

রাজার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে করিয়া মালা জপ

রাজা। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ভগবতি! আপনারা এখানে কেন? আপনারা এখান থেকে যান। আপনাদের দেখলে আমার বোধ হয়, আপনারা যেন, আমার প্রাণের প্রাণকে, জীবনের জীবনকে অগ্নিতে ভস্ম করে এসেছেন! আমিও অপবিত্র! কেন না, আমি এখন প্রাণশূন্য। আপনারাও এখন আর পবিত্র নন! কেন না, আপনারা শ্মশানভূমি পদস্পৃষ্ট করেছেন!

অরু। বৎস! শান্ত হও; শান্ত হও। এ প্রলাপ-বাক্য কি তোমার উপযুক্ত?

রাজা। ভগবতি! আপনারা যান।

অরু। বৎস! তোমাকে এ অবস্থায় কে পরিত্যাগ করতে পারে? (উচ্চৈঃস্বরে) রামদাস!

(নেপথ্যে)—ভগবতি!

অরু। শীঘ্র শান্তিজল আনয়ন কর।

শান্তিজল হস্তে রামদাসের প্রবেশ

অরু। (শান্তিজলে রাজমুখ প্রক্ষালন করিয়া) উঠ বৎস! যেমন নিশানাথ, রাহুর গ্রাস হতে মুক্তি পেয়ে, পুনর্ব্বার ভগবতী বসুমতীকে সহাস্যবদনা করেন, তুমিও তাই কর।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) ভগবতি! অভিবাদন করি, আশীর্ব্বাদ করুন!

অরু। বৎস! এখন ত সুস্থ হয়েছ?

মন্ত্রী। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণী আশীর্ব্বাদ করলেন না! পূর্ব্বে "চিরজীবী হও! চিরসুখী হও! বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন!" এই সকল কথা আশীর্ব্বাদস্থলে মুখ দিয়ে বহির্গত হতো, আজ আর তা নাই! পাছে আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হয়, বোধ করি এই ভয়ে, আশীর্ব্বাদ করলেন না! মহারাজের যে বিষম অমঙ্গল উপস্থিত, তার আর কোনো সন্দেহ নাই! অমঙ্গল সূচনার পূর্ব্বানুভবে এই লক্ষণ!

রাজা। জননি! আমার কি কুক্ষণে জন্ম! এ কুজীবন, আমি প্রায় স্বপ্নেই কাটালেম।

অরু। কেন বৎস! স্বপ্নে কেন?

রাজা। ভেবেছিলেম, আজ সায়ংকালে, রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর চন্দ্রানন অবলোকন করে, পুনর্জ্জীবিত হবো। কিন্তু, তাঁকে যে কিরূপ দেখলেম,—যেমন স্বপ্নদেবী, মায়াময়ী নারীকে সঙ্গে করে, সুপ্ত জনের মনোরঙ্গ জন্মান, এও সেইরূপ হলো!

অরু। বৎস! এ তোমার ভ্রান্তি! সেই রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এই পুরীতেই আছেন। আর তোমার ভগ্নী শশীকলার সহিত এই অল্পকালের আলাপ পরিচয়ে তাঁর বিশেষ সম্প্রীতি হয়েছে।

রাজা। (ব্যগ্রভাবে) তবে দেবি! আমি কি তাঁর চন্দ্রানন দেখতে পাই না?

অরু। বৎস! তা হতে পারে;—কিন্তু, তিনি কুলবালা,—আর কোন্ কুলবালা, তা তুমি ভালরূপ জান না। তিনি যে সহসা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করবেন, এ কোন মতেই সম্ভবে না। তুমি এখন রাজপুরীতে প্রবেশ করো; সমাগত কুলকন্যারা এই উদ্যানে বিহারার্থ আসবে; তা হলে অবশ্যই ইন্দুমতী তোমার দর্শনপথে পড়বেন। আর যদি তোমার তাঁকে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আপন ভগ্নী শশিকলাকে দিয়ে বলালেই হবে।

রাজা। (শশিকলার কর্ণে কিছু কহিয়া) এস মন্ত্রিবর! আমরা রাজপুরীতে প্রবেশ করি।

[মন্ত্রী ও রাজার প্রস্থান।

অরু। (কাঞ্চনমালার প্রতি) কাঞ্চনমালা! রাজনন্দিনী ইন্দুমতী আর তাঁর সখীকে শীঘ্র এ স্থলে আহ্বান করো।

কাঞ্চন। যে আজ্ঞা ভগবতি!

[প্রস্থান।

অরু। (শশিকলার প্রতি) রাজনন্দিনি! তোমরা এখানে কিছু কাল সংগীতামোদে মহারাজের চিত্ত বিনোদন কর।

শশি। জননি! আপনি কি তবে আশ্রমে

যেতে ইচ্ছা করেন? তা হলে কিন্তু কিছুই হবে না। দাদা যদি আবার ঐরূপ বিচলিতমন হন, তবে কে রক্ষা করবে?

অরু। বৎসে! আমি যে শান্তিজলে ওঁর মুখ প্রক্ষালন করেছি, তাতে আর কোন ভয় নাই! অমৃত যাকে স্পর্শ করে, তার কি মরণাশঙ্কা থাকে? এর উদাহরণ-স্থলে, রাহু আর কেতুকে দেখ।

শশি। জননি! আপনার শ্রীচরণে এই মিনতি করি, আপনি এখানে থাকুন।

অরু। বৎসে! সাংসারিক সুখলোভে আমার মন সতত বিরত। তবে তোমার অনুরোধ অবহেলা কর্ত্তে মন চায় না। আচ্ছা, আমি এখানে থাকলেম।

ইন্দুমতী ও সুনন্দার প্রবেশ

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি!—(করযোড় করিয়া) এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আমি যে আপনাকে প্রিয় সখী বলি, এ আমার অনুচিত কর্ম্ম। কিন্তু ভেবে দেখুন, জনকরাজতনয়া সীতাদেবী, সরমা রাক্ষসীকেও সখী বলে সম্ভাষণ করেছিলেন, আমার কি তেমন সৌভাগ্য হবে!

ইন্দু। (শশিকলাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি! প্রিয়তমে! তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ! তুমি ত আমার দাসী নও, আমিই তোমার দাসী। তোমার বাহুবলেন্দ্র ভ্রাতার রাজ্যে আমাদের বসতি।

শশি। প্রিয় সখি! ও সকল কথা বিস্মৃত হও। এ বসন্ত কাল। আর দেখ, আজ পূর্ণ-চন্দ্রালোকে আকাশ, পৃথিবী সকলই যেন ধৌত হয়েছে। আরো দেখ, এ উদ্যানে কত প্রকার সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে। আর শুনেছি, তোমার এরূপ সুমধুর কণ্ঠ যে, আকাশে খেচর, আর ভূতলে ভূচর,—তোমার সঙ্গীত-ধ্বনি শুনলে, সকলেই স্বকর্ম্ম বিস্মৃত হয়ে, একতান মনে সেই সঙ্গীত শুনতে থাকে। তা প্রিয় সখি! এ সুখে কি আমাদের বঞ্চিত করবে? এই আমার বীণাটি গ্রহণ করে,—একটি গীত গাও।

ইন্দু। সখি! সুকণ্ঠই বলো, আর কুকণ্ঠই বলো, তা সে সকল এখন আর নাই। এখন দুঃখের হলাহলে একপ্রকার নীলকণ্ঠ! জর্জ্জরীভূতা হয়ে রয়েছি! তা তোমার সমান প্রিয়তমাকে অসন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য নয়; দাও, তোমার বীণা দাও।

বীণা গ্রহণপূর্ব্বক গীত

শশি। আহা! কি সুমধুর সঙ্গীত! (অরুন্ধতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি কি বলেন?

অরু। ত্রিদশালয়ে এইরূপ সঙ্গীত হয়।

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! এরূপ মধু-কোকিলাকে এ রাজপুরীর উদ্যানে কি প্রকারে চিরকাল আবদ্ধ করে রাখতে পারি, তার কোন উপায় তুমি বলতে পারো?

ইন্দু। সখি!—তুমি দেখচি এক জন মন্দ ঘটক নও। তার পরে কি বল দেখি?

শশি। তুমি কি তা বুঝতে পাচ্চ না? যেখানে দেবদেবী সকলেই অনুকূল, সেখানে মানব-হৃদয় কেন প্রতিকূল হবে? তা এসো, তুমি আমার ভগিনী হও!

ইন্দু। (সহাস্য বদনে) তার পর তুমি ননদী হয়ে, যার পর নাই জ্বালা দেবে বুঝি?

অরু। বালিকাদের রহস্য আমাদের মত বৃদ্ধাদের শ্রোতব্য নয়।

কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতিপূর্ব্বক মালা জপ

প্রভো। তোমারি ইচ্ছা। সুবর্ণ-প্রজাপতি, অতি অল্পকাল মাত্র জীবন ধারণ করে,—আর যে অল্পকাল সে পুষ্পমধু পানে অতিপাত করে, এরাও তাই করুক! শমনের কোষমুক্ত সুতীক্ষ্ণ অসি সর্ব্বক্ষণ যে মস্তকোপরি রয়েছে, এ যে লোকে দেখতে পায় না, এ কেবল বিধাতার অসাধারণ অনুগ্রহ। প্রভো! তুমিই দয়াময়।

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! আমার দাদার একটি প্রার্থনা।—তোমার নিকটেই প্রার্থনা।

ইন্দু। কি প্রার্থনা প্রিয় সখি?

শশি। (কর্ণমূলে)

ইন্দু। সখি! তোমাকে আমার দ্বিতীয়

প্রাণ বলেছি, তোমার কাছে মনের কথা অব্যক্ত রাখা আমার ইচ্ছা নয়। এ প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নাই। কেনই বা থাকবে? আমি তোমার কাছে ধর্ম্মকে সাক্ষী করে, অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি, তোমার অগ্রজ ভিন্ন কখনো, অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করবো না। কিন্তু একটি বৎসর এ কর্ম্ম হবে না। আমার পিতার শুভার্থে, এক ব্রতারম্ভ করেছি।

শশি। প্রিয় সখি! তুমি এ অঙ্গীকারটি ভগবতী অরুন্ধতীর সম্মুখে কর।—(উচ্চৈঃস্বরে অরুন্ধতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি একবার এ দিকে পদার্পণ করুন।

অরুন্ধতীর প্রবেশ

শশি। ভগবতি! আপনি শুনুন, প্রিয় সখী ইন্দুমতী এই অঙ্গীকার কচ্চেন যে, দাদাকে ভিন্ন উনি অন্য কোন পুরুষকে পতিত্বে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু, এক বৎসরকাল এ কর্ম্ম সম্পন্ন হবে না।

অরু। (ইন্দুমতীর প্রতি) কেমন বৎসে! এ কি সত্য?

ইন্দু। (ব্রীড়া সহকারে মস্তক অবনত করণ।)

সুন। আজ্ঞা হাঁ, আমার প্রিয় সখীর এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা: আর এই-ই তাঁর মনের বাঞ্ছা।

অরু। এ উত্তম সংকল্প! রাত্রি অধিক হতে লাগ্‌ল; তোমরা সকলে নিজ ভবনে যাও; —আর আমিও এখন আশ্রমে যাই। দেখ শশি! তোমার প্রিয় সখীর সহিত জনকয়েক রক্ষক দাও, নাগরিক উৎসব এখনো সাঙ্গ হয় নাই। আর দেখ কাঞ্চনমালা! তুমি মন্ত্রী মহাশয়কে একবার আমার এখানে পাঠিয়ে দাও।

শশি ও কাঞ্চন। যে আজ্ঞা ভগবতি!

[অরুন্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু। (পরিভ্রমণ করিয়া স্বগত) প্রভো! তুমিই সত্য। মহারোগে মহৌষধই আবশ্যক করে। আর যদিও, সে মহৌষধ রোগীর পক্ষে কিছুক্ষণ ক্লেশজনক হয়ে দাঁড়ায়, তথুও তাতে বিরক্ত হওয়া অনুচিত কর্ম্ম। যে প্রেমাঙ্কুর ভাগ্যদোষে এদের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েছে, সে অঙ্কুরকে যে প্রকারে হয় উন্মূলিত করতে হবে! তা না করলে, আর রক্ষা নাই।

মন্ত্রীর প্রবেশ

(প্রকাশে) আসুন মন্ত্রিবর! মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। তিনি শয়নমন্দিরে প্রবেশ করেছেন।

অরু। এখন কি কর্ত্তব্য, তা বলুন দেখি।

মন্ত্রী। দেবি! আমি যেন ভয়াকুল সাগর-তরঙ্গে পড়েছি! কোন্ দিকে গেলে যে রক্ষা পাব, তা বুঝতে পারছি না। আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি, আপনি কি বলেন?

অরু। শুনুন, এরূপ জনরব হয়েছে যে, গুর্জরের রাজা, রাজকর না দেওয়াতে গান্ধারের বর্ত্তমান অধিপতি ধূমকেতু সিংহ সসৈন্যে গুর্জরদেশ আক্রমণ কত্তে এসেছেন। আপনি অনতিবিলম্বে তাঁকে পত্রিকার দ্বারা এই সংবাদ প্রেরণ করুন যে, গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব রাজা, তাঁর একমাত্র কন্যা ইন্দুমতীর সহিত এই নগরে ছদ্মবেশে আছেন।

মন্ত্রী। ভগবতি! এতে কি ফল লাভ হবে?

অরু। আপনি কি দেখছেন না যে, পত্র পাঠ মাত্র সে অধর্ম্মাচারী এই কন্যারত্ন ইন্দুমতীকে অবশ্যই চেয়ে পাঠাবে। কেন না, তার পুত্রে জয়কেতুর সহিত এ কন্যার পরিণয় হলে, পরিণামে তার রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। আর যদি পঞ্চালাধিপতি রোষপরবশ হয়ে, মহারাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তবে অজয় কখন ধূমকেতুর সহিত শত্রুভাবে প্রবৃত্ত হবে না। সত্য বটে, ইন্দুমতীকে ধূমকেতুর হস্তে দিতে অজয় বিষম মনঃপীড়া পাবে, কিন্তু আপনাকে আমি বারম্বার বলেছি যে, মহারোগে মহৌষধির আবশ্যক। যে বিবাহে দেবতারা প্রতিকূল, যা নিবারণার্থে স্বর্গীয় মহারাজের পবিত্র আত্মা পুনঃ পুনঃ ভূতলে অবতরণ করেছেন, সে বিবাহে সম্মতি দিলে, রাজার আমরা অশ্রেয়-সাধক হব। আর, মহারাজ আমাদের যে ভার দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, তারও প্রতিকূলে অনুষ্ঠান করা হবে। এখন আপনি কি বলেন?

মন্ত্রী। (চিন্তা করিয়া) দেবি! এ আপনার

দৈব বুদ্ধি! আপনি দেবাদিদেব মহাদেবের সেবা বৃথা করেন নাই। তিনিই আপনাকে এ দেবদুর্লভ জ্ঞান দিচ্ছেন। আমি আপনার প্রস্তাবে সর্ব্বথা অনুমোদন করলেম, কল্য প্রত্যুষেই গুর্জ্জর নগরে দূত প্রেরণ করবো। এখন রাত্রি অধিক হয়েছে। অনুমতি হয় তো বিদায় হই।

অরু। আমিও এখন আশ্রমে যাই।

মন্ত্রী। বলেন তো সংগে রক্ষক দিই।

অরু। (সহাস্য বদনে) আমাকে এ নগবের কে না চেনে? বিশেষতঃ, আমার রামদাস বীর-ভদ্র অবতার। তবে চলুন। এস রামদাস!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম গর্ভাংক

গুর্জ্জর নগর; সম্মুখে গান্ধার-রাজশিবির রক্ষক ও দৌবারিক দণ্ডায়মান

রক্ষক। (পরিভ্রমণ করত স্বগত) এ যুদ্ধে মহারাজের স্বয়ং আসা ভাল হয় নাই। আমাদের সেনাপতি মহাশয় একলা হলেই এ দেশ আমা-দের পদানত হতো। কিন্তু আমি দেখছি, যারা নিজে অধর্ম্মাচারী, তারা অপর ব্যক্তিকে কখনই বিশ্বাস করে না। বোধ হয়, আমাদের মহারাজ এই ভাবেন যে, উনি স্বয়ং যে উপায়ে রাজ্যলাভ করেছেন, হয়তো সেনানীও তাই করবেন।

একমনে চৌদিকে ভ্রমণ ও দূতের প্রবেশ

রক্ষক। কে তুমি?

দূত। আমি সিন্ধুদেশাধিপতির দূত। রাজাধিরাজ ধূমকেতু সিংহের নামে পত্রিকা আছে।

রক্ষক। (দৌবারিকের প্রতি) ওহে দৌবারিক!

দোবা। কি ভাই!

রক্ষক। এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে রাজগোচরে লয়ে যাও।

নেপথ্যে রণবাদ্য

দোবা। ঐ যে মহারাজ, এই দিকেই আসচেন।

ধূমকেতু, মন্ত্রী ও সেনানীর প্রবেশ

দূত। মহারাজের জয় হোক!

রাজা-ধূম। আপনি কে?

দূত। মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ! সিন্ধুদেশ হতে রাজসমীপে একখানি পত্রিকা আনয়ন করেছি।

পত্র দান

রাজা-ধূম। (পত্র পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে) অ্যাঁ—এ কি!

মন্ত্রী। কি মহারাজ?

রাজা-ধূম। পত্র পাঠ করে দেখ।

মন্ত্রীর হস্তে পত্র প্রদান

মন্ত্রী। (পাঠ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! উত্তর গো-গৃহে রাজা দুর্য্যোধন যে ফল লাভ কত্তে পারেন নি, আমরা এই গুর্জ্জর নগরে এসে সেই ফল লাভ করলেম।

সেনানী। বৃত্তান্তটা কি মন্ত্রী মহাশয়?

মন্ত্রী। পত্র পাঠ করুন।

পত্র প্রদান

সেনানী। (পত্র পাঠ করিয়া) এত দিনের পর দেবগণ, হে মহীপতি! আপনার প্রতি প্রকৃতরূপে প্রসন্ন হলেন। রাজকুমারের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, আমাদের রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে, আর যেমন অনেক নদ দুই মুখে বিভক্ত ও অভিধাবিত হয়ে পরিশেষে সাগরদ্বারে আবার মিলিত হয়, সেইরূপ মহা-রাজের ভূতপূর্ব্ব রাজবংশ বিভিন্ন মুখে অভি-ধাবিত হলেও, এই বিবাহ ব্যাপারে মিলিত হয়ে যায়। তা মহারাজ! এই মুহূর্ত্তেই ইন্দুমতীকে সিন্ধুদেশের রাজার নিকট চেয়ে পাঠান। আর অনুমতি হয় তো দূতের সহিত আমি স্বয়ং সিন্ধুদেশে যাই। যদি সিন্ধুরাজ আপনার আজ্ঞা অবহেলা করেন, তবে তাঁর রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবো। গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ অতীব বৃদ্ধ; তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দিলেই তাঁর জীবনের এ সায়ংকাল সুখে অতি-বাহিত হবে।

রাজা-ধূম। ভীমসিংহ! তুমি আমার যথার্থ

বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। চলো, এ বিষয়ে পুনর্বায় মন্ত্রণা করা যাক্‌গে। মন্ত্রি! দেখ, এই সমাগত দূত মহাশয়কে যথোচিত আতিথ্য-চর্য্যার সুবিধা করে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে রণবাদ্য

দ্বিতীয় গর্ভাংক

সিন্ধুনগর; রাজমন্দির

মন্ত্রী। (আসীন—স্বগত) অদ্য প্রায় দশ একাদশ মাস অতীত হলো, মহারাজ কোন মতেই রাজকার্য্যে মনোযোগ দেন না। আমার স্কন্ধেই সকল ভার। যদি যৌবনকালে হতো, তা হলে কোন হানিই ছিল না। কিন্তু, জীবনের অপরাহ্নকালে, এত পরিশ্রম অসহ্য হয়ে পড়েছে। উঃ! অদ্য আমি মুমূর্ষুপ্রায়। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর এ কি অমনোযোগের সময়! পঞ্চালাধিপতির দূত যুদ্ধে আহ্বানার্থে এ নগরে প্রবেশ করেছে! বোধ করি, গুর্জ্জর নগর থেকেও দূত আগতপ্রায়।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবা। মন্ত্রী মহাশয়! গান্ধারাধিপতির প্রেরিত দূত ও সেনানী নগর-তোরণে উপস্থিত। কি আজ্ঞা হয়?

মন্ত্রী। নগরপালকে বল, তিনি উভয়কে সম্মানসহকারে গ্রহণ করেন, আমি একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি।

দৌবা। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) হে বিধাতঃ! ভগবতী অরুন্ধতী আর আমি, আমরা দুজনে যে কর্ম্ম করেছি, তাতে যেন মহারাজের কোন বিঘ্ন বিপত্তি না হয়! এইমাত্র আপনার নিকট প্রার্থনা।

অরুন্ধতীর প্রবেশ

অরু। (আসন গ্রহণ করিয়া) এ কি সত্য মন্ত্রিবর! পঞ্চালাধিপতি আমাদের মহারাজকে যুদ্ধে আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ করেছেন? আর না কি গুর্জ্জর দেশ থেকে রাজা ধূম্রকেতুর দূত ও সেনানী দশ সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে? তা মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! আর কি বলবো! এ সকলিই সত্য! এ দিকে মহারাজ প্রায়ই শয়নমন্দির পরিত্যাগ করেন না।

অরু। কি সর্ব্বনাশ! তিনি এই স্থানে বিদেশীয় মহদ্ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করবেন? তারা কি ভাববে, সিন্ধুরাজপুরীতে একটি সভা নাই। আপনি মহারাজকে আমার নাম করে শীঘ্র আহ্বান করুন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা দেবি!

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) রাজসভাতে এ সকল সমাগত ব্যক্তির সহিত যথাবিধানে সাক্ষাৎ না করলে আর মান থাকবে না। অজয় যে এত বিহ্বল হবে, এ আমি কখনই মনে করি নাই। তা দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে।

রাজার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

(প্রকাশে) অজয়! তুমি কি বৎস, সম্ভ্রান্ত বিদেশী জনগণের সহিত এই বেশে এই মন্দিরে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা কর? আগন্তুক মহোদয়েরা মনে কি ভাববেন?—সিন্ধুরাজ-প্রাসাদে কি রাজসভা নাই? আর সিন্ধুরাজের এ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিচ্ছদ নাই? বৎস! তোমার এ অবস্থা কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! এ সংসার মায়াময়। আর জীবন এক স্বপ্ন-স্বরূপ। রাজমহিমা, রাজপরিচ্ছদ, এ সকল বৃথা।

অরু। তবুও বৎস! এই বৃথা দ্রব্য, বৃথাভিমান লয়ে ভবাদৃশ লোকেরা সুখে কালাতিপাত করছেন। তোমার প্রজাবর্গ, সতৃষ্ণ নয়নে তোমার এই রাজভবনের দিকে চেয়ে আছে। অবহেলা-রূপ কীট দিয়ে এ প্রজাভক্তি-রূপ কোরক কেন নষ্ট করতে চাও!

রাজা। জননি! আপনার আজ্ঞা ও উপদেশ

শরোধার্য্য। কিন্তু, আমি এত দুর্ব্বল যে, ায় পদসঞ্চালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। এখানে য এসেছি, সে কেবল আপনার নাম শুনে।

অরু। (স্বগত) এক বৎসর পূর্ব্বে এর ারীরিক কাঞ্চনকান্তি, দর্শকের চক্ষু বিমো-হত করতো। বোধ করি, কৃত্তিকাবল্লভ কুমারও এরূপ রূপের নিকট পরাস্ত মানতেন। কিন্তু, ক পরিবর্ত্তন! (প্রকাশে) রামদাস!

রাম। (নেপথ্যে) ভগবতি!

অরু। আমার ঔষধের কৌটা শীঘ্র আনো।

কৌটা লইয়া রামদাসের প্রবেশ

অরু। (কৌটা হইতে ঔষধ লইয়া রাজাকে প্রদানপূর্ব্বক) গুরু শুক্রাচার্য্য, যিনি সঞ্জীবনী ন্ত্র প্রভাবে কালের করাল গ্রাস হতে শূন্য দেহে পুনর্ব্বার প্রাণ আনয়ন করেন, তিনিই এ মহৌষধির সৃষ্টিকর্ত্তা। এ ঔষধে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কিয়ৎ পরিমাণ গুণ আছে। এ শূন্য দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করে না বটে, কিন্তু দুর্ব্বল দেহকে সম্যক্ সবল করে।

রাজা। (ঔষধ গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! আপনিই ধন্য! (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! রাজসভার সজ্জা করণার্থ উদ্যোগ করুন।

মন্ত্রী। (স-উল্লাসে) হে আয়ুষ্মন্! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরজয়ী করুন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু। শুন অজয়! তুমি বৎস, কোন বিধায়ে এত অধৈর্য্য হয়ো না। আমাদের এ বিষম সংকটের সময়। সমাগত বিদেশীরা যে যা বলে, সাবধানে সে সকল শ্রবণ করো, তত্তদ্বিধায়ে বিহিত বিবেচনা করো। তোমরা ক্ষত্রিয়, সহজেই ক্রোধপরতন্ত্র, কিন্তু এ সময়ে ক্রোধের তাপে মনকে উত্তপ্ত হতে দিও না। সকলকেই এই উত্তর দিও যে, আপনারা অদ্য এ ক্ষুদ্র নগরে আতিথ্য গ্রহণ করুন; আমি মন্ত্রিবর্গ ও নগরস্থ প্রধান আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণা করে যথাবিধি উত্তর আগামী কল্য দিব।

রাজা। যে আজ্ঞা জননি!

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) আবার!—আবার এ বৃথা রাজমহিমাগর্ব্বে কি ফল? হায়! এ রাজ্যে কত শত সহস্র প্রজা আছে, যারা দুঃসহ ক্লেশ-পরম্পরায় দিনরাত্রি অতিবাহিত করে। তবু তারা যদি আমার হৃদয়ের বেদনা জানতে পারে, তা হলে বোধ হয়, আমার এ রাজমুকুট, পদাঘাতে দূরে ফেলে দেয়। আর এ বৈজয়ন্ত সমান রাজপ্রাসাদকে ঘৃণা কোরে, স্ব স্ব ক্ষুদ্রতর কুটীরকে সুখ সন্তোষের আলয় জ্ঞান করে। হে বিধাতঃ! লোকে ভাবে, ঐশ্বর্য্যই সুখ;—কিন্তু এ কি ভ্রান্তি! সূর্য্যের প্রখর তাপে তাপিত হয়ে, কৃষিবৃত্তি পরিচালনা করা, রাজ-পদ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর। যদি মনে জানা যায় যে, যে আমার জীবনার্দ্ধ,—যাকে প্রাণ দিবারাত্রি প্রার্থনা করে, আমার পরিশ্রমের ফল আমি তার সঙ্গে ভোগ করবো; তা হলে কি সুখ! যাই এখন, সং সাজিগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর; রাজসভা

কতিপয় নাগরিক আসীন

প্র-না। মহারাজ যে, এত দিনের পর রাজসভায় আসচেন, এ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। প্রজাবর্গের আজ যে কিরূপ হৃদয়ানন্দের দিন, তা অনুভব করা আমার শক্তির অতীত। বোধ করি, চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসান্তে, শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় পুনরাগমনেও প্রজা-বৃন্দের এত আনন্দ লাভ হয় নাই।

দ্বি-না। বলুন দেখি কশ্যপ মহাশয়! মহারাজের এ অবস্থা কেন ঘটেছিল?

প্র-না। মহাশয়! জনরবের অসংখ্য জিহ্বা। কোন্‌টা যে কি বলে, তার নিয়ম কি? তবে আনুমানিক সিদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে, মহারাজের বর্ত্তমান চিত্তবৈকল্যের হেতু উপস্থিত বিবাহ-সম্বন্ধীয় আন্দোলন হতে জন্মেছে।

তৃ-না। মহাশয়! বিধাতা স্ত্রীলোকদিগকে সৃষ্টি করেছেন কেন?

প্র-না। (সহাস্য বদনে) তা না করলে,

তোমার ন্যায় বিদ্যারত্ন কি এ নগরে পাওয়া যেত?

তৃ-না। আজ্ঞে হাঁ, তা বটে! কিন্তু তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, সকল যুগে স্ত্রীলোকেই পুরুষ দলের সর্ব্বনাশের মূল! সত্যযুগে দুঃশাসন, দ্রৌপদীকে অপমান না করলে, বোধ হয়, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রামের সূত্রপাতই হতো না। আরো দেখুন, দ্বাপরে সীতার লোভে রাবণ রাজা সবংশে বিনষ্ট হলো। আরো যে পুরাণে কত কি আছে, তা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন।

প্র-না। (জনান্তিকে দ্বিতীয়ের প্রতি) ভায়া আমাদের বিষ্ণুশর্ম্মার টোলে বিদ্যাভ্যাস করেছেন! পুরাণের যুগগুলি ঠিক ঠিক মুখস্থ আছে।

দ্বি-না। (জনান্তিকে প্রথমের প্রতি) তা না হলে আর এত অগাধ বিদ্যা!—কতকগুলো টুলো পণ্ডিত আছে, রাজার উচিত সেগুলোকে ফাঁসি দেন! বিদ্যাবিষয়ের গণ্ডগোল খুব; কিন্তু, অহংকারের শেষ নাই। কে ও, তার্কিক, কে ও, তান্ত্রিক, কে ও, পৌরাণিক, কে ও, স্মার্ত্ত! আমার জ্ঞানে সকলেই শিক্ষিত শুক সদৃশ। কি যে বক্তৃতা করেন, স্বয়ংই তার অর্থ গ্রহণ করতে অক্ষম। কেউ চণ্ডী পাঠ করেন, কিন্তু তার অর্থ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" অর্থাৎ যা দেবী, সকল ভূতের কাছে যা!—কিম্বা যে দেবী সকল ভূতের কাছে যায়!

নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি

তৃ-না। (স-উল্লাসে) ঐ শুনুন। কালিদাস বলেছেন যে, সূর্য্যের সন্দর্শনে কুমুদ যেমন প্রফুল্ল হয়, মহারাজের আগমনে আমারও মন তেমনি হলো।

প্র-না। ভালো নকুল! এ শ্লোকটি কালিদাসের কোন্ কাব্যে পড়েছ ভাই?

তৃ-না। বোধ করি,—বোধ করি,—বোধ করি, যেন অনর্ঘ্য রাঘবে হবে! তাতে যদি না হয়, তবে—তবে শিশুপালবধে যে পাবে, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্র-না। এ সকল কি কালিদাসকৃত?

তৃ-না। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি? আপনি জানেন না "কাব্যেষু—মাঘ" "কবি কালিদাস" অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে যে মাঘ, তার কবি কালিদাস, এখানে "তস্য" শব্দটি উহ্য আছে।

প্র-না। আচ্ছা, শিশুপালবধের নাম "মাঘ" হলো কেন?

তৃ-না। মহাশয়! অথর্ব্ববেদের এক স্থানে লিখিত আছে যে, কালিদাস মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে শিশুপালবধ কাব্যখানি সমাপ্ত করেন, তাতেই ওঁর এক নাম মাঘ হয়েছে।

প্র-না। ভাই! তুমি যে স্বয়ং সরস্বতীর বরপুত্র!

নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি

দ্বি-না। মহাশয়! ঐ শুনুন, মহারাজ আগতপ্রায়।

নেপথ্যে বন্দীর গীত

রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় রাজপুরুষের প্রবেশ

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া) মহারাজের জয় হোক!

রাজা। (ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া) শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন আমি এত দিন এ রাজসভায় উপস্থিত হই নাই। কিন্তু যেমন বিদেশে থাকলেও পিতার মন, সন্তানাদির শুভ কামনায় সর্ব্বক্ষণ সচিন্তিত থাকে, আমারও মন তেমনি আপনাদের শুভ সংকল্পে পরিপূর্ণ ছিল। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! যে সকল দূত, ভিন্ন দেশীয় রাজর্ষি-গণের নিকট হতে এ রাজধানীতে আগমন করেছেন, তাদের সকলকেই সভাতে আহ্বান করুন। আমি অতিশয় দুর্ব্বল। অতএব, সংক্ষেপে আলাপাদি সমাধান করা আবশ্যক।

মন্ত্রী। আয়ুষ্মন্! আপনি দীর্ঘজীবী ও চিরবিজয়ী হউন!

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

প্র-না। আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তুমি কি দুরন্ত রাহুকে এরূপ সুবিমল শারদীয়

পূর্ণচন্দ্র গ্রাস করতে দাও? মহারাজের শরীরের সে সুবর্ণকান্তি এখন কোথা?

তৃ-না। মহাশয়! আপনার আক্ষেপোক্তিতে ঘটকর্পরের নৈষধচরিতের একটি শ্লোক আমার মনে পড়ছে;—তস্মিন্ন দৌ কীর্তিচদ-বলা বিপ্রযুক্ত সংকামী, নীত্বা মাসান্ কনক বলয় ভ্রংস রিক্ত প্রকার্য্য, এ স্থলে কোলাহল ভল্লীনাথের টীকা অতীব মনোরম। যখন মহারাজ নলের শরীরে কলি প্রবেশ করেন, তৎকালে তাঁরো এই দশা ঘটেছিলো।

প্র-না। ভাই! রক্ষা করো!

বৈদেশিক দূতদ্বয়ের সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার! এই মহামতি পঞ্চালাধিপতির দূত, ইনি জাত্যংশে ব্রাহ্মণ।

রাজা। দূতবর, প্রণাম করি! আসন গ্রহণ করুন।

দূত। মহারাজ! মদ্দেশীয় রাজকুল-চক্রবর্ত্তী পরন্তপ রাজসিংহ পঞ্চালাধিপতির এরূপ আদেশ নাই যে, আমি আপনার গৃহে আসন গ্রহণ করি। মহারাজ আপনাকে এই অস্ত্রখানি প্রেরণ করেছেন। (তলবার প্রদর্শন করিয়া) তাঁর অস্ত্রাগারে এরূপ অসংখ্য অস্ত্র আছে। প্রতি অস্ত্র আপনার যোধদলের রক্ত-স্রোতে স্মিত হবে। (রাজসিংহাসন সম্মুখে তলবার নিক্ষেপ) এ বিবাদের কারণ আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন।

রাজা। (সরোষে) এ কি বিষম প্রগল্‌ভতা?

দূত। (করযোড় করিয়া) ধর্ম্মাবতার! আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এ প্রগল্‌ভতা আমাদের নয়।

রাজা। ঠাকুর! আমি তা বিলক্ষণ বুঝি। তুমি প্রণোধি মাত্র। যা হোক, অদ্য আতিথ্য পুনঃ গ্রহণ কর, কল্য সমুচিত উত্তর পাবে।—এক্ষণে বিদায় হও।

[প্রথম দূতের প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! আর কোন দূত উপস্থিত আছেন?

মন্ত্রী। মহারাজ! এই ব্রাহ্মণ রাজা ধূম-কেতুর দূত।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) মহাশয়! কি উদ্দেশে রাজা ধূমকেতু আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন?

দূত। মহারাজ! পঞ্চালপতির দূতের ন্যায় আমার মহারাজ রণপ্রয়াসে আমাকে পাঠান নাই। পূর্ব্বকালে, মকরধ্বজ নামে গান্ধার দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা; তাঁর নাম ইন্দুমতী। প্রজাবর্গ রাজার প্রতি বিরক্ত হয়ে, সেই ভূতপূর্ব্ব রাজা মকরধ্বজকে সিংহাসনচ্যুত করে বাহুবলেন্দ্র ধূমকেতু সিংহ মহাশয়কে সিংহাসন অর্পণ করেছে। সেই রাজা মকরধ্বজ, ইন্দুমতীর সহিত এই রাজধানীতে ছদ্মবেশে বাস করছেন। মহারাজ এই চাহেন যে, আপনি সেই রাজকুমারী ইন্দুমতীকে অতি শীঘ্র গুর্জর দেশে তাঁর শিবিরে প্রেরণ করেন। এই সিন্ধু প্রদেশের রাজবংশ, গান্ধারের রাজর্ষিদের পরমাত্মীয়। আপনার পূর্ব্বপুরুষ বীরসিংহ জয়দ্রথ গান্ধারী দেবীর কন্যা দুঃশলাকে বিবাহ করেন। আপনি তাঁরই সন্তান,—মহারাজের কোন মতে ইচ্ছা নয় যে, এতাদৃশ সামান্য বিষয়ে আত্মীয় বিচ্ছেদ হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ কি বিপদ্! (প্রকাশে) ভাল, দূতপ্রবর! এক জন আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গলার্থে যদি এ প্রস্তাবে অসম্মত হই, তবে গান্ধারপতি কি করবেন?

দূত। (করযোড় করিয়া) নরপতি! তা হলে, এ অধীনকেও রাজসমীপে কোষমুক্ত অসি নিক্ষেপ করতে হবে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) কেমন হে মন্ত্রি-বর! আমাদের যে বিরাট রাজার দশা ঘটলো! উত্তর গোগৃহে, আর দক্ষিণ গোগৃহে। তা দেখা যাবে, ভাগ্যে কি আছে! আপনি এখন এ দূত মহাশয়েরও আতিথ্য সৎকারের আয়োজন করুন। (দূতের প্রতি) অদ্য বিশ্রাম করুন, কল্য এর যথোচিত উত্তর দেওয়া যাবে!

দূত। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য!

[মন্ত্রী ও দূতের প্রস্থান।

রাজা। হে সভাসজ্জনগণ! আমাদের এ রাজ্য বীরপ্রসূত বোলে ভুবনবিখ্যাত ছিল। তা আমরা এখন কি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি

যে, অংগদের ন্যায় এই সকল রাজচর সভায় প্রবেশ কোরে, এত প্রাগল্‌ভ্য প্রদর্শন করে? কিন্তু দূত অবধ্য। সে যা হোক, আপনারা সকলে অদ্য অপরাহ্ণে মন্ত্রভবনে পদার্পণ কবলে, এ বিষয়ের কর্ত্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করা যাবে।

সকলে। মহারাজের জয় হোক!

নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা

রাজা। এখন সভা ভংগ করা যাক। আপনারা বিদায় হোন।

সকলে। মহারাজের জয় হোক!

দূরে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি

[রাজা ও রাজপুরুষগণের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাংক

সিন্ধুতীরে পর্ব্বততলে উদ্যান; কিঞ্চিদ্দূরে সিন্ধু নগর; অদূরে অরুন্ধতীর আশ্রম

ইন্দুমতী ও সুনন্দা আসীনা

ইন্দু। সখি! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কি আমার অশুভানুধ্যায়ী?

সুন। সখি! তাও কি কখনো হয়? তপস্বিনীরা সহজেই দেবনারীসদৃশী—স্নেহমমতাময়ী। ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা-রূপ বিষবৃক্ষ তাঁদের মনঃক্ষেত্রে কখনই জন্মে না।

ইন্দু। আচ্ছা, তবে ইনি এ সম্বৎসর আমাকে কেন বঞ্চিত করলেন?

সুন। এখন সখি, আমি তোমাকে বলতে পারি, তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই? তুমি কি শুন নাই যে, পঞ্চালাধিপতি মহারাজের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধোদ্যোগ করছেন? আর দুরাচার ধূমকেতু,—বিধাতা তাকে নির্ব্বংশ করুন,—তুমি যে এখানে গুপ্তভাবে আছ, এই বার্ত্তা পেয়ে, রাজার কাছে সে তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। মহারাজ যদি তোমাকে এই দণ্ডেই তার দূতের হস্তে অর্পণ না করেন, তা হলে, সে এ রাজ্য ভস্মসাৎ করবে!

ইন্দু। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ!—তুই বলিস্ কি?

সুন। তুমি জানো, ভগবতী অরুন্ধতী ভবিষ্যদ্বাদিনী, এই সকল জেনেই তিনি এ বিবাহে প্রতিবন্ধকতা করবার সংকল্পে এই এক বৎসর ছল করেছিলেন। যদি মহারাজের সহিত তখন তোমার বিবাহ হতো, আর অবশেষে তিনি অসমর্থ হয়ে, তোমাকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করতেন, তা হলে যে, তোমার তারার দশা ঘটতো! বালীর পরে সুগ্রীবকে বরণ করতে হত!

ইন্দু। (সক্রোধে) দূর সুনন্দা! দূর হ! যত দিন, খড়্গে মানববক্ষ বিদীর্ণ হয়, যত দিন, বিষস্পর্শে প্রাণপতংগ শূন্যে পালায়, যত দিন, জলতলে শমনের করাল করস্পর্শে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যত দিন, হুতাশনের উত্তপ্ত ক্রোড়ে দেহ ভস্মীভূত হয়, তত দিন, আমার বংশীয় রমণীগণের এরূপ কলংকঘনজালে, জীবনতারা আচ্ছন্ন হয় নাই, হবারও আশংকা নাই। তা এ সকল সম্বাদ তোমাকে কে দিলে?

সুন। আজ অপরাহ্ণে রাজপুরীতে এক মহাসভা হয়েছে, নগরস্থ প্রবীণ ও প্রাচীন জনগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হয়েছেন, অরুন্ধতী দেবীও সেখানে গিয়েছেন। রামদাস কোন কর্ম্মানুবোধে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন, এ সকল কথা আমি তাঁর মুখে শুনেছি।

ইন্দু। তা রামদাস ঠাকুর কি বল্লেন?

সুন। তিনি বল্লেন, এখনো কিছু নির্ণীত হয নাই। মহারাজ, প্রমত্ত মাতংগের ন্যায়! ভগবতী অরুন্ধতী, রাজনন্দিনী শশিকলা আর মন্ত্রী মহাশয় ব্যতীত, কেউ কথা কইতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মহারাজ ক্রমশ শান্ত হচ্ছেন।

ইন্দু। যাক প্রাণ, কিন্তু কুলকলংকিনী হবো না!

সুন। সখি! তুমি কি বলছো?

ইন্দু। আর কিছু না। তোকে জিজ্ঞাসা করছি যে, সিন্ধুনদ, কলকলধ্বনিতে কি বলছেন? আর কেনই বা চন্দ্রকম্পনে থর্ থর্ করে কাঁপছেন?

সুন। সখি! এ কি বিলাসের দিন?

ইন্দু। (গাত্রোত্থান করিয়া) না কেন? যখন বিধাতার বিশ্বরাজ্যে সর্ব্বজীব সুখী,

তখন আমরা অসুখিনী হব কেন? (পরিভ্রমণ করিয়া) ধূমকেতু সিংহ! সখি! সে না এক জন বৃদ্ধ পুরুষ?

সুন। হাঁ সখি! কিন্তু জয়কেতু নামে তাঁর এক অতীব সুপুরুষ যুবক পুত্র আছে।

ইন্দু। হা! হা! হা! ব্রাহ্মণী আর চণ্ডাল! অমরাবতীর সিংহাসনে দুরাচার দানবের উপবেশন! চল সখি, এই জয়কেতুকে বিবাহ করা যাক্‌ গে! আর তুই আমার সতীন হোস! হা! হা! হা!

সুন। ছি সখি! তুমি সহসা এমন হলে কেন?

ইন্দু। দেখিস্‌ সখি! সিন্ধুদেশের রাজা, রাজ্যের বিনিময়ে আমাকে ধূমকেতুর হস্তে সমর্পণ করবেন! আমার পিতা শুভ-ক্ষণে বণিক্‌-বেশ ধারণ করেছিলেন! তাঁর একটি মাত্র কন্যা, সেটিও আজ বিনিময়ে হতে যাচ্চে!

সুন। (সভয়ে) এ কি সর্ব্বনাশ! প্রিয় [স]খী কি উন্মত্তা হলেন! (দূরে দেখিয়া) আঃ! [বাঁ]চিলেম! ঐ যে ভগবতী অরুন্ধতী আর রাজ-[ন]ন্দিনী শশিকলা কাঞ্চনমালার সঙ্গে এ দিকে [আ]সছেন।

অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোদন)

ইন্দু। সখি! তুমি কাঁদো কেন?

শশি। প্রিয় সখি! তোমার মত অমূল্য [র]ন হারাতে গেলে, কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? [তো]মাকে কাল রাজা ধূমকেতু সিংহের শিবিরে [গু]র্জ্জর নগরে যেতে হবে! প্রিয সখি! দুটি প্রাণ তোমার সঙ্গে যাবে।—আমার প্রাণ, আর আমার দাদার প্রাণ! আর এ নগরের আলোও তোমার সঙ্গে যাবে! (রোদন)

ইন্দু। কাল সখি? তা বেশ হয়েছে! [আ]মার জন্যে তোমার দাদা তাঁর এ বিপুল [রা]জ্যের অনিষ্ট ঘটান, এ কখনই হতে পারে [না]। আর আমিও এতে সম্মতি দিতে পারি [না]। অল্প কালের সুখলোভে কেন চির-[ক]লঙ্কিনী হবো? তবে তোমার দাদার চরণে [আ]মার এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন ঐ মায়া-কাননে, কাল মধ্যাহ্নকালে আমাকে ধূমকেতুর দূতের হস্তে সমর্পণ করেন। আমার সেই ব্রত কাল সম্পন্ন হবে।

শশি। (রোদন করিয়া) সখি! এ অতি সামান্য কথা। দাদা অবশ্যই এ করবেন। তবে তুমি এসো, তিনি একবার ঐ সুবচনীর মুখ থেকে শুনুন যে, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছো।

ইন্দু। সখি! তুমি এ অনুরোধ আমায় করো না। তাঁর সঙ্গে আর এ জন্মে আমার সাক্ষাৎ হবে না। দেখ, এই আমার হৃদয় শুষ্ক সরোবরের ন্যায়, চক্ষে জলবিন্দুও আর উঠে না। কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি নিষ্ঠুরা ভেবো না।

শশি। প্রিয় সখি! তোমার শরীর যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, তা হলে না হয় কিছু দিন এ নগরে অবস্থিতি করো। আর আমি রাত দিন তোমার সেবা করি।

ইন্দু। না না সখি! অসুস্থ কি? এ ত আমার সুখের সময়! আমি এমন বরের অন্বেষণে যাত্রা করবো যে, তার সঙ্গে কখনো আমার বিচ্ছেদ হবে না!

এক পার্শ্বে সুনন্দা ও অরুন্ধতী

সুন। ভাল ভগবতি! আপনি বলেছিলেন, ঐ বনদেবীকে যে ঐ শুভ লগ্নে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, সে তার ভবিষ্যৎ পতিকে দেখতে পায়। আমার প্রিয় সখী, এই রাজ্যের বর্ত্তমান রাজাকে দেখেছিলেন। কিন্তু, এখন দেখছি, মহারাজ অজয় ত তাঁর পতি হলেন না! এ কি?

অরু। (চিন্তা করিয়া) বৎসে! যখন উভয়ে উভয়ের দৃষ্টিপথে পড়েছিলেন, তখন কোনো অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখেছিলে?

সুন। (চিন্তা করিয়া) না, এমন অমঙ্গল ত কিছুই দেখি নাই, কেবল আকাশে বজ্রধ্বনি হয়েছিল।

অরু। ঐ!—ঐ বজ্রধ্বনির অর্থ এই যে, বিধাতা প্রথমে অজয়কে ইন্দুমতীর পতি করে সৃজন করেছিলেন, কিন্তু, গ্রহদোষে তাঁর সে অভিলাষ নিষ্ফল হলো। বুঝতে পারলে ত?

দেবীর কোন অপরাধ নাই। এ'দের উভয়ের কপালে অবশেষে এই কষ্ট ছিল!

সুন। দেবি! এ আমারই দোষ! আমি যদি প্রিয় সখীকে ও পাপ কাননে না নিয়ে যেতেম, তা হলে এ সব কুঘটনা কখনই ঘটত না। (রোদন)

অরু। বৎসে! এ সকল বিষয়ে বিধাতা মানব-মনকে পরিবেদনা করেন, তা তোমার দোষ কি?

অগ্রসব হইয়া

বৎসে ইন্দুমতি! এ বিবাহেব আশায় জলাঞ্জলি দাও! তোমার প্রতি যে অজযের অনুরাগ অতীব পবিত্র ও প্রগাঢ়, আব তোমারও অনুবাগ যে তার প্রতি সমধিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তোমাদের উভয়ের মিলন সংঘটন হলে সুখের শেষ থাকত না; কিন্তু অজয় তোমায় বিবাহ করলে এ মহারাজ্য ভস্মসাৎ হবে! আর এই প্রাচীন জগদ্বিখ্যাত রাজবংশ আকাশের তাবাব ন্যায় ভূতলে পতিত হবে! বৎসে! মানবজীবন চিরস্থাযী নয়। কখন না কখন তোমরা উভয়েই কালেব গ্রাসে পড়বে। তোমাদের পরে, যাবা এই রাজ-শোণিতে জন্মে, দবিদ্রেব আসনে উপবিষ্ট হবে, তারা কি ভাববে? তারা এই ভাববে যে, তাদেব পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ অজয, কামাতুব হয়ে, এক জন রমণীব পদে, আপন বাজকুল-লক্ষ্মীকে বলি প্রদান করেছিলেন! আব তোমাকেও বৎসে! তারা ভর্ৎসনা কববে। কিছু কালেব সুখভোগের নিমিত্তে কালনদীতীরে বৃষকাষ্ঠের স্বরূপ কলংকস্তম্ভ স্থাপন করা, জ্ঞানী জনের কর্ত্তব্য নয। এই বিবেচনায়, আমি এ শুভ কর্ম্মে প্রতিবন্ধক হয়েছি। আর মহারাজের মনকেও একপ্রকার শান্ত করেছি। তুমি বৎসে! এ নীতিকথায় অবধান কর।

ইন্দু। ভগবতি! আপনার আশীর্ব্বাদে আমি এ সকল বিলক্ষণ বুঝি, আব মহারাজের মন যদি শান্ত হয়ে থাকে, তবে আমার কিছু মাত্র চঞ্চলতা নাই।

অরু। বাছা! তুমি অতি বুদ্ধিমতী! এই-ই তোমার উপযুক্ত কথা বটে। আমি তোমাদের উভয়েরই শুভাকাঙ্ক্ষণী: আমার দৃষ্টি বর্ত্তমানরূপ আবরণে আবৃত নয়। এ যা হলো, এতে উভয়েরই মংগল হবে। রণ-রাক্ষসের হুহুংকারধ্বনিতে, এ সিন্ধুনগরের কর্ণ বিদীর্ণ হবে না, আর রক্তস্রোতে রাজধানীও প্লাবিত হবে না। আর তুমিও পিতৃপিতামহের অসীম রাজ্যে রাজরাণী হয়ে, শচীদেবীর ন্যায় ইন্দ্রেব বিভব সুখ সম্ভোগ করবে।

ইন্দু। দেবি! ও আশীর্ব্বাদটি কববেন না! দেখুন, এই নিশাকালে, সিন্ধুনদের পবপারে যে কি আছে, তা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাল মধ্যাহ্নকালে যে কি ঘটবে, তা কে জানে? ইচ্ছা কবি, কাল আপনিও মহারাজের সমভিব্যাহাবে মাযাকাননে পদার্পণ করবেন। দেখবেন, যেন আমাকে বন্দিনীব ন্যায় না লয়ে যায়!

অরু। এ কি কথা! কার সাধ্য, এমন কর্ম্ম করে?

ইন্দু। ভগবতি! এখন রাত্রি অধিক হতে লাগলো, কাল যাত্রার আগে আপনি এলে শ্রীচরণে বিদায় হয়ে যাব!

অরু। বাছা! তোমার যা অভিরুচি।

ইন্দু। (শশিকলার প্রতি) সখি! এখন চিরকালের জন্য বিদায় করো! (আলিংগন করিয়া রোদন)

শশি। প্রিয সখি! তোমায় ছেড়ে প্রাণ যেতে চায না! (রোদন)

ইন্দু। তোমাকে এত ভাল বাসি যে, তুমি আমাব সপত্নী হও, এ বাসনাকে মনে স্থান দিতে ইচ্ছা করে না।

শশি। প্রিয সখি! তবে কি এ জন্মে আর দেখা হবে না? (সুনন্দার প্রতি) তুমিও কি চল্লে? (রোদন)

সুন। রাজনন্দিনি! যেখানে কাযা, সেইখানেই ছায়া। যে যমালয় পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত, সে কি কখন স্বদেশে ফিরে যেতে বিমুখ হয়?

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! তোমাব চবণে এই মিনতি করি, আমাকে তুমি কখন ভুলো না।

ইন্দু। সখি! যদি এ মর্ত্ত্যভূমির কোন কথা কখন মনে উদয় হয়, তবে তোমাকে অবশ্যই মনে করবো। তা এখন বিদায় হই। তোমার দাদাকে এই কথাটি বলো যে, ইন্দুমতী এই পর্ব্বত, ঐ নদ, আর ঐ নিশানাথকে সাক্ষী করে বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করে গেল যে, আপনারা চিরকাল সুখে কালাতিপাত করেন। আর সে যদি কখন আপনার স্মরণপথে উপস্থিত হয়, তবে ভাববেন, সে এক স্বপ্ন মাত্র।

সকলে (অরুন্ধতীর প্রতি) দেবি! আপনাকে আমরা অভিবাদন করি।

অরু। আমিও তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি।

[অরুন্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) ইন্দুমতী যে এরূপ ভয়ংকর সম্বাদ শান্তভাবে শুনবে, এ আমার মনেও ছিল না। (প্রকাশে) রামদাস!

নেপথ্যে। ভগবতি!

অরু। দেখ বৎস!

রামদাসের প্রবেশ

ইন্দুমতী যে, এরূপ শান্তভাবে এ ভয়ানক সম্বাদ শুনলে, তাতে আমার মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মেছে। তুমি জানো বৎস! ঘোরতর বাত্যারম্ভের পূর্ব্বে জগৎ নিতান্ত শান্ত ভাব অবলম্বন করে। আহা! বালিকাটি কি উন্মাদিনী হলো! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমরা উদাসীন, পৃথিবীর সুখ দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়েছি, তা সাংসারিক লোকেদের সঙ্গে আমাদের সংসর্গ করা মূঢ়তা মাত্র, ক্ষুধার্ত্ত হস্তী রসালাশ্রিত স্বর্ণ-লতিকাকে ছিন্নভিন্ন করলে, যেমন তরুবর শ্রীভ্রষ্ট হয়, আমার এ হৃদয়েরও সেই দশা। বিধাতা কি জন্যেই বা এই স্বর্ণলতিকাটিকে অপহরণ করবেন? হায়! আমি মানবী মাত্র, তোমরা বৎস, সকলেই কায়মনঃপ্রাণে মহা-দেবের আরাধনা কর, দেখ, তাঁকে যদি সুপ্রসন্ন করতে পার, তা হলে আর কোনই ভয় নাই, অজয় স্বচ্ছন্দে শত্রুমণ্ডলীকে রণে পরাজয় করতে পারবে। আর ইন্দুমতী ও অজয়ের মনস্কামনা সম্পূর্ণ হবে।

রাম। যে আজ্ঞা দেবি! আমাদের সাধ্যানুসারে এ কর্ম্মে কোনই ত্রুটি হবে না, আপনি স্বয়ং আশ্রমে আসুন, রাত্রি অধিক হতে লাগলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইন্দুমতীর একাকিনী প্রবেশ

ইন্দু। (স্বগত) নিদ্রাদেবীর এত সেবা করলেম, কিন্তু সব বৃথা হল! এ যে বড় আশ্চর্য্য, তাও নয়, তিনি দেবতা, অবশ্যই জানেন যে, অতি অল্পক্ষণমধ্যে আমাকে মহা-নিদ্রায় শয়ন করতে হবে। (চিন্তা করিয়া) এ প্রাণ আর রাখবো না, রাজা আমাকে বিনিময়ের সামগ্রী বিবেচনা করলেন! এই কি প্রেম? (পরিভ্রমণ করিয়া সিন্ধু নদীর দিকে দৃষ্টি করিয়া) আজ রাত্রে সিন্ধু নদীর কি শোভাই হয়েছে! ওঁর কবরীতে কত শত তারারূপ ফুল শোভা পাচ্চে! আর নিশানাথের রূপের কথা কি বলবো! যিনি ত্রিজগতের মনোহারী, তাঁকে প্রশংসা করা বৃথা। মলয় বায়ু যেন সিন্ধুর সুশীতল জলে অবগাহন করে পুষ্পদলের দ্বারে দ্বারে পরিমল ভিক্ষা করছেন। হে বিধাতঃ! তোমার বিশ্ব যে কি সুন্দর, তা কে বলতে পারে? তবু এতে এরূপ সুখহীন লোক আছে যে, তাদের কাছে এ আলোকময় সুখময় ভবন অপেক্ষা, যমের তিমিরময়, প্রভাহীন গৃহ বাঞ্ছনীয়! (করযোড় করিয়া) প্রভো! এ দাসীও ঐ ভাগ্যহীন দলের মধ্যে এক জন! (রোদন)

বেগে সুনন্দার প্রবেশ

সুন। সখি! এ কি? তুমি এ সময়ে এখানে কেন? আর তুমি কাঁদচো কেন? যদি এখানে আসবে, তবে আমায় জাগাও নি কেন?

ইন্দু। সখি! তুমি যে ঘোর নিদ্রায় ছিলে, তা ভাঙতে আমার মন চাইলে না। পৃথিবীর সুখভোগ আমার অদৃষ্টে আর নাই বলে, পরের সুখ আমি কেন নষ্ট করবো?

সুন। (সচকিতে) কি বল্লে সখি? তোমার পক্ষে আর সুখভোগ নাই? গান্ধার রাজ্যের ভাবী মহারাণীর মুখে কি এ সব কথা সাজে?

ইন্দু। হা! হা! হা! আমি ভেবেছিলেম যে সখি, আমিই কেবল পাগল, তা আমার চেয়েও দেখছি এ দেশে আরও পাগল আছে।

সুন। সখি! তোমার এ কথা আমি বুঝতে পারি না, তোমার মনের কথা কি, তা আমায় স্পষ্ট করে বল।

ইন্দু। আমার মনের কথা, যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন।

সুন। সখি! এমন সময় ছিল যে, তুমি একটিও মনের কথা আমার কাছে গোপন করতে না। কিন্তু, আজ কাল তোমার কি হয়েচে?

ইন্দু। সখী সুনন্দা! আমরা ছেলেবেলা হতে উভয়েই উভয়কে ভালবেসে আসছি, তা আমার এখনকার মনের কথা সাগরের বাড়-বানল; শুনলে তোমার মন হয় ত তার তাপে আবার সন্তপ্ত হযে উঠবে।

সুন। (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) বটে? হে নিদারুণ বিধাতঃ! তুমি এ সোণার ফুলে কি বিষম পোকারই বাসস্থান দিযাছ! (রোদন)

নেপথ্যে। (শিবস্তুতি পাঠ)

ইন্দু। ও কি ও?

সুন। বোধ হয়, তোমার মঙ্গলার্থে ভগবতী অরুন্ধতীর শিষ্যেরা মহাদেবের আরাধনা করছেন। প্রিয় সখি! দেখ, রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়ে এল, তুমি কি শুনতে পাচ্চো না যে, ঐ সিন্ধুর অপর পারে,—ঐ কাননে, কত কোকিল, কত ফিঙ্গা, কত দযেল, মধুর নিনাদ করছে? দুই প্রহর সময়ে আজ আমাদিগকে মায়াকাননে যেতে হবে। তা এস এখন, একটু বিশ্রাম কর। তা নইলে এ চন্দ্রমুখ মলিন দেখাবে;—চল সখি চল।

ইন্দু। হে সিন্ধুনদি! তোমার তীরে অনেক সুখসম্ভোগ করেছি,—কিন্তু এ চক্ষে তোমাকে আর এ জন্মে দেখবো না। আশীর্ব্বাদ করুন, এ কথা আর বলবো না! কেন না, অতি অল্পকালমধ্যে আমার পক্ষে কি আশীর্ব্বাদ, কি অভিসম্পাত, উভয়ই সমান হয়ে দাঁড়াবে। অতএব বিদায় করুন! আমি প্রণাম করি!

সুন। (চিন্তা করিয়া) বটে? আমিও রাজ-বংশীয়, আমিও ক্ষত্রিয়কন্যা; যদিও আমার বংশীয়েরা এক্ষণে অর্থহীন,—আচ্ছা,—তা দেখবো।—চল সখি, চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অংক

প্রথম গর্ভাংক

অরুন্ধতীর আশ্রম; মলিনমুখে অরুন্ধতী আসীনা

রামদাসের প্রবেশ

অরু। বৎস! গত রাত্রিতে কি ফল লাভ হলো?

রাম। ভগবতি! কিছুই নয়। আমাদের আরাধনা প্রভু যেন বধিরের ন্যায় শ্রবণ করলেন; একটিও ফুল পড়লো না।

অরু। তবেই ত সর্ব্বনাশ উপস্থিত! তা তুমি বৎস! এখন কুটীরে যাও।—ঐ সে অভাগিনী এ দিকে আসছে। আহা! কি রূপের ছটা! সিংহবাহিনী! কি স্বয়ং ইন্দিরা? কার সঙ্গে এর তুলনা করবো?

[রামদাসের প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) রাজার চিত্ত কিছু সুস্থ হলে,—গান্ধার দেশে গমন করবো।—এই বলে আপাতত মনকে প্রবোধ দি। ওর ও চন্দ্রমুখ সতত না দেখতে পেলে যে, একরূপ অসহনীয় মনঃপীড়া উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ নাই। প্রভো! তোমার ইচ্ছা।

সুনন্দার সহিত অতীব উজ্জ্বলবেশে ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। (প্রণাম করিয়া) দেবি! আপনার শ্রীচরণে চিরকালের জন্যে বিদায় হতে এসেছি।

অরু। কেন বৎসে! চিরকালের জন্যে কেন? আমার তো এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, যত শীঘ্র পারি, তোমার পৈতৃক নগরে নূতন এক আশ্রম করে অবশেষে তোমার সম্মুখে শমনের গ্রাসে জীবন অর্পণ করবো।

ইন্দু। ভগবতি! আমার কপালে কি সে সুখ আছে? (রোদন)

অরু। কি অমঙ্গলের লক্ষণ! বৎসে! এ

কি ক্রন্দনের সময়? শূলী শম্ভুনাথ, তোমার সঙ্গে বিশ্ববিজয়ী শূল হস্তে করে যাবেন, আর তাঁকে পবিত্র চিত্তে পূজা করলে, তোমার সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে।

ইন্দু। (নীরবে রোদন)

অরু। আবার বৎসে! দেখ, এ মহারাজের সহিত যখন তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তুমি তাঁকে কোন গ্লানিকর কথা কইও না। এ তাঁর দোষ নয়, এ নগরে এমন একটি লোক নাই যে, এ বিষয়ে মহারাজের সহিত তার নিতান্ত বাক্‌বিতণ্ডা হয় নাই।

ইন্দু। দেবি! আমি আর এ জন্মে এ রাজার সহিত কোন কথা কব না।—সে দিন গেছে! তবে আপনার শ্রীচরণে আমার একটি মাত্র প্রার্থনা আছে ; আপনি অবধান করুন।—(পদ ধারণ করিয়া) জননি! আমি মহারাজাধিরাজ মকরধ্বজ সিংহের একমাত্র কন্যা। যিনি অঙ্গুলি তুলিলে সূর্য্যকরসদৃশ মহাতেজস্কর লক্ষ অসি একেবারে নিষ্কোষিত হতো, যিনি একজন মাত্র ভৃত্যকে আহ্বান করলে সহস্র দাস দাসী উপস্থিত হতো, সেই নরেন্দ্র এখন কেবল দুটি বৃদ্ধা দাসী, একজন মাত্র বৃদ্ধ প্রভুভক্ত অনুচব, আর আমাদের দুই জনের দ্বারাই বৃদ্ধ বয়সে সেবা লাভ করেন! তা দুর্ভাগ্য কুঠাররূপ ধারণ করে এ দাসীর আনুকূল্যরূপ বৃক্ষকে ত চিরকালের জন্য ছেদন করলে! এই যে সুনন্দা আমার প্রিয় সখী, একে এখানে থাকতে আমি যে কত অনুরোধ করেছি, তা বলা দুষ্কর।

সুন। ওঃ!—সখি! এ ত তোমার বড় আশ্চর্য্য কথা! তোমার এই অনুরোধ?—তুমি দেহ আর প্রাণকে বিভিন্ন করতে চাও?

ইন্দু। (অরুন্ধতীর প্রতি) দেবি! এ ত আমার অনুরোধে কখনই সম্মত নয়, তা জননি! আপনিই আমার ভরসাস্থল। আপনি আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখবেন, আর যদি এ দাসী কখনো তাঁর স্মৃতিপথে পড়ে, তবে এই কথা বলবেন যে, তোমার ইন্দুমতী সুখে আছে। (রোদন)

অরু। (নীরবে গাত্রোত্থান করিয়া সজল নয়নে) ইন্দুমতি! তুই কি আমায় কাঁদালি? তা এ সব কথা তোর আমায় বলা বাহুল্য; আমার রূপের আলোকে তোর পিতার গৃহ উজ্জ্বল হয় না বটে,—কিন্তু আমারও মানব-কুলে জন্ম, এক সময়ে আমিও পিতামাতার স্নেহের পাত্রী ছিলাম। পিতৃসেবা যে কাকে বলে, তা আমি বিস্মৃত হই নি।

ইন্দু। দেবি! আপনার কথা শুনে আমার চঞ্চল প্রাণ আবার শান্ত হলো। এখন যা আমার মনের ইচ্ছা, তা আমি স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ করতে পারবো।

সুন। দেবি! আমারও একটি প্রার্থনা ও শ্রীচরণে আছে।—আমরা যুবতী রমণী, সহজেই চিত্তচঞ্চলা, কত যে অপরাধ আপনার চরণে করেছি, তার সংখ্যা নাই, সে সকল মার্জ্জনা করবেন, আর যদি কখন আপনার মনে পড়ে, তখন যত দোষ করেছি, তা বিস্মৃত হয়ে যদি কোন গুণের কর্ম্ম করে থাকি, তাই স্মরণ করবেন। ভগবতি! এ দাসীর একমাত্র গুণ, আমি প্রিয় সখীর নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

অরু। বৎসে! তা আমি বিশেষরূপে জানি। (ইন্দুমতীর প্রতি) বৎসে! তুমি কেন এত রোদন করচ? তুমি এত বিমনা হলে কেন? এরূপ ঘটনা কি এ পৃথিবীতে ঘটে না? না ঘটবে না?—তুমি শান্ত হও। আব দেখ, এরূপ মনেব চঞ্চলতা অপর ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ কবো না।

ইন্দু। ভগবতি! আমি যদি এই সুনন্দার পাপ-মন্ত্রণায় ঐ পাপ কাননে না যেতেম, তা হলে আপনার এই শান্তাশ্রমে জীবন যৌবন দেবসেবায় অতীত করতে পাবতেম। কিন্তু সে ভাব আর মনে নাই, সে দিন গেছে। এখন বিদায় হই, মাযাকানন অতি নিকট নয়!

অরু। বৎসে! মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্নের পর, আমিও সেখানে যাওযার মানস করেছি। বোধ করি, তুমি সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করবাব অগ্রে, পুনবায় তোমাব শিরশ্চুম্বন করবাব সময় পাব। আজ এ সিন্ধুনগরের বিজয়া দশমী,—যাও, সাবধানে থেকো, যাও।

[ইন্দুমতীর প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সখীর সহিত প্রস্থান।

অরু। (সবিস্ময়ে স্বগত) এর কি মৃত্যু-কাল নিকট? তা নইলে ওর চন্দ্রমুখ সতত এত উজ্জ্বল হয়ে, আজ এত বিবর্ণ কেন? ইচ্ছা হয়, আমি এ ব্যাপারে বাধা দিই, কিন্তু তাই বা কেমন করে হতে পারে? দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

নেপথ্যে শঙ্খ ঘণ্টা করতাল এবং মৃদঙ্গ বাদ্য

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতময় পথ—সম্মুখে মায়াকানন · পশ্চাৎ সিন্ধুনগর

ইন্দুমতী ও সুনন্দার প্রবেশ

ইন্দু। সখি! ঐ না সেই মায়াকানন?

সুন। আজ্ঞা হাঁ।

ইন্দু। ও কি লো? যখন প্রথমে আমি এই মায়াকাননেব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেম, তখন তুই কি বলে উত্তর দিয়েছিলি, তা তোর মনে পড়ে?

সুন। পড়বে না কেন? সে কি ভোলবার কথা? তুমি সে দিন আমায় যত মুখ করে-ছিলে, এত বোধ হয়,—এ বয়সে কর নাই। আমার অপরাধের মধ্যে এই যে, আমি ভুলে তোমায় রাজনন্দিনী বলেছিলেম।

ইন্দু। এখন তোর যা ইচ্ছা সখি, তুই তাই বল, সে ভয় এখন আর নাই! তা যা হোক, দেখ সখি! এ কি রম্য স্থান! আমরা প্রথমে যখন এ পথ দিয়ে যাই, তখন আমার চক্ষু ভযে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি কিছুই মন দিয়ে দেখতে পাই নাই। দেখ, এই পর্ব্বত-শ্রেণী কত দূর চলে গেছে! পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত; বনের উপর বন; বাঃ! মনের ভাব অন্যরূপ হলে, এর আমি এক চিত্রপট আঁকতেম! আর দক্ষিণে দেখ, সিন্ধুনদী কি অপূর্ব্বরূপে সাগরের দিকে চলেছে! দেখ সুনন্দা! আমার বোধ হয় যে, এ পথ দিয়ে লোকের গতিবিধি বড় নাই। তা হলে এর মধ্যে মধ্যে এত অম্লান দূর্ব্বা দেখা যেত না। ও মায়াকাননে যাবার কি আর পথ আছে?

সুন। বোধ করি, অবশ্যই আছে। হয় ত সেই পথ দিয়ে মহারাজ, প্রথম দর্শন দিনে এই বনে প্রবেশ করেছিলেন। আমি শুনেছি, সাধারণ লোকে সাহস করে ও কাননে আসে না। এটি বিজন পথ! হয় ত এখানে বন্য পশুর ভয় থাকতে পারে।

ইন্দু। দেখ সুনন্দা! এখন ত ঐ মায়া-কানন সম্মুখে বেশ দেখা যাচ্ছে। এখন যে আমি একলা পথ চিনে ওখানে যেতে পারব, তার কোনই সন্দেহ নাই। তা তুই এখন বাড়ী ফিরে যা।

সুন। বল কি রাজনন্দিনি? তুমি পাগল হয়েছ না কি? আমি তোমায় না হয় তো প্রায় সহস্র বার বলেছি, তোমা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।

ইন্দু। তুই কি তবে আমার সঙ্গে যমালয়ে যাবি?

সুন। কেন যাব না? তুমি না থাকলে, কি আব এ প্রাণ থাকবে? চক্ষের জ্যোতি গেলে সে চক্ষু দিযে লোকে আর কি কিছু দেখতে পায? তুমি সখি, যমালযে যাওবার কথা কও কেন? বালাই, তোমার শত্রু যমালযে যাক। তোমাব এখন তরুণ যৌবন!

ইন্দু। (সহাস্য বদনে) তরুণ বয়সে কি লোক মবে না? যমবাজ কি বযস মানেন, না রূপ মানেন? তবে আয়, জয়কেতুব দূতই হউক বা ধূমকেতুব দূতই হউক, অথবা যমবাজেব দূতই হউক, একলা এক দূতের হাতে আজ পড়তেই হবে।

নেপথ্যে বজ্রধ্বনি

সুন। (সচকিতে) ও কি ও! আকাশে ত একখানিও মেঘ দেখতে পাই না।

ইন্দু। ওলো! ও দৈবধাণী! আমার কাণে যে ও কি বলচে, তা শুনলে তুই অবাক্ হবি।

সুন। সখি! এখন তুমি আপন মনের কথা আমার কাছে গোপন কবতে আবম্ভ করেছ কেন? আমি কি এখন আব তোমার সে সুনন্দা নই?

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিযা) সখি! সে ইন্দুমতীও কি আর আছে? তোর

সে সোহাগের পাখী, অনেক দূরে উড়ে গেছে! এখন কেবল পিঞ্জরখানি মাত্র আছে! তা, তা ভাঙ্‌তে পারলে, সকলেই বিস্মৃতির গ্রাসে পড়বে।

সুন। সখি!—তোমার কথা আমি বুঝতে পারি নে। তোমার মনের যে কি অভিসন্ধি, তাই তুমি আমাকে বলো, আমি তোমায় এই মিনতি করি।

ইন্দু। খানিক পরে জানতে পারবি এখন! এত অধৈর্য্য হলি কেন?

সুন। সখি! তোমার পায়ে পড়ি, চলো আমরা ফিরে,—দেবী অরুন্ধতীর আশ্রমে যাই। আর সেখানে সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে রাত্রে এ পাপনগর পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবো। আমবা কিছু এ রাজার প্রজা নই যে, যা ইচ্ছে, ইনি তাই করবেন।

ইন্দু। (সহাস্য মুখে) সখি! দুর্য্যোধনের ন্যায় যদি ঐ পাপিষ্ঠ ধূমকেতু, দেশ দেশান্তরে চর পাঠিয়ে দেয়, তা হলে শেষে কি হবে? এক রাজার আমার নিমিত্ত সর্ব্বনাশ হবার উপক্রম; আব একজনকে এরূপ বিপজ্জালে ফেলে কি লাভ? ওলো! যার মন্দ কপাল, সে কোনো দেশেই গিয়ে সুখী হতে পারে না। তা এখানেও যা, অন্যত্রও তাই। আয আমরা ঐ বনে যাই।

উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ

আহা! সখি দেখ, দুই বৎসর আগে যা যা দেখেছিলেম, তা সকলই সেইরূপ আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের শিরে, কত কত মেঘ নীলবর্ণ হস্তীর ন্যায় পড়ে রয়েছে! বৃক্ষে বৃক্ষে সেইরূপ ফুল,—সেইরূপ ফল! সেই বায়ু,—সেই সুগন্ধ! আর দেবীও সেই মূর্ত্তিতে নীরবে রয়েছেন! কিন্তু আমাদের অবস্থা ভেবে দেখ, আমরা এই দুই বৎসরে কত না কি সহ্য করেছি!—কত না যন্ত্রণা পেয়েছি! মনুষ্যের এ দুর্দ্দশা কেন? (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া, দেবীকে প্রণাম করিয়া) দেবি! এত দিনের পর, আবার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আর এখান থেকে ফিরে যেতে না হয়! পূর্ব্বে আপনাকে কেবল পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেছিলেম, এবার জীবন সমর্পণ করবো!

নেপথ্যে বজ্রধ্বনি

সুন। (সচকিতে) ও কি ও! এরূপ অমেঘ আকাশে যে মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি হচ্ছে, এর কারণ কি?

ইন্দু। সখি! তোকে ত আমি বলেছি যে, ও বজ্রধ্বনি নয়, ও দৈববাণী। (দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া) জননি! এবারে আর ভবিষ্যৎ স্বামীকে দেখবার অভিলাষে আপনাকে পূজা করতে আসি নাই। এ পৃথিবীর মায়াশৃঙ্খল ভগ্ন করুন। অভাগিনী ইন্দুমতীর এই শেষ প্রার্থনা! (সুনন্দার গলা ধরিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোদন) সখি! এ পৃথিবীতে যে যাকে ভালবাসে, সে কি পরকালে তার দেখা পায়? যদি তা পায়, তবে ভাল; নইলে, চিরকালের জন্যে বিদায় হই! কখনো কখনো আমি তোর মনে পড়লে, যত অপরাধ তোর কাছে করেছি, তা মার্জ্জনা করিস্!

সুন। সখি! এ সব কথা তুমি কচ্চো কেন?

নেপথ্যে দূরে তোপ ও রণবাদ্য

সুন। (সচকিতে) বোধ করি, মহারাজ আসচেন।

ইন্দু। (স্বগত) রে অবোধ মন! তুই এত চঞ্চল হলি কেন? ও চন্দ্রমুখ আবার দেখলে, তোর কি সুখ হবে; ক্ষুধাতুরের যে সুখাদ্য অপ্রাপ্য, সে খাদ্য দেখলে তার ক্ষুধা বাড়ে মাত্র! যে মনস্তাপরূপ বিষম কীট হৃদয়ের শান্তিস্বরূপ ফুল দিবানিশি কাটছে, যদি লোকান্তরে, তার প্রখর যাতনার শমতা হয়, তবেই সান্ত্বনা হবে, নচেৎ এই আগুনে চিরকাল দগ্ধ হতে হবে! (প্রকাশে) সখি! যখন তোর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে এই কথাটি বলিস যে, অভাগিনী ইন্দুমতী আপনার শ্রীচরণে বিদায় হলো! যদি পুনর্জ্জন্মে ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হয়, তবে সাক্ষাৎ হবে। নতুবা, চিরকালের জন্যে স্বপ্ন ভঙ্গ হলো! আর দেখ, মহারাজকে আরো

বলিস, গান্ধারেব রাজকন্যা, বিনিময়ের সামগ্রী নয়।

নেপথ্যে নিকটে রণবাদ্য

সুন। এই যে মহারাজ এলেন বলে।

ইন্দু। (আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক করযোড় করিয়া) হে বিশ্বপিতা! যে অমূল্য রত্নস্বরূপ জীবন এ দাসীকে প্রদান করেছিলেন, তা এর জ্ঞাতসারে এখনও কোন পাপে কলুষিত হয় নাই। তবে যে আপনার সম্মুখে অকালে যাত্রা করছি, এ দোষ, হে করুণাময়! মার্জ্জনা করবেন! এত দুঃখ আর সয় না! (বস্ত্রমধ্য হইতে ছুরিকা লইয়া আত্মঘাত ও ভূতলে পতন)

সুন। এ কি! এ কি! প্রিয়সখি! তোমার মনে কি এই ছিল? (রোদন করিতে করিতে মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) হে বিধাতা! কোন্ দেবতা আকাশের এই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রটিকে এরূপ ভূতলে পাতিত করলেন? (আকাশে মৃদু যন্ত্রধ্বনি ও পাষাণময়ী মূর্ত্তির ভূতলে পতন) এ আবার কি! প্রিয় সখি! প্রিয় সখি! তুমি কি যথার্থই গেলে? সখি! তুমি এত শীঘ্র আমাদের কেমন করে ভুললে? তোমার বৃদ্ধ পিতার সেবা তুমি ভিন্ন আর কে করবে? তুমি কি সেই পিতাকেও বিস্মৃত হলে? (ক্ষণকাল রোদন, পরে গাত্রোত্থান করিয়া) সখি! তুমি ভেবেছ যে, তোমাকে ছেড়ে তোমার সুনন্দা এক দণ্ডও এ পৃথিবীতে বাঁচবে? তুমি গেলে এ ছার জীবনে তার কি আর কোন সুখ আছে? তা এই দেখ,—যেখানে তুমি, সেখানে আমি। আলোকময় রাজভবন, কি রশ্মিশূন্য যমালয়, যেখানে তুমি, সেখানে আমি! (বিষপান) তোমার মনে যে এই ছিল, তা আমি গত রাত্রিতেই বুঝতে পেরেছিলেম। উঃ! আমার শরীরে যে অসহ্য জ্বালা উপস্থিত হলো! সখি! দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

রাজা, শশিকলা, কাঞ্চনমালা, রাজমন্ত্রী ও রাজা ধূমকেতুর দূত, অরুন্ধতী, রামদাস ও কতিপয় সঙ্গীর প্রবেশ

রাজা। (অবলোকন করিয়া) এ কি! এ কি! সুনন্দা! এ কর্ম্ম কে করলে?

সুন। (অতীব মৃদুস্বরে) মহারাজ! রাজনন্দিনী স্বয়ং এ কর্ম্ম করেছেন!

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে?

দ্বি-স। ও বলছে যে, রাজকুমারী স্বয়ংই আত্মহত্যা করেছেন।

অরু। (সজল নয়নে) সুনন্দা! বৎসে! তোমার এ অবস্থা কেন?

সুন। (অতীব মৃদুস্বরে) দেবি! আপনি কি ভেবেছেন যে, আমি প্রিয় সখীকে ছেড়ে এক দণ্ডও বাঁচতে পারি? আমি বিষ খেয়েছি!

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে?

দ্বি-স। ও বলছে যে, আমি বিষ খেয়েছি!

অরু। রামদাস! শীঘ্র ঔষধের কৌটা আনো।

রাম। দেবি! তা ত আমি সঙ্গে করে আনি নি।

অরু। কি সর্ব্বনাশ! যত শীঘ্র পার, আশ্রম হতে আনয়ন কর।

সুন। (অতীব মৃদুস্বরে) দেবি! স্বয়ং ধনন্তরিও আর আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না। এ সামান্য বিষ নয়। (রাজার প্রতি) মহারাজ! আমার প্রিয় সখী আত্মহত্যা করবার আগে এই বলেছিলেন যে, "যদি মহারাজের সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁকে বলিস, যদি ভাগ্যে থাকে, তবে পুনর্জ্জন্মে মিলন হবে, আর গান্ধারের রাজকন্যা বিনিময়ের দ্রব্য নয়।" ঐ দেখুন, আমার প্রিয় সখী শীঘ্র যাবার জন্যে আমাকে সংকেতে ডাকছেন! প্রিয় সখি! একটু দাঁড়াও, এই আমি যাচ্চি! (সকলকে) ভগবতি! রাজনন্দিনি! মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয়! আ—শী—র্ব্বা—দ—ক—রু—ন—আ—মি—যা—ই!

ভূতলে পতন ও মৃত্যু

রাজা। (স্বগত) পুনর্জ্জন্ম! শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে সত্য; কিন্তু এ পুনর্জ্জন্মে কি পূর্ব্বজন্মের কথা মনে থাকে? আর যদি না থাকে, তবে সে পুনর্জ্জন্ম বৃথা। যা হোক, পুনর্জ্জন্ম যাতে শীঘ্র হয়, তাই করি। (ইন্দুমতীর বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা লইয়া

অবলোকন) রে যমদূত! তুই যে রক্তস্রোত আজ পান করেছিস, সেরূপ রক্তস্রোত আর কি এ ভবমণ্ডলে আছে? তা তাতে যদি তোর তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত না হয়ে থাকে, আমিও তোকে যৎ-কিঞ্চিৎ পান করাচ্ছি। (সিন্ধু নগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) হে রাজনগরি! আজ দুই বৎসর তোমাকে নানাবিধ প্রসাদালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেছি। এমন কি, যেমন পিতা, বিবাহ-সভায় আনবার পূর্ব্বে আপন দুহিতাকে বহু-বিধ অলঙ্কারে ভূষিত করে, তেমনি আমি তোমাকে করেছি। কিন্তু এখন বিদায় কর! হে সিন্ধুনদ! তোমার কলকলধ্বনি, শৈশবে দেব-বীণাধ্বনিস্বরূপ সুমধুর বোধ হতো। তুমিও বিদায় কর! মন্ত্রিবর! দেবী অরুন্ধতি! আপনারা জানেন যে, আমার আর কেউ নাই! তা আমার এ রাজ্য আমি আমার প্রিয় ভগ্নী শশিকলাকে দান করলেম। ওর সন্তান পিতৃ-পুরুষের ও আমার পারলৌকিক উপকারের অধিকারী, তবে আর ভয় কি?

মন্ত্রী। (রাজাকে ধরিতে উদ্যত হইয়া) মহারাজ! করেন কি? করেন কি?

রাজা। মন্ত্রি! সাবধান হও! ক্ষুধাতুর সিংহের সম্মুখে পড়ো না! আর ব্রাহ্মণবধের পাপভারে এ সময়ে আমাকে ভারাক্রান্ত করো না! এ পৃথিবী কি ছার পদার্থ যে, আমি ইন্দুমতী বিনা, এক দণ্ডও এখানে কালাতি-পাত করি! আমি ক্ষত্রকুলোদ্ভব। আমার কি এক দাসীর তুল্য সাহসও নাই! আমি প্রণয়ী। আমার প্রণয় কি এক জন দাসীর প্রণয়তুল্যও নয়? হা ধিক্! হে জগদীশ্বর! যদিও পাপকর্ম্ম হয়, তবু মার্জ্জনা কর! (আত্মহত্যা ও ভূতলে পতন)

সকলে। অ্যাঁ! অ্যাঁ! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ হলো!

রাজা। (অতীব মৃদুস্বরে) শশিকলা! একবার দিদি আমার নিকটে এসো। তোমার কর্ণ আমার মুখের কাছে একবার আনো!

শশি। (রোদন করিতে করিতে রাজার মুখের কাছে কর্ণ দান)

রাজা। (অত্যন্ত মৃদুস্বরে) সুখে রাজ্য কর,—আর দেখ যেন পিতৃপিতামহের নাম কলঙ্কে না ডুবে যায়।

রাজার মৃত্যু

শশি। (পদতলে পতিত হইয়া) দাদা! তুমি কি যথার্থই আমাকে ছেড়ে গেলে? আমি মার মুখ কখনো দেখি নি! তুমিই আমাকে প্রতিপালন করেছিলে! তা দাদা! এই বয়সে আমাকে পরিত্যাগ করে যাওয়া কি তোমার উচিত কর্ম্ম হলো? দাদা! তোমার চক্ষের স্নেহ-জ্যোতিতে আমার হৃদয় আলোকময় করতো, সে আঁখি কি চিরকালের জন্য মুদিত হলো! দাদা! যে রসনার মধুর কথা আমার কর্ণে দেবসঙ্গীতস্বরূপ বাজতো, সে রসনা কি এ জন্মের মত নীরব হলো! দাদা! তুমি কি আমায় একেবারে পরিত্যাগ করলে! আর আমার কে আছে বল দেখি? দাদা! আমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল রাজ্য, কিন্তু এ সকল দিলে কি তোমাকে পাওয়া যায়? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

অরু। (সজল নয়নে) বৎসে! আর রোদন করা বিফল। বিধাতার সৃষ্টিতে কি রাজা, কি ভিখারী, কেহই সর্ব্বতোভাবে সুখী নয়। দুঃখের শক্তিশেল, কখনো না কখনো সকলেরই হৃদয়ে আঘাত করে। তবে সেই জনই সুখী, যে ধৈর্য্যরূপ কবচে আপন বক্ষ আচ্ছাদন করতে পারে। তা তুমি বাছা এসো।

মন্ত্রী। ভগবতি! বিধাতা কি আমার কপালে এই লিখেছিলেন যে, শেষ অবস্থায়, আমি এ সিন্ধুরাজকুলের সুবর্ণদীপ নির্ব্বাণ হতে দেখবো। হা রাজরাজেন্দ্র! এ শয্যা কি তোমার উপযুক্ত? ও রাজকান্তি কেন আজ ধূলায় ধূসর। (রোদন)

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ও কতিপয় নাগরিকের সহিত রামদাসের পুনঃপ্রবেশ

সকলে। (অবলোকন করিয়া) এ কি—এ কি—কি সর্ব্বনাশ!

ঋষ্য। অহো! বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধির অবশ্যম্ভাবিতা কে নিবারণ কত্তে পারে;—দুর্নিবার দৈব ঘটনার প্রতিকূলাচরণ করা কার

সাধ্য! আমি মনে করেছিলেম, এই শোচনীয় ব্যাপারে বাধা দিব, কিন্তু আমি আসিবার পূর্ব্বেই সব শেষ হয়ে গেছে। হায়! বিভো! এই বিপুল রাজকুলের এত দিনে মূলোচ্ছেদ হলো? ভুবনমোহিনী ইন্দিরা! তোমার শাপান্তে কি তোমার পিতৃকুলের জলপিণ্ডের লোপ হলো! হায়! রাজলক্ষ্মী আর মাতঃ বসুন্ধরা কি এত দিনে সহায়হীনা দীনার ন্যায়, অপর সৌভাগ্যশালী পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ কল্লেন। রতিদেবি! তুমি কি কুললক্ষ্মী অপহরণ মানসে নৃপনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেছিলে?

মন্ত্রী। (ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে) ভগবন্! এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েচে, আবার আপনার মুখে ইন্দিরা দেবীর নাম শ্রবণে আরও বিস্ময়াবিষ্ট হলেম; আপনি ত্রিকালজ্ঞ, এই ঘটনাবলীর আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে আমাকে চরিতার্থ করুন।

ঋষ্য। মন্ত্রি! এই যে সম্মুখস্থ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি শতধা বিদীর্ণ দেখচ, (সকলে অবলোকন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ) উহা, এই প্রাচীন রাজ-বংশের পুরস্ত্রীর শাপাবস্থা, অদ্য তাঁর শাপ অন্ত হলো।

মন্ত্রী। দেব! আপনার বাক্য শ্রবণে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। অতএব প্রসন্ন হয়ে সবিস্তারে এই অদ্ভুত ব্যাপার কীর্ত্তন করে আমাদের সংশয়চ্ছেদ করুন।

ঋষ্য। মন্ত্রি! পূর্ব্বকালে এই মহদ্‌বংশে অসমঞ্জ নামে ভুবনবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্যা সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃতা রূপবতী এক কন্যা ছিল, তাঁহার নাম ইন্দিরা। তৎকালে ইন্দিরাসদৃশী রূপসী ত্রিভুবনে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মানবী ইন্দিরা প্রথম যৌবনে রূপমদে মত্তা হয়ে, রতিদেবীর অবমাননা করায়, মন্মথমোহিনী কুপিত হয়ে ঐ অহঙ্কারিণী রাজনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেন, যে, যত কাল তোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপসী তোর সমক্ষে আত্মঘাতিনী না হয়, তত কাল তোকে এই ঘোর মায়াকাননে পাষাণী হয়ে থাকতে হবে। তাতে ঐ ইন্দু-নিভাননা ইন্দিরা করুণস্বরে দেবীকে বল্লেন, দয়াময়ি! যদি দয়া করে দাসীর মুক্তির উপায় অবধারণ করে দিলেন, বলুন, কি উপায়ে এই ভয়ানক বিজন কাননে অপরূপ রূপবতীর আত্মঘাত সম্ভব হয়? তাহাতে দেবী এই কথা বলে দিলেন যে, যে দিবস ভগবান্ মরীচিমালী কন্যার সুবর্ণমন্দিরে প্রবেশ করবেন, এই সুলগ্নে যদি কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা তোমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে, আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখতে পাবে। এই প্রলোভনে অনেকেই এই মায়াকাননে সমুপস্থিত হবে।—

সহসা ভূমিকম্প ও অপূর্ব্ব সৌরভে পরিপূর্ণ

সকলে। এ কি! অকস্মাৎ এই স্থান সৌরভে পরিপূর্ণ হলো কেন?

দৈববাণী। (গম্ভীর স্বরে) হে সিন্ধু-দেশবাসিগণ! অদ্য এই শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে ক্ষোভ করো না, মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ কল্লে, সকলই সত্য, আর এই যে ভূপতিত কুমার কুমারীকে দেখচ, এঁরা পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ যুবক যুবতী পরস্পর প্রণয়ানুরাগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে সমীপস্থ দুর্ব্বাসা মুনিকে দেখিয়া অভ্যর্থনা না করায়, ঋষিশাপে মানব-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। অদ্য ইঁহাদেরও শাপান্ত হলো। এক্ষণে তোমরা সকলে রাজ-নন্দিনী শশিকলাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠান করে, সমারোহপূর্ব্বক বর্ত্তমান গান্ধারাধি-পতির পুত্রের সহিত বিবাহ দাও। তাহা হইলেই সকল দিক্ বজায় থাকবে।

মন্ত্রী। এই ত সকলই অবগত হওয়া গেল, এখন এঁদের তিন জনের মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আর তিনখানা যান শীঘ্র আনয়ন কর।

নেপথ্যে মৃতবাদ্য

মন্ত্রী। (ধূমকেতুর দূতের প্রতি) মহাশয়! এই ত দেখলেন, আর এখন কি করা যেতে

পারে? মৃতদেহ রাজশিবিরে প্রেরণ করা কি কর্তব্য?

দূত। তার আবশ্যক কি? যখন আমি স্বচক্ষে এ দুর্ঘটনা দেখলেম, তখন আপনার আর কি অপরাধ?

মন্ত্রী। মহাশয়! তবে রাজসন্নিধানে এই শোচনীয় ব্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন গে। সিন্ধুদেশ ত একেবারে উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হলো! আর আপনাকে অধিক কি বলব। এখন চলুন। (অরুন্ধতীর প্রতি) আপনি রাজনন্দিনী আর কাঞ্চনমালাকে আপনার আশ্রমে লয়ে শান্ত করুন। উঃ—! ও রাজপুরী অদ্য শ্মশানস্বরূপ হলো। ওতে প্রবেশ কত্তে কার প্রাণ চায়? বৃদ্ধ মহারাজ যে ইত্যগ্রে কালের গ্রাসে পড়েছেন, সে তাঁর পরম সৌভাগ্য। এ পাপ মায়াকানন যত দিন থাকবে, তত দিন সকলেই এ বিষম দুর্ঘটনা বিস্মৃত হবেন না। অহো! কি ভয়ানক মায়াকানন!!

যবনিকা পতন

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।

"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী।।"
ভবভূতিঃ।

—"Neque te ut turbra mireture, labores, contentus 'pancis lectoribus."—
—Horace—

"Fit audience find—tho 'few".
—Milton.—

CALCUTTA
Printed at the Baptist Mission Press
1860

মঙ্গলাচরণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
মহোদয় সমীপেষু।

বিনয় পুরঃসর নিবেদনমেতৎ,

যে উদ্দেশে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, তাহা সফল হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

সে যাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্ব্বদা সমাদৃত থাকিবেক, যেহেতু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে মহাশয় আমার প্রতি যেরূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্দ্বারা আমি উঁহার যোগ্য হইতে পারি। ইতি

গ্রন্থকারস্য।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন ঊর্দ্ধ্ব সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজী, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনককিরীট)
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয়! সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোভে,
কভু নাহি ভ্রমে তথা! মৃগেন্দ্র কেশরী,-
করীশ্বর,—গিরীশ্বরশরীর যাহার,—
শার্দ্দুল, ভল্লুক ; বনচর জীব যত—
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা,—
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,—
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর!
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কলকল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী ; ঘন স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী!
দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী
সকলেরি অগম—দুর্গম দুর্গ যেন!
দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে,
ভূতনাথ সঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন।
এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি? কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি!
তব কৃপা-মন্দর দানব-দেব-বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ, এ দাসেরে ;
এ বাক্‌সাগর আমি মথি যতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা!
অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি!
যে শশীর স্থান, মাতঃ, স্থাণুর ললাটে,
তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে
নিশার শিশিরবিন্দু, মুক্তাফলরূপে!—
কহ, সতি ;—কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি!
কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে—
সাগর বিপুলবংশ যে লোভেতে হত?
কোথা সে অমরাপুরী কনক-নগরী?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, সুবর্ণ আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর?
কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা,
রবির পরিধি যেন মেরু-শৃঙ্গোপরি—
উভয় উজ্জ্বলতর উভয়ের তেজে?
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন?
কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলপতি?
কোথা সে উর্ব্বশী, রূপে ঋষি-মনোহরা,
চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা,
মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,
কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে?
কোথায় কিন্নর? কোথা বিদ্যাধরদল?
গন্ধর্ব্ব—মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে?
চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—
মহারথী? কোথা বজ্র, ভীমপ্রহরণ!
যার দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে করি থর থর ;
ভূধর অধীর সদা, চমকে ভুবন
আতঙ্কে? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃকুলরাজা
আভাময়, যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা
শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় যবে)
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে!

কোথায় পুষ্কর, আবর্ত্তক—ঘনেশ্বর?
কোথায় মাতলি বলী? কোথা সে বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—
গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঞ্ছিত?
কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত? উচ্চৈঃশ্রবাঃ
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি?
কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
দেব-কুল-লোচন-আনন্দময়ী দেবী,
আয়তলোচনা? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
কামদ বিধাতা যথা, যার পূত পদ
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী
ধোন্ সদা প্রবাহিণী কলকল কলে?—
হায় রে, কোথায় আজি সে দেববিভব!
হায় রে, কোথায় আজি সে দেবমহিমা!
দুর্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে,
পুরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণকুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট;—
যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ।
সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি,
প্রচণ্ড দিতিজ ভুজ প্রতাপে তাপিত,
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে—
আকুল! পাবক যথা, বায়ু যাঁর সখা,
সর্ব্বভুক্, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
মহাত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী;
মদকল নগদল, চঞ্চল সভয়ে,
করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমান
আশুগতি; মৃগাদন শার্দ্দুল, বরাহ,
মহিষ, ভীষণ খড়্গী—অক্ষয়শরীরী,
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পালায় ভৈরবরবে, ত্যজি বনরাজী;—
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারি দিকে;—
মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবনতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে!
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সমরে,
পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী
পুরন্দর; পালাইলা পাশী দেখি পাশে
ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন!
পালাইলা যক্ষনাথ ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন! পালাইলা বেগে
বাতাকারে মৃগপৃষ্ঠে বায়ুকুলপতি;
জরজর-কলেবর, দুষ্টাসুর-শরে
পালাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন
মহারথী; পালাইলা মহিষ বাহনে
সর্ব্বঅন্তকারী যম, দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে।
পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি;
জয় জয় নাদে দৈত্য ভুবন পুরিল।
দৈববলে বলী পাপী, মহা অহঙ্কারে
প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনক নগরী,—
দেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বসিল!
হায় রে, যে রতির মৃণাল-ভুজপাশ,
(প্রেমের কুসুম-ডোর,) বাঁধিত সতত
মধুসখে, স্মরহর-কোপানল যেন
বিরহ-অনল রূপ ধরি, মহাতাপে
দাহিতে লাগিল এবে সে রতির হিয়া।
সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি,
লণ্ডভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল;
ঔর্ব্বঋষি ক্রোধানল পশি যেন জলে,
জ্বালাইলা জলেশ্বরে, নাশি জলচরে।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে,
কিবা নরে, কি অমরে? বোধাগম্য তুমি!
ত্যজি দেববলদলে দেবদলপতি
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী;—
যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্ব্বত-কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে বসে উড়ি;—
ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব।
বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে,
মহতজনভরসা মহত যে জন।
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-

প্রহারে চূর্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা
হেম, শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
অতলজলধিতলে—মান বাঁচাইতে!
যথা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ঘোষে
গভীর পয়োধি নীর, ধরি মহাবলে
জলচর-কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
ফেলাইলে তুলে কূলে, মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হয়েন অচল ;
অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
জিষ্ণু—অজিষ্ণু গো আজি দানব-সংগ্রামে
দানবারি! মহারথী বসিলা একাকী ;—
নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রণে,
কমল চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
প্রচন্ড আঘাতে ক্ষতশরীর কেশরী
শিখরী সমীপে যথা—ব্যথিত হৃদয়ে!
কনক-নির্ম্মিত ধনু—রতন-মণ্ডিত,
(কাদম্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
অনাদরে শোভে, হায়, পর্ব্বতশিখরে,
ধবল-ললাট-দেশ উজলি সুতেজে,
শশিকলা উমাপতি-ললাট যেমতি।
শূন্য তূণ—বারিশূন্য সাগর যেমনি,
যবে ঋষি অগস্ত্য শুষিলা জলদলে
ঘোর রোষে! শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
দৈত্যকুল—করী-অরি-নিনাদে যেমতি
করিবৃন্দ—নিরানন্দে নীরব সে এবে!
হায় রে, অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ!
হায় রে, গরিমাহীন গরিমা-নিধান!
যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
ভূষেন রজনী-সখা, স্বর্ণতারাবলী,
গ্রহরাশি,—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে!
এবে দিনমণি দেব, মৃদুমন্দগতি,
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্ররথ,
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
সাঙ্গ করি রাজ্য-কার্য্য অবনীমণ্ডলে।
শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
দুরূহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সমুখে! মুদিলা আঁখি ফুলকুলেশ্বরী।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্ হইয়া,
আইলো তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।
মৃদুহাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী ;
বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ,
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে।
শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণা
কুমুদিনী ; স্থলে শোভে বিশদবসনা
ধুতুরা চির যোগিনী, অলি মধুলোভী
কভু না পরশে যারে। উতরিলা ধীরে,
বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—রজনীর সখী—
কুহকিনী স্বপ্নদেবী স্বজনীর সহ।
বসুমতী সতী তাঁর চরণকমলে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।
আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভীমা দেবী ভীম পাশে যথা
মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবসনা
শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।
ধরি পাদপদ্মযুগ করপদ্মযুগে,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে। অশ্রু-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে,
শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে,
জাগান অরুণে যবে ঊষা সাজাইতে
একচক্ররথ, খুলি সুকমল-করে
পূর্ব্বাশার হৈম দ্বার! আইলেন এবে
নিদ্রাদেবী, সহ স্বপ্নদেবী সহচরী,
পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি!
মৃদু মন্দ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি,
আসি উতরিলা দোঁহে যথা বজ্রপাণি ;
কিন্তু শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা,
সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে
দাঁড়ায়,—উজ্জ্বল স্বর্ণপুতলীর দল।
হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,—
কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিদ্রা পানে চাহি,
সুমধুর স্বরে শ্যামা কহিতে লাগিলা ;—
"হায়, সখি, এ কি লীলা খেলিলা বিধাতা?
দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের পতি,
এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি! এ কি সাজে লো তাঁহারে?
হায় রে, যে কল্পতরু নন্দনকাননে,

মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে
মরুভূমে? কার বুক না ফাটে লো দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে!”
কহিতে কহিতে দেবী শর্ব্বরী সুন্দরী
কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা!
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
ছিন্ন-তার বীণা সম নীরব রসনা ;—
অরে রে দারুণ শোক, এই তোর রীতি!
শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রাদেবী তবে
উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী
মধুর গুঞ্জরে, আহা, নিকুঞ্জ পূরিলা ;—
“যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে ;
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?
আইস এবে, তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি,
এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া।
ডাক তুমি, হে স্বজনি, মলয় পবনে ;
বল তারে সুসৌরভ আশু আনিবারে,
কহ তব সুধাংশুরে সুধা বরষিতে।
যাই আমি, যদি পারি, মুদি প্রিয়সখি,
ও সহস্র আঁখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে।
গড়ুক স্বপনদেবী মায়ার পৌলোমী—
মৃগাক্ষী, পীবরস্তনী, সুবিম্ব-অধরা,
সুশোভিত কবরী মন্দারে, কৃশোদরী ;
বেড়ুক দেবেন্দ্রে সৃজি মায়ার নন্দন ;
মায়ার উর্ব্বশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,
গায়ুক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে ;
রম্ভা-উরু রম্ভা আসি নাচুক কৌতুকে।
যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা
কনক উদয়াচল-শিখরে, উজলি
দশ দিশ, হে স্বজনি, আইস তোমা দোঁহে,
সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ।”
তবে নিশি, সহ নিদ্রা, স্বপ্ন কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি
দোলাইলা প্রাণপতি মদনের গলে!
ধীরভাবে দেবীদল, বেড়িয়া দেবেশে,
যাঁর যত মন্ত্র, তন্ত্র, ছিটা, ফোঁটা ছিল,
একে একে লাগাইলা ; কিন্তু দৈবদোষে,
বিফল হইল সব ; যামিনী অমনি,
চঞ্চল বিস্ময়ে দেবী, মৃদু, কলস্বরে,—
একাকিনী, সুনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা ;—
“কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি!
কেবা জিনে ত্রিভুবনে আমা তিন জনে?
চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে!
সাগর মাঝারে, কিম্বা গহন বিপিনে,
রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
করি জয় স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, আমরা ;
কিন্তু সে প্রবল বল বৃথা হেথা এবে।”
শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—হাসে শশী যথা—
কহিলা শ্যামা স্বজনী রজনীর প্রতি ;
“মিছে খেদ কেন, সখি, কর গো আপনি?
দেবেন্দ্ররমণী ধনী পুলোমদুহিতা
বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জ্বলন্ত শোকানল? যদি আজ্ঞা দেহ,
যাই আমি আনি হেথা সে চারুহাসিনী।
হায়, সখি, পতিহীনা কপোতী যেমতি,
তরুবর, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি
চাহে কান্তে সীমন্তিনী, বিরহবিধুরা,
ভ্রান্তি-দূতী সহ সতী ভ্রমেন জগতে,
শোকে! শুন মন দিয়া, রজনি স্বজনি,
যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব।”
যাও বলি আদেশিলা শশাঙ্ক-রঙ্গিণী।
চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর-পথে—
বিমল তরলতর রূপে আলো করি
দশ দিশ ; আশুগতি গেলা কুহকিনী,
ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে।
গেলা চলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
দ্রুতবেগে ; বিভাবরী নিদ্রাদেবী সহ
বসিলা ধবল শৃঙ্গে ; আহা, কিবা শোভা!
যুগল কমল, যেন জগৎ মোহিতে,
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর-সরোবরে!
ধবল শিখরে বসি নিদ্রা, বিভাবরী,
আকাশের পানে দোঁহে চাহিতে লাগিলা,
হায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে
চাহে আকাশের পানে জলধারা-আশে!
আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগনমণ্ডল

উজ্জ্বলিল, যেন দ্রুতে পাবকের শিখা,
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির-তরঙ্গ,
উঠিল অম্বর-পথে ; কিম্বা ত্বিষাম্পতি
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
উদয় অচলে আসি দরশন দিলা।
শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল-দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি
সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্ররূপে।
এ সুন্দর প্রভাকর পরিধি মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই?
কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনী,
কেমনে মানব আমি চাব ও'র পানে?
রবিচ্ছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে?
এ দুর্ব্বল দাসে কর তব বলে বলী।
চরণ যুগল শোভে মেঘবর-শিরে,
নীল জলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা,
কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন।
দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজীব পদতলে,
পূজা ছলে বসে তথা—সুখের সদন।
কাঞ্চন-মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু ; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী,—কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া
গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে!
অনন্ত-যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
মাজার মহীর দেহ, মধুর মাসে,
উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত
অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ!
অলিপংক্তি,—রতিপতি-ধনুকের গুণ,—
সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে
কমল নয়ন-যুগোপরি, মধু আশে
নীরব!—হায় রে মরি! এ তিন ভুবনে
কে পারে ফিরাতে আঁখি হেরি ও বদন!
পদ্মরাগ-খচিত, পদ্মের পর্ণ সম
পট্টবস্ত্র ; সু-অঞ্চলে জ্বলে রত্নাবলী,
বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা!
সে আঁচল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরি
ভাতে, কামকেতু যথা যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে!
ভুবনমোহিনী দেবী, বসি মেঘাসনে,
আইলা অম্বরপথে মৃদুমন্দগতি,—

নীলাম্বু সাগর-মুখে নীলোৎপল-দলে
যথা রমা সুকেশিনী কেশববাসনা,
সুরাসুর মিলি যবে মথিলা সাগরে!
হায়, ও কি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে?
অরে রে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল ফুলে বাসা কি রে তোর—
সম, হায়, তুই দুরাচার
? শূন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে
একাকিনী স্বরীশ্বরী! চল, ঘনপতি!
ঘন-কুলোত্তম তুমি, উড় দ্রুতবেগে।
তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে
ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণলতিকা, পরশে
যাহার, শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে
লভিবেন পরিত্রাণ বাসব সুমতি!
আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি,
তেজোরাশি-বেষ্টিতা ; নাদিল জলধর ;
সে গভীর নাদ শুনি, আকাশসম্ভবা
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
চারি দিকে ; কুঞ্জবন, কন্দর, পর্ব্বত,
নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী,
সে স্বর-তরঙ্গ রঙ্গে পূরিল সবারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্যপথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী ;
প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক-কলাপ ;
বলাকা, মালার গাঁথা, আইলা ত্বরিতে
যুড়িয়া আকাশপথ ; সুবর্ণ কন্দলী—
ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিল ;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জপানে, যবে ব্রজধামে,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।
ঘনাসন ত্যজি আশু নামিলা ইন্দ্রাণী
ধবলের পদদেশে। এ কি চমৎকার?
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত
সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
গড়ি যেন বিশ্বকর্ম্মা স্থাপিলা সেখানে।
উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদুমন্দগতি

ধবল শিখরে সতী। আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল।
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মরধন,
বিকশিয়া চারি দিকে হাসিতে লাগিল—
নীল নভস্তলে হাসে তারাদল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা ;
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা ; মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা ;
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে
বিরলে! বিশাল তরু, ব্রততী-রমণ,
মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা,
দাঁড়াইল চারি দিকে, বীরবৃন্দ যথা ;
শত শত উৎস, রজস্তম্ভের আকারে
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বরষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল।
সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়া,
সৃজিল সত্বর এক রম্য সরোবর
বিমল-সলিল-পূর্ণ ; সে সরে হাসিল
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
ক্ষণকাল! কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঙ্গিণী,
সুখের তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল!
সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ সহ,
সুতরল জলদলে কান্তি রজতেজে,
শোভিল পুলকে—যেন নূতন গগনে!
অবিলম্বে শম্বরারি-সখা ঋতুপতি
উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।—
কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা?
প্রাণপতি সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে।
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশদুহিতা—
শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না ঘটে।

কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা?
প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর ;
কামিনীর বিধুমুখ-শীধু-সিক্ত হলে,
বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,
ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু
হরষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে ;—
কিন্তু আজি ধবলের হের বাজি-খেলা।
অরে রে বিজন, বন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
হেরি এ নারীন্দু-পদ-অরবিন্দ-যুগ,
আনন্দ সাগর-নীরে মজিলি কি তুই?
স্মরহর দিগম্বর, স্মর প্রহরণে,
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া,
মাতিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে?
ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন কণ্ঠমালা
পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব?—
ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে!
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী ;
অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
বেড়িল বাসব-হৃৎ-সরসী-পদ্মিনীরে,
স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
বেড়ে আসি দৈত্যদল! অদূরে সুন্দরী
মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে।
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী,
মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
চকমকি! দেবদারু—শৈলশৃঙ্গ যথা
উচ্চতর ; লতাবধূ-লালসা রসাল,
রসের সাগর তরু ; মৌল—মধুদ্রুম ;
শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর
কপর্দ্দী ; বদরী—যার স্নিগ্ধ তলে বসি,
দ্বৈপায়ন, চিরজীবী যশঃসুধা পানে
কহেন মধুর স্বরে, ভুবন মোহিয়া,
মহাভারতের কথা! কদম্ব সুন্দর—
করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশ্বাস
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,
কেন না মন্মথ-মন মথেন যে ধনী,
তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন।
অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে, দেখি

লোহিত বরণ আজ্ প্রসূন যাহার
যথা বিলাপীর আঁখি! শিমুল—বিশাল
বৃক্ষ, ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী
শোণিতার্দ্র! সুইঙ্গুদী, তপোবনবাসী
তাপস; শল্মলী; শাল; তাল অভ্রভেদী
চূড়াধর; নারিকেল, যার স্তনচয়
মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে!
গুবাক; চালিতা; জাম, সুভ্রমররূপী
ফল যার: ঊর্দ্ধশির তেঁতুল; কাঁঠাল,
যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত
ধনদের গৃহে যেন! বংশ, শতচূড়,
যাহার দুহিতা বংশী, অধর-পরশে,
গায় রে ললিত গীত সুমধুর স্বরে!
খর্জ্জুর, কুম্ভীরনিভ ভীষণ মূরতি,
তবু মধুরসে পূর্ণ! সতত থাকে রে
সুগুণ কুদেহে ভবে বিধির বিধানে!
তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে
সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
নাচেন যুবতী সহ! শমী—বরাঙ্গনা,
বন-জ্যোৎস্না! আমলকী—বনস্থলী-সখী;
গাম্ভারী—রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরি—
দেবতাকুলের বৈদ্য! আর কব কত?
চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী;
রুণুরুণু ধ্বনি করি কিঙ্কিণী বাজিল;
শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে
বরষি, পূজিল স্তব্ধে রাঙা পা দুখানি।
কোকিল কোকিলা সহ মিলি আরম্ভিল
মদন-কীর্ত্তন-গান; চলিলা রূপসী—
যেখানে সুরাঙাপদ অর্পিলা ললনা,
কোকনদকুল ফুটি শোভিল সেখানে!
অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন;
তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, প্রসারে কৌতুকে,
নবীন পল্লবছত্র, প্রবালে খচিত,
বেষ্টিত মাণিকরূপী মুকুলঝালরে;
সুগত পীতাম্বর-শিরে অনন্ত যেমতি
(ফণীন্দ্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে!
চারি দিকে ফুটে ফুল; কিংশুক কেতকী,
স্মর-প্রহরণ উক্তে; কেশর সুন্দর—
রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে,
ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা;
পাটলি—মদন-তূণ, পূর্ণ ফুল-শরে;
মাধবিকা—যার পরিমল মধু-আশে,
অনিল উন্মত্ত সদা; নবীনা মালিকা—
কানন-আনন্দময়ী; চারু গন্ধবাজ—
গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি;
চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,
কে না লোভে ত্রিভুবনে; লোহিতলোচনা
জবা—মহিষমর্দ্দিনী আদরেন যারে;
বকুল—আকুল অলি যার সুসৌরভে;
কদম্ব—যাহাব কান্তি দেখি, সুখে মজি,
রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা;
রজনীগন্ধা—রজনী-কুন্তল-শোভিনী,
শ্বেত, তব শ্বেতভুজ যথা, শ্বেতভুজে!
কর্ণিকা—কোমল উরে যাহার বিলাসী
(তপন-তাপেতে তাপী) শিলীমুখ, সুখে
লভে সুবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা
সুপট্ট-শয়নে: হায়, কর্ণিকা অভাগা
বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
সতীত্ব বিহনে যথা যুবতীযৌবন!
কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদবসনা
ধুতুরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দূতী,
রতি কাম সেবায় সতত ধনী রত!
পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডলের রূপে
ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ-মূলে;
তিলক—ভবানী-ভালে শশিকলা যথা
সুন্দর! ঝুমুকা—যার চারু মূর্ত্তি গড়ি
সুবর্ণে, প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে!—
আর আর ফুল যত কে পারে বর্ণিতে?
এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপসী
শোভিছে অঙ্গনাকুল, ফুলরুচি হরি,
রূপের আভায় আলো করি বনরাজী;—
পর্ব্বতদুহিতা সবে—কনক-পুতলী,
কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট,
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী
ইন্দিরা! কাহার করে হৈম ধুপদান,
তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু,
গন্ধামোদে আমোদিছে সুনিকুঞ্জবন,
যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি

ধবল, ভূধরেশ্বর! কার হাতে শোভে
স্বর্ণথালে পাদ্যঅর্ঘ্য ; কেহ বা বহিছে
মণিময় পাত্রে ভরি মন্দাকিনী-বারি,
কেহ বা চন্দন, চূয়া, কস্তুরী, কেশর,
কেহ বা মন্দারদাম—তারাময় মালা!
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি,
কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
ধরি বীণা, বরিষিছে সুমধুর ধ্বনি ;
কামের কামিনী সমা কোন বামা ধরে
রবাব, সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব ;
বাজে কপিনাশ—দুঃখনাশ যার রবে ;
সপ্তস্বরা, সুমন্দিরা, আর বন্ত্র যত ;—
তম্বুরা—অম্বরপথে গম্ভীরে যেমতি
গরজে জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে।
দেখিয়া সতীরে, যত পার্ব্বতী যুবতী,
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে, আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-দুহিতা
গৌরী, গিরিরাজ-রাণী মেনকা সুন্দরী,
সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে,
নাচেন গায়েন সুখে! হেরিয়া শচীরে
নাচিরে পার্ব্বতীদল গীত আরম্ভিলা।
"স্বাগত, বিধুবদনা, বাসব-বাসনা!
অমরাপুরী-ঈশ্বরি! এ পর্ব্বত-দেশে
স্বাগত, ললনা, তুমি! তব দরশনে,
ধবল অচল আজি অচল হরষে!
শৈলকুল-শত্রু শক্র, তব প্রাণপতি ;
কিন্তু যূথনাথ যুঝে যূথনাথ সহ—
কেশরী কেশরী সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত।
আইস, হে লাবণ্যবতি, দুহিতা যেমতি,
আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে,
কিম্বা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,
বহুবাহু তরু-কোলে! যাঁর অন্বেষণে
ব্যগ্র তুমি, সে রতনে পাইবা এখনি—
দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে!"
নীরবিলা নগবালাদল, অরবিন্দ-
ভূষণা। সম্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দনকাননে যেন, দেখিলা বাসবে।
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণে,
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্বর-গামিনী,
প্রেম-কুতূহলে ; যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, ধায় রড়ে
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।
যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে, শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদ-শব্দ—চির পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে!
উন্মীলিলা আখণ্ডল সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সুসরঃ
উন্মীলে কমল-কুল ; কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি,
খুলিয়া অযুত আঁখি গগন কৌতুকে
সে শ্যাম বদন হেরে—ভাসি প্রেম-রসে!
বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিলা প্রণয়পাশে চারুহাসিনীরে
যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখী হৈমময়ী ঊষা
মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে!
"কোথা সে ত্রিদিব, নাথ?"—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী—"দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে?
কিন্তু এবে, হে রমণ, হেরি বিধুমুখ,
পাশরিল দাসী তার পূর্ব্বদুঃখ যত!
কি ছার সে স্বর্গ? ছাই তার সুখভোগে!
এ অধিনী সুখিনী কেবল তব পাশে!
বাঁধিলে শৈবলবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে? নিদাঘ যদ্যপি
শুখায় সে জল, তবে নলিনীও মরে!
আমি হে তোমারি, দেব!"—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুময় আঁখি ;—
চুম্বিলা সে সাশ্রু আঁখি দেব অসুরারি
সোহাগে,—চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে!
"তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
দুরূহ কি ভাবে কভু তোমার কিঙ্কর?
তুমি যথা, স্বর্গ তথা!"—কহিলা সুস্বরে,
বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী
কৃশোদর, হেরি বীর পর্ব্বত-কন্দরে
কেশরিণী কামিনীরে ;—কহিলা সুমতি,—
"তুমি যথা, স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি!
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে কুশল বারতা!

কোথা জলনাথ? কোথা অলকার পতি?
কোথা হৈমবতীসুত তারকসূদন,
শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা?
কোথা চিত্ররথ? কহ, কেমনে জানিলা
ধবল আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরি?"
উত্তর করিলা দেবী পুলোম-দুহিতা—
মৃগাক্ষী, বিম্ব-অধরা, পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী ;—"মম ভাগ্যে, প্রাণ-সখা, আজি
দেখা মোর শূন্য মার্গে স্বপ্নদেবী সহ!
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,
ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া,
স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা!
সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা,
ব্রহ্মলোকে স্মরে তোমা ; চল, দেবপতি,
অনতিবিলম্বে, নাথ, চল, মোর সাথে!"
শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
স্মরিলা বিমানবরে ; গম্ভীর নিনাদে
আইল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে।
বসিলা দেবদম্পতি পদ্মাসনোপরে।
উঠিল আকাশে গর্জ্জি স্বর্ণ ব্যোমযান,
আলো করি নভস্তল, বৈনতেয় যথা
সুধানিধি সহ সুধা বহি সযতনে।
ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ধবল-শিখরো
নাম প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

কোথা ব্রহ্মলোক? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন? যে দুর্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ
কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে? ভেলায় চড়িয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি! কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি!
উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত সহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা ; রথ-চূড়া-শিরে
শোভিল দেব-পতাকা, বিদ্যুৎ আকৃতি,
কিন্তু শান্তপ্রভাময় ; ধাইল চৌদিকে—
হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তি-মদে মাতি,
অচলা চপলা তারে ভাবি, দ্রুতগামী
জীমূত, গম্ভীরে গর্জ্জি, লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী,—যথা স্বয়ম্বরস্থলে,
রাজেন্দ্রমণ্ডল, স্বয়ম্বরা-রূপবতী-
রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া,
বেড়ে তারে—জরজর পঞ্চশর-শরে!
এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
হেরি দূরে সে সুকেতু রতনের ভাতি ;
কিন্তু দেখি দেবরথে দেবদম্পতিরে,
শিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
অমনি! চলিল রথ মেঘময় পথে—
আনন্দময়-মদন-স্যন্দন যেমনি
অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে
মন্দগতি ; কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
কনক-পুষ্পক, বহি সীতা সীতানাথে!
এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
চালাইলা দেবযান ভৈরব আরবে ;
শুনি সে ভৈরবারব দিগ্বারণ যত—
ভীষণ মূরতিধর—রুষি হুঙ্কারিল
চারি দিকে ; চমকিল জগত! বাসুকি
অস্থির হইলা ত্রাসে! চলিল বিমান ;—
কত দূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল,
রজদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন,
কামিনী-কুলের সখী যামিনীর সখা,
মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি
সুধাংশু। বরবর্ণিনী দক্ষের দুহিতা-
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম
চির বিকচিত, পূরি আকাশ সৌরভে—
রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে।

হেম হর্ম্ম্যে—দিবানিশি যার চারি পাশে
ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর—
বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবব-কোলে
চপলা, বা অবরোধে যথা কুলবধূ—
ললিতা, ভুবনস্পৃহা, প্রফুল্ল-যৌবনা ;
নারী-অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
হেরি ত্রিদিবের ইন্দ্রে দূরে, প্রণমিলা
নম্রভাবে ; যথা যবে প্রলয়-পবন
নিবিড় কাননে বহে, তরুকুলপতি
ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ,
বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে।
এড়াইয়া চন্দ্রলোকে, দেবরথ দ্রুতে
উতরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী
গগনে। কনকময়, মনোহর পুরী,
তার চারি দিকে শোভে,—মেখলা যেমতি
আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে
হরষে পসারি বাহু,—রাশিচক্র ; তাহে
রাশি-রাশির আলয়। নগর মাঝারে
একচক্র রথে দেব বসেন ভাস্কর।
অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ
যেন মধু কাম-বঁধু,—যবে ঋতুপতি
বসন্ত, হিমান্তে, শুনি পিককুলধ্বনি,
হরষে তুষেন আসি কামিনী মহীরে,
কাতরা বিরহে তাঁর,—বসেছে সম্মুখে
সারথি। সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা,
নলিনীর সুখ দেখি দুঃখিনী কামিনী,
বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া,—
সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে?
চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায় সকলে
নতভাবে, নরপতি-সমীপে যেমতি
সচিব। অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত—
ইন্দীবর-নিকর—অদূরে হাসি নাচে,
যথা, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি,
নাচিত অপ্সরাকুল, যবে শচীপতি,
সুরীশ্বর, শচী সহ দেবসভা-মাঝে,
বসিতেন হৈমাসনে! নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু মন্দপদে ;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে—তুষ্ট ভাবে!
হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা
সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলা মহামতি।—
এড়াইয়া সূর্য্যলোক চলিল বিমান।
এবে চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী
—রজত কনক দ্বীপ অম্বর-সাগরে—
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান
উতরিল যথা শত দিবাকর জিনি,
প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান যাঁর—
উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে!
প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী, যাঁর সেবা করি
তিমিরারি বিভাবসু তোষেন স্বকরে
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
অম্বুনিধি সেবি সদা, তোষে বসুধারে
তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে
জলদানে। ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী—
পীনপয়োধরা—হেরি কারণ-কিরণে,
সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা,
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন যথা! দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে
চমকি ঢাকিলা আঁখি! রথ-চূড়া-শিরে
মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন
দিবাভাগে ; যান-মুখে বিস্ময়ে মাতলি
সূতেশ্বর অন্ধভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি
হীনবল ; মহাতঙ্কে তুরঙ্গম-দল
মন্দগতি, যথা বহে প্রতীপ গমনে
প্রবাহ! আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে।
মেরু,—কনক-মৃণাল কারণ-সলিলে ;
তাহে শোভে ব্রহ্মলোক কনক-উৎপল ;
তথা বিরাজেন ধাতা—পদতল যাঁর
মুমুক্ষু কুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষধাম।
অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন-তোরণ, রাজ-তোরণ-আকার,
আভাময় ; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি,
প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রতননিকর।
নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,—
কেমনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে—
অতুল ভবমণ্ডলে? তোরণ-সম্মুখে
দেখিলা দেবদম্পতি দেবসৈন্য-দল,—

সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে
বীরদর্পে ; কিম্বা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে
নক্ষত্র-চয়—অগণ্য। রথ কোটি কোটি
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী,
বিদ্যুৎ-গঠিত-ধ্বজ-মণ্ডিত ; তুরগ—
বিরাজেন সদাগতি যার পদতলে
সদা, শুভ্র-কলেবর, হিমানী-আবৃত
গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর শোভা—
ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন—অতি মনোহর।
হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ,
সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে
প্রলয়ে ; যে মেঘবৃন্দ মন্দ্রিলে অম্বরে,
শৈলের পাষাণ-হিয়া ফাটে মহা ভয়ে,
বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে
তরাসে! অমরকুল—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্র-নখে
শস্ত্রিত যেমতি, কিম্বা, নাগারি গরুড়,
গরুত্মন্ত-কুলপতি! হেন সৈন্যদল,
অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে
ব্রহ্মলোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন
গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সত্বরে
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীর-ভাবে
বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয়
বিমুখয়ে ; কিম্বা যথা, দিবা অবসানে,
(মহতের সাথে যদি নীচের তুলনা
পারি দিতে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে,
(রাহু যেন চাঁদেরে) বিহগকুল ভয়ে
পূরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে,
আসে তরুবর-পাশে আশ্রমের আশে!
এ হেন দুর্ব্বার সেনা, যার কেতূপরি
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
বিশ্বম্ভর-ধ্বজে, হেরি ভগ্ন দৈত্যরণে,
হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি
অসুরারি। মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী,
নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন।
কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে
সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া ;
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্বরে
পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
তার সহ! মহাশোকে শোকাকুল রথী
দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর করযুগ ধরি,
(সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে!)
কহিলা সুমৃদু স্বরে ;—"হায়, প্রাণেশ্বরি,
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে!
শৃগাল-সমরে, দেখ, বিমুখ কেশরী-
বৃন্দ, সুরেশ্বরি, ওই তোরণ-সমীপে
ম্রিয়মাণ অভিমানে। হায়, দেব-কুলে
কে না চাহে ত্যজিবারে কলেবর আজি,
যাইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে,
পাসরিতে এ গঞ্জনা? ধিক্, শত ধিক্
এ দেব-মহিমা! অমরতা, ধিক্ তোরে।
হায়, বিধি, কোন্ পাপে মোর প্রতি তুমি
এ হেন দারুণ! পুনঃ পুনঃ এ যাতনা
কেন গো ভোগাও দাসে? হায়, এ জগতে
ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজি
কে অনাথ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী।
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায় ;
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি ; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ,
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।
তপন-তাপেতে তাপি পশু পক্ষী, যদি
বিশ্রাম-বিলাস-আশে, যায় তরু-পাশে,
দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি
আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী,
ঘুচায় তাহার ক্লেশ ;—হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি, স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা?"
এতেক কহিয়া দেব দেবকুলপতি
নামিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী
শূন্যমার্গে। আহা মরি, গগন, পরশি
পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসিল হরষে!
চলিলা দেবদম্পতি নীলাম্বর-পথে।
হেথা দেবসৈন্য, হেরি দেবেশ বাসবে,
অমনি উঠিলা সবে করি জয়ধ্বনি,

উল্লাসে, বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি
হেরি যূথনাথে। লয়ে গন্ধর্ব্বের দল—
গন্ধর্ব্ব, মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে—
গন্ধর্ব্বকুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নি-চক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণ-প্রাচীর
দেবালয় ; নিষ্কোষিয়া অগ্নিময় অসি,
ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল,
অভেদ্য সমরে, দ্রুত বেড়িলা বাসবে
বীরবৃন্দ। দেবেন্দ্রের উচ্চ শিরোপরি
ভাতিল,—রবিপরিধি উদিলেক যেন,
মেরু-শৃঙ্গোপরি,—মণিময় রাজছাতা,
বিস্তারি কিরণজাল ; চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাদ্য, যাহার নিক্কণে—
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর-হৃদয়, সাহস-অর্ণব।
আইলেন কৃতান্ত, ভীষণ দন্ড হাতে ;
ভালে জ্বলে কোপাগ্নি, ভৈরব-ভালে যথা
বৈশ্বানর, যবে, হায়, কুলগ্নে মদন
ঘুচাইয়া রতির মৃণাল-ভুজ-পাশ,
আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ,
বিঁধিলা (অবোধ কাম!) মহেশের হিয়া
ফুলশরে। আইলেন বরুণ দুর্জ্জয়,
পাশ হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা—
তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন।
আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি
গদাবর ; আইলেন হৈমবতী-সুত,
তারকসূদন দেব শিখীবরাসন,
ধনুর্ব্বাণ হাতে দেব-সেনানী ; আইলা
পবন সর্ব্বদমন ;—আর কব কত?
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
যথা (নীচ সহ যদি মহতের খাটে
তুলনা) নিদ্রাস্বজনী নিশীথিনী যবে,
সুচারুতারা মহিষী, আসি দেন দেখা,
মৃদুগতি, খদ্যোতের ব্যূহ প্রতিসরে
ঘেরে তরুবরে, রত্ন-কিরীট পরিয়া
শিরে,—উজ্জলিয়া দেশ বিমল কিরণে!
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর ;—
"সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল
দুর্ব্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
নিরন্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
দৈববলে। দৈববল বিনা, হায়, কেবা
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ? বিনা
অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব্ব-অন্তকারি,
বিমুখিতে এ দিক্‌পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে ; কেমনে এবে এ দুর্জ্জয় রিপু—
বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জ্জয়,—কেমনে
বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল?
যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে
আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি,
না জানি কি দোষে, এবে! হায় এ কার্ম্মুক
বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে ;
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ পাবক!"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
অন্তক, গম্ভীর স্বরে গরজে যেমতি
মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি,
বিদরি মহীর বক্ষ তীক্ষ্ণ বজ্র-নখে
রোষী ;—"না বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি
বিধির এ লীলা? যুগে যুগে পিতামহ
এইরূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল ;
বাড়ান দানবদর্প, শৃগালের হাতে
সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা। তুষ্ট তিনি তপে ;—
যে তাঁহারে ভক্তিভাবে ভজে, তার তিনি
বশীভূত ; আমরা দিক্‌পালগণ যত
সতত রত স্বকার্য্যে,—লালনে পালনে
এ ভবমন্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্ষম
যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কব
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে।
পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
যোগধর্ম্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
তুষিব চতুরাননে, দৈত্যকুলে ভুলি,
ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ। কে পারে সহিতে—
হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান?
এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর? অমৃত-পানে মোরা
অমর ; কিন্তু এ অমরতার কি ফল
এই? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে?

জ্বলুক জগত! ভস্ম কর বিশ্ব! ফেল
উগরিয়া সে বিষাগ্নি! কার সাধ হেন
আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকুলে?"
এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অন্তকারী
কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত; রাগে চক্ষুদ্বয়
লোহিত-বরণ, রাঙা জবাযুগ যেন!
তবে সর্ব্বদমন পবন মহাবলী
কহিতে লাগিলা, যথা পর্ব্বত-গহ্বরে
হুহুঙ্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়া
অচলের কর্ণ;—"যাহা কহিলা শমন,
অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা।
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম। কেন?—
কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে
সহিব এ অপমান আমরা সকলে
অমর? দিতিজ-কুল প্রতি যদি এত
স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে।
এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—আলয়
সৌন্দর্য্যের, রত্নাগার, সুখের সদন,—
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে
দিব কি দানবে? গরুড়ের উচ্চ নীড়
মেঘাবৃত,—খঞ্জন গঞ্জন মাত্র তার।
দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর; দাঁড়াইয়া হেথা—
এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর,
বাহুবলে,—ত্রিজগৎ লণ্ডভণ্ড করি।"
কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে। থর থর থরে
(ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে,
সে স্থল ব্যতীত) বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল!
ভাঙ্গিল পর্ব্বতচূড়া; ডুবিল সাগরে
তরী; ডরে মৃগরাজ, গিরিগুহা ছাড়ি,
পলাইলা দ্রুতবেগে; গর্ভিণী রমণী
আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিলা!
তবে ষড়ানন স্কন্দ, আহা, অনুপম
রূপে! হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
পালিলা, সরসী যথা রাজহংস-শিশু,
আদরে; অমরকুল-সেনানী সুরথী,
তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী,

কিন্তু ধীর, মলয় সমীর যেন, যবে
স্বর্ণবর্ণা উষা সহ ভ্রমেন মারুত
শিশিরমণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে;—
উত্তর করিলা তবে শিখীবরাসন
মৃদু স্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী,
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে;—
"জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়।
তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রথী
রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ সুমতি
রণক্ষেত্রে, কি শরম তার? দৈববলে
বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবজে
ভূষিত; শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা
বরিষার জলাসার। আমরা সকলে
প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
এ নিমিত্তে কে ধিক্কার দিবে আমা সবে?
বিধির নির্ব্বন্ধ, কহ, কে পারে খণ্ডাতে?
অতএব শুন, যম, শুন সদাগতি,
দুর্জ্জয় সমরে দোঁহে, শুন মোর বাণী,
দূর কর মনস্তাপ। তবে কহ যদি,
বিধির এ বিধি কেন? কেন প্রতিকূল
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ?
কি কহিব আমি—দেবকুলের কনিষ্ঠ?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছাক্রমে;
অনাদি, অনন্ত যিনি, বোধাগম্য, রীতি
তাঁর যে, সেই সুরীতি। কিসের কারণে,
কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,
কে পারে বুঝিতে? রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে;
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজা সহ?"
এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি
নীরবিলা। অগ্রসরি অম্বুরাশি-পতি
(বীর-কম্বু নাদে যথা) উত্তর করিলা;
"সম্বর, অম্বরচর, বৃথা রোষ আজি!
দেখ বিবেচনা করি, সত্য যা কহিলা
কার্ত্তিকেয় মহারথী। আমরা সকলে
বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি;
অধীন যে জন কহ, স্বাধীনতা কোথা
সে জনের? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী।
দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি;
দানব দমনে এবে অক্ষম আমরা;—
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ।

সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর
ভীষণ নিনাদে ধায়, সংহারিতে বলে
শিলাময় রোধঃ ; কিন্তু তার প্রতিঘাতে
ফাঁফর, সাগর-পাশে যায় তারা ফিরি
হীনবল! চল মোরা যাই, দেবপতি,
যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ।
এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন,
তিনি বিনা? হে অন্তক বীরবর, তুমি
সর্ব্ব-অন্তকারী, কিন্তু বিধির বিধানে।
এই যে প্রচন্ড দন্ড শোভে তব করে,
দন্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদা
অমর অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজা,
এ দন্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে,
বাজে দেহে,— সুকোমল ফুলাঘাত যেন,—
কামিনী হানয়ে যবে মৃদুমন্দ হাসি
প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,
ফুলশর! তুমি, দেব, ভীম প্রভঞ্জন,
ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিঞ্চির বলে
তুমি, জলস্রোতঃ যথা পর্ব্বত-প্রসাদে।
অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
দেবদল। বাড়বাগ্নি-সদৃশ জ্বলিছে
কোপানল মোর মনে! এ ঘোর সংগ্রামে
ক্ষত এ শরীর, দেখ, দৈত্য-প্রহরণে,
দেবেশ, কিন্তু কি করি? এ ভৈরব পাশ,
ম্রিয়মাণ—মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।"
তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাঁহার
রত্নাগার, উত্তরিলা যক্ষদলপতি ;—
"নাশিতে ধাতার সৃষ্টি, যেমন কহিলা
প্রচেতা, কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে
এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন,
দেব কি মানব, পাবে এ কর্ম্ম করিতে
নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের! তারা-দল যার সখী-দল!
সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে!
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
বসায়! রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনী,
শ্যামাঙ্গি, অলক যার ভূষিতে উল্লাসে
সৃজেন সতত ধাতা ফুলরত্নাবলী
বহুবিধ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
দিবানিশি! কে আছয়ে, হে দিক্‌পালগণ,
এ হেন নির্দ্দয়? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহু,—সে দানব।
আমরা দেবতা,—এ কি আমাদের কাজ?
কে ফেলে অমূল মণি সাগরের জলে
চোরে ডরি? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে
গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি
প্রণয়ী-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে?
আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে।
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
(শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
যেমনি) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে ;
কিন্তু বৃথা-বাক্যবৃক্ষে কভু নাহি ফলে
সমুচিত ফল ; এ তো অজানিত নহে।
অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি?"
কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি ;—"পালিতে এ বিপুল জগত
সৃজন, হে দেবগণ, আমাসবাকার।
অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন
হইবে ভক্ষক? যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক, কহ,
জগতে? দিতিজবৃন্দ অধর্ম্মেতে রত ;
কেমনে, আমরা যত অদিতিনন্দন,
অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার সুখভোগী,
আচরিব, নিশাচর আচরে যেমতি
পাপাচার? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ!
হে কৃতান্ত দন্ডধর, সর্ব্ব-অন্তকারি,—
হে সর্ব্বদমন বায়ুকুলপতি, রণে
অজেয়,—হে তারকসূদন ধনুর্দ্ধারি
শিখিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপু-ভস্মকর
শরানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ,
পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর,
ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন।
এ মহা-সংকটে, কহ, কে আর রক্ষিবে

তিনি বিনা ত্রিভুবনে এ সুর-সমাজে
তাঁহারি রক্ষিত? চল বিরিঞ্চির কাছে!"
এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাসব, স্মরিলা চিত্ররথে মহারথী।
অগ্রসরি করযোড়ে নমিলা দেবেশে
চিত্ররথ; আশীর্ব্বাদ কহিলা সুমতি
বজ্রপাণি, "এ দিক্‌পালগণ সহ আমি
প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে; রক্ষা কর, রথি,
দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশ্বরী সহ।"
বিদায় মাগিয়া পুরন্দর সুরপতি
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
শমন, তপনসুত, তিমিরবিলাসী,
ষড়ানন তারকারি, দুর্জ্জয় প্রচেতা,
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরে—মোক্ষধাম, জগত-বাঞ্ছিত।
তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে,
ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধ্বনি
শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেবসেনা
অগণ্য, দুর্ব্বার রণে, গরজি উঠিলা
চারি দিকে। লক্ষ লক্ষ আসি, নাগরাশি
উদ্গারি পাবক যেন, ভাতিল আকাশে!
উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি
রতনে রঞ্জিত-অঙ্গ বিহঙ্গম-দল!
উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
চাপে পরাইয়া গুণ; ধরি গদা করে
করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে; কেহ আরোহিলা
(গরুড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে!
শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
পদাতিক-বৃন্দ উঠে হুহুঙ্কার করি,
মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খনিনাদ!
বাজিল গম্ভীরে বাদ্য, যার ঘোর রোল
শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরুর রোলে
নাচে যথা ফণিবর—দুরন্ত দংশক—
বিষাকর; ভীরু প্রাণ বিদরে অমনি
মহাভয়ে! সুর-সৈন্য সাজিল নিমিষে,
দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী,
আর যত সুরনারী; যথা ঘোর বনে
মহা মহীরুহব্যূহ, বিস্তারিয়া বাহু
অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল,
অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন
অমূল জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী-বাঞ্ছিত।
যথা সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বসুধারে,
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্যদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনন্ত-যৌবনা
শচীরে, সাপটি করে চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন;—শত প্রতিসরে
বেড়িলা সুচন্দ্রাননে চতুস্কন্ধ দল।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃজি মায়াবলে
কনক-সিংহ-আসন, অতুল, অমূল,
জগতে, যুড়িয়া কর, কহিলা প্রণমি
পৌলোমীরে, "এ আসনে বসুন মহিষী,
দেবকুলেশ্বরী; যথা সাধ্য, আমি দাস,
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব তোমারে।"
বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী। হায় রে মরি, হেরি ও বদন
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি?
কার রে না কাঁদে প্রাণ, শরদের শশি,
হেরি তোরে রাহুগ্রাসে? তোরে, রে নলিনি,
বিষণ্ণবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর!
হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উতরিলা
মৃদুগতি। আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী—
বঙ্গকুলবধূ যাঁরে পুজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী; আইলেন মা শীতলা,
দুরন্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল প্রসাদে যাঁর—মহাদয়াময়ী
ধাত্রী; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে
যাঁহার ফণীন্দ্র ভীত ফণিকুল সহ,
পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে;
আইলেন সুবচনী—মধুর-ভাষিণী;
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী,
কুঞ্জরগামিনী; আইলেন কামবধূ
রতি; হায়! কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
আমি ও রূপমাধুরী,—ও স্থির যৌবন,
যার মধুপানে মত্ত স্মর মধুসখা
নিরবধি? আইলেন সেনা সুলোচনা,
সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী!

আইলা জাহ্নবী দেবী—ভীষ্মের জননী ;
কালিন্দী আনন্দময়ী, যাঁর চারু কূলে
রাধাপ্রেম-ডোরে বাঁধা রাধানাথ, সদা
ভ্রমেণ, মরাল যথা নলিনীকাননে!
আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা—
বৈদেহীর সখী দোঁহে ;—আর কব কত?
অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম
প্রভায় সতত কিন্তু অচপলা যেন
রত্নকান্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে ;
যথা তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে
শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে!
বসিলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ
রতন-আসনে ; হায়, নীরব গো আজি
বিষাদে! আইলা এবে বিদ্যাধরী-দল।
আইলা উর্ব্বশী দেবী,—ত্রিদিবের শোভা,
ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা
আভাময়ী। কেমনে বর্ণিব রূপ তব,
হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
অব্যর্থ! আইলা চারু চিত্রলেখা সখী,
বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী।
আইলেন মিশ্রকেশী,—যাঁর কেশ, তব,
হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে।
আইলেন রম্ভা,—যাঁর ঊরুর বর্ত্তুল
প্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুমুখী
কদলীর নাম রম্ভা, বিদিত ভুবনে।
আইলেন অলম্বুষা,—মহা লজ্জাবতী
যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে?)
অপাঙ্গে গরল,—বিশ্ব দহে গো যাহাতে!
আইলেন মেনকা ; হে গাধির নন্দন
অভিমানি, যার প্রেমরস-বরিষণে
নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব,
নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি
দাবানল। শত শত আসিয়া অপ্সরী,
নতভাবে ইন্দ্রাণীরে নমি, দাঁড়াইলা
চারি দিকে ; যথা যবে,—হায় রে স্মরিলে
ফাটে বুক!—ত্যজি ব্রজ ব্রজকুলপতি
অক্রূরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে,
বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী।।
ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ব্রহ্মপুরী-
তোরণ নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

হেথা তুরাসাহ সহ ভীম প্রভঞ্জন—
বায়ুকুল-ঈশ্বর,—প্রচেতাঃ পরন্তপ,
দণ্ডধর মহারথী—তপন-তনয়—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্র,—প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ
হিরণ্ময়, মৃদুগতি চলিলা সকলে
পদ্মাসনে পদ্মযোনি বিরাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্রশস্ত স্বর্ণ-পথ দিয়া
চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম হরষে।
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজী, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা,
ফল,—হায়, কেমনে বর্ণিব ফল-ছটা?
সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল
বিনোদি বিধির হিয়া! তরুরাজী-মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রতির অধর
বিম্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্য-সুধা, তুষি
কামের কর্ণকুহর! সুমন্দ সমীর—
সহ গন্ধ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল-
অরবিন্দে জন্ম যার—বহে অনুক্ষণ
আমোদে পূরিয়া পুরী! কি ছার ইহার
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি
বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি
সে বনসুন্দরী, সাজাইয়া তার তনু
ফুল-আভরণে! চারি দিকে দেবগণ
হেরিলা অযুত হর্ম্ম্য রম্য, প্রভাকর,
সুমেরু নগেন্দ্র যথা—অতুল জগতে!
সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী,
রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস
মাধব! কোথায় কেহ কুসুম-কাননে,
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
গাইছে মধুর গীত ; কোথায় বা কেহ
ভ্রমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে
মঞ্জু কুঞ্জে, বহে যথা পীযূষ-সলিলা
নদী, কল কল রব করি নিরবধি,
পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম ;—
নাচে সে কনকদাম মলয়-হিল্লোলে,

উর্ব্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা,
যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্তা সীমন্তিনী
ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পূরি সুসৌরভে
দেব-সভা! কাম—হায়, বিষম অনল
অন্তরিত!—হৃদয় যে দহে, যথা দহে
সাগর বাড়বানল! ক্রোধ বাতময়,
উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া
বিবেক! দুরন্ত লোভ—বিরাম-নাশক,
হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
অশনায় পীড়িত! মোহ—কুসুমডোর,
কিন্তু তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার,
দৃঢ়তর! মায়ার অজেয় নাগপাশ!
মদ—পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু,
কাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
রোগীর! মাৎসর্য্য—যার সুখ, পরদুখে,
গরলকণ্ঠ!—এ সব দুষ্ট রিপু, যারা
প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন, নাশে
সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে
নাবে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজগ
মহৌষধাগারে। হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে,
ব্রহ্মার নিসর্গধাবী, নদচয় যথা
লভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে!
হেরি সুনগর-কান্তি, ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভুলিলা দেবেশ-দল মনের বেদনা
মহানন্দে! ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
তুলিলা সুবর্ণফুল; কেহ, ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা;
কেহ পান করিলা পীযূষ-মধু সুখে;
সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢালি
মনঃ, হৈম তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।
এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময়; হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম! কে পারে বর্ণিতে
তাঁহার সদন, বিশ্বম্ভর সনাতন
যিনি? কিম্বা কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে
ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি?
দেখিলেন দেবগণ মন্দির-দুয়ারে
বসি সুকনকাসনে বিশদবসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিতপাবনী,
মহাদেবী। অমনি দিক্‌পাল-দল নমি
সাষ্টাঙ্গে, পূজিলা মার রাঙা পা দুখানি!
"হে মাতঃ"—কহিলা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে—
"হে মাতঃ, তিমিরে যথা বিনাশেন ঊষা,
কলুষনাশিনী তুমি! এ ভবসাগরে
তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে
অসহায়! হে জননি, কৈবল্যদায়িনি,
কৃপা কর আমা সবা প্রতি—দাস তব।"—
শুনি বাসবের স্তুতি, ভক্তি শক্তীশ্বরী
আশীষ করিলা দেবী যত দেবগণে
মৃদু হাসি; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে।
অপর আসনে পরে দেখিলা সকলে
দেবী আরাধনা,—ভক্তিদেবীর স্বজনী,
একপ্রাণা দোঁহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি-
পুটে,—"হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তীশ্বরি,
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
সেবক-হৃদয়-বাণী। আমা সবা প্রতি
দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়া।"
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তিপানে চাহি,
—চাহে যথা সূর্য্যমুখী রবিচ্ছবি পানে—
কহিলা,—"আইস, ওগো সখি বিধুমুখি,
চল যাই লইয়া দিক্‌পাল-দলে যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা; তোমা বিনা
এ হৈম কপাট, সখি, কে পারে খুলিতে?"—
"খুলি এ কপাট আমি বটে; কিন্তু সখি,"
(উত্তর করিলা ভক্তি) "তোমা বিনা বাণী
কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা?
চল যাই, হে স্বজনি, মধুর-ভাষিণি,—
খুলিব দুয়ার আমি; সদয় হৃদয়ে,
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি উপস্থিত হেথা দেবদল, তুমি।"
তবে ভক্তি দেবীশ্বরী সহ আরাধনা
অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে
প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে
নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা
দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভু লোকেশে!

শত শত ব্রহ্ম-ঋষি বসেন চৌদিকে,
মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে,
কাঞ্চন-কিরীট শিরে! প্রভা আভাময়ী,—
মহারূপবতী সতী,—দাঁড়ান সম্মুখে—
যেন বিধাতার হাস্যাবলী মূর্ত্তিমতী!
তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা করে,
বীণাপাণি, স্বরসুধা-বর্ষণে বিনোদি
ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাকিনী
কলকল-রবে সদা তুষেণ অচল-
কুল-ইন্দ্র হিমাচলে—মহানন্দময়ী!
শ্বেতভুজা, শ্বেতাব্জে বিরাজে পা দুখানি,
রক্তোৎপল-দল যেন মহেশ-উরসে ;—
জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা!
হেরি বিরিঞ্চির পাদ-পদ্ম, সুরদল,
অমনি শচী-রমণ সহ পঞ্চ জন—
নমিলা সাষ্টাঙ্গে। তবে দেবী আরাধনা
যুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা ;—
"হে ধাতঃ, জগত-পিতঃ, দেব সনাতন,
দয়াসিন্ধু! সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী,
দলি আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি,
লণ্ডভণ্ড করি স্বর্গ,—দাবানল যথা
বিনাশে কুসুমে পশি কুসুমকাননে
সর্ব্বভুক্! রাজচ্যুত, পরাভূত রণে,
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
দেবদল,—নিদাঘার্ত্ত পথিক যেমতি
তরুবর-পাশে আসে আশ্রম-আশায়।—
হে বিভো জগৎযোনি, অযোনি আপনি,
জগদন্ত নিরন্তক, জগতের আদি
অনাদি! হে সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার? হায়, কাহার রসনা,—
দেব কি মানব,—গুণকীর্ত্তনে তোমার
পারক? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি।"
এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
নীরব হইলা, নমি ধাতার চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে। শুনি দেবীর বচন—
কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী
মধুকালে?—উত্তর করিলা সনাতন
ধাতা ; "এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে।
সুন্দ উপসুন্দাসুর দৈব-বলে বলী ;
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে!
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
দোঁহে! ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে। বায়ু-সখা
সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
কে পারে রোধিতে,—কার পরাক্রম হেন?"
এতেক কহিলা দেবদেব প্রজাপতি।
অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
মধু, ব্রহ্মপুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল!
শোভিলা উজ্জ্বলতরে প্রভা আভাময়ী,
বিশাল-নয়না দেবী। অখিল জগত
পূরিল সুপরিমলে, কমল-কাননে
অযুত কমল যেন সহসা ফুটিয়া
দিল পরিমল-সুধা সুমন্দ অনিলে!
যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন
বলে ধরি পোত, হায়, ডুবাইতেছিলা
তারে, শান্তি-দেবী তথা উতরি সত্বরে,
প্রবোধি মধুর ভাষে, শান্তিলা মারুতে।
কালের নশ্বর শ্বাস-অনলে যেখানে
ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা
নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে
বহিল, জীবন দান করি জীবকুলে,—
নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি
প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে!
প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঙ্গল-দায়িনী
মঙ্গলা! সুশস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা ;-
প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া!
তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী, সহ আরাধনা,
প্রফুল্লবদনা যথা কমলিনী, যবে
ত্বিষাম্পতি দিননাথ তাড়াই তিমিরে,
কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা ;—
লইয়া দিক্‌পাল-দলে, যথাবিধি পূজি
পিতামহে, বাহিরিলা ব্রহ্মালয় হতে।
"হে বাসব," কহিলেন ভক্তি মহাদেবী,
"সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধর্ম্মপথে।
তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে
রাজলক্ষ্মী, বিরাজিব আমি হে সতত।"
"বিধুমুখী সখী মম ভক্তি শক্তীশ্বরী,"—
কহিলেন আরাধনা মৃদুমন্দ হাসি—
"বিরাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও আমি তব

বশীভূতা! শশী যথা কৌমুদী সেখানে।
মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভ এ রতনে,
অযতনে আভা লাভ করিবে, দেবেশ!
কালিন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে!"
বিদায় হইলা তবে সুরদল, সেবি
দেবীদ্বয়ে। পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
উতরিলা পুনঃ যথা পীযূষ-সলিলা
বহে নিরবধি নদী কলকল কলে—
সুবর্ণ-তটিনী ; যথা অমরী ব্রততী,
অমর সুতরুকুল ; স্বর্ণকান্তি ধরি
ফুলকুল ফোটে নিত্য মুনিকুঞ্জবনে,
ভরি সুসৌরভে দেশ। হৈম বৃক্ষমূলে,—
রঞ্জিত কুসুম-রাগে,—বসিলেন সবে।
কহিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া,—
"দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি,
আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে
ধায়ে রড়ে,—বিধির বিধান বোধাগম!
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ ; কহ,
কি বুঝ সঙ্কেত-বাক্যে, কহ দেবগণ?
বিচার করহ সবে ; সাবধানে দেখ
কি মর্ম্ম ইহার! দুধে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
তেয়াগিয়া তোয়ঃ! কে কি বুঝ, কহ, শুনি।"
উত্তর করিলা যম ;—"এ বিষয়ে, দেব
দেবেন্দ্র, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা।
বাহু-পরাক্রমে কর্ম্ম-নির্ব্বাহ যেখানে,
দেবনাথ, সেথা আমি। তোমার প্রসাদে
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডনাশক,
শিখেছি ধরিতে এরে ; কিন্তু নাহি জানি
চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে
অর্থরত্ন-লোভে—যেন বিদ্যার ধীবর।"
"আমিও অক্ষম যম-সম"—উত্তরিলা
প্রভঞ্জন—"সাধিবারে তোমার এ কাজ,
বাসব! করীর কর যথা, পারি আমি
উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চূর্ণিতে,
চিরধীর শৃঙ্গধরে বজ্রসম চোটে
অধীরিতে ; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া
এ সূচি, হে নমুচিসূদন শচীপতি।"
উত্তর করিলা তবে স্কন্দ তারকারি
মৃদু স্বরে ;—"দেহ, ওহে দেবকুলপতি,
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা
বসে সুন্দ উপসুন্দ,—দুরন্ত অসুর।
যুদ্ধার্থে আহবানি গিয়া ভাই দুই জনে।
শুনি মোর শঙ্খধ্বনি রুষিবে অমনি
উভয় ; কহিব আমি—'তোমাদের মাঝে
বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আসি।'
ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে।
সুন্দ কহিবেক আমি বীর-চূড়ামণি ;
উপসুন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
অভিমানে। কে আছে গো, কহ, দেবপতি,
রথীকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যূনতা?
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—
বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।"
শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুল-রাজা
ধনেশ ;—"যা কহিলেন হৈমবতীসুত,
কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।
কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী?
দংশিলে ভুজঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি
বায়ুগতি পশে অঙ্গে—দুর্ব্বার অনল।
যথায় যুঝিবে সুন্দাসুর দুষ্টমতি,
নিষ্কোষিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয়।
বিশেষতঃ, কূট-যুদ্ধে দৈত্যদল রত।
পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার,
অবশ্য অন্যায়যুদ্ধ করিবে দানব
পাপাচার। বৃথা তুমি পড়িবে সঙ্কটে,
বীরবর! মোর বাণী শুন, দেবপতি
মহেন্দ্র ; আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
বধি আমি—যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দ্দুল,
আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে—
এ দুষ্ট দনুজ দোঁহে! অবিদিত নহে,
বসুমতী সতী মম বসু-পূর্ণাগার,
যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে
কেশর,—মদন অর্থ। বিবিধ রতন—
তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি,
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান করি দানবেরে।
করি দান সুবর্ণ—উজ্জ্বল বর্ণ, সহ
রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভুজা।
ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি,
অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে—

মরিল যেমতি দম্বি, হায়, মন্দমতি!
সহ সুপ্রতীক ভ্রাতা লোভী বিভাবসু!"—
উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ
পাশী ;—"যা কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি,
অর্থে লোভ ; লোভে পাপ ; পাপ—নাশকারী।
কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি?
কোথা সে বসুধা শ্যামা, সুবসুধারিণী
তোমার? ভুলিলে কি গো, আমরা সকলে
দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা,
আজি! আর আছে কি গো সে সব বিভব ;
আর কি—কি কাজ কিন্তু এ মিছা বিলাপে?
কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার?"
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর
অসুরারি ;—"ভাসি আমি অজ্ঞাত সলিলে
কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল,
নাহি দেখি অনুকূল কূল কোন দিকে!
কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি?
কেমনে হইব পার অপার সাগর?
শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর সমরে।
বজ্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম প্রহরণ যত,
তা সকলে নিবারিল এ কাল সংগ্রামে
অসুর। যখন দুষ্ট ভাই দুই জন
আরম্ভিলা তপঃ, আমি পাঠানু যতনে
সুকেশিনী উর্ব্বশীরে ; কিন্তু দৈববলে
বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল,—
গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব! সতত
অধীর সুধীর ঋষি যে মধুর হাসে
শোভিল সে বৃথা, হায় সৌদামিনী যথা
অন্ধজনে প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে!
যে দেশে নিগড় সদা গড়ে রতিপতি ;
যে অপাঙ্গবিষানলে জ্বলে দেব-হিয়া ;—
নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে!
বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে! কি আর কহিব,—
বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি।"
এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব
নীরবিলা, আহা, মরি, নিশ্বাসি বিষাদে!
বিষাদে নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জনে,
মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চ দেব রথী।
হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে?
হেন কালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণী।
"আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, তিল তিল সবা হইতে লইয়া,
সৃজ এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী।
তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।"—
তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা
ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা,—
"যাও তুমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা,
অবিলম্বে বিশ্বকর্ম্মা, শিল্পীকুলরাজে!"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি
প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা সুমতি
আশুগ ; —কাঁপিল বিশ্ব থর থর করি
আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইলা
জীবকুল, যথা যবে প্রলয়ের কালে,
টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জ্জটি
বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুঙ্কারে।
চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব
শূন্যপথে। হেথা ব্রহ্মপুরে পঞ্চ জন
ভাসিলা—মানস-সরে রাজহংস যথা—
আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে!
যে যাহা ইচ্ছিলা তাহা পাইলা তখনি।
যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা,
ফলবতী নিরবধি বিধির আলয়ে!
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শান্তমতি ;
অমনি সুধাস্রবী বহিল সম্মুখে
কলরবে। চাহিলেন ফল জলপতি ;
রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ—
পড়িল চৌদিকে। যাচিলেন ফুল দেব-
সেনানী ; অযুত ফুল, স্তবকে স্তবকে
বেড়িল শূরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলী।
রত্নাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
মণিময় শেষের অশেষ দেহোপরি
শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি।
ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি,
যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে,
পবন-বাহনারোহী, ভ্রমে কুতূহলী
মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত-বজঃকান্তি হেরি,—
হেরি রত্নাকারা তারা,—সুখে মন্দগতি!
এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ুকুল-রাজা

প্রভঞ্জন, বায়ুবেগে চলিলেন বলী
যথায় বসেন বিশ্বোপান্তে মহামতি
বিশ্বকর্ম্মা। বাতাকারে উড়িলা সুরথী
শূন্যপথে, উথলিয়া নীলাম্বর যেন
নীল অম্বুরাশি। কত দূরে ত্বিষাম্পতি
দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা
ভাবি দুষ্ট রাহু বুঝি আইল অকালে
মুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহিণীবিলাসী
সুধানিধি, পাণ্ডুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়া
দুরন্ত বিনতাসুতে, —সুধা-অভিলাষী।
মুদিলা নয়ন হৈম তারাকুল ভয়ে,
ভৈরব দানবে হেরি যথা বিদ্যাধরী,
পঙ্কজিনী তমঃপুঞ্জে ; বাসুকির শিরে
কাঁপিলা ভীরু বসুধা ; উঠিলা গর্জ্জিয়া
সিন্ধু, দ্বন্দ্বে রত সদা, চির-বৈরি হেরি ;–
সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি।
এ সবে পশ্চাতে রাখি আঁখির নিমিষে
চলি গেলা আশুগতি। ঘন ঘনাবলী
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভূত-দল যথা
ভূত-নাথ সহ। একে একে পার হয়ে
সপ্ত অব্ধি, চলিলা মরুৎকুলনিধি
অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি, শান্তি, সবে অবহেলি
চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী
ভয়ংকরী দেখিলেন ভীম সদাগতি।
কোন স্থলে হিমানীতে কাঁপে থরথরি
পাপী-প্রাণ, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি দুর্ম্মতি ;–
কোন স্থলে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত
কারাগারে জ্বলে কেহ হাহাকার রবে
নিরবধি ; কোথাও বা ভীম-মূর্ত্তি-ধারী
যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে
অদয় ; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী
বজ্রনখা, বিদরিয়া বক্ষঃ মহাবলে,
ছিন্ন ভিন্ন করে অন্ত্র ; কোথাও বা কেহ,
তৃষায় আকুল, কাঁদে বসি নদী-তীরে,
করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে
বৃথা,—না চাহেন দেবী দুরাত্মার পানে,
তপস্বিনী ধনী যথা—নয়নরমণী—
কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে—
জিতেন্দ্রিয়া! কোথাও বা হেরি লক্ষ লক্ষ
উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষুধাতুর প্রাণী
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ—রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা
দরিদ্র,—প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর
জরজর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ
আসিতেছে দ্রুতগতি চারি দিক্ হতে,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
দেখি অগ্নিশিখা,—হায়, পুড়িয়া মরিতে!
নিস্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত।
হায় রে, যে আশা আসি তোষে সর্ব্বজনে
জগতে, এ দুরন্ত অন্তকপুরে গতি-
রোধ তার! বিধাতার এই সে বিধান
মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে।
অবিরামে কাটে কীট ; পাবক না নিবে।
শত-সিন্ধু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি,
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া।
হেরি শমনের পুরী, বিস্ময় মানিয়া
চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি
যথায় বসেন দেব-শিল্পী। কতক্ষণে
উত্তরমেরুতে বীর উতরিলা আসি।
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্ম্মার সদন।
ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ম্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত
দ্যোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন
মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনু
মণিময়! প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
দেখিলেন চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার ; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে।
পাই সোহাগায় সোণা গলিছে সোহাগে
প্রেম-রসে ; বাহিরিছে রজত গলিয়া
পুটে, বাহিরায় যথা বিমল-সলিল-
প্রবাহ, পর্ব্বত-সানু উপরি যাহারে
পালে কাদম্বিনী ধনী ; লৌহ, যাব তনু
অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু
জ্বলে অগ্নিসম তেজ—অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
পুড়িছে,—বিষম জ্বালা যেন ঘৃণা করি,—
নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর-হিয়া।
কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্ম্মা দেব,
দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব্ব গড়ন,
হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি।
হেরি প্রভঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া
নমস্কারি বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে।
"আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর."—
কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্ম্মা—"কহ বলি,

স্বর্গের বারতা। কোথা দেবেন্দ্র কুলিশী?
কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
এ বিজন দেশে? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা—
দেবী কি মানবী—এবে ধরিয়াছে, তোমা
পাতি পীরিতের ফাঁদ? কহ, যত চাহ,
দিব আমি অলঙ্কার,—অতুল জগতে!
এই দেখ নূপুর; ইহার বোল শুনি
বীণাপাণি-বীণা, দেব, ছিন্ন-তার, খেদে!
এই দেখ সুমেখলা; দেখি ভাব মনে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে কি শোভা ইহার!
এই দেখ মুক্তাহার; হেরিলে ইহারে
উরজ-কমলযুগ-মাঝারে, মনোজ
মজে গো আপনি! এই দেখ, দেব, সিঁথি;
কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি,
তোর তারাময় সিঁথি! এই যে কঙ্কণ
খচিত রতনবৃন্দে, দেখ, গন্ধবহ।
প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণি ;—
কি ছার ইহার কাছে বনস্থলী-কাণে
পলাশ,—রমণী-মনোরমণ ভূষণ!
আর আর আছে যত, কি কব তোমারে?"
হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা
বিশ্বকর্ম্মা, উত্তর করিলা মহামতি
শ্বসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে ;—
"আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন?
বিশ্বোপান্তে তিমির-সাগর-তীরে সদা
বস তুমি, নাহি জান স্বর্গের দুর্দ্দশা!
হায়, দৈত্যকুল এবে, প্রবল সমরে,
লুটিছে ত্রিদশালয় লণ্ডভণ্ড করি,
পামর! স্মরেন তোমা দেব অসুরারি,
শিল্পিবর ; তেঁই আমি আইনু সত্বরে।
চল, দেব, অবিলম্বে ; বিলম্ব না সহে।
মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে।"
শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা
দেব-শিল্পী—"হায়, দেব, এ কি পরমাদ!
দিতিজকুল উজ্জ্বলি, কোন্ মহারথী
বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে
বলে? কহ, কার অস্ত্রে রোধ গতি তব,
সদাগতি? কে ব্যথিল তীক্ষ্ম প্রহরণে
যমে? নিরস্তিল কেবা জলেশ পাশীরে?
অলকানাথের গদা—শৈল-চূর্ণ-কারী?
কে বিঁধিল, কহ, হায়, খরতর শরে
ময়ূর-বাহনে? এ কি অদ্ভুত কাহিনী!
কোথায় হইল রণ? কিসের কারণে?
মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি,
তদবধি দৈত্যবল নিস্তেজ-পাবক,—
বিষহীন ফণী ; এবে প্রবল কেমনে?
বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, শূরমণি।
উত্তরমেরুতে সদা বসতি আমার
বিশ্বোপান্তে। ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্ব্বতাকার যাহার লহরী
উথলিছে নিরবধি মহা কোলাহলে।
কে জানে জল কি স্থল? বুঝি দুই হবে।
লিখিলা এ মেরু ধাতা জগতের সীমা
সৃষ্টিকালে ; বসে তমঃ, দেখ ওই পাশে।
নাহি যান প্রভাদেবী তাহার সদনে,
পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী
লক্ষ্মী। এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি ;
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা।"
উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি—
"না সহে বিলম্ব হেথা, কহিনু তোমারে,
শিল্পিবর, চল যথা বিরাজেন এবে
দেবরাজ ; শুনিবে গো সকল বারতা
তাঁর মুখে। কোন্ সুখে কব, হায়, আমি,
সিংহদল-অপমান শৃগালের হাতে?
স্মরিলে ও কথা দেহ জ্বলে কোপানলে!
বিধির এ বিধি তেঁই সহি মোরা সবে
এ লাঞ্ছনা। চল, দেব, চল শীঘ্রগতি।
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
দেব-বংশ,—দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে।"
এতেক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
বায়ুবেগে। ছাড়াইয়া কৃতান্ত-নগরী,
বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি,
সূর্য্যলোক, চলিলেন মনোরথগতি
দুই জন ; কত দূরে শোভিল অম্বরে
স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমতি
উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী।
শত শত গৃহচূড়া হীরক-মণ্ডিত
শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি
কাঞ্চন-নির্ম্মিত। হেরি ধাতার সদন
আনন্দে কহিলা বায়ু দেব-শিল্পী প্রতি ;—
"ধন্য তুমি দেবকুলে, দেব-শিল্পি গুণি!

তোমা বিনা আর কার সাধ্য নির্ম্মাইতে
এ হেন সুন্দরী পুরী—নয়ন-রঞ্জিনী।"
"ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার"—
উত্তরিলা বিশ্বকর্ম্মা—"তাঁর গুণে গুণী,
গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে।
যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল,
প্রতিবিম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা
নিশাকালে, এই রম্য প্রতিমা প্রথমে
উদয়ে ধাতার মনে,—তবে পাই আমি।"
এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয়
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী—মন্দগতি এবে।
কত দূরে হেরি দেব জীমূতবাহন
বজ্রপাণি, সহ কার্ত্তিকেয় মহারথী,
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ
যক্ষরাজ, শীঘ্রগামী দেব-শিল্পী দেব
নিকটিয়া, করপুটে প্রণাম করিলা
যথা বিধি। দেখি বিশ্বকর্ম্মায় বাসব
মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা,—
"স্বাগত, হে দেব-শিল্পি! মরুভূমে যথা
তৃষাকুল জন সুখী সলিল পাইলে,
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার
অসীম! স্বাগত, দেব, শিল্পি-চূড়ামণি!
দৈববলে বলী দুই দানব, দুর্জ্জয়
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি,
হায়, গ্রাসে রাহু যথা সুধাংশু-মণ্ডলী!
ধাতার আদেশ এই শুন মহামতি।
'আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,
সৃজ এক প্রমদারে—ভবপ্রমোদিনী।
তাহা হতে হবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি'।"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি
নমিয়া দিক্‌পালদলে বসিলেন ধ্যানে;
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি।
আরম্ভিলা মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
ব্রহ্মপুরে শিল্পিবর! যাহারে স্মরিলা
পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙ্গা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি;
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাঝা;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব; শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা!
গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মৃণালে।
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ;
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস-আনন্দ-বনে; সে বিবাদ দেখি
দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে;
ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।
জ্বলে যে তারা-রতন ঊষার ললাটে,
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি।
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া,
মাখিয়া অমৃতরসে; গজ-মুক্তাবলী
শোভিল রে দন্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া!
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভুরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর; বাছি বাছি সে তূণ হইতে
খরতর ফুল-শর, নয়নে অর্পিলা
দেব-শিল্পী। বসুন্ধরা নানা রত্ন-সাজে
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে।
চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাহিল
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে; এ সবারে ত্যজি,—
হরিতালে শিল্পিবর রাগিলা সুতনু!
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধু-রব; কিন্তু বীণাপাণি,
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী!
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি
জীবাইলা কামিনীরে;—সুমোহিনী-বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মূর্ত্তিমতী!
হেরি অপরূপ কান্তি আনন্দ-সলিলে
ভাসিলেন শচীকান্ত; পবন অমনি,

প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বনিলা
সুস্বনে! মোহিত কামে মুরজামোহন,
মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলা বামারে!
শান্ত জলনাথ যেন শান্তি-সমাগমে!
মহাসুখী শিখিধ্বজ, শিখিবর যথা
হেরি তোরে, কাদম্বিনি, অনম্বরতলে!
তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
কৌমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
শরদে! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পি গুণি!
ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে!
হেন কালে,—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে!
হেন কালে পুনর্ব্বার হৈল দৈববাণী ;—
"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে,
(অনুপমা বামাকুলে)—যথা অমরারি
সুন্দ উপসুন্দাসুর ; আদেশ অনঙ্গে
যাইতে এ বরাঙ্গনা সহ সঙ্গে মধু,
ঋতুরাজ। এ রূপের মাধুরী হেরিয়া
কাম-মদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে!
তিল তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
দেব-শিল্পী, তেঁই নাম রাখ তিলোত্তমা।"—
শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
বিদায় করিলা বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী-দেবে।
প্রণমি দিক্‌পাল-দলে বিশ্বকর্ম্মা দেব
চলি গেলা নিজ দেশে। সুখে শচীপতি
বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে,—
যথা সুরাসুর যবে অমৃত-বিলাসে
মথিলা সাগরজল, জলদলপতি
ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথে!
ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে সম্ভবো নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

সুবর্ণ বিহঙ্গী যথা, আদরে বিস্তারি
পাখা,—শক্র-ধনু-কান্তি আভায় যাহার,
মলিন,—যতনে ধনী শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে ;—
দাসেরে করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে,
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল, গো জননি!
সফল জনম মম ও পদ-প্রসাদে,
দয়াময়ি! যথা কুন্তী-নন্দন-পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্ম্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে
দীন আমি দেখিনু, মানব-আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা ; শুনিনু ভারতী,
তব বীণা-ধ্বনি বিনা অতুলা জগতে!
চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা। কল্পনা,—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী,—
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে!
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে,—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি,
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে,
সেও ভাল ; অধমে, মা, অধমের গতি!—
ধিক্ সে যাচঞা,— ফলবতী নীচ কাছে!
মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্যে মহামতি
উতরিলা যথা বসে বিন্ধ্য গিরিবর
কামরূপী,—হে অগস্ত্য, তব অনুরোধে
অদ্যাপি অচল! শত শত শৃঙ্গ শিরে,
বীর বীরভদ্র-শিরে জটাজুট যথা
বিকট ; অশেষ দেহ শেষের যেমনি!
দ্রুতগতি শূন্যপথে দেবরথ, রথী,
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ-দল
আইলা, কঞ্চুক তেজঃপুঞ্জে উজ্জ্বলিয়া
চারি দিক্! কাম্য নামে নিবিড় কানন—
খাণ্ডব-সম, (পাণ্ডব ফাল্গুনির গুণে
দহি হবির্ব্বহ যাহে নীরোগী হইলা)—
সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিলা বলে
প্রবল। আতঙ্কে পশু, বিহঙ্গম আদি
আশু পলাইল সবে ঘোরতর রবে,
যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে
বনরাজী, প্রবেশিল সে গহন বনে!—
কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি
অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রততী,
ঝড় যথা, কিম্বা করিযূথ, মত্ত মদে।

অধীর সত্রাসে ধীর বিন্ধ্য মহীধর,
শীঘ্র আসি শচীকান্ত-নমুচিসূদন-
পদতলে নিবেদিলা কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"কি কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব পদে কিংকর? কেমনে
এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস?
পাঞ্চজন্য-নিনাদক প্রবঞ্চি বলিরে
বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইলা
অতল পাতালে তারে, সেই রূপ বুঝি
ইচ্ছা তব, সুরনাথ, মজাইতে দাসে
রসাতলে!" উত্তরিলা হাসি দেবপতি
অসুরারি;—"যাও, বিন্ধ্য, চলি নিজ স্থানে
অভয়ে; কি অপকার তোমার সম্ভবে
মোর হাতে? ভুজবলে নাশিয়া দিতিজে
আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব,
আপনি হইব মুক্ত বিপদ্ হইতে;—
তেঁই হে আইনু মোরা তোমার সদনে।"
হেন মতে বিদাইয়া বিন্ধ্য মহাচলে,
দেব-সৈন্য-পানে চাহি কহিলা গম্ভীরে
বাসব; "হে সুরদল, ত্রিদিব-নিবাসি,
অমর! হে দিতিসুত-গর্ব্ব-খর্ব্বকারি!
বিধিব নির্ব্বন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী,
কত যে ব্যথিত সে তা কে পারে বর্ণিতে?
কিন্তু দুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ!
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে। ঘোরতর রণে
অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আজি।
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
যে শর,—কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে?
লয়ে তিলোত্তমায় অতুলা ধনী রূপে—
ঋতুপতি সহ রতিপতি সর্ব্ব-জয়ী
গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, নলদলে দলি পদতলে।"
শুনি সুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
হুহুংকারি নিষ্কোষিলা অগ্নিময় অসি
অযুত, আগ্নেয় তেজে পূরি বনরাজী!

টংকারিলা ধনু ধনুর্দ্ধর-দল বলী
রোষে; লোফে শূল শূলী,—হায়, ব্যগ্র সবে
মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে!
ঘোর রবে গরজিলা গজ; হয়ব্যূহ
মিশাইলা হেষারব সে রবের সহ!
শুনি সে ভীষণ স্বন দনুজ দুর্ম্মতি
হীনবীর্য্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি,
ম্রিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে!
হেন কালে আচম্বিতে আসি উতরিলা
কাম্যবনে নারদ, দীপ্তিবি রবি যেন
দ্বিতীয়। হরষে বন্দি দেব-ঋষিবরে,
কহিলেন হাসি ইন্দ্র—দেবকুলপতি—
"কি কারণে এ নিবিড় কাননে নারদ
তপোধন, আগমন তোমার গো আজি?
দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি
ক্ষণকাল; খরতর-করবাল-আভা,
হবির্ব্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থলী;—
নহে যজ্ঞধূম ও,—ফলক সারি সারি
সুবর্ণমণ্ডিত,—অগ্নিশিখাময় যেন
ধূমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ,—তড়িত-জড়িত!"
আশীষি দেবেশে, হাসি দেব-ঋষিবর
নারদ, উত্তরছলে কহিলা কৌতুকে:—
"তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি
তাপস? যে কাল-অগ্নি জ্বালি চারি দিকে
বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি
চিরতপোবনবাসী! অবশ্য পাইবে
মনোনীত বর তুমি; বিপদ্দ্বয় তব
ক্ষয় আজি, সহস্রাক্ষ, কহিনু তোমারে।"
সুধিলা সুরসেনানী সুমধুর স্বরে
অগ্রসরি;—"কৃপা করি কহ, মুনিবর,
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ কি কারণে
রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-
দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি?
যে দম্ভোলি তুলি করে, নাশিলা সমরে
বৃত্রাসুরে সুরপতি; যে শরে তারকে
সংহারিনু রণে আমি;—কিসের কারণে
নিরস্ত সে সব অস্ত্র এ দোঁহার কাছে?
কার বরবলে, প্রভু, বলী দিতি-সুত?"
উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ;—
"ভকত-বৎসল যিনি, তাঁর বলে বলী

দৈত্যদ্বয়। শুন দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা
চক্রপাণি নরসিংহ-রূপে, তার কুলে
জন্মিল নিকুম্ভ নামে সুরপুররিপু,
কিন্তু, বজ্রি, তব বজ্র-ভয়ে সদা ভীত
যথা গরুত্মান্ শৈল। তার পুত্র দোঁহে
সুন্দ উপসুন্দ—এবে ভুবন-বিজয়ী।
এই বিন্ধ্যাচলে আসি ভাই দুই জন
করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে
বহুকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ ;
"বর মাগ" বলি আসি দরশন দিলা।
যথা সরঃসুপ্তপদ্ম রবি দরশনে
প্রফুল্লিত, বিরিঞ্চিরে হেরি দৈত্যদ্বয়
করযোড়ে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল ;—
"হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব,
আমা দোঁহে! তব বর-সুধাপান করি,
মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি।"
হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন
অজ,—"জন্মে মৃত্যু, দৈত্য। দিবস রজনী—
এক যায় আর আসে,—সৃষ্টির বিধান।
অন্য বর মাগ, বীর, যাহা দিতে পারি।"
"তবে যদি",—উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়—
"তবে যদি অমর না কর, পিতামহ,
আমা দোঁহে, দেহ ভিক্ষা, তব বরে যেন
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য কারণে না মরি।"
"ওম্" বলি বর দিলা কমল-আসন।
একপ্রাণ দুই ভাই চলিল স্বদেশে
মহানন্দে। যে যেখানে আছিল দানব,
মিলিল আসিয়া সবে এ দোঁহার সাথে,
পর্ব্বত-সদন ছাড়ি যথা নদ যবে
বাহিরায় হুহুঙ্কারি সিন্ধু-অভিমুখে
বীরদর্পে, শত শত জল-স্রোত আসি
মিশি তার সহ, বীর্য্য বৃদ্ধি তার করে।—
এইরূপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন-
যুগ, বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
স্বর্গ ; কিন্তু ত্বরা নষ্ট হবে দুষ্টমতি।"
এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
আশীষিয়া দেবদলে, বিদায় মাগিয়া,
চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে।
কাম্যবনে সৈন্য সহ দেবেন্দ্র রহিলা,
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে,
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে
তার পানে। এই মতে রহিলেন যত
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিন্ধ্যের কন্দরে।
হেথা মীনধ্বজ সহ মীনধ্বজ রথে,
বসন্ত-সারথি—রঙ্গে চলিলা সুন্দরী
দেবকুল-আশালতা। অতি-মন্দগতি,
চলিল বিমান শূন্যপথে, যথা ভাসে
স্বর্ণবর্ণ মেঘবর, অম্বর-সাগরে
যবে অস্তাচল-চূড়া উপরে দাঁড়ায়ে
কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা। যথা সে ঘনের সনে
সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অনুপমা রূপে বামা—ভুবন-মোহিনী।
যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা।
হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইলা বসন্ত জানি, কুসুম-রতনে
সাজিলা ; সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিল কলস্বরে মদন-কীর্ত্তন।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারি দিকে ; স্বনস্বনে মন্দ সমীরণ,
ফুলকুল-উপহার সৌরভ লইয়া,
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-রাজে।
"হে সুন্দরি"—মৃদু হাসি মদন কহিলা—
"ভীরু, উন্মীলিয়া আঁখি,—নলিনী যেমনি
নিশা অবসানে মিলে কমল-নয়ন—
চেয়ে দেখ চারি দিকে ; তব আগমনে
সুখে বসন্তের সখী বসুন্ধরা সতী
নানা আভরণে সাজি হাসেন কামিনী,
নববধূ বরিবারে কুলনারী যথা।
ত্যজি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন।
যাও চলি, সুহাসিনি, অভয় হৃদয়ে।
অন্তরীক্ষে রক্ষা হেতু ঋতুরাজ সহ
থাকিব তোমার সঙ্গে ; রঙ্গে যাও চলি,
যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি।"
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
শরমে, ভয়ে কাতরা নব-কুলবধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী

মুহুর্মুহুঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী ; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি ;
কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে ;
মলয়-নিশ্বাসে কভু ; হায় রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে! গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে! এইরূপে একাকিনী
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে।
শিহরিলা বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে,
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
চন্দ্রচূড়! বনদেবী—যথায় বসিয়া
বিরলে, গাঁথিতেছিলা ফুল-রত্ন-মালা,
(বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরগলে)—
হেরি সুন্দরীরে, ত্বরা অলকান্ত তুলি,
রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
তথায়, বিস্ময় সাধবী মানি মনে মনে।
বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘর্ম্মপ্রায় গগনে
দিনমণি। মৃগরাজ কেশরী সুন্দর
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
যেন জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তি মহামায়ে!
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উতরিলা যথা বনরাজী মাঝে
শোভে সর, নভস্তল বিমল যেমতি।
কলকল স্বরে জল নিরন্তর ঝরি
পর্ব্বত-বিবর হতে, সৃজে সে বিরলে
জলাশয়। চারি দিকে শ্যাম তট তার
শত-রঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ
বনদেবীর সে সর—খচিত রতনে!
হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
বনদেবীর বদন! মৃদু মন্দ রবে
পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে।
এই সরোবর-তীরে আসি সীমন্তিনী
(ক্লান্তা এবে) বসিলা বিরামলাভ-লোভে,
রূপের আভায় আলো করি সে কানন।
ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে! "এ হেন রূপ"—কহিলা রূপসী
মৃদু স্বরে—"কারো আঁখি দেখেছে কি কভু?
ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি
বাসব ; দেবসেনানী ; আর দেব যত
বীরশ্রেষ্ঠ ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী ;
দেব-কুল-নারী-কুল ; বিদ্যাধরী-দলে ;
কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
সাজে? ইচ্ছা করে, মরি, কায় মন দিয়া
কিঙ্করী হইয়া ওঁর সেবি পা দুখানি!
বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি
দয়াময়ী—জল-তলে দরশন দিলা।"
এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
নমাইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্ত্তি প্রতি ; সেও শির নমাইল!
বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
মৃদু স্বরে সুধিলা—"কে তুমি, হে রমণি?"
আচম্বিতে "কে তুমি? কে তুমি, হে রমণি—
হে রমণি?" এই ধ্বনি বাজিল কাননে!
মহা ভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারি দিকে। হেন কালে হাসি সকৌতুকে,
মধু সহ রতি-বঁধু আসি দেখা দিলা।
"কাহারে ডরাও তুমি, ভুবন-মোহিনি?"
(কহিলেন পুষ্পধনু) "এই দেখ আমি
বসন্ত-সামন্ত সহ আছি, সীমন্তিনি,
তব কাছে। দেখিছ যে বামা-মূর্ত্তি জলে,
তোমারি প্রতিমা, ধনি ; ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে!
ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি
বিবশা এত, রূপসি, ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা! যাও ত্বরা করি ;—
অদূরে পাইবে এবে দেবারি দানবে!"
ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কানন-পথে। কত স্বর্ণ-লতা
সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে, মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলি-দল,—কে পারে কহিতে?
আপনি ছায়া সুন্দরী—ভানুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে ;

নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিণী—পর্ব্বত-দুহিতা—
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে বুঝিতে?)
হেরি বৈদেহীরে—রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী!
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্মুহুঃ অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী! তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধু সহ মদন হাসিলা!—
এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন দিতিসুত আজি
মহাবলী। দৈববলে দলি দেব-দলে—
বিমুখি অমবনাথে সম্মুখ-সমরে,
ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি।
কে পারে আঁটিতে দোঁহে এ তিন ভুবনে?
লক্ষ লক্ষ রথ, রথী পদাতিক, গজ,
অশ্ব ; শত শত নারী—বিশ্ব-বিনোদিনী,
সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুম্ভ-নন্দন
জয়ী। কোন স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া
তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা
শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের মূলে।
কোথায় গাইছে কেহ মধুর সুস্বরে।
কোথায় বা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় রসে
ভাসে কেহ। কোথায় বা বীরমদে মাতি,
মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি।
বারণে বারণে রণ—মহা ভয়ঙ্কর,
কোন স্থলে। গিরিচূড়া কোথায় উপাড়ি,
হুহুঙ্কারি নভস্তলে দানব উড়িছে
ঝড়ময়, উথলিয়া অম্বর-সাগর—
যথা উথলয়ে সিন্ধু স্বানিন্ব তিমিঙ্গিল
মীনরাজ—কোলাহলে পূরিয়া গগন।
কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে,
প্রমদা সহিত কেলি করে নানা মতে
উন্মদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে
কমল-আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে,
অলঙ্কারি কর্ণমূলে কুবলয়-দলে।
রাশি রাশি অসি শোভে, দিবাকর-করে
উদ্গীরি পাবক যেন। ঢাল সারি সারি—
যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।
ধনু, তূণ, অগণ্য ; ত্রিশূলোকার শূলে
সর্ব্বভেদী। তা সবার নিকটে বসিয়া
কথোপকথনে রত যোধ শত শত।
যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে
বিমুখিল, তার কথা কহে সেই জন।
কেহ কহে—সেনানীর কাটিনু কবচ ;
কেহ কহে—মারি গদা ভীম যমরাজে
খেদাইনু ; কেহ কহে—ঐরাবত-শুঁড়ে
চোক্ চোক্ হানি শর অস্থিরিনু তারে!
কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ
দেব-অস্ত্র ; দেব-বস্ত্র আর কোন জন।
কেহ দুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে
দেবরথী-শিরচূড়। —এইরূপে এবে
বিহরয়ে দৈত্য-দল—বিজয়ী সমরে।
হে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিন্ধু তুমি ;
তেঁই ভবিতব্যে, দেব, রাখ গো গোপনে!
কনক-আসনে বসে নিকুম্ভ-নন্দন
সুন্দ উপসুন্দাসুর। শিরোপরি শোভে
দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য-আকৃতি।
বীতিহোত্র-মূর্ত্তি বীর বেড়ে শত শত
দৈত্যান্বয়ে, ঝক্‌মকি বীর-আভরণে,
বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা
মহোরগ! বসে দোঁহে কনক-আসনে
পারিজাত-মালা গলে, অনুপম রূপে,
হায় রে, দেবেন্দ্র যথা দেবকুল-মাঝে!
চারি দিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি
নানা উপহার সহ দাঁড়ায় বিনত-
ভাবে, সুপ্রসন্ন মুখে প্রশংসি দুজনে,
দৈত্য-কুল-অবতংস! দূরে নৃত্য-করী
নাচে, নাচে তারাবলী যথা নভস্তলে
স্বর্ণময়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে,—
"জয়, জয়, অমরারি, যার ভুজ-বলে
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী! জয়, জয়, বীর, বীর-চূড়ামণি,
দানব-কুল-শেখর! যার প্রহরণে,—
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ত্যজি বন যায় দূরে,—স্বরীশ্বর আজি,
ত্যজি স্বর, বিশ্বধামে ভ্রমিছে একাকী
অনাথ! হে দৈত্য-কুল, উজ্জ্বল গো এবে
তুমি! হে দানব-বালা, হে দানব-বধূ,
কর গো মঙ্গল-ধ্বনি দানব-ভবনে!

হে, মহি, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব,
আনন্দ-সাগরে আজি মজ, ত্রিভুবন!
বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তস্বরা—
দুন্দুভি, দামামা, শৃঙ্গ, ভেরী, তূরী, বাঁশী,
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী। বরিষ ফুল-ধারা!
কস্তুরী, চন্দন আন, কেশর, কুম্‌কুম!
কে না জানে দেব-বংশ পর-হিংসাকারী?
কে না জানে দুষ্টমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি? নাচ সবে তার পরাভবে,
মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা।"
মহানন্দে সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী
অমরারি, তুষি যত দৈত্যকুলেশ্বরে
মধুর সম্ভাষে, এবে, সিংহাসন ত্যজি,
উঠিলা,—কুসুমবনে ভ্রমণ প্রয়াসে,
একপ্রাণ দুই ভাই—বাগর্থ যেমতি!
"হে দানব", আরম্ভিলা নিকুম্ভ-কুমার
সুন্দ,—"বীরদলশ্রেষ্ঠ, অমরমর্দ্দন,
যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি
ত্রিদিব-বিভব ; শুন, হে সুরারি রথী-
ব্যূহ, যার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কর।
চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে
মন রত কর সবে।" উল্লাসে দনুজ,
শুনি দনুজেন্দ্র-বাণী, অমনি নাদিল।
সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি পলাইয়া রড়ে ; মূচ্ছা পায়ে
খেচর, ভূচর সহ, পড়িল ভূতলে।
থরথরি গিরিবর বিন্ধ্য মহামতি
কাঁপিলা, কাঁপিলা ভয়ে বসুধা সুন্দরী।
দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব,
শুনি সে ঘোর ঘর্ঘর, ত্রস্ত হয়ে সবে,
নীরবে এ ওঁর পানে লাগিয়া চাহিতে।
চারি দিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে,
যথা শিলীমুখ-বৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী-
পুরী, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি
মধুকালে, মধুতৃষা তুষিতে কুসুমে।
মঞ্জু কুঞ্জে বামাব্রজরঞ্জন দুজন
ভ্রমিলা, অশ্বিনী-পুত্র-যুগ সম রূপে
অনুপম ; কিম্বা যথা পঞ্চবটী-বনে
রাম রামানুজ,—যবে মোহিনী রাক্ষসী
সূর্পণখা হেরি দোঁহে, মাতিল মদনে!

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উতরিলা
যথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
তিলোত্তমা। সুন্দ পানে চাহিয়া সহসা
কহে উপসুন্দাসুর,—"কি আশ্চর্য্য, দেখ—
দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব্ব সৌরভে
বনরাজী! বসন্ত কি আবার আইল?
আইস দেখি কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন?" উত্তরে হাসি সুন্দাসুর বলী,—
"রাজ-সুখে সুখী প্রজা ; তুমি আমি, রথি,
সসাগরা বসুধারে দেবালয় সহ
ভুজবলে জিনি, রাজা ; আমাদের সুখে
কেন না সুখিনী হবে বনরাজী আজি?"
এইরূপে দুই জন ভ্রমিলা কৌতুকে,
না জানি কালরূপিণী ভুজঙ্গিনী রূপে
ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে
মত্ত এবে দুই ভাই, হায় রে, যেমতি
বকুলের বাসে অলি মত্ত মধুলোভে!
বিরাজিছে ফুলকুল-মাঝে একাকিনী
দেবদূতী, ফুলকুল-ইন্দ্রাণী যেমতি
নলিনী! কমল-করে আদরে রূপসী
ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
বাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে
মণি-আভা! একাকিনী বসিয়া ভাবিনী,
হেন কালে উতরিলা দৈত্যদ্বয় তথা।
চমকিলা বিধুমুখী দেখিয়া সম্মুখে
দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা
কুন্তী, দুর্ব্বাসার মন্ত্র জপি সুবদনা,
হেরিলা নিকটে হৈম-কিরীটী ভাস্করে!
বীরকুল-চূড়ামণি নিকুম্ভ-নন্দন
উভে ; ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভুবনে।
হেরি বীরদ্বয়ে ধনী বিস্ময় মানিয়া
একদৃষ্টে দোঁহা পানে লাগিলা চাহিতে,
চাহে যথা সূর্য্যমুখী সে সূর্য্যের পানে!
"কি আশ্চর্য্য! দেখ, ভাই," কহিল শূরেন্দ্র
সুন্দ ; "দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ-মাঝারে।
উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী! চল, যাই ত্বরা, পূজি পদযুগ!
দেবীর চরণ-পদ্ম-সদ্মে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী।"
মহাবেগে দুই ভাই ধাইলা সকাশে

বিবশ। অমনি মধু, মন্মথে সম্ভাষি,
মৃদু স্বরে ঋতুবর কহিলা সত্বরে ;—
"হান তব ফুল-শর, ফুল-ধনু ধরি,
ধনুর্দ্ধর, যথা বনে নিষাদ, পাইলে
মৃগরাজে।" অন্তরীক্ষে থাকি রতিপতি,
শরবৃষ্টি করি, দোঁহে অস্থির করিলা,
মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা
প্রহারয়ে সীতাকান্ত ঊর্ম্মিলাবল্লভে।
জর জর ফুলশরে, উভয়ে ধরিলা
রূপসীরে। আচ্ছন্নিল গগন সহসা
জীমূত! শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে!
ঘোষিল নির্ঘোষে ঘন কালমেঘ দূরে ;
কাঁপিলা বসুধা ; দৈত্য-কুল-রাজলক্ষ্মী,
হায় রে, পূরিলা দেশ হাহাকার রবে!
কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী, সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে ; "কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব, বীর?" সুন্দ উত্তরিলা—
"বরিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি! আমার ভার্য্যা গুরুজন তব ;
দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি।"
যথা প্রজ্বলিত অগ্নি আহুতি পাইলে
আরো জ্বলে, উপসুন্দ—হায়, মন্দমতি—
মহা কোপে কহিল—"রে অধর্ম্ম-আচারি,
কুলাঙ্গার, ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি ;
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে?"
"কি কহিলি, পামর? অধর্ম্মাচারী আমি?
কুলাঙ্গার? ধিক্ তোরে, ধিক্, দুষ্টমতি,
পাপি! শৃগালের আশা কেশরীকামিনী
সহ কেলি করিবার,—ওরে রে বর্ব্বর!"
এতেক কহিয়া রোষে নিষ্কোষিলা অসি
সুন্দাসুর, তা দেখিয়া বীরমদে মাতি,
হুহুঙ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিলা অমনি
উপসুন্দ—গ্রহ-দোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী।
মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত্ত যেমতি
মাতঙ্গ যুঝয়ে, হায়, গহন কাননে
রোষাবেশে, ঘোর রণে কুক্ষণে রণিলা
উভয়, ভুলিয়া, মরি, পূর্ব্বকথা যত!
তমঃসম জ্ঞান-রবি সতত আবরে
বিপত্তি! দোঁহার অস্ত্রে ক্ষত দুই জন,
তিতি ক্ষিতি রক্তস্রোতে, পড়িলা ভূতলে!
কতক্ষণে সুন্দাসুর চেতন পাইয়া,
কাতরে কহিল চাহি উপসুন্দ পানে ;
"কি কর্ম্ম করিনু, ভাই, পূর্ব্বকথা ভুলি?
এত যে করিনু তপঃ ধাতায় তুষিতে ;
এত যে যুঝিনু দোঁহে বাসবের সহ ;
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে?
বালিবন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্ম্মাইনু
এত যত্নে? কাম-মদে রত যে দুর্ম্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।
কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল এ মনে—
রণক্ষেত্রে শত্রু জিনি, মরিনু অকালে,
মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে।"
এতেক কহিয়া, হায়, সুন্দাসুর বলী,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিলা
অমরারি, যথা, মরি, গান্ধারীনন্দন,
নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ ধ্বংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বত্থামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শির দিলা রাজহাতে!
মহা শোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী
কহিলা ; "হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে?
উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে
অমর! হে শূরমণি, কে রাখিবে আজি
দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে?
হে অগ্রজ, ডাকে দাস চির অনুগত
উপসুন্দ ; অল্প দোষে দোষী তব পদে
কিঙ্কর ; ক্ষমিয়া তারে, হে বাসবজয়ি,
লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি!"
এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দ রথী,
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিলা
কর্ম্মদোষে। শৈলাকারে রহিলা দুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল।
সমরে পড়িল দৈত্য। কন্দর্প অমনি
দর্পে শঙ্খ ধরি ধীর নাদিলা গম্ভীরে।
বহি সে বিজয়নাদ আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি, রড়ে ধনী ধাইলা আশুগা
মহারঙ্গে। তুঙ্গ শৃঙ্গে, পর্ব্বতকন্দরে,
পশিল স্বর-তরঙ্গ। যথা কাম্যবনে
দেব-দল, কতক্ষণে উত্তরিলা তথা
নিরাকারা দূতী। "উঠ", কহিলা সুন্দরী,
"শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি!

ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।"
যথা অগ্নি-কণা-স্পর্শে বারুদ-কণিক-
রাশি, ইরম্মদরূপে, উঠয়ে নিমিষে
গরজি পবন-মার্গে, উঠিলা তেমতি
দেবসৈন্য শূন্যপথে! রতনে খচিত
ধ্বজদণ্ড ধরি করে, চিত্ররথ রথী
উন্মীলিলা দেবকেতু কৌতুকে আকাশে।
শোভিল সে কেতু, শোভে ধূমকেতু যথা
তারাশির,—তেজে ভস্ম করি সুররিপু!
বাজাইল রণবাদ্য বাদ্যকর-দল
নিক্কণে। চলিলা সবে জয়ধ্বনি করি।
চলিলেন বায়ুপতি, খগপতি যথা
হেরি দূরে নাগবৃন্দ—ভয়ঙ্কর গতি;
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা হরষে
শমন; চলিলা ধনুঃ টঙ্কারিয়া রথী
সেনানী; চলিলা পাশী; অলকার পতি,
গদা হস্তে; স্বর্ণরথে চলিলা বাসব,
ত্বিষায় জিনিয়া ত্বিষাম্পতি দিনমণি।
চলে বাসবীয় চমূ জীমূত যেমতি
ঝড় সহ মহারড়ে; কিম্বা চলে যথা
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল
নাশিতে প্রলয়কালে, ববম্বম রবে—
ববম্বম রবে যবে রবে শিঙ্গাধ্বনি!
ঘোর নাদে দেবসৈন্য প্রবেশিল আসি
দৈত্যদেশে। যে যেখানে আছিল দানব,
হতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে
মরিল! মুহূর্ত্তে, আহা, যত নদ নদী
প্রস্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল!
শৈলাকার শবরাশি গগন পরশে।
শকুনি গৃধিনী যত—বিকট মূরতি—
যুড়িয়া আকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মাংসলোভে। বায়ুসখা সুখে বায়ু সহ
শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা।
হায় রে, যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিনে, নাশে সে মূঢ় মুকুলিত লতা,
কুসুম-কাঞ্চন-কান্তি! বিধির এ লীলা।
বিলাপী-বিলাপধ্বনি জয়নাদ সহ
মিশিয়া পূরিল বিশ্ব ভৈরব আরবে!
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে?
কত যে চূর্ণিলা, ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ, বলী
প্রভঞ্জন; তীক্ষ্ণ শরে কত যে কাটিলা
সেনানী; কত যে যূথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকানাথ; কত যে প্রচেতা
পাশী; হায়, কে বর্ণিবে, কার সাধ্য এত?
দানব-কুল-নিধনে, দেব-কুল-নিধি
শচীকান্ত, নিতান্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোর রবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে। দেবসেনা, ক্ষান্ত দিয়া রণে
অমনি, বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে।
কহিলেন সুনাসীর গম্ভীর বচনে;—
"সুন্দ-উপসুন্দাসুর, হে শূরেন্দ্র রথি,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি
অকালে কপালদোষে। আর কারে ডরি?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে?
নীচের শবীরে বীর কভু কি প্রহারে
অস্ত্র? উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরম্মদে।
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসুত যত।
বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে?
আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত;
আইস সবে দানবের প্রেতকর্ম্ম করি
যথা বিধি। বীর-কুলে সামান্য সে নহে,
তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে!
বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
জিনিল যে বাহু-বলে দেবকুলরাজে,
কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি
খেচর ভূচর জীবে? বীরশ্রেষ্ঠ যারা,
বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে!"
এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি
সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহারথী।
রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ সুরভি, ঢালিলা
ঘৃত তাহে। আসি শুচি—সর্ব্বশুচিকারী—
দহিলা দানব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে,
সুন্দ-উপসুন্দাসুর-মহিষী রূপসী
গেলা ব্রহ্মলোকে,—দোঁহে পতিপরায়ণা।
তবে তিলোত্তমা পানে চাহি সুরপতি
জিষ্ণু, কহিলেন দেব মৃদু মন্দস্বরে;—
"তারিলে দেবতাকুলে অকূল পাথারে
তুমি; দলি দানবেন্দ্রে তোমার কল্যাণে,
হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিনু।
এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে
চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি)

সূর্য্যলোকে ; সুখে পশি আলোক-সাগরে,
কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা,
ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে।"
চলি গেলা তিলোত্তমা—তারাকারা ধনী—
সূর্য্যলোকে। সুরসৈন্য সহ সুরপতি
অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা।
ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-
বিজয়ো নাম চতুর্থ সর্গ।

মেঘনাদবধ কাব্য

মঙ্গলাচরণ

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়,

বন্দনীয়বরেষু।

আর্য্য,—আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্যকুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে। তবুও আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস পূর্ব্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্যবিহীন দেখায় না।

যখন আমি "তিলোত্তমাসম্ভব" নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না, যে এ অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক ; কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসরকালেই সংক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে। বীর-কেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায়, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব—ইতি।

কলিকাতা
২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল।

দাস শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

ভূমিকা

(লেখক মহোদয় কর্ত্তৃক সংশোধিত।)

মেঘনাদবধ-কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন। অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্প কালের মধ্যে এই পয়ারপ্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবে, এ কথা কাহার মনে ছিল, কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্লভ যশঃ-প্রভায় বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।

প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিন্দা করিয়াছিল ; অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করা বাতুলের কার্য্য—বঙ্গভাষায় যাহা হইবার নয়, তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করা বৃথা যত্ন—পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে গ্রন্থখানি সুমধুর হইত, এক্ষণে এ সকল কথা আর তত শুনা যায় না ; এবং যাঁহারা পূর্ব্বে কোন ভাষায় কখন অমিত্র-ছন্দ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই কাব্যখানিকে যথেষ্ট সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহার কারণ কি? বাগ্দেবীর বীণা-যন্ত্রের নূতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইহার এত আদর করেন, না, সুমধুর কবিতারস পানে মত্ত হইয়া ছন্দাছন্দের বিচার করেন না। এ কথার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে কবিতা কি, এবং কেনই বা কাব্য-পাঠে লোকের মনোরঞ্জন হয়, ইহা স্থির করা আবশ্যক। সামান্যতঃ ভাষামাত্রেই গদ্য এবং পদ্য দুই প্রকার রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। নির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং ওজন-বিশিষ্ট শব্দবিন্যাসের নাম পদ্য, আর যাহাতে মাত্রা ও ওজনের নিয়ম নাই, তাহাকে গদ্য কহে। এবং পদ্য রচনার নিয়মও কোন কোন ভাষায় দুই প্রকার অর্থাৎ মিলিত এবং অমিলিত পদসংযুক্ত পদ্য।

কিন্তু যে প্রণালীতেই পদ্য রচনা হউক, কবিতার প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত না হইলে কোন গ্রন্থই কাব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনোরম হয় না। ফলতঃ ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার স্বরূপ ; কারণ, গদ্য রচনার স্থানে স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতা-লক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতারসাস্বাদনের সম্যক্ সুখ অনুভূত হয় ;—ইহার দৃষ্টান্তস্থল কাদম্বরী। সুতরাং অমিলিত পদবিশিষ্ট বলিয়াই উপস্থিত কাব্যখানির এত গৌরব ও সমাদর হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহার অন্য কোন কারণ আছে। সে কারণ কি?

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ;—ভয়, ক্রোধ, আহ্লাদ, করুণা, খেদ, ভক্তি, সাহস, শান্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই সকল, কিম্বা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রসে পরিপূর্ণ থাকে, তাহাকেই কাব্য কহে, এবং তাহাতে কবিতারূপ পীযূষ পান করিয়াই লোকের চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে সেই সুধার প্রাচুর্য্য থাকাতেই এত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ-খানিতে, গ্রন্থকর্ত্তা যে অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়—সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাস সঙ্কলিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই। ইত্যগ্রে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে, তৎসমুদায়ই করুণা কিম্বা আদিরসে পরিপূর্ণ—বীর অথবা রৌদ্র-রসের লেশমাত্রও পাওয়া সুকঠিন। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত

করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার কত দূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন কবি।

ইন্দ্রজিতবধ এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল উপাখ্যান বারম্বার পাঠ ও শ্রবণ না করিয়াছেন, বোধ করি বঙ্গবাসী হিন্দু সন্তানের মধ্যে এমত কেহই নাই, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে, অভিনবকায়া সেই উপাখ্যানটিকে এই গ্রন্থে পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত এবং রোমাঞ্চিত না হন, এদেশে এমন হিন্দু সন্তানও কেহ নাই।

সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানা দেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্ন সহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।

যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ একত্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়,—যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণারসে আর্দ্র হইতে হয়, এবং বাষ্পাকুল লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি!

অত্যুক্তিজ্ঞানে এ কথায় যদি কাহার অনাস্থা, হতশ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া একবার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিবেন ; তখন বুঝিতে পারিবেন, মাইকেল মধুসূদনের কি কুহকিনী শক্তি ;—তাঁহার কাব্যোদ্যানে কল্পনাদেবীর কিরূপ লীলা-তরঙ্গ ; কখন তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্প হরণ করিতেছেন এবং কখন বা নবনিকুঞ্জ সৃজন করিয়া অভিনব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। ইন্দ্রজিত-জায়া প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের যমপুরী দর্শন, পঞ্চবটী স্মরণ করিয়া সরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার সহমরণ কিরূপ আশ্চর্য্য, কতই চমৎকার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা এত দিন কবিকুলের চক্রবর্ত্তী ভাবিয়া ভারতচন্দ্রকে মাল্যচন্দন দানে পূজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হয়, এত দিন পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল। এ কথায় পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে, আমি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিতেছি। তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিত্বে কেহ বা লেখার চমৎকারিত্বে লোকের চিত্ত হরণ করেন। ভারতচন্দ্র যে শেষোক্তপ্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য, তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার কাহারও সাধ্য নাই। পরিপাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শব্দবিন্যাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা তিনি যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, বঙ্গকবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই ; এবং সেই গুণেই বিদ্যাসুন্দর এত দিন সজীব রহিয়াছে! কিন্তু গুণিগণ যে সমস্ত গুণকে কবিকৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্য ছিল। বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্ররচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গবেগ কই, বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাছটা কোথায়? তাঁহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায় : বেগ নাই, গভীরতা নাই ; তরঙ্গতর্জ্জন নাই ; মৃদুমন্থর ধীরে ধীরে গমন করিতেছে অথচ নয়ন এবং শ্রবণ-তৃপ্তিকর।

মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা-উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, বিদ্যাসুন্দরের প্রথম-মিলন, কোটালের প্রতি মালিনীর ভর্ৎসনার ন্যায় সরল সুকোমল বাক্যলহরী মেঘনাদবধে নাই, কিন্তু উহার শব্দ-প্রতিঘাতে দুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটা-গর্জ্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। বোধ হয়, এ কথায় পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইবেন এবং আমাকে মাইকেল মধুসূদনের স্তাবক জ্ঞান করিবেন। তাঁহাদিগের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, পূর্ব্বে আমারও তাঁহাদিগের ন্যায় সংস্কার ছিল যে, মেঘনাদবধের শব্দ-বিন্যাস অতিশয় কুটিল ও কদর্য্য, এবং সে কথা ব্যক্ত করিতেও পূর্ব্বে আমি ক্ষান্ত হই নাই ; কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারম্বার আলোচনা করিয়া আমার সেই সংস্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদঙ্গ এবং তবলার বাদ্যে নটীদিগেরই নৃত্য হয়, কিন্তু রণতরঙ্গবিলাসী প্রমত্ত যোধগণের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য তূরী, ভেরী এবং দুন্দুভির ধ্বনি আবশ্যক ;—ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় না। পাঠক মহাশয়েরা ইহাতে মনে করিবেন না যে, মাইকেলের রচনাকে আমি নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা করিতেছি। তাঁহার রচনার কতকগুলি দোষ আছে, কিন্তু সে সমস্ত দোষ, শব্দের অশ্রাব্যতা বা কর্কশতাজনিত দোষ নহে। বাক্যের জটিলতা-দোষই তাঁহার রচনার প্রধান দোষ ; অর্থাৎ যে বাক্যের সহিত যাহার অন্বয়—বিশেষ্য বিশেষণ, সংজ্ঞা সর্ব্বনাম, এবং কর্ত্তা ক্রিয়া সম্বন্ধ—তৎপরস্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ; সুতরাং অনেক স্থলে অস্পষ্টার্থ দোষ জন্মিয়াছে,—অনেক পরিশ্রম না করিলে ভাবার্থ উপলব্ধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। তিনি উপর্য্যুপরি রাশি রাশি উপমা একত্রিত করিয়া স্তূপাকার করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বত্রে উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না।

তৃতীয় দোষ। প্রথা-বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা ; যথা 'স্তুতিলা' 'শান্তিলা' 'ধ্বনিলা' 'মর্ম্মরিছে' 'দ্বান্বিয়া' 'সুবর্ণি' ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ। বিরাম যতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে। যথা

"কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে !——"
"নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক ;——"
"হেন কালে হনু সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে।——"
"রক্ষোবধূ মাগে রণ ; দেহ রণ তারে
বীরেন্দ্র।——"
"দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জন-রাগে, কুসুম-অঞ্জলি—
আবৃত ;——"

এই সকল স্থলে 'গায়ক,' 'শিবিরে,' 'বীরেন্দ্র,' 'আবৃত' শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ায় পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ হেতু শ্রবণ-কঠোর হইয়াছে।

এ সমস্ত দোষ না থাকিলে মেঘনাদবধ গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত ; কিন্তু এরূপ দোষাশ্রিত হইয়াও কাব্যখানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

ফলতঃ

> "গাঁথিব নূতন মালা——
> রচিব মধুচক্র, গৌড় জন যাহে
> আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"

বলিয়া গ্রন্থকার যে সদর্প উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ সফলতা হইয়াছে এবং এই "নূতন মালা" চিরকালের জন্য যে তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা সম্পাদন করিবে, ইহার আর সন্দেহ নাই।

অতঃপর ছন্দপ্রণালী সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলা আবশ্যক।

ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পদ্য-রচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ এবং ইংরাজি ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ আশ্রয় করিয়া পদ্য বিরচিত হয়; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সেরূপ নয়। ইহাতে যদিও হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু উচ্চারণকালে তাহার ভেদাভেদ থাকে না।—সুতরাং সংস্কৃত এবং ইংরাজি ভাষার প্রথা অনুসারে বঙ্গভাষায় পদ্য রচনা করার নিয়ম প্রচলিত নাই। তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, দ্বাদশ এবং চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর বিরাম যতি থাকে এবং আবৃত্তির সময় সেই সেই স্থানে ছন্দ-অনুসারে, শ্বাসপতন করিতে হয়; এবং যে সকল স্থানে শব্দের মিল থাকে; আপাততঃ বোধ হয়, যেন শব্দের মিলনই এ প্রণালীর প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, শব্দের মিল ইহার আনুষঙ্গিক এবং শ্বাস নিক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত মিলিত শব্দপূর্ণ পদ্যাবলীতেও পাওয়া যায়, যথা।—

> ——"হেরিলাম সরোবরে
> কমলিনী বান্ধিয়াছে করী।"—১
> "আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি
> মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?"—২
> "কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে
> সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?"—৩
> "শুনি গুণ গুণ ধ্বনি তোর এ কাননে
> মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে।"—৪
> "এস সখি তুমি আমি বসি এ বিরলে
> দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে;"—৫ ইত্যাদি

মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দ রচনারও এই প্রণালী, অতএব অমিত্রচ্ছন্দ বলিয়া কাহারো কাহারো তৎপ্রণীত গ্রন্থের প্রতি এত বিরাগের কারণ কি, এবং সেই বিষয় লইয়া এতই বা বাগ্বিতণ্ডার আড়ম্বর কেন বুঝিতে পারি না। তিনি কিছু রচনা বিষয়ে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত নিয়মানুসারেই লিখিয়াছেন; কারণ, বিরাম যতি অনুসারে পদ বিন্যাস করা তাঁহারও রচনার নিয়ম, কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, পয়ারাদি ছন্দে যেমন শব্দের মিল থাকে এবং পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি যখন যে ছন্দ আরম্ভ হয়, তাহার শেষ পর্য্যন্ত সমসংখ্যক মাত্রার পরে সর্ব্বত্রেই একরূপ বিরাম যতি থাকে, মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দে তদ্রূপ না হইয়া সকল ছন্দ ভাঙিয়া সকলের বিরাম যতির নিয়ম একত্রে নিহিত এবং গ্রথিত হইয়াছে এবং যতিস্থলে শব্দের মিল নাই। সুতরাং কোন পংক্তিতে পয়ার ছন্দের নিয়মে আট এবং চতুর্দ্দশ মাত্রার পরে, কোনটিতে ত্রিপদী ছন্দের ন্যায় ছয় এবং আট এবং কখন বা

এক পংক্তিতেই দুই তিন প্রকার ছন্দের যতিবিভাগ নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইবে। যথা—

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী—১
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিলা—২
নারী-দেশে; দেবদত্ত শংখনাদে রুষি—৩
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে;—৪
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি;—৫
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,—৬
উলঙ্গিয়া অসিরাশি কার্ম্মুক টংকারি;—৭
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে!—ঝক্ ঝক্ ঝকি—৮
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী!—৯
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব; উর্দ্ধকর্ণে শুনি—১০
নূপুরের ঝণ ঝণি, কিঙ্কিণীর বোলী,—১১
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী,— ১২
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদারি,—১৩
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি—১৪
দূরে!—রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে—১৫
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি—১৬
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।—১৭

উদ্ধৃত পদাবলী পাঠে বিদিত হইব যে,—১, ৪, ৫, ৬, ৭, [৮,] ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, পংক্তির পদবিন্যাস পয়ারের ন্যায় এবং বিরামস্থল আট ও চতুর্দ্দশ মাত্রার পর, ২য় এবং ৩য় পংক্তিতে 'আসি' 'উতরিলা' 'নারীদেশে' এবং 'রুষি' শব্দের পর দশম অথবা চতুর্থ মাত্রার পর, এবং ১৫শ পংক্তিতে "দূরে" "শৃঙ্গে" ও "কন্দরে" শব্দের পর বিশ্রাম যতি স্থাপিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা ইহা দ্বারাই মাইকেল প্রণীত অমিত্রচ্ছন্দ রচনার সন্ধান বুঝিতে পারিবেন এবং ঐ সমস্ত বিরামস্থলে শ্বাস পতন করাই এই ছন্দ আবৃত্তি করার কৌশল।

প্রকারান্তরে অমিত্রচ্ছন্দ বিরচিত হইতে পারে কি না, সে একটি স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু বঙ্গ-ভাষার যেরূপ প্রকৃতি এবং অদ্যাবধি তাহাতে যে নিয়মে পদ্য রচনা হইয়া আসিয়াছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, এই প্রণালী অতি সহজ ও প্রশুদ্ধ প্রণালী। হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বঙ্গভাষায় ছন্দরচনা হইতে পারে, এবং ভুবনচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত ছন্দকুসুম গ্রন্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে; কিন্তু বোধ হয় যে যত দিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ-অনুসারে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয়, তত দিন সে প্রণালীতে পদ্যরচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র—ইহা ছন্দকুসুম গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই পাঠকমহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরন্তু যদি কখন বঙ্গভাষার প্রকৃতির তত দূর বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং লোকে সামান্য কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের অনুবর্ত্তী হন, তবে সে প্রণালী যে উৎকৃষ্টতর এবং তাহাতেই পদ্য বিরচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

পরিশেষে গ্রন্থকারের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ে গুটিকতক কথা বলিলেই হয়। *

ইনি আনুমানিক ১২৩৫ সালে জেলা যশোহরের অন্তর্গত কবতক্ষ নদীতীরবর্ত্তী

* গ্রন্থকারের স্বহস্ত-লিখিত লিপি দৃষ্টে এই অংশ লিখিত হইয়াছে।

সাগরদাঁড়ী গ্রামে ৺রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে জাহ্নবী দাসীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কলিকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের এক জন প্রধান উকীল ছিলেন। ইঁহার মাতা যশোহরের অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। ইঁহারা তিন সহোদর ছিলেন। ইনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আর দুই জন শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি হিন্দুকালেজে ইংরাজী ও পারস্য ভাষা অভ্যাস করেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে ইনি খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বন করেন। তত্রাচ একমাত্র পুত্র বলিয়া ইঁহার পিতা ইঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া চারি বৎসর কাল বিষপ্সকালেজে অধ্যয়নাদি করান। ঐ চারি বৎসরের পর এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া ইনি মান্দ্রাজে গমন করেন। মান্দ্রাজে যাইয়া ইংরাজী ভাষায় গদ্য পদ্য রচনার দ্বারা ত্বরায় সুখ্যাতি লাভপূর্ব্বক তত্রত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ সালে ইনি সস্ত্রীক বাঙ্গালা প্রদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখানে দুই তিন বৎসর কাল অপব্যয় করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদেশে রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তদনন্তর উপর্য্যুপরি এতগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন ;—

১ম, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ২য়, পদ্মাবতী নাটক। ৩য়, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৪র্থ, একেই কি বলে সভ্যতা। ৫ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া। ৬ষ্ঠ, মেঘনাদবধ কাব্য। ৭ম, ব্রজাঙ্গনা। ৮ম, কৃষ্ণকুমারী নাটক। ৯ম, বীরাঙ্গনা। ১০ম, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

পরম্পরায় শুনা গিয়াছে, ইনি বাল্যকালে স্বীয় মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার রুচির সমূহ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইনি আইন অভ্যাস করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইয়াছেন ; জগদীশ্বর করুন ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বীয় উন্নতি সাধন ও স্বদেশীয়দের মঙ্গল বর্দ্ধন এবং মনোরঞ্জন করিয়া সুখসচ্ছন্দে কালহরণ করেন।

ভবানীপুর।
১৩ আশ্বিন, ১২৭৪ সাল।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে ১০
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর ২০
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। ঊর তবে, ঊর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; ঊরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু ৩০
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারি দিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে!
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে!—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে?
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ম শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে

একমাত্র বাঁচে বীর ; যে কাল তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ ;—
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা ৮০
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে! ৯০
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায়, সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী, ১০০
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি ১১০
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"
এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ ; হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।
তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা ১২০
নতভাবে ;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে!
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে ;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"
উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি ;— ১৩০
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল ১৪০
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে ; ১৫০
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-

পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!—
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে ; বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি ১৬০
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে!—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কত ক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া ১৭০
পূর্ব্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর ;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?"
"কেমনে হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া ১৮০
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি, ১৯০
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে? কিন্তু নাহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ; "সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে? ২০০
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারী! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারি দিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে ;
কমল-আলয় সরঃ ; উৎস রজঃ-ছটা : ২১০
তরুরাজী ; ফুলকুল—চক্ষু-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর-
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা ২২০
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্ব দ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক- ২৩০
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে!
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—

হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি, ২৪০
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতে!
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি; ২৫০
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে!
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি ২৬০
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার ২৭০
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি ২৮০
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগত-পিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর, ২৯০
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু; রাজপথ-সম
প্রশস্ত; বহিছে জনস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি;—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ, ৩০০
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে, ৩১০
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"

এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্‌-আদি ৩২০
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে!
হেন কালে চারি দিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির- ৩৩০
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রুবারি-ধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব!
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে ৩৪০
কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্‌ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—
"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি ৩৫০
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম ; তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী ;—
"বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে!
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী, ৩৬০
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী!
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে, ৩৭০
উড়ি যায় তূলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি ;—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব ৩৮০
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা ;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ; ৩৯০
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন্‌ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া

কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা ৪০০
নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!"
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি। "এত দিনে" (কহিলা ভূপতি) ৪১০
"বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ, হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!"
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি, ৪২০
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে। ৪৩০
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হেষিল উল্লাসে, ৪৪০
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে;
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝন্ ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে।
টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে;—
গর্জ্জিলা বারীশ রোষে! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি ৪৫০
মধুস্বরে;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে: কারাগারে রোধিতে সবারে। ৪৬০
হাসিয়া কহিলা দেব;—অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা;—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এ ত ঝড় নহে; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণ-লঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ;—"সত্য, লো স্বজনি
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,

সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।”
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে, ৪৯০
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ, ৫০০
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে!
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে ;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে?
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা ; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে ৫১০
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা ;
“কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে?
রমার আশার বাস হরির উরসে ;—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা, ৫২০
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে?
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?” উত্তরিলা মুরলা রূপসী ;—
“নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল সুখে
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি ;
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।”
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা, ৫৩০
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না ;—“হায় লো স্বজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে!
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে ৫৪০
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবানিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী!”
সুধিলা মুরলা ;—“কহ, শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?” উত্তরিলা মাধব-রমণী ;—
“না জানি কে সাজে আজি। চল লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।”
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ, ৫৫০
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী ; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে ৫৬০
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।

রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষবে কুসুম-আসার,
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে ;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি, ৫৭০
স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না ;—
"হায়, সখী, বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী!
মহারথীকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে, ৫৮০
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি,
প্রক্ষেবড়নধারী বীর, দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি!
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে, ৫৯০
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী ; "কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃকুল-হর্য্যক্ষ বিগ্রহে?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে?"
উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী ;—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে,
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে ৬০০
বীরবাহু ; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে। কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দ্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কাধামে। ৬১০
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে!
উতরি জলধি-কূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল-অম্বু-রাশি। হেথা কেশব-বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃকুল-লক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি ৬২০
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কত ক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিত। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দব হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড় ; চারি দিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল ; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ;
বিকশিছে ফুলকুল ; মর্ম্মরিছে পাতা ;
বহিছে বাসন্তানিল ; ঝরিছে ঝর্ঝবে ৬৩০
নির্ঝব। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বাবে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী!
উচচ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর ; কিন্তু খরতর
আয়ত-লোচনে শর। নবীন যৌবন- ৬৪০
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে ; নূপুর চরণে।

বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী ;
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে ; কিম্বা, রে যমুনে, ৬৫০
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে!
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুণ্টে যষ্টি, বিশদবসনা।
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা,—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।" ৬৬০
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা ;—"হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া ;—
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু ৬৭০
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে ; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা ;—"হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি ; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি ; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি!"
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ ; ফেলাইলা কনক-বলয় ৬৮০
দূরে ; পদ-তলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি ;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"
সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে ৬৯০
মহাসুর ; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী ; "কোথা প্রাণসখে, ৭০০
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে ৭১০
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"
উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি!
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি ;— ৭২০
বাজিছে রণ-বাজনা ; গরজিছে গজ ;
হেষে অশ্ব ; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী ;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।
নাদিলা কর্ব্বূরদল হেরি বীরবরে

মহাগর্ব্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা ;—"হে রক্ষঃকুলপতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ বুঝিতে না পারি! ৭০০
কিন্তু অনুমতি দেহ ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে ;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"
আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি ;—
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস ; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি। ৭৪০
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু ;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন ; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে ;
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে!" ৭৫০
কহিলা রাক্ষসপতি ;—"কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে ; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে ;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।" ৭৬০
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে ; "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি।
রক্ষঃকুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী! ৭৭০
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃপতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম ৭৮০
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃকুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস ;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে। ৭৮৫

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী ;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী ; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে ;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রা দেবী ; ক্লান্ত শিশুকুল ১০
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে ; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী

চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন- ২০
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্ব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।
কেহ বা দেব-ওদন; কুংকুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা;
সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ। ৩০
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা; "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
উত্তর করিলা ইন্দ্র; "হে বারীন্দ্র-সুতে, ৪০
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি,
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি! কোন্ পুণ্য-ফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?"
কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায় এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে ৫০
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে ৬০
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সংকটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃকুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি!"
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা: আহা মরি, নীরবে যেমতি ৭০
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে!
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি!
কহিলেন স্বরীশ্বর; "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দম্ভোলি ৮০
বৃত্রাসুর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্ব্বশুচি-বরে
সর্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"
কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী;—
"যাও তবে সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী, ৯০
না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহু দিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?

কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে! ১০০
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।”—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।
সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে!
আনিলা মাতলি রথ; চাহি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে; “চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি! ১১০
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।”
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উত্তরিল ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে ১২০
উদিলা! ডাকিল ফিঙা; আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে!
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে!
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—১৩০
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ!
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী
স্বর্ণাসনে; ঢুলাইছে চামর বিজয়া;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে,
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে!
পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তি ভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা ১৪০
জিজ্ঞাসিলা;—“কহ, দেব, কুশল বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে?”
কর-যোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-নিক্ষেপী;—
“কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে? কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তার কাছে।
অবিদিত নহে মাতঃ, তার পরাক্রম। ১৫০
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে,
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী।
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে!
দেবকুল-প্রিয় বীর রঘুকুল-মণি।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী ১৬০
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিত নামে!
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি!”
উত্তরিলা কাত্যায়নী;—“শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয়; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে ১৭০
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।”
কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা;—
“পরম-অধর্ম্মাচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে।
একটি রতনমাত্র তাহার আছিল ১৮০

অমূল ; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট! হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে!
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ি?"
নীরবিলা স্বরীশ্বর ; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর সুস্বরে ;— ১৯০
"বৈদেহীর দুঃখে ,দেবি, কার না বিদরে
হৃদয়? অশোক-বনে বসি দিবা নিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে ;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি! ২০০
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে!"
হাসিয়া কহিলা উমা ; "রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃকুল ; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে? ২১০
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম!"
কহিলা, বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন ;—
"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ
ত্রিভুবন ; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা ; ২২০
হ্রাসো বসুধার ভার ; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির ; বাঁচাও রাঘবে।"
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী ; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি!
টলিল কনকাসন! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা ; "লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি, ২৩০
কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে?"
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী ; "হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয়-প্রদান তারে কব গো, অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ ; তার তারে বিপদে, তারিণি!" ২৪০
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী ;—
"দেব-দম্পতিরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর!) এবে বসেন ধূর্জ্জটি।"
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম-আহ্লাদে। ২৫০
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইয়া
তারাকারা ফুলমালা ; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত
কুসুম-রতন-রাজী ; বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী ; ত্রিলোক মোহিল!
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন!
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা ২৬০
দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগীব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,

বর মাগ, বলি, আসি দরশন দিলা!
প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা, "কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে?"
ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।
যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
বায়ু তরঙ্গিণী-রূপে, বহিলা নিমিষে। ২৭০
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ুপথে, কৈলাস-শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী ঊষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে!
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা ;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র ; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি?" উত্তরিলা নমি ২৮০
সুকেশিনী ;—"ধর, দেবি, মোহিনী মুরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপুঃ, আনি
নানা আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা!"
এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক, মুকুতা, মণি-খচিত ; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী ; ২৯০
রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা ; রসানে মাজ্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল!
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে ;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ-বিকচিত-রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে ;—
"ডাক তব প্রাণনাথে।" অমনি ডাকিলা ৩০০
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে!)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে!
কহিলা শৈলেশসুতা ; "চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
যোগে মগ্ন এবে ; বাছা, চল ত্বরা করি।"
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে ;—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে? ৩১০
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি, মা, তরাসে!
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান ; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে ; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে, ৩২০
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে ;
কেহ না আইল ; ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে ;—
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।"
আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী ;—
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে, ৩৩০
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে!"
প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা ; "অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে ;—
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি, ৩৪০
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী ; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।

সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে! ৩৫০
অধর-অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য ; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর!" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে। ৩৬০
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
ঢাকিল বদনশশী! কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা!
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশু-মণ্ডলে!
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
ঊষা! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী। ৩৭০
কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উতরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তি সমাগমে ; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা ঊষার হসনে!
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদ্রিত নয়ন, ৩৮০
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী ;—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে সম্বর-অরি?
হান তব ফুল-শর।" দেবীর আদেশে,
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টঙ্কারি,
সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে!
শিহরিলা শূলপাণি। লড়িল মস্তকে
জটাজূট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে।
অধির হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে ৩৯০
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে!
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরী-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে!
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।
মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি ; "কেন হেথা একাকিনী দেখি, ৪০০
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি?
কোথায় বিজয়া, জয়া?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা ; এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহু দিন আছ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে ;
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার!" আদরে ঈশান, ৪১০
ঈষত হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া ;
বহিল মলয়-বায়ু ; গাইল কোকিল ;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে!) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে ৪২০
শর-জাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী!
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইল দেব বিভাবসু!
মোহন মুরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব ; "জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু

শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে :
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন :
কিন্তু নিজ কর্ম্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি। ৪০০
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবি-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্ম্মুহুঃ চাহি
সে সুখ-সদন পানে! ঘন রাশি রাশি, ৪১০
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
হেন কালে মধু-সখা উত্তরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু উল্লাসে মন্মথ ৪২০
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে ; "বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন!
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে?
বামদেব নামে, নাথ, সদা, কাঁপি আমি, ৪৩০
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর!" সুমধুর হাসে
উত্তরিলা পঞ্চশর ; "ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি!
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।"
সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব,
উত্তরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে। ৪৪০
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে ; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
কত ক্ষণে সহস্রাক্ষ উত্তরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে,
সুরকুল-রথীবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে?
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তিশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি ৪৫০
কহিলা ; "আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি!"
আশীষি সুধিলা দেবী ;—"কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন?"
উত্তরিলা দেবপতি ;—"শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে ;— ৪৬০
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে ; কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে ; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত ; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে, ৪৭০
বিষাকর ফণী-পূর্ণ নাগ-লোক যথা!
ওই দেখ ধনুঃ দেব।" কহিলা হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী,
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময়! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে!
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর!
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে?"

"শুন দেব," (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)
"ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে ৫১০
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিবে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি।
ফুলকুল-সখী ঊষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া। ৫২০
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!"
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।
বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে ;—
"যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,
স্বর্ণ-লঙ্কাধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে ৫৩০
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার ; পার্ব্বতী আপনি
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি!
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথীবর, আরোহণ করি ৫৪০
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কাপুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে ; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু-কুলে ; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা ;
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।"
প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা, "প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে ৫৫০
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি ; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে ; লহ মেঘদলে ;
দ্বন্দ্ব ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে,
নির্ঘোষে!" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে ; গিরি (দেখিলা) লড়িছে
অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে। ৫৬০
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল! কাঁপিল মহী ; গর্জ্জিল জলধি!
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি!
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত ; হাসিল
ক্ষণ-প্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি ৫৭০
রাশি রাশি ; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে ; মহাঝড় বহিল আকাশে ;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়তড়তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী.
রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি, ৫৮০
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে!
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ.
চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী? দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা, "হে ত্রিদিববাসি
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে
এ হেন মহিমা, রূপে?—কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে? ৫৯০

নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব হায়!" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে ;—
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি ;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে ; গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ ৬০০
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি।
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!"
কহিলা রঘুনন্দন ; "আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে!
অজ্ঞ নর আমি ; হায়, কেমনে দেখাব ৬১০
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"
হাসিয়া কহিলা দূত ; "শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি ;
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা ; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে!"
প্রণমিলা রামচন্দ্র ; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে। ৬২০
থামিল তুমুল ঝড় ; শান্তিলা জলধি ;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনক-লঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময় ; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী– মত্ত বীরমদে। ৬২৯

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায়, রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে, ১০
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে!—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারি দিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে!
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?
উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা ;— ২০
"ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষকুলপতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।"
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা,—"কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি? ৩০
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর সীমন্তিনি!
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে? আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে।
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।"

এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে, ৪০
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে ; গাইছে ভ্রমরী ;
কুহরিছে পিকবর ; কুসুম ফুটিছে ;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি ;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে?
কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী, ৫০
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে ;—
"তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশা-কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা!
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে!
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে!
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি!
আর কি পাইব আমি (ঊষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে?" ৬০
অবচয় ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী ; "এই ত তুলিনু
ফুল-রাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা ; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে!
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।"
কহিল বাসন্তী সখী ; "কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর- ৭০
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে!
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।"
রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী!
"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃকুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে? ৮০
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"
এতেক কহিয়া সতী, গজপতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি, ৯০
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী!
মন্দুরায় হেষে অশ্ব, ঊর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝণঝণি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে! রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ;— ১০০
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।
নৃ-মুণ্ড-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী।
অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝণ্ঝণি।
নাচিল শীর্ষক-চূড়া ; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল। হেষিল অশ্ব মগন হরষে, ১১০
দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!
বাজিল সমর-বাদ্য ; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।
রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে ১২০
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা

বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে!
ঝকঝকি ঊরুদেশে (হায় রে, বর্ত্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরসান অসি ; দীর্ঘ শূল করে ;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ!—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে, ১০০
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মদ বীর-মদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা!
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে ; "লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে? ১৪০
যাইব তাঁহার পাশে ; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজ-বলে
রঘুশ্রেষ্ঠে ;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম ;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি ;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা। ১৫০
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে ;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে ; নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে!
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবনে। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে!"
নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনীযূথ যথা—মত্ত মধু-কালে!
যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি ১৬০
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।
কত ক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ;
কাঁপিল ১৭০
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ ; বন-হস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত!
পবন-নন্দন হনু ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা ;—
"কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে?
জাগে এ দুয়ারে হনু, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে! ১৮০
আপনি জাগেন প্রভু রঘুকুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্ম্মতি?
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে ;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী!)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে ;—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে, ১৯০
বর্ব্বর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী!
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?
দিনু ছাড়ি ; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি!
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর ; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী! ২০০
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে?'
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি

হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে ;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি!
বিস্ময় মানিয়া হনু, ভাবে মনে মনে ;—
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উত্তরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে, ২১০
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃকুল-বালা-দলে, রক্ষঃকুল-বধূ,
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে ;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে!
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে ২২০
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী!"
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে ;
"বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর ; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ ; হনুমান্ আমি
রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি। ২৩০
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি ;
কি হেতু আইলা হেথা? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।"
উত্তর করিলা সতী,—হায় রে, সে বাণী
ধ্বনিল হনুর কানে বীণাবাণী যথা
মধুমাখা!—"রঘুবর পতি-বৈরী মম ;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী ; ২৪০
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা ; যাও ত্বরা করি।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুৎমতী তরি, ২৫০
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী।
আগে আগে চলে হনু পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী ২৬০
জরজরি সর্ব্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক-কলাপময়, নাচে কুতূহলে ;
ধক্ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে
পীবর! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে!
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা ঊষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে! ২৭০
শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি ;
কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি।
দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি-
আবৃত ; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে ;
সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে দেউটি।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ ; চর্ম্মবর কেহ, ২৮০
সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ ; তূণীর কেহ বা ;
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি! আপনি সুমতি
ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব ;—

"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহু-বলে ; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে!
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে?"
সহসা নাদিল ঠাট ; জয় রাম ধ্বনি
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর-কল্লোল যথা! ত্রস্তে রক্ষোরথী, ২১০
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী ;—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।
নিশীথে কি ঊষা আসি উত্তরিলা হেথা?"
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।
"ভৈরবীরূপিণী বামা," কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কা-ধাম ; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে ;
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি ;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভ ক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে ৩০০
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!"
হেন কালে হনু সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে!)
কহিলা ; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে ;—নৃ-মুণ্ড-মালিনী
নাম মম ; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী, ৩১০
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা ; "কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ভীমা-রূপী ; "বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে ;
নতুবা ছাড়হ পথ ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে ;
রক্ষোবধূ মাগে রণ ; দেহ রণ তারে, ৩২০
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা ; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর ; নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত!
যথারুচি কর, দেব ; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগ-পালে।"
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত) ৩৩০
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে!
উত্তরিলা রঘুপতি ; "শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা ; কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর ; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত। ৩৪০
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে!
ধন্য ইন্দ্রজিৎ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী!
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত-জগতে ;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে ;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি? সুখে থাক? আশীর্ব্বাদ করি!"
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনুরে ;
"দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে, ৩৫০
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।"
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ ; "দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি! দেখ, দেব, অপুর্ব্ব কৌতুক!
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি?" কহিলা রাঘব ;
"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি! ৩৬০
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে!
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।"
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে! শুনিলা চমকি

কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্‌ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী! ৩৭০
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা ;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজী-রাজী ;
বোলিছে ঘুঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে!
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
 সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে
হৈমময় ; তার পাছে চলে বাদ্যকরী, ৩৮০
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে!
তার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা!
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহুঃ হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা ৩৯০
মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী,
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে ;
ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টঙ্কারিলা
শিঞ্জিনী ; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি ;
আস্ফালিলা শূলে কেহ ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাস্যে টিটকারি ; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী, ৪০০
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী!
 লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব :
“কি আশ্চর্য্য নৈকষেয়? কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে!
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রত্নোত্তম।
না পারি বুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে।
চিত্ররথ-রথী-মুখে শুনিনু বারতা,
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে ; ৪১০
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে? কহ, বুধ, কার এ ছলনা?”
 উত্তরিলা বিভীষণ; “নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে? দম্ভোলী-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে, ৪২০
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ- কল কাল হস্তী! যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী, প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক!
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা, ৪৩০
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।”
 কহিলেন রঘুপতি; “সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে!
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভ ক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে!
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ;
কে রাখে এ মৃগ-পালে? দেখ হে চাহিয়া, ৪৪০
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।—
ভেবে দেখ মনে শূর, কাল-সর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে;

নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।" ৪৫০
কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া
ভ্রাতৃপদে; "কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভবমণ্ডলে?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম্ম কোথা কবে জয় লাভে?
অধর্ম্ম-আচারি এই রক্ষঃকুলপতি;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে ৪৬০
কালি, কহিলেন, চিত্ররথ সুর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে?"
উত্তরিলা বিভীষণ; "সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর! যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃকুলপতি!
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী;
নৃ-মুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
রণ-প্রিয়া! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে, ৪৭০
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন্, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে!
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।"
কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে;
"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে;
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারি দিকে—
কি করে অঙ্গদ; কোথা নীল মহাবলী; ৪৮০
কোথা বা সুগ্রীব মিতা? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে।"
"যে আজ্ঞা," বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
ঊর্ম্মিলা বিলাসী শূরে। সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।—
লঙ্কার কনক-দ্বারে উত্তরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা! ৪৯০
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষেড়ন করে;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্ত্তি প্রমত্ত! হেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে;
দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আস্ফালিল;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া। ৫০০
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী;
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুলবধূ,
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে!
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া
পৌর জন; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি, ৫১০
বরষি কুসুমাসারে; যন্ত্র ধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী; হেষি আস্কন্দিল
হয় বৃন্দ; ঝন্ঝনিল কৃপাণ পিধানে।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কত ক্ষণে বামা ৫২০
উত্তরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিত কহিলা কৌতুকে;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে; চিরদাস আমি
তোমার চামুণ্ডে!" হাসি, কহিলা ললনা;
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে; বিরহ-অনলে ৫৩০

(দূরূহ) ডরাই সদা; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে!
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি
অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে। ৫৪০
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়ামণি
মেঘনাদ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতি।
গাইল গায়ক-দল; নাচিল নর্ত্তকী;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
গায় পাখী; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি—
বহিল বাসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ, ৫৫০
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা উত্তর-দ্বারে; সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে!
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মূরতি;
বৃথা নিদ্রা দেবী তথা সাধিছেন তারে।
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ, .
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে। ৫৬০
শত শত অগ্নি-রাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূম-শূন্য; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।
চারি দ্বারে বীর-ব্যূহ জাগে; যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যূহ,
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে। ৫৭০
হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে, "লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি! বীর-বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে!
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে? ৫৮০
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্য-যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে!
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে!"
উত্তরে বিজয়া সখী; "সত্য যা কহিলে,
হৈমবতী, হেন রূপ কার নর-লোকে? ৫৯০
জানি আমি বীর্য্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু ভাব মনে,
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি?
একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিত তেজে;
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা; মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ!
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?"
ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী;
"মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী ৬০০
বিজয়ে; হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি
আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে;
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে! পতি সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে; শিবের সেবা করিবে রাবণি;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।"
এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।
মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে; ৬১০
লভিলা কৈলাসবাসী কুসুম-শয়নে

বিরাম; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা,
উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে। ৬১০
ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সমাগমো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্ত্তৃহরি; সুরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী; ১০
মুরারি -মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর: কীর্ত্তিবাস, কীত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার!—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি!
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।— ২০
ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে!
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতি;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে, ৩০
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে!—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিত কালি রামে; মারিবে লক্ষ্মণে;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরী-দলে সিন্ধু-পারে; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে ৪০
রাহু; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে;" আশা, মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে?
একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী ৫০
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে!
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে, ৬০
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী!
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে!
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী— ৭০
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে!
কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর-স্বরে; "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,

মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি! ৮০
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ! কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি?"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্ন যথা!
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটি ৯০
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ! মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী ;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে?" ১০০
কহিলা সরমা; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে;
কেন বা আইলা বনে রঘুকুল-মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে!
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে ১১০
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে, ১২০
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে, ১৩০
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে? ১৪০
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।—
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অমূল রতন-সম) পরিতাম কেশে; ১৫০
সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,

কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ ১৬০
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে; কি কাজ স্মরিয়া?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা!); "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি, ১৭০
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরবু-পুরে?
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি ১৮০
পদ্মবনে; কভু সাধবী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে ১৯০
দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে; কত যে আদরে ২০০
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি, ২১০
সে সঙ্গীত?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে! ২২০
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্ব জন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী!
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি ২৩০
তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি!
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।"
কহিলা রাঘব-প্রিয়া; "এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী-বনে।
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে!

শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা! ধিক্ তারে! নারী-কুল-কালি। ২৪০
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,
কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে!
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে। ২৫০
"কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি,
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে!) কহিল কান্ত; 'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ। এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি?'—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি?"—সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিত হইয়া সতী; ধরিল সরমা! ২৬০
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে!
কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি; "ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি!" উত্তর করিলা
মৃদু স্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা ;— ২৭০
"কি দোষ তোমার, সখি? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি!)
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি! ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুৎ-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,

বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে— ২৮০
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী!
"সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে—
'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে?
মরি আমি!' চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী!
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি;—
'যাও বীর; বায়ু-গতি পশ এ কাননে;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাও ত্বরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি!'
"কহিলা সৌমিত্রি; 'দেবি, কেমনে পালিব ২৯০
আজ্ঞা তব? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে?
কাহারে ডরাও তুমি? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে?'—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ ; 'মরি আমি! এ বিপত্তি-কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই? কোথায় জানকি?'
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি!
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে ;— ৩০০
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর! ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি!
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে?' ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা ;— ৩১০
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা!
যাই আমি! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ মম;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে?
বাড়িতে লাগিল বেলা; আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত, ৩২০

সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?
"কহিল মায়াবী; 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি!) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।' ৩০০
"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
করপুটে কহিনু, 'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্ম্মতি—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে ৩১০
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘুবধূ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে?
দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি—
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি;
"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূর গুল্ম-পাশে ৩২০
চরিতেছিল হরিণী! সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!
'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃকুলপতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে।
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে। ৩৩০
পূরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা!
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া?
"দূরে গেল জটাজূট; কমণ্ডলু দূরে!
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে, ৩৪০
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!
"চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ; প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা, ৩৫০
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী; ছড়াইনু পথে;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা,—
"এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি;
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার!" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা;—
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে?— ৩৬০
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি!
" 'হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘুচূড়ামণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি ৩৭০
যথায় ভ্রমেন প্রভু! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!

হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি; গাও পঞ্চ স্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে!'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।
"চলিল কনক-রথ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী, ৪১০
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয়া?—
"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজী-রাজী, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে!
দেখিনু, মিলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ! 'চিনি তোরে,' কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্ম্মতি? ৪২০
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ম শরে! আয় মূঢ়মতি!
ধিক্ তোরে রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে?'
"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র!
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে!
"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী ৪৩০
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন!
সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি মোর; উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে
দাসীরে! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িনু
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে!
আরাধিনু বসুধারে—'এ বিজন দেশে, ৪৪০
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা? এস শীঘ্র করি!
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে,—
পর-ধন! আসি মোরে তরাও, জননি!'
"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি;
কাঁপিল বসুধা; দেশ পূরিল আরবে!
অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে, ৪৫০
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী।—
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী;—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি ৪৬০
এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিনু তোরে!
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!—
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে।'
"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি;
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন! হেন কালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
কি আর কহিব তার? বীর পঞ্চ জনে ৪৭০
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে।
"মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে।
ধাইল চৌদিকে দূত; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে!
সভয়ে মুদিনু আঁখি! কহিলা হাসিয়া
মা আমার, 'কারে ভয় করিস্, জানকি? ৪৮০
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলী-

বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে।' দেখিনু চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন; শুখাইল নদী;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে;
পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে। ৪৯০
"উতরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা; শৃঙ্গধরে ধরি, ভীম পরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক!
টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,—
'জয়, রঘুপতি, জয়!' ধ্বনিল সকলে! ৫০০
কাঁদিনু হরষে, সখি! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃকুলপতি।
আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক, কহিল সে 'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে
সবংশে!' সংসার মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী!
অভিমানে গেলা চলি সে বীর কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিল সরমা,
"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত ৫১০
রক্ষোরাজানুজ বলী কি আর কহিব?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী,—
"জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি!
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে!
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন;—
"সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে; ৫২০
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে?
বহিল শোণিত-নদী! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর।
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম; পালে পালে শৃগাল; আইল
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে। ৫৩০
"দেখিনু কর্ব্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'হায়, বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।
কে রাখিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে?
ধাইল রাক্ষস-দল; বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে; নারী-দল দিল হুলাহুলি। ৫৪০
বিরাট্-মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে?)
কাটিল তাহার শিরঃ! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর! জয় রাম ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই! কাঁদিল রাবণ!
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে!
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,
'রক্ষঃ কুল-দুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার! ৫৫০
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে!' হাসিয়া কহিলা
বসুধা, 'লো রঘুবধূ, সত্য যা দেখিলি!
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া!'
"দেখিনু, সরমা সখি, সুর-বালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র। হাসি তারা বেড়িল আমারে।
কেহ কহে, 'উঠ সতি, হত এত দিনে
দুরন্ত রাবণ রণে!' কেহ কহে, 'উঠ, ৫৬০
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে!'
"কহিনু সরমা সখি, করপুটে আমি;
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে

দাসীর ; যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা; কাঙ্গালিনী সীতা,
কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি!'
"উত্তরিলা সুরবালা; 'শুন লো মৈথিলি! ৫৭০
সমল খনির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা!'
"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী!
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি!—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি,
ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা
আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে! ৫৮০
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে?"
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি! কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে)
কহিলা; "পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনী!
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে!
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে ৫৯০
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই; মজিবে দুর্ম্মতি
সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে;—
"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!
"কহিল রাঘব-রিপু : 'ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে ইন্দু-নিভাননে, ৬০০
রাবণের পরাক্রম! জগত-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে!
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন!
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে?'
" 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ';—কহিলা শূর অতি মৃদু স্বরে—
সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ্ রে ভাবিয়া?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে!
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ? পড়িলি সংকটে, ৬১০
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে!'
"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা!
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু, স্বজনি,
বীরবরে; 'সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, হরিছে পাপী ; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে!'
"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব রব; দেখিনু সম্মুখে ৬২০
সাগর নীলোর্ম্মিময়! বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে;
নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।
"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি ৬৩০
সুবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী!
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি!
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুলবধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে!"—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি, কাঁদিলা সরমা। ৬৪০
কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা: "দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা! সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি! বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,

শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে ৬৫০
কাঁদিছে বিধবা বধূ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে!
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে!
ভুলো না দাসীরে, সাধিব! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা নিত্য যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে। ৬৬০
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী!" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী; "সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি। ৬৭০
আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি?"
নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা;
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, একথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সংকটে!" ৬৮০
কহিলা মৈথিলী; "সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে; শুনি আমি দূরে পদধ্বনি;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি। ৬৮৬

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে
মহেন্দ্র; কুসুম-শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে;—
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে;
"কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে?
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ
পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে ১০
মেনকা, উর্ব্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন।
চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা!
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তাঁর? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল? দৈত্য-দল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে?"
উত্তরিলা অসুরারি, "ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি!" ২০
"পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত", কহিলা পৌলোমী
অনন্ত-যৌবনা, "যাহে বধিলা তারকে
মহাশূর তারকারি; তব ভাগ্য-বলে,
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ, আপনি পার্ব্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে?"
উত্তরিলা দৈত্য-বিপু; "সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে; ৩০
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে

অগ্নিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে ৪০
মহেষ্বাস; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম প্রহরণে!" বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত!)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারি দিকে ; সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা! মৌনভাবে বসিলা দম্পতি ;
হেন কালে মায়া-দেবী উতরিলা তথা।
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
দেবালয়ে; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে!
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁহে
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি
মায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে সুর-কুল-নিধি
সুধিলা, "কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে?" ৬০
উত্তরিলা মায়াময়ী ; "যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে ; মনোরথ তোমার পুরিব ;
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
ঊষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে;
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে, ৭০
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?
মরিবে রাবণি রণে; কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃপতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে
রঘু-মিত্র? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।"
উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিসূদন ;— ৮০
"পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে।
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে!
মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল পাতি,
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে,
রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয় ;
সমারিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কর্ব্বুরে।" ৯০
"উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতি-নন্দন
বজ্রি!" কহিলেন মায়া, "পাইনু পিরীতি
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ! অনুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে!" এতেক কহিয়া,
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দোঁহারে।—
দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি।
ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে,
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয়! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী, মেনকা,
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে। ১০০
খুলিলা নূপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ কিঙ্কিণী
আর যত আভরণ ; খুলিলা কাঁচলি ;
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে!
স্বর্গের কনক-দ্বারে উতরিলা মায়া
মহাদেবী ; সুনিনাদে আপনি খুলিল ১১০
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিশ্ব-বিমোহিনী,
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে ;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি,
এই কথা ; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে ১২০
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,

বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
অবিলম্বে, স্বপ্ন-দেবি, যাও লঙ্কাপুরে ;
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।"
চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী ; নীল নভঃ-স্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা সুস্বরে ১৩০
কুহকিনী ; "উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।"
চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে!
হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি ১৪০
বক্ষঃস্থল! "হে জননী," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, "দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা দুখানি ;
পূরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ?" মুছি অশ্রু-ধারা,
চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে
যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা। ১৫০
কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে ;—
"দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি।
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন ; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে, ১৬০
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি?"
জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী ;—
"কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃপুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।"
উত্তরিলা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ; "আছে সে কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে।
আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে ১৭০
সে উদ্যানে ; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি!
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে!
আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব!"
"রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী, রক্ষঃ-কুলোত্তম,
এ দাস" ; কহিলা বলী লক্ষ্মণ, "যদ্যপি
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে! ১৮০
কে রোধিবে গতি মোর?" সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর, "কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায়! কিন্তু কি করি? কেমনে লঙ্ঘিব
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই? যাও সাবধানে,—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলী! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে!"
প্রণমি রাঘব পদে, বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি কৃপাণ করে যাত্রা করি বলী ১৯০
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে।
জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রূপী
বীর বল-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর ; "কে তুমি? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ!" উত্তরিলা হাসি
রামানুজ, "রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি!
রাঘবের দাস আমি।" আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে। ২০০
মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর মুখে ঊর্ম্মিলা-বিলাসী।
কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে

ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন!
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ; শাল-বৃক্ষ-সম ২১০
ত্রিশূল দক্ষিণ করে! চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীর-কেশরী; "দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে!
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে! ২২০
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে;—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব!"
যথা শুনি বজ্রনাদ, উত্তরে হুঙ্কারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে!
"বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়ামণি
লক্ষ্মণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে!
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর!" ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দ্দী; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি।
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি। ২০০
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
চৌদিকে! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁখি
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি।
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি।
পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে
তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে!
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে! ২৪০
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
মুহুর্ম্মুহুঃ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন! দাবানল পশিল কাননে!
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে।
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
সে রৌরবে! আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি;
থামিল তুমুল ঝড়; দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত; তারাদল শোভিল গগনে! ২৫০
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে।
ছুটিল সৌরভ; মন্দ সমীর স্বনিলা।
সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি।
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্কণে!
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সপ্তস্বরা; উথলিল সে রবের সহ
স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া!
দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন!
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে, ২৬০
কৌমুদী নিশীথে যথা! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণপদ্ম যথা!
কেহ তুলে পুষ্পরাশি; অলঙ্কারে কেহ
অলক, কাম-নিগড়! কেহ ধরে করে
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, মুকুতা-খচিত
কোলম্বক; ঝকঝকে হৈম তার তাহে,
সঙ্গীত-রসের ধাম! কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে ২৭০
নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে ক্বণিছে রশনা!
মরে নর কাল ফণী-নশ্বর-দংশনে;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জ্বলে
পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত;
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা; খেলিছে অদূরে ২৮০
জলযন্ত্র; সমীরণ বহিছে কৌতুকে,
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে!
অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে,
গাইল; "স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়ামণি!
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী!

নন্দন-কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস ; করি পান অমৃত উল্লাসে ;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে ;
উরজ কমল-যুগ প্রফুল্লে সতত ;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে ; ২১০
অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে
আমা সবে ; চল, নাথ, আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি! রোগ, শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভবমণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন!" করপুটে কহিলা সৌমিত্রি,
"হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে!
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে ৩০০
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী ; কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি
রাক্ষসে, জানকী সতী ; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে!
নর-কুলে-জন্ম মোর ; মাতৃ হেন মানি
তোমা সবে।" মহাবাহু এতেক কহিয়া
দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন!
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি,
কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী!— ৩১০
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে?
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।
কত ক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
সুবর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ ;
পীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী,
শঙ্খ, ঘণ্টা ; ঘটে বারি ; ধূপ, ধূপদানে
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি
কুসুম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে ৩২০
শূরেন্দ্র, করিলা স্নান ; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল ; দশ দিশ পূরিল সৌরভে।
প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে
যথাবিধি। "হে বরদে" কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ, "দেহ বর দাসে!
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত? যত সাধ মনে, ৩৩০
পূরাও সে সবে, সাধিব!" গরজিল দূরে
মেঘ ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা! দুলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে,
কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে!
সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন-
সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে!
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক! হাসিলা সতী ; পলাইল তমঃ
দ্রুতে ; দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি! ৩৪০
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে।
কহিলেন মহামায়া ; "সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি, দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, ৩৫০
নাশ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কূজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রীদল যথা
মহোৎসবে পুরে দেশ মঙ্গল-নিক্কণে!
বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি, শূরবর-শিরে
তরুরাজী ; সমীরণ বহিলা সুস্বনে। ৩৬০
"শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর!"—কহিলা আকাশে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি-গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে!
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি!"
নীরবিলা সরস্বতী ; কূজনিল পাখী

সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে।
কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা ৩৭৮
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি- ৩৮০
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার। নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে!
আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে;— ৩৯০
"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে!
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।"
সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী! ৪০০
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে!
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইলা দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত; ধাইল অলি পরিমল-আশে;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; নমিল রক্ষক;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে!

রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতি। বহিল যান যান-বাহ-দলে ৪১০
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ-মন্দিরে।
মহাপ্রভাধর গৃহ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে।
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে! ভ্রমিছে দুয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম
করে; অশ্বারূঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে।
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে।
বহিছে বাসন্তানিল, অযুত-কুসুম-
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু ৪২০
বীণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি!
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী; "শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষস-রিপু; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্ত্তা লয়ে;
কহ, পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে ৪৩০
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরি!" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিল শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী)
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে!
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে?
কার বা এ হেন মাতা?" এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।
গাইল গায়িকা-দল সুযন্ত্র-মিলনে;—
"হে কৃত্তিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব ৪৪০
কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে,
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আসি সুখে,
রোহিনী-গঞ্জিনী বধূ, পুত্র যার রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে। ভাগ্যবতী তুমি।
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী।"
বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
প্রণমে দম্পতি পদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী!

হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে ৪৫০
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি!
শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদ-কৌমুদী
তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল ঈশ্বরী! অশ্রু-বারি-ধারা
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল!
কহিলা বীরেন্দ্র; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!
শিশু ভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে ৪৬০
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জালে
লঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল জলে!" উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে;—
"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণশশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী; ৪৭০
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর; কাল-সর্প-সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি!"
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুই বার পিতার আদেশে ৪৮০
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব কুল-রথী;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?"
মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী;— ৪৯০
"মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত!
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল,
নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি বুঝিতে!
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসার বরষে!
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে ৫০০
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা সূর্পণখা মায়ের উদরে।"
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা বীর-কুঞ্জর; "পূর্ব্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে!
নগর-তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি ৫১০
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিত? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে!
ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে ৫২০
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী!
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি!—
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে?"
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী; "যাইবি রে যদি;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই!" কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে;

"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ!
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।"
বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্রবধূ সহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে। ৫৪০
সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী পদ-শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে। "হায়, নাথ," কহিলা সুন্দরী,
'ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে ;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ! শুনিয়াছি, শশিকলা না কি ৫৫০
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা ; দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে!"
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বরিষল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! শতদল-দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে?
উত্তরিলা বীরোত্তম, "এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি।
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী! ৫৬০
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো ছাদিছে
পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
ঊষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,—
দেহ অনুমতি সতি, যাই যজ্ঞাগারে।"
যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান ; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিত বলী, ৫৭০
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে!
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন ; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে!
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।
কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ,
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে ;
"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি, ৫৮০
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি? সরু মাঝা তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই ; এ বীর-কেশরী
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি।"
এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি ;
'প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি, ৫৯০
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে!
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে!
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে!
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে!
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি!
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে?"
বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা ৬০০
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে।
কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি, সহসা
বায়ু-বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায়! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে
শূন্যালয়ে, কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে। ৬০৭

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে উদ্যোগো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু

রঘুরাজ ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।
 কত ক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—
"কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে ১০
চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে!
পশিল কাননে দাস ; আইল গর্জ্জিযা
সিংহ ; বিমুখিনু তাহে ; ভৈরব হুঙ্কারে ২০
বহিল তুমুল ঝড় ; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী ; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে,
পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে।
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে ৩০
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, ৪০
নাশ্ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; পিধানে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!'—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি? পোহায় রাতি ; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে!"
 উত্তরিলা রঘুনাথ, "হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে ;— ৫০
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে ;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে ; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে! ,
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।"
 উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী ;—
"কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত ; দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে ; কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে,
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?"
 কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী

মিত্র ;—"যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী ; শিরোদেশে বসি, ৯০
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী ;—'হায়! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে ১০০
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি
তুই তার! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বুররাজ!'— উঠিনু জাগিয়া ;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু ;
স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী!
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী ১১০
কবরী ; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি ;—মরি!
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে ১২০
দেবাদেশ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে!"
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে?
হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয় ; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল ১৩০
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে!
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা! উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা ঊর্ম্মিলা বধূ ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব?
না মানিল অনুরোধ ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা ;—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে? ১৪০
সঁপিনু এ ধনে তোরে। রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে! দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি!
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে
অঙ্গদ, সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা ;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি ; নল, নীল ; কেশরী—কেশরী ১৫০
বিপক্ষের পক্ষে শূর ; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য ; তুমি মহারথী ;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষসপুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।"
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে ;
"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি, ১৬০
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে।" দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব আরাবে দেশ পূরিছে চৌদিকে।

পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন ; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা ; ঘোষিল ১৭০
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে ;
গরজিলা অজাগর—বিজয়ী সংগ্রামে।
কহিলা রাবণানুজ ; "স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি ; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে!
নহে ছায়াবাজী ইহা ; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে ;—
নিবীরিবে লংকা আজি সৌমিত্রি কেশরী!"
প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি ১৮০
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি-
সদৃশ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময় ; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক ; দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সংগে নিষংগ দুলিল
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্দ্ধর ; ভাতিল মস্তকে ১৯০
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক ; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী—মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে—
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে!
বাহিরিলা বীরবর ; বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে! ২০০
বরষিলা পুষ্প দেব ; বাজিল আকাশে
মঙ্গলবাজনা ; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে!
আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিল রঘুবর ; "তব পদাম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে! ভুল না, দেবি, এ তব কিংকরে!
ধর্ম্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙা পদে অবিদিত নহে। ২১০
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে!
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেববলে, নিস্তারিণি! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দ দুর্ম্মদ রাক্ষসে!"
এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাস-সদনে।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে ; পবন অমনি ২২০
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে।
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু, বলি আশীষিলা মাতা।
হাসি দেখা দিলা ঊষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী ; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সংগে ; ঊষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে! ২৩০
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা ;
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে—
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে!"
আশ্বাসিলা মহেষ্বাসে বিভীষণ বলী।
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ;
কাহারে ডরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।" ২৪০
বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃংগে পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লংকামুখে দোঁহে।
যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধূ-বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে।

হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা ;—
"কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব ২৫০
এ পুরে? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি?"
উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ;—
"সম্বর, নীলাম্বুসুতে, তেজঃ তব আজি
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি ; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে।—
কালানল সম তেজঃ তব, তেজস্বিনি ,
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি! তার, বরদানে, ২৬০
ধর্ম্মপথগামী রামে, মাধবরমণি!"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দিরা ;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি! সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে ২৭০
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে।"
চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—
সুষমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যূষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরু[illegible] ;
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট ; শুখিলা [illegible]
বারি। রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে, ২৮০
সুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে!
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা ; হারাইলে, মরি!
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি!
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা ,
কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা,
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি!
প্রাচীর উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত ২৯০
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী—
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্ব্বার সমরে।
কে আজি রাখিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্মে আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী ; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে, ৩০০
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনী, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।
প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল ৩১০
দুয়ার অশনি-নাদে ; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব? হায়! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে!
সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে ;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য্য ; অজেয় সংগ্রামে। ৩২০
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে!
হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেড়নধারী,
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ় ; তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত ; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম ;—
আর আর মহাবলী, দেব-দৈত্য-নর- ৩৩০

চিরত্রাস! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে ;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি! যথা সুরপুরে!—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে?
নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে?"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,—"যা কহিলে সত্য, শূরমণি!
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—
সাগরতরঙ্গ যথা! চল ত্বরা করি,
রথীবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে ;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে!"
সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসি কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায় ; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,
ত্যজি ফুলশয্যা ; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা ; সাজাইছে বাজী
বাজীপাল ; গর্জ্জি গজ সাপটে প্রমদে
মুদ্গর ; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাঁতি ; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য ; দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে!
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে
উজ্জলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী ৩৮০
ঊষা যথা! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে
লইয়া, ধাইছে ভারী ;—ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত।
কেহ কহে,—"চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।" কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে,—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে?
মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে ৩৯০
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে ; চল সভাতলে।"
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি? হাসি মনে মনে,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য, দেব-অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ;— ৪০০
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে।
কুশাসনে ইন্দ্রজিত পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ;—বসেছে একাকী ৪১০
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাসে গিরি, তব উচ্চ চূড়ে!

যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্‌ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী! ৪২০
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কী লীলা তব,
প্রভাময়?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি ;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া, ৪৩০
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে!
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম ; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
উর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জে! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল! ৪৪০
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!
বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে ৪৫০
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে ৪৬০
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই ; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি ;
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!" ৪৭০
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে। ৪৮০
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;—কি আর কহিব?"
জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে! ৪৯০
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে!) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে

রোধিলে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথীবৃন্দ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই ; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে, ৫০০
পামর? কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু,
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে!
বহিল রুধির-ধারা! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ ;—নারিলা তুলিতে
তাহায়! কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা ; রহিল ৫১০
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে
ফলক ; বিফল বল সে কাজ সাধনে!
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!
"এত ক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—৫২০
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে, ৫৩০
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ ; "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি ; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষে কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি ;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ৫৪০
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূরে, লক্ষ্মণ ; নহিলে ৫৫০
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথীপ্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল ৫৬০
দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃপুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ; ৫৭০
"নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!

রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে?"
রুষিলা বাসবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি, ৫৮০
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—"ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি;—কোন্ ধর্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে? ৫৯০
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।"
হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে!
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী!
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে ৬০০
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্ত রথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে!
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে! সরোষে রাবণি ৬১০
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জ্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী!
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে;
শূলে হস্তে শূলপাণি; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্কল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে! ৬২০
ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল ৬৩০
কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূরে স্মরিলা শঙ্করে!
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল!
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দূরবিন্দু সুন্দর ললাটে!
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি, ৬৪০
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে!
অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক্ তোরে!
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে!
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা ৬৫০
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রাখিবে তোরে,
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে!
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি!

নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন ৬৬০
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে। ৬৭০
কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে ;—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে?
কি কহিবে বক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায়? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিংকরী? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলে? উঠ, বৎস! খুল্লতাত আমি ৬৮০
ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার! যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে!
হে কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগতনয়নানন্দ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে ;
গর্জ্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে ; ৬৯০
সাজে রক্ষঃঅনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম!
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে!"
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি!
কি ফল এ বৃথা খেদে? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে
তোমার! যাইব চল যথায় শিবিরে

চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে। ৭০০
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে, শূর।" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর! বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে!
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে ৭১০
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্য্যোধন যথা
ভগ্ন-ঊরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে!
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।
প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
এ কিংকর! গতজীব মেঘনাদ বলী
শত্রুজিৎ!" চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে ৭২০
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!
সুমিত্রা জননী ধন্য! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব!
ধন্য আমি তবাগ্রজ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম! নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব ; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে!" ৭৩০
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে!
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে!
চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভংকরী যিনি
শংকরী!" কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ ; উল্লাসে নাদিল, ৭৪০

"জয় সীতাপতি জয়!" কটক চৌদিকে,—
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে। ৭৬২

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তম সর্গ

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী ;
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী।
নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ ১০
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণী।
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে
শবদে! রতনময় কঙ্কণ লইলা
ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা :—
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠ! সম্ভাষি বিস্ময়ে
বসন্তসৌরভা সখী বাসন্তীরে, সতী ২০
কহিলা,—"কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত,
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি! নিবার, যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে,
অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি!" ৩০
নীরবিলা বীণাবাণী, উত্তরিলা সখী
বাসন্তী, "ধাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া,
আর্ত্তনাদ, সুবদনে! কেমনে কহিব
কেন কাঁদে পুরবাসী? চল আশুগতি
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী
পূজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে,
রথ, রথী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে ;
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী
কান্ত তব, সীমন্তিনি?" চলিলা দুজনে ৪০
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—
বৃথা! ব্যগ্রচিত্ত দোঁহে চলিলা সত্বরে।
বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জ্জটি,
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, "হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব ; হত রথীপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে! যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে!
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি, ৫০
বিধুমুখি! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে!
কি করে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।
তুষিনু বাসবে, সাধিব, তব অনুরোধে ;
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে।" ৬০
উত্তরিলা কাত্যায়নী, "যাহা ইচ্ছা কর,
ত্রিপুরারি! বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে সফল তা এবে।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী ;
এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে।
আর কি কহিবে দাসী ও পদ-রাজীবে?"
হাসিয়া স্মরিলা শূলী বীরভদ্র শূরে।
ভীষণ-মূরতি রথী প্রণমিলে পদে
সাষ্টাঙ্গে কহিলা হর,—"গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস। পশি যজ্ঞাগারে, ৭০
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে

নাহি জানে রক্ষোদূতে। দেব ভিন্ন, রথি,
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে?
কনক-লংকায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূতবেশে তুমি ; ভর, রুদ্রতেজে,
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।"
চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী ৮০
ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে ; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ংকরী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে। উতরিলা রথী
রক্ষঃপুরে ; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনক-লংকা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।
পশি যজ্ঞাগারে শূরে দেখিলা ভূতলে ৯০
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে।
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে।
ব্যথিল অমর-হিয়া মর-দুঃখ হেরি।
কনক-আসনে যথা দশানন রথী,
রক্ষঃকুলচূড়ামণি, উত্তরিলা তথা
দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে
গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে।
প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে,
দাঁড়াইলা করপুটে, অশ্রুময় আঁখি, ১০০
সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, "কি হেতু,
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম্ম? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী
লংকার পংকজরবি সাজিছে সমরে
আজি, অমংগল বার্ত্তা কি মোরে কহিবে?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।" ধীরে উত্তরিলা ১১০
ছদ্মবেশী ; "হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমংগল বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি?
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ব্বুরপতি,
কর দাসে!" ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী,
"কি ভয় তোমার, দূত? কহ ত্বরা করি,—
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।—
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে!"
বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী
কহিলা, "হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ রথী!" ১২০
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শবে, গর্জ্জি ভীম নাদে
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
সভায়! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে,
বেড়িল চৌদিকে শূরে ; কেহ বা আনিল
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ।
রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে—
"কহ, দূত, কে বধিল চিররণজয়ী ১৩০
ইন্দ্রজিতে আজি রণে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ছদ্মবেশী ; "ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমনি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
মন্দিরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি।
রক্ষঃকুলাংগনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে
চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী শত্রু যে দুর্ম্মতি, ১৪০
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,
তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌর জনগণে!"
আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা,
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে।
দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী,
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া। কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমি, কহিলা শৈব ; "এত দিনে, প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি ১৫০
আজ্ঞা তব, হে সর্ব্বজ্ঞ ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীবপদে।"
সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে—
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, "এ কনক-পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরংগে! রণরংগে ভুলিব এ জ্বালা—

এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!"
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে!
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস ; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে!
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ ; ধূমবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে ; বাহিরিল হেষি
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর, অমর ত্রাস ; রথীবৃন্দ সহ
উদগ্র, সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি ১৭০
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে!
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমাবলী
অশ্বপতি ; বিড়ালাক্ষ পদাতিকদলে,
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্ম্মদ সমরে!
আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা,
ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
আকাশে! রাক্ষস-বাদ্য বাজিল চৌদিকে।
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরব। ১৮০
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে।
গজরাজতেজঃ ভুজে ; অশ্বগতি পদে ;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া ; অঞ্চল পতাকা
রত্নময় ; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে!
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে!
থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে ;
কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি ; ১৯০
অধীর ভূধরব্রজ,—ভীমার গর্জ্জনে,—
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে!
চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে, "দেখ,
হে সখে, কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্ম্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে ;
উজলিছে নভস্তল ভয়ংকরী বিভা,
কালাগ্নিসম্ভবা যেন! শুন, কান দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে ২০০
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব!" কহিলা—সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ, মিত্রচূড়ামণি,
"কি আর কহিব, দেব? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে!
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ ; স্বর্ণবর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশ দিশ! বোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে। ২১০
আকুল পুত্রেন্দ্রশোকে, সাজিছে সুরথী
লঙ্কেশ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সংকটে?"
সুস্বরে কহিলা প্রভু, "যাও ত্বরা করি
মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাশ্রিত সদা,
এ দাস ; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে!"
শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি ;
রণবিশারদ শূর অঙ্গদ ; আইলা ২২০
নল, নীল দেবাকৃতি ; প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু, জাম্বুবান বলী ;
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ ; গবাক্ষ
রক্তাক্ষ ; রাক্ষসত্রাস ; আর নেতা যত।
সম্ভাষি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী
রাঘব, কহিলা প্রভু ; "পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী ; সঘনে টলিছে
বীরপদভরে লঙ্কা! তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে ; সাজ ত্বরা করি ; ২৩০
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে ; তোমরা হে রামের ভরসা,
বিক্রম, প্রতাপ, রণে : একমাত্র রথী
জীবে লঙ্কাপুরে এবে : বধ আজি তারে,
বীরবৃন্দ! তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিনু
সিন্ধু : শূলীশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিনু তুমুল যুদ্ধে ; নাশিল সৌমিত্রি

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস ভীম মেঘনাদে!
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি, ২৪০
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ, বদ্ধা কারাগারে
রক্ষঃ-ছলে! স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি!"
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।
বারিদপ্রতিম স্বনে স্বনি উত্তরিলা
সুগ্রীব; "মরিব, নহে মারিব রাবণে,
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে!
ভুঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে;—
ধনমানদাতা তুমি; কৃতজ্ঞতা-পাশে ২৫০
চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে!
আর কি কহিব, শূর? মম সঙ্গীদলে
নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্তে! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে!" গর্জ্জিলা রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত,
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে!
সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা দানবনিনাদে!—
পূরিল কনক-লঙ্কা গম্ভীর নির্ঘোষে! ২৬০
কমল-আসনে যথা বসেন কমলা,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী উঠিলা সত্বরে।
দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধান্ধ; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,
জীবকুল-কুলক্ষণ! বাজিছে গম্ভীরে
রক্ষোবাদ্য। শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা—
শরদিন্দুনিভাননা—বৈজয়ন্ত ধামে।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে;
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ; গাইছে সুতানে ২৭০
কিন্নর; সুবর্ণাসনে দেবদেবীদলে
দেবরাজ, বামে শচী সুচারুহাসিনী;
অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে সুস্বনে;
বর্ষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব চৌদিকে।
পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে।
প্রণমি কহিলা ইন্দ্র, "দেহ পদধূলি,
জননি; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গতজীব রণে আজি দুরন্ত বারুণি!
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে।
কৃপাদৃষ্টি যার প্রতি কর, কৃপাময়ি, ২৮০
তুমি, কি অভাব তার?" হাসি উত্তরিলা
রত্নাকররত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী,—
"ভূতলে পতিত এবে, দৈত্যকুলরিপু,
রিপু তব; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে
লঙ্কেশ, আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে
পুত্রবধ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে।
দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে।
সাধিল তোমার কর্ম্ম সৌমিত্রি সুমতি;
রক্ষ তারে, আদিতেয়! উপকারী জনে,
মহৎ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে! ২৯০
আর কি কহিব, শক্র? অবিদিত নহে
রক্ষঃকুলপরাক্রম! দেখ চিন্তা করি,
কি উপায়ে, শচীকান্ত, রাখিবে রাঘবে।"
উত্তরিলা দেবপতি,—"স্বর্গের উত্তরে,
দেখ চেয়ে, জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে;—
সুসজ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি
রণ-আশে মহেষ্বাস রক্ষঃকুলপতি,
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি!—
না ডরি রাবণে, মাতঃ, বারুণি বিহনে!"
বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি ৩০০
স্বর্গের উত্তর ভাগে। যত দূর চলে
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ
তেজে; শিখিধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী।
জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে;
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী;
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি ৩১০
নয়ন! চপলা যেন অচলা, শোভিছে
পতাকা; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে,
ঝকঝকে চর্ম্ম; বর্ম্ম ঝলে ঝলঝলে!
সুধিল মাধবপ্রিয়া;—"কহ দেবনিধি
আদিতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি
দিক্‌পাল? ত্রিদিবসৈন্য শূন্য কেন হেরি
এ বিরহে?" উত্তরিলা শচীকান্ত বলী;
"নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্‌পালে
আদেশিনু, জগদম্বে। দেবরক্ষোরণে,
(দুর্জ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে?— ৩২০

হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি ; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে!”
আশীষিয়া সুকেশিনী কেশববাসনা
দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ ঘনবাহনে ; পশি স্বর্মন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুঃখে!
রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি ;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে ৩৩০
চৌদিকে রথীন্দ্রদল! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, “বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি ৩৪০
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি?
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি ;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে ; ৩৫০
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে!”
ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে ;—
“দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী ;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে, ৩৬০
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি ;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম? কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে ৩৭০
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে
বামতম মম প্রতি ; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে?
আর কি পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী ;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে ৩৮০
এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি!
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস তোমরা সমরে ;
বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে, চল রণস্থলে ;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী!”
নীরবিলা মহেষ্বাস নিশ্বাসি বিষাদে।
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈন্য নাদিলা নির্ঘোষে,
তিতিযা মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে!
শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গম্ভীরে ৩৯০
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে!
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু, নেতৃনিধি যত,
রক্ষোযম ; নল, নীল, শরভ সুমতি,—
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে!
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে ;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি ;
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে। ৪০০
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি ; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে

বৈশ্বানরশ্বাসরূপে ; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী ; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী ; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি !—
মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা
বৈকুণ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে ;— ৪১০
"বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
হে রমেশ, তরাইলা বহু মূর্ত্তি ধরি ;—
কূর্ম্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম্মরূপে ; বিরাজিনু দশনশিখরে
আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা-
সদৃশী) বরাহমূর্ত্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু ! নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে।
খর্ব্বিলা বলির গর্ব্ব খর্ব্ব ছলে,
বামন ! বাঁচিনু, প্রভু, তোমার প্রসাদে ! ৪২০
আর কি কহিব, নাথ ! পদাশ্রিতা দাসী !
তেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।"
হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মুরারি,
"কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগন্মাতঃ
বসুধে ? আয়াসে আজি কে, বৎসে, তোমারে ?"
উত্তরিলা কাঁদি মহী ; "কি না তুমি জান,
সর্ব্বজ্ঞ ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি।
রণে মত্ত রক্ষোরাজ ; রণে মত্ত বলী
রাঘবেন্দ্র ; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী !
মদকল করিত্রয় আয়াসে দাসীরে ! ৪৩০
দেবতাকৃতি রথীপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে ;
আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি
করিলা প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে ;
করিলা প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে
বীরদর্পে ;—অবিলম্বে, হায়, আরম্ভিবে
কাল রণ, পীতাম্বর, স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব
এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা আমারে ?"
চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে। ৪৪০
দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে ;
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি ;
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকাররূপে ! টলিছে সঘনে
স্বর্ণলঙ্কা ! বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য ; ঊর্ম্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে ৪৫০
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী,
হুঙ্কারে ! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে !
পলাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি ;
কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,
ভয়াকুলা ; জীববৃন্দ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি ! ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে ;—
"বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি
তব পক্ষে ! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে, ৪৬০
তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে।
না হেরি উপায় কিছু ; যাহ তাঁর কাছে,
মেদিনি।" পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা
বসুন্ধরা ; "হায়, প্রভু, দুরন্ত সংহারী
ত্রিশূলী ; সতত রত নিধনসাধনে !
নিরন্তর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি।
কাল-সর্প-সাধ, সৌরি, সদা দগ্ধাইতে,
উগরি বিষাগ্নি, জীবে ! দয়াসিন্ধু তুমি,
বিশ্বম্ভর ; বিশ্বভার তুমি না বহিলে,
কে আর বহিবে, কহ ? বাঁচাও দাসীরে, ৪৭০
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে !"
উত্তরিলা হাসি বিভু, "যাও নিজ স্থলে,
বসুধে ; সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বরি
দেববীর্য্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদুঃখে দুঃখী উমাপতি।"
মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে।
কহিলা গরুড়ে প্রভু, "উড়ি নভোদেশে,
গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি ;
কিম্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি ৪৮০
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অবৃত বন, গিরি, নদ, নদী।

যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে ; গর্জ্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য ; দেববৃন্দ পশিলা সমরে।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি ৫৯০
রণরঙ্গে ; পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলিনিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে ; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী ; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী ,
কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে!
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা ;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি,—
দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি! ৬০০
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে আমি,
কি আর কহিব তার? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে,
বজ্রপাণি! তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী?"
উত্তরিলা স্বরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে,—
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি!
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী। নিজ কর্ম্মদোষে
এ রক্ষঃকুলনিধি ; কে রক্ষিবে তারে? ৬১০
...ভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
...ডভণ্ড লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
...ধনী মৈথিলীরে, শূর, অর্পিবে তোমারে
...বকুল! কত কাল অতল সলিলে
...সিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে?"
বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
...বুরাশি সম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
...দূত ; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
...ধিলা শ্রবণপথ! গগন ছাইয়া
...ড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে ৬২০
...দি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে
...ণিত! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী ;
...ড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ. নিকুঞ্জে যেমতি
... প্রভঞ্জনবলে ; পড়িল নিনাদি
...জীবাজী ; রণভূমি পূরিল ভৈরবে!

আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
চামর—অমরত্রাস। চিত্ররথ রথী
সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে,
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে।
আহ্বানিল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র ৬৩০
রথীশ্বর ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে
শতজলস্রোতোনাদে। চালাইলা বেগে
বাস্কল মাতঙ্গযূথে, যূথনাথ যথা
দুর্ব্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে ; রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে! অসিলোমা, তীক্ষ্ণ অসি করে,
বাজীরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে
বীরর্ষভ। বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্ব্বনাশী) হনু সহ আরম্ভিলা কোপে
সংগ্রাম। পশিলা রণে দিব্য রথে রথী ৬৪০
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা
বজ্রধর! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি.
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজপ্রতিমূর্ত্তি মর্ত্ত্যে। উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি : টলটল টলে
টলিলা কনক-লঙ্কা ; গর্জ্জিলা জলধি।
সৃজিলা অপূর্ব্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলী।
বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী ;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে। ৬৫০
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, ঊষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে!
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।
সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরথী,—
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সূত. একাকী,
দেখ চেয়ে! ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিত!" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি, ৬৬০
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গম্ভীরে ;
"চালাও, হে সূত, রথ যথা বজ্রপাণি
বাসব।" চলিল রথ মনোরথগতি।
পালাইল রঘুসৈন্য, পালায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,

বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে
আতঙ্কে! টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী, ৫৭০
সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে,
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,—
"শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর! লঙ্কায় তবে বৈরীদল মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে, ৫৮০
কুমার? রথীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে; দেহ পথ ছাড়ি!"
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র, "রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূরিতে!"
সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে [illegible] রণে ৫৯০
শক্তিধরে! বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা, "দেখ্ লো, সখি, চাহি লঙ্কা পানে,
তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয়! আকাশে দেখ্, পক্ষীন্দ্র হরিছে—
দেবতেজঃ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার্ কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল
সদানন্দ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে, ৬০০
স্বজনি!" চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—"সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি!"
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাসুরে। সিংহনাদে কটক কাটিয়া
অসংখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।
বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে ৬১০
রক্ষেন্দ্রে; হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী।
পালাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্ব্বুরপতি গর্ব্বে সুরনাথে;—
"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি, ৬২০
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে!
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ! অবধ্য তুমি, অমর; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব!" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্ঝনি! ৬৩০
হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে!
অমনি হরিল তেজঃ গরুড়; নারিলা
লাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী!
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু ৬৪০
অভিমানে। হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
কহিলা রাক্ষসপতি; "না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে!
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ!" নাদিলা ভৈরবে

মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে ৬৬০
শূরেন্দ্র ; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে।
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে ;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি ; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু ! যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে ; চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে ; ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে।
ধাইলা রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে। ৬৬৫
বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে,
আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু, গর্জ্জি ভীম নাদে।
যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে ; রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি
চোক্ চোক্ শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।
অধীর হইলা হনু, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে ! পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা ৬৭০
নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে
ভূষেন কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশুনিধিরে।
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজস্বী সুরথী
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে ;—
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইলা হনু।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ,—"রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে ?
ভ্রাতৃবধু তারা তোর তারাকারা রূপে ; ৬৮
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে ! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ় ? দেবর কে আছে
আর তার ?" ভীম রবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব,—"অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ ? পরদারালোভে
সবংশে মজিলি, দুষ্ট ? রক্ষঃকুলকালি
তুই, রক্ষঃ ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে !
উদ্ধারিব মিত্রবধু বধি আজি তোরে !" ৬৯০
এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অনন্তর আঁধারি ধাইল
শিখর ; সুতীক্ষ্ম শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি
তীক্ষ্মতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে ! বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি,
পালাইলা ; পালাইলা সত্রাসে চৌদিকে
রঘুসৈন্য (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে
কোলাহলে) : দেবদল, তেজোহীন এবে, ৭০০
পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে
পবন ! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি ! বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে ;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে !
দেবদত্তধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এত ক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে, ৭১০
নরাধম ? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি ?
শিখিধ্বজ শক্তিধর ? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর ? কোথা রাজা সুগ্রীব ? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি ? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র ঊর্ম্মিলা,
ভাব্ দোঁহে ! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে ; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী !
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল্য জগতে।" ৭২০
গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর ; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,—
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি, কেন ডরাইব
তোমায় ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্য কর, রথি ; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা !"
বাজিল তুমুল রণ ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে ; কাটিলা সৌমিত্রি ৭৩০

শরজাল মুহুর্ম্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে!
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, "বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই ; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!"
স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি! বজ্রনাদে উঠিলা গর্জ্জিয়া,
উজ্জ্বলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,
ভীষণারিপুনাশিনী! কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে ৭৪০
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা ; বাজিল ঝন্ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি।
গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে , রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইল ধরিতে শবে! উঠিল চৌদিকে
আর্ত্তনাদ! হাহাকারে দেবনররথী
বেড়িল সৌমিত্রি শূরে। কৈলাস-সদনে
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী,— ৭৫০
"মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি
সংগ্রামে! ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি
সুমিত্রানন্দন এবে! তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি ; লাঘবিলা রণে
বাসবের বীরগর্ব্ব ; কিন্তু ভিক্ষা করি,
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে!"
হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র শূরে—
"নিবার লঙ্কেশে, বীর!" মনোরথ-গতি,
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র ; "যাও ফিরি স্বর্ণ-লঙ্কাধামে, ৭৬০
রক্ষোরাজ! হত রিপু, কি কাজ সমরে?"
স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা।
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস ; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা ৭৭০
বন্দীবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে!
হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে। ৭৭৩
ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ।

অষ্টম সর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট ; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব , তারাদলে আইলা রজনী ;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে! নয়নজল, অবিরল বহি,
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ! শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য ,—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনু, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিষাদে!
চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে ;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে -
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে?
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভুলিলে—

হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে!
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌ সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে!
তোমার শয়নে হনু বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা; বিলাপে বিষাদে
অংগদ; বিষন্ন মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি!
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদের সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সংগে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নেব মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে?
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে!)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে—দিলা কি দেবতা
এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসারে, নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে!
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"
এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে;
উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে, ৮০
মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে।
নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে
রঘুনন্দনের দুঃখে; উৎসংগ-প্রদেশে,
ধূর্জ্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে
অশ্রুবারি, শতদলে শিশির যেমতি
প্রত্যূষে! সুধিলা প্রভু, "কি হেতু, সুন্দরি,
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে?"
"কি না তুমি জান, দেব?" উত্তরিলা দেবী
গৌরী; "লক্ষ্মণের শোকে, স্বর্ণ-লংকাপুরে, ৯০
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে।
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে!
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে
এ বিশ্বে? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ আজি
আমায়; ডুবালে নাম কলংকসলিলে।
তপোভংগ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র; তেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে?
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে!
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে!"
নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে। ১০০
হাসি উত্তরিলা শম্ভু, "এ অল্প বিষয়ে,
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি?
প্রের রাঘবেন্দ্র শূরে কৃতান্ত-নগরে
মায়া সহ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে করে
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,
আবার; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে!
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি।
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম ১১০
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ; পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।"
কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে।
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
অম্বিকায়; মৃদু স্বরে কহিলা পার্ব্বতী;—

"যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি।
কাঁদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে
আকুল ; সম্বোধি তারে সুমধুর ভাষে,
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে ; দশরথ পিতা
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি ১২০
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি। অগ্নিস্তম্ভ সম
তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জ্বলিবে
অস্ত্রবর।" প্রণমিয়া উমায় চলিলা
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দূরে
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল
তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা।
পশ্চাতে থমুখে রাখি আলোকের রেখা,
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী ১৩০
লঙ্কা পানে। কত ক্ষণে উতরিলা দেবী
যথায় সসৈন্যে ক্ষুণ্ণ রঘুকুলমণি।
পূরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে।
রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,—
"মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই ; সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে ; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া ১৪০
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ ; নির্ভয়ে, সুরথি,
পশ তাহে ; যাব আমি পথ দেখাইয়া
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।"
সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত
নেতৃনাথে, সিন্ধুতীরে চলিলা সুমতি—
মহাতীর্থ। অবগাহি পূত স্রোতে দেহ
মহাভাগ, তুষি দেব পিতৃলোক-আদি ১৫০
তর্পণে, শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা
একাকী। উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি
দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলিপুটে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পূজিলা দেবীরে।
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে
বীরেন্দ্র, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে—
কি ভয় তাহারে, দেব সুপ্রসন্ন যারে?
চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন-
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে। ১৬০
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।
কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি
কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন! দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত!
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে ; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, গ্রস্ত অগ্নিতেজে!
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে ; ১৭০
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা ; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে!
সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি—
হাহাকার নাদে কেহ ; কেহ বা উল্লাসে! ১৮০
সুধিলা বৈদেহীনাথ,—"কহ, কৃপাময়ি,
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত?
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি
পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেতু পানে?"
উত্তরিলা মায়াদেবী,—"কামরূপী সেতু,
সীতানাথ ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত ; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা!
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে ১৯০
প্রেতপুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে।
ধর্ম্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে ; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে ; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জ্বলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন!
চল মোর সাথে তুমি ; হেরিবে সত্বরে

নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।"
ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ-দেউটি সম অগ্রে কুহকিনী ২০০
উজ্জ্বলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মূরতি
যমদূত দণ্ডপাণি। গজ্জি বজ্রনাদে
সুধিল কৃতান্তচর, "কে তুমি? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে!" হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে।
নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে;—
"কি সাধ্য আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি ২১০
তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা ঊষার মিলনে!"
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি!
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে,—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে! ২২০
অস্থিচর্ম্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে ২৩০
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা!
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে।
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাসি কাসি দিবানিশি · হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি;
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী ২৪০
শুভ্রজলরয়রূপে! তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্ম্মুহুঃ; অঙ্গগ্রহ নামে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রাহিছে প্রবলে
ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে,
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে! অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা। কভু হীনবলা।
বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত; কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা ২৫০
কালী! কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা; কভু বা কাঁদে; কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ন অস্ত্রে; গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে,
গলে দড়ি! কভু ধিক্! হাব ভাব-আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে!
কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে! ২৬০
আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে?
দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে
(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে,)
রণে! রথমুখে বসে ক্রোধ সূতবেশে!
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে! দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গপাণি;
উর্দ্ধবাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে!
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু দুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি
ভয়ঙ্কর! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি সুভাষে ২৭০
কহিলেন মায়াদেবী—"এই যে দেখিছ
বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি,
নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমণ্ডলে
অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি
মৃগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতান্ত-নগরে,
সীতাকান্ত; দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে!
দক্ষিণ দুয়ার এই; চৌরাশি নরক-
কুণ্ড আছে এই দেশে! চল ত্বরা করি।"

পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী, ২৮০
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত ; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে !
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ , ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল , মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি , দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে।
কত ক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ , জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি ! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী ২৯০
ছটফটি হাহাকারে ! "হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয়, সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু ? হা দারুণ, কেননা মরিনু
জঠর অনলে মোরা মায়ের উদরে ?
কোথা তুমি, দিনমণি ? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু ? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে দেব ? কোথা সুত দারা
আত্মবর্গ , কোথা হায় অর্থ, যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ?" ৩০০
এইরূপে পাপী প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্মুহুঃ। শূন্যদেশ অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভরা বাণী ভৈরব নিনাদে
"বৃথা কেন, মূঢ়মতি নিন্দস্ বিধিরে
তোরা ? স্বকর্ম্ম ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে।
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু ?
সুবিধি দিলেন বিধি বিদিত জগতে।"
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক প্রদেশে
কাটে কৃমি ; বজ্রনখা মাংসাহারী পাখী ৩১০
উড়ি পড়ি জলদেহে ছিঁড়ে নাড়ী ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে ! আর্ত্তনাদে পুরে দেশ পাপী।
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি,—
"রৌরব এ হ্রদ নাম শুন রঘুমণি
অগ্নিময় ! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি
তার চিরবাস হেথা ; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে ,
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে !
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে, ৩২০
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর ; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জ্বলে নিত্য ! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে ! ওই শুন, রথি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি ! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি !
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে ৩৩০
চিরবন্দী !" করপুটে কহিলা নৃপতি
"ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে ! মরির এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ ! হায়, মাতঃ এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে ? অসহায় নর , কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে ?" উত্তরিলা মায়া -
"নাহি বিষ মহেষ্বাস, এ বিপুল ভবে
না দমে ঔষধ যারে ! তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে কে বাঁচায় তারে ? ৩৪০
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা ,—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে !
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি
হে রথি, বিরত তুমি চল এই পথে !
কত দূরে সীতাকান্ত পশিলা কাননে
নীরব অসীম দীর্ঘ , নাহি ডাকে পাখী
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে
না ফোটে কুসুমাবলী—বনসুশোভিনী।
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু রোগীহাস্য যথা।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িলা
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে
"কে তুমি শরীরি ? কহ কি গুণে আইলা
এ স্থলে ? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি।
কহ কথা , আমা সবে তোষ, গুণমণি !
বাক্য-সুধা-বরিষণে ! যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াক নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,

বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে!"
উত্তরিলা রক্ষোরিপু, "রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল; দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী;
রাম নাম ধরে দাস; হায়, বনবাসী
ভাগ্য-দোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্তপুরে।"
উত্তরিল প্রেত এক, "জানি আমি তোমা,
শূরেন্দ্র; তোমার শরে শরীর ত্যজিনু ৩৭০
পঞ্চবটীবনে আমি!" দেখিলা নৃমণি
চমকি মারীচ রক্ষে—দেহহীন এবে!
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র, "কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে?"
"এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি,
রঘুরাজ!" উত্তরিলা শূন্যদেহ প্রাণী,
"সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম!" আইল দূষণ
সহ খর, (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি
সমরে, সজীব যবে,) হেরি রঘুনাথে, ৩৮০
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা দূরে,
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা! সহসা পূরিল
ভৈরব আরবে বন, পালাইল দ্রুত
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা
ধাইলে প্রবল ঝড়! কহিলা শূরেশে
মায়া, "এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি,
নানা কুণ্ডে করে বাস; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে ৩৯০
নিজ নিজ স্থানে সবে!" দেখিলা বৈদেহী-
হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে,
পশ্চাতে ভীষণ-মূর্ত্তি যমদূত; বেগে
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে
ঊর্দ্ধশ্বাস! মায়া সহ চলিলা বিষাদে
দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে।
কত ক্ষণে আর্ত্তনাদ শুনিলা সুরথী
শিহরি! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা ৪০০
আকাশে! কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলী,
কহিছে, "চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলি,
উন্মদা যৌবনমদে!" কেহ বিদারিছে
নখে বক্ষঃ, কহি, "হায়, হীরামুক্তা ফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে;
কি ফল ফলিল পরে!" কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়নদ্বয়, (নির্দ্দয় শকুনি
মৃতজীব-আঁখি যথা) কহিয়া, "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি ৪১০
চৌদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে!
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?"
চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া।—
পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-প্রদেশে
স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি-সম;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; দুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে;
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ। ৪২০
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা, "এই যে
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বনস্থলী কামী-মনঃ মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা! এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়?" অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি, "এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়!" কাঁদি ঘোর রোলে
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে। ৪৩০
আবার কহিলা মায়া;—"পুনঃ দেখ চেয়ে
সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু," দেখিলা নৃমণি
আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে!
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী,
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে,
মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে!
দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে
গ্রীবাদেশ; সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূতার কাঁচলি
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে ৪৪০
কামীর! সুক্ষীণ কটি; নীল পট্টবাসে,
(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি
আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে,

উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জল-কেলি করে তারা যবে।
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা ;
মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে।
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।
রূপস পুরুষদল আর এক পাশে ৪৫০
বাহিরিল মৃদু হাসি ; সুন্দর যেমতি
কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্ত্তিকেয় বলী,
কিম্বা, রতি, মনমথ, মনোরথ তব!
হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি
কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,—
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে।
তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল।
হারিল পুরুষ রণে ; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি? ৪৬০
বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে,
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে!
সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে!
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত, পদাঘাতে।
ছিঁড়ি চুল, কুঁড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি
বজ্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী। ৪৭০
যুঝিল উভয়ে ঘোরে যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি
বিরাটে। উতরি তথা যমদূত যত
লোহের মুদ্গর মারি আশু তাড়াইলা
দুই দলে। মৃদুভাষে কহিলা সুন্দরী
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে ;—
"জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল
পুরুষ ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পূরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে, ৪৮০
বর্জ্জি লজ্জা :—দণ্ড এবে এই যমপুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে,
মরু-ভূমে ; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে ; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে ; মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী
মরু-ভূমে নরকাগ্রে ; বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে ; ৪৯০
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কামানল-রূপে
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিনু তোমারে—
এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে!"—
মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি,
"কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিতে?
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।"
হাসিয়া কহিলা মায়া, "অসীম এ পুরী, ৫০০
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে, শূর, আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ! পূর্ব্বদ্বারে সুখে
পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল ; স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে ; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে। ৫১০
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা!
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে ;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা!
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা ; উত্তর দুয়ারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে। ৫২০
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি!"
উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে।
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত
বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে!
তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি

তুষার ; কেহ বা গর্জ্জি উগরিছে মুহুঃ
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভস্মে, পূরি কোলাহলে
চৌদিক্! দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি ৫০০
তাড়াইছে বালিবৃন্দে উর্ম্মিদলে যেন!
দেখিলা তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ
অকূল ; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি ; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি , করে কেলি তাহে
ভীষণ-মূরতি ভেক, চীৎকারি গম্ভীরে!
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী
শেষ যথা ; হলাহল জ্বলে কোন স্থলে ;
সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি।
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে ৫৪০
বিলাপি! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে,
ভীষণদশন কীট! আগুন ভূতলে,
শূন্যদেশে ঘোর শীত! হায় রে, কে কবে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে!
দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরথী।
নিকটয়ে তট যবে, যতনে কান্ডারী
দিয়া পাড়ী জলার্ণবে, আশু ভেটে তারে
কুসুমবনর্জ্জিত পরিমলসখা
সমীর ; জুড়ায় কান শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব, জলবব সহ :— ৫৫০
ভাসে সে কান্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে।
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
বাদ্যধ্বনি। চারি দিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী
কনক-প্রসূন-পূর্ণ :– সুদীর্ঘ সরসী,
নবকুবলয়ধাম! কহিলা সুস্বরে
মায়া "এই দ্বারে, বীর, সম্মুখসংগ্রামে
পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের! কাননপথে চল ভীমবাহু, ৫৬০
দেখিবে যশস্বী জনে, সঞ্জীবনী পুরী
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি
সৌরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ
উজ্জ্বলে।" কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে,
অগ্রে শূলহস্তে মায়া! কত ক্ষণে বলী
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র—রঙ্গভূমিরূপে।
কোন স্থলে শূলকুল শালবন যথা
বিশাল ; কোথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী
মণ্ডিত রণভূষণে ; কোথায় গরজে ৫৭০
গজেন্দ্র! খেলিছে চর্ম্মী অসি চর্ম্ম ধরি ;
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি ;
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন।
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে,
বীরকুলসংকীর্ত্তনে। মাতি সে সঙ্গীতে,
হুঙ্কারিছে বীরদল ; বর্ষিছে চৌদিকে,
না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি,
সুসৌরভে পূরি দেশ। নাচিছে অপ্সরা ;
গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি। ৫৮০
কহিলা রাঘবে মায়া, "সত্যযুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি!
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে ; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চন্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলীশম্ভুনিভ পরাক্রমে ;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী ;
ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে ;— ৫৯০
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ-উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ।" সুধিলা সুমতি
রাঘব, "কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক (রণে
নরান্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ-শূরে?"
উত্তরিলা কুহকিনী, "অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি।
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে ৬০০
যতনে ;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে
সুবীর ; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে ; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি।"
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে
তেজস্বী ; কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী,

ঝল ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি,
আভরণ! করে শূল, গজপতিগতি।
অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে, ৬১০
সুধিলা,—"কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘুকুলচূড়ামণি? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে;
কিন্তু দূর কর ভয়; এ কৃতান্তপুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালি।" সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি
রথীন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানাথে! কহিলা হাসিয়া
বালি, "চল মোর সাথে, দাশরথি রথি! ৬২০
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে
সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃসখা তব!
পরম পীরিতি রথী পাইবেন হেরি
তোমায়! জীবনদান দিলা মহামতি
ধর্ম্মকর্ম্মে—সতী নারী রাখিতে বিপদে;
অসীম গৌরব তেঁই! চল ত্বরা করি।"
জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, "কহ, কৃপা করি,
হে সুরথি, সমসুখী এদেশে কি তোমা
সকলে?" "খনির গর্ভে" উত্তরিল বালি, ৬৩০
"জনমে সহস্র মণি, রাঘব; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে;—
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি?"
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দুজনে।
বন্য বনে, বহে যথা পীযূষসলিলা
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি,
জটায়ু, গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, বিবিধ-রতনে
খচিত আসনাসীন! উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি! পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি ৬৪০
উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে!
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে
বাসন্ত! আদরে বীর কহিলা রাঘবে,—
"জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্রপুত্র! ধন্য তুমি! ধরিলা তোমারে
শুভ ক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী!
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব!
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি, ৬৫০
রণ-বার্ত্তা! পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি
রাবণ?" প্রণমি প্রভু কহিলা সুস্বরে,—
"ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে,
বিনাশিনু বহু রক্ষে; রক্ষঃকুলপতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে।
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি,
অনুজ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি! কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি?"
কহিলা জটায়ু বলী, "পশ্চিম দুয়ারে ৬৬০
বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে;
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি!"
বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি,
বহু স্বর্ণ-অট্টালিকা; দেবাকৃতি বহু
রথী; সরোবরকূলে, কুসুমকাননে,
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে;
কিম্বা নিশাভাগে যথা খদ্যোত, উজলি
দশ দিশ! দ্রুতগতি চলিলা দুজনে। ৬৭০
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে।
কহিলা জটায়ু বলী, "রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী! সশরীরে শিবের আদেশে,
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু
পিতৃপদ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি
নিজস্থানে, প্রাণীদল।" গেলা চলি সবে
আশীর্ব্বাদি। মহানন্দে চলিলা দুজনে।
কোথায় হেমাংগগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী! বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি! ৬৮০
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে
শ্যামভূমি; তাহে সরঃ, খচিত কমলে!
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে।
বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে, "পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘুমণি!
হিরন্ময়; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
মরকতপত্রছত্র দীর্ঘশিরোপরি,

ক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি, ৬৯০
গ সুদক্ষিণা সাধ্বী! পূজ ভক্তিভাবে
শের নিদান তব। বসেন এ দেশে
ণ্য রাজর্ষিগণ,—ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
ষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।
সরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু!"
অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
পতির পদতলে ; সুধিলা আশীষি
লীপ, "কে তুমি? কহ, কেমনে আইলা
রীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি?
চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে ৭০০
সিল হৃদয় মম!" কহিলা সুস্বরে
দক্ষিণা, "হে সুভগ, কহ ত্বরা করি,
তুমি? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
রিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
খি মম, হেরি তোমা! কোন্ সাধ্বী নারী
ভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি!
বকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
ন বন্দ আমা দোঁহে? দেব যদি নহ,
ন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেবরূপে?"
উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলিপুটে,— ৭১০
বনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব,
র্ষি, ভুবন জিনি জিনিলা স্ববলে
বিজয়ী. অজ নামে তাঁর জনমিলা
ব—বসুধাপাল ; বরিলা অজেরে
মতী ; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
থ মহামতি ; তাঁর পাটেশ্বরী
শল্যা ; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে।
মিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষ্মণ কেশরী,
ম—শত্রুঘ্ন রণে! কৈকেয়ী জননী
ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে!" ৭২০
উত্তরিলা রাজ-ঋষি, "রামচন্দ্র তুমি,
াকু কুলশেখর, আশীষি তোমারে!
নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়ে আকাশে,
র্ত্তিমান্! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
গুণে গুণিশ্রেষ্ঠ! ওই যে দেখিছ
গিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
ক্ষ নামেতে বট বৈতরণীতটে।
মূলে পিতা তব পূজেন সতত
রাজে তব হেতু ; যাও, মহাবাহু, ৭৩০
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।"
বন্দি চারণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি,
বিদায়ি জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণগিরি দেশে
সুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
বৈতরণী নদীতীরে, পীযূষসলিলা
এ ভূমে ; সুবর্ণ-শাখা, মরকত পাতা,
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে?
দেবারাধ্য তরুরাজ, [illegible] প্রদায়ী। ৭৪০
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজ[illegible], প্রসরি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
কহিলা, "আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? পাইনু কি আজি
তোরে, হারাধন মোর? হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র? [illegible] যথা গ[illegible] অ[illegible]তে [illegible]
তেব শোকে দেহত্যাগ [illegible] অকালে।
মুদিনু [illegible], হায়, হৃদয়[illegible]নে। ৭৫০
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই! তেঁই সে ঘটিল
এ ঘটনা ; তেঁই, হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবনকাননশোভা আশালতা মম
মত্ত মাতঙ্গিনীরূপে।" বিলাপিলা বলী
দশরথ ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, "অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে ; কে তারে রাখিবে
এ বিপদে? এ নগরে বিদিত যদ্যপি ৭৬০
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিঙ্কর! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি! না পাইলে তারে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ!" কাঁদিলা নৃমণি
পিতৃপদে ; পুত্রদুঃখে কাতর, কহিলা
দশরথ,—"জানি আমি, কি কারণে তুমি ৭৭০
আইলে এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পূজি

ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমার মঙ্গল হেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
হেমলতা ; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব ৬৮০
আশুগতিপুত্র হনু, আশুগতিগতি ;
প্রের তারে, মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জনসম।
নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে ; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি
তব শরে ; রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে ;—
কিন্তু সুখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব!
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি, ৬৯০
পুরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে!
মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে ;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।
"অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে ; প্রের ত্বরা বীর হনুমানে ;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে ;—
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।"
আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে।
পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে, ৭০০
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম ,—বৃথা!
নারিলা স্পর্শিতে পদ! কহিলা সুস্বরে
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে ,—
"নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ এবে যা দেখিছ
প্রাণাধিক! ছায়া মাত্র! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।—
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।"
প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি,
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উত্তরিলা বলী ৭১০
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী ;
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে। ৭১২

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী ন
অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী ; জয় রাম নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।
কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে
সাগরকল্লোলসম! বিস্ময়ে সুরথী
সুধিলা সারণে লক্ষি,—"কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে?
কহ শীঘ্র! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল!
অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে
যে রাম ; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে ; বাঁচিল যে দুইবার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে?
কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে?"
কর পুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে!—
"কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে,
রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি,
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে ; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীরমদে ;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যূথনাথে!"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সুরথী
লঙ্কেশ,—"বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি!
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায়? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে

কর্ব্বুর-গৌরব-রবি ! মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর ! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে ? ৪০
আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভবতলে ?—
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব,—কহিও শূরে,—'রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরভাব পরিহরি রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল রঘুপতি ;—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে ৫০
বীরযোনি স্বর্ণলংকা ! ধন্য বীরকুলে
তুমি ! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি !
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;
পরমনোরথ আজি পুরাও, সুরথি।
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর রামের শিবিরে।'

বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে, সঙ্গীদল সহ,
চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত।
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে ৬০
চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে।

শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি,
আনন্দ সাগরে মগ্ন ; সম্মুখে সৌমিত্রি
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিহনে
নবরস ; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায় ; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
প্রফুল্ল ! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী
মিত্র, আর নেতৃ যত—দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে—
দেবেন্দ্রে বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী !
কহিল সংক্ষেপে বার্ত্তা বার্ত্তাবহ ত্বরা ;—৭০
"রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবিরদ্বারে, সঙ্গীদল সহ ;—
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি।"

আদেশিলা রঘুবর, "আন ত্বরা করি,
বার্ত্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে ?"
প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা—
(বন্দি রাজপদযুগ) "রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—'তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে ৮০
সপ্তদিন, বৈরভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি ;—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলংকা ! ধন্য বীরকুলে
তুমি ! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি ;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;—
পরমনোরথ আজ পুরাও, সুরথি।' ৯০

উত্তরিলা রঘুনাথ,—"পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব ; তবু তার দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে !
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয় ? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে !
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর ! যাও ফিরি স্বর্ণ-লংকাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি
সসৈন্যে। কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে, ১০০
ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্ম্মিক।" এতেক কহি নীরবিলা বলী।

নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি ;—
"নরকুলোত্তম তুমি রঘুকুলমণি ;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে !
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি !
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে ?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ;
নরদলপতি তুমি, রাঘব ! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে ! ১১০
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহে দোঁহে রিপুভাবে !
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি ; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু ;
খগেন্দ্র নগেন্দ্রবৈরী ; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে ?"

প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সত্বরে
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে,

তিতিয়া বসন, মরি, নয়ন-আসারে,
শোকার্ত্ত ! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি ১২০
নেতাবৃন্দে ; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে।

যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে। মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলি,—
"কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে
এ দুদিন পুরবাসী ? শুনিনু সভয়ে ১৩০
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে ;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দূরে বীরপদভরে ; দেখিনু আকাশে
অগ্নিশিখাসম শর ; দিবা-অবসানে,
জয় নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে !
কে জিনিল ? কে হারিল ? কহ ত্বরা করি,
সরমে আকুল মনঃ হায় লো, না মানে
প্রবোধ ! না জানি হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে ?
না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে। ১৪০
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা,
করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা ! আর চেড়ী রোধিল তাহারে ;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি !
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে !"

কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে ;—
"তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিত। তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি, ১৫০
কর্ব্বুর-ঈশ্বর বলী। কাঁদে মন্দোদরী ;
রক্ষঃকুল-নারীকুল আকুল বিষাদে ;
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে !"

উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,—"সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ, সদা লো এ পুরে !
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভ ক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী ১৬০
ধরিলা সুগর্ভে, সই ! এত দিনে বুঝি
কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায় ! একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লংকাধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে ?
কিন্তু শুন কান দিয়া ! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি।"—কহিলা সরমা
সুবচনী,—"কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি ! সপ্ত দিবানিশি ১৭০
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরিভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে ;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র। দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা !
প্রমিলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি ! হর-কোপানলে,
হে দেবী, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে ?" ১৮০

কাঁদিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রুনীরে
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা—সজল আঁখি, সম্ভাষি সখীরে ;—
"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায় অমংগলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা !
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী !
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি ১৯০
লক্ষ্মণ ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান ! হ্যাদে দেখ হেথা—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে ;
মরিবে দানববালা অতুল এ ভবে
সৌন্দর্য্যে ! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুখাল
হেন ফুল!" "দোষ তব,"—সুধিলা সরমা, ২০০

মুছিয়া নয়নজল—"কহ কি, রূপসি ?
ক ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
ঙিয়া রসালরাজে ? কে আনিল তুলি
াঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষসদেশে ?
নজ কর্ম্মদোষে মজে লংকা-অধিপতি !
ার কি কহিবে দাসী ?" কাঁদিলা সরমা
াকে ! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে,
াঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে।

খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে ।
াহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে, ২১০
ৗষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
জপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
রবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
রপৃষ্ঠে পুরে দেশ গম্ভীর আরবে।
ব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে ;
ারীরাঙ্গী সহ গজ ; রথীবৃন্দ রথে
ৃগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে !
 দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
বানন্দে রক্ষোদল ! ঝক ঝক ঝকে
র্ণ-বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি ! রবিকরতেজে ২২০
াভে হৈমধ্বজদণ্ড, শিরোমণি শিরে ;
সকোষ সারসনে ; দীর্ঘ শূল হাতে ;
ালিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে !

বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
াক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিদ্যাধরী,
বেশে ;—কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
ান বদন, মরি, শশিকলাভাবে
া যথা ! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
তি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে !
হ্বাসিছে কোন বামা ; কেহ বা কাঁদিছে২৩০
রবে ; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
নময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
ালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে !
রে, কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা !
থা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
ভেদী ? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
াপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
ত যথা ! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
করী ; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
ব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে। ২৪০
ীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে,—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত, মরি অমূল্য রতনে !
সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দোঁহে। সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি ! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গসম !
ছড়াইছে খই, কড়ি, স্বর্ণমুদ্রা আদি
অর্থ দাসী ; সকরুণে গাইছে গায়কী ;
পেশল-উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী ! ২৫০

বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে ; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে ;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে !—কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান ! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা-
আদি অস্ত্র ; সুকবচ, সৌরকর-রাশি- ২৬০
সদৃশ কিরীট ; আর বীরভূষা যত।
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু ! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে।

সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী ! ২৭০
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কংকণ মৃণালভুজে ; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর ; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে।
হায় রে কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে ? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে, ২৮০
পঙ্কজিনি ? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি

শোভে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে !
শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা,
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতারে, কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে !
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ;
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি ; ২৯০
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুংকুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে ; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে ;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী ;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে !

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা ৩০০
রাবণ ;—বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে ;—
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বনিতা,
বৃদ্ধ, শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে !
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে ;৩১০
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে !

কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি
যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে। সাবধানে যাও, হে সুরথি !
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে !
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার লক্ষ্মণ-শরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে বর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ ! রাজচূড়ামণি, ৩২০
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষস,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে !"

দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল ;—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা,
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্ধ তারকারি
সেনানী ; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী,
মৃগে বায়ুকুলরাজ ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত ; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি ;৩০০
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে ; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী। রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।

উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে। ৩৪০
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে ৩৫০
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে !
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি ! মায়েরে মোর"—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল ! নীরবিলা সতী ;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে !

মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে ! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি
তাঁর সাথে ;—৩৬০
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব, সখি ? ভুল না লো তারে
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে !"

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন !)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম করবী-প্রদেশে ।
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি ;
স রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব ! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে । ৩৭০
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন ; কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি ; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতোক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে ; যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে !
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;
ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব ৩৮০
মহাযাত্রা ! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে !
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ ! বৃথা আশা ! পূর্ব্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে !
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে !
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,-৩৯০
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি কয়ে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে !
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?" ৪০০

অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে !
লড়িল মস্তকে জটা ; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ ; ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে ; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে !
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে !
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব ; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে ;—
"কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে? ৪১০
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে ;
নহে দোষী রঘুরথী ! তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে, নাথ কর ভস্ম আগে
আমায় ।" চরণযুগ ধরিলা জননী ।
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জ্জটি ;—
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে ! জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি ! তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষ্মণে ।"
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী ;-৪২০
"পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতি ।"
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে !
সহসা জ্বলিল চিতা । সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি ! বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে ;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে !
উঠিল গগনপথে রথবর বেগে ; ৪৩০
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি ;
পূরিল বিপুলে বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে !
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস । পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে !
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে ।—
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে ৪৪০
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে ।
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে । ৪৪৩

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংস্ক্রিয়া নাম
নবমঃ সর্গঃ ।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।

"গোপীভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা—
উন্মত্তেব—" পদাঙ্কদূত।

শ্রী আর্, এম্, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী
কর্ত্তৃক বাহির মৃজাপুর ১৩ সংখ্যক
ভবনে মুদ্রিত।
১৮৬১

বিজ্ঞাপন

কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়ের কাব্যাদি রচনা করিবার যে প্রকার অদ্ভুতশক্তি, তাহা তৎপ্রণীত অত্যল্প কাল-সম্ভূত "শর্ম্মিষ্ঠা", "পদ্মাবতী" ও "কৃষ্ণকুমারী" নাটক, "একেই কি বলে সভ্যতা ?," "বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া," অমিত্রাক্ষর "তিলোত্তমাসম্ভব" এবং "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করিতেছে ; আমি তাহার কি বর্ণন করিব ? তিনি শেষোক্ত দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া যে বাংগলা ভাষায় একটি নূতন কাব্য রচনাব পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

তাঁহার অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে যাদৃশ অনুরাগ মিত্রাক্ষরে কিছু সেরূপ নাই বটে ; তথাপি তিনি যে প্রণালীতে এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মিত্রামিত্র উভাত্মক অক্ষরেই তদ্রচনার ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণেব লীলা বিষয়ে শ্রীমতী রাধিকার প্রেম প্রসংগে অনেকেই অনেক প্রকার কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু বাংগলা ভাষায় এরূপ নূতন ছন্দ ও সুমধুর নবভাব পরিপূরিত কবিতা এ পর্যন্ত কেহই রচনা করেন নাই বোধ হয়।

সদযহৃদয কবিবব দত্তজ মহোদয স্বীয় বদান্যতা ও ঔদার্য্যগুণে এই গ্রন্থখানির স্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করিয়া এককালে আমাকে দান করিয়াছেন। আমি তদীয় দাতৃত্ব ও মহত্বগুণ দ্বারা এই গ্রন্থখানি কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকাব করত কবরডাংগাস্থিত শ্রীযুক্ত আর এম্‌. বসু কোম্পানী দ্বারা এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম।

আপাততঃ এই গ্রন্থখানির 'বিরহ' বিষয়টি ১৮টি প্রস্তাবে প্রথম সর্গে প্রকাশিত হইল ; যদি পাঠকমণ্ডলীর নিকটে কাংগালিনী ব্রজাংগনাকে সুমধুরভাষিণীরূপে সমাদৃত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে গ্রন্থকারের শ্রমসাফল্য এবং প্রকাশকের ব্যয়ের সার্থকতা জ্ঞান করত সোৎসুকচিত্তে শ্রীনন্দেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সম্মিলন, সম্ভোগাদি ক্রমশঃ সর্গান্তর হইতে সর্গান্তরে প্রকটনপূর্ব্বক ব্রজাঙ্গনাকে সর্ব্বাংগ-সৌষ্ঠবান্বিতা করিতে যত্নবান্ হইব ইতি।

কলিকাতা

২৮ আষাঢ় ১২৬৮।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত

পুনশ্চঃ গ্রন্থের স্বত্বাধিকার রক্ষার জন্য যে রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, সেই নিয়মানুসারে এই গ্রন্থখানি রেজেস্টরী করিলাম।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

[বিরহ]

১। বংশী-ধ্বনি

১

নাচিছে কদম্বমূলে,
বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ !
চল সখি, ত্বরা করি
দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন !
চাতকী আমি স্বজনি,
শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরয ধরি থাকি লো এখন ?
যাক্ মান্, যাক্ কুল,
মন তরী পাবে কূল ;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ।

২

মানস সরসে, সখি,
ভাসিছে মরাল, রে,
কমল কাননে !
কমলিনী কোন্ ছলে,
থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে ?
যে যাহারে ভাল বাসে,
সে যাইবে তার পাশে—
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে ?
যদি অবহেলা করি,
রুষিবে শম্বর-অরি ;
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে।

৩

ওই শুন, পুনঃ বাজে
মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী !
সুমন্দ মলয় আনে
ও নিনাদ মোর কানে—
আমি শ্যাম-দাসী।
জলদ গরজে যবে,
ময়ূরী নাচে সে রবে ;—
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি ?
সৌদামিনী ঘন সনে,
ভ্রমে সদানন্দ মনে ;—
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী ?

৪

ফুটিছে কুসুমকুল
মঞ্জু কুঞ্জবনে, রে,
যথা গুণমণি !
হেরি মোর শ্যামচাঁদ,
পীরিতের ফুল-ফাঁদ,
পাতে লো ধরণী !
কি লজ্জা ! হা ধিক্ তারে,
ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী ?
চল, সখি, শীঘ্র যাই,
পাছে মাধবে হারাই,—
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো স্বজনি ?

৫

সাগর উদ্দেশে নদী
ভ্রমে দেশে দেশে, রে.
অবিরাম গতি ;—
গগনে উদিলে শশী,
হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী ;
আমার প্রেম-সাগর,
দুয়ারে মোর নাগর,

তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি !
আমার সুধাংশু নিধি—
দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ আঁধারে আমি ? ধিক্ এ সুকতি !

৬

নাচিছে কদম্বমূলে,
বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি,
দেখিগে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন !
মধু কহে ব্রজাঙ্গনে,
স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন !
যৌবন মধুর কাল,
আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।

২ জলধর

১

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে !
সুগন্ধ-বহ-বাহন,
সৌদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে !
ইন্দ্র-চাপ রূপ ধরি,
মেঘরাজ ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে !

২

লাজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন !
মদন উৎসবে এবে,
মাতি ঘনপতি সেবে
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন !
চপলা চঞ্চলা হয়ে,
হাসি প্রাণনাথে লয়ে
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন !

৩

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকা রব করি,
হেরি ব্রজ কুঞ্জবনে,
রাধা রাধাপ্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুল সুন্দরী !
উড়িতেছে চাতকিনী
শূন্যপথে বিহারিণী
জয়ধ্বনি—করি ধনী জলদ-কিঙ্করী !

৪

হায় রে কোথায় আজি শ্যাম জলধর।
তব প্রিয় সৌদামিনী,
কাঁদে নাথ একাকিনী
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর ?
রত্নচূড়া শিরে পরি,
এস বিশ্ব আলো করি,
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর !

৫

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশ্বর
যাবে কাঁদি দেশান্তর,
আখণ্ডল-ধনু লাজে পালাবে অমনি ;
দিনমণি পুনঃ আসি
উদিবে আকাশে হাসি ;
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী।

৬

নাচিবে গোকুল নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয়-হিল্লোলে
সরসী-রূপসী-কোলে,
রুণু রুণু মধু বোলে বাজায়ে কিঙ্কিণী !
বসাইও ফুলাসনে
এ দাসীরে তব সনে
তুমি নব জলধর এ তব অধীনী !

৭

অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী ?
আর কি পাইব তারে
সদা প্রাণ চাহে যারে

পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি ?
মধু কহে হে কামিনী,
আশা মহামায়াবিনী !
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি ?

৩. যমুনাতটে

১

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ?

২

তপনতনয়া তুমি ; তেঁই কাদম্বিনী
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে ;
জন্ম তব রাজকুলে, (সৌরভ জনমে ফুলে)
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে ?
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী ?

৩

এস, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে !
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে ;
তব কূলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে !

৪

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ !
ছিঁড়িয়াছি ফুল-মালা জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দন চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন !
আর কি এ সবে সাদ আছে গো রাধার ?

৫

তবে যে সিন্দুরবিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে !
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম
জ্বলিছে এ রেখা আজি—কহিনু তোমারে—
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে !

৬

বসো আসি, শশিমুখি, আমার আঁচলে,
কমল আসনে যথা কমলবাসিনী !
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিণি !
এস গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে !

কি আশ্চর্য্য ! এত করে করিনু মিনতি,
তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি ?
এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে,
তুমিও কি ঘৃণিলা গো রাধায়, স্বজনি ?
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতস্বতি ?

হায় রে তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি ?
ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি !
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি !

মৃদু হাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে,
মনোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী।
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুসুমদাম কবরী, তুমি বিনোদিনী,
দ্রুতগতি পতিপাশে যাও কলরবে।

১০

হায় রে এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার ?
কে জানে এ ব্রজজনে রাধার যাতন ?
দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন,
নলিনী যেমনি জ্বলে—এত জ্বালা কার ?

১১

উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবতি,
কিন্তু পর-দুঃখে দুঃখী না হয় যে জন,
বিফল জনম তার, অবশ্য সে দুরাচার।

মধু কহে, মিছে ধনি করিছ রোদন,
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি ?

৪. ময়ূরী

১

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী !
আহা ! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি ?

২

আয়, পাখি, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে ;
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে ?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ?
তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে !

৩

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে !
স্বর্ণবর্ণ শক্র-ধনু— রতনে খচিত তনু—
চূড়া শিরোপর ;
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর !

৪

কিন্তু ভেবে দেখ্ লো কামিনি,
মম শ্যাম-রূপ অনুপম ত্রিভুবনে !
হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি,
করে, রে শিখিনি !
যার আঁখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে কেন রাধা কুলকলঙ্কিনী !

৫

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী ?
আহা ! কে না ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে ?
মধু কহে, যা কহিলে, সত্য বিনোদিনি !

৫. পৃথিবী

১

হে বসুধে, জগৎজননি !
দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে !
যবে দশানন অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা বরাননে।
তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকি-রমণি।

২

হে বসুধে, রাধা বিরহিণী !
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে ?
শ্যামের বিরহানলে, সুভগে, অভাগা জ্বলে,
তারে যে কর না তুমি মনে ?
পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জ্বালা,
হায়, এ কি রীতি তব, হে ঋতুকামিনি !

৩

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
কিন্তু সে কি বিরহ-অনল, বসুন্ধরে ?
তা হলে বন-শোভিনী
জীবন যৌবনতাপে হারাত তাপিনী—
বিরহ দুরূহ দুহে হরে !
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !

৪

আপনি তো জান গো ধরণি
তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি !
তার শুভ আগমনে
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে—
কামে পেলে সাজে যথা রতি !

অলকে ঝলকে কত ফুল-রত্ন শত শত !
তাহার বিরহ দুঃখ ভেবে দেখ, ধনি !

৫

লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী।
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমন্তিনি ?
অনন্ত, জলধি নিধি—
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধু বিলাসিনী !
শ্যাম মম প্রাণ স্বামী—শ্যামে হারায়েছি আমি,
আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী ?

৬

হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে ?
বসন্তরাজ বিহনে
কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে !
মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈরয ধরি,
কালে মধু বসুধারে করে মধুদান।

৬. প্রতিধ্বনি

১

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে ?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাকে এ বিরলে,সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে !

২

কুমুদিনী কায়, মনঃ সঁপে শশধরে—
ভুবনমোহন !
চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুধা আশে,
নিশি হাসি বিহারয়ে লযে সে রতন ;
এ সকল দেখিযা কি কোপে কুমুদিনী ?
স্বজনী উভয় তার —চকোরী, যামিনী !

৩

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ-নন্দিনী !
পর্ব্বত গহন বনে, বাস তব, বরাননে,
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি !
নিরাকারা ভাব ত, কে না জানে তোমারে ?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে ?

৪

জানি আমি, হে স্বজনি, ভাল বাস তুমি,
মোর শ্যামধনে।
শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে !
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, সুন্দরি !

৫

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশসম্ভবে,
ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজি হাহাকার রবে !
কত যে কাঁদে রাধিকা কি কব, স্বজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ রজনী !

৬

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি দুই জনে
রাধা-বিনোদন ;
যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন !
কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে !

৭

না উত্তরি মোরে, বামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল ?
জানি পরিহাসে রত, রঙ্গিণি, তুমি সতত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল ?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ, কাঁদে ; হাস হাসে, মাধব-রমণি !

৭. উষা

১

কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
হে সুর-সুন্দরি !
কুমুদ মুদয়ে আঁখি কিন্তু সুখে গায় পাখী,
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী ;
বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি !

২

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণপতি !
ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি,
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি !
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, আঁধা, আজি গো শ্যামের রাধা,
ঘুচাও আঁধার তার, হৈমবতি সতি !

৩

হায়, উষা, নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভুলিয়া,
ভেবেছিনু তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রজনী,
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া !
ভেবেছিনু কুঞ্জবনে পাইব পরাণধনে,
হেরিব কদম্বমূলে রাধা বিনোদিয়া !

৪

মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে,
কুসুমকামিনী ;
আন মন্দ সমীরণে বিহারিতে তার সনে,
রাধা বিনোদনে কেন আন না, রঙ্গিণি ?
রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি ?
সাজাও আনিয়া তাঁরে রাধা বিরহিণী !

৫

ভালে তব জ্বলে, দেবি, আভাময় মণি—
বিমল কিরণ ;
ফণিনী নিজ কুন্তলে পরে মণি কুতূহলে—
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন !
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে—
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুসূদন !

৮, কুসুম

১

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
ব্রজের বালা ?

২

আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী ?
কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী ?
অলি বঁধু তার ; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী ?

৩

হায় লো দোলাবি, সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া ?
আর কি নাচে লো তমালের তলে
বনমালিয়া ?
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙি পিকবর,
গেছে উড়িয়া !

৪

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী
নিকুঞ্জবনে ?
ব্রজ সুধানিধি শোভে কি লো হাসি,
ব্রজগগনে ?
ব্রজ কুমুদিনী, এবে বিলাপিনী
ব্রজভবনে !

৫

হায় রে যমুনে, কেনে না ডুবিল
তোমার জলে
অদয় অক্রূর যবে সে আইল
ব্রজমণ্ডলে ?
ক্রূর দূত হেন, বধিলে না কেন
বলে, কি ছলে ?

৬

হরিল অধম মম প্রাণ হরি
ব্রজরতন !
ব্রজবনমধু নিল ব্রজ অরি,
দলি ব্রজবন ?
কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
মধুসূদন !

৯. মলয় মারুত

১

শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়—
মলয় পবন !
বিহঙ্গিনীগণ তথা গাহে বিদ্যাধরী যথা,
সঙ্গীত সুধায় পূরে নন্দন কানন ;
কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন !

২

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি—
মন্দ সমীরণ ?
যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদু হিল্লোলে
সুপ্রফুল্ল নলিনীরে—প্রেমানন্দ মন !
ব্রজ-প্রভাকর যিনি, ব্রজ আজি ত্যজি তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন !

৩

সৌরভ রতন দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী ;
ব তুল্য উপহার কি আজি আছে রাধার ?
নয়ন আসারে, দেব, ভাসে সে দুঃখিনী !
াও যথা পিকবধূ—বরিষে সঙ্গীত-মধু,—
এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী !

৪

তবে যদি, সুভগ, এ অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে,
াও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে !
াধার রোদনধ্বনি বহ যথা শ্যামমণি—
কহ তাঁরে মরে রাধা শ্যামের বিহনে !

৫

যাও চলি, মহাবলি, যথা বনমালী—
রাধিকা-বাসন ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ দুষ্টমতি, রোধে যদি তব গতি,
মোর অনুরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন !
তরুরাজ যুদ্ধ আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে—
বজ্রাঘাতে যেও তারে করিয়া দলন !

৬

দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী ;
মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার,
হেরো না, হেরো না দেব কুসুম যুবতী !
কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভধন,
অবহেলি সে ছলনা, যেয়ো আশুগতি !

৭

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রুবারিধারা,
ভুলো না, পবন !
কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চস্বরে,
মোর কিরে শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন!
স্মরি রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ—
মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী সে সুজন !

৮

উত্তরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,
মোর দূত হয়ে,
কহিও গোকুল কাঁদে হারাইয়া শ্যামচাঁদে—
রাধার রোদনধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে ;
আর কথা আমি নারী শরমে কহিতে নারি,—
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে !

১০, বংশীধ্বনি

১

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জবনে ?
নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে ?
এ আগুনে কেনে আহুতি দান ?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ ?

২

বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে ?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বাঁশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে ?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে ?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশি কাঁদিছে ?

৩

শুনিয়াছি, সই ইন্দ্র রুষিয়া
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া—স্তব্ধভাবে।
সে শৈল সকল শির উচ্চ করি
নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী।

৪

কে জানে কেমনে প্রেমসাগরে
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি ?
কার প্রেমতরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফাঁসি—
কার প্রেমতরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ-পাহাড়—বলে কি ছলে।

৫

হায় লো সখি, কি হবে স্মরিলে
গত সুখ ? তাকে পাব কি আর ?
বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে ?
ভুলিলে ভাল যা—স্মরণ তার ?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
কহে মধু, সহ, ব্রজের বালা !

১১. গোধূলি

১

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি ?
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি !
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব !

২

আইল লো তিমির যামিনী ;
তরুডালে চক্রবাকি বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী !
কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে সুন্দরী ;
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ?

৩

ওই দেখ উদিছে গগনে—
জগত-জন-রঞ্জন—সুধাংশু রজনীধন,
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে ;
কলংকী শশাংক, সখি, তোষে লো নয়ন—
ব্রজ-নিষ্কলংক- শশী, চুরি করে মন।

৪

হে শিশির, নিশার আসার !
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে,
বৃথা বায় উচিত গো হয় না তোমার ;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল,
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল !

৫

চন্দনে চর্চ্চিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুলসাজ, লাজের মাথায় বাজ ;
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর ;
তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট মূরতি,
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি ?

৬

হে মন্দ মলয় সমীরণ,
সৌরভ ব্যাপারী তুমি ত্যজ আজি ব্রজভূমি—
অগ্নি যথা জ্বলে তথা কি করে চন্দন ?
যাও হে, মোদিত কুবলয় পরিমলে,
জুড়াও সুরতক্লান্ত সীমন্তিনী দলে !

৭

যাও চলি, বায়ু-কুলপতি,
কোকিলার পঞ্চস্বর বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী !
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন !

১২. গোবর্দ্ধন গিরি

১

নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী ;
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
শরমে মরমকথা কহিব কেমনে,
আমি, দেব, কুলের কামিনী !
কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে—
কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃ-
সুশোভিনী ?

২

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর,
ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি ;
নলিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেশ্বর,
তবুও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী !
হারায়ে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর,
কোথা মম শ্যাম গুণমণি ? মণিহারা
আমি গো ফণিনী !

৩

রাজা তুমি ; বনরাজী ব্রততী ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে ;
কুসুম রতনে তব বসন খচিত ;
সুমন্দ প্রবাহ—যেন রজতে রজিত—
তোমার উত্তরী রূপ ধরে ;
করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,
দেহ তব ফুলরজে সদা ধূসরিত ;—
অসীম মহিমাধর তুমি, কে না তোমা পূজে
চরাচরে ?

৪

বরাঙ্গনা কুরঙ্গিণী তোমার কিংকরী ;
বিহঙ্গিনী দল তব মধুর গায়িনী ;
যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি,
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী—
তব প্রেমে বাঁধা গো মেদিনী !
দিবাভাগে দিবাকর তব, দেব, ছত্রধর
নিশাভাগে দাসী তব সুতারা শর্ব্বরী !
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা, শ্যাম-
প্রেম-ভিখারিণী !

৫

যবে দেবকুলপতি রুষি, মহীধর,
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—
যবে শত শত ভীমমূর্ত্তি মেঘবর
গরজি গ্রাসিলা আসি দেব দিবাকর,
বারণে যেমনি বারণারি,—
ছত্র সম তোমা ধরি রাখিলা যে ব্রজে হরি,
সে ব্রজ কি ভুলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর ?
রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ ! কোথা
বংশীধারী ?

৬

হে ধীর ! শরমহীন ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে ?
ডুবি আমি কুলবালা অকূল পাথারে,
এ মিনতি তোমার চরণে ।
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি—
কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে !
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা,
শ্রীমধুসূদনে !

১৩. সারিকা

১

ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে,
সতত চঞ্চল,—
কভু কাঁদে কভু গায়, যেন পাগলিনী-প্রায়,
জলে যথা জ্যোতির্বিম্ব—তেমতি তরল !
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঙ্গর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি !

২

নিজে যে দুঃখিনী, পরদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে ;—

আজি ও পাখীর মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে !
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন !

৩

বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী রে—
শুকের সুখিনী ?
বলে ছলে ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে—
কেমনে ধৈরয ধরি রবে সে কামিনী ?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে,
রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে !

৪

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে—
হইয়া সদয়।
ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী—
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয় !
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি।

৫

এ ছার সংসার আজি আঁধার, স্বজনি রে—
রাধার নয়নে!
কেন তবে মিছে তারে রাখ তুমি এ আঁধারে—
সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে ?
দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী ;
লাগুক্ কুলের মুখে কলঙ্কের কালি !

৬

ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কাজ তাহার রে
কুলমান ধনে ?
শ্যামপ্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী—
কি কাজ তাহার আজি রত্ন আভরণে ?
মধু কহে কুলে ভুলি কর লো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন !

১৪. কৃষ্ণচূড়া

১

এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে !
বসুধা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতূহলে
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া—
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী ?

২

এই যে কত মুকুতাফল, এ ফুলের দলে,—
হে সখি, এ মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে
লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি, কাঁদিনু আমি, স্বজনি,
বসি একাকিনী,
তিতিনু নয়ন-জলে ; সেই জল এই দলে
গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ্ লো কামিনি !

৩

পাইয়া এ কুসুম রতন—শোন্ লো যুবতি
প্রাণহরি করিনু স্মরণ—স্বপনে যেমতি !
দেখিনু রূপের রাশি মধুর অধরে বাঁশী,
কদমের তলে,
পীতধড়া স্বর্ণরেখা, নিকষে যেন লো লেখা,
কুঞ্জশোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে !

৪

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভুবনে—
কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ, লো ললনে ?
যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া
লয়েছিলা হরি,
সে ধন কি শ্যামরায়, কেড়ে নিলা পুনরায় ?
মধু কহে, তাও কভু হয় কি, সুন্দরি ?

১৫. নিকুঞ্জবনে

১

যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জবন,
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন !
সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে,
হেরিতে মুরলীধর— রূপে যিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন।

২

তুমি জান কত ভাল বাসি শ্যামধনে
আমি অভাগিনী ;
তুমি জান সুভাজন, হে কুঞ্জকুল রাজন,
এ দাসীরে কত ভাল বাসিতেন তিনি !
তোমার কুসুমালয়ে যবে গো অতিথি হয়ে,
বাজায়ে বাঁশরী ব্রজ মোহিত মোহন,
তুমি জান কোন ধনী শুনি সে মধুর ধ্বনি,
অমনি আসি সেবিত ও রাঙা চরণ,
যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে
প্রমদা শিখিনী।

৩

সে কালে—জ্বলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা,
মঞ্জু কুঞ্জবন,—
ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতো ধরি
মাধবে অধীনী সহ পাতি ফুলাসন ;
মুঞ্জরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি,
কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি,
মলয়ে সৌরভধন বিতরিত অনুক্ষণ,
দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী—গন্ধামোদে
মোদিয়া কানন !

৪

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
মদন-কীর্ত্তন,—
হেরি মম শ্যাম-ধন ভাবি তারে নবঘন,
কত যে নাচিত সুখে শিখিনী, কানন,—
ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখিছি শুনেছি
যাহা ?
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে।
নলিনী ভুলিবে যবে রবি-দেবে, রাধা তবে
ভুলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে।
হায় রে, কে জানে যদি ভুলি যবে আসি
গ্রাসিবে শমন।

৫

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি—
রাধিকারমণ ?
কাম-বঁধু যথা মধু
তুমি হে শ্যামের বঁধু,
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন ?
তব পদে বিলাপিনী
কাঁদি আমি অভাগিনী,
কোথা মম শ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর !
তোমার হৃদয়ে দয়া,
পদ্মে যথা পদ্মালয়া,
বধো না রাধার প্রাণ না দিয়া উত্তর !
মধু কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে,
মধুপুরে শ্রীমধুসূদন !

১৬. সখী

১

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন !
সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?

২

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে
কুসুমকানন ?
জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,
পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন ?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন ?

৩

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—
কতই যাতন।
যে জন অন্তরযামী সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন ?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন।

৪

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর-
কুমুদ-বাসন !
বিষাদ নিশ্বাস বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন !

হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ ।

৫

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—
বিষের সদন !
বিরহ বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন !
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন !

৬

এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ গাঁথন !
দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন !
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন ।

৭

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন ।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন !
মধু—যার মধুধ্বনি—কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ?

১৭, বসন্তে

১

ফুটিল বকুলফুল কেন লো গোকুলে আজি,
কহ তা, স্বজনি ?
আইলা কি ঋতুরাজ ? ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী ?
মুছিয়া নয়ন-জল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব ;
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব !

২

যে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই,
কুসুমকাননে,
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ মনে,
সে কালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুলভবন ?
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন !

৩

স্বন, স্বন, স্বনে শুন, বহিছে পবন, সই,
গহন কাননে,
হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত,
বিহঙ্গমগণে ।
কুবলয় পরিমল, নহে এ ; স্বজনি, চল,—
ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন !
হায় লো, শ্যামের বপুঃ সৌরভসদন !

৪

উচ্চ বীচি রবে, শুন, ডাকিছে যমুনা ওই
রাধায়, স্বজনি ;
কল কল কল কলে, সুতরঙ্গ দল চলে,
যথা গুণমণি ।
সুধাকর-কররাশি সম লো শ্যামের হাসি
শোভিছে তরল জলে ; চল, ত্বরা করি—
ভুলি গে বিরহ-জ্বালা হেরি প্রাণহরি

৫

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা ; গায় পিকবর, সই
সুমধুর বোলে ;
মরমরে পাতাদল ; মৃদুরবে বহে জল
মলয়-হিল্লোলে ;—
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে,—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে
পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে ?

৬

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি
করি এ মিনতি ?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ
কহ, রূপবতি ?
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে
কে বিলম্বে হেন কালে ? চল কুঞ্জবনে

৭

কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ.
চল, ত্বরা করি,

দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি
দুঃখিনী দাসীরে ; চল, হইনু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বজনি ;
সুধে মধু শূন্য কুঞ্জে কি কাজ, রমণি ?

১৮. বসন্তে

১

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে !
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে !

২

সখি রে,—
উদয় অচলে উষা, দেখ, আসি হাসিছে।
এ বিরহ বিভাবরী কাটানু ধৈরয ধরি
এবে লো রব কি করি ?
প্রাণ কাঁদিছে !
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে !

৩

সখি রে,—
পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী !
ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুলকল,
মঙ্গল ধ্বনি !
চল লো, নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি !

৪

সখি রে,—
পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে !
দুই কর কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে ;
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে,
ভাবিয়া মনে !
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।

৫

সখি রে,—
এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে !
ভালে যে সিন্দুরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু ;—
দেখিব লো দশ ইন্দু
সুনখগণে !
চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে !

৬

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে !
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি—মধুসূদনে !
ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা কাব্যে বিরহো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

বীরাঙ্গনা কাব্য

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।

"লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ—
নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে ॥"
সাহিত্যদর্পণং।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।
সন ১২৬৮ সাল।

মঙ্গলাচরণ ।

বঙ্গকুলচূড়া

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের

চিরস্মরণীয় নাম

এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে

স্থাপিত করিয়া,

কাব্যকার

ইহা

উক্ত মহানুভবের নিকট

যথোচিত সম্মানের সহিত

উৎসর্গ করিল ।

ইতি ।

১২৬৮ সাল । ১৬ই ফাল্গুন ।

বীরাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা

[শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, জনক
ননী কর্ত্তৃক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, কণ্বমুনি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। একদা
নিবরের অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়াপ্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে, শকুন্তলা
জা-অতিথির যথাবিধি অতিথিসৎকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলার
সাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া এবং তিনি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, এই কথা শুনিয়া, তাঁহার
তি প্রেমাসক্ত হন। পরে রাজা তাঁহাকে গুপ্তভাবে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয় করিয়া স্বদেশে
ত্যাগমন করেন। রাজা দুষ্মন্ত, স্বরাজ্যে গমনানন্তর, শকুন্তলার কোন তত্ত্বাবধান না
রাতে, শকুন্তলা রাজসমীপে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
জেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
লিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
রি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে;
বন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে;
মনি চমকি ভাবি,—মদকল করী,
বিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
দাতিক, বাজীরাজী, সুরথ, সারথি,
ঙ্কর, কিঙ্করী সহ! আশার ছলনে,
য়ম্বদা, অনসূয়া, ডাকি সখীদ্বয়ে;
হি—'হ্যাদে দেখ্ সই, কত দিনে আজি
রিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে!
ই দেখ্, ধূলারাশি উঠিছে গগনে!
ই শোন্ কোলাহল! পুরবাসী যত
সিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে!'
রবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা;
দে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে!
দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে,
ায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে
যুগ; চারিদিকে চাহি ব্যগ্রভাবে।
খি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা;
নি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর,
স্রোতোনাদ; মরমরে পাতাকুল নাচি;
কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি,
প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া।
সুধি গঞ্জি ফুলপুঞ্জে;—'রে নিকুঞ্জশোভা,
কি সাধে হাসিস্ তোরা? কেন সমীরণে
বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল সুধা?'
কহি পিকে—'কেন তুমি, পিককুল-পতি,
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে?
কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে?
মদনের দাস মধু; মধুর অধীনে
তুমি; সে মদন মোহে যাঁর রূপ গুণে,
কি সুখে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে?'
অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি—মৃদু স্বরে
কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে!
শুনি স্রোতোনাদ ভাবি—গম্ভীর নিনাদে
নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি—
কাঁপি ভয়ে—পাছে তিনি শাপ দেন রোষে।
কহি পত্রে,—'শোন্, পত্র;—সরস দেখিলে
তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে
প্রেমামোদে; কিন্তু যবে শুখাইস্ কালে
তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে;—
তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নৃপতি?'
মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে;

ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম ! কাঁপে হিয়া দুরুদুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ ! উল্লাসে উন্মীলি
নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি কুরঙ্গীরে !
গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে !
ডাকি উচ্চে অলিরাজে ; কহি,—'ফুলসখে
শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি
এ পোড়া অধর পুনঃ ! রক্ষিতে দাসীরে
সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি !'
কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত । কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,—
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে ?
কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে,
যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে,
নরেন্দ্র ; যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ;—
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে
বিষম বিরহজ্বালা ! পদ্মপর্ণ নিয়া
কত যে লিখি নিত্য কব তা কেমনে ?
কভু প্রভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে :—
'উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা,
ফেল রাজ-পদ-তলে যথা রাজালয়ে
বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি !
সম্বোধি কুরঙ্গে কভু কহি শূন্যমনে ;—
'মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
কুরঙ্গ ! লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে
যথায় জীবিতনাথ ! হায়, মরি আমি
বিরহে ! শৈশবে তোরে পালিনু যতনে ;
বাঁচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি কৃপা করি !'
আর যে কি কই কারে, কি কাজ কহিয়া,
নরেশ্বর ? ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে,
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় বিনা,
নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে
অভাগীর দুঃখ-কথা ! এ দুজন যদি
আসে কাছে, মুছি আঁখি অমনি ; কেন না
বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,
নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে !—
বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে !
ফাটি অন্তরিত রাগে—বাক্য নাহি ফোটে !
আর আর স্থল যত, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভ্রমি সে সকল স্থলে ! যে তরুর মূলে
গন্ধর্ব্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,—
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে !—
হে বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে
এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে ?
এইরূপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাথিনী,
প্রাণনাথ ! ভাগ্যে বন্ধ্যা গৌতমী তাপসী
পিতৃষ্বসা,— মনঃ তাঁর রত তপজপে ;
তা না হলে, সর্ব্বনাশ অবশ্য হইত
এত দিনে ! নাহি সাধ বাঁধিতে কবরী
ফুলরত্নে আর, দেব ! মলিন বাকলে
আবরি মলিন দেহ ; নাহি অন্নে রুচি ;
না জানি কি কহি কারে, হায়, শূন্যমনে !
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে,
হারাই সতত জ্ঞান ; চেতন পাইয়া
মেলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে !
অমনি পসারি বাহু ধাই ধরিবারে
পদযুগ ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে !
কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা !
কি পাপে পীড়েন বিধি, সুধিব তা কারে ?
দয়া করি কভু যদি বিরামদায়িনী
নিদ্রা, সুকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে,
কত যে স্বপনে দেখি কব তা কেমনে ?
স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত দুয়ারে দুয়ারী
দ্বিরদ ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে ;
ফুলশয্যা ; বিদ্যাধরী-সঙ্গিনী কিংকরী ;
কেহ গায়, কেহ নাচে ; যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ ; কেহ উপাদেয়
রাজভোগ ! দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি,
অলকা-সদনে যেন ! শুনি বীণাধ্বনি
গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নন্দন-কাননে —
(শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কণ্বমুখে)
নন্দন-কাননান্তরে বসন্তে যেমনি !
তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণসিংহাসনে !
শিরোপরি রাজছত্র ; রাজদণ্ড হাতে,
মণ্ডিত অমূল-রত্নে ; সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে !
কত যে জাগিয়া কাঁদি কব তা কাহারে ?

জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ
ঐশ্বর্য্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে
কুল, মান, ধনে তুমি, রাজকুলপতি !
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব ! সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি—এই লোভ মনে—
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে !
বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা,
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন ; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে ?
আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্ত্যতলে !
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে !
চির-অভাগিনী আমি ! জনক জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি কি পাপে ?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে !
এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি ? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত শুনি,
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে ?
মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,
নরাধিপ ? শুনিয়াছি রথীশ্রেষ্ঠ তুমি
বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীম বাহুবলে ;
কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি, বিনাশি—
অবলা কুলের বালা আমি— সুখ মম !
আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে ;
কি কব তাঁহারে নাথ, কহ, তা দাসীরে ?
নিন্দে অনসূয়া যবে মন্দ কথা কয়ে,
অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়—কি বল্যে
বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে ?
কহ কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব
এ পোড়া পরাণ আমি—এ মিনতি পদে !
বনচর চর, নাথ ! না জানি কিরূপে
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে ?
কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে !
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে শকুন্তলাপত্রিকা নাম
প্রথমঃ সর্গঃ ।

দ্বিতীয় সর্গ

সোমের প্রতি তারা

[যৎকালে সোমদেব—অর্থাৎ চন্দ্র—বিদ্যাধ্যয়ন করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন । সোমদেব, পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে পারিলেন না ; ও সতীত্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে এই নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন । সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই । পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন ।]

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা ? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন ; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি !—
কি লজ্জা ! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ পাপ কথা,—হায় রে কেমনে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে ! হস্তদাসী সদা
তুই ; মনোদাস হস্ত ; সে মনঃ পুড়িলে
কেন না পুড়িবি তুই ? বজ্রাগ্নি যদ্যপি
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা !
হে স্মৃতি, কুকর্ম্মে রত দুর্ম্মতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে
তোমায় পাপিনী তারা ! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি !—
ভুলি ভূতপূর্ব্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে !
এস তবে, প্রাণসখে ; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,—ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে ।
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ !—তারানাথ ? কে তোমারে দিল
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে !
এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে

নামদাতা ? ভেবেছিনু, নিশাকালে যথা
মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত ; কিন্তু—ধিক্, বৃথা চিন্তা তোরে !
কে পারে লুকাতে কবে জ্বলন্ত পাবকে ?
এস তবে, প্রাণসখে ! তারানাথ তুমি ;
জুড়াও তারার জ্বালা ! নিজ রাজ্য ত্যজি,
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি ?
সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী,
পঞ্চ খর শর তূণে, পুষ্পধনুঃ হাতে
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী ;—
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে ?
যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে !—
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশিকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে !
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে ;
বিনাইনু যত্নে বেণী ; তুলি ফুলরাজী,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে !
চির পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু
তাহায় ! চাহিনু, কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলি, সিঁথি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে !
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে !
হায় রে, অবোধ আমি ! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু ! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী !—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি !
বিদ্যালাভহেতু যবে বসিতে, সুমতি,
গুরুপদে ; গৃহকর্ম্ম ভুলি পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে, চির-মধু-মাখা !
কি ছার, নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা ?
কি ছার, মুরজ, বীণা, মুরলী, তুম্বকী ?
বর্ষ বাকসুধা তুমি ! নাচিবে পুলকে
তারা, মেঘনাদে মাতি ময়ূরী যেমতি !
গুরুর আদেশে যবে গাভীবৃন্দ লয়ে,
দূর বনে সুরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহু দিন ; অহরহঃ, বিরহ-দহনে,
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে—
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জাভয়ে !
গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে !
আশীর্ব্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি !
গুরুর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিলা রত,
তারাকান্ত ; ভোজনান্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কি হে মনে ?
হরীতকী-স্থলে, সখে পাইতে কি কভু
তাম্বুল শয়নধামে ? কুশাসন-তলে,
হে বিধু, সুরভি ফুল কভু কি দেখিতে ?
হায় রে কাঁদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে ;
কোমল কমল-নিন্দা ও বরাঙ্গ তব,
তেঁই, ইন্দু ফুলশয্যা পাতিত দুঃখিনী !
কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে
শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে ?
পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে ; পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, সুমতি,
"দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি,
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম !"
কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি ;—
নিশিথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে —
এ কিঙ্করী ; ফুলরাশি তুলি চারি দিকে
রাখিত তোমার জন্যে—নীর-বিন্দু যত
দেখিতে কুমুদদলে, হে সুধাংশুনিধি,
অভাগীর অশ্রুবিন্দু—কহিনু তোমারে।
কত যে কহিত তারা—হায়, পাগলিনী !—
প্রতি ফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে ?
কহিত সে চম্পকেরে,—"বর্ণ তোর হেরি,
রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে
ও কর-কমলে, সখা, কহিস্ তাঁহারে,—
'এ বর বরণ মম কালি অভিমানে
হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি,
কালি সে বর বরণ তোমার বিহনে' !"

কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে
কি যে সে কহিত তাবে, হে সোম, শরমে !—
রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে !
শুনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রালোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি হে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে,
কি আর কহিব তার ? শুনিলে হাসিবে,
হে সুহাসি! নাহি জ্ঞান ; না জানি কি লিখি !
ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে !
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি। ভ্রান্তিমদে মাতি,
সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে !
প্রফুল্ল কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে
তুলি ছিঁড়িতাম রাগে ;—আঁধার কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায় ! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে,
কহিতাম অভিমানে,—'রে দারুণ বিধি,
নাহি কি যৌবন মোর,—রূপের মাধুরী ?
তবে কেন,—'কিন্তু বৃথা স্মরি পূর্ব্বকথা।
নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ দিন দেহ যবে !
তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে ;
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে !
দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবানিশি ! দিবানিশি সেবী দাসীভাবে
ও পদযুগল, নাথ,—হা ধিক, কি পাপে,
হায় রে,কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি
এ ভালে ? জনম মম মহা ঋষিকুলে
তবু চণ্ডালিনী আমি ? ফলিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু ? কর্ম্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী !—
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?
ক্ষম, সখে !—পোষা পাখী. পিঞ্জর খুলিলে,
চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব্ব কারাগারে !
এস তুমি ; এস শীঘ্র ! যাব কুঞ্জবনে,
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে !
দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
আমি ! যথা যাও যাব ; করিব যা কর ঃ—
বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে !
কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে ।
এস হে তারার বাঞ্ছা ! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে,
সুধাধর ; কোন্ দোষে দোষী তব পদে
অভাগিনী ? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ ? আরম্ভি সত্বরে
সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে !
কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি !
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেণ আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি।
আর কি লিখিবে দাসী ? সুপণ্ডিত তুমি,
ক্ষম ভ্রম ; ক্ষম দোষ—কেমনে পড়িব
কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল
লেখনী ? আইস, নাথ, এ মিনতি পদে।
লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
কাঁপি ভয়ে—কাঁদি খেদে—মরিয়া শরমে !
লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
লিখিনু ! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিন্ধু তুমি !
আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে
দোষ তার, তারানাথ ! কি আর কহিব ?
জীবন মরণ মম, আজি তব হাতে !
ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে তারাপত্রিকা নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

[বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজপুত্রী রুক্মিণী দেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মী-অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উদ্যোগী হইলে, রুক্মিণী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি দ্বারকায় বিষ্ণু-অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন। রুক্মিণী-হরণ-বৃত্তান্ত এ স্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য]।

শুনি নিত্য ঋষিমুখে, হৃষীকেশ তুমি,
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী-জনে,
চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীব-পদে,
রুক্মিণী,—ভীষ্মক-পুত্রী, চিরদাসী তব ;—
তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে !
কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি ?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে ? মুদে আঁখি, হে দেব, শরমে ;
না পারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী ;
কাঁপে হিয়া থরথরে ! না জানি কি করি ;
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখ-কাহিনী !
শুন তুমি, দয়াসিন্ধু ! হায়, তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে !
নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে ;
দেবে সাক্ষী করি বরি দেবনরোত্তমে
বরভাবে ? নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম, তাঁর স্বামী তিনি ; কিন্তু কহি, শুন,
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত
সে নাম,—জগত-কর্ণে সুধার লহরী !
কে যে তিনি ? জন্ম তাঁর কোন্ মহাকুলে ?
অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে ;
তুলিয়া কুসুম-রাশি, মালিনী যেমতি
গাঁথে মালা, ঋষিমুখ-বাক্যচয় আজি
গাঁথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া ।
গৃহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে ।—
রাজদ্বেষে পিতা মাতা ছিলা বন্দীভাবে,
দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে !
খনিগর্ভে ফলে মণি ; মুক্তা শুক্তিধামে !
হাসিলা উল্লাসে পৃথ্বী সে শুভ নিশীথে ;
শত শরদের শশী-সদৃশী শোভিল
বিভা-গন্ধামোদে মাতি স্বনিলা সুস্বনে
সমীরণ ; নদ নদী কলকলকলে
সিন্ধুপদে সুসংবাদ দিলা দ্রুতগতি ;
কল্লোলিলা জলপতি গম্ভীর নিনাদে !
নাচিলা অপ্সরা স্বর্গে ; মর্ত্ত্যে নর নারী !
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে !
বৃষ্টিলা কুসুম দেব ; পাইল দরিদ্র
রতন ; জীবন পুনঃ জীবশূন্য জন !
পূরিল অখিল বিশ্ব জয় জয় রবে ।
জন্মাতে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে,
গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে
মহা যত্নে । মহারত্নে পাইলে যেমতি
আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা
গোকুলে গোপ-দম্পতি আনন্দ-সলিলে !
আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণী
পুত্রভাবে । বাল্য-কালে বাল্য-খেলা যত
খেলিল রাখাল-রাজ, কে পারে বর্ণিতে ?
কে কবে, কি ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী
পূতনারে ? কাল নাগ কালীয়, কি দেখি,
লইল আশ্রয় নমি পাদ-পদ্ম-তলে ?
কে কবে, বাসব যবে রুষি, বরষিলা
জলাসার, কি কৌশলে গোবর্দ্ধনে তুলি,
রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে ?
আর আর কীর্ত্তি যত বিদিত জগতে ?
যৌবনে করিলা কেলি গোপী-দল লয়ে
রসরাজ ; মজাইলা গোপ-বধূ-ব্রজ
বাজায়ে বাঁশরী, নাচি তমালের তলে !
বিহারিলা গোষ্ঠে প্রভু ; যমুনা পুলিনে !
এই রূপে কতকাল কাটাইলা সুখে
গোপ-ধামে গুণনিধি ; পরে বিনাশিয়া
পিতৃ-অরি অরিন্দম, দূর সিন্ধু-তীরে
স্থাপিলা সুন্দরী পুরী । আর কব কত ?
দেখ চিন্তি, চিন্তামণি, চেন যদি তারে !
না পার চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
পীতাম্বর, দেখি যদি পারে হে বর্ণিতে
সে রূপ-মাধুরী দাসী । চিত্রপটে যেন,
চিত্রিত সে মূর্ত্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে !
নবীন-নীরদ-বর্ণ ; শিখি-পুচ্ছ শিরে ;
ত্রিভঙ্গ ; সুগল-দেশে বরগুঞ্জমালা ;
মধুর অধরে বাঁশী ; বাস পীতধড়া ;
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাজীব-চরণে—
যোগিন্দ্র-মানস-পদ্ম ! মোক্ষ-ধাম ভবে !
যত বার হেরি, দেব, আকাশ-মণ্ডলে,
ঘনবরে, শক্র-ধনুঃ চূড়ারূপে শিরে ;
তড়িৎ সুধড়া অঙ্গে ;—পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পূজি ভক্তি-ভাবে !
ভ্রান্তিমদে মাতি কহি—'প্রাণকান্ত মম
আসিছেন শূন্যপথে তুষিতে দাসীরে !'
উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তারে রাগে !

নাচিলে ময়ূরী, তারে মারি, যদুমণি !
মন্দ্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি,
গোপ-কুল-বালা আমি ; বেণুর সুরবে
ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে !
কহি শিখীবরে, 'ধন্য তুই পক্ষিকুলে,
শিখণ্ডি ! শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যাঁর,
পূজেন চরণ তাঁর আপনি ধূর্জ্জটি !'—
আর পরিচয় কত দিব পদযুগে ?
শুন এবে দুঃখ-কথা। হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপি সে সুশ্যাম মূর্ত্তি ; সন্ন্যাসিনী যথা
পূজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে,
পূজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোষে
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে,
(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা
বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে !
কি লজ্জা ! ভাবিয়া দেখ, হে দ্বারকাপতি !
কেমনে অধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে রুক্মিণী ?
স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, এক জনে
কায় মনঃ ; অন্য জনে—ক্ষম, গুণনিধি !—
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে !
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে ?
আইস গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি,
গদাধর ! রূপ গুণ থাকিত যদ্যপি
এ দাসীর,—কহিতাম, 'আইস, মুরারি,
আইস ; বাহন তব বৈনতেয় যথা
হরিল অমৃতরস পশি চন্দ্রলোকে,
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে !'
কিন্তু নাহি রূপ গুণ ; কোন্ মুখ দিয়া
অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা !
দীন আমি ; দীনবন্ধু তুমি, যদুপতি ;
দেহ লয়ে রুক্মিণীরে সে পুরুষোত্তমে,
যাঁর দাসী করি বিধি সৃজিলা তাহারে !
রুক্ম নামে সহোদর,—দুরন্ত সে অতি ;
বড় প্রিয়পাত্র তার চেদীশ্বর বলী ;
শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া, মনের কথা ! চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবানিশি ;—
নীরবে দুজনে কাঁদি সভয়ে বিরলে !
লইনু শরণ আজি ও রাজীব-পদে !—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে !
কি ছলে ভুলাই মনঃ ; কেমনে যে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি !
বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে ;
'যমুনা' বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি ! কূলে তার কত যে রোপেছি
তমাল, কদম্ব,—তুমি হাসিবে শুনিলে !
পুষিয়াছি সারি শুক, ময়ূর ময়ূরী
কুঞ্জবনে , অলিকুল গুঞ্জরে সতত ;
কুহরে কোকিল ডালে ; ফোটে ফুলরাজী।
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে !
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া।
কিম্বা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে !
আছে বহু গাভী গোষ্ঠে ; নিজ কর দিয়া
সেবে দাসী তা সবারে। কহ হে রাখালে
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যদুমণি !
যতনে চিকণি নিত্য গাঁথি ফুলমালা ;
যতনে কুড়ায়ে রাখি যদি পাই পড়ি
শিখীপুচ্ছ ভূমিতলে ;—কত যে কি করি,
হায়, পাগলিনী আমি ! কি কাজ কহিয়া ?
আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্দ্ধর তুমি,
মুরারি ! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী
কংসজিত ; মধু নামে দৈত্য-কুল-রথী
বাঁধিলা, মধুসূদন, হেলায় তাহারে !
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি ?
কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে ;
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে,
হর মোরে ! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে রুক্মিণীপত্রিকা নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ

দশরথের প্রতি কেকয়ী

[কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজা

স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রকে সে পদ-প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, কেকয়ী দেবী মন্থরা নাম্নী দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।]

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে !
কহ তুমি ,—কেন আজি পুরবাসি যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহুঃ হুলাহলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণা-ধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে—কোন ব্রতে ব্রতী
আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ ? কহ হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধন-জাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে ?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জন-স্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘু-কুলবধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু,
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে !
কহ, শুনি হে রাজন্ ; এ বয়েসে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল !—পাইলা কি পুনঃ এ বয়েসে—
রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি ?
হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি !
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—'অসত্য-বাদী রঘুকুলপতি !
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙেন সহজে !
ধর্ম্ম-শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে !'
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
নররাজ ; কিম্বা দিয়া চূণ কালি গালে,
খেদাও গহন বনে ! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক ? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে,
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে ।
না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে !
নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্ত্তুল কদলী-
সদৃশ ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু, দেব ! নম্র-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ ! সুধা-হীন অধর ! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত ; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে !
কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর, নরমণি !—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে ? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ ;—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে !
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ;—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে !
এ কুপথে পথী কি হে সূর্য্য-বংশ-পতি ?
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ সুললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি !
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয় !
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ন, রঘু চূড়ামণি ?

পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী?
তিন রাণী তব, রাজা! এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে? পুত্র তব চারি, নরমণি!
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইলা মনঃ তব? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি?
কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব, যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে!
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!'
পুষি সারী শুক, দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!'
শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গদেহে।
রচি গাথা, শিখাইব পল্লী-বালা-দলে।
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!'
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি?
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়েস, তবু লজ্জাহীন তুমি!)—
যুবরাজ পুত্র রাম; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ;—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি।
পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন, প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে।
চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে,
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী
বিচার করুন ধর্ম্ম ধর্ম্ম-রীতি-মতে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে কেকয়ীপত্রিকা নাম
চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা

[যৎকালে রামচন্দ্র পঞ্চবটী-বনে বাস করেন, লংকাধিপতি রাবণের ভগিনী সূর্পণখা রামানুজের মোহন-রূপে মুগ্ধা হইয়া, তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশ মাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকিবর্ণিতা বিকটা সূর্পণখাকে স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।]

কে তুমি—বিজন বনে ভ্রম হে একাকী,
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ? কি কৌতুকে, কহ,
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে?
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি?
ফাটে বুক জটাজূট হেরি তব শিরে
মঞ্জুকেশি! স্বর্ণশয্যা ত্যজি জাগি আমি

বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে
শয়ন, বরাঙ্গ তব, হায় রে, ভূতলে!
উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী,
কাঁদি ফিরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে
তোমার আহার নিত্য ফল মূল, বলি!
সুবর্ণ-মন্দিরে পশি নিরানন্দ গতি,
কেন না—নিবাস তব বঞ্জুল মঞ্জুলে!
হে সুন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি,—
কোন্ দুঃখে ভব-সুখে বিমুখ হইলা
এ নব যৌবনে তুমি? কোন্ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে?
হেমাঙ্গ মৈনাক-সম, হে তেজস্বি, কহ,
কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে
একাকী, আবরি তেজঃ, ক্ষীণ, ক্ষুণ্ণ খেদে?
তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে।—
যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে,
কহ শীঘ্র; দিব সেনা ভব-বিজয়িনী,
রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে!
বৈজয়ন্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী
ত্রস্ত অস্ত্র-ভয়ে যার, হেন ভীম রথী
যুঝিবে তোমার হেতু—আমি আদেশিলে!
চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে—যে লোকে ত্রিলোকে
লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি তারে
দিব তব পদে, শূর! চামুণ্ডা আপনি,
(ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে,
(কুলদেবী তিনি, দেব,) ভীমখণ্ডা হাতে,
ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিতে সংগ্রামে—
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস!—যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র;—অলকার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মনঃ; নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে, লুটি দিব রত্ন-জালে!
মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে!
প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি,
কহ, কোন্ যুবতীর—(আহা, ভাগ্যবতী
রামাকুলে সে রমণী!)—কহ শীঘ্র করি,—
কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব? অনিমেষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা আমি, নাথ,) সেবিব তোমারে!
আনি পারিজাত ফুল, নিত্য সাজাইব
শয্যা তব! সঙ্গে মোর সহস্র সঙ্গিনী,
নৃত্য গীত রঙ্গে রত। অপ্সরা, কিন্নরী,
বিদ্যাধরী,—ইন্দ্রাণীর কিঙ্করী যেমতি,
তেমতি আমারে সেবে দশ শত দাসী।
সুবর্ণ-নির্ম্মিত গৃহে আমার বসতি—
মুক্তাময় মাঝ তার; সোপান খচিত
মরকতে; স্তম্ভে হীরা; পদ্মরাগ মণি;
গবাক্ষে দ্বিরদ-রদ, রতন কপাটে!
সুকল স্বরলহরী উথলে চৌদিকে
দিবানিশি; গায় পাখী সুমধুর স্বরে;
সুমধুরতর স্বরে গায় বীণাবাণী
বামাকুল! শত শত কুসুম-কাননে
লুটি পরিমল, বায়ু অনুক্ষণ বহে!
খেলে উৎস; চলে জল কলকল কলে!
কিন্তু বৃথা এ বর্ণনা। এস, গুণনিধি,
দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে!
কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে!
ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে;
নহে কহ, প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে,
এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!
রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজূটে শিরঃ; ভুলি রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী!
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা মুক্তামালা ছিঁড়ি
গলদেশে! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে;
গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে!
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু? বিরলে লিখিয়া
লেখন, রাখিনু, সখে, এই তরুতলে।
নিত্য তোমা হেরি হেথা; নিত্য ভ্রম তুমি
এই স্থলে। দেখ চেয়ে, ওই যে শোভিছে
শমী,—লতাবৃতা, মরি, ঘোমটায় যেন,
লজ্জাবতী!—দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,
গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর—হায়! সূর্য্যমুখী
চাহে যথা স্থির-আঁখি সে সূর্য্যের পানে!—
কি আর কহিব তার? যত ক্ষণ তুমি
থাকিতে বসিয়া, নাথ; থাকিত দাঁড়ায়ে

প্রেমের নিগড়ে বন্ধা এ তোমার দাসী!
গেলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি!
হায় রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে,
হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা!
কিন্তু বৃথা কহি কথা! পড়িও, নৃমণি,
পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে!
যদি ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও
গোদাবরী-পূর্ব্বকূলে; বসিব সেখানে
মুদিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে;
তুষিও দাসীরে আসি শশধর-বেশে!
লয়ে তরি সহচরী থাকিবেক তীরে;
সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে
কানন, বিজন দেশ। এস, গুণনিধি;
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে!
যদি আজ্ঞা দেহ, এবে পরিচয় দিব
সংক্ষেপে। বিখ্যাত, নাথ, লঙ্কা, রক্ষঃপুরী
স্বর্ণময়ী, রাজা তথা রাজ-কুল-পতি
রাবণ ভগিনী তাঁর দাসী; লোকমুখে
যদি না শুনিয়া থাক, নাম সূর্পণখা।
কত যে বয়েস তার; কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি!
আইস মলয়-রূপে; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি!
আইস ভ্রমর-রূপে; না যোগায় যদি
মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে! কি আর কহিব?
মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাধে দোঁহে
বৃন্তাসনে মালতীরে! এস, সখে, তুমি;—
এই নিবেদন করে সূর্পণখা পদে।
শুন নিবেদন পুনঃ। এত দূরে লিখি
লেখন, সখীর মুখে শুনিনু হরষে,
রাজরথী দশরথ অযোধ্যাধিপতি,
পুত্র তুমি, হে কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি,
তাঁহার; অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু। কি আশ্চর্য্য! মরি,—
বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি,
দয়ার সাগর তুমি! তা না হলে কভু
রাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে?
দয়ার সাগর তুমি। কর দয়া মোরে,
প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে!
চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণ লঙ্কাধামে।
সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে,
অর্পিবেন শুভ ক্ষণে রক্ষঃকুলপতি
দাসীরে কমল পদে। কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী!
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর; আর যা যা যত
নিবেদিব পাদ-পদ্মে বসিয়া বিরলে।
ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে; আনন্দে বহিছে
অশ্রু-ধারা! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন সুখ, প্রাণসখে? আসি ত্বরা করি,
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে সূর্পণখাপত্রিকা নাম
পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী

[যৎকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশাক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজচ্যুত হইয়া বনে বাস করেন, বীরবর অর্জ্জুন বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। পার্থের বিরহে কাতরা হইয়া, দ্রৌপদী দেবী তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি এক ঋষিপুত্রের সহযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে
এ পাপ সংসার আর? কেন বা পড়িবে?
কি অভাব তব, কান্ত বৈজয়ন্ত-ধামে?
দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা মাঝে
আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে
সেবে তোমা সুরবালা,—পীনপয়োধরা
ঘৃতাচী; সু-উরু রম্ভা; নিত্য-প্রভাময়ী
স্বয়ম্প্রভা; মিশ্রকেশী—সুকেশিনী ধনী!

উর্ব্বশী—কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে!
নিবিড়-নিতম্বী সহা সহ চিত্রলেখা
চারুনেত্রা ; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা ;
সুলোচনা সুলোচনা ; কেহ গায় সুখে ;
কেহ নাচে,—দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে ;
মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে!
কস্তুরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে!
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল-ভুজে তোমা বাঁধি, গুণনিধি!
রসিক নাগর তুমি ; নিত্য রসবতী
সুরবালা ;—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা?
নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, সুমতি,
ভ্রম নিত্য! শুনিয়াছি ঋতুরাজ না কি
সাজান সে বনরাজী বিরাজি সে বনে
নিরন্তর ; নিরন্তর গায় পাখী শাখে ;
না শুখায় ফুলকুল ; মণি মুক্তা হীরা
স্বর্ণ মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ যত!
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে দিবানিশি
গন্ধামোদে পূরি দেশ। কিন্তু এ বর্ণনে
কি কাজ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা,
নিত্য স্বনয়নে তুমি দেখ তা, নৃমণি!
সশরীরে স্বর্গভোগ! কার ভাগ্য হেন
তোমা বিনা, ভাগ্যবান্, এ ভবমণ্ডলে?
ধন্য নর-কুলে তুমি! ধন্য পুণ্য তব!
পড়িলে এ সব কথা মনে, শূরেমণি,
কেমনে ভাবিব, হায়, কহ তা আমারে,
অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে?
তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি,
ভুলিয়া না থাক তারে,—আশীর্ব্বাদ কর,
নমে পদে, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ-নন্দিনী—
কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তব পদে!
হায়, নাথ, বৃথা জন্ম নারীকুলে মম!
কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে
হেন তাপ ; কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাসীরে
এরূপে, কে কবে মোরে? সুধিব কাহারে?
রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী,
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে
প্রেমের রহস্য কথা! অবিরল লুটে
পরিমল! শিলীমুখ, গুঞ্জরি সতত,
(কি লজ্জা!) অধর-মধু পান করে সুখে!
সৃজিলা কমলে যিনি, সৃজিলা দাসীরে
সেই নিদারুণ বিধি! কারে নিন্দি, কহ,
অরিন্দম? কিন্তু কহি ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
শুন তুমি, প্রাণকান্ত! রবির বিরহে,
নলিনী মলিনী যথা মুদিত বিষাদে ;
মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে।
সাধে যদি শত অলি গুঞ্জরিয়া পদে ;
সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে
সমীরণ, ফোটে কি হে কভু পঙ্কজিনী,
কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিরে,
কিরীটি? আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে,
হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে—
জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য যেন!
আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে?
পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয়! এই জানি, এই মানি মনে।
যা ইচ্ছা করুন ধর্ম্ম, পাপ করি যদি
ভালবাসি নৃমণিরে,—যা ইচ্ছা, নৃমণি!
হেন সুখ ভুঞ্জি, দুঃখ কে ডরে ভুঞ্জিতে?
যজ্ঞানলে জনমিল দাসী যাজ্ঞসেনী,
জান তুমি, মহাযশা। তরুণ যৌবনে
রূপ গুণ যশে তব, হায় রে, বিবশা,
বরিনু তোমায় মনে! সখীদলে লয়ে
কত যে খেলিনু খেলা, কহিব কেমনে?
বৈদেহীর সুকাহিনী শুনি লোকমুখে
শিবের মন্দিরে পশি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া,
পূজিতাম শিবধনুঃ! কহিতাম সাধে,—
'ঋষিবেশে স্বপন আশু দেখাও জনকে
(জানি কামরূপ তুমি!) দিতে এ দাসীরে
সে পুরুষোত্তমে, যিনি দুই খণ্ড করি,
হে [illegible], ভাঙিবেন তোমায় স্ববলে!
তা হলে পাইব নাথে, বলী-শ্রেষ্ঠ তিনি!'
শুনি বৈদর্ভীর কথা, ধরিতাম ফাঁদে
রাজহংসে ; দিয়া তারে আহার, পরায়ে
সুবর্ণ-ঘুংঘুর পায়ে, কহিতাম কানে,—
'যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে
হস্তিনা ;—তথায় তুমি, রাজহংসপতি,
যাও শীঘ্র শূন্যপথে, হেরিবে সে পুরে
নরোত্তমে ; তাঁর পদে কহিও, দ্রৌপদী
তোমার বিরহে মরে দ্রুপদ-নগরে!'
এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাড়িয়া।

হরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি ;—
বাহন যাঁহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি,
পুত্রবধূ তাঁর আমি ; বহ তুলি মোরে,
বহ যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে!
জল-দানে চাতকীরে তোষ দাতা তুমি,
তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা
সে চাতকী, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি!
মোর সে বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে!'
আর কি শুনিবে, নাথ? উঠিল যৎকালে
জনরব—'জতুগৃহে দহি মাতৃ-সহ
ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাণ্ডুরথী'—
কত যে কাঁদিনু আমি, কব তা কাহারে?
কাঁদিনু—বিধবা যেন হইনু যৌবনে!
প্রার্থিনু রতিতে পূজি,—'হর-কোপানলে,
হে সতি, পুড়িলা যবে প্রাণ-পতি তব,
কত যে সহিলা দুঃখ, তাই স্মরি মনে,
বাঁচাও মদনে মোর,—এই ভিক্ষা মাগি!'
পরে স্বয়ম্বরোৎসব। আঁধার দেখিনু
চৌদিক, পশিনু যবে রাজসভা-মাঝে!
সাধিনু মাটিরে ফাটি হইতে দুখানি!
দাঁড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিনু, 'খসিয়া
পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্রাগ্নি-সদৃশ,
হে লক্ষ্য! জ্বলিয়া আমি মরি তব তাপে,
প্রাণ-পতি জতুগৃহে জ্বলিলা যেমতি
না চাহি বাঁচিতে আর! বাঁচিব কি সাধে?'
উঠিল সভায় রব,—'নারিলা ভেদিতে
এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্ররথী যত!'—
জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে।
ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে
কি কাজ করিলা তুমি, কে না জানে ভবে,
রথীশ্বর? বজ্রনাদে ভেদিল আকাশে
মৎস-চক্ষুঃ তীক্ষ্ম শর! সহসা ভাসিল
আনন্দ-সলিলে প্রাণ ; শুনিনু সুবাণী
(স্বপ্নে যেন!) 'এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি!
ফুল-মালা দিয়ে গলে, বর নরবরে!'
চাহিনু বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি
অভাগীর ভাগ্য দোষে! তা হলে কি তবে
এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী?
কিন্তু বৃথা এ বিলাপ!—হুহুঙ্কারি রোষে,
লক্ষ রাজরথী যবে বেড়িল তোমারে ;
সিন্ধুরাশি-নাদ সম কম্বুরাশি যবে
নাদিল সে স্বয়ম্বরে ;—কি কথা কহিয়া
সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে?
যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে
দ্রৌপদী? আসন্ন কালে সে সুকথাগুলি
জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ত্র-জ্ঞানে!
কহিলে সম্বোধি মোরে সুমধুর স্বরে ;—
'আশারূপে মোর পাশে দাড়াও, রূপসি!
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি
চন্দ্রমুখি! যতক্ষণ ফণীন্দ্রের দেহে
থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে, শিরোমণি?
আমি পার্থ!'—ক্ষম, নাথ, লাগিল তিতিতে
অনর্গল অশ্রুজল এ লিপি! কেন না,—
হায় রে, কেন না আমি মরিনু চরণে
সে দিন!—কি লিখি, হায়, না পাই দেখিতে!
আঁধা, বঁধু, অশ্রুনীরে এ তব কিঙ্করী!— * *
* * এত দূরে লিখি কালি, ফেলাইনু দূরে
লেখনী। আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত। বসি তরু-মূলে,
হায় রে, তিতিনু, নাথ, নয়ন-আসারে!
কে মুছিল চক্ষুঃজল? কে মুছিবে কহ?
কে আছে এ অভাগীর এ ভবমণ্ডলে?
ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে ;
কিম্বা পান করি বিষ, কিন্তু ভাবি যবে,
প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব
হেরিতে ও পদযুগ,—সান্ত্বনি পরাণে,
ভুলি অপমান লজ্জা, চাহি বাঁচিবারে!
অগ্নিতাপে তপ্তা সোনা গলে হে সোহাগে,
পায় যদি সোহাগায়! কিন্তু কহ, রথি,
কবে ফিরি আসি দেখা দেবে এ কাননে?
কহ ত্রিদিবের বার্ত্তা। কবীশ্বর তুমি,
গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে।
ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে
পারিজাত ; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে।
শুনেছি কামদা না কি দেবেন্দ্রের পুরী ;—
এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে,
ভুলিতে পার হে যদি সুর-বালা-দলে,
এ কামনা কামধুকে কর দয়া করি,
পাও যেন অভাগীরে চরণ-কমলে
ক্ষণ কাল! জুড়াইব নয়ন সুমতি
ও রূপ-মাধুরী হেরি,—ভুলি এ বিচ্ছেদে ;

অপ্সরা-বল্লভ তুমি ; নর-নারী দাসী ;
তা বলো করো না ঘৃণা—এ মিনতি পদে!
স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে ; পরে না কি রজত চরণে?
কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে
আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রত সদা ধর্ম্মরাজ-ঋষি ;
ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে
শাস্ত্রালাপে। মৃগয়ায় রত ভ্রাতা তব
মধ্যম ; অনুজ দ্বয়, মহা-ভক্তিভাবে,
সেবেন অগ্রজ-দ্বয়ে ; যথাসাধ্য, দাসী
নির্ব্বাহে, হে মহাবাহু, গৃহ-কার্য্য যত।
কিন্তু ক্ষুণ্ণমনা সবে তোমার বিহনে
স্মরি তোমা অশ্রুনীরে তিতেন নৃপতি,
আর তিন ভাই তব। স্মরিয়া তোমারে,
আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবানিশি!
পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগি
স্মৃতি-দূতী সহ, নাথ, ভ্রমি একাকিনী,
পূর্ব্বের কাহিনী যত শুনি তাঁর মুখে!
পাণ্ডব কুল ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি!
বিমুখিবে তুমি সখে, সম্মুখ-সমরে
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শূরে ; নাশিবে কৌরবে!
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডু-কুল-রাজে!—
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে!
এ সঙ্গীত-ধ্বনি দেব শুনি জাগরণে।
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি!
কে শিখায় অস্ত্র তোমা কহ, সুরপুরে,
অস্ত্রী-কুল-গুরু তুমি? এই সুর-দলে
প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টঙ্কারি হুঙ্কারে,
দমিলা খাণ্ডব-রণে! জিনিলা একাকী
লক্ষ রাজে, রথীরাজ, লক্ষ্য-ভেদ-কালে।
নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছদ্মবেশী
কিরাতেরে! এ ছলনা, কহ, কি কারণে?
এস ফিরি, নবরত্ন! কে ফেরে বিদেশে
যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী?
কিন্তু যদি সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি
বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভ্রাতৃ-ত্রয়ে—
তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরহ!
আর কি অধিক কব? যদি দয়া থাকে,
আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে,
কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নির্বাস এ দেশে!
পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে
ঋষিপত্নী পুণ্যবতী ; পূর্ব্বপুণ্য-বলে
স্বেচ্ছাচর পুত্র তাঁর! তেজস্বী সুশিশু
দিবামুখে রবি যেন! বেদ-অধ্যয়নে
সদা রত! দয়া করি বহিবেন তিনি,
অনুরোধে পত্র, দেবেন্দ্র-সদনে।
যথাবিধি পূজা তাঁর করিও, সুমতি!
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা।
কি কহিনু, নরোত্তম? কি কাজ উত্তরে?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দ্রৌপদীপত্রিকা নাম
ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী

[ভগদত্তপুত্রী ভানুমতী দেবী রাজা দুর্য্যোধনের পত্নী। কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন পাণ্ডবকুলে সহিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে অল্প দিনের মধ্যে রাজমহিষী ভানুমতী তাঁহার নিক নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
করি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে!
নাহি নিদ্রা ; নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে!
না পারি দেখিতে চখে খাদ্যদ্রব্য যত।
কভু যাই দেবালয়ে ; কভু রাজোদ্যানে ;
কভু গৃহ-চূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া
রণ-স্থলী। রেণু-রাশি গগন আবরে
ঘন ঘনজালে যেন ; জ্বলে শর-রাশি,
বিজলীর ঝলা সম ঝলসি নয়নে!
শুনি দূর সিংহনাদ, দূর শঙ্খ-ধ্বনি,
কাঁপে হিয়া থরথরে! যাই পুনঃ ফিরি।
স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে,
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা,
যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি!

কি যে শুনি, নাহি বুঝি--আমি পাগলিনী!
মনের জ্বালায় কভু জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়, পড়িয়া কাঁদি শাশুড়ীর পদে,
নয়ন-আসারে ধৌত করি পা দুখানি!
নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে!
নারি সান্ত্বনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী;
কাঁদে কুরু-বধূ যত! কাঁদে উচ্চ-রবে,
মায়ের আঁচল ধরি, কুরু-কুল-শিশু,
তিতি অশ্রুনীরে, হায়, না জানি কি হেতু!
দিবানিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।
কুক্ষণে মাতুল তব—ক্ষম দুঃখিনীরে!—
কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্র-কুল-গ্লানি,
আইল হস্তিনাপুরে! কুক্ষণে শিখিলা
পাপ অক্ষবিদ্যা, নাথ, সে পাপীর কাছে!
এ বিপুল কুল, মরি, মজালে দুর্ম্মতি,
কাল-কলিরূপে পশি এ বিপুল-কুলে!
ধর্ম্মশীল কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ-সম
কে আছে, কহ তা, শুনি? দেখ ভীমসেনে,
ভীম পরাক্রমী শূর, দুর্ব্বার সমরে!
দেব-নর-পূজ্য পার্থ—অব্যর্থ প্রহবী!
কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল সুমতি,
সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি?
মেদিনী-সদনে রমা দ্রুপদ-নন্দিনী!
কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা, ভূপতি?
গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে, হায়, ঠেলি ফেলি,
কেন অবগাহ দেহ কর্ম্মনাশা-জলে?
অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি?
অম্বু-বিম্ব, নীরবৃন্দ ফুলদূর্ব্বাদলে
নহে মুক্তাফল, দেব! কি আর কহিব?
কি ছলে ভুলিলা তুমি, কে কবে আমারে?
এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি,
ক্ষত্রমণি! ভাবি দেখ,—চিত্রসেন যবে,
কুরুবধূদলে বাঁধি তব সহ রথে,
চলিল গন্ধর্ব্বদেশে, কে রাখিল আসি
কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি?
বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ-সলিলে
ভাসে লোক; তুমি যার পরমারি, রাজা,
ভাসিল যে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে!
হে কৌরবকুলনাথ, তীক্ষ্ম শরজালে
চাহ কি বাঁধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে,
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব
অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহ-সম,
আনায়-মাঝারে বন্ধ রিপুর কৌশলে?
—হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে
মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বসতি!
কেন গর্ব্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর,
রাজেন্দ্র? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে;
তোমা সহ কুরুসৈন্যে দলিল একাকী
মৎস্যদেশে, আঁটিবে কি রাধেয় তাহারে?
হায়, বৃথা আশা, নাথ! শৃগাল কি কভু
পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্দ্র সিংহেরে?
সূতপুত্র সখা তব? কি লজ্জা, নৃমণি,
তুমি চন্দ্রবংশচূড়, ক্ষত্রবংশপতি?
জানি আমি ভীমবাহু ভীষ্ম পিতামহ;
দেব-নর-ত্রাস বীর্য্যে দ্রোণাচার্য্য গুরু।
স্নেহপ্রবাহিণী কিন্তু এ দোঁহার বহে
পাণ্ডবসাগরে, কান্ত, কহিনু তোমারে!
যদিও না হয় তাহা, তবুও কেমনে,
হায় রে প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে?—
উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটী
একাকী এ বীরদ্বয়ে! সৃজিলা কি, তুমি,
দাবাগ্নি রূপে, বিধি, জিষ্ণু ফাল্গুনিরে
এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে?
শুন, নাথ, নিদ্রা-আশে মুদি যদি কভু
এ পোড়া নয়ন দুটি, দেখি মহাভয়ে
শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে!
রথমধ্যে কালরূপী পার্থ! বাম করে
গাণ্ডীব কোদণ্ডোত্তম। ইরম্মদ-তেজা
মর্ম্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে!
কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধ্বনি!
গরজে বায়ুজ ধ্বজে কাল মেঘ যেন!
ঘর্ঘরে গম্ভীর রবে চক্র, উগরিয়া
কালাগ্নি। কি কব দেব, কিরীটের আভা?
আহা, চন্দ্রকলা যেন চন্দ্রচূড়-ভালে!
উজ্জলিয়া দশ দিশ, কুরুসৈন্য-পানে
ধায় রথবর বেগে! পালায় চৌদিকে
কুরুসৈন্য,—তমঃ-পুঞ্জ রবির দর্শনে
যথা! কিম্বা বিহঙ্গম হেরিলে অদূরে
বজ্রনখ বাজে যথা পালায় কূজনি
ভীতচিত: মিলি আঁখি অমনি কাঁদিয়া!
কি কব ভীমের কথা? মদকল-করী-
সদৃশ উন্মদ দুষ্ট নিধন-সাধনে!

জবাযুগ-সম আঁখি—রক্তবর্ণ সদা।
মার, মার শব্দ মুখে! ভীম গদা হাতে,
দণ্ডধর-হাতে, হায়, কালদণ্ড যথা!
শুনেছি লোকের মুখে, দেব-সমাগমে
ধরিলা দুরন্তে গর্ভে কুন্তী ঠাকুরাণী।
কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে—
সর্ব্ব-অন্তকারী যিনি! ব্যাঘ্রী বুঝি দিল
দুগ্ধ দুষ্টে! নর-নারী-স্তন-দুগ্ধ কভু
পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নর-যমে?
 বাড়িতে লাগিল লিপি; তবুও কহিব
কি কুস্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে
দেখিনু;—বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি;
আকুল সতত প্রাণ, না পারি বুঝিতে
এ কুহক! গত রাত্রে বসি একাকিনী
শয়নমন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে—
কাঁদিনু! সহসা, নাথ, পূরিল সৌরভে
দশ দিশ; পূর্ণচন্দ্র-আভা জিনি আভা
উজ্জ্বলিল চারি দিক্; দাসীর সম্মুখে
দাঁড়াইলা দেববালা—অতুলা জগতে!
চমকি চরণযুগে নমিনু সভয়ে।
মুছিয়া নয়নজল, কহিলা কাতরে
বিধুমুখী,—'বৃথা খেদ, কুরুকুলবধু,
কেন তুমি কর আর? কে পারে খণ্ডাতে
বিধির বাঁধন, হায়, এ ভবমণ্ডলে?
ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র!'—দেখিনু তরাসে,
যত দূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি!
বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিণীরূপে;
পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন
চূর্ণ বজ্রে; হতগতি অশ্ব; রথাবলী
ভগ্ন; শত শত শব! কেমনে বর্ণিব
কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল মশানে!
দেখিনু রথীন্দ্র এক শরশয্যোপরি!
আর এক মহারথী পতিত ভূতলে,
কণ্ঠে শূন্যগুণ ধনু;—দাঁড়ায়ে নিকটে,
আস্ফালিছে অসি অরি-মস্তক ছেদিতে!
আর এক বীরবরে দেখিনু শয়নে
ভূশয্যায়! রোষে মহী গ্রাসিয়াছে ধরি
রথচক্র; নাহি বক্ষে কবচ; আকাশে
আভাহীন ভানুদেব,—মহাশোকে যেন!
অদূরে দেখিনু হ্রদ, সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্ন-উরু! কাঁদি উচ্চে, উঠিনু জাগিয়া!
কেন এ কুস্বপ্ন, দেব, দেখাইলা মোরে?
 এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি!
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী।
কি অভাব তব কহ? তোষ পঞ্চ জনে;
তোষ অন্ধ বাপ মায়ে; তোষ অভাগীরে:—
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে ভানুমতীপত্রিকা নাম
সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ

জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা দেবী সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহিষী। অভিমন্যুর নিধনানন্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে দুঃশলা দেবী নিতান্ত ভীতা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন।]

 কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে,
হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূন্য আমি!
শুন, নাথ, মনঃ দিয়া;—মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধ পিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা। কহিলা সুমতি—
(না জানি পূর্ব্বের কথা; ছিনু অবরোধে
প্রবোধিতে জননীরে;) কহিলা সুমতি
সঞ্জয়,—'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী
সুভদ্রানন্দনে, দেব! কি আশ্চর্য্য, দেখ—
অগ্নিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে!
প্রাণপণে যোঝে যোধ; হেলায় নিবারে
অস্ত্রজালে শূরসিংহ! ধন্য শূরকুলে
অভিমন্যু!' নীরবিলা এতেক কহিয়া
সঞ্জয়! নীরবে সবে রাজসভাতলে
সঞ্জয়ের মুখ পানে রহিলা চাহিয়া।
 'দেখ, কুরুকুলনাথ,'—পুনঃ আরম্ভিলা

দূরদর্শী,—'ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ
পালাইছে সপ্তরথী! নাদিছে ভৈরবে
অর্জ্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে!
পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক-ব্রজ;
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে:
সভয়ে হেষিছে অশ্ব! হায়, দেখ চেয়ে,
কাঁদিছেন পুত্র তব দ্রোণগুরুপদে!—
মজিল কৌরব আজি অর্জ্জুনির রণে!'
কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা; কাঁদিয়া মুছিনু
অশ্রুধারা। দূরদর্শী আবার কহিলা;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
কোদণ্ড-টঙ্কার, প্রভু! বাজিল নির্ঘোষে
ঘোর রণ! কোন রথী গুণ সহ কাটে
ধনু; কেহ রথচূড়, রথচক্র কেহ।
কাটিয়া পাড়িলা দ্রোণ ভীম-অস্ত্রাঘাতে
কবচ; মরিল অশ্ব; মরিল সারথি!
রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে
মদকল হস্তী যেন মত্ত রণমদে!'—
নীরবিয়া ক্ষণকাল, কহিলা কাতরে
পুনঃ দূরদর্শী;—'আহা! চিররাহু-গ্রাসে
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে!
অন্যায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,
অর্জ্জুনি! হুহুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী,
নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে!
নিরানন্দে ধর্ম্মরাজ চলিলা শিবিরে।'
হরষে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা,
কাঁদিলা; কাঁদিনু আমি। সহসা ত্যজিয়া
আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলি-পুটে,
কহিলা সভয়ে,—'উঠ, কুরুকুলপতি!
পূজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু!
ওই দেখ কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনি
অধীর বিষম শোকে! গরজে গম্ভীরে
ইন্দু স্বর্ণরথচূড়ে। পড়িছে ভূতলে
খেচর; ভূচরকুল পালাইছে দূরে!
ঝকঝকে দিব্য বর্ম্ম; খেলিছে কিরীটে
চপলা; কাঁপিছে ধরা থর থর থরে!
পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে কুরু; পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে
আপনি পাণ্ডব, নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে!
মুহুর্মুহুঃ ভীমবাহু টঙ্কারিছে বামে
কোদণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডত্রাস! শুন কর্ণ দিয়া,
কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে;—
'কোথা জয়দ্রথ এবে,—রোধিল যে বলে
ব্যূহমুখ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত;
তুমি, হে বসুধা, শুন; তুমি জলনিধি;
তুমি, স্বর্গ, শুন; তুমি, পাতাল, পাতালে;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে! না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি!
অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে!'—
অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িনু! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে—চেড়ী পিতার আদেশে।
কহ এ দাসীরে, নাথ; কহ সত্য করি;
কি দোষে আবার দোষী জিষ্ণুর সকাশে
তুমি? পূর্ব্বকথা স্মরি চাহে কি দণ্ডিতে
তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ? কোথায় রোধিলে
কোন্ ব্যূহমুখ তুমি, কহ তা আমারে?
কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মরিব তরাসে!
কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর করি!
আঁধার নয়ন হায়, নয়নের জলে!
নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্য মুখে!
কাল অজাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে
প্রাণী? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে?
কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্গুনি রুষিলে?
হে বিধাতঃ কি কুক্ষণে, কোন্ পাপদোষে
আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে
তুমি? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে!
নাদিল কাতরে শিবা; কুকুর কাঁদিল
কোলাহলে; শূন্যমার্গে গর্জ্জিল ভীষণে
শকুনি গৃধিনীপাল! কহিলা জনকে
বিদুর,—সুমতি তাত! 'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে!' না শুনিলা পিতা
সে কথা! ভুলিয়া, হায়, মোহের ছলনে!
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল!
শরশয্যাগত ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতামহ—
পৌরব-পঙ্কজ-রবি চির রাহুগ্রাসে!
বীর্য্যাঙ্কুর অভিমন্যু হতজীব রণে!

কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে?
 এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি!
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনু,
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।
এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে
হেরে নিজ প্রতিমূর্ত্তি বিমল সলিলে,
হেরে হাসি সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে! কি কাজ রণে তোমার? কি দোষে
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চপাণ্ডু রথী?
চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্য ধনে?
তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি,
মম হেতু, প্রাণনাথ; দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি!
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব?—আর কি কহিব?
কি ভেদ হে নদম্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে?
 তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি;—
পাপ অক্ষক্রীড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ?
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা!) ধরিয়া
রজস্বলা ভ্রাতৃবধূ? দেখাইল তাঁরে
উরু? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল—
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি?
ভ্রাতার সুকীর্ত্তি যত, জান না কি তুমি?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী!
 এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি!
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি! কে না জানে, কহ,
মহারথী রথীকুলে সিন্ধু-অধিপতি?
যুঝেছ অনেক যুদ্ধে; অনেক বধেছ
রিপু; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে
কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ?
ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি;
কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ
রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জয়ী?
কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডব দাহনে?
কি করিলা চিত্রসেন গন্ধর্ব্বাধিপতি?
কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়ম্বর কালে?
স্মর, প্রভু! কি করিলা উত্তর গোগৃহে
কুরুসৈন্য নেতা যত পার্থের প্রতাপে?
এ কালাগ্নি কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে?
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে?
 ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,
সিন্ধুপতি; মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি!
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে!
 জানি আমি কহিতেছে আশা তব কানে—
মায়াবিনী!—'দ্রোণ গুরু সেনাপতি এবে!
দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে; অশ্বত্থামা শূরে;
কৃপাচার্য্যে; দুর্য্যোধনে—ভীম গদাপাণি!
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধদেশপতি?
কে সে পার্থ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে
তোমায়?'—শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী!
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে!
মুদি আঁখি ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে;
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে!
 ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এসো ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে!
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে!—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু পাণ্ডু কুলে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দুঃশলাপত্রিকা নাম
অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ

শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী

[জাহ্নবী দেবীর বিরহে রাজা শান্তনু একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বহু দিবস গঙ্গাতীরে উদাসীনভাবে কালাতিপাত করেন। অষ্টম বসু অবতার দেবব্রত (যিনি

মহাভারতীয় ইতিবৃত্তে ভীষ্ম পিতামহ নামে প্রথিত) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জাহ্নবী দেবী নিম্ন-লিখিত পত্রিকাখানির সহিত পুত্রবরকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি!
ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপন—নিদ্রা-অবসানে! এ চিরবিচ্ছেদে
এই হে ঔষধ মাত্র, কহিনু তোমারে!
হর-শির-নিবাসিনী হর্য়প্রিয়া আমি
জাহ্নবী। তবে যে কেন নরনারীরূপে
কাটাইনু এত কাল তোমার আলয়ে,
কহি, শুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোষে
ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা বসুদলে
যে দিন, পড়িল তারা কাঁদি মোর পদে,
করিয়া মিনতি স্তুতি নিষ্কৃতির আশে।
দিনু বর—'মানবিনী ভাবে ভবতলে
ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে।'
বরিনু তোমারে সাধে, নরবর তুমি,
কৌরব! ঔরসে তব ধরিনু উদরে
অষ্ট শিশু,—অষ্ট বসু তারা, নরমণি!
ফুটিল এক মৃণালে অষ্ট সরোরুহ!
কত যে পুণ্য হে তব, দেখ ভাবি মনে!
সপ্ত জন ত্যজি দেহ গেছে স্বর্গধামে।
অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে;
দেবনররূপী রত্নে গ্রহ যত্নে তুমি,
রাজন্! জাহ্নবীপুত্র দেবব্রত বলী
উজ্জ্বলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি;—
শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণিরূপে,
যথা আদিপিতা তব চন্দ্রচূড়-চূড়ে!
পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নৃমণি,
তব হেতু। নিরখিয়া চন্দ্রমুখ, ভুল
এ বিচ্ছেদ-দুঃখ তুমি। অখিল জগতে,
নাহি হেন গুণী আর, কহিনু তোমারে!
মহাচল-কুলপতি হিমাচল যথা;
নদপতি সিন্ধুনদ; বন-কুলপতি
খান্ডব; রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী—
বশিষ্ঠের শিষ্যশ্রেষ্ঠ! আর কব কত?
আপনি বাগ্‌দেবী, দেব, রসনা-আসনে
আসীনা; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা;
যমসম বল ভুজে! গহন বিপিনে
যথা সর্ব্বভুক্ বহ্নি, দুর্ব্বার সমরে!
তব পুণ্যবৃক্ষ-ফল এই, নরপতি!
স্নেহের সরসে পদ্ম! আশার আকাশে
পূর্ণশশী! যত দিন ছিনু তব গৃহে,
পাইনু পরম প্রীতি! কৃতজ্ঞতাপাশে
বেঁধেছ আমারে তুমি; অভিজ্ঞানরূপে
দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ, শান্তমতি।
পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।
অসীম মহিমা তব; কুল মান ধনে
নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমন্ডলে!
তরুণ যৌবন তব;—যাও ফিরি দেশে;—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী!
যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে; কর রাজ্য সুখে!
পাল প্রজা; দম রিপু; দন্ড পাপাচারে—
এই হে সুরাজনীতি;—বাড়াও সতত
সতের আদর সাধি সংক্রিয়া যতনে!
বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে
কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি, প্রদীপ যথা জ্বলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী!
কি কাজ অধিক কয়ে? পূর্ব্বকথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা! শৈলেন্দ্রনন্দিনী
রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে!
যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ, ভবধামে!
কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যার দেবব্রত রথী!
লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি
হস্তিনায়, হস্তিগতি! অন্তরীক্ষে থাকি
তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জাহ্নবীপত্রিকা নাম
নবমঃ সর্গঃ।

দশম সর্গ

পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশী

[চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্ব্বশী নাম ত্রোটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।]

স্বর্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি!
গত রাত্রে অভিনিনু দেব-নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাম নাটক। বারুণী
সাজিল মেনকা; আমি অম্ভোজা ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী,—'দেখ নিরখি চৌদিকে,
বিধুমুখি! দেবদল এই সভাতলে;
বসিয়া কেশব ওই! কহ মোরে, শুনি,
কার প্রতি ধায় মনঃ?'—গুরুশিক্ষা ভুলি,
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু—
'রাজা পুরূরবা প্রতি!'—হাসিলা কৌতুকে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত;
চারি দিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে!
সরোষে ভরতঋষি শাপ দিলা মোরে!
শুন, নরকুলনাথ! কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে,
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে?—
কহিব সে কথা আজি তব পদযুগে!
যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে,
অবিরাম; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির আঁখি সূর্য্যমুখী; ও চরণে রত
এ মনঃ!—উর্ব্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি!
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি।
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর; ঘোর বনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর! যদি কৃপা কর,
তাও কহ; যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে,
পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে?
শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে
হেমকূটে! এখনও বসিয়া বিরলে,
ভাবি সে সকল কথা! ছিনু পড়ি রথে,
হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে!
সহসা কাঁপিল গিরি! শুনিনু চমকি
রথচক্রধ্বনি দূরে শতস্রোতঃ সম!
শুনিনু গম্ভীর নাদ—'অরে রে দুর্ম্মতি,
মুহূর্ত্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে,'—
প্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে!
হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে!
পাইনু চেতন যবে, দেখিনু সম্মুখে
চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী—
দেবী মানবীর বাঞ্ছা! উজ্জ্বল দেখিনু
দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে
হেমকূট হৈমকান্তি—রবিকরে যেন!
রহিনু মুদিয়া আঁখি শরমে, নৃমণি;
কিন্তু এ মনের আঁখি মীলিল হরষে,
দিনান্তে কমলাকান্তে হেরিলে যেমতি
কমল! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে!
চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা চাহিয়া,—
'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে
তমোহীনা; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূমপুঞ্জ-কায়া; দেখ নিরখিয়া,
এ বরাঙ্গ বররুচি রিচামান এবে
মোহান্তে! ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী
আবার প্রসাদে, শুভে!'—আর যা কহিলে,
এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নৃমণি,
রসিকতা! নরকুল ধন্য তব গুণে!
এ পোড়া হৃদয় কম্পে কম্পমান দেখি
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি
পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে মনে?
ম্রিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে
জীবনদায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্ব্বশী,
হে সুধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে গাথা!

সুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে,
নররাজ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ?—
সুরপুর-চির-অরি অধীর বিক্রমে
তোমার, বিক্রমাদিত্য! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব রণস্থলে!
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য্য হেরি!
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা? শুন, রাজা! তব রাজবনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা বরে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা! রূপগুণাধীনা
নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভাবে কি দিবে—
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে!
কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ; সর্ব্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা পদে!
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে!
উর্ব্বশীধামে উর্ব্বশীর দেহ মন এবে,
'উর্ব্বশি' রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে। কি আর লিখিব?
বিষের ঔষধ বিষ,—শুনি লোকমুখে।
মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কৃপা করি! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া!
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
যথা ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে!
লিখিনু এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে
নন্দনে। ভূমিষ্ঠভাবে পূজিয়াছি, প্রভু,
কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা।
সুপ্রফুল্ল ফুল দেব পাড়িয়াছে শিরে!
বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে
আমার কহেন -'তুই হবি ফলবতী।'
এ সাহসে, মহেষ্বাস, পাঠাই সকাশে
পত্রিকা-বাহিকা সখী চারু-চিত্রলেখা।
থাকিব নিরখি পথ, স্থির-আঁখি হয়ে
উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ'—নিবেদনমিতি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে উর্ব্বশীপত্রিকা নাম
দশমঃ সর্গঃ।

একাদশ সর্গ

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,—পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। রাজা নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজ;
হেষে অশ্ব; গর্জ্জে গজ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য;—কিন্তু কোন্ হেতু?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে!
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে!
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে:
নাশ, মহেষ্বাস তারে! ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে!
জন্মে মৃত্যু;—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখসমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,—

কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে।
হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব? তা না হলে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি?
কোথা ধনু, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি?
না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে? কি কহিবে, কহ
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত?
নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে;—এ কি ভ্রান্তি তব?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে
(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথি,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে? রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে! আছিলা মান,—তাও কি নাশিলি?
নরনারায়ণ পার্থ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ব্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনী? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্ত্তন গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে!
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্ম্মমতি! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য্য তিনি
কু-কুলের? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মরি, কি সতী!
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব-সরসে
নলিনী! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া! ধিক্! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা!
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী?
জানি আমি কহে লোক রথীকুল-পতি
পার্থ! মিথ্যা কথা, নাথ! বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল!
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী! দ্রোণাচার্য্য গুরু,—
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায়; যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ, সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে!
কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমারে?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথি? হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ!—পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি;

পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা! দুরন্ত ফাল্গুনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ!) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে!—
হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন নানা যত্ন সয়ে,
এ উদরে? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা,
এ তাপ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি?
হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার? এই কি রে ছিল তোর মনে?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জ্বলিস্, মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি!—
যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্র কুলবালা আমি; ক্ষত্র-কুলবধূ;
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্ত-নগরে
লভি অন্তে! যাচি চির বিদায় ও পদে!
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা?" বলি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জনাপত্রিকা নাম
একাদশঃ সর্গঃ।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।

কলিকাতা।
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে
মুদ্রিত।
সন ১২৭৩ সাল, ইংরাজী ১৮৬৬।

ম. র.—২৩

প্রকাশক-দিগের বিজ্ঞাপন

ইংরাজী ১৮৬২ সালের জুন মাসে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বারিষ্টর হইবার মানসে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। যাত্রাকালে মাতৃভূমিকে সম্বোধন করিয়া যে একটী কবিতা লিখিয়া যান, তাহা সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সম্বাদপত্রে এবং ১ম ভাগ মেঘনাদবধ কাব্যের মুখবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে ; অতএব সেটী এখানে উদ্ধৃত করা আর আবশ্যক বোধ হইতেছে না। মাইকেল মধুসূদন ইংলণ্ডে দেড় বৎসর থাকিয়া ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্স রাজ্যে গমন করেন এবং ভরসেল্‌স নামক তথাকার সুপ্রসিদ্ধ নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। তিনি এই সময়ে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি' নাম দিয়া একশতটি কবিতা ছাপাইবার জন্য আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন। কবিতাগুলির প্রত্যেকেই চতুর্দ্দশমাত্র পদবিশিষ্ট। ইউরোপ খণ্ড হইতে ইতিপূর্বে আর কখন বাঙ্গালা কবিতা লিখিত হইয়া মুদ্রিত হইবার নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরিত হয় নাই এই জন্য আমরা কবিবরের বন্ধুদিগের এবং সাধারণের সন্তোষার্থে কবিতাগুলির উপক্রমভাগটী মুদ্রাক্ষরে না ছাপাইয়া যেরূপ লিখিত ছিল অবিকল তদনুরূপ হস্তাক্ষরে ছাপাইলাম। উপক্রমটী দেখিযা পাঠকবৃন্দ কবিবরের হস্তাক্ষর বুঝিতে পারিবেন এবং যেরূপে কবিতাটী লিখিত হইয়াছে তাহাও দেখিতে পাইবেন।

আমরা গ্রন্থকারের হস্তাক্ষর দেখিয়াই উক্ত কবিতাগুলির মুদ্রাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি ; পরন্তু কবিবরেব অনুপস্থিতি নিবন্ধন প্রুফ সংশোধন কবিতে. বোধ হয়, কোন কোন স্থানে ভুল রহিয়া গিয়া থাকিবে, এজন্য সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাদিগের দোষ মার্জ্জনা করিবেন। ফলতঃ গ্রন্থকার স্বযং প্রুফ সংশোধন কবিলে গ্রন্থখানি যেবূপ নির্ভুল হইত তাঁহাব অনুপস্থিতিতে সেরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

দত্তজ মহাশয় বিদেশে গিয়া এবং বিদেশে থাকিয়াও মাতৃভাষার উন্নতি-সাধনে বিরত হন নাই। তিনি দেড় মাসেব পথ হইতেও প্রিয অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাব অবকাশ কিছুই মাত্র ছিল না। অবকাশাভাব প্রযুক্ত যত দূর মনে করিয়া ছিলেন, তত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি সুভদ্রার হরণ-বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়া সময়াভাবে শেষ করিতে পারেন নাই। পাঠকবর্গ ৩৮ সংখ্যক কবিতাটী পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য আদ্যন্ত সংশোধিত করিবার এবং বিদ্যা-লয়োপযোগী আর একখানি নীতিগর্ভ পুস্তক রচনা করিবারও মানস করিয়াছিলেন ; কিন্তু সময়াভাবে সেগুলিও শেষ করিতে পারেন নাই, সকলেরই কিয়দংশ মাত্র লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। তিনি ইউরোপে গিয়া আইন অভ্যাস করিতেই ব্যস্ত, অবকাশের অপ্রতুল হইবে তাহার সন্দেহ কি? বিশেষতঃ সেখান হইতে জর্ম্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিক, লাটিন, গ্রীক, প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষা শিখিয়াছেন তাহাতেই তাঁহাব যথেষ্ট সময় লাগিয়াছে।

আমরা উপর্য্যুক্ত সুভদ্রাহরণ, তিলোত্তমা ও হিতোপদেশের যে২ অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা 'অসমাপ্ত কাব্যাবলি' শিরোনাম দিয়া চতুর্দ্দশপদীর শেষভাগে সংযোজিত করিয়া দিলাম। পাঠকবর্গ দেখিলেই তাহাদের গুণাগুণ বুঝিতে পারিবেন।

চতুর্দ্দশপদীর ৮০ সংখ্যক কবিতাটী গ্রন্থকার ইটালীর অধিপতি ভিক্‌টর ইমানুয়েলকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। ইটালীশ্বর স্বীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়া দত্তজ মহাশয়কে এক প্রশংসাসূচক উত্তর লিখিয়া পাঠান। এই কবিতা ইটালীদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি দান্তের উপর লিখিত হয়। ইনি ফ্লরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০০ খৃঃ অব্দে উক্ত নগরের একজন প্রধান

ম্যাজিস্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়া কোন সম্প্রদায় বিশেষের বিরোধে লিপ্ত থাকাতে তিনি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বাসিতাবস্থায় লা কমেডিয়ান নামে জগদ্বিখ্যাত কাব্য ইটালি ভাষায় রচনা করেন। এই কাব্যে স্বর্গ ও নরকের বিষয় অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। এরূপ অনুমান করা হয় যে, কবিগুরু দান্তে ভার্জিলের সমভিব্যাহারে নরকে প্রবেশ করিয়া পাপি-দিগের যন্ত্রণা ভোগ বর্ণনা করেন। তিনি লাটিন ভাষায় আর কতকগুলি কাব্য লিখিয়া আপন যশঃ আরো বিস্তীর্ণ করেন। ১৮৩০ সালে ফ্লরেন্স নগরে তাঁহার স্মরণার্থে একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়।

৮১ সংখ্যক কবিতাটী পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকরকে লিখিত হয়। ইনি জর্ম্মানি দেশ নিবাসী সংস্কৃত ভাষায় একজন মহাপণ্ডিত এবং বোডিন কালেজে উক্ত ভাষার প্রধান অধ্যাপক; কতকগুলি সংস্কৃতগ্রন্থ সংশোধন পূর্ব্বক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ সুবিখ্যাত উইলসন্ সাহেবকৃত সংস্কৃত অভিধানের সংশোধন ও পুনর্মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রায় দশ বৎসর হইল এই কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন, অদ্যাপিও স্বরবর্ণের আদ্যক্ষর "অ" শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে অধুনা সংস্কৃত ভাষার উন্নতি-সাধন বিষয়ক "সংস্কৃত টেক্সট সোসাইটী" নামে যে এক সমাজ সংস্থাপিত হইযাছে ইনি তাহারও একজন প্রধান সম্পাদক।

৮২ সংখ্যক কবিতাটী আল্‌ফ্রেড্ টেনিসনের উপর লিখিত। ইনি ইংলণ্ড দেশীয় ইদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করিয়া আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। ইনি অদ্যাপি জীবিত আছেন।

ভিকটর হুগো ফ্রান্সদেশীয় ইদানীন্তন অতি প্রসিদ্ধ কবি। ১৮০২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, পরে অনেকগুলি কাব্য, নাটক এবং উপন্যাস লিখিয়া এই জগন্মণ্ডলে বিস্তর যশঃ বিস্তার করিয়াছেন।

স্ট্যানহোপ্ প্রেস,
কলিকাতা,
১লা আগষ্ট ১৮৬৬।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।

(কবির হস্তলিপি)

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

উপক্রম।

১

যথা বিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে,
কহে, যোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে;—
সেই আমি ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে
তুলিল যে তিলোত্তমা মুকুতা যৌবনে;
কবিগুরু বালমীকির প্রসাদে তৎপরে
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে
দেবদৈত্যনরাতঙ্ক— রক্ষেন্দ্র-নন্দনে.
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে,
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে);
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি গ্রামে;
সেই আমি, শুন যত গৌড়-চূড়ামণি!—

(কবির হস্তলিপি)

২

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে;—
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেত্রার্কা কবি; বাক্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র: প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
মনোনীত বর দিয়া। ~~[illegible]~~ এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহাররূপে আজি অরপি রতনে॥ ম/

ফরাসীস দেশস্থ ভর্সেলস নগরে।
১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

১

উপক্রম

যথাবিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে,
কহে, যোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে ;—
সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে ;
কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ;—
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে ;)—
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে ;
সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি !—

২

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;—
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা কবি ; বাক্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণবীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে ।।

ফরাসীস দেশস্থ ভরসেলস্‌ নগরে।
১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দেঃ

৩

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে ; ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ।।

৪

কমলে কামিনী

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে
কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহরা।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।—
কার না ভোলে রে মনঃ, এ হেন ছলনে!
কবিতা-পঙ্কজ রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?-
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী ।।

৫

অন্নপূর্ণার ঝাঁপি

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি,
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
অন্নদা! বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী,
অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে
রাজলক্ষ্মী; ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরি
ভাসিবে অনেক দিন, জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে;
চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল;
তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে?
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।।

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন;
সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে!
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।।

৭

কৃত্তিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা!—কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে! আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি!
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী;—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি!

জয়দেব

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীতধড়া গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে!
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে!
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,—
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর-লহরী,—
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে! আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরয ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে?

৯

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি!
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে?
শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায়; অমৃত রসে রসনা সিকতি,
আপনার স্বর্ণবীণা অরপিলা করে!—

সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ, মহামতি?
মিথ্যা বা কি বলে বলি! শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে!)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি!) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে!

১০

মেঘদূত

কামী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দহনে,
দূত-পদে বরি পূর্ব্বে, তোমায় সাধিল
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে,
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ছিল।
কত যে মিনতি কথা কাতরে কহিল
তব পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনে?
জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার সে সাধনে
প্রদানিলা তুমি তারে যা কিছু যাচিল;
তেঁই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি;—
দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি
বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী,
অধীর এ হিয়া, হায়, যার রূপ স্মরি!
কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদু নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি!

১১

গরুড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুভক্ষণে।
সাগরের জলে সুখে দেখিবে, সুমতি,
ইন্দ্র-ধনুঃ-চূড়া শিরে ও শ্যাম মুরতি,
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে
হেরেন বরাঙ্গ, যাহে মজি ব্রজাঙ্গনে
দেয় জলাঞ্জলি লাজে! যদি রোধে গতি
তোমার, পর্ব্বত-বৃন্দ, মন্দ্রি ভীম স্বনে
বারি-ধারা-রূপ বাণে বিঁধো, মেঘপতি,
তা সকলে, বীর তুমি; কারে ডর রণে?
এ দূর গমনে যদি হও ক্লান্ত কভু,
কামীর দোহাই দিয়া ডেকো গো পবনে
বহিতে তোমার ভার। শোভিবে, হে প্রভু,
খগেন্দ্রে উপেন্দ্র-সম, তুমি সে বাহনে!—
কৌস্তুভের রূপে পরো—তাড়িত-রতনে।।

১২

"বউ কথা কও"

কি দুখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে
বসি, বউ কথা কও, কও এ কাননে?—
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে,
পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে?
তেঁই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে?
বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে,—
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে?
সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি;
(শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে)
পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী;
"ক্ষম, প্রিয়ে," এই বলি পড় গিয়া পায়ে!—
কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষুণ্ণ-মতি,
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে।।

১৩

পরিচয়

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস ঊর্দ্ধ্ব কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ!) হেরি ভীষণ মুরতি;—
যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী;—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে;—
সে দেশে জনম মম; জননী ভারতী;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে!

১৪

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন? কুসুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি। কভু পিক-রবে

ব গুণ গায় কবি ; কভু রূপ ধরি
লির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি,
জে যথা রসরাজ রাসের পরবে!
মের নিকুঞ্জ এই! কত যে কি ফলে,
হ রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে!
রঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে,
দম্ব, বিম্বিকা, রম্ভা, চম্পকের সনে!
াপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে
কাকিল ; কুরঙ্গ গেছে রাখি দু-নয়নে!

১৫

যশের মন্দির

সুবর্ণ দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
ত-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে! সে শৃঙ্গের তলে,
অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে,
বিধ রোধে রুদ্ধ ঊর্দ্ধগামী জনে!
ও উঠিতে তথা—সে দুর্গম স্থলে—
বছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে
প্রাণী। বহু প্রাণী কাঁদিছে বিকলে,
পারি লভিতে যত্নে সে রত্ন-ভবনে।
থল হৃদয় মোর দেখি তা সবারে।—
যরে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
হাসি ; "ওরে বাছা, না দিলে শকতি
মি ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে?
শর মন্দির ওই ; ওথা যার গতি,
শক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে!"

১৬

কবি

কে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
বদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
ই কি সে যম-দমী? তার শিরোপরি
াভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন?
ই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
তগামী ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
বের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
ন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে ;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে!

১৭

দেব-দোল

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্জ-বনে,
ভেবো না গুঞ্জরে অলি চুম্বি ফুলাধরে ;
ভেবো না গাইছে পিক কল কুহরণে,
তুষিতে প্রত্যুষে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে!
দেখ, মীলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে,
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল-অম্বরে,—
আসিছেন সবে হেথা—এই দোলাসনে—
পূজিতে রাখালরাজ—রাধা-মনোহরে!
স্বর্গীয় বাজনা ওই! পিককুল কবে,
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি?
কিন্নরের বীণা-তান অপ্সরার রবে!
আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,—
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি!

১৮

শ্রীপঞ্চমী

নহে দিন দূর, দেবি, যবে ভূভারতে
বিসর্জ্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবল মূর্ত্তি সুদল কমলে :—
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে!
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে!
কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যত দিন এ মর ভবনে
মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে!—
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে?

১৯

কবিতা

অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে?
কি কাক, কি পিকধ্বনি,—সম-ভাব তার!
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন!—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর-নগরে।—
দুর্ম্মতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে! হায়, সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনি ভারতি!
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি।

২০

আশ্বিন মাস

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে;
বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণা করে;
শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ; গণ-দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শিরঃ;—আদিব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদ্মে শতদল! শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে!—
কি আনন্দ! পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি?

২১

সায়ংকাল

চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে!—
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী?
অতি-ত্বরা গড়ি ধনী দৈব-মায়া-বলে
বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি,
কনক-কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণ-মালা গলে!
সাজাইবে গজ, বাজী; পর্ব্বতের শিরে
সুবর্ণ কিরীট দিবে; বহাবে অম্বরে
নদস্রোতঃ, উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে!
সুবর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে!—এ বাজী করি রে
শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দান করে!

২২

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভবমণ্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস অম্বরে?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে!

২৩

নিশা

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি!—সুহাস-মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।
কত যে কি কহিতেছে মধুর স্বননে
পবন—বনের কবি, ফুল্ল ফুল-দলে,
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে? নারিবে কেমনে
প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মণ্ডলে?
এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—

চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মূরতি!
কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে
নিশায়, আমার মতে সে বড় দুর্ম্মতি।
হেন সুবাসিত শ্বাস, হাস স্নিগ্ধ করে
যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি?

২৪

নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির

রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
রতন-মুকুট শিরে; আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকিব্রজ, এই তরুতলে
পূজিতে রজনী যোগে বৃষভ-বাহনে।
ধূপরূপ পরিমল অদূর কাননে
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতূহলে
মলয়; বেদিনী, দেখ, রজত-চরণে
বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে
নাচিছে; আচার্য্য-রূপে এই তরু-পতি
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র। নীরবে অম্বরে,
তারাদলে তারানাথ করেন প্রণতি
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে।
তুমিও, লো কল্লোলিনি, মহাব্রতে ব্রতী,—
সাজায়েছ, দিব্য সাজে, বর-কলেবরে!

২৫

ছায়াপথ

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, কৃপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ,—উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে?
এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে, সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী,
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে—
সৌন্দর্য্যে?—এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি!
রাণী তুমি; নীচ আমি; তেঁই ভয় করে,
অনুচিত বিবেচনা পার করিবারে
আলাপ আমার সাথে; পবন-কিঙ্করে,—
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,
দেও কয়ে; কহিবে সে কানে, মৃদুস্বরে,
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে!

২৬

কুসুমে কীট

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো বন-সুন্দরি,
কোমল হৃদয়ে তব পশিল,—কি পাপে—
এ বিষম যমদূত? কাঁদে মনে করি
পরাণ যাতনা তব; কত যে কি তাপে
পোড়ায় দুরন্ত তোমা, বিষদন্তে হরি
বিরাম দিবস নিশি! মৃদে কি বিলাপে
এ তোমার দুখ দেখি সখী মধুকরী,
উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো সে কাঁপে?
বিষাদে মলয় কি লো, কহ, সুবদনে,
নিশ্বাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে
যাচিতে তোমার কাছে পরিমল-ধনে?
কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাহু-গ্রাসে?
মনস্তাপ-রূপে রিপু, হায়, পাপ-মনে,
এইরূপে, রূপবতি, নিত্য সুখ নাশে!

২৭

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি!
জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার দুহিতা, সাধু! যবে বসুধারে
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি তাঁরে।
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট-মনে;—
মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে!
দেব নহ; কিন্তু গুণে দেবতার মত।

২৮

সৃষ্টিকর্ত্তা

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য কথা, বিশ্বে আমি মন্দমতি?
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি;—

দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি,—
ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে! কহ, হে আমারে,
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্বলে?
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে
কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে,
নিশানাথ। নদকুল, কহ কলকলে,
কিম্বা তুমি, অম্বুপতি, গম্ভীর স্বননে।

২৯

সূর্য্য

এখনও আছে লোক দেশ দেশান্তরে
দেব ভাবি পূজে তোমা, রবি দিনমণি,
দেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে,
লুটায়ে ধরণীতলে, করে স্তুতি-ধ্বনি ;
আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য, এ না মনে গণি।
অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে
শোভ তুমি, বিভাবসু, মধ্যাহ্ন অম্বরে
সমুজ্জ্বল করজালে আবরি মেদিনী!
অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি,
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে ;
উর্ব্বরা তোমার বীর্য্যে সতী বসুমতী ;
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে ;—
কিন্তু কি মহিমা তাঁর, কহ, দিনপতি,
কোটি রবি শোভে নিত্য যাঁর পদতলে!

৩০

সীতাদেবী

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে,
চারি দিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্রু-ধারা ঘনে!
কোথা দাশরথি শূর—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবি, চিরজয়ী রণে?
কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে!
রাহু-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে!
মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত ত্রিসংসারে,
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে!

৩১

মহাভারত

কল্পনা-বাহনে সুখে করি আরোহণ,
উতরিনু, যথা বসি বদরীর তলে,
করে বীণা, গাইছেন গীত কুতূহলে
সত্যবতী-সুত কবি,—ঋষিকুল-ধন!
শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি ; উন্মীলি নয়ন
দেখিনু কৌরবেশ্বরে, মত্ত বাহুবলে ;
দেখিনু পবন-পুত্রে, ঝড় যথা চলে
হুঙ্কারে! আইলা কর্ণ—সূর্য্যের নন্দন—
তেজস্বী। উজ্জ্বলি যথা ছোটে অনম্বরে
নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ মহামতি,
আলো করি দশ দিশ, ধরি বাম করে
গাণ্ডীব—প্রচণ্ড-দণ্ড-দাতা রিপু প্রতি।
তরাসে আকুল হৈনু এ কাল সমরে,
দ্বাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি।

৩২

নন্দন-কানন

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে,
যথা ফোটে পারিজাত ; যথায় উর্ব্বশী,—
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণশশী,—
নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে ;
যথা রম্ভা, তিলোত্তমা, অলকা রূপসী
মোহে মনঃ সুমধুর স্বর বরিষণে,—
মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণ তীরে বসি,
মিশায়ে সু-কণ্ঠ-রব বীচির বচনে!
যথা শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে
সদা সদ্যঃ ; যথা অলি সতত গুঞ্জরে ;
বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে ;
বসি যথা শাখা-মুখে কোকিল কুহরে ;
লও দাসে ; আঁখি দিয়া দেখি তব বলে
ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।

৩৩

সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ;
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাসা-নাশের আশে ; এ দাস তেমতি,
জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতি!—
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রম আর? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তারে?
কে মোচে আঁখির জল অমনি আঁচলে?
কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,
মধুমাখা কথা কয়ে, স্নেহের কৌশলে?—
এই ভাবি, কৃপাময়ি, ভাবি গো তোমারে!

৩৪

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!
আর কি হে হবে দেখা?—যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে!

৩৫

ঈশ্বরী পাটনী

"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।"
অন্নদামঙ্গল।

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনি?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে,—
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্ব্বে সুবদনী?
রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি
এর সম? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্বর্ণময়! এ নব যুবতী—
নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে ;
বলে বেয়ে নদী-পারে যা রে শীঘ্রগতি।
মেগে নিস্, পার করে, বর-রূপ ধনে
দেখায়ে ভকতি, শোন্, এ মোর যুকতি!

৩৬

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি

নহ তুমি পিক, পাখি, বিখ্যাত ভারতে,
মাধবের বার্ত্তাবহ ; যার কুহরণে
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে!—
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যে মতে
গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে!
মধুময় মধুকাল সর্ব্বত্র জগতে,—
কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে,
বসুমতী সতী যবে রত প্রেমব্রতে?—
দুরন্ত কৃতান্ত-সম হেমন্ত এ দেশে*
নির্দ্দয় : ধরার কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট অতি!
না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্নে কেশে,
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি!—
ডাক তুমি ঋতুরাজে ; মনোহর বেশে
সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি!

৩৭

প্রাণ

কি সুরাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-সিংহাসন!
বাহু-রূপে দুই রথী, দুর্জ্জয় সমরে,
বিধির বিধানে পুরী তব রক্ষা করে ;—
পঞ্চ অনুচর তোমা সেবে অনুক্ষণ।
সুহাসে ঘ্রাণেরে গন্ধ দেয় ফুলবন ;
যতনে শ্রবণ আনে সুমধুর স্বরে ;
সুন্দর যা কিছু আছে, দেখায় দর্শন

* ফরাসীস্ দেশে।

ভূতলে, সুনীল নভে, সর্ব্ব চরাচরে!
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, সুমতি!
পদরূপে দুই বাজী তব রাজ-দ্বারে ;
জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব—ভবে বৃহস্পতি ;—
সরস্বতী অবতার রসনা সংসারে!
স্বর্ণস্রোতোরূপে লহূ, অবিরল-গতি,
বহি অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে হে তোমারে!

৩৮

কল্পনা

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা করি ;
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি!
চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে ; সঘনে
পূরি বেণুরবে দেশ! কিম্বা, শুভঙ্করি,
চল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে
পূজেন উমায় রাম, রঘুরাজ-পতি ;
কিম্বা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা শরজালে
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি।—
কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে,
নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি!

৩৯

রাশি-চক্র

রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে,
বিরাম-আলয়বৃন্দ ; গড়িলা তেমতি
দ্বাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে,
তব নিত্য পথে শূন্যে, রবি, দিনপতি!
মাস কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি,
গ্রহেন্দ্র ; প্রবেশ তব কখন সুক্ষণে,—
কখন বা প্রতিকূল জীব-কুল প্রতি!
আসে বিরামালয়ে সেবিতে চরণে
গ্রহব্রজ ; প্রজাব্রজ, রাজাসন-তলে
পূজে রাজপদ যথা ; তুমি, তেজাকর,
হৈমময় তেজঃ-পুঞ্জ প্রসাদের ছলে,
প্রদান প্রসন্ন ভাবে সবার উপর।
কাহার মিলনে তুমি হাস কুতূহলে,
কাহার মিলনে বাম,—শুনি পরস্পর।

৪০

সুভদ্রা-হরণ

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
নব তানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা সুন্দরি ;
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে!
ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী?
ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,
বৈশ্বানর! দূরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবানতর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষি-কুল-রত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত ; তুষি বিজ্ঞ জনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে।

৪১

মধুকর

শুনি গুন গুন ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে!—
ফুল কুল-বধূ-দলে সাধিস্ যতনে
অনুক্ষণ, মাগি ভিক্ষা অতি মৃদু নাদে,
ঝুমকী বাজায়ে যথা রাজার তোরণে
ভিখারী, কি হেতু তুই ? ক মোরে, কি সাদে
মোমের ভাণ্ডারে মধু রাখিস্ গোপনে,
ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে, দানব বিবাদে,
সুধামৃত? এ আয়াসে কি সুফল ফলে?
কৃপণের ভাগ্য তোর! কৃপণ যেমতি
অনাহারে, অনিদ্রায়, সঞ্চয়ে বিকলে
বৃথা অর্থ ; বিধি-বশে তোর সে দুর্গতি!
গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে,
পর জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি!

৪২

নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্ম্মিল কবে?
কোন্ জন? কোন্ কালে? জিজ্ঞাসিব কারে?

কহ মোরে, কহ তুমি কল কল রবে,
ভুলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে!
এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে,
থাকিবে এ কীর্ত্তি তার চিরদিন ভবে,
দীপরূপে আলো করি বিস্মৃতি-আঁধারে?
বৃথা ভাব, প্রবাহিণি, দেখ ভাবি মনে।
কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমণ্ডলে?
গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
পাথর; হুতাশে তার কি ধাতু না গলে?—
কোথা সে? কোথা বা নাম? ধন? লো ললনে?
হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল জলে!

৪৩

ভরসেল্‌স নগরে রাজপুরী ও উদ্যান

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভুবনে,
রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে
বৈজয়ন্ত-সম ধাম এ মর্ত্ত্য-নন্দনে
শোভিল? হরিল কে সে নরাপ্সরা-দলে,
নিত্য যারা, নৃত্যগীতে এ সুখ-সদনে,
মজাইত রাজ-মনঃ, কাম-কুতূহলে?
কোথা বা সে কবি, যারা বীণার স্বননে,
(কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট করে)
পূজিত সে রাজপদ? কোথা রথী যত,
গাণ্ডীবি-সদৃশ যারা প্রচণ্ড সমরে?
কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি? তোর হাতে হত।
রে দুরন্ত, নিরন্তর যেমত সাগরে
চলে জল, জীব-কুলে চালাস্ সে মত।

৪৪

কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্

ধর ধনুঃ সাবধানে পার্থ মহামতি।
সামান্য মেনো না মনে, ধাইছে যে জন
ক্রোধভরে তব পানে! ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন!
হুঙ্কারি আসিছে ছদ্মী মৃগরাজ-গতি,
হুঙ্কারি, হে মহাবাহু, দেহ তুমি রণ।
বীর বীর্য্যে আশা-লতা কর ফলবতী—
বীর বীর্য্যে আশুতোষে তোষ, বীর-ধন!
করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে;
কিন্তু, হে কৌন্তেয়, কহি, যাচিছ যে শর,
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু,—দুর্লভ এ বর!—
কি লাজ, অর্জ্জুন, কহ, হারিলে এ রণে?
মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি, নর!

৪৫

পরলোক

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে,
ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী;—
ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী,
কুসুম-কুলের কলি কুসুম-যৌবনে;—
বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী,
লভে নিরবাণ সুখে সিন্ধুর চরণে;—
এই রূপে ইহ লোক—শাস্ত্রে এ কাহিনী—
নিরন্তর সুখরূপ পরম রতনে
পায় পরে পরলোকে, ধরমের বলে।
হে ধর্ম্ম, কি লোভে তবে তোমারে বিস্মরি,
চলে পাপ-পথে নর, ভুলি পাপ-ছলে?
সংসার-সাগর-মাঝে তব স্বর্ণতরি
তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময় জলে?
দু দিন বাঁচিতে চাহে, চির দিন মরি?

৪৬

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে?
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে।
তা হলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে!
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে;
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে;
কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীর্ব্বাদে।—
কত যে কি বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে।

৪৭

শ্মশান

বড় ভাল বাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে,—
তত্ত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে!
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে—
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে,
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্র-পুঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি।

৪৮

করুণ-রস

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে, মলিন-মুখী, শরদের শশী
রাহুর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মৃদে কাঁদে সুবদনা ; ঝরঝরে ঝরি,
গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি!
সে নদের স্রোতঃ অশ্রু পরশন করি,
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি,
গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি।
না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিনু চঞ্চলে
চৌদিকে ; বিজন দেশ ; হৈল দেব-বাণী ;—
"কবিতা-রসের স্রোতঃ এ নদের ছলে ;
করুণা বামার নাম—রস-কুলে রাণী ;
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে!"

৪৯

সীতা-বনবাসে

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুণ্ণ মনে
সুরথী লক্ষ্মণ রথ, তিতি চক্ষুঃ-জলে ;—
উজ্জ্বলিল বন-রাজী কনক কিরণে
স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে।
নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে ;—
"ত্যজিলা কি, রঘুরাজ, আজি এই ছলে
চির জন্যে জানকীরে? হে নাথ! কেমনে—
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে?
কে, কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ-বারি দানে,
(দাবানল-রূপে যবে দুখানল দহে)
জুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে?"
নীরবিলা ধীরে সাধ্বী ; ধীরে যথা রহে
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মূর্ত্তি, নির্ম্মিত পাষাণে!

৫০

কত ক্ষণে কাঁদি পুনঃ কহিলা সুন্দরী ;—
"নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুস্বপনে?
হায়, অভাগিনী সীতা! ওই যে সে তরি,
যাহে বহি বৈদেহীরে আনিলা এ বনে
দেবর! নদীর স্রোতে একাকিনী, মরি!—
কাঁপি ভয়ে ভাসে ডিঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে!
অচিরে তরঙ্গ-চয়, নিষ্ঠুরে লো ধরি,
গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে
ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে! হে রাঘব-পতি,
এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে!
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি!"—
মূর্চ্ছায় পড়িলা সতী সহসা ভূতলে,
পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি কাননে যেমতি
পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে।

৫১

বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য, অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূরে করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—

মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি!"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

৫২

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা

শোভ নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে!—
হেমাঙ্গি রোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভঙ্গি করি,
হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গি-দলে!—
জান না কি কোন্ ব্রতে, গো সুর-সুন্দরি,
ব্রত ও নিশায় বঙ্গ? পূজে কুতূহলে
রমায় শ্যামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি;
বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে!
ধন্য তিথি ও পূর্ণিমা, ধন্য বিভাবরী!
হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে,—
থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ; সুরত্নে জ্যোৎস্না; সুতারা আকাশে;
শুক্তির উদরে মুক্তা; মুক্তি গঙ্গা হ্রদে!

৫৩

বীর-রস

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
গিরি-শিরে; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন! ভীম শরাসনে
ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীর-মদে,
টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ, হুঙ্কারি ভীষণে!
ব্যোমকেশ-সম কায়; ধরাতল পদে,
রত্ন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,
বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে।
চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে,
ঢালখান; উরু-দেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি,
চৌদিকে, বিবিধ অস্ত্র। সুধিনু তরাসে,—
"কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি?"
আইল শবদ বহি স্তবধ আকাশে—
"বীর-রস এ বীরেন্দ্র, রস-কুল-পতি!"

৫৪

গদা-যুদ্ধ

দুই মত্ত হস্তী যথা উর্দ্ধশুণ্ড করি,
রক্ত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে,—
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে, কাল রণে,
গর্জিলা দুর্যোধন গর্জিলা অরি
ভীমসেন। ধূলা-রাশি, চরণ-তাড়নে
উড়িল; অধীরে ধরা থর থর থরি
কাঁপিলা;—টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে;
উথলিল দ্বৈপায়নে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন! যথা মেঘ, বজ্রানলে ভরা,
বজ্রানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
উজলি চৌদিক তেজে, বাহিরায় ত্বরা
বিজলী; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে,
উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা!
আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে।।

৫৫

গোগৃহ-রণে

হুহুঙ্কারি টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধারী
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি!
চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি,
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি!—
শর-জালে শূর-ব্রজে সহজে সংহারি
শূরেন্দ্র শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি,
প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি,
শোভেন অম্লানে নভে। উত্তরের প্রতি
কহিলা আনন্দে বলী;—"চালাও স্যন্দনে,
বিরাট-নন্দন, দ্রুতে, যথা সৈন্য-দলে
লুকাইছে দুর্যোধন হেরি মোরে রণে,
তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে
বজ্রাগ্নির কাল তেজে ভয় পেয়ে মনে।—
দণ্ডিব প্রচণ্ডে দুষ্টে গাণ্ডীবের বলে।"

৫৬

কুরুক্ষেত্রে

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বৎসে। সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি

কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার-গতি!
সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি ,
রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে,
গরজিলা মহাবাহু চারি দিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে। ধরি ঘন ধূমের মূরতি,
উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জ্জুনি বিষাদে,
ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে!
আঁধারি চৌদিক যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে,
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অন্তের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে।

৫৭

শৃঙ্গার-রস

শুনিনু নিদ্রায় আমি, নিকুঞ্জ-কাননে,
মনোহর বীণা-ধ্বনি ;—দেখিনু সে স্থলে
রূপস পুরুষ এক কুসুম-আসনে,
ফুলের চৌপর শিরে, ফুল-মালা গলে।
হাত ধরাধরি করি নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণী-চয়, কামাগ্নি-নয়নে,—
উজ্জলি কানন-রাজি বরাঙ্গ-ভূষণে,
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গ-ছলে!
সে কামাগ্নি-কণা লয়ে, সে যুবক, হাসি,
জ্বালাইছে হিয়াবৃন্দে ; ফুল-ধনুঃ ধরি,
হানিতেছে চারি দিকে বাণ রাশি রাশি,
কি দেব কি নর, উভে জরজর করি!
"কামদেব অবতার রস-কুলে আসি,
শৃঙ্গার রসের নাম।" জাগিনু শিহরি।

৫৮

* * * *

নহি আমি, চারু-নেত্রা, সৌমিত্রি কেশরী ;
তবে কেন পরাভূত না হব সমরে?
চন্দ্র-চূড়-রথী তুমি, বড় ভয়ঙ্করী,
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে।
গিরির আড়ালে থেকে, বাঁধ, লো সুন্দরি,
নাগ-পাশে অরি তুমি ; দশ গোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার, দন্ড লো অধরে ;
মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পনে অধীর লো করি!—
এ বড় অদ্ভুত রণ! তব শঙ্খ-ধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল। শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ম অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণে!—
এতে দিগম্বরী-রূপ যদি, সুবদনি,
গ্রস্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না মানে?

৫৯

সুভদ্রা

যথা ধীরে স্বপ্ন-দেবী রঙ্গে সঙ্গে করি
মায়া-নারী—রত্নোত্তমা রূপের সাগরে,—
পশিলা নিশায় হাসি মন্দিরে সুন্দরী
সত্যভামা, সাথে ভদ্রা ফুল-মালা করে।
বিমলিল দীপ-বিভা ; পূরিল সত্বরে
সৌরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশ্বরী
সরোজিনী প্রফুল্লিলা আচম্বিতে সরে,
কিম্বা বনে বন-সখী সুনাগকেশরী!
শিহরি জাগিলা পার্থ, যেমতি স্বপনে
সম্ভোগ-কৌতুকে মাতি সুপ্ত জন জাগে ;—
কিন্তু কাঁদে প্রাণ তার সে কু-জাগরণে,
সাধে সে নিদ্রায় পুনঃ বৃথা অনুরাগে।
তুমি পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিলা সুক্ষণে,
মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে।

৬০

উর্ব্বশী

যথা তুষারের হিয়া, ধবল-শিখরে,
কভু নাহি গলে রবি-বিভার চুম্বনে,
কামানলে ; অবহেলি মন্মথের শরে
রথীন্দ্র, হেরিলা, জাগি, শয়ন-সদনে
(কনক-পুতলী যেন নিশার স্বপনে)
উর্ব্বশীরে। "কহ, দেবি, কহ এ কিঙ্করে,"—
সুধিলা সম্ভাষি শূর সুমধুর স্বরে,
"কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে?"
উন্মদা মদন-মদে, কহিলা উর্ব্বশী ;
"কামাতুরা আমি, নাথ তোমার কিঙ্করী ;
সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে ; অধর দিয়া অধর পরশি,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি।"

৬১

রৌদ্র-রস

শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি গিরির গহ্বরে,
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে ;
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিছে গগনে ;
সচূড়ে পাহাড় কাঁপে থর থর থরে,
কাঁপে চারি দিকে বন যেন ভূকম্পনে ;
উথলে অদূরে সিন্ধু যেন ক্রোধ-ভরে,
যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ঘোষ ঘোষণে।
জিজ্ঞাসিনু ভারতীরে জ্ঞানার্থে সত্বরে!
কহিলা মা ;—"রৌদ্র নামে রস, রৌদ্র অতি,
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি এই স্থলে,
(কৃপা করি বিধি মোরে দিলা এ শকতি)
বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে।
বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর, দুর্ম্মতি,
সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে।"

৬২

দুঃশাসন

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্রাগ্নি যেমনে
পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে ;
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,
রৌদ্ররূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে ;
পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিলা সঘনে ;
বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে।
যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি মৃগে বনে
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে ;
বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে,
পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জ্জিলা পাবনি।
"মানাগ্নি নিবানু আমি আজি এ আহবে
বর্ব্বর!—পাঞ্চালী সতী, পান্ডব-রমণী,
তার কেশপাশ পর্শি, আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি।"

৬৩

হিড়িম্বা

উজলি চৌদিক এবে রূপের কিরণে,
বীরেশ ভীমের পাশে কর যোড় করি
দাঁড়াইলা, প্রেম-ডোরে বাঁধা কায় মনে
হিড়িম্বা ; সুবর্ণ-কান্তি বিহঙ্গী সুন্দরী
কিরাতের ফাঁদে যেন! ধাইল কাননে
গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি,—
গাইল বাসন্তামোদে শাখার উপরি
মধুমাখা গীত পাখী সে নিকুঞ্জ-বনে।
সহসা নড়িল বন ঘোর মড়মড়ে,
মদ-মত্ত হস্তী কিম্বা গণ্ডার সরোষে
পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে!
দীর্ঘ-তাল-তুল্য গদা ঘুরায়ে নির্ঘোষে,
ছিন্ন করি লতা-কুলে, ভাঙি বৃক্ষ রড়ে,
পশিল হিড়িম্ব রক্ষঃ—রৌদ্র ভগ্নী-দোষে।

৬৪

ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জ্বলে যথা খরে
ক্রোধাগ্নি তড়িত-রূপে ; রকত-নয়নে
ক্রোধাগ্নি! মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে
ক্রোধ-নাদ বজ্রনাদে, সে ঘোর ঘোষণে
ভয়ার্ত্ত ভূধর ভূমে, খেচর অম্বরে,
ঘন হুহুঙ্কার-ধ্বনি বিকট বদনে ;—
"রক্ষঃ-কুল-কলঙ্কিনি, কোথা লো এ বনে
তুই? দেখি, আজি তোরে কে বা রক্ষা করে!"
মূর্ত্তিমান্ রৌদ্র-রসে হেরি রসবতী,
সভয়ে কহিলা কাঁদি বীরেন্দ্রের পদে,—
"লৌহ-কূর্ম চিল ওই ; সফরীর গতি
দাসীর! ছুটিছে দুষ্ট ফাটি বীর-মদে,
অবলা অধীনা জনে রক্ষ, মহামতি,
বাঁচাই পরাণ ডুবি তব কৃপা-হ্রদে।"

৬৫

উদ্যানে পুষ্করিণী

বড় রম্য স্থলে বাস তোর, লো সরসি!
দগধা বসুধা যবে চৌদিকে প্রখরে
তপনের, পত্রময়ী শাখা ছত্র ধরে
শীতলিতে দেহ তোর ; মৃদু শ্বাসে পশি,
সুগন্ধ পাখার রূপে, বায়ু বায়ু করে।
বাড়াতে বিরাম তোর আদরে, রূপসি.
শত শত পাতা মিলি মিষ্টে মরমরে ;
স্বর্ণ-কান্তি ফুল ফুটি, তোর তটে বসি,
যোগায় সৌরভ-ভোগ, কিঙ্করী যেমতি
পাট-মহিষীর খাটে, শয়ন-সদনে।

নিশায় বাসের রঙ্গ তোর, রসবতি,
লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে!
বৈতালিক-পদে তোর পিক-কুল পতি;
ভ্রমর গায়ক; নাচে খঞ্জন, ললনে।

৬৬

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

৬৭

কেউটিয়া সাপ

বিষাগার শিরঃ হেরি মণ্ডিত কমলে
তোর, যম-দূত, জন্মে বিস্ময় এ মনে!
কোথায় পাইলি তুই,—কোন্ পুণ্যবলে—
সাজাতে কুচূড়া তোর, হেন সুভূষণে?
বড়ই অহিত-কারী তুই এ ভবনে।
জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসার-মণ্ডলে
সৃষ্টি তোর। ছটফটি কে না জানে জ্বলে
শরীর, বিষাগ্নি যবে জ্বালাস্ দংশনে?—
কিন্তু তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি,
তীক্ষ্ণতর বিষধর অরি নর-কুলে!
তোর সম বাহ্য-রূপে অতি মনোহারী,—
তোর সম শিরঃ-শোভা রূপ-পদ্ম ফুলে।
কে সে? কবে কবি, শোন্! সে রে সেই নারী,
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম্ম-পথ ভুলে!

৬৮

শ্যামা-পক্ষী

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারি
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ সুস্বরে?
ক মোরে, পূর্ব্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মনঃ তোর? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি!
সঙ্গীত-তরঙ্গ সঙ্গে মিশি কি লো ঝরে
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি?
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীতধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি?
কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে?—
কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।
দুঃখের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু বরিষণে!
কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে?
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে!

৬৯

দ্বেষ

শত ধিক্ সে মনেরে, কাতর যে মনঃ
পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে!
মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন
পোড়ে আঁখি যার যেন বিষ-বরিষণে,
বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে
বাসন্ত আমোদে পূরি ভাগ্যের কানন
পরের! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে,
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ
তুমি? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড় করে
মাগি রাঙা পায়ে, দেবি; দ্বেষের অনলে
(সে মহা নরক ভবে!) সুখী দেখি পরে,
দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জ্বলে,
যদিও না পাত তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে
রত্ন-সিংহাসন, মা গো, কুভাগ্যের বলে!

৭০

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে
নব বিধুমুখী বধূ যাইতে বাসরে
যেমতি; তবু সে নব, শোভে যার কূলে
সে কানন, যদ্যপিও তার কলেবরে

নাহি অলঙ্কার, তবু সে দুখ সে ভুলে
পড়শীর সুখ দেখি, তবুও সে ধবে
মূর্ত্তি তার হিয়া-রূপ দরপণে তুলে
আনন্দে! আনন্দ-গীত গায় মৃদু স্বরে!—
হে রমা, অজ্ঞান নদ, জ্ঞানবান্ করি,
সৃজেছেন দাসে বিধি : তবে কেন আমি
তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি,
কু-ইন্দ্রিয়-বশে হব এ কুপথ-গামী?
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সুন্দরি,
দ্বেষ-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী।

৭১

যশঃ

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে?—
শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে;
দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে।
সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে,
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে ;—
কুযশে নরকে যেন, সুযশে—আকাশে!

৭২

ভাষা

"O matre pulchra—
Filia pulchrior!"
HOR.

লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতরা দুহিতা!—

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা!—শত ধিক্ তারে! ভুলে সে কি করি,
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী?
রূপ-হীনা দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী?—
বীণার রসনা-মূলে জন্মে কি কুধ্বনি?
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী।
দেব-যোনি মা তোমার; কাল নাহি নাশে
রূপ তাঁর; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি।
নব রস-সুধা কোথা বয়সের হ্রাসে?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি!
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী।

৭৩

সাংসারিক জ্ঞান

"কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে?
স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার সাগরে তোরে স্নেহ করি মনে
কোন জন? দেহ অন্ন অর্দ্ধ মাত্র খায়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে?
ছিঁড়ি তার কর, বীণা ছুড়ি ফেল দূরে!"—
কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি?
উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি।

৭৪

পুরুরবা

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজাগরে,
চিরি শিরঃ তার, লভে অমূল রতনে;
বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা সমরে,
লভিলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-ধনে!
হে সুভগ, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে!—
ঐ যে দেখিছ এবে গিরির উপরে
আচ্ছন্ন, হে মহীপতি মূর্চ্ছা-রূপ ঘনে
চাঁদেরে, কে ও, তা জান? জিজ্ঞাস সত্বরে,
পরিচয় দেবে সখী, সমুখে যে বসি।
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে;

দেখেছ পূর্ণিমা-রাত্রে শরদের শশী ;
বাঁধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে ;—
সে সকলে ধিক্ মান! ওই হে উর্ব্বশী!
সোণার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে।

৭৫

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে ; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মন্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে?

৭৬

শনি

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
জ্যোতিষী? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি!
ছয় চন্দ্র রত্নরূপে সুবর্ণ টোপরে
তোমার ; সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি
হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে!
সুনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি।
বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মূরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায়ে অম্বরে।
হে চল রশ্মির রাশি, সুধি কোন জনে,—
কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে?
জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে,
হেন রাজা প্রজা-শূন্য,—প্রত্যয়ে না আসে!-
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে, কীটরূপে কুসুম কি নাশে?

৭৭

সাগরে তরি

হেরিনু নিশায় তরি অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে,
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে,
রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে!
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে,—
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, মিশ্রিত পিঙ্গলে।
চারি দিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
বামারে, বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি।
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে ব্যস্তে সরি,
নীচ জন হেরি যথা কুলের যুবতী।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি,
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি।

৭৮

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরপুরে সশরীরে, শূর-কুল-পতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে
ফিরিলা কানন-বাসে ; তুমি হে তেমতি,
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মন্ডলে,
মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী!—
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে!
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে
(স্নেহাসার!) যবে রঙ্গে বায়ু-রূপ ধরি
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্ত্তি-বার্ত্তা।—যাও দ্রুতে, তরি,
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে!
অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গ-লক্ষ্মী! যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে!-

৭৯

শিশুপাল

নর-পাল-কুলে তব জনম সুক্ষণে
শিশুপাল! কহি শুন, রিপুরূপ ধরি,
ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে

বীরেশ, এ ভব-দহে মুক্তির তরি!
টঙ্কারি কার্ম্মুক, পশ হুহুঙ্কারে রণে;
এ ছার সংসার-মায়া অন্তিমে পাসরি;
নিন্দাছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব চরণে।
জানি, ইষ্টদেব তব, নহেন হে অরি
বাসুদেব; জানি আমি বাগ্দেবীর বরে।
লৌহদন্ত হল, শুন, বৈষ্ণব সুমতি,
ছিঁড়ি ক্ষেত্র-দেহ যথা ফলবান করে
সে ক্ষেত্রে; তোমায় ক্ষণ যাতনি তেমতি
আজি, তীক্ষ্ণ শর-জালে বধি এ সমরে,
পাঠাবেন সুবৈকুণ্ঠে সে বৈকুণ্ঠ-পতি।

৮০

তারা

নিত্য তোমা হেরি প্রাতে ওই গিরি-শিরে
কি হেতু, কহ তা মোরে, সুচারু-হাসিনি?
নিত্য-অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে,
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী।
বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
গিরি-তলে; সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে
ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
কুসুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ মন্দিরে?—
কিম্বা, দেহ কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,
ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
হৃদয় আঁধার তার খেদাইতে দূরে?
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভস্তলে,
জুড়াও এ আঁখি দুটি নিত্য নিত্য উরে।।

৮১

অর্থ

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে;—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয়? বাঁধা রমা চির কার ঘরে?
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে!
তার ধন-অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্ব্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূন্য দহে।
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে।—
রসনা-যন্ত্রের তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে।।

৮২

কবিগুরু দান্তে

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জে; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
অজ্ঞান! জনম তব পরম সুক্ষণে!
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে?

৮৩

পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্টুকর

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত-রস, তুমি শুভ ক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে!
পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে;
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে!
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি!—
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে?

৮৪

কবিবর আল্‌ফ্রেড্‌ টেনিসন্‌

কে বলে বসন্ত অন্ত, তব কাব্য-বনে,
শ্বেতদ্বীপ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে
সংগীত-তরঙ্গ রঙ্গে! গায় পঞ্চ স্বরে
পিকেশ্বর, তুষি মনঃ সুধা-বরিষণে।
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ত্রিভুবনে
বাগ্দেবী? অবাক্‌ কবে কল্লোল সাগরে?
তারারূপ হেম তার সুনীল গগনে,
অনন্ত মধুর ধ্বনি নিরন্তর করে।
পুত্রক-বিহীন কভু হইতে কি পারে
সুন্দর মন্দির তব? পশু, কবিপতি,
(এ পরম পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে)
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজ করিয়া ভকতি।
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে পুরস্কারে।
ছুঁইতে শমন তোমা না পাবে শকতি।

৮৫

কবিবর ভিক্‌তর হ্যুগো

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে!
পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্লে বকুলে
বসন্তে! অমৃত পান করি তব ফুলে
অলি-রূপ মনঃ মোর মত্ত গো সে রসে!
হে ভিক্‌তর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে!
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে!
অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে;
(ভবিষ্যদ্‌বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গল্যে মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে!

৮৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

৮৭

কাণ্ডারী-বিহীন তরি যথা সিন্ধু-জলে
সহি বহু দিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে,
লভে কূল কালে, মন্দ পবন-চালনে;
সে সুদশা আজি তব সুভাগ্যের বলে,
সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে,
সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে,
বজ্রনাদ, কম্পবান্‌ বীণা-তার-গণে!—
রাজাশ্রম আজি তব! উদয়-অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নব আদিত্যের রূপে! পূর্ব্ব-রূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্ব্বরূপে, পুনঃ পূর্ব্ব-রসে!
এত দিনে প্রভাতিল দুখ-বিভাবরী;
ফোট মহানন্দে হাসি মনের সরসে।

৮৮

রামায়ণ

সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে।—
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি,
বসিলা শিয়রে মোর; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে,
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রু-বিন্দু গলে!
কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে!

দিব্য চক্ষুঃ দিলা গুরু ; দেখিনু সুক্ষণে
শিলা জলে ; কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে,
কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে।
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদে রণে ;
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে।

৮৯

হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু

যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে,
আঁধারি চৌদিক, পড়ে সহসা সে বনে ;
পড়িলা দ্রৌপদী সতী পর্ব্বতের তলে।—
নিবিল সে শিখা, যার সুবর্ণ-কিরণে
উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে !
অস্তে গেলা শশিকলা মলিন গগনে।
মুদিলা, শুখায়ে, পদ্ম সরোবর-জলে !
নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে !—
মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্দরীরে
কাঁদিলা, পূরি সে গিরি রোদন-নিনাদে ;
দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে
শোকার্ত্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে।
তিতিল গিরির বক্ষঃ নয়নের নীরে,
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাঁদিল বিষাদে।

৯০

ভারত-ভূমি

"Italia! Italia! O tu cui feo la sorte,
Dono infelice di bellezza!"

Filicaia.

"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি ! ইতালি !
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।"

কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?—
হায় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা ? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী ;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি ;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী
(হা ধিক্ !) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্ম্মতি !
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ ; সুধা তিত অতি ?

৯১

পৃথিবী

নির্ম্মি গোলাকারে তোমা আরোপিলা যবে
বিশ্ব-মাঝে স্রষ্টা, ধরা ! অতি হৃষ্ট মনে
চারি দিকে তারা-চয় সুমধুর রবে
(বাজায়ে সুবর্ণ বীণা) গাইল গগনে,
কুল-বালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে
হুলাহুলি দেয় মিলি বধূ দরশনে।
আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনাসনে,
ভাসি ধীরে শূন্যরূপ সুনীল অর্ণবে,
দেখিতে তোমার মুখ। বসন্ত আপনি
আবরিলা শ্যাম বাসে বর কলেবরে ;
আঁচলে বসায়ে নব ফুলরূপ মণি,
[illegible] ফুল-রূপ মণি কবরী উপরে।
দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণি,
কটিতে মেখলা রূপে পরিলা সাগরে।

৯২

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?—
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?—
রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃত-কল্পে ? পুনঃ কি হরষে,
শুক্লে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

৯৩

শকুন্তলা

মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভারতী
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে,
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি, মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে,
কালিদাস! ধন্য কবি, কবি-কুল-পতি!—
তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে
কে না ভাল বাসে তারে, দুষ্মন্ত যেমতি
প্রেমে অন্ধ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে?
নন্দনের পিক-ধ্বনি সুমধুর গলে;
পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে,
মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে;
অধরে অমৃত-সুধা; সৌদামিনী হাসে;
কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে গলি, ঝলে
অশ্রুধারা, ধৈর্য্য ধরে কে মর্ত্ত্যে, আকাশে?

৯৪

বাল্মীকি

স্বপনে ভ্রমিনু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুব এক জন,
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ—
দ্রোণ যেন ভয়-শূন্য কুরুক্ষেত্র-রণে।
"চাহিস্ বধিতে মোরে কিসের কারণে?"
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর বচনে।
"বধি তোমা হরি আমি লব তব ধন,"
উত্তরিলা যুব জন ভীম গরজনে।—
পরিবরতিল স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে
সুধাময় গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী,
মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, স্বর্ণবীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন—মনোহর অতি!
সে দুরন্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি!

৯৫

শ্রীমন্তের টোপর

——"শ্রীপতি——————
শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর।।"
চণ্ডী।

হেরি যথা শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক, ভেদি সুনীল গগনে,
(ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
পড়িল মুকুট, উঠি, অকূল সাগরে,
উজলি চৌদিক শত রতনের করে
দ্রুতগতি! মৃদু হাসি হেম ঘনাসনে
আকাশে, সম্ভাষি দেবী, সুমধুর স্বরে,
পদ্মারে, কহিলা, "দেখ, দেখ লো নয়নে,
অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর, সখি! রক্ষিব, স্বজনি,
খুল্লনার ধন আমি।"—আশু মায়া-বলে
স্বর্ণ ক্ষেমঙ্করী-রূপ লইলা জননী।
বজ্রনখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি।

৯৬

কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে!
করি ভস্মরাশি, ফেল, কর্ম্মনাশা-জলে!—
সুভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে
নার বুনিবারে, ভাষা! কুখ্যাতি-নরকে
যম-সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে,
হাতী-সম গুঁড়া করি হাড় পদতলে!
কত যে ঐশ্বর্য্য তব এ ভবমণ্ডলে,
সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে!
কামার্ত্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে;
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে
মনঃ তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে।
দূর করি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে,
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে।

৯৭

মিত্রাক্ষর

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!

ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে!
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে?

৯৮

ব্রজ-বৃত্তান্ত

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা ; মুকুতার কম রূপ ধরি?
বিন্দা,—চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে, রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি?—
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে
সাঙ্গিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা?
কোথায় রাখাল-রাজ পীতধড়া গলে?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা?—
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা!

৯৯

ভূত কাল

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে,
—কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা কারে লয়ে করি?
কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি-জালে
এ দুর্ল্লভ দ্রব্য-লাভ? কোন্ দেবে স্মরি,
কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম্ম ধরি?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি,
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে?—
পশে যে প্রবাহ বহি অকূল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্ব্বত-সদনে?
যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধরে,
উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে?—
বর্ত্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে
তার তুই! গেলে তোরে পায় কোন্ জনে?

১০০

* * *

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্ম্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মুরতি ;
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভবমণ্ডলে?—
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলেব দলে,
সেই রূপে থাক তুমি! দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে!
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে!
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে।

১০১

আশা

বাহ্য-জ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে!—
কিন্তু কি শকতি তোর এ মর-ভবনে
লো আশা!—নিদ্রার কেলি আইলে যামিনী,
ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে,
দুখ, সুখ, সত্য, মিথ্যা! তুই কুহকিনী,
তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে,—
জাগে যে স্বপন তারে দেখাস্, রঙ্গিণি!
কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে ;
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে,
(ভুলি ভূত, বর্ত্তমান ভুলি তোর ছলে)
কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে!
ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে ;—
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে?

১০২

সমাপ্তে

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি!)
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি!
শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম! ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্প দিন! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূরে বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে!

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতাবলী

বর্ষাকাল

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি, দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়।।

হিমঋতু

হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার
আসিবে বসন্ত আশা—এই আশা সার।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
আশাতে আশার বশ আশায় মারিলে।
সৃজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে।।

কাব-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে?"

আত্ম-বিলাপ

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে?*
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে!
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে!
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে :—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার!

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে;
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি!

*'জীবনচরিতে' ঝলমলে

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে!

৫

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে!
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী!
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি মন, কেমনে!

৬

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি ফল,* অনাহারে, অনিদ্রায়?

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্ পামর!
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে!

বঙ্গভূমির প্রতি

"My native Land, Good Night!"
—*Byron*

রেখো, মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,—নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

নীতিগর্ভ কাব্য†

ময়ূর ও গৌরী

ময়ূর কহিল কাঁদি গৌরীর চরণে,
কৈলাস-ভবনে;—
"অবধান কর দেবি,
আমি ভৃত্য নিত্য সেবি
প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে।
রথী যথা দ্রুত রথে,
চলেন পবন-পথে
দাসের এ পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি;
তবু, মা গো, আমি দুখী অতি!
করি যদি কেকাধ্বনি,
ঘৃণায় হাসে অমনি
খেচর, ভূচর জন্তু;—মরি, মা, শরমে!
ডালে মূঢ় পিক যবে
গায় গীত, তার রবে
মাতিয়া জগৎ-জন বাখানে অধমে!
বিবিধ কুসুম কেশে,
সাজি মনোহর বেশে,
বরেন বসুধা দেবী যবে ঋতুবরে
কোকিল মঙ্গল-ধ্বনি করে।
অহরহ কুহুধ্বনি বাজে বনস্থলে;
নীরবে থাকি, মা, আমি; রাগে হিয়া জ্বলে!
ঘুচাও কলঙ্ক শুভঙ্করি,
পুত্রের কিঙ্কর আমি এ মিনতি করি,
পা দুখানি ধরি।"
উত্তর করিলা গৌরী সুমধুর স্বরে;—
"পুত্রের বাহন তুমি খ্যাত চরাচরে,
এ আক্ষেপ কর কি কারণে?

*মধুস্মৃতিতে লাভ

† জীবনচরিতে কবিতাগুচ্ছের নাম দেওয়া হয়েছে নীতিমূলক কবিতামালা।]

হে বিহঙ্গ, অঙ্গ-কান্তি ভাবি দেখ মনে!
চন্দ্রককলাপে দেখ নিজ পুচ্ছ-দেশে ;
রাখাল রাজার সম চূড়াখানি কেশে!
আখণ্ডল-ধনুর বরণে
মণ্ডিলা সু-পুচ্ছ ধাতা তোমার সৃজনে!
সদা জ্বলে তব গলে
স্বর্ণহার ঝলঝলে,
যাও. বাছা, নাচ গিয়া ঘনের গর্জ্জনে,
হরষে সু-পুচ্ছ খুলি
শিরে স্বর্ণ-চূড়া তুলি ;
* * করগে কেলি ব্রজ-কুঞ্জ-বনে।
করতালি ব্রজাঙ্গনা
দেবে রঙ্গে বরাঙ্গনা—
তোষ গিয়া ময়ূরীরে প্রেম-আলিঙ্গনে!
শুন বাছা, মোর কথা শুন,
দিয়াছেন কোন কোন গুণ,
দেব সনাতন প্রতি-জনে ;
সু-কলে কোকিল গায়,
বাজ বজ্রগতি ধায়,
অপরূপ রূপ তব, খেদ কি কারণে?"—
নিজ অবস্থায় সদা স্থির যার মন.
তার হতে সুখীতর অন্য কোন্ জন?

কাক ও শৃগালী

একটি সন্দেশ চুরি করি,
উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি,
কাক, হৃষ্ট-মনে ;
সুখাদ্যের বাস পেয়ে,
আইল শৃগালী ধেয়ে,
দেখি কাকে কহে দুষ্টা মধুর বচনে ;—
"অপরূপ রূপ তব, মরি!
তুমি কি গো ব্রজের শ্রীহরি,—
গোপিনীর মনোবাঞ্ছা?—কহ গুণমণি!
হে নব নীরদ-কান্তি,
ঘুচাও দাসীর ভ্রান্তি,
যুড়াও এ কান দুটি করি বেণু-ধ্বনি!
পুণ্যবতী গোপ-বধূ অতি!
তেঁই তারে দিলা বিধি,
তব সম রূপ-নিধি,—
মোহ হে মদনে তুমি ; কি ছার যুবতী?
গাও গীত, গাও, সখে করি এ মিনতি!
কুড়াইয়া কুসুম-রতনে
গাঁথি মালা সুচারু গাঁথনে,†
দোলাইয়া দিব তব * * * *
দাসীর সাধনে * *
বাজাও মধুর * * ।
রাস-রসে মাতি * * * * *
মজিল * * *
মুখ খুলি * * *
* * * খে মু * * *
* * * গীত আ * * *

রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে ;—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে!
নিদারুণ তিনি অতি ;
নাহি দয়া তব প্রতি ;
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া [illegible]র সাজিলা তোমারে!
মলয় বাহি[illegible], হায়,
নর্তশিবা তুমি তায়.
মধুকর-ভরে তুমি পড় [illegible] ঢলিয়া ;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন,—
আমি কি লো ডরাই কখন?
দূরে রাখি গাভী-দলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন!
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ চরণে।
শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন!
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে!

† মূল পাণ্ডুলিপিতে তারকাচিহ্নিত অংশগুলি পোকায় কেটে ফেলেছে।

তুমি কি তা জান না, ললনে?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে!
ধন্য মোর জনম সংসারে!
কিন্তু তব দুখ দেখি নিত্য আমি দুখী ;
নিন্দ বিধাতায় তুমি নিন্দ বিধুমুখি!"†
* * * মধুর স্বরে
* * ** রে,
* * * * * * * ;
* * * * * * * *
* * * প্রভু,
* * * দয়ামি * *
* * * যথা * *
যদ্যপি গম্ভীরতার বাণী তব পানে!
সুধা-আশে আসে অলি,
দিলে সুধা যায় চলি—
কে কোথা কবে গো দুখী সখার মিলনে?"
"ক্ষুদ্র-মতি তুমি অতি"
রাগি কহে তরুপতি,
"নাহি কিছু অভিমান! ধিক্ চন্দ্রাননে!"
নীরবিলা তরুরাজ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ;
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে ;
ঐরাবত পিঠে চড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে!
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমতি
ভীম যোধপতি ;
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি,
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে!
ঊর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে ;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে!
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে।।

অশ্ব ও কুরঙ্গ

১

অশ্ব, নবদূর্ব্বাময় দেশে,
বিহরে একেলা অধিপতি।
নিত্য নিশা অবশেষে
শিশিরে সরস দূর্ব্বা অতি।
বড়ই সুন্দর স্থল,
অদূরে নির্ঝরে জল,
তরু, লতা, ফল, ফুল,
বন-বীণা অলিকুল ;
মধ্যাহ্নে আসেন ছায়া,
পরম শীতল কায়া,
পবন ব্যজন ধরে,
পত্র যত নৃত্য করে,
মহানন্দে অশ্বের বসতি।।

২

কিছু দিনে উজ্জ্বলনয়ন,
কুরঙ্গ সহসা আসি দিল দরশন।
বিস্ময়ে চৌদিকে চায়,
যা দেখে বাখানে তায়,
কতক্ষণে হেরি অশ্বে কহে মনে মনে ;—
"হেন রাজ্যে এক প্রজা এ দুখ না সহে!
তোমার প্রসাদ চাই,
শুন হে বন-গোঁসাই,
আপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাঁই।।'

৩

এক পার্শ্ব করি অধিকার,
আরম্ভিল কুরঙ্গ বিহার ;
খাইল অনেক ঘাস,
কে গণিতে পারে গ্রাস?
আহার করণান্তরে
করিল পান নির্ঝরে ;
পরে মৃগ তরুতলে
নিদ্রা গেল কুতূহলে—
গৃহে গৃহস্বামী যথা বলী স্বত্ববলে।।

---

† মূল পাণ্ডুলিপিতে তারকাচিহ্নিত অংশগুলি পোকায় কেটে ফেলেছে।

৪

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরখি এ লীলা,
ভোজবাজি কিম্বা স্বপ্ন! নয়ন মুদিলা;
উন্মীলি ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা,
রঙ্গে শুয়ে তরুতলে।
দ্বিগুণ আগুন হৃদে জ্বলে;
তীক্ষ্ম ক্ষুর আঘাতনে ধরণী ফাটিল,
ভীম হ্রেষা গগনে উঠিল।
প্রতিধ্বনি চৌদিকে জাগিল।।

৫

নিদ্রাভঙ্গে মৃগবর
কহিলা, "ওরে বর্ব্বর!
কে তুই, কত বা বল?
সং পড়সীর মত
না থাকিবি, হবি হত।"
কুরঙ্গের উজ্জ্বল নয়ন
ভাতিল সরোষে যেন দুইটি তপন।।

৬

হয়ের হৃদয়ে হৈল ভয়,
ভাবে এ সামান্য পশু নয়,
শিরে শৃঙ্গ শাখাময়!
প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার
বুঝি বা শূলের তুল্য ধার,
কে আমারে দিবে পরিচয়?

৭

মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত,
অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত।
ধরিতে এ অশ্ববরে,
নানা ফাঁস নিরন্তরে
মৃগয়ী পাতিত।
কিন্তু সৌভাগ্যের বলে, তুরঙ্গম মায়া-ছলে
কভু না পড়িত।।

৮

কহিল তুরঙ্গ;—"পশু উচ্চশৃঙ্গধারী—
মোর রাজ্য এবে অধিকারী;
না চাহিল অনুমতি,
কর্কশভাষী সে অতি;
হও হে সহায় মোর,
মারি দুই জনে চোর।।"

৯

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা,
কহিলা, "হা! এ কি বিড়ম্বনা!
জানি সে পশুরে আমি,
বনে পশুকুলে স্বামী,
শার্দ্দূলে, সিংহেরে নাশে,
দগ্ধে বন বিষশ্বাসে;
একমাত্র কেবল উপায়;—
মুখস ও মুখে পর,
পৃষ্ঠে চর্ম্মাসন ধর,
আমি সে আসনে বসি,
করে ধনুর্ব্বাণ অসি,
তা হলে বিজয় লভা যায়।।"

১০

হায়! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ভুলিল;
লাফে পৃষ্ঠে দুষ্ট সাদী অমনি চড়িল।
লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাদুকায়,
তাহার আঘাতে প্রাণ যায়।
মুখস নাশিল গতি, ভয়ে হয় ক্ষিপ্তমতি,
চলে সাদী যে দিকে চালায়।।

১১

কোথা অরি, কোথা বন,
সে সুখের নিকেতন?
দিনান্তে হইলা বন্দী আঁধার-শালায়।
পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে দুর্ম্মতি,
এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী;
ছায়া সম জয় যায় ধর্ম্মের সংহতি।।

দেবদৃষ্টি

শচী সহ শচীপতি স্বর্ণ-মেঘাসনে,
বাহিরিলা বিশ্ব দরশনে।
আরোহি বিচিত্র রথ,
চলে সঙ্গে চিত্ররথ,
নিজদলে সুমণ্ডিত অস্ত্র আভরণে,
রাজাজ্ঞায় আশুগতি বহিলা বাহনে।
হেরি নানা দেশ সুখে,
হেরি বহু দেশ দুঃখে—

ধর্ম্মের উন্নতি কোন স্থলে ;
কোথাও বা পাপ শাসে বলে—
দেব অগ্রগতি বঙ্গে উত্তরিল।
কহিলা মাহেন্দ্র সতী শচী সুলোচনা,
কোন্ দেশে এবে গতি,
কহ হে প্রাণের পতি,
এ দেশের সহ কোন্ দেশের তুলনা ?
উত্তরিলা মধুর বচনে
বাসব, লো চন্দ্রাননে,
বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে।
ভারতের প্রিয় মেয়ে
মা নাই তাহার চেয়ে
নিত্য অলংকৃত হীরা, মুক্তা, মরকতে।
সস্নেহে জাহ্নবী তারে
মেখলেন চারি ধারে
বরুণ ধোয়েন পা দু'খানি।
নিত্য রক্ষকের বেশে
হিমাদ্রি উত্তর দেশে
পরেশনাথ আপনি
শিরে তাব শিরোমণি
সেই এই বঙ্গভূমি শুন লো ইন্দ্রাণি !
দেবাদেশে আশুগতি
চলিলেন মৃদুগতি
উঠিল সহসা ধ্বনি
সভয়ে শচী অমনি ইন্দ্রেরে সুধিলা,
নীচে কি হতেছে রণ
কহ সখে বিবরণ
হেন দেশে হেন শব্দ কি হেতু জন্মিলা ?
চিত্ররথ হাত জোড় করি
কহে, শুন ত্রিদিব-ঈশ্বরি !
'বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে,
'পত্নী আসে দেখ তার পিছে।'
সুধাংশুর অংশুরূপে নয়ন-কিরণ
নীচদেশে পড়িল তখন।

গদা ও সদা

গদা সদা নামে
কোন এক গ্রামে
ছিল দুই জন।
দূর দেশে যাইতে হইল ;
দুজনে চলিল।
ভয়ানক পথ—পাশে পশু ফণী বন,
ভল্লুক শার্দ্দুল তাহে গর্জ্জে অনুক্ষণ।
কালসর্প যেমতি বিবরে,
তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে ;
পথিকের অর্থ অপহরে,
কখন বা প্রাণনাশ করে।
কহে সদা গদারে আহ্বানি
কর কিরা স্পর্শি মোর পাণি
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
আজি হতে আমরা দুজন
হ'নু একপ্রাণ একমন,—
সুন্দ উপসুন্দ যথা—জান সে কাহিনী।
আমার মঙ্গল যাহে,
তোমাব মঙ্গল তাহে
কবচে ভেদিলে বাণ, বক্ষ ক্ষত যথা,
অমঙ্গলে অমঙ্গল উভযেব তথা।
কহে গদা ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
কিবা মোব তব কব ধরি,
একাত্মা আমবা দোঁহে কি বাঁচি কি মরি।
এইরূপে মৈত্র আলাপনে
মনানন্দে চলিলা দুজনে।
সতর্ক রক্ষকরূপে সদা গদা যেন
বন পাশে একদৃষ্টে চাহে অনুক্ষণ,
পাছে পশু সহসা কবযে আক্রমণ।
গদা চাবি দিকে চায়
এরূপে উভযে যায ,
দেখে সদা* সম্মুখে চাহিয়া
থল্যে এক পথেতে পড়িয়া।
দৌড়ে মূঢ় থল্যে তুলি
হেরে কুতূহলে খুলি
পূর্ণ থল্যে সুবর্ণমুদ্রায়,
তোলা ভব, এত ভারি তায়।
কহে গদা সহাস বদনে
করেছিনু যাত্রা আজি অতি শুভ ক্ষণে
আমরা দুজনে।

* ১৩১১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে এবং পরবর্তী কালের রচনাবলীতে সম্ভবত ভুলক্রমে 'গদা' লেখা হয়েছে।

'দুজনে?' কহিল সদা রাগে,
'লোভ কি করিস্ তুই এ অর্থের ভাগে?
মোর পূর্ব্ব পুণ্যফলে
ভাগ্যদেবী এই ছলে
মোরে অর্থ দিলা।
পাপী তুই, অংশ তোরে
কেন দিব, ক' তা মোরে
এ কি বাললীলা?
রবির করের রাশি পরশি রতনে
বরাঙ্গের আভা তার বাড়ায় যতনে;
কিন্তু পড়ি মাটির উপরে
সে কর কি কোন ফল ধরে?
সৎ যে তাহার শোভা ধনে,
অসৎ নিতান্ত তুই. জনম কুক্ষণে।'
এই কয়ে সদানন্দ থল্যে তুলে লয়ে
চলিতে লাগিলা সুখে অগ্রসর হয়ে।
বিস্ময়ে অবাক্ গদা চলিল পশ্চাতে,—
বামন কি কভু পায় চারু চাঁদে হাতে?
এই ভাবি অতি ধীরে ধীরে
গেল গদা তিতি অশ্রুনীরে।
দুই পাশে শৈলকুল ভীষণ-দর্শন,
শৃঙ্গ যেন পরশে গগন।
গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি
ভীমা স্রোতস্বতী,
পথিক দুজনে হেরি তস্করের দল
নাবি নীচে করি কোলাহল
উভে আক্রমিল।
সদা অতি কাতরে কহিল,—
শুন ভাই, পাণ্ডাসে, যেমতি,
বিষ্ণু রথিপতি,
জিনি লক্ষ রাজে শূর কৃষ্ণায় লভিলা,
মার চোরে করি রণ-লীলা।
এই ধন নিও পরে বাঁটি
হিসাবে করিয়া আঁটাআঁটি,
তস্করদলের মাথা কাটি।
কহে গদা, পাপী আমি, তুমি সৎজন,
ধর্ম্মবলে নিজধন করহ রক্ষণ।
তস্কর-কুল-ঈশ্বরে
কহিল সে যোড় করে,
অধিপতি ওই জন ভাই,
সঙ্গী মাত্র আমি ওর. ধর্ম্মের দোহাই।
সঙ্গী মাত্র যদি তুই, যা চলি বর্ব্বর,
নতুবা ফেলিব কাটি, কহিল তস্কর।
ফাঁদে বাঁধা পাখী যথা পাইলে মুকতি,
উড়ি যায় বায়ুপথে অতি দ্রুতগতি,
গদা পলাইল।
সদানন্দ নিরানন্দে বিপদে পড়িল।
আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে,
বঁধু কি তোমার কভু হয় সে আঁধারে?
এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে।

কুক্কুট ও মণি

খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ কুক্কুট পাইল
একটি রতন;—
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল ;—
"ঠোঁটের বলে না টুটে. এ বস্তু কেমন?"
বণিক্ কহিল,—"ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন, বুঝি, দুটি নাই!"
হাসিল কুক্কুট শুনি ;—"তণ্ডুলের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি ;—কি আছে তুলনা?"
"নহে দোষ তোর, মূঢ়. দৈব এ ছলনা,
জ্ঞান-শূন্য করিল গোঁসাই!"—
এই কয়ে বণিক ফিরিল।
মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে?
নর-কুলে পশু বলি লোকে তারে মানে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভানে।

সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি

উদয়-অচলে,
দিবা-মুখে এক-চক্রে দিলা দরশন,
অংশু-মালা গলে,
বিতরি সুবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন।
ফুটিল কমল জলে
সূর্য্যমুখী সুখে স্থলে,
কোকিল গাইল কলে,
আমোদি কানন।
জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যজি বিশ্ববাসী জন;
পুনঃ যেন দেব স্রষ্টা সৃজিলা মহীরে;
সজীব হইলা সবে, জনমি, অচিরে।
অবহেলি উদয়-অচলে,
শূন্য-পথে রথবর চলে;
বাড়িতে লাগিল বেলা,
পদ্মের বাড়িল খেলা,

রজনী তারার মেলা সর্ব্বত্র ভাঙিল ;—
কর-জালে দশ দিক্ হাসি উজ্জ্বলিল।
উঠিতে লাগিলা ভানু নীল নভঃস্থলে ;
দ্বিতীয়-তপন-রূপে নীল সিন্ধু-জলে
মৈনাক ভাসিল।
কহিল গম্ভীরে শৈল দেব দিবাকরে ;—
"দেখি তব ধীর গতি দুখে আঁখি ঝরে ;
পাও যদি কষ্ট,—এস, পৃষ্ঠাসন দিব ;
যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।"
কহিলা হাসিয়া ভানু ;—"তুমি শিষ্টমতি ;
দৈববলে বলী আমি, দৈববলে গতি।"
মধ্যাকাশে শোভিল তপন,—
উজ্জ্বল-যৌবন, প্রচন্ড-কিরণ ;
তাপিল উত্তাপে মহী ; পবন বহিলা
আগুনের শ্বাস-রূপে ; সব শুকাইলা—
শুকাল কাননে ফুল ;
প্রাণিকুল ভয়াকুল ;
জলের শীতল দেহ দহিয়া উঠিল ;
কমলিনী কেবল হাসিল !
হেন কালে পতনের দশা,
আ মরি ! সহসা
আসি উতরিল ,—
হিরন্ময় রাজাসন ত্যজিতে হইল !
অধোগামী এবে রবি,
বিষাদে মলিন-ছবি,
হেরি মৈনাকেরে পুনঃ নীল সিন্ধু-জলে,
সম্ভাষি কহিলা কুতূহলে ;—
"পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূর্ব্বাসন লাগি ;
দেহ পৃষ্ঠাসন এবে, এই বর মাগি ;
লও ফিরে মোরে, সখে, ও মধ্য-গগনে ;—
আবার রাজত্ব করি, এই ইচ্ছা মনে।"
হাসি উত্তরিল শৈল ;—"হে মূঢ় তপন,
অধঃপাতে গতি যার কে তার রক্ষণ !
রমার থাকিলে কৃপা, সবে ভালবাসে ;—
কাঁদ যদি, সঙ্গে কাঁদে ; হাস যদি হাসে ;
ত্যজেন বদন যবে মাধব-রমণী,
সকলে পলায় রড়ে, দেখি যেন ফণী।"

মেঘ ও চাতক

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে ;—
ভানু পলাইল ত্রাসে ;
তা দেখি তড়িৎ হাসে ;
বহিল নিশ্বাস ঝড়ে ;
ভাঙ্গে তরু মড়-মড়ে ;
গিরি-শিরে চূড়া নড়ে,
যেন ভূ-কম্পনে ;
অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে।
আইল চাতক-দল,
মাগি কোলাহলে জল—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও, প্রভু, করি এ মিনতি।"
বড় মানুষের ঘরে ব্রতে, কি পরবে,
ভিখারী-মন্ডল যথা আসে ঘোর রবে ;—
কেহ আসে, কেহ যায় ;
কেহ ফিরে পুনরায়
আবার বিদায় চায় ;
ত্রস্থ লোভে সবে ;—
সেরূপে চাতক-দল,
উড়ি করে কোলাহল ;—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও জলে, করি এ মিনতি।"
রোষে উত্তরিলা ঘনবব ;—
"অপরে নির্ভর যাব অতি সে পামর !
বায়ু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি,
সাগরের নীল পায়ে পড়ি,
আনিয়াছি বারি ;
ধরার এ ধার ধারি।
এই বারি পান করি,
মেদিনী সুন্দরী
বৃক্ষ-লতা-শস্যচয়ে
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে
শিশু যথা বল পায়,
সে রসে তাহারা খায়,
অপরূপ রূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর ;
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী-নর।
নিজে তিনি হীন-গতি ;
জল গিয়া আনিবারে নাহিক শকতি ;
তেঁই তাঁর হেতু বারি-ধারা।—
তোমরা কাহারা ?
তোমাদের দিলে জল,
কভু কি ফলিবে ফল ?
পাখা দিয়াছেন বিধি ;

যাও, যথা জলাশয় ;—
যাও, যথা জলাশয় ;—
নদ-নদী-তড়াগাদি, জল যথা রয়।
কি গ্রীষ্ম, কি শীত কালে,
জল যেখানে পালে,
সেখানে চলিয়া যাও, দিনু এ যুকতি।"
চাতকের কোলাহল অতি।
ক্রোধে তড়িতেরে ঘন কহিলা,—
"অগ্নি-বাণে তাড়াও এ দলে।"—
তড়িৎ প্রভুর আজ্ঞা মানিলা।
পলায় চাতক, পাখা জ্বলে।
যা চাহ, লভ সদা নিজ পরিশ্রমে ;
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে।

পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু

অধিক-বয়স-ভরে হয়ে হীন-গতি,
সিংহ কৃশ অতি।
জনরব-রূপ-স্রোতে,
ভাসাল ঘোষণা-পোতে,
এই কথা ;—"মৃগরাজ মগ্ন রাজকাজে ;
প্রজাবর্গ, রাজপুরে পূজ কুল-রাজে।"
প্রভু-ভক্তি-মদে মাতি
কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, হাতী,
করে করি রাজকর,
পালা-মতে নিরন্তর,
গেলা চলি রাজ-নিকেতনে,
অতি হৃষ্ট মনে।
শৃগাল-কুলের পালা আসি উতরিল ;
কুল-মন্ত্রী সভা আহ্বানিল ;
কি ভেট, কি উপহার,
কি পানীয়, কি আহার,—
এই লয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল।
হেন কালে আর মন্ত্রী সহাসে কহিল ;—
"তর্কের যে অলঙ্কার তোমরা সকলে,—
এ বিশ্বে এ বিশ্ব-জনে বলে ;
কিন্তু কহ দেখি, শুনি, কেন স্থানে স্থানে
বহুবিধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ-পানে?—
ফিরে যে আসিছে, তার চিহ্ন কে মুছিল?"
চতুর যে সর্ব্বদর্শী, বিপদের জালে
পদ তার পড়িতে পারে কোন্ কালে?

সিংহ ও মশক

শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল ;
ভব-তলে যত নর,
ত্রিদিবে যত অমর,
আর যত চরাচর,
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।
হুল-রূপ শূলে বীর, সিংহেরে বিঁধিল!
অধীর ব্যথায় হরি,
উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি,
কহিলা ;—"কে তুই, কেন
বৈরিভাব তোর হেন?
গুপ্তভাবে কি জন্য লড়াই?—
সম্মুখ সমর কর্ ; তাই আমি চাই।
দেখিব বীরত্ব কত দূর,
আঘাতে করিব দর্প-চূর ;
লক্ষ্মণের মুখে কালি
ইন্দ্রজিতে জয় ডালি,
দিয়াছে এ দেশে কবি।"
কহে মশা ;—"ভীরু, মহাপাপি,
যদি বল থাকে, নিষম-প্রতাপি,
অন্যায়-ন্যায়-ভাবে,
ক্ষুধায় যা পায়, খাবে ;
ধিক্, দুষ্টমতি!
মারি তোরে বন-জীবে দিব, রে, কু-মতি।"
হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে ;
ভীম দুর্য্যোধনে,
ঘোর গদা-রণে,
হ্রদ দ্বৈপায়নে,
তীরস্থ সে রণ-ছায়া পড়িল সলিলে ;
ডরাইয়া জল-জীবী জল-জন্তুচয়ে,
সভয়ে মনেতে ভাবিল,
প্রলয়ে বুঝি এ বীরেন্দ্র-দ্বয় এ সৃষ্টি নাশিল!
মেঘনাদ মেঘের পিছনে,
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে ;
কেহ তারে মারিতে না পারে,
ভয়ঙ্কর স্বপ্নসম আসে,—এসে যায়
জর-জরি শ্রীরামের কটক লঙ্কায়।
কভু নাকে, কভু কাণে,
ত্রিশূল-সদৃশ হানে
হুল, মশা বীর।

না হেরি অরিরে হরি,
মুহুর্মুহুঃ নাদ করি,
হইলা অধীর।
হায়! ক্রোধে হৃদয় ফাটিল ;—
গত-জীব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল!
ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক অবহেলে যারে,
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে।

পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি ; তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে?
বিধির কি বিধি সুরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে ;
কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে বঙ্গরত্ন ; এ হেন রতনে?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।

দেবদানবীয়ম্

মহাকাব্য

প্রথম সর্গঃ

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি!
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষিবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো,
অমৃতরূপে তব কৃপাবারি
সেহো জননি গো, ঢালি এ পেটে।।

জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে

ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে।
উরূপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা
ওমর (অসভ্যকালে জন্ম তাঁর) যথা
অমৃত সাগরতলে। কেহ না বুঝিল
মূল্য সে মহামণির ; কিন্তু যম যবে
গ্রাসিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে
বাড়িল কলহ নানা নগরে ; কহিল
এ নগর ও নগরে, "আমার উদরে
জনম গ্রহিয়াছিলা ওমর সুমতি।"
আমাদের বাল্মীকির এ দশা ; কে জানে,
কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জন্মিলা সুমতি।

পরেশনাথ গিরি

হেরি দূরে ঊর্দ্ধশিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ-মুরতি?
এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন্ রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী—
খচিত শিলার বর্ম্ম কুসুম-রতনে
তোমার? যে হর-শিরে শশিকলা হাসে,
সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্য শিরে
চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেমপাশে!
হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনিরে
সেবিলা বীরেশ যবে পাশুপত আশে
ইন্দ্রনীল নীলচূড়ে দেব ধূর্জ্জটিরে।

পুরুলিয়া মণ্ডলীর প্রতি

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে!
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞাত-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে ;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে!

প্রভুর কি অনুগ্রহ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান্ তুমি কব তা কাহারে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে!
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরি।

কবির ধর্ম্মপুত্র

(শ্রীমান্ খ্রীষ্টদাস সিংহ)

হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গ্রহিলা
আজি তুমি, করি স্নান যর্দ্দনের নীরে
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্ম্মিলা
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে;
সৌরভ কুসুমে যথা, আসে যবে ফিরে
বসন্ত, হিমান্তকালে। কি ধন পাইলা—
কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে,
দৈববলে বলী তুমি, শুন হে, হইলা!
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম্ম বর্ম্ম ধরি
পাপ-রূপ রিপু নাশো এ জীবন-স্থলে
বিজয়-পতাকা তোলি রথের উপরি;
বিজয় কুমার সেই, লোকে যারে বলে
খ্রীষ্টদাস, লভো নাম, আশীর্ব্বাদ করি,
জনক জননী সহ, প্রেম কুতূহলে!

পঞ্চকোট গিরি

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্ত্যে বজ্র প্রহরণে
পর্ব্বতকুলের পাখা; কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে,
পঞ্চকোট! রয়েছ যে,—লঙ্কায় যেমতি
কুম্ভকর্ণ,—রক্ষ, নর, বানরের রণে—
শূন্যপ্রাণ, শূন্যবল, তবু ভীমাকৃতি,—
রয়েছ যে পড়ে হেথা, অন্য সে কারণে।
কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেয়াগি তোমারে
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে! এ স্থলে,
মনোদুঃখে মৌন ভাব তোমার; কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে?
মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।

পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী

হেরিনু রমারে আমি নিশার স্বপনে;
হাটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে—
পদ্মাসন উজলিত শতরত্ন-করে,
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে
দুই মেঘরাশি-মাঝে, শোভিছে, অম্বরে,
আলো করি দশ দিশ; হেরিনু নয়নে,
সে কমলাসন-মাঝে ভুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস-সদনে।
কহিলা বাগ্দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে),
"বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্চকোট;—পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি।"

পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সংগীত

হেরেছিনু, গিরিবর! নিশার স্বপনে,
অদ্ভুত দর্শন!
হাটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে,
*কনক-আসন এক, দীপ্ত রত্ন-করে
দ্বিতীয় তপন!
যেই রাজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলা,
সেই বাজকুললক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে আসন!
হে সখে! পাষাণ তুমি, তবু তব মনে
ভাবরূপ উৎস, জানি, উঠে সর্ব্বক্ষণে।
ভেবেছিনু, গিরিবর! রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।†

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি

ভেবেছিনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি,—লোকে যাহা বলে,

---

* 'জীবনচরিতে' কমল-আসন

† 'জীবনচরিতে' এই পঙ্‌ক্তির পাঠ—অতি কুতূহলে আবার রক্ষিবে দ্বার।

হাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে ;—
ভেবেছিনু, হায়! দেখি, ভ্রান্তিভাব ধরি!
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
অদয়ে, অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু ; কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে?

ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্ব্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!

সমাধি-লিপি

দাঁড়াও, পথিক-বর জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

তিলোত্তমা-সম্ভব

(পুনর্লিখিত অংশ)

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে খ্যাত হিমাদ্রির শিরে
দেবাত্মা, ভীষণ-মূর্ত্তি, অভ্র-ভেদী গিরি,
অটল, ধবল-কায় ; ব্যোমকেশ যেন
ঊর্দ্ধবাহু, শুভ্র-বেশে, মজি চিরযোগে,
যোগী-কুলে পূজ্য যোগী!—কি নিকুঞ্জ-রাজী,
কি তরু, কি লতা, কিবা ফল-ফুলাবলী,
আর আর শৈল-শিরে শোভে যা, মঞ্জরি
মরকত-ময় স্বর্ণ-কিরীটের রূপে ;
না পরেন অচলেন্দ্র অবহেলি সবে,
বিমুখ ভবের সুখে ভব-ইন্দ্র যেন
জিতেন্দ্রিয়! সুনাদিনী বিহঙ্গিনী যত,
বিহঙ্গম সু-নিনাদী, অলি মধু-লোভী,
কভু নাহি ভ্রমে তথা ; সিংহ—বনরাজা,—
বন-লণ্ডভণ্ড-কারী শুণ্ডধর করী,—
গণ্ডার, শার্দ্দূল, কপি—বন-বাসী পশু,—
সুলোচনা কুরঙ্গিণী, বন-কমলিনী,—
ফণিনী কুন্তলে মণি, ফণী বিষ-ভরা,
না যায় নিকটে তাঁর—বিকট-শেখরী!
সতত, তিমিরময়, গভীর গহ্বরে,
কোলাহলে জল-দল মহা কোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী! বহে বায়ু ভৈরব আরবে,
মহা কোপে লয়-রূপে, পূর্ণ তমোগুণে,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্ব-নাশ-কারী!
কি দানব, কি মানব, যক্ষ, রক্ষঃ, বলী,
কি দানবী, কি মানবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম্য—দুর্গম দুর্গ যেন!
দিবানিশি মেঘ-রাশি উড়ে চারি দিকে,
ভূতেশের সঙ্গে ভূত নাচে রঙ্গে যেন।
এহেন বিজন স্থানে দেব-কুল-পতি
বাসব, বসিয়া কেন একাকী, তা কহ,
পঙ্কজ-বাসিনি দেবি, এ তব কিঙ্করে?
সুরাসুর সহ অহি অনন্ত, যে বলে
আনন্দে মন্দারে বাঁধি, সিন্ধুরে মথিলা
অমৃত-রসের আশে,—সেই বল-সম
যাচি কৃপা, কর দয়া আজি অকিঞ্চনে,
বাগ্‌দেবি! যতনে মথি বাক্যের সাগরে,
কবিতার সুধা যেন পাই তব বলে!
কর দয়া অভাজনে, বিশ্ব-বিমোহিনি!
অসীম মহিমা তব, হায়, দীন আমি,—
কিন্তু যে চন্দ্রের বাস চন্দ্রচূড় চূড়ে,
জননি, শিশির-বিন্দু ক্ষুদ্র ফুল-দলে
লভে না কি আভা কভু তাঁর শোভা হতে?
কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে,
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে,

সগর রাজার বংশ ধ্বংস, মা, যে লোভে?
কোথা সে অমরাবতী—পূর্ণ চির-সুখে?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, রত্নময়ী পুরী,
মলিন প্রভায় যার প্রভাকর ভানু?
কোথায় সে রাজ-ছত্র, রাজাসন কোথা,
রবি-পরিধির আভা মেরু-শৈলোপরি!
কোথায় নন্দন-বন, বসন্ত যে বনে
বিরাজেন নিত্য সুখে? পারিজাত কোথা,
অক্ষয়-লাবণ্য ফুল? ঋষি-মনোহরা
কোথা সে উর্ব্বশী, কহ? কোথা চিত্রলেখা,
জগত-জনের চিত্তে লেখা বিধুমুখী?
অলকা, তিলকা, রম্ভা, ভুবন-মোহিনী?
মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়া গড়ি
নিগড়, বাঁধেন কাম স্বর্গ-বাসী জনে?
কোথায় কিন্নর, কোথা বিদ্যাধর যত?
গন্ধর্ব্ব, মদন-গর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে,—
গন্ধর্ব্ব-কুলের রাজা চিত্ররথ রথী,
কামিনীর মনোরথ, নিত্য অরি-দমী
দৈত্য-রণে? কোথা, মা, সে ভীষণ অশনি,
যার দ্রুত ইরম্মদে, গম্ভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে থর থর করি,
ভূধর অধীর ভয়ে, ভুবন চমকে
আতঙ্কে? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃ-কুল-মণি
আভাময়, যার চারু রত্ন-কান্তি-ছটা
নব নীরদের শিরে ধরে শোভা, যথা
শিখীর পুচ্ছের চূড়া রাখালের শিরে?
কোথায় পুষ্কর, কোথা আবর্ত্তক, দেবি,
ঘনেশ্বর? কোথা, কহ, সারথি মাতলি?
কোথা সে সুবর্ণ-রথ, মনোরথ-গতি,
যার স্থিরপ্রভা দেখি ক্ষণ-প্রভা লাজে
অস্থিরা, লুকায় মুখ, ক্ষণ দিয়া দেখা,
(কাদম্বিনী স্বজনীর গলা ধরি কাঁদি)
অম্বরে? কোথায় আজি ঐরাবত বলী,
গজেন্দ্র? কোথায় হয় উচ্চৈঃশ্রবা, কহ,
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি?
কোথায় পৌলোমী সতী অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরে প্রফুল্ল নলিনী,
ত্রিদিব-লোচনানন্দ, আয়ত-লোচনা
রূপসী? কোথায় এবে স্বর্গ-কল্পতরু,
কামদা বিধাতা যথা; যে তরুর পদে,
আনন্দে নন্দন-বনে দেবী মন্দাকিনী
বহেন, বিমল-আভা, কল কল রবে?
কোথা মূর্ত্তিমান্ রাগ, ছত্রিশ রাগিণী
মূর্ত্তিমতী—নিত্য যারা সেবিত দেবেশে?
সে দেব-বিভব সব কোথা, কহ, এবে,
কোথা সে দেব-মহিমা—দেবি বীণাপাণি?
দুরন্ত দানব-দ্বয়, দৈব-বলে বলী,
বিমুখি সমুখ রণে দেব দেবরাজে,
পূরি দেবরাজ-পুরী ঘোর কোলাহলে,
লুটি দেবরাজ-পুর-বৈভব, বিনাশি
(দ্বেষ-বিষে জ্বলি) হায়, দেব-রাজ-পুরে
সে পুরের অলংকার, অহংকারে আজি
বসিয়াছে রাজাসনে দেব-রাজ-ধামে
পামর! যেমতি শ্বাস রুদ্রের, প্রলয়ে
বাতময়, উথলিলে জল-সমাকুলে,
প্রবল তরঙ্গ-দল, অবহেলি রোধে,
ধরার কবরী হতে ছিঁড়ি লয় কাড়ি
সুবর্ণ কুসুম-দাম; যে সুন্দর বপুঃ
আনন্দে মদন-সখা সাজান আপনি
দিয়া নানা ফুল-সাজ; সে সুন্দর বপুঃ
ফুল-সাজ-শূন্য বন্যা করে অনাদরে,—
গম্ভীর হুংকারে পশে বম্য বন-স্থলে!
দ্বাদশ বৎসর যুঝি দিতিজারি যত,
দুর্জ্জয় দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিয়া
(হীন-বল-দৈব-বলে) ভঙ্গ দিলা রণে
আতঙ্কে। দাবাগ্নি যথা সঙ্গে সখা বায়ু,
হুহুংকারে প্রবেশিলে গহন কাননে,
হেরি ভীম শিখা-পুঞ্জে ধূম-পুঞ্জ মাঝে,
চন্ড মুন্ড-মালিনীর লোল জিহ্বা যেন
(রক্ত-বীজ-কুল-কাল!) আক্ত রক্ত-রসে;
পরমাদ গণি মনে পলায় কেশরী
মৃগেন্দ্র; করীন্দ্র-বৃন্দ পলায় তরাসে
উর্দ্ধশ্বাস; মৃগাদন ধায় বায়ু-বেগে;
কুরঙ্গ সুশৃঙ্গধর, ভুজঙ্গ চৌদিকে
পলায়: পলায় শূন্যে বিহঙ্গম উড়ি;
পলায় মহিষ-দল, রোষে রাঙা আঁখি,
কোলাহলে পূরি দেশ ক্ষিতি টলমলি;
পলায় গন্ডার, বন লন্ডভন্ড করি
পলায়নে; ধায় বাঘ; ধায় প্রাণ লয়ে
ভল্লুক বিকটাকার; আর পশু যত
বলবন্ত, কিন্তু ভয়ে বলশূন্য এবে;—
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ হেরি সে সমরে,

পলাইলা পরিহরি সমর কুলিশী
পুরন্দর ; পলাইলা জল-দল-পতি
পাশী, সর্ব্বনাশী পাশে হেরি (দৈব-বলে)
ম্রিয়মাণ, মহোরগ যেন মন্ত্র-তেজে!
পলাইলা ঝড়াকারে বায়ু-কুল-পতি ;
পলাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিধ্বজ রথী
সেনানী ; মহিষাসনে সর্ব্ব-অন্ত-কারী
কৃতান্ত, কৃতান্ত-দূতে হেরিলে যেমতি
সহসা, পলায় প্রাণী প্রাণ বাঁচাইতে!
পলাইলা গদাধারী অলকার পতি,
ব্যর্থ গদা হাতে, হায়, দুর্য্যোধন যথা
মিত্র ক্ষত্র-শূন্য দেখি কুরুক্ষেত্রে, গেলা
(বিষাদে নিশ্বাসি ঘন!) জলাশয় পানে,
একাকী, সহায়-হীন!—পলাইলা এবে
দেবগণ, রণভূমি ত্যজি অভিমানে ;
পূরিল জগত দৈত্য জয় জয় নাদে,
বসিল দেবারি দুষ্ট দেব-রাজাসনে,
হর-কোপানল যেন, মদনে দহিয়া,
বিরহ-অনল-রূপে, ভৈরবে বেড়িল
রতির কোমল হিয়া, হায়, পোড়াইতে
সে হিয়া, কেন না রতি স্থাপি সে মন্দিরে
নিত্যানন্দ মদনের মূরতি, সুন্দরী
পূজেন আদরে, প্রেম-ফুলাঞ্জলি দিয়া!
সুন্দ উপসুন্দাসুর, দ্বম্বিব সুর সহ
লন্ডভন্ড করিল অখিল ভূমন্ডলে। ইত্যাদি-

অসম্পূর্ণ কবিতাবলী

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম সর্গ

বিহার

১

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে
মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী।।
লেপ সুচন্দন দেহে,
কি সাধে রহিবে গেহে?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী।।

২

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।
শিখন্ড-মন্ডিত-শির,
ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
দুলিছে লো, বরগুঞ্জমালা বর-গলে।
মেঘ সনে সৌদামিনী—
সম রূপে, লো কামিনি,
ঝলে পীতধড়া রূপে ঝল ঝলে ঝলে।।

৩

হ্রদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে,
তব আশা-শশী আসি,
শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কোন্ মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে।।
দেব-দৈত্য মিলি বলে,
মথিলা সাগর-জলে,
যে সুধার লোভে, তাহা লভিবে সুন্দরি।
সুধামাখা বিম্বাধরে,
আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে!

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী

জন্মান্ধ নৃমণি! তুমি এ বারতা পেয়ে
দূতমুখে, অন্ধা হ'লো গান্ধারী কিঙ্করী
আজি হ'তে। পতি তুমি ; কি সাধে ভুঞ্জিব
সে সুখ, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর! আনিতেছে দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া তাহে, সাত বার বেড়ি
অন্ধিব এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কবাট। ঘটিল,
লিখিলা বিধি যা ভালে—আক্ষেপ না করি ;
করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা ;

যাইতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে?
দেবাদেশে নরবর বরেছি তোমারে।

*　　*　　*　　*

আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু
তব বিভারাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে;
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি,
চারু চন্দ্র; তারাবৃন্দ তোমরা গো সবে।
আর না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন
অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে
বাসুকির ফণারূপ পর্য্যঙ্কে সুন্দরী—
বসুন্ধরা, যান নিদ্রা নিঃশ্বাসি সৌরভে।
হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু
(যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা)
হে নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন,
হে উৎস গিরি-দুহিতা জননী মা তুমি;
নদ, নদী, আশীর্ব্বাদ কর এ দাসীরে।
গান্ধার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি।
আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুসুমকুল,
ছিনু তোমাদের সখী, ছিনু লো ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হয়ে ছাড়িনু সবারে;
স্নেহহীন এ কি কথা? ভুলিতে কি পারি?
তোমা সবে? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে।

অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা

বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী
ঊষা, কৃতাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে,
যদুবর! পত্রবাহ চিত্রলেখা সখী—
দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে।
প্রাণের রহস্যকথা প্রাণের ঈশ্বরে!
অকূল পাথারে নাথ, চিরদিন ভাসি
পাইয়াছি কূল এবে! এত দিনে বিধি
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে!
কি কহিনু? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী
হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী,
হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে
চিরবাঞ্ছা; চাতকিনী কুতুকিনী যথা
মেঘের সুশ্যাম মূর্ত্তি হেরি শূন্যপথে।
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে,
আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ নাথ সঙ্গিনী-সমূহে,
গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র। ঊষার হৃদয়ে
আশালতা আজি ঊষা রোপিবে কৌতুকে
শুন এবে কহি দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।

যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা

দৈত্যকুল-রাজবালা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী
বলিতে সোহাগে যারে, নরকুলরাজা
তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ'ল,
ভবসুখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি।
দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গৃহ, যথা
কুরঙ্গী শাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে,
না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে।
হে রাজন্! শিশুত্রয় লয়ে নিজে সাথে
চলিল শর্ম্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে
আশ্রয় পাইবে তারা? মনে রেখ তুমি।
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
আঁচল, বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি,
কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইনু
দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি?
কি হেতু বা থেকে গেনু তোমার সদনে,
দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে।

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী

আর কত দিন, সৌরি, জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে।
না পশে, এ দেশে নাথ, রবিকররাশি,
না শোভেন সুধানিধি সুধাংশু বিতরি;
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী
বিভা, জন্মি রত্নজালে উজলয়ে পুরী।
তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা দুঃখিনী।
বাম দামোদর; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে
কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
"যাও প্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলিপুটে—

দেখ দাঁড়াইয়া ওই ; বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিন্ধুতীরে আজি।" হায়! না জানিনু
হইনু বৈকুণ্ঠচ্যুত দুর্ব্বাসার রোষে।

নলের প্রতি দময়ন্তী

পঞ্চ দেবে বঞ্চি সাধে স্বয়ম্বর-স্থলে
পূজিল রাজীব-পদ তব যে কিঙ্করী,
নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে।

বিষ্ণুর প্রতি লক্ষ্মী

আর কতদিন, সৌরি, এ অতল জলে
পুড়িবে বিরহানলে এ তব কিঙ্করী?
হে রমারমণ শীঘ্র কহ তা রমারে।
যবে আদেশিলা নাথ, হাসিয়া হাসিয়া
গরুড়ের পৃষ্ঠে চড়ি ভ্রমিতে আকাশে,
তব মায়াবলে হায়, কিছু না বুঝিনু ;
ছাড়িনু, তোমার পাশ, পুড়িয়া মরিতে!
না জানিনু, ত্যজিলা এ দাসীরে, শ্রীপতি।

রিজিয়া

হা বিধি, অধীর আমি! অধীর কে কবে,
এ পোড়া মনের জ্বালা জুড়াই কি দিয়া?
হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূর্ব্বকথা কয়ে,
দ্বিগুণিছ এ আগুন, জিজ্ঞাসি তোমারে!
কি হেতু লো বিষদন্ত ফণিরূপ ধরি,
মুহুর্ম্মুহুঃ দংশ আজি জর্জ্জরি হৃদয়ে?
কেমনে, লো দুষ্টা নারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে
আমায়? সে পূর্ব্ব সত্য, অঙ্গীকার যত,
সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে
ভুলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে?
হায় লো সে প্রেমাঙ্কুর কি তাপে শুকাল?
এ হেন সুবর্ণ-দেহে কি সুখে রাখিলি
এ হেন দুরন্ত আত্মা, রে দুরাত্মা বিধি!
এ হেন সুবর্ণময় মন্দিরে স্থাপিলি
এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কৌতুকে?
কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহাবলে
ভুলি তোরে, ভূত কাল, প্রমত্ত যেমতি
বিস্মরে (সুরার তেজে, যা কিছু সে করে)
জ্ঞানোদয়ে? রে মদন, প্রমত্ত করিলি
মোরে প্রেম মদে তুই ; ভুলা তবে এবে,
ঘটিল যা কিছু, যবে ছিনু জ্ঞান-হীনে।
এ মোর মনের দুঃখ কে আছে বুঝিবে?
বন্ধুমাত্র মোর তুই, চল্ সিন্ধুদেশে,
দেখিব কি থাকে ভাগ্যে! হয়ত মরিব,
এ মনাগ্নি নিবাইব ঢালি লহু-স্রোতে,
নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে
ভুলিব এ মহাজ্বালা—দেখিব কি ঘটে!
কি কাজ জীবনে আর! কমল বিহনে
ডুবে অভিমানে জলে মৃণাল, যদ্যপি
হরে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে।
চূড়াশূন্য রথে চড়ি কোন্ বীর যুঝে?
কি সাধ জীবনে আর? রে দারুণ বিধি,
অমৃত যে ফলে, আজ বিষাক্ত করিলি
সে ফলে? অনন্ত আয়ুদায়িনী সুধারে
না পেয়ে, কি হলাহল লভিনু মথিয়া
অকূল সাগরে, হায় হিয়া জ্বালাইতে?
হা ধিক্! হা ধিক্ তোরে নারীকুলাধমা!
চণ্ডালিনী ব্রহ্মকুলে তুই পাপীয়সী,
আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব,
যত দিন নাহি পারি তোর যমরূপে
আক্রমিতে রণে তোরে বীরপরাক্রমে!
ভেবেছিনু লয়ে তোরে সোহাগে বাসরে
কত যে লো ভালবাসি কব তোর কানে,
বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে
কাননে। সে প্রেমাশায় দিনু জলাঞ্জলি।
সে সুবর্ণ আশালতা তুই লো নিষ্ঠুরা
দাবানল-শিখারূপে নিষ্ঠুরে পোড়ালি!
পশ্ রে বিবরে তোর, তুই কাল ফণী।

পাণ্ডববিজয়

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে,
কুরুকুল-রাজাসন লভিলা দ্বাপরে
ধর্ম্মরাজ ;—সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী,
নব রঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ আসরে,
কহ, দেবি! গিরি-গৃহে সুকালে জনমি
(আকাশ-সম্ভবা ধাত্রী কাদম্বিনী দিলে
স্তনামৃতরূপে বারি) প্রবাহ যেমতি
বহি, ধায় সিন্ধুমুখে, বদরিকাশ্রমে,
ও পদ-পালনে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ
চলিল, হে কবি-মাতঃ, যশের উদ্দেশে।

যথা সে নদের মুখে সুমধুর ধ্বনি,
বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে
সমদেশে ; কিন্তু ঘোর কল্লোল, যেখানে
শিলাময় স্থল রোধে অবিরলগতি ;—
দাসের রসনা আসি রস নানা রসে,
কভু রৌদ্রে. কভু বীরে, কভু বা করুণে—
দেহ ফুলশরাসন, পঞ্চফুলশরে।

দুর্য্যোধনের মৃত্যু

"দেখ. দেব, দেখ চেয়ে". কাতরে কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে,—"আসিছেন ধীরে
নিশীথিনী ; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,—
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি!
শিবির-বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি,
মহারথ! রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি
জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে
সে শিশু।" লইলা সবে ধরাধরি করি
শিবির বাহিরে শূরে—ভগ্ন-উরু রণে!
মহাযত্নে কৃপাচার্য্য পাড়িলা ভূতলে
উত্তরী। বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি ;—
"কার হেতু এ সুশয্যা, কৃপাচার্য্য রথি?
পড়িনু ভূতলে, প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি ;—
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অন্তিমে? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে!
কি শয্যায় সুপ্ত আজি কুরুবীর্য্যরূপী
গাঙ্গেয়? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্য্য রথী,
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ? আর রাজা যত
ক্ষত্র-ক্ষেত্র-পুষ্প, দেব! কি সাধে বসিবে
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্য্যোধন আজি?
(যথা বনমাঝে বহ্নি জ্বলি নিশাযোগে
আকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে
সর্ব্বভুক্—রাজদলে আহ্বানি এ রণে—
বিনাশিনু আমি, দেব! নিঃক্ষত্র করিনু
ক্ষত্রপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র নিজ কর্ম্মদোষে।
কি কাজ আমার আর বৃথা সুখভোগে?
নির্ব্বাণ পাবক আমি, তেজশূন্য, বলি!
ভস্মমাত্র! এ যতন বৃথা ক্ষেম তব!"
সরায়ে উত্তরী শূরে বসিলা ভূতলে।
নিকটে বসিলা কৃপ কৃতবর্ম্মা রথী
বিষাদে নীরব দোঁহে ;—আসি নিশীথিনী,
মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি,
উচ্চ বায়ু-রূপ শ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি ;—
বৃষ্টি-ছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে।
কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্ম্মা পানে
রাজেন্দ্র ; "এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচূড়ামণি,
ক্ষত্র-কুলোদ্ভব, কহ, কে আছে ভারতে,
যে না ইচ্ছে মরিবারে? যেখানে, যে কালে
আক্রমেন যমরাজ ; সমপীড়া-দায়ী
দণ্ড তাঁর,—রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,
সম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মুরতি!
কিন্তু হেন স্থলে তাঁরে আতঙ্ক না করি
আমি!—এই সাধ ছিল চিরকাল মনে!
যে স্তম্ভের বলে, শির উঠায় আকাশে
উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তম্ভের রূপে
ক্ষত্রকুল-অট্টালিকা ধরিনু স্ববলে
ভূভারতে। ভূপতিত এবে কালে আমি ;
দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগ্ন শত ভাগে
সে সুঅট্টালিকা চূর্ণ এ মোর পতনে!
গড়ায় এক্ষেত্রে পড়ি গৃহচূড়া কত!
আর যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে?
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য! দেখ—
রকত বরণে দেখ, সহসা আকাশে
উদিছেন এ পৌরব-বংশ-আদি যিনি,
নিশানাথ! দুর্য্যোধনে ভূশয্যায় হেরি
কুবরণ হইলা কি শোকে সুধানিধি?"
পাণ্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরখি
উত্তরিলা কৃপাচার্য্য ;—"হে কৌরবপতি,
নহে চন্দ্র যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব সর্ব্বভুক্‌রূপে!
রিপুকুল-চিতা, দেব, জ্বলিয়া উঠিল।
কি বিষাদ আর তবে? মরিছে শিবিরে
অগ্নি-তাপে ছটফটি ভীম দুষ্টমতি ;
পুড়িছে অর্জ্জুন, হায়, তার শরানলে,
পুড়িল যেমতি হেথা সৈন্যদল তব!
অন্তিমে পিতায় স্মরে যুধিষ্ঠির এবে ;
নকুল ব্যাকুলচিত সহদেব সহ!
আর আর বীর যত এ কাল সমরে

পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদগ্ধ বনে
আশে পাশে তরু যথা ;—দেখ মহামতি!"

সিংহল-বিজয়

স্বর্ণসৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে!
রুষি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা ;—
হেদে দেখ, শশিমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে!
কি লজ্জা! থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
রাজ্য ওরে আমি, সই! উদ্যানস্বরূপে
সাজানু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে?
জ্বলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশিমুখি,
কমলার অহঙ্কার ; দেখিব কেমনে
স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা?
জলধি জনক তাঁর ; তেঁই শান্ত তিনি
উপরোধে। যা, লো সই, ডাক্ সারথিরে
আনিতে পুষ্পক হেথা। বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি , প্রভঞ্জনে লয়ে
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে?
স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে
ঘর্ঘরি। হেষিল অশ্ব, পদ-আস্ফালনে
সৃজি বিস্ফুলিঙ্গবৃন্দে। চড়িলা স্যন্দনে
আনন্দে সুন্দরী, সাজি বিমোহন সাজে!

সুভদ্রা-হরণ
প্রথম সর্গ

কেমনে ফাল্গুনি শূর স্বগুণে লভিলা
পরাভবি যদু-বৃন্দে চারু-চন্দ্রাননা
ভদ্রায় ;—নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী—
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী-জনে,
বাগ্দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি, স্তুতি ; না জানি কি করে,
আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে! তোমায়? না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে!
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার? কৃপা করি উর গো আসরে।
আইস, মা, এ প্রবাসে, বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহ-জ্বালা, বিহঙ্গম যথা,
কারাবন্ধ পিঁজিরায়, কভু কভু ভুলে
কারাগার-দুখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে!
ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে
কৌতুকে করিলা বাস। আদরে* ইন্দিরা
(জগত-আনন্দময়ী) নব-রাজ-পুরে
উরিলা ; লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
রাজ-শ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে!—
এ মঙ্গলবার্ত্তা শুনি** নারদের মুখে
শচী, বরাঙ্গনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে
রুষিলা। জ্বলিল পুনঃ পুর্ব্বকথা স্মরি,
দাবানল-রূপ রোষ হিয়া-রূপ বনে,
দগধি পরাণ তাপে! "হা ধিক্!"—ভাবিলা
বিরলে মানিনী মনে—"ধিক্ রে আমারে!
আর কি মানিবে কেহ এ তিন ভুবনে
অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে? কেন তাকে দিলি
অনন্ত-যৌবন-কান্তি, তুই, পোড়া বিধি?
হায়, কারে কব দুখ? মোরে অপমানি,
ভোজ-রাজ-বালা কুন্তী—কুল-কলঙ্কিনী,—
পাপীয়সী—তার মান বাড়ান কুলিশী?
যৌবন-কুহকে, ধিক্, যে ব্যভিচারিণী
মজাইল দেব-রাজে, মোবে লাজ দিয়া।
অর্জ্জুন—জারজ তার—নাহি কি শকতি
আমার—ইন্দ্রাণী আমি—মারি সে অর্জ্জুনে
এ পোড়া চখের বালি?—দুর্য্যোধনে দিয়া
গড়াইনু জতুগৃহ ; সে ফাঁদ এড়ায়ে
লক্ষ্য বিঁধি, লক্ষ রাজে বিমুখি সংগ্রামে
পাঞ্চালীরে মন্দমতি লভিল পঞ্চালে।
অহিত সাধিতে, দেখ, হতাশ হইনু
আমি, ভাগ্য-গুণে তার!—কি ভাগ্য? কে জানে
কোন্ দেবতার বলে বলী ও ফাল্গুনি?
বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে

* 'জীবনচরিতে' আপনি ** 'জীবনচরিতে' পায়ে 'জীবনচরিতে' তে

দবেন্দ্র? হে ধর্ম্ম, তুমি পার কি সহিতে
৷ আচার চরাচরে? কি বিচার তব!
পপত্নী কুন্তীর জারজ পুত্র প্রতি
ত যত্ন? কারে কব এ দুখের কথা—
ার, বা শরণ, হায়, লব এ বিপদে?"
ংকণ-মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে
লনা! দুকূল সাড়ী তিতি গলগলে[1]
হিল আঁখির জল, শিশির যেমতি
মকালে পড়ি আর্দ্রে কমলের দলে!
াইব কলির কাছে" আবার ভাবিলা
নিনী—"কুটিল কলি খ্যাত ত্রিভুবনে,—
পোড়া মনের দুঃখ কব তার কাছে,
পোড়া মনের দুখ সে যদি না পারে
ড়াতে কৌশল করি, কে আর জুড়াবে?
য় যদি মান, যাক্! আর কি তা আছে?"

ইত্যাদি।

ভারত-বৃত্তান্ত

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

Versailles.

9th September, 1863

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ স্ববলে লভিলা
াভবি রাজবৃন্দে চারুচন্দ্রাননা
ায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
বে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে,
দবি! দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
জানি ভকতি স্তুতি, না জানি কি ক'রে
াধি রে বিশ্বারাধ্যা তোমায়; না জানি
ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে!
তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
ুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
তার? উর তবে, উর মা, আসরে।
স মা এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে
াই বিরহজ্বালা, বিহঙ্গম যথা
হীন কুপিঞ্জরে কভু কভু ভুলে
গারদুখ সাধি কুঞ্জবনস্বরে।
বতীসতীসুত, হে গুরু, ভারতে
তা-সুধার সরে বিকচিত চির
কমল দ্বিতীয় তুমি; কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমে চরণে দাস, দয়া কর দাসে।
হায় নরাধম আমি! ডরি গো পশিতে
যথায় কমলাসনে আসীনা দেউলে
ভারতী; তেঁই হে ডাকি দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
আচার্য্য। আইস শীঘ্র দ্বিজোত্তম সূরি।
দাসের বাসনা, ফুলে পূজি জননীরে,
বর চাহি দেহ ব্যাস, এই বর মাগি।

গভীর সুড়ঙ্গপথে চলিলা নীরবে
পঞ্চ ভাই সঙ্গে সতী ভোজেন্দ্রনন্দিনী
কুন্তী; স্বরচিত-গৃহে মরিল দুর্ম্মতি
পুরোচন; * * *

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
লক্ষ রণসিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে
লভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধি দেববরে,—
গাইব সে মহাগীত। এ ভিক্ষা চরণে,
বাগ্দেবি! গাইব মা গো নব মধুস্বরে,
কর দয়া, চিরদাস নমে পদাম্বুজে,
দয়ার আসরে উর, দেবি শ্বেতভুজে!

* * *

বিঁধিলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অপ্সরী
গাইল বিজয়গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি
আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি
কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি।

লো পঞ্চালরাজসুতা কৃষ্ণা গুণবতি
তব প্রতি সুপ্রসন্ন আজি প্রজাপতি।
এত দিনে ফুটিল গো বিবাহের ফুল।
পেয়েছ সুন্দরি! স্বামী ভুবনে অতুল।
চেন কি উঁহারে উনি কোন্ মহামতি,
কত গুণে গুণবান্ জানো কি লো সতি?
না চেনো না জানো যদি শুন দিয়া মন,
ছদ্মবেশী উনি ধনি, নহেন ব্রাহ্মণ।
অত্যুচ্চ ভারতবংশশিরে শিরোমণি
কুন্তীর হৃদয়নিধি বিখ্যাত ফাল্গুনি।
ভস্মরাশি মাঝে যথা লুপ্ত হুতাশন
সেইরূপ ক্ষত্রতেজ আছিল গোপন।

[1] 'জীবনচরিতে' এই পঙ্‌ক্তিটি—ললনা, রতনময় কাঁচলি ভিজায়ে

আগ্নেয়গিরির গর্ভ করি বিদারণ
যথা বেগে বাহিরয় ভীম হুতাশন,
অথবা ভেদিয়া যথা পূরব গগন
সহসা আকাশে শোভে জ্বলন্ত তপন,
সেইরূপ এতদিনে পাইয়া সময়,
লুপ্ত ক্ষত্রতেজ বহ্নি হইল উদয়।

ভারতবৃত্তান্ত

প্রথম সর্গ

মৎস্যগন্ধা

চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকল্লোলিনি
যমুনে! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে,
বিধুমুখি, আছে কি গো অখিল জগতে,
দুঃখিনী দাসীর সম? কেন যে সৃজিলা,—
কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে?
তরুণ যৌবন মোর! না পারি নড়িতে
পোড়া নিতম্বের ভরে! কবরীবন্ধন
খুলি যদি, পোড়া চুল পড়ে ভূমিতলে!
কিন্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে?
না বসে গুঞ্জরি সখি, শিলীমুখ যথা
শ্বেতাম্বরা ধুতুরার নীরস অধরে,
হেরি অভাগীরে দূরে ফিরে অধোমুখে
যুবকুল; কাঁদি আমি বসি লো বিরলে!

হেক্টর-বধ

অথবা

হোমেরের ঈলিয়াস্ নামক কাব্যের উপাখ্যান ভাগ

নামাবলী

বাঙ্গালা।	লাতীন।	ইংরাজী।
জ্যুস্।	Jupiter.	Jove.
প্রিয়াম।	Priamus.	Priam.
অপ্রোদীতী।	Venus.	Venus.
হীরী।	Juno.	Juno.
আথেনী।	Minerva.	Minerva.
ক্রূষা।	Chriseis.	Chriseis.
ব্রীষীসা।	Briseis.	Briseis.
অদিস্যুস।	Ulysses.	Ulysses.
স্কন্দর।	Paris.	Paris.
ঈরীষা।	Iris.	Iris.
লম্বিকা।	Laodicea.	Laodicea.
অত্রী।	Æthra.	Æthra.
ক্লিমেনী।	Clymene.	Clymene.
পণ্ডর্ষ।	Pandarus.	Pandarus.
আরেশ।	Mars.	Mars.
সর্পীদন।	Sarpedon.	Sarpedon.
পশ্বেদন।	Neptune.	Neptune.
আয়াস।	Ajax.	Ajax.

উপক্রমণিকা

(১)

পূর্ব্বকালে হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশ দেশীয় লোকের পৌত্তলিক ধর্ম্মে আস্থা ও বহুবিধ দেবদেবীর উপর বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদিগের দেবকুলের ইন্দ্র জ্যুস্ লীড়া নাম্নী এক নরকুলনারীর উপর আসক্ত হওতঃ রাজহংসের রূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিলে, লীড়া দুইটি অণ্ড প্রসব করেন। একটি অণ্ড হইতে দুইটি সন্তান জন্মে; অপরটি হইতে হেলেনী নাম্নী একটি পরম-সুন্দরী কন্যার উৎপত্তি হয়। লাকীডীমন্ দেশের রাজা লীড়ার স্বামী এই তিনটি সন্তানকে দেবের ঔরসজাত জানিয়া অতি-প্রযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যেমন কণ্বঋষির আশ্রমে আমাদের শকুন্তলা সুন্দরী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ হেলেনী লাকীডীমন্ রাজগৃহে দিন২ প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আমাদিগের

শকুন্তলা, দুর্ভাগ্যবশতঃ খনিগর্ভস্থ মণির ন্যায় প্রতিপালক পিতার আশ্রমে অন্তর্হিতা ছিলেন, কিন্তু হেলেনীর রূপের যশঃসৌরভে হেলাস্ রাজ্য অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকানেক যুবরাজের এ কন্যারত্ন-লাভ-লোভে লাকীডীমন্ রাজনগরে সর্ব্বদা যাতায়াতে তথায় এক প্রকার স্বয়ম্বরের আড়ম্বর হইতে লাগিল। স্বয়ম্বরের প্রথা গ্রীশ দেশে প্রচলিত ছিল না, থাকিলে বোধ হয়, মহাসমারোহ হইত।

হেলেনী মানিল্যুস্ নামক এক রাজকুমারকে পতিত্বে বরণ করিলে পর, তাহার প্রতিপালয়িতা পিতা অন্যান্য রাজপুরুষদিগকে কহিলেন, হে রাজকুমারেরা! যখন আমার কন্যা স্বেচ্ছায় এই যুবরাজকে মাল্যদান করিল, তখন আপনাদের এ বিষয়ে কোন বিরক্তিভাব প্রকাশ করা উচিত হয় না, বরঞ্চ আপনারা দেবপিতা জ্যুস্‌কে সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করুন, যে যদি কস্মিন্ কালে এই নব বর বধূর কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে আপনারা সকলেই তাহাদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে পরিত্রাণ করিবেন।

রাজকুমারেরা রাজবাক্য শ্রবণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া স্ব২ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। মানিল্যুস্ আপন মনোরমা রমণীর সহিত লাকীডীমন্ রাজ্যের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

(২)

আসিয়া খণ্ডের পশ্চিম ভাগের এক ক্ষুদ্র ভাগকে ক্ষুদ্র আসিয়া বলে। পূর্ব্বকালে সেই ভাগের ঈল্যুম অথবা ট্রয় নামে এক মহাপ্রসিদ্ধ নগর ছিল। নগরের রাজার নাম প্রিয়াম্। রাণীর নাম হেকাবী। রাণী সসত্ত্বাবস্থায় আমাদিগের কুরুকুল-রাণী গান্ধারীর ন্যায় এই স্বপ্ন দেখিলেন, যে তিনি এমত এক অলাত প্রসবিলেন, যে তদ্দ্বারা রাজপুরী যেন এককালে ভস্মসাৎ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাণী স্বপ্ন-বিবরণ স্মরণ করিয়া মহাবিষাদে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে২ রাণীর স্বপ্নবৃত্তান্ত সমুদায় নগর মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। যথাকালে রাণীও এক অতীব সুকুমার রাজকুমার প্রসব করিলেন। বিদুর প্রভৃতি কুরুকুলরাজমন্ত্রীর ন্যায় মহারাজ প্রিয়ামের অমাত্য বন্ধু এই সন্তানটিকে ভবিষ্যদ্বিপজ্জনক জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেওয়াতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অসদৃশে তাহাই করিলেন। অপত্য-স্নেহ রাজা প্রিয়ামকে স্বরাজ্যের ভাবী হিতার্থে অন্ধ করিতে পারিল না।

সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই আরকিলস নামক একজন রাজদাস মহারাজের আদেশের বিপরীত করিল; অর্থাৎ শিশুটির প্রাণদণ্ড না করিয়া তাহাকে রাজপুরীর সন্নিধানস্থ ঈডা নামক এক পর্ব্বতে রাখিয়া আসিল। কোন এক মেষপালক ঐ পরিত্যক্ত সন্তানটিকে পরম সুন্দর দেখিয়া আপন বন্ধ্যা স্ত্রীর নিকট তাহাকে সমর্পণ করিল। মেষপালকের স্ত্রী শিশু সন্তানটিকে পরম যত্নে স্বীয় গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিল। আমাদিগের কৃত্তিকা-কুলবল্লভ কার্ত্তিকেয়ের তুল্য রাজপুত্র মেষপালকের গৃহে দিন২ রূপে ও বিবিধ গুণে বাড়িতে লাগিলেন। আমাদের দুষ্মন্তপুত্র পুরুর ন্যায় ইনিও অতি অল্প বয়সেই বনচর পশুদিগকে দমন করিতে লাগিলেন।

মেষপালকেরা ইহার বাহুবলে স্বীয়২ মেষপালকে মাংসাহারী জন্তুগণ হইতে রক্ষিত দেখিয়া ইহার নাম স্কন্দর অর্থাৎ রক্ষাকারী রাখিলেন। ঐ ঈডা পর্ব্বত প্রদেশে এনোনী নাম্নী এক ভুবনমোহিনী সুরকামিনী বসতি করিতেন। সুরবালা রাজকুমারের অনুপম রূপ লাবণ্যে বিমোহিতা হইয়া তাঁহার প্রতি একান্ত আসক্তা হইলেন, এবং তাঁহাকে বরণ করিয়া ঐ পর্ব্বতময় প্রদেশে পরমাহ্লাদে দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

(৩)

গ্রীশ দেশের এক অংশের নাম থেসেলী। সেই রাজ্যের যুবরাজ পিল্যুসের থেটীস্ নাম্নী

নাগরসম্ভবা এক দেবীর সহিত পরিণয় হয়। থটীস্‌ দেবযোনী, সুতরাং তাঁহার বিবাহ-সমারোহে সকল দেব দেবী নিমন্ত্রিত হইয়া মার্জানকেতনে আবিভূর্ত হয়েন। বিবাদদেবী নাম্নী কলহকারিণী এক দেবকন্যা আহূত না হওয়াতে মহারোষাবেশে বিবাদ উপস্থিত করিবার মানসে এক অদ্ভূত কৌশল করেন। অর্থাৎ একটি স্বর্ণফলে, যে রূপে সর্ব্বোৎকৃষ্টা, সেই এ ফলের প্রকৃত অধিকারিণী, এই কয়েকটি কথা লিখিয়া দেবীদলের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করেন। হীরী জূ্যসের পত্নী অর্থাৎ দেবকুলের ইন্দ্রাণী শচী, আথেনী, জ্ঞানদেবী অর্থাৎ সরস্বতী এবং অপ্রোদীতী, প্রেমদেবী অর্থাৎ রতি, এই তিন জনের মধ্যে এই ফলোপ-লক্ষে বিষম বিবাদ ঘটিয়া উঠিলে, তাহারা ঈডা পর্ব্বতে রাজনন্দন স্কন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তৎসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকেই এ বিষয়ে নির্ণেতা স্থির করিলেন। হীরী কহিলেন, হে যুবক রাজকুমার! আমি দেবকুলেশ্বরী, তুমি এই ফল আমাকে দিয়া আমার প্রীতিভাজন হইলে আমি তোমাকে অসীম ধন ও গৌরব প্রদান করিব। যদ্যপিও তুমি মেষপালকদলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, তত্রাচ আমি ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় তোমাকে প্রোজ্জ্বল ও শতশিখাশালী করিয়া তুলিব। আথেনী কহিলেন, আমি জ্ঞানদেবী। তুমি আমাকে উপাসনায় পরিতুষ্ট করিতে পারিলে বিদ্যা, বুদ্ধি ও বলে নরকুলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবে। অপ্রোদীতী কহিলেন, আমি প্রেমদেবী, আমাকে প্রসন্ন করিলে, আমি নারীকুলের পরমোত্তমা নারীকে তোমার প্রেমাধীনী করিয়া দিব। যৌবনমদে উন্মত্ত রাজকুমার স্কন্দর কুক্ষণে ঐ ফলটি অপ্রোদীতী দেবীর হস্তে সমর্পণ করিলে অপর দেবীদ্বয় মহাক্রোধে অন্ধ হইয়া ত্রিদিবাভিমুখে গমন করিলেন।

অপ্রোদীতী দেবী পরমহর্ষে ও অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, হে ছদ্মবেশ! তুমি মেষপালক নও। তুমি ভস্মলুপ্ত বহ্নি। ট্রয় মহানগরের মহারাজ প্রিয়াম্‌ তোমার পিতা। অতএব তুমি তৎসন্নিধানে গিয়া রাজপুত্রের উপযুক্ত পরিচর্য্যা যাচ্‌ঞা কর, আমার এ বর ফলদায়ক করিবার নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, পরে আমি তাহা কহিয়া দিব।

রাজকুমার স্কন্দর দেবীর আদেশানুসারে রাজপুরীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে, বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্‌ তাহার অসামান্য রূপ লাবণ্যে ও বীরাকৃতিতে পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইলেন। কালনির্ব্বাপিত স্নেহাগ্নি দীপিত হইয়া উঠিল। সুতরাং রাজা নবপ্রাপ্ত পুত্রকে রাজসংসারে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

কিয়দ্দিন পরে অপ্রোদীতী দেবীর আদেশ মতে রাজকুমার স্কন্দর বহুসংখ্যক সাগরযান নানা ধন ও পণ্য দ্রব্যে পরিপূরিত করিয়া লাকীডীমন্‌ নামক নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথাকার রাজা মানিলূ্যস অতি-সম্মান ও সমাদরের সহিত রাজতনয়কে স্বমন্দিরে আহ্বান করিলেন। কিছু দিনের পর কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে তাহাকে দেশান্তরে যাইতে হইল। রাণী হেলেনী এ রাজ-অতিথির সেবায় নিয়ত নিযুক্ত রহিলেন।

দেবী অপ্রোদীতীর মায়াজালে হতভাগিনী রাণী হেলেনী রাজ-অতিথি স্কন্দরের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়া পতিব্রতা-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বপতিগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার অনুগামিনী হইলেন এবং তাহার পিতা রাজচূড়ামণি প্রিয়ামের রাজ্যে সেই রাজ্যের কালরূপে প্রবেশ করিলেন। রাজা মানিলূ্যস শূন্য গৃহে পুনরাবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীবিরহে একান্ত অধীর ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

এই দুর্ঘটনা হেলাস্‌ অর্থাৎ গ্রীশ দেশে প্রচারিত হইলে, তদ্দেশীয় রাজাসমূহ পূর্ব্ব-কৃত অঙ্গীকার স্মরণপূর্ব্বক সসৈন্যে মানিলূ্যসের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্‌গস্‌ দেশের অধীশ্বর আগেমেম্‌নন্‌কে সৈন্যাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়া ট্রয় নগর আক্রমণাভিলাষে সাগরপথে যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্‌ স্বীয় পঞ্চাশৎ পুত্রকে যুদ্ধার্থে অনুমতি দিলেন। মহাবীর হেক্‌টর (যাহাকে ট্রয়স্বরূপ

লঙ্কার মেঘনাদ বলা যাইতে পারে) দেশ বিদেশীয় বন্ধুগণের এবং স্বীয় রাজসংসারস্থ সৈন্যদলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলেন। দশ বৎসর উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম হইল।

যেমন গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী এই ত্রিপথা নদীত্রয় পবিত্রতীর্থ ত্রিবেণীতে একত্রীভূতা হইয়া একস্রোতে সাগর-সমাগমাভিলাষে গমন করেন, সেইরূপ উপরি উল্লিখিত তিনটি পরিচ্ছেদসংক্রান্ত বৃত্তান্ত এ স্থল হইতে একত্রীভূত হইয়া ইউরোপ খণ্ডের বাল্মীকি কবিগুরু হোমেরের ঈলিয়াস্ স্বরূপ সঙ্গীততরঙ্গময় সিন্ধু পানে চলিতে লাগিল।

কবিগুরু হোমেরের জগদ্বিখ্যাত কাব্যে দশম বৎসরের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। গ্রীকেরা ট্রয়ের নিকটস্থ এক নগর লুট করে, এবং তত্রস্থ পূজিত সূর্য্যদেবের ক্রীস্ নামক পুরোহিতের এক পরমসুন্দরী কুমারী কন্যাকে আপনাদের শিবিরে আনয়ন করে। অপহৃত দ্রব্যজাত বিভাগের সময় সেই অসামান্য রূপবতী যুবতী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্ননের অংশে পড়িলে, তিনি তাহাকে পরম প্রযত্নে ও সমাদরে স্বশিবিরে রাখিতেছেন ; এমন সময়ে—

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবপুরোহিত আপন অভীষ্ট দেবের রাজদন্ড, মুকুট ও স্বকন্যার মোচনোপযোগী বহুবিধ মহার্হ দ্রব্যজাত হস্তে করিয়া গ্রীক্-সৈন্যের শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবং সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ ও তাঁহার ভ্রাতা মানিল্যুস্ এবং অন্যান্য নেতৃ-গণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ; হে বীরপুরুষগণ! ত্রিদিবনিবাসী অমরকুল তোমা-দিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যে তোমরা অতিত্বরায় রাজা প্রিয়ামের নগর পরাভূত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বরাজ্যে পুনরাগমন কর। এই দেখ, আমি আপন দুহিতার মোচনার্থে বহুমূল্য দ্রব্যজাত সঙ্গে আনিয়াছি, অতএব এতদ্দ্বারা তাহাকে মুক্ত করিয়া, যে ভাস্বর দেবের সেবায় আমি নিয়ত নিরত আছি, তাহার মান ও গৌরব রক্ষা কর।

গ্রীক্ সৈন্যেরা পুরোহিতের এবম্বিধ বচনাবলী আকর্ণনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে এক বাক্যে কহিয়া উঠিল, যে এ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে আমরা কখনই পরাঙ্মুখ হইব না, বরং এই সকল পরিত্রাণ-সামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক এই মুহূর্ত্তেই কন্যাটির নিষ্কৃতি সাধন করিব কিন্তু তাহাদের এতাদৃশ বাক্য রাজা আগে মেম্ননের মনোনীত হইল না। তিনি মহা ক্রোধভরে ও পরুষ বচনে পুরোহিতকে কহিলেন, হে বৃদ্ধ! দেখিও যেন আমি এ শিবির-সন্নিধানে তোমাকে আর কখন দেখিতে না পাই। তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট দেবও আমার রোষানল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না। আমি তোমার কন্যাকে কোন ক্রমেই ত্যাগ করিব না। সে আমার রাজধানী আর্গস্ নগরে আপন জন্মভূমি হইতে দূরে যাবজ্জীবন আমার সেবা করিবে। অতএব যদি তুমি আপন মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা কর, তবে অতি ত্বরায় এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

বৃদ্ধ পুরোহিত রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সশঙ্কচিত্তে তদ্দণ্ডে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন, এবং মৌনভাবে ও ম্লানবদনে চিরকোলাহলময় সাগরতীর দিয়া স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অশ্রুবারিধারায় আর্দ্রবসন হইয়া স্বীয় অভীষ্টদেবকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে রজতধনুর্দ্ধর! যদি তুমি আমার নিত্য নৈমিত্তিক সেবায় প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে শরজাল বর্ষণে দুষ্ট গ্রীক্-দলকে দলিত করিয়া, তাহারা আমার প্রতি যে দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার যথাবিধি প্রতিবিধান কর। পুরোহিতের এই স্তুতিবাক্য দেবকর্ণ-গোচর হইলে মরীচিমালী রবিদেব মহাক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন দেবপৃষ্ঠদেশে লম্বমান তূণীরে শরজাল ভয়ানক শব্দে বাজিতে লাগিল ; এবং রোষভরে দেববদন যেন তমোময় হইয়া উঠিল। গ্রীক শিবিরের অনতিদূর হইতে দিননাথ প্রথমে এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন, এবং ধনুষ্টঙ্কারের ভয়াবহ স্বনে শিবিরস্থ লোক সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। প্রথম শরে অশ্বতর ও ক্ষিপ্রগামী গ্রামসিংহ সকল বিনষ্ট হইল ; দ্বিতীয় বার শর নিক্ষেপে সৈন্যদল

ছিন্নভিন্ন ও হত আহত হওয়াতে মুহুর্মুহুঃ চারি দিকে চিতাচয়ে শবদাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। অংশুমালীর শরমালায় গ্রীক্‌-সৈন্যেরা নয় দিবস পর্য্যন্ত লণ্ডভণ্ড ও ক্ষত বিক্ষত হইল; দশম দিবসে মহাবীর আকিলীস্‌ নেতৃবর্গকে সভামণ্ডপে আহ্বান করিলেন এবং রাজেন্দ্র আগেমেম্‌নন্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্‌! আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমাদিগের উচিত, যে আমরা স্বদেশে পুনরায় ফিরিয়া যাই, কেন না, যে উদ্দেশে আমরা দুস্তর সাগর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা কোন ক্রমেই সফল হইল না। মহামারী এবং নশ্বর সমর এই রিপুদ্বয় দ্বারাই গ্রীকেরা পরাজিত হইল। তবে যদ্যপি এ স্থলে কোন দেবরহস্যজ্ঞ বিজ্ঞতম হোতা কিম্বা গণক থাকেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে বলুন, যে কি কারণে বিভাবসু আমাদের প্রতি এত প্রতিকূল ও ক্রূর হইয়াছেন, আর কি আরাধনাতেই বা দেববরের প্রতিকূলতা ও ক্রূরতা দূরীভূত হইতে পারে।

বীরবরের এই কথা শুনিয়া থেষ্টরের পুত্র মুনীশশ্রেষ্ঠ কালকষ্‌, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,—ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, কহিলেন, হে আকিলীস্‌! হে দেবপ্রিয়রথি! তোমার কি এই ইচ্ছা, যে রবিদেব কি নিমিত্ত তোমাদের প্রতি এত দূর বাম ও বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা আমি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করি? ভাল, আমি তোমার বাক্যে সম্মত হইলাম। কিন্তু তুমি অগ্রে আমার নিকট এই স্বীকার কর, যে যদ্যপি আমার কথায় রাজ-হৃদয়ে কোন বিরক্তভাবের উদয় হয়, তবে তুমি সে রাজক্রোধ হইতে আমাকে রক্ষা করিবে।

কালকষের এই কথা শুনিয়া মহাবাহু আকিলীস্‌ উত্তরিলেন, হে কালকষ্‌! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মনের ভাব ব্যক্ত কর। আমি দেবেন্দ্রপ্রিয় অংশুমালী রবিদেবকে সাক্ষী করিয়া শপথপূর্ব্বক কহিতেছি, যে এ সভায় এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যাহাকে আমি তোমার অবমাননা করিতে দিব। অধিক কি বলিব, সৈন্যাধ্যক্ষপদপ্রতিষ্ঠিত রাজা আগেমেম্‌ননেরও এত দূর সাহস হইবে না। অতএব তুমি দৈবশক্তি দ্বারা যাহা বিদিত আছ, মুক্তকণ্ঠে ও অভয়ান্তঃকরণে তাহা প্রচার কর।

এই কথায় কালকষ্‌ উত্তর দিলেন, হে বীরবর! ভাস্বর রবিদেব যে কি নিমিত্ত এ সৈন্যের প্রতি এত দূর প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় কারণ বলি, শ্রবণ কর। যখন তোমরা ক্রুষা নগর লুটিয়াছিলে, তৎকালে রবিদেবের কোন এক পুরোহিতের একটি কন্যা অপহরণ করা হইয়াছিল; অপহৃত দ্রব্যজাতের বণ্টনকালে সেই কন্যাটি রাজ-চক্রবর্ত্তীর অংশে পড়ে। কয়েক দিবস হইল, গ্রহপতির পূজক স্বদেবের রাজদণ্ড, মুকুট ও বহুবিধ মহার্হ বস্তুসমূহ সঙ্গে লইয়া এ শিবিরদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার মনে এই বলবতী প্রতীতি ছিল, যে এ স্থলস্থ বীরব্যূহ বিভাবসুর রাজদণ্ড ও মুকুট দর্শন মাত্রেই তাহার সেবকের যথোচিত সম্মান করিবেন এবং তদানীত বহুবিধ মহার্হ দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক দেবদাসের অবরুদ্ধা দুহিতাকে মুক্তি প্রদানিবেন। কিন্তু এই দুই আশার কোন আশাই ফলবতী হইল না। তন্নিমিত্ত তাহার অর্চ্চিত দেব তদবমাননায় রোষাবিষ্টচিত্ত হইয়া এ সৈন্যদলকে এইরূপ প্রচণ্ড দণ্ড দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে দেববরকে প্রসন্ন করিবার কেবল একমাত্র উপায় আছে। সেই পরমরূপবতী যুবতীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া এবং দেবপূজার্থে বহুবিধ পূজোপহার ও বলি পুরোহিতের গৃহে প্রেরণ করিলে, বোধ করি, আমরা এ বিপজ্জাল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, নতুবা দশ বৎসরে রিপুকুলের অস্ত্রাগ্নি যত দূর করিতে পারে নাই, অতি অল্প দিনেই দেবক্রোধে ততোধিক ঘটিয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরবর! ভগবান্‌ অশীতরশ্মির ক্রোধে এ শিবিরাবলী অতি ত্বরায় জনশূন্য হইবে। এবং ঐ দ্রুতগামী সাগরযানসমূহও, এ সৈন্যদল যে কি কুক্ষণে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার অভিজ্ঞানরূপে এই তীরসন্নিধানে সাগরজলে বহুকাল ভাসিতে থাকিবেক।

কালকষের এবম্বিধ বচনবিন্যাস শ্রবণে রাজা আগেমেম্‌নন্‌ ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া অতি

কর্কশ বচনে কহিলেন, রে দুষ্ট প্রতারক! তোর কুরসনা আমার হিতার্থে কখন কোন কথাই কহিতে জানে না; আমার অহিত সংবাদ তোর পক্ষে বড় প্রীতিকর। এক্ষণে যদি তোর কথা সত্য হয় তবে আমি এ কুমারীটিকে মুক্ত করি নাই বলিয়াই রবিদেব এ সৈন্যদলকে এত কষ্টে ফেলিয়াছেন। আমি যে পুরোহিতদত্ত বহুবিধ ধন গ্রহণ করিয়া তাহার কন্যাকে মুক্ত করি নাই, সে কথা অলীক নহে। এ কুমারীটি অতি সুন্দরী, এবং আমার সহধর্মিণী রাণী ক্লুতেম্নিস্তরা অপেক্ষাও আমার সমধিক নয়নানন্দিনী। এ কুমারী রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, কোন অংশেই রাণী অপেক্ষা নিকৃষ্টা নহে; তথাচ আমি ইহাকে এ সৈন্যদলের হিতার্থে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। কেন না, আমি লোকপাল, স্বপালিত লোকের হিতার্থে রাজার কি না করা উচিত? কিন্তু, হে বীরবৃন্দ! যদি আমাকে এ কন্যারত্নে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে তোমরা আমাকে অপর একটি পারিতোষিক দিতে সযত্ন ও সচেষ্ট হও। কেন না, তোমাদের মধ্যে আমি যে কেবল পারিতোষিকচ্যুত হই, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেষ্বাস আকিলীস্ সাতিশয় রোষাবেশে কহিলেন, হে আগেমেম্নন্! তোমা অপেক্ষা লোভী জন, বোধ হয়, এ বিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই! এক্ষণে এ সৈন্যদল কোথা হইতে তোমাকে অন্য কোন পারিতোষিক দিবে? লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তো আর সাধারণ ধন নাই, যে তাহা হইতে তোমার এ লোভ সম্বরণ হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এ কন্যাটিকে বিমুক্ত করিয়া দিলে, এই সকল নেতৃবর্গেরা ভবিষ্যতে তোমাকে এতদপেক্ষায় তিন চারি গুণ অধিক পারিতোষিক দিতে চেষ্টা পাইবে।

রাজা উত্তরিলেন, এ কি আশ্চর্য্য কথা! আমি এ নেতৃদলের অধ্যক্ষ, তুমি কি জান না, যে এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনি যাহা পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে, আমি তত্তাবৎ কাড়িয়া লইতে পারি? আকিলীস্ পুনরায় ক্রোধভরে কহিলেন, তুমি কি বিবেচনা কর, এ বীরপুরুষেরা তোমার ক্রীতদাস যে, তুমি তাহাদের সম্মুখে এরূপ আস্পর্দ্ধা করিতেছ। আমরা যে তোমার ভ্রাতার উপকারার্থেই বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া অতি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, ইহা তুমি বিস্মৃত হইলে না কি? হে নির্লজ্জ পামর! হে অকৃতজ্ঞ! হে ভীরুশীল! তোমার অধীনে অস্ত্রধারণ করা কি কাপুরুষতার কর্ম্ম! ইচ্ছা হয়, যে এ স্থলে তোমাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া আমরা সসৈন্যে স্বদেশে চলিয়া যাই।

এই বাক্য শ্রবণে নরপতি আগেমেম্নন্ কহিলেন, তোমার যদি এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি তোমাকে ক্ষণকালের জন্যেও এ স্থানে থাকিতে অনুরোধ করিতেছি না। এখানে অন্যান্য অনেকানেক বীরপুরুষ আছেন, যাহারা আমার অধীনে অস্ত্র ধারণ করিতে অবমানিত বা লজ্জিত হইবেন না। তুমি আমার চক্ষের বালিস্বরূপ, তোমার অহংকারের ইয়ত্তা নাই। তুমি যাও। রবিদেবের পুরোহিতের নিকট এই সুকুমারী কুমারীটিকে প্রেরণ করিবার অগ্রে তুমি যে ব্রীষীসা নাম্নী কুমারীকে পাইয়াছ, আমি তাহাকে স্ববলে গ্রহণ করিব। দেখি, তুমি আমার কি করিতে পার।

রাজার এই কর্কশ বাণী শ্রবণে মহাবীর আকিলীস্ মহাক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া তাহার বধার্থে উরুদেশলম্বিত অসিকোষ হইতে নিশিত অসি আকর্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে সুরলোকে সুরকুলেন্দ্রাণী হীরী জ্ঞানদেবী আথেনীকে ব্যাকুলিতচিত্তে কহিলেন, হে সখি! ঐ দেখো, গ্রীক্‌সৈন্যদলের মধ্যে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া উঠিল! দেবযোনি আকিলীস্ রাজা আগেমেম্ননের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডে উদ্যত হইতেছেন। অতএব, সখি! তুমি শিবিরে অতি ত্বরায় আবির্ভূতা হইয়া এ কাল কলহাগ্নি নির্ব্বাণ কর।

জ্ঞানদেবী আথেনী তদ্দণ্ডে সৌদামিনী-গতিতে সভাতলে উপস্থিত হইয়া বীরবর আকিলীসের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া তাহার পিঙ্গলবর্ণ কেশপাশ আকর্ষণ করতঃ

কহিলেন, রে বর্ব্বর! তুই এ কি করিতেছিস্? এই কথা শুনিবামাত্র বীরকেশরী সচকিতে মুখ ফিরাইয়া দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে দেবকুলেন্দ্রদুহিতে! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? রাজা আগেমেম্‌নন্‌ যে আমার কত দূর পর্য্যন্ত অবমাননা করিতে পারেন, এবং আমিই বা কত দূর পর্য্যন্ত তাহার প্রগল্‌ভতা সহ্য করিতে পারি, তুমি কি সেই কৌতুক দেখিতে আসিয়াছ?

আয়তলোচনা দেবী আথেনী উত্তর করিলেন, বৎস! তুমি এ সভাতে সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবরকে যথোচিত লাঞ্ছনা ও তিরস্কার কর, তাহাতে আমার রোষ বা অসন্তোষ নাই। কিন্তু কোনমতেই উহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিও না। দেবী এই কয়েকটি কথা বীরপ্রবর আকিলীসের কর্ণকুহরে অতি মৃদুস্বরে কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। আর তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল না।

দেবীর আদেশানুসারে বীর-কুলর্ষভ আকিলীস্‌ রাজ-কুলর্ষভ রাজা আগেমেম্‌-ননকে বহুবিধ তিরস্কার করিলে, তিনিও রাগে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। এই বিষম বিপদ্‌ উপস্থিত দেখিয়া, নেস্তর নামক একজন বৃদ্ধ জ্ঞানবান্‌ পুরুষ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সভাস্থ নেতৃদিগকে সম্বোধিয়া সুমৃদুভাষে কহিতে লাগিলেন, হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! অদ্য গ্রীক্‌দলের উপস্থিত বিপদে রাজা প্রিয়াম্‌ ও তাহার পুত্রগণের যে কত দূর আনন্দলাভ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কেন না, এই গ্রীক্‌দলের মধ্যে, যে দুই জন মহাপুরুষ অভিজ্ঞতা ও বাহুবলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহারাই দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্য কলহ-রত হইলেন। আমি সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ, এবং তোমাদের পূর্ব্ব দুই পুরুষের মধ্যে যে সকল মহোদয়েরা বাহুবলে ও রণ-বিশারদতায় দেবোপম ছিলেন, তাঁহাদের সহিতও আমার সংসর্গ ছিল। তোমরা বলী বট, কিন্তু সে সকল প্রাচীন যোধদলের সহিত উপমায় তোমরা কিছুই নও। সে সকল মহাপুরুষেরাও আমার উপদেশ ও পরামর্শে কখনই অবহেলা বা অমনোযোগ করিতেন না। অতএব তোমরা আমার হিতবাক্য মনোভিনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর। তুমি, আগেমেম্‌নন্‌, রাজকুলশ্রেষ্ঠ। এই হেতু এই সকল মহোদয়েরা তোমাকে সেনাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন; তোমার উচিত হয় না, যে এই বীরপুরুষদলের মধ্যে যিনি বীরপুরুষোত্তম, তাহার সহিত তুমি মনান্তর কর। তুমি, আকিলীস্‌, দেবযোনি ও দেবকুলপ্রিয়। বিধাতা তোমাকে বাহু-বলে নরকুলতিলকরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমারও উচিত নয়, যে তুমি এ সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের দুই জনের পরস্পর মনান্তর ঘটিলে এ গ্রীক্‌দলের যে বিষম বিপদ্‌ উপস্থিত হইবেক, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। অতএব হে বীরপুরুষ-দ্বয়, তোমরা স্ব স্ব রোষানল নির্ব্বাণ করিয়া পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ কর।

বৃদ্ধের এবম্বিধ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া রাজা আগেমেম্‌নন্‌ উত্তর করিলেন, হে তাত! এই দুরাত্মার অহঙ্কারে আমি নিয়তই অসন্তুষ্ট। ইহার ইচ্ছা, যে এ সকলেরি উপর কর্ত্তৃত্ব করে। এতাদৃশী দাম্ভিকতা আমি কি প্রকারে সহ্য করিতে পারি! আকিলীস্‌ কহিলেন, তোমার এতাদৃশ বাক্যে পুনরায় যদ্যপি আমি তোমার অধীনে কর্ম্ম করি, তাহা হইলে আমার নিতান্ত নীচতা ও অপদার্থতা প্রকাশ হইবে। আমি এ সৈন্যদল হইতে আমার নিজ সৈন্যদলকে পৃথক্‌ করিয়া লইব না; কিন্তু আমি স্বয়ং এ যুদ্ধে আর লিপ্ত থাকিব না। বীরবরের এই কথান্তে সভাভঙ্গ হইল।

তদনন্তর বীরপ্রবর আকিলীস্‌ স্বশিবিরে প্রস্থান করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগে-মেম্‌নন্‌ রবিদেবের পুরোহিতের সুন্দরী কন্যাটিকে নানাবিধ পূজোপহার ও বলির সহিত স্বীয় সাগরযানে আরোহণ করাইয়া এবং সুবিজ্ঞ অদিস্যুসকে নায়কপদে অভিষিক্ত করিয়া ক্রুষানগরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। পরে সৈন্যসকলকে সাগররূপ মহাতীর্থে দেহ অবগাহনপূর্ব্বক পবিত্র হইতে আজ্ঞা দিলেন। অশস্য সাগরতীরে মহাসমারোহে দিবাকরের পূজা সমাধা হইল। ধূপ, দীপ, প্রভৃতি নানা

সুরভিদ্রব্যের সৌরভ ধূমসহযোগে আকাশ-মার্গে উঠিল।

পরে রাজা দুই জন রাজদূতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দূতদ্বয়! তোমরা উভয়ে বীরবর আকিলীসের শিবিরে গিয়া ব্রীষীসা নাম্নী সুন্দরী কুমারীটিকে আনয়ন কর। যদ্যপি বীরপ্রবর আকিলীস্ সে রূপসীকে স্বেচ্ছায় ও অনায়াসে তোমাদের হস্তে সমর্পণ না করেন, তবে তোমরা তাহাকে কহিও, যে আমি স্বয়ং সসৈন্যে তাহার শিবির আক্রমণ করিয়া স্ববলে সেই কৃশোদরীকে লইব; আর তাহা হইলে সেই রাজবিদ্রোহীর নানা প্রকার অমঙ্গলও ঘটিবেক।

দূতদ্বয় রাজাজ্ঞায় একান্ত বাধিত হইয়া অনিচ্ছাক্রমে ধীরে ধীরে বন্ধ্য সিন্ধুতট দিয়া মহাবীর আকিলীসের শিবিরাভিমুখে চলিতে লাগিল। বীরবর দূতদ্বয়কে দূর হইতে নিরীক্ষণপূর্ব্বক, তাহারা যে কি উদ্দেশে আসিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, উচৈচঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবমানবকুলের সন্দেশবহ! তোমাদের কুশল ও স্বাগত তো? তোমরা কি নিমিত্ত এত মৌনভাবে ও বিষণ্ণ-বদনে আসিতেছ? এ কিছু তোমাদের দোষ নহে, ইহাতে তোমাদের লজ্জা বা চিন্তা কি? ইহাতে আমি কখনই তোমাদের উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইতে পারি না। তবে যাহার সহিত আমার বিবাদ, তোমরা তাহাকে কহিও, যে তিনি কালে আমার পরাক্রমের বিশেষ আবশ্যকতা বুঝিতে পারিবেন।

তদনন্তর বীরবর আপন প্রিয়বন্ধু পাত্রক্লুস্‌কে কহিলেন, সখে, তুমি এই দূত-দ্বয়ের হস্তে সুন্দরীকে সমর্পণ কর। পাত্রক্লুস্ কন্যাটিকে দূতদ্বয়ের হস্তে সম্প্রদান করিলে, চারুশীলা স্বপ্রিয়বরের শিবির পরিত্যাগ করিতে প্রচুর অরুচি প্রকাশপূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে মৃদুপদে তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। এতদ্দর্শনে মহাধনুর্দ্ধর ক্রোধভরে অধীরচিত্ত হইয়া দূতদ্বয়কে পুনরাহ্বান করতঃ যেন জীমূতমন্দ্রে কহিলেন; "তোমরা, হে দূতদ্বয়! রাজা আগেমেম্নন্‌কে কহিও, যে আমি সুরাসুরকুলকে সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি শত্রুদলের বিপরীতে এবং গ্রীক্‌সৈন্যের হিতার্থে আর কখনই অস্ত্র ধারণ করিব না। রাজচক্রবর্ত্তী রোষান্ধ হইয়া ভবিষ্যতে যে গ্রীক্‌দলের ভাগ্যে কি লাঞ্ছনা আছে, এখন তাহা দেখিতে পাইতেছেন না; কিন্তু কালে পাইবেন।"

দূতদ্বয় বরাঙ্গনাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলে, বীরকেশরী আকিলীস্ কৃষ্ণবর্ণ অর্ণবতটে ভাবার্ণবে একান্ত মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হস্ত প্রসারণ করতঃ জননী দেবীকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ, তুমি এতাদৃশী অবমাননা সহ্য করিবার জন্যই কি এ অধীন হতভাগাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে? আমি জানি যে কুলিশ-নিক্ষেপী জ্যুস্ আমাকে অল্পায়ুঃ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তথাচ তিনি যে সে অল্পকাল আমাকে অতি সম্মানের সহিত অতিবাহিত করিতে দিবেন, ইহাতে আমার তিলার্দ্ধমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দেখ, এক্ষণে রাজা আমার কি দুরবস্থা না করিল!

যে স্থলে সাগরজলতলে আপন পিতৃ-সন্নিধানে থেটীস্‌দেবী বসিয়াছিলেন, সে স্থলে পুত্রের এবম্বিধ বিলাপধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, দেবী আস্তেব্যস্তে কুজ্ঝটিকার ন্যায় জলতল হইতে উত্থিত হইলেন এবং বিলাপী পুত্রের গাত্র করপদ্মে স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, রে বৎস! তুই কি নিমিত্ত এত বিলাপ করিতেছিস্? তোর মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া আমাকে তোর সমদুঃখিনী কর। তাহা হইলে তোর দুঃখভারের অনেক লাঘব হইবে।

বীর-চূড়ামণি আকিলীস্ জননী দেবীর এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ রাজা আগেমেম্ননের সহিত আপন বিবাদ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন। দেবী পুত্রবরের বাক্যাবসানে অতি ক্ষুব্ধচিত্তে উত্তরিলেন, হায় বৎস! আমি যে তোকে অতি কুলগ্নে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। বিধাতা তোকে অল্পায়ুঃ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এ কি বিড়ম্বনা! তিনি যে তোকে সে অল্পকাল সুখসম্ভোগে ও সম্মানে

অতিপাতিত করিতে দিবেন তাহা তো কোন-মতেই বোধ হইতেছে না। বৎস! বিধাতা তোর প্রতি কি নিমিত্ত এত দারুণ! হায়! কি করি, এ বিষয়ে আর কাহার প্রতি দোষারোপ করিব! এবং কাহারই বা শরণ লইব? এক্ষণে কুলিশ-নিক্ষেপী জ্যুস্ পূজাগ্রহণার্থে দেবদলের সহিত এতোপী-দেশে দ্বাদশ দিনের নিমিত্ত প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি দেবনগরে প্রত্যাগমন করিলে এ সকল কথা তাঁহার চরণে নিবেদন করিব; দেখি, তিনি যদি এ বিষয়ের কোন প্রতিবিধান করেন। তুই রাজা আগেমেম্ননের সহিত কোনমতেই প্রীতি করিস্ না; বরঞ্চ হৃদয়কুণ্ডে রোষাগ্নি নিয়ত প্রজ্বলিত রাখিস্! এই কথা কহিয়া দেবী স্বস্থানে প্রস্থানার্থে জলে নিমগ্না হইলেন।

ও দিকে সুবিজ্ঞ অদিস্যুস্ পুরোধা-দুহিতাকে এবং বিবিধ পূজোপযোগী উপহার-দ্রব্য সঙ্গে লইয়া সাগরপথে ক্রুষানগরে উত্তীর্ণ হইলেন। এবং রবিদেবের পুরো-হিতকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন: হে গুরো! গ্রীক্‌সৈন্যাধ্যক্ষ মহারাজ আগেমেম্নন্ আপনার অতীব সুশীলা কুমারীকে আপনার নিকট প্রেরণ করিযাছেন। এবং আপনার অর্চ্চিত দেবের অর্চ্চনার্থে বিবিধ দ্রব্যজাতও পাঠাইয়াছেন। আপনি সেই সকল দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া গ্রহপতির পূজা করুন, পূজা সমাপনান্তে এই বর প্রার্থনা করিবেন, যে আলোকবর্ষী যেন গ্রীক্‌দলের প্রতি আর কোন বামাচরণ না করেন।

পুরোহিত এবম্বিধ বিনয়াবসানে মহা-সমারোহে যথাবিধি দেবপূজা সমাধা করিলেন। এবং গ্রীক্‌যোধেরা দেবপ্রসাদ লাভ করতঃ মহানন্দে সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া সুমধুর স্বরে গ্রহপতি ভাস্করের স্তুতিসঙ্গীত সং-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গ্রহপতি স্তুতি-সঙ্গীতে প্রসন্ন হইয়া পশ্চিমাচলে চলিলেন। নিশা উপস্থিত হইল। গ্রীক্‌যোধেরা সাগর-তীরে শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রভাতা হইলে সকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় সাগরযানে আরোহণ করিয়া স্বশিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি বীর-কুলর্ষভ আকিলীস্ কৃশোদরী প্রণয়িনীর বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া এবং রাজা আগেমেম্ননের দৌরাত্ম্যে রোষপরবশ হইয়া কি রাজসভায়, কি রণক্ষেত্রে, কুত্রাপি দৃশ্যমান হইলেন না। কিন্তু গ্রীক্‌সৈন্যেরা মহামারীরূপ রাহুগ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

দ্বাদশ দিবস অতীত হইল। কুলিশাস্ত্র-ধারী জ্যুস্ দেবদলের সহিত অমরাবতী নগরীতে প্রত্যাগত হইলেন। জলধিযোনি বিধুবদনা থেটীস্ স্বর্গারোহণ করিয়া দেখিলেন যে, অশনিধর দেবপতি শৃঙ্গময় অলিম্পুস্‌নামক ধরাধরের তুঙ্গতম শৃঙ্গোপরি নিভৃতে উপবিষ্ট আছেন। দেবী মহাদেবের পদতলে প্রণাম করিয়া অতি মৃদুস্বরে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন; হে পিতঃ! যদ্যপি এ দাসীর প্রতি আপনার কিছুমাত্র স্নেহ থাকে, তবে আপনি এই করুন; যে জগতীতলে তাহার ভাগ্যহীন পুত্র আকিলীসের হ্রাসপ্রাপ্ত মানের পুনঃপরিপূরণে যেন তাহার বিপক্ষ গ্রীক্‌সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেম্ননের অবমাননা বিলক্ষণ সম্পাদিত হয়।

দেবীর এই যাচঞা শ্রবণে দেবকুলেন্দ্র কিঞ্চিৎকাল তূষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। দেবী দেবেন্দ্রের এবম্ভূত ভাবদর্শনে সভয়ে তাঁহার জানুদ্বয়ে হস্ত প্রদান করিয়া সকরুণে কহিলেন, হে পিতঃ! আপনিও কি আমার হতভাগা পুত্রের প্রতি বাম হইলেন! নতুবা কি নিমিত্ত আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতেছেন না? দেবনরকুলপিতা শরণাগতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে উত্তর করিলেন, বৎসে! তুমি আমার উপরে এ একটি মহাভার অর্পণ করিতেছ, কেন না, তোমার আনন্দ সম্পাদন করিতে হইলে উগ্রচণ্ডা হীরীকে বিরক্ত করিতে হয়, এমনিই সে এই বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করে, যে আমি কেবল সদা সর্ব্বদা ট্রয়নগরীয় সৈন্যদলের প্রতি অনু-কূলতা প্রকাশ করিয়া থাকি। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি বিবেচনা করিয়া দেখি, আর তুমিও এ বিষয়ে সতর্ক থাকিও, যদ্যপি আমি শিরোধূনন করি তবে নিশ্চয় জানিও, যে

তোমার মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইবে। এই বাক্যে দেবী ব্যগ্রভাবে একদৃষ্টে দেবপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। সহসা দেবেন্দ্রের শিরঃ পরিচালিত হইল। শৃঙ্গধর অলিম্পস্ থরথরে নড়িয়া উঠিল। দেবী বুঝিতে পারিলেন, যে এইবারে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, কেন না, দেবকুলপতি যে বিষয়ে শিরশ্চালনা করেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হয় না। সাগরসম্ভূতা থেটীস্ দেবী মহা উল্লাসে জ্যোতির্ম্ময় অলিম্পস্ হইতে গভীর সাগরে লম্ফ প্রদান করিয়া অদৃশ্যা হইলেন। কিন্তু আয়তলোচনা হীরীর দৃষ্টি-রোধ হইল না, তিনি পলায়মানা সাগরিকাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন।

তদনন্তর দেবকুলপতি দেবসভাতে উপস্থিত হইলে, দেবদল সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াই-লেন। দেবকুলেন্দ্র রাজসিংহাসন পরিগ্রহ করিলে দেবকুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরী অতি কটুভাষে কহিলেন; হে প্রতারক! কোন্ দেবীর সহিত, কোন্ বিষয় লইয়া অদ্য তুমি নিভৃতে পরামর্শ করিতেছিলে? আমি নিকটে না থাকিলে, দেখিতেছি, তুমি সর্ব্বদাই এইরূপ করিয়া থাক। তোমার মনের কথা আমার নিকট কখনই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত কর না। এই কথায় দেবদেব মেঘবাহন ক্রুদ্ধভাবে উত্তরিলেন, আমার মনের কথা তোমাকে কি কারণে খুলিয়া বলিব? আমার রহস্যমণ্ডলে তুমি কেন প্রবেশ করিতে চাহ? শ্বেতভুজা হীরী কহিলেন, আমি জানি, সাগর-দুহিতা থেটীস্ অদ্য তোমার নিকটে আসিয়াছিল, অতএব তুমি কি তাহার অনুরোধে গ্রীক্-সেনাদলকে দুঃখ দিতে মানস করিতেছ? তুমি কি রাজা আগেমেম্ননের মানের হানি করিয়া আকিলীসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে চাহ? দেবেন্দ্রাণীর এতাদৃশ বাক্যে দেবেন্দ্রকে রোষান্বিত দেখিয়া তাঁহাদের বিশ্ববিখ্যাত পুত্র বিশ্বকর্ম্মা এ কলহাগ্নি নির্ব্বাণার্থে এক স্বর্ণপাত্র অমৃতপূর্ণ করিয়া আপন মাতাকে প্রদান করতঃ কহিলেন, হে মাতঃ! আপনারা দুই জনে বৃথা কলহ করিয়া কি নিমিত্ত সুখময়ী দেবপুরীর সুখসম্ভোগ ভঞ্জন করিতে চাহেন। পুত্রবরের এই বাক্যে আয়তলোচনা দেবেন্দ্রাণী নিরস্ত হইলেন। পরে দেবতারা সকলে একত্র হইয়া সমস্ত দিন দেবোপাদেয় সামগ্রী ভোজন ও অমৃত পান করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেব দিনকর করে স্বর্ণবীণা গ্রহণপূর্ব্বক নব-গায়িকা দেবীর সুমধুর ধ্বনির মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়া সকলের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। এমত সময়ে রজনীদেবীর আবির্ভাব হইল।

সুরলোকে ও নরলোকে সর্ব্বজীবকুল নিদ্রাবৃত হইল। কিন্তু নিদ্রাদেবী দেবকুল-পতির নেত্রদ্বয় এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও নিমীলিত করিতে পারিলেন না। কেন না, তিনি কি রূপে আকিলীসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি, ও রাজা আগেমেম্ননের অধঃপাত সাধন করিবেন, এই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগরিত রহিলেন। অনেক ক্ষণ পরে দেবরাজ কুহকিনী স্বপ্নদেবীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে কুহকিনি! তুমি দ্রুতগতিতে রাজা আগেমেম্-ননের শিবিরে যাও, এবং তথায় গিয়া রাজ-শিরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া এই কহিও যে, হে আগেমেম্নন্! অলিম্পস্নিবাসী অমর-কুল দেবেন্দ্রাণী হীরীর অনুরোধে তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তুমি সসৈন্যে প্রশস্ত-পথশালী ট্রয় নগর আক্রমণ করতঃ তাহা পরাজয় কর। দেবেন্দ্রের এই আদেশ পালনার্থে স্বপ্নদেবী অতিবেগে শিবিরপ্রদেশে আবির্ভূতা হইলেন। এবং আগেমেম্ননের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে বীরকুলসম্ভব রাজন্! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ? হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগণ্য সৈন্যদলের হিতাহিত বিবেচনার এবং তত্তাবৎ জনগণের রক্ষার ভার সমর্পিত আছে, সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিন্তভাবে সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় যাপন করা উচিত? অতএব তুমি অতি ত্বরায় গাত্রোত্থান কর এবং দেবকুলের অনুকম্পায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয়লাভ কর। স্বপ্নদেবী এই কথা কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। পরে রাজা এই বৃথা আশায় মুগ্ধ হইয়া গাত্রোত্থান করতঃ অতি শীঘ্র রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, এবং জ্যোতির্ম্ময়

অসিমুষ্টি সারসনে বন্ধনপূর্ব্বক স্ববংশীয় অক্ষয় রাজদণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইলেন।

ঊষাদেবী তুঙ্গশৃঙ্গ অলিম্পুস্ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া দেবকুলপতি এবং অন্যান্য দেবকুলকে দর্শন দিলেন, বিভাবরী প্রভাতা হইল। রাজা আগেমেম্নন্ উচ্চরব বার্ত্তাবহগণকে সভামণ্ডপে নেতৃবৃন্দের আহ্বানার্থে অনুমতি দিলেন। সভা হইল। রাজা আগেমেম্নন্ সভাস্থ বীরদলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! গত সুধাময়ী নিশাকালে স্বপ্নদেবী মান্যবর নেস্তরের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ কারয়া আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া কহিলেন, "হে আগেমেম্নন্! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ? হে মহারাজ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগণ্য সৈন্যদলের হিতাহিত বিবেচনার এবং তত্তাবৎ জনগণের রক্ষার ভার সমর্পিত আছে, সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিন্তভাবে সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় যাপন করা উচিত? অতএব তুমি অতি ত্বরায় গাত্রোত্থান কর, এবং দেবকুলের অনুকম্পায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয় লাভ কর।" স্বপ্নদেবী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

তদনন্তর আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। এক্ষণে আমাদেব কি করা কর্ত্তব্য, তাহার মীমাংসা কর। আমার বিবেচনায়, 'চল, আমরা স্বদেশে ফিবিয়া যাই' এই প্রতারণা-বাক্যে আমি যোধদলকে স্বদেশে ফিবিয়া যাইতে মন্ত্রণা দি, আর তোমবা কেহ কেহ, তাহা নয়, আইস, আমবা এখানে থাকিযা যুদ্ধ করি, এই বলিয়া তাহাদিগকে এখানে রাখিতে চেষ্টা পাও, এইরূপ বিপরীত ভাবের আন্দোলনে যোধবৃন্দের মনের প্রকৃত ভাব বিলক্ষণ বুঝা যাইবেক।

রাজার এই কথা শুনিয়া প্রাচীন নেস্তর গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, হে গ্রীক্দেশীয় সৈন্যদলের নেতৃবৃন্দ! যদ্যপি এরূপ কথা আমি আর কাহার মুখ হইতে শুনিতাম, তাহা হইলে ভাবিতাম, যে সে ভীরুচিত্ত জন প্রবঞ্চনা দ্বারা আমাদিগকে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া এ দেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্ররোচনা করিতেছে। কিন্তু যখন রাজা আগেমেম্নন্ স্বয়ং এ কথার উল্লেখ করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও অবিশ্বাস করা উচিত হয় না। অতএব কিরূপে আমাদের যোধদল এখানে থাকিয়া, যে উদ্দেশে আমরা অকূল দুস্তর সাগর পার হইয়া এ দেশে আসিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবে, তাহার উপায় চিন্তা কর। সভা ভঙ্গ হইলে রাজদণ্ডধারী নেতা সকল স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যেমন গিরি-গহ্বরস্থিত মধুচক্র হইতে মধুমক্ষিকাগণ অগণ্য গণনায় বহির্গত হইয়া কতকগুলি বাসন্ত কুসুমসমূহের উপর উড়িয়া বসে, আব কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া বায়ুপথে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ গ্রীক্সৈন্যদল আপন আপন শিবির হইতে বদ্ধশ্রেণী হইয়া বাহির হইল। বহু-রসনাশালী জনরব বহুবিধ বার্ত্তা বহু দিকে বিস্তৃত করিতে লাগিল। সৈন্যদলে মহাকোলাহল হইয়া উঠিল।

তদনন্তর রাজসন্দেশবহ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, তোমরা সকলে নীবব হও, তোমরা সকলে নীরব হও, এই কথা বলিবা মাত্রেই যে যেখানে ছিল, অমনি বসিযা পড়িল। সেই মহাকোলাহল-স্থলে অকস্মাৎ যেন শান্তিদেবী পদার্পণ করিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ দক্ষিণ হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বীরবৃন্দ! দেবকুল ইন্দ্র যে অঙ্গীকার করিয়া আমাদিগকে এ দূর দেশে আনিয়াছেন, এক্ষণে তিনি সে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে বিমুখ। যে কুহকিনী আশাব কুহক যেন কোন দৈব ঔষধস্বরূপ আমাদিগকে এই দুরন্ত রণে ক্লান্ত হইতে দিত না, এবং আমাদের দেহ রক্তশূন্য হইলে পুনরায় তাহা রক্তপূর্ণ করিত, আমাদের বাহু বলশূন্য হইলে পুনরায় তাহাতে বলাধান করিত, এক্ষণে সে আশায় আমাদিগকে হতাশ হইতে হইল। এ দুর্দ্ধর্ষ রিপুদল যে আমাদের বীরবীর্য্যে ও পরাক্রমে পরাভূত হইবে, এমত

আর কোনই আশা বা সম্ভাবনা নাই। এই আদেশ আমি সম্প্রতি দেবেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। কি লজ্জার বিষয়! আমার বিবেচনায়, আমাদের এ দুঃখের কাহিনী শুনিলে, বর্ত্তমানের কথা দূরে থাকুক; বোধ হয়, ভবিষ্যতের বদনও ব্রীড়ায় অবনত ও মলিন হইবে। কি আক্ষেপের বিষয়! আমরা এমত প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড সৈন্য সহকারে এ ক্ষুদ্র রিপুদলকে দলিত করিতে পারিলাম না? নয় বৎসর পরিশ্রমের পর কি আমাদের এই ফললাভ হইল? দেখ, আমাদের তরীবৃন্দের ফলক সকল ক্ষত হইতেছে, রজ্জু সকল জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে আর আমাদিগের চিরানন্দ গৃহে পতি-বিরহ-কাতরা কলত্রবৃন্দ, ও পিতৃ-বিরহ-কাতর শিশুসন্তান সকল আমাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। এ সকল যন্ত্রণার কি এই ফল? কিন্তু কি করি, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? এক্ষণে আমার এই পরামর্শ যে, যখন ট্রয় নগর অধিকার করা আমাদের ক্ষমতাতীত হইল, তখন চল, আমাদের এ দেশে থাকার আর কোনই প্রয়োজন নাই।

মহাবাহু সেনানীর এতাদৃশ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, যাহারা রাজমন্ত্রণার নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিত, তাহাদের মন, যেমন শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবল বায়ু বহিলে, শস্যশিরঃ তদ্বহনাভিমুখে পরিণত হয়, সেইরূপ রাজ-পরামর্শের দিকে প্রবণ হইল। সৈন্যদল আনন্দ-ধ্বনি করতঃ এ উহাকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিল, ডিঙা সকল ডাঙা হইতে সমুদ্রজলে নামাও। চল, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই। এইরূপ কোলাহলময় ধ্বনি অমরাবতীতে প্রতিধ্বনিলে দেবকুলেন্দ্রাণী কৃশোদরী হীরী নীলকমলাক্ষী আথেনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সখি, গ্রীক্-সৈন্যদল কি এই সকলঙ্ক অবস্থায় স্বদেশে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল? তাহারা কি আপনাদের পরাভবের অভিজ্ঞানরূপে হেলেনী সুন্দরীকে ট্রয় নগরে রাখিয়া চলিল? এই জন্যেই কি এত বীরবৃন্দ এ দূর রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিল? অতএব তুমি, সখি, অতি দ্রুতগতিতে বর্ম্মধারী যোধদলের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া সুমধুর ও প্ররোচক বচনে তাহাদিগকে সাগরযানসমূহ সাগরমুখে ভাসাইতে নিবারণ কর।

দেবীর বচনানুসারে আথেনী অলিম্পুস্ নামক দেবগিরি হইতে গ্রীক্‌সৈন্যের শিবির-মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে আবির্ভূতা হইলেন; এবং দেখিলেন, যে সুকৌশলী অদিস্যুস্ ক্ষুণ্ণচিত্তে ও মলিনবদনে স্বপোতসন্নিধানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দেবী তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, বৎস! ও যোধদল কি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চলিল। তোমরা কি কেবল জগন্মণ্ডলে হাস্যাস্পদ হইবার নিমিত্ত এ দেশে আসিয়াছিলে। সে যাহা হউক, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞতম। অতএব তুমি অতি ত্বরায় এই স্বদেশ-গমনাকাঙ্ক্ষিণী অক্ষৌহিণীর মনঃস্রোতঃ পুনরায় রণসাগরাভিমুখে বহাইতে সচেষ্ট হও। অদিস্যুস্ স্বরবৈলক্ষণ্যে জানিতে পারিলেন, যে এ দেববাক্য। এবং দেবীর প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া দেবমূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিতা দেখিলেন। তদ্দর্শনে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেমনের রাজদণ্ড রাজানুমতিরূপে চাহিয়া লইয়া অনেককে অনেকানেক প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

লণ্ডভণ্ড এবং কোলাহলপূর্ণ সৈন্যদলকে শান্তশীল ও শ্রবণোৎসুক দেখিয়া অদিস্যুস্ উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা কি পূর্ব্বকথা সকল বিস্মৃত হইয়া কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিতেছ? স্মরণ করিয়া দেখ, যখন আমরা এই ট্রয় নগরাভিমুখে যাত্রা করি, তখন দেবতারা কি ছলে, আমাদের অদৃষ্টে ভবিষ্যতে যে কি আছে, তাহা জানাইয়াছিলেন। আমরা যৎকালে যাত্রাগ্রে মহাসমারোহে দেবকুলপতির পূজা করি, তৎকালে পীঠতল হইতে সহসা এক সর্প ফণা বিস্তৃত করিয়া বহির্গত হইল। এবং অনতিদূরে একটি উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখাস্থিত পক্ষিনীড় লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে

উঠিতে লাগিল। সেই নীড়মধ্যে জননী পক্ষিণী আটটি অতি শিশু শাবকের উপর পক্ষ বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সমাগত রিপুর উজ্জ্বল নয়নানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে পবন-পথে বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে আর্ত্তনাদে উড়িতে লাগিল। অহি একে২ আটটি শাবককেই গিলিল। জন্মদায়িনী এই হৃদয়কৃন্তনী ঘটনা সন্দর্শনে শূন্য নীড়ের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া উচ্চতর আর্ত্তনাদে দেশ পূরিতেছে, এমত সময়ে সর্প আচম্বিতে লম্বমান হইয়া তাহাকেও ধরিয়া উদরস্থ করিল। উদরস্থ করিবামাত্র সে আপনি তৎক্ষণাৎ পাষাণদেহ হইয়া ভূতলে পড়িল। দেবমনোজ্ঞ কালকষ্ তৎকালে এই অদ্ভুত প্রপঞ্চের ব্যঙ্গতা ব্যক্তার্থে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা যে ট্রয় নগর অধিকার করিয়া রাজা প্রিয়ামের গৌরব-রবিকে চিররাহুগ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া চিরযশস্বী হইবে, দেবকুল তাহা তোমাদিগকে এই ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন ; কিন্তু তন্নিমিত্ত নয় বৎসর কাল তোমাদিগকে দুরন্ত রণক্লান্তি সহ্য করিতে হইবেক। এই কহিয়া অদিস্যুস্ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে বীরকুল! তোমরা সে দেবভেদভেদকের কথা কেন বিস্মৃত হইতেছ? দেখ, নবম বৎসর অতীত হইয়া দশম বৎসর উপস্থিত হইয়াছে। এই বর্ত্তমান বর্ষে যে আমরা কৃতকার্য্য হইব, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। তোমরা তবে এখন কি বিবেচনায় পরিপক্ক শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্নিপ্রদান করিতে চাহ। এ কি মূঢ়তার কর্ম্ম?

বীরবরের এই উৎসাহদায়িনী বচনাবলী জ্ঞানদেবী আথেনীর মায়াবলে শ্রোতৃনিকরের মনোদেশে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইল। এবং তাহারা মুক্তকণ্ঠে বীরবরের অভিজ্ঞতা ও বীরতার প্রশংসা করিতে লাগিল। অদিস্যুসের এই বাক্যে প্রাচীন নেস্তর অনুমোদন করিলে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ নেতৃদলকে যুদ্ধার্থে সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন। যোধ-সকল স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক ভাবী কাল যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য স্ব স্ব ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করিলেন।

সৈন্যদল রণসজ্জায় বাহির হইল। যেমন কোন গিরিশিরস্থ বনে দাবানল প্রবেশ করিলে, বিভাবসুর বিভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকময় হয়, সেইরূপ বীরদলের বর্ম্ম-জ্যোতিতে রণক্ষেত্র জ্যোতির্ম্ময় হইল। যেরূপ কালে সারসমালা বদ্ধমালা হইয়া পবনপথ দিয়া ভীষণ স্বনে কোন তড়াগাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ শূরদল শূরনিনাদে রিপুসৈন্যাভিমুখে যাত্রা করিল। প্রতিনেতারাও স্ব স্ব যোধদলকে বদ্ধপরিকর হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। যেমন যূথপতি যূথমধ্যে বিরাজমান হয়, সেইরূপে রাজচক্রবর্ত্তী রাজা আগেমেম্নন্ও সৈন্যদল-মধ্যে শোভমান হইলেন। বীরপদভরে বসুমতী যেন কাঁপিয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে ট্রয় নগরস্থ রাজতোরণ হইতে বীরদল রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ভাস্বর-কিরীটী রিপুকুল-মর্দ্দন বীরেন্দ্র হেক্টরকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়া হুহুঙ্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। পদধূলি-রাশি কুজ্ঝটিকারূপে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া রণস্থল যেন অন্ধকারময় করিল। দুই দল পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া রণোদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর, হস্তে বক্র ধনুঃ, পৃষ্ঠে তূণ, উরুদেশে লম্বমান অসি, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ কুন্ত আস্ফালন করতঃ অগ্রসর হইয়া বীরনাদে বিপক্ষ পক্ষের বীরকুলেন্দ্রকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যেমন ক্ষুধাতুর সিংহ দীর্ঘশৃঙ্গী কুরঙ্গী কিম্বা অন্য কোন বনচর অজাদি পশু সন্দর্শনে নিরতিশয় উল্লাস সহকারে বেগে তদভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ রণবিশারদ বীরকুলতিলক মানিল্যুস চিরঘৃণিত বৈরীকে দেখিয়া রথ হইতে ভূতলে লম্ফ প্রদান করিলেন। এবং এই মনে ভাবিলেন, যে দেবপ্রসাদে সেই চির-ঈপ্সিত সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে তিনি এই অকৃতজ্ঞ অতিথির যথাবিধি প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। কিন্তু যেমন কোন পথিক

সহসা পথপ্রান্তে গুল্মমধ্যে কালসর্পকে দর্শন করিয়া ত্রাসে পুরোগমনে বিরত হয়, সেইরূপ সুন্দর বীর স্কন্দর মানিলয়ুসকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া স্বসৈন্যমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

ভ্রাতার এতাদৃশী ভীরুতা ও কাপুরুষতা সন্দর্শনে মহেষ্বাস হেক্টর ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া এইরূপে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন,—রে পামর! বিধাতা কি তোকে এ সুন্দর বীরাকৃতি কেবল স্ত্রীগণের মনো-মোহনার্থেই দিয়াছেন। হা ধিক্! তুই যদি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র কালগ্রাসে পতিত হইতিস্, তাহা হইলে, তোর দ্বারা আমাদের এ জগদ্বিখ্যাত পিতৃকুল কখনই সকলঙ্ক হইতে পারিত না। তোর মূর্ত্তি দেখিলে, আপাততঃ বোধ হয়, যে তুই ট্রয় নগরস্থ একজন বীর পুরুষ! কিন্তু তোর ও হৃদয়ে সাহসের লেশ মাত্রও নাই। তোরে ধিক্! তুই স্ত্রীলোক অপেক্ষাও অধম ও ভীরু। তোর কি গুণে যে সেই কৃশোদরী রমণী বীরকুলেপ্সিতা বীর-পত্নীর মন ভুলিল, তাহা বুঝিতে পারি না। তোর সেই সতত-বাদিত সুমধুর বীণা, যদ্দ্বারা তুই প্রেমদেবীর প্রসাদে প্রমদাকুলের মনঃ হরণ করিস্, অতি ত্বরায়ই নীরব হইবে। আর তোর এই নারীকুল-নিগড়-স্বরূপ চূর্ণ-কুন্তল ও তোর এই নারীকুল-নয়নরঞ্জন অবয়ব অচিরে ধূলায় ধূসরিত হইবে। এমন কি, যদি ট্রয় নগরস্থ জনগণের হৃদয় দয়ার্দ্র না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই দণ্ডেই প্রস্তর-নিক্ষেপণে তোর কঙ্কালজাল চূর্ণ করিত। রে অধম! তোর সদৃশ স্বদেশের অহিতকারী ব্যক্তি কি আর দুটি আছে।

সোদরের এইরূপ তিরস্কারে ও পরুষবচনে দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর অতি মৃদুভাবে ও নতশিরে উত্তর করিলেন—হে ভ্রাতঃ হেক্টর! তোমার এ তিরস্কার ন্যায্য! তন্নিমিত্তই আমি ইহা সহ্য করিতেছি। বিধাতা তোমাকে বলীকুলের কুলপ্রদীপ করিয়াছেন বলিয়া তুমি যে সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নারীকুল-মনোহারিণী দেবদত্ত গুণাবলীকে অবহেলা কর, ইহা কি তোমার উচিত? তবে তোমার, ভাই, যদি ইচ্ছা হয়, তুমি উভয়দলমধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দাও, যে আমি নারীকুলোত্তমা হেলেনী সুন্দরীর নিমিত্ত মহেষ্বাস মানিলয়ুসের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের দুই জনের মধ্যে যে জন জয়ী হইবে, সে জন সেই সুন্দরী বামাকে জয়-পতাকা-স্বরূপ লাভ করিবে। আর তোমরা উভয় দলে চিরসন্ধি দ্বারা এ দুরন্ত রণাগ্নি নির্ব্বাণপূর্ব্বক, যাহারা এদেশনিবাসী, তাহারা ট্রয় নগরে ও যাহারা দ্রুতগ-তুরগ-যোনি ও কুরঙ্গনয়না অঙ্গনাময় হেলাস্‌দেশ-নিবাসী, তাহারা সেই সুদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিও।

বীরর্ষভ হেক্টর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনে পরমাহ্লাদে স্বকুন্তের মধ্যস্থল ধারণ করতঃ উভয় দলের মধ্যগত হইয়া স্ববলদলকে রণকার্য্য হইতে নিবারিলেন। গ্রীক্‌যোধেরা অরিন্দম হেক্টরকে সহায়হীন সন্দর্শনে আস্তেব্যস্তে শরাসনে শর যোজনা করিতে লাগিল। কেহ বা পাষাণ ও লোষ্ট্র নিক্ষেপণার্থে উদ্যত হইতেছে, এমত সময়ে রাজচক্রবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেম্‌নন্ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে যোধদল! এক্ষণে তোমরা ক্ষান্ত হও। তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না, যে ভাস্বর-কিরীটী হেকট্র কোন বিশেষ প্রস্তাব করণাভিপ্রায়ে এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার এই কথা শুনিবা মাত্র যোধদল অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া নিরস্ত হইল। হেক্টর উচ্চভাবে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ, আমার সহোদর দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর, যিনি এই সাংগ্রামিককুলের নির্মূলকারী এ সংগ্রামের মূলকারণ, আমাদিগকে এই যুদ্ধকার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য এই প্রস্তাব করিতেছেন, যে স্কন্দপ্রিয় বীরেন্দ্র মানিলয়ুস একাকী তাহার সহিত যুদ্ধ করুন, আর আমরা সকলে নিরস্ত্র হইয়া এই আহব-কৌতূহল সন্দর্শন করি। দ্বন্দ্বযুদ্ধে যিনি জয়ী হইবেন, সেই ভাগ্যধর পুরুষ হেলেনী ললনাকে পুরস্কাররূপে পাইবেন।

ভাস্বর-কিরীটী শূরেন্দ্র হেক্টরের এই-রূপ কথা শুনিয়া স্কন্দপ্রিয় বীরেন্দ্র মানিলয়ুস কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! এ বীরবরের এ বীর-

প্রস্তাব অপেক্ষা আর কি শান্তি ও সন্তোষ-জনক প্রস্তাব হইতে পারে? আমার কোন মতেই এমত ইচ্ছা নয়, যে আমার হিতের জন্য প্রাণিসমূহ অকালে শমন-ভবনে গমন করে; কিন্তু তোমরা, হে শূরবর্গ! দেবী বসুমতীর বলির নিমিত্ত একটি শুভ্র মেষশাবক, সূর্য্য দেবের নিমিত্ত একটি কৃষ্ণবর্ণ মেষশাবক, এবং দেবকুলপতির নিমিত্ত আর একটি মেষশাবক, এই তিনটি মেষশাবক আহরণ করিতে চেষ্টা পাও। আর বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়ামের আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ কর; কেননা, তাহার পুত্রেরা অতি অহঙ্কারী, ও অবিশ্বাসী, এবং বিজ্ঞ জনেরাও বলিয়া থাকেন, যে যৌবনকালে যৌবনমদে যুবজনের মনস্থিরতা অতীব দুর্লভ। কিন্তু প্রাচীন ব্যক্তিসমূহ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিন কাল বিলক্ষণ বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম্মেই হস্তার্পণ করেন না।

বীরবরের এইরূপ কথা শ্রবণে উভয় দল আনন্দার্ণবে মগ্ন হইল; রথী রথাসন, সাদী অশ্বাসন পরিত্যাগ করতঃ ভূতলে নামিয়া বসিল। এবং অস্ত্র শস্ত্র সকল রাশীকৃত করিয়া একত্রে রণক্ষেত্রোপরি রাখিল।

বীরবর হেক্‌টর দুই জন দ্রুতগামী সুচতুর কর্ম্মদক্ষ দূতকে দুইটি মেষশাবক আনিতে ও মহারাজের আহ্বানার্থে নগরাভি-মুখে প্রেরণ করিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী আগে-মেম্‌নন্‌ স্বদলস্থ এক জন দূতকে তৃতীয় মেষশাবক আনিবার জন্য স্বশিবিরে পাঠাইলেন।

দেবকুলালয় হইতে দেবকুলদূতী ঈরীষা সৌদামিনীগতিতে ট্রয় নগরে আবির্ভূতা হইলেন, এবং রাজা প্রিয়ামের দুহিতৃ-কুলোত্তমা লব্ধিকার বপু ধারণ করিয়া দেবী হেলেনী সুন্দরীর সুন্দর মন্দিরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, যে রূপসী সখীদলের মধ্যে শিল্প-কর্ম্মে নিযুক্তা আছেন। ছদ্মবেশিনী পদ্ম-লোচনাকে ললিত বচনে কহিলেন, সখি হেলেনি! চল, আমরা দুজনে নগর-তোরণ-চূড়ায় আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রের অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করি। এক্ষণে উভয় দল রণ-ক্ষেত্রে রণতরঙ্গ বহাইতে ক্ষান্ত পাইয়াছে; রণনিনাদ শান্ত হইয়াছে; কেবল স্কন্দপ্রিয় মানিলায়ুস এবং দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর, এই দুই বীর পরস্পর দুরন্ত কুন্তযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি, সখি, বিজয়ী পুরুষের পুরস্কার।

দেবীর এইরূপ কথা শুনিয়া কৃশোদরী হেলেনীর পূর্ব্বকথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। এবং তিনি পরিত্যক্ত পতি, পরিত্যক্ত দেশ, এবং পরিত্যক্ত জনক জননীকে স্মরণ করিয়া অশ্রুজলে অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে শোক সম্বরণপূর্ব্বক এক শুভ্র ও সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠিকা দ্বারা শিরোদেশ আচ্ছাদন করিয়া ননন্দিনী লব্ধিকার অনু-গামিনী হইলেন। সুনেত্রা অত্রী ও বরাননা ক্লিমেনী এই দুই জন পরিচারিকামাত্র পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। উভয়ে স্কিয়ান নামক নগর-তোরণ-চূড়ায় চড়িলেন। সে স্থলে বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়াম্‌ বয়সের আধিক্যপ্রযুক্ত রণকার্য্যাক্ষম বৃদ্ধ মন্ত্রীদলের সহিত আসীন ছিলেন।

সচিববৃন্দ দূর হইতে হেলেনী সুন্দরীকে নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন; এতাদৃশী রূপসী রমণীর জন্য যে বীর পুরুষেরা ভীষণ রণে উন্মত্ত হইবে, এবং শোণিত-স্রোতে দেবী বসুমতীকে প্লাবিত করিবে, এ বড় বিচিত্র নহে। আহা! নরকুলে এরূপ বিশ্ববিমোহন রূপ, বোধ হয়, আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। তথাপি পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, এ বিশ্বরমা বামা যেন এ নগর হইতে অতি ত্বরায় অন্যত্র চলিয়া যায়। মন্ত্রী-দল অতি মৃদুস্বরে বারম্বার এই কথা কহিতে লাগিলেন।

রাজা প্রিয়াম্‌ হেলেনী সুন্দরীকে সম্বোধিয়া সস্নেহ বচনে এই কথা কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার নিকটে আইস। আর এই যে রণস্বরূপ বিপজ্জালে এ রাজবংশ পরি-বেষ্টিত হইয়াছে, তুমি আপনাকে ইহার মূল-কারণ বলিয়া ভাবিও না। এ দুর্ঘটনা আমারই ভাগ্যদোষে ঘটিয়াছে। ইহাতে তোমার অপরাধ কি? তুমি নির্ভয় চিত্তে আমার নিকট আসিয়া

গ্রীক্‌দলস্থ প্রধান প্রধান নেতৃ-দলের পরিচয় প্রদানে আমাকে পরিতুষ্ট কর।

এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী হেলেনী রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ রাজ-কুলপতি বৃদ্ধরাজ প্রিয়ামের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে বীরপুরুষদলের পরিচয় দিতেছেন, এমত সময়ে বীরবর হেক্‌টর-প্রেরিত দূতেরা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, হে নরকুলপতি, হে বাহুবলেন্দ্র, আপনাকে একবার রণস্থলে শুভাগমন করিতে হইবেক। কেন না, উভয় দল এই স্থির করিয়াছে যে, তাহারা পরস্পর রণে প্রবৃত্ত হইবে না। কেবল মহেষ্বাস মানিল্যুস্‌ ও আপনার দেবাকৃতি পুত্র সুন্দর বীর স্কন্দর এই দুই জনে দ্বন্দ্ব রণ হইবে। আর এ রণীদ্বয়ের মধ্যে যে রণী বাহুবলে বিজয়ী হইবেন, সেই রণী এ হেলেনী সুন্দরীকে লাভ করিবেন। এক্ষণে তাহাদের এই বাঞ্ছা, যে আপনি এ সন্ধিজনক প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। আর শপথ-পূর্ব্বক এই বলেন, যে আপনি আপনার এ অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন।

বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্‌ প্রিয়তম পুত্র-প্রেরিত দূতের এই কথা শুনিয়া চকিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং রাজপথ সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করতঃ অতি ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজচক্রবর্ত্তী আগে-মেম্‌নন্‌ প্রথমে রাজা প্রিয়ামের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া পরে যথাবিধি দেবপূজার আয়োজন করিলেন। এবং হস্ত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবকুলেন্দ্র! হে অসীমশক্তি-শালী বিশ্বপিতঃ! হে সর্ব্বদর্শী গ্রহেন্দ্র রবি! হে নদকুল! হে মাতঃ বসুন্ধরে! হে পাতালকৃত-বসতি নরক-শাসক দেবদল! যাঁহারা পাপাত্মাদিগকে যথাযোগ্য দণ্ড দিয়া থাকেন। হে দেবকুল! তোমরা সকলে সাক্ষী হও, আর আমার এই প্রার্থনা শুন, যে এ দ্বন্দ্ব রণ সম্পর্কে যাহারা কূটাচরণ করিবে, তোমরা পরকালে তাহাদিগকে প্রতারণা-রূপ পাপের যথোচিত দণ্ড দিবে।

রাজা এই কহিয়া অসিকোষ হইতে অসি নিষ্কোষ করিয়া পূজা সমাপনান্তে মেষশাবক সকলকে যথাবিধি বলি প্রদান করিলেন। এইরূপে পূজা সমাপ্ত হইল। পরে বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্‌ রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রথীকুলশ্রেষ্ঠ! আপনি এ রণস্থলে আর বিলম্ব করিতে আমাকে অনুরোধ করিবেন না। রণরঙ্গে বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল জনের কোনই মনোরঙ্গ জন্মে না। এই কহিয়া রাজা স্বযানে আরোহণ-পূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিলেন।

মহাবীর ভাস্বর-কিরীটী হেক্‌টর ও সুবিজ্ঞ অদিস্যুস্‌ এই দুই জন উভয় জনের রণ করণার্থে রঙ্গভূমিস্বরূপ এক স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মহাবাহু সুন্দর বীর স্কন্দর এ কালাহবের নিমিত্ত সুসজ্জ হইলেন। তিনি প্রথমতঃ সুচারু উরুত্রাণ রজত কুড়ুপে বন্ধন করিলেন, উরোদেশে দুর্ভেদ্য উরস্ত্রাণ ধরিলেন, কক্ষদেশে ভীষণ রজতময়-মুষ্টি অসি ঝুলিল। পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড ফলক শোভা পাইল। মস্তক প্রদেশে সুগঠিত কিরীটোপরি অশ্বকেশনির্ম্মিত চূড়া ভয়ংকর-রূপে লড়িতে লাগিল। দক্ষিণ হস্তে নিশিত কুন্ত ধৃত হইল। রণপ্রিয় বীর-প্রবর মানিল্যুসও ঐরূপে সুসজ্জ হইলেন। কে যে প্রথমে কুন্ত নিক্ষেপ করিবে, এই বিষয়ে গুটিকাপাতে প্রথম গুটিকা সুন্দর বীর স্কন্দরের নামে উঠিল। পরে বীরসিংহদ্বয় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। ভাবী ফল প্রত্যাশায় উভয় দলের রসনাসমূহ নিরুদ্ধ হইল বটে ; কিন্তু তত্রাচ নয়ন সকল উন্মীলিত হইয়া রহিল।

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর রিপুদেহ লক্ষ্য করিয়া হুহুংকার শব্দে কুন্ত নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র উল্কাগতিতে চতুর্দ্দিক্‌ আলোকময় করিয়া বায়ুপথে চলিল ; কিন্তু মানিল্যুসের ফলকপ্রতিঘাতে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল। ফলকের দৃঢ়তায় ও কঠিনতায় অস্ত্রের অগ্রভাগ কুণ্ঠিত হইয়া গেল। পরে স্কন্দপ্রিয় বীরকুলেন্দ্র মানিল্যুস্‌ স্বকুন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ, মনে মনে এই ভাবিয়া দেবকুলপতির সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন যে,

হে বিশ্বপতি! আপনি আমাকে এই প্রসাদ দান করুন যে, আমি যেন এই অধর্ম্মাচারী রিপুকে রণস্থলে সংহার করিতে পারি ; তাহা হইলে, হে ধর্ম্মমূল, ভবিষ্যতে আর কখন কোন অধর্ম্মাচারী অতিথি কোন ধর্ম্মপ্রিয় আতিথেয় জনের অনুপকার করিতে সাহস করিবে না। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বীর-কেশরী দীর্ঘচ্ছায় স্বকুন্ত নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র মহাবেগে প্রিয়াম্‌পুত্রের দীপ্তিশালী ফলকোপরি পড়িয়া স্ববলে সে ফলক ও তৎপরে বীরবরের উরস্ত্রাণ ভেদ করিলে তিনি আত্মরক্ষার্থে সহসা এক পার্শ্বে অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে মহেষ্বাস মানিল্যুস সরোষে রিপুশিরে প্রচণ্ড খণ্ডাঘাত করিলেন। সুন্দর বীর স্কন্দর ভীমপ্রহারে ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু রণমুকুটের কঠিনতায় খণ্ডা শত খণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল। বীরশ্রেষ্ঠ পতিত রিপুর কিরীটচূড়া ধরিয়া মহাবলে এমত আকর্ষণ করিলেন, যে চিবুক-নিম্নে সুনির্ম্মিত কিরীটবন্ধন-চর্ম্ম গলদেশ নিষ্পীড়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে জিষ্ণু মানিল্যুস ভূপতিত রিপুকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া দেবী অপ্রোদীতী স্বগৌরববর্দ্ধক জনের কাতরতায় অতীব কাতরা হইয়া সেই বন্ধন মোচন করিলেন। সুতরাং মানিল্যুসের হস্তে কেবল শিরস্ত্রাণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। বীর-বর অতি ক্রোধভরে কিরীটটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কুন্তাঘাতে রিপুকে যমালয়ে প্রেরণার্থে ধাবমান হইলেন। দেবী অপ্রোদীতী প্রিয়-পাত্রের এ বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিবামাত্র তাহাকে এক ঘন মায়াঘনে পরিবেষ্টিত করতঃ বাহুদ্বয়ে ধারণপূর্ব্বক শূন্যমার্গে উঠিয়া সৌদামিনীগতিতে নগরমধ্যে সুবর্ণ-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যে কুসুমপরিমল-পূর্ণ শয়নাগারে শয্যো-পরি প্রিয় বীরকে শয়ন করাইলেন।

এ দিকে ভুবনমোহিনী রাণী হেলেনী তোরণচূড়ায় দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন, এমত সময়ে দেবী অপ্রোদীতী সুনেত্রার ধাত্রীর রূপ ধারণ করতঃ আপন হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত স্পর্শিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার মনোমোহন সুন্দর বীর স্কন্দর তোমার বিরহে অধীর হইয়া তোমার কুসুমময় বাসর-ঘরে বরবেশে তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে তোমার এরূপ বোধ হইবে না, যে তিনি রণ-স্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত। বরঞ্চ তুমি ভাবিবে, যে তিনি যেন বিলাসীবেশে নৃত্যশালায় গমনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন।

হেলেনী সুন্দরী দেবীর এই কথা শুনিয়া চকিতভাবে কথিকার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যের বৈলক্ষণ্যে বুঝিতে পারিলেন, যে তিনি কে। পরে সসম্ভ্রমে কহিলেন, দেবি, আপনি কি পুনরায় এ হতভাগিনীকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া নব যন্ত্রণা দিতে মন্ত্রণা করিয়াছেন? আনন্দ-ময়ী অপ্রোদীতী ইন্দীবরাক্ষীর এইরূপ বাক্যে অদৃশ্যভাবে তাহাকে স্কন্দরের সুন্দর মন্দিরে উপনীত করিলেন। বীরবর কুসুমময় কোমল শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, এমত সময়ে রাজ্ঞী হেলেনী তৎসন্নিধানে দেবদত্ত আসনে আসীন হইয়া মুখ ফিরাইয়া এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, হে বীরকুল-কলঙ্ক! তুমি কেন যুদ্ধস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ? আমাব রণপ্রিয় পূর্ব্বপতি মহেষ্বাস মানিল্যুসের হস্তে তোমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত। যখন প্রথমে আমাদের এই কুলক্ষণা প্রীতির সঞ্চার হয়, তখন তুমি যে সব আত্মশ্লাঘা করিতে, এখন তোমার সে সব আত্মশ্লাঘা কোথায় গেল? এখন তুমি কি সে সব অহঙ্কারগর্ভ অঙ্গীকার এইরূপে সুসঙ্গত করিতেছ? মহেষ্বাস মানিল্যুসের সহিত তোমার উপমা উপমেয় ভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

সুন্দর বীর স্কন্দর প্রাণপ্রিয়াকে এইরূপ রোষপরবশ দেখিয়া সুমধুর ও প্রবোধবচনে কহিলেন, হে বিশ্ববিনোদিনি! তোমার সুধাকরস্বরূপ বদন হইতে কি এরূপ বিষরূপ গ্লানির উৎপত্তি হওয়া উচিত? দুষ্ট মানিল্যুস এ যাত্রায় বাঁচিল বটে ; কিন্তু যাত্রান্তরে কোন না কোন কালে আমার হস্তে যে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। এই

কহিয়া বীরবর সোহাগে ও সাদরে কৃশোদরীর কোমল করকমল নিজ করকমল দ্বারা গ্রহণ করিলেন।

সমরান্তে দুরন্ত মানিল্যুস বিনষ্টাশন ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ বন-পশুর ন্যায় রণস্থলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীরব্রজ! তোমরা কি জান, যে দুষ্টমতি কাপুরুষ স্কন্দর কোন্ স্থানে লুক্কায়িত আছে? কিন্তু কেহই সেই রণস্থল-পরিত্যাগীর কোন বার্ত্তাই দিতে পারিল না। পরে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরদল! তোমরা ত সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছ, যে স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুস সমর-বিজয়ী হইয়াছেন। অতএব এখন শপথানুসারে মৃগাক্ষী হেলেনী সুন্দরীকে ফিরিয়া দেওয়া বিপক্ষ পক্ষের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কি না? সৈন্যাধ্যক্ষের এই কথা শ্রবণমাত্র গ্রীক্‌যোধদল অতিমাত্র উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মর্ত্ত্যে এইরূপ হইতে লাগিল।

অমরাবতীতে দেব-দেবী-দল দেবেন্দ্রের সুবর্ণ-অট্টালিকায় রত্নমণ্ডিত সভায় স্বর্ণাসনে বসিলেন। অনন্তযৌবনা দেবী হীরী স্বর্ণ-পাত্রে করিয়া সকলকেই সুপেয় অমৃত যোগাইতে লাগিলেন। আনন্দময়ী সুধা পান করতঃ সকলেই ট্রয় নগরের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমত সময়ে দেব-কুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরীকে বিরক্ত করিবার মানসে দেবকুলেন্দ্র এই গ্লানিজনক উক্তি করিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই অমরাবতী-নিবাসিনী দুই জন দেবী যে বীরবর মানিল্যুসের সহকারিতা করিতেছেন, ইহা সর্ব্বত্র বিদিত। কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে দূর হইতে রণকৌতূহল দর্শন ভিন্ন তাঁহারা আর অন্য কিছুই করিতেছেন না। কিন্তু দেখ, সুন্দর বীর স্কন্দরের হিতৈষিণী পরিহাস-প্রিয়া দেবী অপ্রোদীতী আপনার আশ্রিত জনের হিতার্থে কি না করিতেছেন। হে দেব-দেবী-বৃন্দ! তোমরা কি দেখিলে না যে, দেবী বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহাকে রণক্ষেত্রে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন।

স্কন্দপ্রিয় রথীশ্বর মানিল্যুস যে রণে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। অতএব আইস, সম্প্রতি আমরা এই বিষয় বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখি, যে হেলেনী সুন্দরীকে দিয়া এ রণাগ্নি নির্ব্বাণ করা উচিত, কি এ সন্ধি ভঙ্গ করাইয়া, সে রণাগ্নি যাহাতে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া ট্রয় নগর অকস্মাৎ ভস্মসাৎ করে, তাহাই করা কর্ত্তব্য।

উগ্রচণ্ডা দেবকুলেন্দ্রাণী হীরী এইরূপ প্রস্তাবে রোষদগ্ধপ্রায় হইয়া কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! তুমি এ কি কহিতেছ? যে জঘন্য নগর বিনষ্ট করিতে আমি এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, তুমি কি তাহা রক্ষা করিতে চাহ? মেঘশাস্তা দেবেন্দ্রও দেবেন্দ্রাণীর বাক্যে ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন, রে জিঘাংসাপ্রিয়ে, রাজা প্রিয়াম্ ও তাহার পুত্রগণ তোর নিকটে এত কি অপরাধ করিয়াছে, যে তুই তাহাদের নিধনসাধনে এত ব্যগ্র হইয়াছিস্? রে দুষ্টে, বোধ করি, রাজা প্রিয়াম্, ও তাহার সন্তান সন্ততির রক্ত মাংস পাইলে তুই পরম পরিতুষ্টা হস্! তুই কি জানিস্ না, যে ঐ ট্রয় নগর আমার রক্ষিত? সে যাহা হউক, এ ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তোর সহিত আমার আর বিবাদ বিসম্বাদে প্রয়োজন নাই। তোর যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর্। কিন্তু যেন এই কথাটি তোর মনে থাকে যে, যদি তোর রক্ষিত কোন নগর আমি কোন না কোন কালে বিনষ্ট করিতে চাই, তখন তোর তৎসম্পর্কীয় কোন আপত্তিই কখন ফলবতী হইবে না। গৌরাঙ্গী দেবমহিষী দেবেন্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অতি সুমধুর স্বরে কহিলেন, দেবরাজ! আমার অধীনস্থ যে কোন নগর যখন তুমি নষ্ট করিতে ইচ্ছা কর, করিও, আমি তদ্বিষয়ে কোন বাধা দিব না। কিন্তু তুমি এখন এইটি কর, যে যেন ট্রয় নগরের লোকেরা এই সন্ধি ভঙ্গ বিষয়ে প্রথমে হস্ত নিক্ষেপ করে।

দেবপতি দেবকুলেশ্বরীর অনুরোধে সুনীলকমলাক্ষী আথেনীকে হাস্যবদনে কহিলেন, বৎসে! তুমি রণস্থলে গিয়া

দেবেন্দ্রাণীর মনস্কামনা সুসিদ্ধ কর। যেমন অগ্নিময়ী উল্কা বিস্ফুলিঙ্গ উদ্গিরণ করতঃ পবনপথ হইতে অধোমুখে গমন করে, এবং সাগরগামী জনগণ ও রণোন্মত্ত সৈন্যসমূহকে অমঙ্গল ঘটনারূপ বিভীষিকা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হয়, দেবী সেইরূপ অতিবেগে ও ভয়জনক আগ্নেয় তেজে রণস্থলে সহসা অবতীর্ণা হইলেন। উভয় দল সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কোলাহলপূর্ণ স্থলে সহসা যেন শান্তিদেবীর আবির্ভাব হইল। রণরসনা সহসা স্বধর্ম্ম ভুলিয়া গেল। দেবী রাজা প্রিয়ামের পরম রূপবান্ পুত্র লব্ধকুশের রূপ ধারণ করিয়া ট্রয়দলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং পণ্ডর্শ নামক এক জন বীরবরের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, যে বীরেশ্বর ফলকশালী কুন্তহস্ত যোধদলে পরিবেষ্টিত হইয়া এক প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া আছেন। ছদ্ম-বেশিনী দেবী কহিলেন, হে বীরর্ষভ পণ্ডর্শ, তোমার যদি অক্ষয় যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তুমি স্বতূণ হইতে তীক্ষ্ণতম শর বাছিয়া লইয়া স্বন্দর্পিপ্রয় মানিলাসকে বিদ্ধ কর।

ছদ্মবেশিনী এই কথা কহিয়া মায়াবলে পণ্ডর্শ বীরর্ষভের মনে এইরূপ ইচ্ছাবীজও রোপিত করিয়া দিলেন। পণ্ডর্শ প্রচণ্ড শরাসনে গুণযোজনপূর্ব্বক মানিলাসকে লক্ষ্য করিয়া এক মহাতেজস্কর শর পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু ছদ্মবেশিনী অদৃশ্যভাবে মানিলাসের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, যেমন জননী করপদ্ম সঞ্চালন দ্বারা সুপ্ত সুত হইতে মশক, কিম্বা অন্য কোন বিরক্তিজনক মক্ষিকা নিবারণ করেন, সেইরূপ সেই গরুত্মান্ বাণ দূরীকৃত করিলেন বটে; কিন্তু শরীরের নিম্নভাগে কিঞ্চিন্মাত্র আঘাত করিতে দিলেন। শোণিত-স্রোতঃ বহিল। রুধিরধারা বীরবরের শুভ্র কায়ে সিন্দূর-মার্জ্জিত দ্বিরদরদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এ অধর্ম্ম কর্ম্মে রাজ-চক্রবর্ত্তী আগেমেম্ননের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষতবিক্ষত ভ্রাতাকে সুশিক্ষিত ও সুবিচক্ষণ রাজবৈদ্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পরে বীরদলকে মহাহবে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজযোধদল আস্তে-ব্যস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পুরোভাগে অশ্ব ও রথারোহী জনসমূহ, পশ্চাতে পদাতিকবৃন্দ এই ত্রি-অঙ্গ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে রাজসৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় রণব্রতে ব্রতী হইলেন।

যেমন সাগরমুখে প্রবল বাত্যা বহিতে আরম্ভ করিলে ফেনচূড় তরঙ্গনিকর পর্য্যায়-ক্রমে গভীর নিনাদে সাগরতীর আক্রমণ করে, সেইরূপ গ্রীক্‌যোধদল হুহুঙ্কার শব্দ করিয়া রণক্ষেত্রে রিপুদলকে আক্রমণ করিল। তুমুল রণ আরম্ভ হইল। ত্রাস, পলায়ন, কলহ, বধিরকর নিনাদ, দৃষ্টিরোধক ধূলারাশি, এই সকল একত্রীভূত হইয়া ভয়ানক হইয়া উঠিল। এক দিকে দেবকুলসেনানী স্কন্দ, অপর দিকে সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী বীর্য্যশালী বীরদলের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

রবিদেব নগরের উচ্চতম গৃহচূড়ায় দাঁড়াইয়া উৎসাহ প্রদানহেতু উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে অশ্বদমী ট্রয়নগরস্থ বীরগ্রাম! তোমরা স্বসাহসে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ কর। গ্রীক্‌যোধগণের দেহ কিছু পাষাণনির্ম্মিত নহে। আর ও দলের চূড়ামণি বীরকুলেন্দ্র আকিলীসও এ রণস্থলে উপস্থিত নাই। সে সিন্ধুতীরে শিবিরমধ্যে অভিমানে স্থিরভাবে আছে। তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে রণক্রিয়া সমাধা কর।

ট্রয়নগরস্থ বীরদল এইরূপে দেবোৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া বৈরিবর্গের সম্মুখীন হইলে ভীষণ রণ বাজিয়া উঠিল। ফলকে ফলাকাঘাত, করবালে করবালাঘাত, হন্তা ও মুমূর্ষু জনের হুহুঙ্কার ও আর্ত্তনাদ, এই প্রকার ও অন্যান্য প্রকার নিনাদে রণভূমি পরি-পূরিত হইয়া উঠিল। যেমন বর্ষাকালে বহু উৎসগর্ভ হইতে বহু জলপ্রবাহ একত্রে মিলিত হইয়া গভীর গিরিগহ্বরে প্রবেশপূর্ব্বক মহারবে দেশ পরিপূরণ করে, সেইরূপ ভৈরব রবে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইল। ভগবতী বসুমতী রক্তে প্লাবিত হইয়া উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীক্‌সৈন্যদলের মধ্যে দ্যোমিদ্‌ নামে এক মহাবীরপুরুষ ছিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী সহসা তাঁহার হৃদয়ে রণগৌরবের লাভেচ্ছা উৎপাদিত করিয়া দিলে বীরকেশরী হুহুঙ্কার ধ্বনি করতঃ রিপুদলাভিমুখে ধাবমান হইলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে লুব্ধক নামক নক্ষত্র, সাগরপ্রবাহে দেহ অবগাহন করিয়া আকাশমার্গে উদিত হইলে, তাহার ধক্‌ধক্‌ কিরণজালে চতুর্দ্দিক্‌ প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ দ্যোমিদের শিরস্ক, ফলক, ও বর্ম্ম-সম্ভূত বিভারাশি অনিবার বহির্গত হইতে লাগিল।

এ দুর্দ্ধর্ষ ধনুর্দ্ধরকে যোধদলের কাল-স্বরূপ দেখিয়া দেব বিশ্বকর্ম্মার দারেস নামক এক জন নিতান্ত ভক্তজনের দুই জন রণপ্রিয় পুত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক সিংহনাদে বাহির হইল। জ্যেষ্ঠ বীর রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌কে লক্ষ্য করিয়া স্বদীর্ঘাকার শূল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অস্ত্র ব্যর্থ হইল। বীরর্ষভ দ্যোমিদ্‌ আপন শূল দ্বারা বিপক্ষের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলে, বীরবর সে মহাঘাতে সহসা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া কালনিকেতনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশী দুর্ঘটনায় নিতান্ত ভীত ও হত-বুদ্ধি হইয়া সেই সুচারুনির্ম্মিত যান পরিত্যাগ পুরঃসর ভূতলে লম্ফ প্রদান করিয়া অতিদ্রুতে পলায়ন-পরায়ণ হইতেছেন, ইহা দেখিয়া দ্যোমিদ্‌ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভীষণ নিনাদ করতঃ ধাবমান হইলেন।

দেব বিশ্বকর্ম্মা ভক্তপুত্রের এই দুরবস্থা দূরীকরণার্থে তাহাকে এক মায়ামেঘে আবৃত করিলেন, সুতরাং সে আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না। ইত্যবসরে দেবী আথেনী, দেব-কুলসেনানী আরেসকে ট্রয়সৈন্যদলের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে ব্যগ্রতর দেখিয়া দেবযোধবরকে সম্বোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আরেস্‌, আরেস্‌, হে জনকুলনিধন! হে রক্তাক্ততা-বিলাসি! হে নগর-প্রাচীর-প্রভঞ্জক! এ রণক্ষেত্রে ভাই, আমাদের কি প্রয়োজন? চল, আমরা দুজনে এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। বিশ্ব-পতি দেবকুলেন্দ্র, যে দলকে তাঁহার ইচ্ছা হয়, জয়ী করুন। এই কহিয়া দেবী দেবযোধ-বরের হস্ত ধারণপূর্ব্বক রণক্ষেত্র-নিকটস্থ স্কামন্দর নামক নদবরের দূর্ব্বাদলশ্যাম তটে বিশ্রাম-লাভ-বাসনায় বসিলেন। রণস্থলে রণ-তরঙ্গ ভৈরব রবে বহিতে লাগিল। রাজ-চক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্‌ প্রভৃতি মহাবিক্রমশালী বীরপুরুষেরা বহুসংখ্যক রিপুকে পরাস্ত করিয়া অকালে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌ পরাক্রম ও বাহুবলে সর্ব্বোপরি বিরাজমান হইলেন।

যেমন কোন নদ পর্ব্বতজাত স্রোতসমূহের সহকারে পুষ্ট-কায় হইয়া প্রবল বলে দৃঢ়-নির্ম্মিত সেতুনিকর অধঃপাত করতঃ বহুবিধ কুসুম ও শস্যময় ক্ষেত্রের আবরণ ভঞ্জন করে, এবং সম্মুখ-পতিত বস্তু সকল স্থানান্তরিত করতঃ দুর্ব্বার গতিতে সাগরমুখে বহিতে থাকে, সেইরূপ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌ মহাপরাক্রমশালী জনগণকে সমরশায়ী করিয়া বিপক্ষপক্ষের ব্যূহে আবার বলে প্রবেশ করিলেন। প্রচণ্ড ধন্বী পণ্ডর্শ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌কে রণমদে প্রমত্ত দেখিয়া, এ দুর্দ্দান্ত শূলীকে দান্ত করিতে নিতান্ত উৎসুক হইলেন। এবং ভীষণ শরাসনে গুণ যোজনা করিয়া এক তীক্ষ্ণতর শর তদুদ্দেশে নিক্ষেপিলেন। ভীষণ অশনি-সদৃশ বাণ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের কবচচ্ছেদন করতঃ দক্ষিণ কক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, সহসা শোণিত নিঃসরণে জ্যোতির্ম্ময় বর্ম্ম বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পণ্ডর্শ সহর্ষে চীৎকার করিয়া কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! তোমরা উল্লসিত চিত্তে অগ্রসর হও; কেন না, আমি বোধ করি, গ্রীক্‌দলের বলিশ্রেষ্ঠ যে শূর, সে আমার শরে অদ্য হত-প্রায় হইয়াছে। কিন্তু বীরর্ষভ পণ্ডর্শের এ প্রগল্‌ভ-গর্ব্ব বাক্য পণ্ড হইল। দেবী আথেনীর কৃপায় রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌ সে যাত্রায় নিস্তার পাইয়া পুনঃ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। যেমন ক্ষুধাতুর সিংহ মেষপালকের অস্ত্রাঘাতে নিরস্ত না হইয়া ভীমনাদে লম্ফ দিয়া মেষাশ্রমে প্রবেশ করে, এবং সে স্থলস্থ, ভয়ে জড়ীভূত, অগণ্য মেষসমূহের মধ্যে যাহাকে

ইচ্ছা, তাহাকেই বধ করে, সেইরূপ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ বৈরিদলকে নাশিতে লাগিলেন।

ট্রয়নগরস্থ বীরকুলচূড়ামণি এনেশ সৈন্য-মণ্ডলীকে লণ্ডভণ্ড দেখিয়া বীরেশ্বর পণ্ডর্শকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীর-কুলতিলক! তুমি আসিয়া অতি ত্বরায় আমার এই রথে আরোহণ কর। চল, আমরা উভয়ে এই রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌কে রণে মর্দ্দন করিয়া চিরযশস্বী হই। পরে বীরদ্বয় এক রথোপরি আরূঢ় হইলে, বীরেশ এনেশ অশ্বরশ্মি ধারণ করতঃ সারথ্যকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। বিচিত্র রথ অতিবেগে চলিল। রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের স্থিনিল্যুস নামক এক প্রিয় সখা কহিলেন, সখে দ্যোমিদ্! সাবধান হও। ঐ দেখ, দুই জন দৃঢ়কল্পী বীরবর এক যানে আরূঢ় হইয়া তোমার নিধন-সাধনার্থে আসিতেছেন। এক জনের নাম বীরকুলপতি পণ্ডর্শ। অপর জন সুধন্য বীর আঙ্কিশের ঔরসে হাস্যপ্রিয়া দেবী অপ্রোদীতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া এনেশাখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছেন। অতএব, হে সখে, তোমার এখন কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির কর।

সখাবরের এই কথা শুনিয়া রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ উত্তরিলেন, সখে, অন্য আর কি কর্ত্তব্য! বাহুবলে এ বীরদ্বয়কে শমনভবনের অতিথি করাই কর্ত্তব্য!

বিচিত্র রথ নিকটবর্ত্তী হইলে, পণ্ডর্শ সিংহনাদে রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌কে কহিলেন, হে সাহসাকর রণপ্রিয় দ্যোমিদ্! আমার বিদ্যুৎগতি শর তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে অক্ষম হইয়াছে বটে; কিন্তু দেখি, এক্ষণে আমার এ শূলে তোমার কোন কুলক্ষণ ঘটাইতে পারে কি না? এই কহিয়া বীরসিংহ দীর্ঘ কুন্ত আস্ফালন করতঃ তাহা নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র দুর্ম্মদ দ্যোমিদের ফলক ভেদ করিয়া কবচ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া পণ্ডর্শ কহিলেন, হে দ্যোমিদ্! নিশ্চয় জানিও, যে এইবার তোমার আসন্ন কাল উপস্থিত। কেন না, আমার শূলে তোমার কলেবর ভিন্ন হইয়াছে। রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ কহিলেন, হে দুর্ধীম্ব, এ তোমার ভ্রান্তিমাত্র। তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে। এখন যদি তোমার কোন ক্ষমতা থাকে, তবে তুমি আমার এ শূলাঘাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার চেষ্টা পাও। এই কহিয়া বীরবর সুদীর্ঘ শূল পরিত্যাগ করিলেন।

দেবী আথেনীর মায়াবলে ভীষণ অস্ত্র প্রচণ্ড কোদণ্ডধারী পণ্ডর্শের চক্ষুর নিম্ন-ভাগ ভেদ করিয়া চক্ষুর নিমিষে বীরবরের প্রাণ হরণ করিল। বীরবর রথ হইতে ভূতলে পড়িলেন। বহুবিধ রঞ্জনে রঞ্জিত তাহার তিৰ্ম্ময় বর্ম্ম ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া। বীর সখা পণ্ডর্শের এই দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া নরেশ্বর এনেশ তাহার মৃত-দেহ রক্ষার্থে ফলক ও শূল গ্রহণপূর্ব্বক ভূতলে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ এক প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ড, যাহা অধুনাতন দুই জন বলীয়ান্ পুরুষেও স্থানান্তর করিতে পারে না, অতি সহজে উঠাইয়া এনেশকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। এনেশ বিষমাঘাতে ভগ্নোরু হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িলেন। এনেশের শেষাবস্থা উপস্থিত হইবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে দেবী অপ্রোদীতী প্রিয়পুত্রের এতাদৃশী দুরবস্থা দর্শন করিয়া হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং আপনার সুকোমল সুশ্বেত বাহুদ্বয় দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপনার রশ্মিশালী পরিচ্ছদে তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষত পুত্রকে রণভূমি হইতে দূরস্থ করিলেন।

রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ দেবী আথেনীর বরে দিব্যচক্ষুঃ পাইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি কোমলাঙ্গী দেবী অপ্রোদীতীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। এবং তাহার পশ্চাতে২ ধাবমান হইয়া মহারোষভরে তাহার সুকোমল হস্ত তীক্ষ্ণাগ্র শূল দ্বারা বিন্ধন করিলেন এবং কহিলেন, হে দেবপতিদুহিতে! তুমি এ রণস্থলে কি নিমিত্ত আসিয়াছিলে? রণরঙ্গ তোমার রঙ্গ নহে। অবলা সরলা বালাকুলকে কুলের বাহির করাই তোমার উপযুক্ত রঙ্গ অতএব তোমার এ স্থানে আসা ভাল হয় নাই তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়া দেবী পুত্রবরকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলে, বিভাবসু রবিদেব বীরেশ এনেশকে অসহায় দেখিয়া তাহার প্রাণ রক্ষার্থে তাহাকে এমত এক ঘন ঘন দ্বারা আবৃত করিলেন, যে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না এবং কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহী গ্রীক আসিয়াও তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। দ্রুতগামিনী দেবদূতী ঈরীষা দেবী অপ্রোদীতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সৈন্যদলের বাহিরে লইয়া গেলেন। সুর-সুন্দরীর নয়ন-রঞ্জন বর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রের সন্নিধানে দেবকুল-সেনানী আরেস স্কামন্দর নদ-তীরে আপন অশ্ব ও অস্ত্রজাল মায়া-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিয়া স্বয়ং সে সুদেশে বসিয়াছিলেন, ক্ষতার্ত্তা দেবী অপ্রোদীতী ভূতলে জানুদ্বয় নিপাতিত করিয়া দেবসেনানীকে কাতর বচনে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! যদি তুমি তোমার এ ক্লিষ্টা ভগিনীকে তোমার ঐ দ্রুতগতি রথখানি দাও, তাহা হইলে সে তৎসহকারে অতি ত্বরায় অমরাবতীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। দেখ, নিষ্ঠুর দুর্দ্দান্ত রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ শূলাঘাতে আমাকে বিকলা করিয়াছে।

দেবসেনানী ভগিনীর এতাদৃশী প্রার্থনায় প্রার্থনাদ হইলে, দেবদূতী ঈরীষা তৎক্ষণাৎ আস্তে ব্যস্তে ক্ষতা দেবী অপ্রোদীতীকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে এক রথারোহণে অমরাবতীতে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পরিহাসপ্রিয়া স্বজননী দেবী দ্যোনীর পদতলে কাঁদিয়া কহিলেন, হে জননি! দেখুন, রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ আমাকে কি যন্ত্রণা না দিয়াছে। হায়, মাতঃ! আমি প্রিয়পুত্র এনেশের রক্ষার্থে কুক্ষণে রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলাম, তাহা না হইলে আমাকে এ ক্লেশভোগ করিতে হইত না। দেবী দ্যোনী দুহিতার অসহ্য বেদনার উপশম করণ মানসে নানা উপায় করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর দেবকুলেন্দ্র হেমাঙ্গিনী অঙ্গনাকুলারাধ্যাকে সুহাস্য বদনে কহিলেন, হে বৎসে! এতাদৃশ কর্ম্ম তোমার শোভা পায় না। রণকর্ম্ম তোমার ধর্ম্ম নহে। স্ত্রীপুরুষকে প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, এবং শুভ বিবাহে দম্পতিদলকে সুখসাগরে মগ্ন করা, এই সকল ক্রিয়াই তোমার প্রকৃত ক্রিয়া বটে! কিন্তু ক্রূর সংগ্রাম-সংক্রান্ত কর্ম্মে তোমার ও কোমল হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে। সে সকল কর্ম্মে সেনানী আরেস ও রণপ্রিয়া আথেনী নিযুক্ত থাকুক। অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। মর্ত্ত্যে রণক্ষেত্রে রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ বিভাবসু রবিদেবকে অবহেলা করিয়া বীরেশ এনেশকে মারিতে চলিলেন। ইহা দেখিয়া দিনপতি পরুষ বচনে কহিলেন, রে মূঢ়! তুই কি অমর মরকে তুল্য জ্ঞান করিস্? রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ দেববরকে রোষপরবশ দেখিয়া শঙ্কাকুলচিত্তে পশ্চাদ্গামী হইলে, গ্রহকুলেন্দ্র জ্ঞানশূন্য এনেশকে অনতিদূরে স্বমন্দিরে রাখিলেন। তথায় দুই জন দেবী আবির্ভূতা হইয়া বীরেশের শুশ্রূষাদি করিতে লাগিলেন। এ দিকে রবিদেব মায়াকুহকে বীরেশ এনেশের রূপ ধারণ করিয়া রণস্থলে রণিতে লাগিলেন। সেনানী আরেসও ট্রয়নগরস্থ সেনাদলকে যুদ্ধার্থে উৎসাহ প্রদানিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে দেবীদ্বয়ের শুশ্রূষায় বীরেশ্বর এনেশ কিঞ্চিৎ সুস্থতা ও সবলতা লাভ করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং অনেকানেক বিপক্ষপক্ষ রথীদলকে ভূতলশায়ী করিলেন। বীরচূড়ামণি হেক্টর সর্পীদন নামক বীরের পরামর্শে রণস্থলে পুনঃ দৃশ্যমান হইলেন। ট্রয়নগরস্থ সেনা বীরবরের শুভাগমনে যেন পুনর্জ্জীবন পাইয়া মহা-কোলাহলে শত্রুদলকে আক্রমণ করিল। গ্রীক্-দল রিপুদল-পাদোত্থিত ধূলায় ধূসরিত হইয়া উঠিল। বীরচূড়ামণি হেক্টর সিংহনাদ করতঃ সসৈন্যে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। সেনানী আরেস্ ও উগ্রচণ্ডা দেবী বেলোনা বীরবরের সহায় হইলেন। সেনানী স্কন্দ কখন বা অরিন্দমের অগ্রে, কখন বা পশ্চাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ বীরচূড়ামণি হেক্টরের পরাক্রমে ভয়াক্রান্ত হইয়া অপসৃত হইলেন। যেমন কোন পথিক তমোময়ী নিশাতে কোন অজ্ঞাত পথে যাইতে যাইতে সহসা শ্রুত,

বর্ষার প্রসাদে মহাকায়, কোন নদস্রোতের গম্ভীর নিনাদে ভীত হইয়া পুরোগতিতে বিরত হয়, দ্যোমিদেরও অবিকল সেই দশা ঘটিয়া উঠিল। তিনি বীরদলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরপুরুষগণ! আমার বোধ হয়, যে কোন দেব যেন বীরচূড়ামণি হেক্‌টরের সহকারিতা করিতেছেন, নতুবা বীরবর রণে এরূপ দুর্ব্বার হইয়া উঠিবেন কেন? মরামরে সমর সাম্প্রত নহে। অতএব এই রণে ভঙ্গ দেওয়া আমাদের উচিত।

বীরবরের এই বাক্য শ্রবণে এবং ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্‌টরের নশ্বরাঘাতে বীরবৃন্দ রণরঙ্গে ভঙ্গ দিতে উদ্যত হইতেছে, এমত সময়ে শ্বেতভুজা ইন্দ্রাণী হীরী দেবী আথেনীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে সখি! আমরা মহেষ্বাস মানিল্যুসের সকাশে কি বৃথা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি। দেখ, শোণিত-প্রিয় দেব-সেনানী অরিন্দম হেক্‌টরের সহকারে কত শত গ্রীক্ বীরেন্দ্রকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত ও চির-অন্ধকারে অন্ধকারাবৃত করিতেছেন। হে সখি, চল, আমরা দুজনে এই রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া দেখি, যদি আমরা এ দুরন্ত দেবসেনানীকে কোনপ্রকারে শান্ত করিয়া এ নরান্তক হেক্‌টরের বলের ত্রুটি করিতে পারি।

এই কহিয়া আয়তলোচনা দেবী আপন আশুগতি বাজীরাজিকে স্বর্ণ-রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। দেবকিঙ্করী হীরী হৈমময় দেবযান যোজনা করিয়া দিলেন। দেবীদ্বয় তদুপরি রণবেশে আরূঢ় হইলেন। অমরাবতীর হৈমদ্বার সুমধুর ধ্বনিতে খুলিল। বিমান নভঃস্থল হইতে আশুগতিতে ধরণীর দিকে আসিতে লাগিল। রণস্থলের নিকটবর্ত্তী কোন এক নদতটে দেবযান মায়ামেঘে আবৃত করিয়া ভীমাকৃতি দেবীদ্বয় ভীম সিংহনাদে প্রচণ্ড খণ্ডা আস্ফালন করতঃ রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। গ্রীক্‌দলের সাহসাগ্নি পুনর্ব্বার যেন হুতাশন-তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রাণী হীরীও প্রবলভাষী প্রশস্তান্তঃকরণ স্তন্তরনামক কোন এক জন বীরের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হুহুঙ্কার ধ্বনিতে গ্রীক্‌দলের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের সারথীকে অপদস্থ করিয়া তৎপদে স্বয়ং আরোহণ করিলেন। মহাভরে চক্রদ্বয় যেন আর্ত্তনাদস্বরূপ ঘোর ঘর্ঘরনাদে ঘুরিতে লাগিল। দেবী স্বয়ং অশ্বরজ্জু ও কশা ধারণ-পূর্ব্বক রক্তাক্ত সেনানীর দিকে অতি দ্রুতবেগে রথ পরিচালনা করিলেন। সুরসেনানী দুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌কে আসিতে দেখিয়া আপন রথ ভীষণ বেগে পরিচালিত করতঃ ভীষণ শূল দ্বারা নর-রিপুকে শমনধামে প্রেরণ করিবার জন্যে বাহু প্রসারণ করিয়া ভীষণ শূল দৃঢ়তররূপে ধারণ করিলেন। কিন্তু মায়াময়ী দেবী আথেনী অদৃশ্যভাবে সে শূলের লক্ষ্য ক্ষণমাত্রে অমোঘ করিয়া দিলেন। রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ দুর্দ্ধর্ষ আরেস্‌কে আপন শূল দিয়া আক্রমণ করিলে, দেবী আথেনী স্ববলে ঐ অস্ত্র দ্বারা সুর-সেনানীর উদরতলে ভীমাঘাত করিলেন। দেববীরেন্দ্র বিষম যাতনায় গম্ভীর আর্ত্তনাদ করিলেন। যেমন রণমদে প্রমত্ত নয় কি দশ সহস্র রথীদল একত্রীভূত হইয়া হুহুঙ্কারিলে চতুর্দ্দিক্ ভৈরবারবে পরিপূর্ণ হয়, বীরেন্দ্রের আর্ত্তনাদে অবিকল সেইরূপ হইল।

শঙ্কা দেবী সহসা উভয় দলের মধ্যে দর্শন দিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে বাত্যারম্ভে মেঘগ্রামের একত্র সমাগমে আকাশমণ্ডল ঝটিতি অন্ধকারময় হয়, সেইরূপ ভয়জনক মালিন্যে মলিনবদন হইয়া নিত্য রণপ্রিয় সুররথী অমরাবতীতে চলিলেন।

দেবেন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেব বীরকেশরী নিবেদিলেন, হে বিশ্বপিতঃ! দেখুন, আপনি কেমন একটি উন্মত্তা ও পাষাণহৃদয়া দুহিতার সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবী আথেনীর উৎসাহ সহকারে রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ আমার কি দুরবস্থা না করিয়াছে? এই বাক্যে দেবপতি উত্তর করিলেন, রে দুরন্ত নিত্যকলহপ্রিয় দেবকুলাঙ্গার! তুই অন্যের উপর কোন্ মুখ দিয়া অভিযোগ ও দোষারোপ করিস্! তুই তোর গর্ভধারিণী হীরীর খর ও অনমনশীল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিস্।

সে এত দূর অদমনীয়া, যে আমিও তাহাকে দমন করিতে অক্ষম। সে যাহা হউক, তুই আমার ঔরসজাত, নতুবা আমি উরানুস্-পুত্র দৈত্যদলের সহিত তোকে এই মুহূর্ত্তেই চির-কালের নিমিত্ত কারাগারে আবদ্ধ করিতাম। এই কহিয়া দেবকুলপতি দেবধন্বন্তরি পায়ন্‌কে যথাবিধি ঔষধে ক্ষত সেনানীকে আরোগ্য করিতে আজ্ঞা দিলেন।

রণস্থল হইতে দেবসেনানীকে পলায়মান দেখিয়া তজ্জননী অতীব বীর্য্যবতী দেবী হীরী মহাবলবতী সহকারিণী দেবী আথেনীর সহিত স্বর্গধামে পুনর্গমন করিলেন। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে বীরকুলের পরাক্রমাগ্নি রণস্থলে যেন নিস্তেজ হইতে লাগিল। কিন্তু ইতস্ততঃ সে পরাক্রমাগ্নি যৎকিঞ্চিৎ প্রজ্বলিত রহিল।

এমত সময়ে কোন এক ট্রয়স্থ বীরবর দুর্ভাগ্যক্রমে স্কন্দপ্রিয় বীরেশ মানিলায়ুসের হস্তে পড়িলেন। ভাগ্যহীন বীরবরের অশ্বদ্বয় সচকিতে রথ সহ ধাবমান হইলে পর, রথচক্র পথস্থিত কোন এক বৃক্ষের আঘাতে ভগ্ন হইলে, বীরবর লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িলেন। এ দুরবস্থায় নিরস্ত্র হইয়া ভগ্নরথ রথী কালদণ্ডধারী কালের ন্যায় প্রচণ্ড শূলী রণপ্রিয় বীরসিংহ মানিলায়ুসকে সকাশে দণ্ডায়মান দেখলেন, এবং সভয়ে তাঁহার জানুদ্বয় গ্রহণ করতঃ বিনীত বচনে কহিলেন, হে বীরকুলহর্য্যক্ষ! আপনি আমাকে প্রাণ দান দিউন। আমি যে আপনার বন্দী হইয়া এ মানবলীলাস্থলে জীবিত আছি, আমার ধনাঢ্য পিতা এ সুসম্বাদ পাইলে বহুবিধ ধনে আমার মোচনক্রিয়া সমাধা করিতে সযত্ন হইবেন! রিপুবরের এতাদৃশী কাতরতায় বীরকেশরী মানিলায়ুসের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি তাহার রক্ষার উপায় করিতেছেন, এমত সময়ে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্ আরক্তনয়নে অগ্রগামী হইয়া পরুষ বচনে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে কোমল-হৃদয়! ট্রয়স্থ লোকদিগের হস্তে তুমি কি এত দূর পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছ যে, তোমার অন্তঃকরণ এখনও তাহাদিগের প্রতি দয়ার্দ্র! দেখ ভাই! আমার বিবেচনায় ও পাপনগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কি উদরস্থ শিশু, যাহাকে পাও, তাহাকেই যমালয়ে প্রেরণ করা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। সহোদরের এই ব্যঙ্গরূপ নিদাঘে বীরবর মানিলায়ুসের হৃৎসরোবরস্থ করুণারূপ মুকুলিত কমল শুষ্ক হইল। তিনি হতভাগা অদ্রুস্তুস্‌কে ভ্রাতৃসন্নিধানে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, নিষ্ঠুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার উদরদেশ খর শূলে ভিন্ন করিলেন। অদ্রুসস্তুস্ ভীমার্ত্তনাদে ভূপতিত হইলেন। রাজচক্রবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় তাহার বক্ষঃস্থলে পদ নিক্ষেপ করিয়া সবলে শূল টানিয়া বাহির করিলেন। ক্লীব বিভাবরী অভাগা অদ্রুস্তুসের নয়নরশ্মি চিরকালের নিমিত্ত অন্ধকারাবৃত করিল। এবং বীরবরের দেহাগার হইতে অকালমুক্ত আত্মা বিষন্নবদনে যমালয়ে চলিল। গ্রীক্ সৈন্যদলমধ্যে যেন পুনরুত্তেজিত অগ্নির ন্যায় রণাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের পরাক্রমে ট্রয়দল রণপরাঙ্মুখতার লক্ষণ প্রদর্শন করাইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে রাজকুলপতি প্রিয়ামের সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ পুত্র হেলেন্যুস্ ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্‌টর ও বীরেশ এনেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরদ্বয়, তোমরা রণপরাঙ্মুখ সৈন্যদলকে পুনরুৎসাহান্বিত কর। কেন না, তোমরা এ দলের বীরকুলশ্রেষ্ঠ! পরে যোধগণ দৃঢ়চিত্তে ও অধ্যবসায় সহকারে রণারম্ভ করিলে, তুমি, হে ভ্রাতঃ হেক্‌টর, নগরান্তরে প্রবেশ করতঃ আমাদিগের রাজ-জননীর চরণতলে এই নিবেদন করিও, যে তিনি যেন অতি ত্বরায় ট্রয়স্থ বৃদ্ধা কুলবধূদলের মধ্যে সুকেশিনী মহাদেবী আথেনীর দুর্গশিরস্থিত মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপহারে তাঁহার আরাধনা করিয়া এই বর মাগেন যে, দেবকুলেন্দ্র-বালা যেন এ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমার বিবেচনায় এ রথীপতি দেবযোনি আকিলীসের অপেক্ষাও পরাক্রমশালী। ভ্রাতার এই হিতকর বাক্য-শ্রবণে ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্‌টর রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িলেন। এবং স্বীয় ভীষণ দীর্ঘ-ছায় দুর্দ্ধর্ষ শূল আন্দোলন

করতঃ হুহুঙ্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিলেন। গ্রীক্ সৈন্যদল বীরবরের এতাদৃশী অকুতোভয়তা সন্দর্শনে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এ রথী কি মানব-যোনি, না নরমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশমণ্ডল হইতে দেবাবতার?

এ দিকে অরিন্দম ট্রয়কুলবীরেন্দ্র আপনাদের স্বদলকে পুনরুৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক সুন্দর স্যন্দনে আশুগতি অশ্ব যোজনা করিয়া নগরাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। কতক্ষণ পরে বীরকেশরী স্কিয়ান্-নামক নগরতোরণসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে কুলবালা কুলবধূ ও কুলজননীগণ বহির্গত হইয়া সুমধুর স্বরে, কেহ বা ভ্রাতা, কেহ বা প্রণয়ী জন, কেহ বা স্বামী, কেহ বা পুত্র, এই সকলের কুশলবার্ত্তা অতীব বিকল হৃদয়ে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরপতি তাহাদিগকে এই কহিয়া বিদায় করিলেন, যে তোমরা এ সকল প্রিয়পাত্রের মঙ্গলার্থে মঙ্গলকারী দেবদলের আরাধনা কর। কেন না, অনেকের দুর্ভাগ্য আসন্নপ্রায়, এই কহিয়া রাজপুত্র অতিদ্রুতগমনে রাজ-অট্টালিকার নিকটবর্ত্তী হইলেন। রাজরাণী হেকাবী রাজা প্রিয়ামের রাজহর্ম্ম্য হইতে পুত্রকুলোত্তম বীরবর হেক্‌টরকে দর্শন করিয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্নেহার্দ্র হইয়া তাহার কর গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুই কি নিমিত্ত রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নগরমধ্যে আসিয়াছিস্। তুই কি এ জঘন্য রিপুদলের জিঘাংসায় দেবপিতা দেবেন্দ্রকে দুর্গস্থিত মন্দিরে বন্দিতে আসিয়াছিস্, তুই কিয়ৎকাল এখানে অবস্থিতি কর্। এই দেখ, আমি স্বর্ণপাত্রে করিয়া প্রসন্নকারক দ্রাক্ষারস আনিয়াছি। তুই আপনি তার কিঞ্চিদংশ পান কর, কেন না, ক্লান্ত জনের ক্লান্তিহরণার্থে সুধারূপ সুরাই পরম ঔষধ। আর কিঞ্চিদংশ দেবকুলপতির তর্পণার্থে ভূমিতে ঢালিয়া দে। ভাস্বর-কিরীটী রথীকুলেশ্বর হেক্‌টর উত্তর করিলেন, হে জননি! তুমি আমাকে সুরাপান করিতে অনুরোধ করিও না। কেন না, তাহার মাদকতা শক্তি আছে, হয় ত, তাহার তেজে বাহুবলের অনেক অনিষ্ট হইতে পারিবে, আর আমি, হে ভগবতি! এ অপবিত্র রক্তাক্ত হস্ত দিয়া পাত্র গ্রহণ করতঃ দেবেন্দ্রের তর্পণার্থে সুরা ঢালিয়া দি, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এই উদ্দেশেই নগর প্রবেশ করি নাই। আমি তোমার নিকট এই যাচ্ঞা করিতেছি যে তুমি, হে রাজমাতঃ, অবিলম্বে ট্রয়স্থ বৃদ্ধা অতি মাননীয়া কুলবধূদলের সহিত দুর্গশিরস্থ সুকেশিনী মহাদেবী আথেনীর মন্দিরে গিয়া নানাবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিয়া এই বর প্রার্থনা কর, যে তিনি যেন রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের পরাক্রমাগ্নি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমি ইত্যবসরে একবার স্কন্দরের সুন্দর মন্দিরে যাই, দেখি, যদি সে ভীরু কাপুরুষের হৃদয়ে রণপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারি. হায়, মাতঃ! তুমি যখন এ কুলাঙ্গারকে প্রসব করিয়াছিলে, তখন বসুমতী দ্বিধা হইয়া কেন তাহাকে গ্রাস করেন নাই। তাহা হইলে কখনই এ বিপুল রাজকুলের এতাদৃশী দুর্গতি ঘটিত না। রাজকুলতিলক এই কহিলে, দেবী হেকাবী দ্রুতগতিতে আপন সুগন্ধময় মন্দির হইতে বহুবিধ পূজোপহারের আয়োজন করিলেন। এবং দূতীদ্বারা বৃদ্ধা ও মান্যা কুলবতীদলকে আহ্বান করতঃ মহাদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। তেয়ানীনাম্নী কিসীশনামক কোন এক মাননীয় ব্যক্তির ইন্দুনিভাননা দুহিতা, যিনি মহাদেবীর নিত্য সেবিকা ছিলেন, মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটন করিলে রমণীদল ক্রন্দনধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ করিলেন। এবং মনে মনে নানা মানসিক করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, যে দেবকুলেন্দ্রবালা রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের এবং অন্যান্য গ্রীক্-যোধের বাহুবল দুর্ব্বল করিয়া ট্রয়নগরস্থ কুলবধূ ও শিশুকুলের মান ও প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সুকেশিনী মহাদেবী এ বর প্রদানে বিমুখ হইলেন।

এ দিকে অরিন্দম হেক্‌টর সুন্দর বীর স্কন্দরের বিচিত্র পাষাণ-নির্ম্মিত সুন্দর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে বিলাসী আপন সুচারু বর্ম্ম, ফলক, ও অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি রণপরিচ্ছদ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

করিতেছেন। বীরবর হেক্‌টর তাহাকে পরুষ বচনে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রে দুরাচার দুর্ম্মতি! তোর নিমিত্ত শত শত লোক শোণিতপ্রবাহে রণভূমি প্লাবিত করিতেছে। আর তুই এখানে এরূপ নিশ্চিন্ত অবস্থায় বিশ্রাম লাভ করিতেছিস। হায়, তোকে ধিক্।

দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনবিন্যাসে উত্তরিলেন, হে ভ্রাতঃ! তোমার এ তিরস্কার-বাক্য অনুপযুক্ত নহে। সে যাহা হউক, তুমি ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা কর, আমাকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে দাও। নতুবা তুমি অগ্রগামী হও। আমি অতি ত্বরায় তোমার অনুসরণ করিব। এই কথায় বীরবর হেক্‌টর কোন উত্তর না করাতে হেলেনী রূপসী অতি সুমধুর ভাষে কহিলেন, হে দেবর! এ অভাগিনীর কি কুক্ষণে জন্ম; দেখুন, আমি সতীধর্ম্মে ও কুললজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া কেমন ভীরুচিত্ত জনকে বরণ করিয়াছি। আমার কি দুর্ভাগ্য! কিন্তু ও আক্ষেপ এক্ষণে বৃথা। আপনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎ-কালের নিমিত্ত বিশ্রাম লাভ করুন। হেক্‌টর কহিলেন, হে ভদ্রে! আমার বিরহে দূর রণক্ষেত্রে রণীবৃন্দ অতীব কাতর, অতএব আমি এ স্থলে আর বিলম্ব করিতে পারি না। কেন না, আমার এই ইচ্ছা, যে আমি পুনঃ রণযাত্রার অগ্রে একবার স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমা পত্নী, শিশু-সন্তানটি ও তাহাদের সেবা-নিযুক্ত সেবক-সেবিকাদিগকে দেখিয়া যাই। কে জানে, যে আমি এই রণভূমি হইতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে পারিব কি না। এই বলিয়া ভাস্বর-কিরীটী হেক্‌টর দ্রুতগতিতে স্বধামে চলিলেন। এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে শ্বেতভুজা অন্দ্রমোকী সে স্থলে অনুপস্থিত, শুনিলেন, যে রণে গ্রীক্‌দলের জয়লাভ হইতেছে, এই সম্বাদে প্রিয়ম্বদা আপন শিশুসন্তানটি লইয়া তাহার সুবেশিনী দাসী সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্র-দর্শনাভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়াছেন। এই বার্ত্তা শ্রবণমাত্র বীরকেশরী ব্যগ্রচিত্তে তদভিমুখে বায়ুবেগে চলিলেন।

অরিন্দম, চিরানন্দ ভার্য্যার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, এবং দাসীর ক্রোড়ে আপনার শিশুসন্তানটিকে দেখিয়া ওষ্ঠাধর স্নেহাহ্লাদে সুহাসাবৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্দ্রমোকী স্বামীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে করিতে গদ্‌গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হায় প্রাণনাথ! আমি দেখিতেছি, এই বীরবীর্য্যই তোমার কাল হইবে, রণমদে উন্মত্ত হইলে এ অভাগিনী কিম্বা তোমার এ অনাথ শিশু-সন্তানটি, আমরা কেহই কি তোমার স্মরণপথে স্থান পাই না? হায়! তুমি কি জান না, যে আমাদের কুলরিপুদলের যোধবর্গ তোমার নিধনসাধনে নিরবধি ব্যগ্র? আর যদি তাহাদের এতাদৃশ মনস্কামনা ফলবতী হয়, তবে আমাদের উভয়ের যৎ-পরোনাস্তি দুর্দ্দশা ঘটিবে। বরঞ্চ ভগবতী বসুমতী এই করুন যে, তিনি যেন এ বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দ্বিধা হইয়া এ হতভাগিনীকে আশ্রয় দেন। হে নাথ! তোমার অভাবে এ ধরণীতলে এ অভাগিনীর ভাগ্যে কি কোন সুখভোগ সম্ভবে? তোমা ব্যতীত, হে প্রাণেশ্বর! আমার আর কে আছে? জনক, জননী, সহোদর, সকলেই এ হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, হে নাথ! তোমা বিহনে আমি যথার্থই অনাথা কাঙ্গালিনী হইব। তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি আমার প্রেমাকর। অতএব আমি তোমাকে এই মিনতি করিতেছি, যে তুমি তোমার এই শিশু-সন্তানটিকে পিতৃহীন, আর এ অভাগিনীকে ভর্ত্তৃহীনা করিও না। রিপু-দলের সহিত নগর-তোরণ-সম্মুখে যুদ্ধ কর, তাহা হইলে রণ-পরাজয়কালে পলায়ন করা অতি সহজ হইবে। ভাস্বর-কিরীটী মহাবাহু হেক্‌টর উত্তরিলেন, প্রাণেশ্বরি, তুমি কি ভাব, যে এ সকল দুর্ভাবনায় আমারও হৃদয় বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু কি করি, যদি আমি কোন ভীরুতার লক্ষণ দেখাই, তাহা হইলে বিপক্ষ-দলের আর আস্পর্দ্ধার সীমা থাকিবে না। এবং আমাদেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা, তাহা হইলেই এই ট্রয়স্থ পুরুষ ও সুবেশিনী স্ত্রীদের নিকট আমি আর কি করিয়া মুখ

দেখাইব। বিশেষতঃ যদি আমি বিপদের সময়ে উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে আমাদের এ বিপুল কুলের গৌরব ও মান কিসে রক্ষা হইবে। প্রিয়ে, আমি বিলক্ষণ জানি, যে রিপুকুল রণজয়ী হইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই এ উচ্চপ্রাচীর নগর ভস্মসাৎ করিবে, এবং রাজকুলতিলক প্রিয়াম্‌ তাঁহার রণবিশারদ জনগণের সহিত কালগ্রাসে পতিত হইবেন। কিন্তু রাজকুলেন্দ্র প্রিয়াম্‌ কি রাজকুলেন্দ্রাণী হেকাবী কিম্বা আমার বীরবীর্য্য সহোদরাদিগণ এ সকলের আসন্ন বিপদে আমার মন যত উদ্বিগ্ন হয়, তোমার বিষয়ে, হে প্রেয়সি! আমার সে মন তদপেক্ষা সহস্রগুণ কাতর হইয়া উঠে। হায় প্রিয়ে! বিধাতা কি তোমার কপালে এই লিখেছিলেন, যে অবশেষে তুমি আরগস্‌ নগরীর কোন ভর্ত্রিণীর আদেশে, অশ্রুজলে আর্দ্রা হইয়া নদ নদী হইতে জল বহিবে, এবং ভ্রষ্ট জনসমূহে ইঙ্গিত করিয়া এ উহাকে কহিবে, ওহে, ঐ যে স্ত্রীলোকটি দেখিতেছ, ও ট্রয়নগরস্থ বীরদলের অশ্বদমী হেক্‌টরের পত্নী ছিল। এই কথা কহিয়া বীরবর হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক শিশু-সন্তানটিকে দাসীর ক্রোড় হইতে লইতে চাহিলেন, কিন্তু জ্ঞানহীন শিশু কিরীটের বিদ্যুতাকৃতি উজ্জ্বলতায় এবং তদুপরিস্থ অশ্বকেশরের লড়নে ডরাইয়া ধাত্রীর বক্ষনীড়ে আশ্রয় লইল। বীরবর সহাস্য বদনে মস্তক হইতে কিরীট খুলিয়া ভূতলে রাখিলেন, এবং প্রিয়তম সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, হে জগদীশ! এ শিশুটিকে ইহার পিতা অপেক্ষাও বীর্য্যবত্তর কর। এই কথা কহিয়া দাসীর হস্তে শিশুকে পুনরর্পণ করিয়া শিরোদেশে কিরীট পুনরায় দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রার্থে প্রেয়সীর নিকট বিদায় লইলেন। সুন্দরী রাজ-অট্টালিকাভিমুখে চলিলেন বটে; কিন্তু মুহুর্মুহুঃ পশ্চাৎভাগে চাহিয়া প্রিয়পতির প্রতি সতৃষ্ণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ মেদিনীকে অশ্রুবারিধারায় আর্দ্র করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সুন্দর বীর স্কন্দর দেদীপ্যমান অস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, যেমন বন্ধন-রজ্জুমুক্ত অশ্ব গম্ভীর হেষারব করিয়া উচ্চপুচ্ছে মন্দুরা হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ নগরতোরণ হইতে বাহিরিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[হেক্‌টর এবং সুন্দর বীর স্কন্দর রণভূমে ফিরিয়া আইলে ট্রয়দলের মহানন্দ জন্মিল। পরে হেক্‌টর গ্রীক্‌দলস্থ বীরদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে আয়াসনামক এক দেবাত্মজ বীরবর তাহার সহিত ঘোরতর রণ করিলেক, কিন্তু কাহারও পরাজয় হইল না, উভয় দলের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইলে পরে সন্ধি করিয়া উভয় সৈন্য স্ব স্ব শববৃন্দ শোকবিগলিত নয়নাসারে ধৌত করিয়া ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে সর্ব্বগ্রাসী বৈশ্বানরকে বলিস্বরূপ প্রদান করিল। গ্রীকেরা শিবির সম্মুখে এক প্রাচীর রচিত করিয়া তৎসন্নিধানে এক গভীর পরিখা খনন করিল।]

রজনীযোগে লেম্‌নস্‌ দ্বীপ হইতে তত্রস্থ লোকপাল ঈশনপুত্র উনীয়স্‌প্রেরিত এক সুরাপূর্ণ পোত শিবিরসন্নিধানে সাগরতীরে আসিয়া উত্তরিলে, গ্রীক্‌যোধেরা কেহ বা পিতল, কেহ বা উজ্জ্বল লৌহ, কেহ বা পশু-চর্ম্ম, কেহ বা বৃষভ, কেহ বা রণবন্দী, এই সকলের বিনিময়ে সুরা ক্রয় করিয়া সকলে আনন্দে পান করিতে লাগিল। ট্রয় নগরেও এইরূপ আনন্দোৎসব হইল। পরে দীর্ঘকেশী অশ্বদমী ট্রয়স্থ যোধসকল যে যাহার স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। দেবকুলপতির ইচ্ছামত আকাশ-মণ্ডল সমস্ত রাত্রি উজ্জ্বল হইয়া অশনিস্বনে চারি দিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

রজনী প্রভাতা হইলে ঊষাদেবী পূর্ব্বাশা হইতে ভগবতী বসুমতীর বরাঙ্গ যেন কুসুমময় পরিধানে পরিহিত করিলেন। অমরাবতীতে দেবসভা হইল। দেবকুলনাথ গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবদেবী-বৃন্দ! তোমরা আমার দিকে মনোভিনিবেশ কর। আমার এ ইচ্ছা যে, কি দেবী কি দেব কেহই কি গ্রীক্‌ কি ট্রয় সৈন্যদলের এ রণ-ক্রিয়ায় কোন সাহায্য না করেন। যিনি আমার

এ আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবেন, আমি তাঁহাকে বিস্তর শাস্তি দিব, আর তাঁহাকে এ আলোকময় স্বর্গ হইতে তিমিরময় পাতালে আবদ্ধ করিয়া রাখিব, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ আমার রণপরাক্রমের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে আইস, এক সুবর্ণ-শৃংখল ত্রিদিবে উদ্বন্ধন করিয়া তোমরা ত্রিদিবনিবাসী সকল এক দিক্ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া দেখ, তোমাদিগের সর্ব্বপ্রধান জ্যুস্কে স্থলচ্যুত করিতে পারক হও কি না। কিন্তু আমি মনে করিলে তোমাদিগকে সসাগরা সদ্বীপা বসুমতীর সহিত উচ্চে তুলিতে পারি। অতএব আমি তোমাদের মধ্যে বলজ্যেষ্ঠ। অন্যান্য দেবদেবীনিকর দেবেশ্বরের এই গম্ভীর বাক্য সসম্ভ্রমে শ্রবণ করিয়া নীরবে রহিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী কহিলেন, হে দেবপিতঃ! হে পুরুষোত্তম! আমরা বিলক্ষণ জানি, যে তুমি পরাক্রমে দুর্ব্বার। কিন্তু গ্রীক্দলের দুঃখে আমার অন্তঃকরণ সদা চঞ্চল। তথাপি তোমার এ আজ্ঞা অবজ্ঞা করিতে কোন মতেই সাহস করিব না। রণকার্য্যে হস্ত নিক্ষেপ করিব না। কিন্তু এই মিনতি করি, যে তাহাদিগকে হিতকর পরামর্শ দিতে আপনি আমাকে অনুমতি দেন। মেঘ-বাহন সহাস বদনে উত্তর করিলেন, হে প্রিয় দুহিতে! তোমার এ মনোরথ সুসিদ্ধ কর, তাহাতে আমার কোন বাধা নাই।

এই কহিয়া দেবকুলপতি ব্যোমযানে আরোহণ করিলেন। এবং পিতলপদ, কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত আশুগতি অশ্বসমূহে পৃথিবী ও তারাময় নভস্থলের মধ্য দিয়া অতিদ্রুতে উৎসময়ী বনচরযোনি ঈডানামক গিরিশিরে উত্তীর্ণ হইলেন। সে স্থলে গার্গর নামে দেবপতির এক সুরম্য উপবন ছিল। সেই স্থলে দেবনাথ ব্যোমযান মায়া-মেঘে আবৃত করিয়া আপনি আসীন হইয়া রণ-ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

বিভাবরী প্রভাতা হইলে দীর্ঘকেশী গ্রীক্গণ স্ব স্ব শিবিরে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধা করিয়া ভোজনান্তে রণসজ্জা গ্রহণ করিলেন। ও দিকে ত্রয় নগরের রাজতোরণ উদ্ঘাটিত হইলে, রণব্যগ্র রথারূঢ় পদাতিকগণ হুহুংকারে বহির্গত হইল। দুই সৈন্য পরস্পর নিকট-বর্ত্তী হইলে ফলকে ফলকাঘাতে কুন্তে কুন্তাঘাতে ভৈরবারব উদ্ভবিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে আর্ত্তনাদ ও প্রগল্ভতাসূচক নিনাদে চতুর্দ্দিক্ পরিপূরিত হইল। এবং ক্ষণমাত্রেই ভূতলে শোণিত-স্রোতঃ বহিতে লাগিল। এইরূপে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত মহাহব হইতে লাগিল।

রবিদেব আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলে দেবকুলপতি সহসা ঈডাগিরিচূড়া হইতে ইরম্মদস্রোতঃ বায়ুপথে মুহুর্মুহুঃ বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। ও বজ্রগর্জ্জনে জগজ্জনের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পাণ্ডুগণ্ড শংকা গ্রীক্দিগকে সহসা আক্রমণ করিল। এমন কি রাজকুলচক্রবর্ত্তী আগেমেম্ননাদি বীরকুল-চূড়ামণিরাও বীরবীর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কেবল বৃদ্ধ রথী নেস্তর রথের অশ্ব সুন্দর বীর স্কন্দরনিক্ষিপ্ত শরে গতিহীন হওয়াতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন না। দূরে সামর্থ্যশালী রথী হেক্টরের দ্রুত রথ সৈনাদল হইতে সহসা বহির্গত হইয়া রণোক্ষেত্রাভিমুখে ধাইতেছে, এই দেখিয়া রণ-বিশারদ দ্যোমিদ্ বীরবর অদিস্যুস্কে ভৈরবে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, কি সর্ব্বনাশ! হে বীরকেশরী, তুমিও কি এক জন ভীরু জনের ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইলে। ঐ দেখ, কৃতান্তরূপে অরিন্দম হেক্টর এ দিকে আসিতেছে, আইস, আমরা এ বৃদ্ধ বীরকে আপনাদের বক্ষরূপ ফলকে আশ্রয় দিয়া এ বিপদ্-স্রোত হইতে রক্ষা করি।

বীরবরের এই বাক্য ভয়ংকর কোলাহলে প্রলীন হওয়াতে বীরপ্রবর অদিস্যুসের কর্ণ-গোচর হইতে পারিল না। বীরপ্রবর শিবিরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। এই দেখিয়া রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ বৃদ্ধ বীর নেস্তরের রথাগ্রে উগ্রভাবে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, হে নেস্তর, তোমার বাহুযুগলে কি আর যুবজনের বল আছে, যে তুমি ঐ

আগন্তুক রিপুকুলকৃতান্তকে দেখিয়া এখানে রহিয়াছ, তুমি শীঘ্র আমার রথে আরোহণ কর।

বৃদ্ধ বীরবর আপন রথ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের সারথি দ্বারা সসারথি করিয়া দ্যোমিদের রথে আরোহণপূর্ব্বক রশ্মি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং সে বীরবরের সারথ্যক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রথ অতি শীঘ্র বীরকেশরী হেক্‌টরের রথের নিকট উপস্থিত হইল, এবং রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌ কৃতান্তদণ্ড-স্বরূপ দণ্ডাঘাতে ট্রয়রাজকুলের নিত্য ভরসা-স্বরূপ ভাস্বর-কিরীটী হেক্‌টরের সারথিকে মরণপথের পথিক করিলেন। অতি ত্বরায় আর এক জন সারথি রাজকুমারের রথারোহণ করিলে, বীরকেশরী ক্ষুণ্ণ ও রোষান্বিত চিত্তে জলদপ্রতিম-স্বনে ঘোরনাদ করিয়া উঠিলেন। এবং তন্দণ্ডে কুলিশনিক্ষেপী কুলিশী বজ্রাঘাতে রণকোবিদ দ্যোমিদের অশ্বদলকে ভয়াতুর করিলেন। আশুগতি অশ্বদল সভয়ে ভূতলশায়ী হইল। এবং মহাতঙ্কে বৃদ্ধ সারথিবর ব্রতাদৃশ বিহ্বলচিত্ত হইলেন, যে অশ্বরশ্মি তাঁহার হস্ত হইতে চ্যুত হইল। তখন তিনি গদগদ বচনে কহিলেন, হে দ্যোম্মিদ্‌! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, যে বিশ্বপিতা দেবেন্দ্র ঐ দুর্দ্ধর্ষ ধন্বীকে অদ্য সমরে দুর্নিবার করিতে অতীব ইচ্ছুক। অতএব ইহার সহিত এ সমরে রণরঙ্গে প্রবৃত্তি মতিচ্ছন্ন মাত্র। দ্যোমিদ্‌ কহিলেন, হে তাত, এ সত্য কথা বটে; কিন্তু পলায়ন সাধন দ্বারা এ দুরন্ত হেক্‌টরের আত্মশ্লাঘা বৃদ্ধি করা কোন মতেই আমার মনোনীত নহে। বৃদ্ধবর উত্তর করিলেন, হে দ্যোমিদ্‌! তোমার এ কি কথা! তোমার পরাক্রম পবকুলে সর্ব্ব-বিদিত; যদ্যপি হেক্‌টর তোমাকে ভীরু ভাবিয়া হেয় জ্ঞান করে, তবে ট্রয় নগরে তোমার হস্তে বীরবৃন্দের বিধবা গৃহিণীদলকে দেখিলে তাহার সে ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে।

এই কহিয়া বৃদ্ধ রথী শিবিরাভিমুখে রথ পরিচালিত করিতে লাগিলেন। হেক্‌টর গম্ভীর নিনাদে কহিলেন, হে দ্যোমিদ্‌! তুমি কি এক জন ভীরু কুলবালার ন্যায় বীরব্রতে ব্রতী হইতে চাহ না? হে বলীজ্যেষ্ঠ! এই কি তোমার রণব্রতের প্রতিষ্ঠা! বীরবরের এই কথা শুনিয়া রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌ রণেচ্ছুক হইয়া ফিরিতে চাহিলেন; কিন্তু ঘন ঘনঘটার গর্জ্জনে এবং সৌদামিনীর অবিরত স্ফুরণে ভীত হইয়া সে আশা পরিত্যাগ করিলেন। বীরেশ্বর হেক্‌টর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে ট্রয়স্থ বীরবৃন্দ! আইস! আমরা স্বসাহসে গ্রীক্‌দলের রচিত প্রাচীর আক্রমণ করি, আর মূঢ়দিগকে দেখাই, যে আমাদিগের দুর্নিবার্য্য বীরবীর্য্য ওরূপ অবরোধে রুদ্ধ হইবার নহে, আর আমাদিগের বায়ুপদ অশ্বাবলী ওরূপ পরিখা অতি সহজে লম্ফ দিয়া উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। চল, আমরা ত্বরায় যাই। আমার বড় ইচ্ছা যে ঐ স্বর্ণফলক, যাহার খ্যাতি জগজ্জনবিদিতা, তাহা কাড়িয়া লই; ও রণ-দুর্ম্মদ দ্যোমিদের বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত কবচও আত্মসাৎ করি। হেক্‌টরের এই প্রলম্ভ বাক্যে ভগবতী হীরী সরোষে যেন সিংহাসনো-পরি কম্পমানা হইয়া উঠিলেন। মহাগিরি অলিম্পস্‌ও সে আকস্মিক চালনায় থর থর করিয়া অধীর হইয়া উঠিল। দেবরাণী সক্রোধে নীরেশ পশেবদন্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাকায় ভূকম্পকারী জলদলপতি! গ্রীক্‌দলের এ অবস্থা দেখিয়া তোমার কি দয়ার লেশমাত্র হয় না। জলরাজ বরুণ উত্তর করিলেন, হে কর্কশভাষিণী হীরী! তুমি ও কি কহিলে? আমি কি দেবকুলেন্দ্রের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে সক্ষম?

দেবদেবীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ট্রয়দলস্থ অশ্বাবলী ও ফলকধারী-দলে সেনানী স্কন্দরূপী অরিন্দম হেক্‌টর প্রাচীররূপ অবরোধ ভেদ করিয়া গ্রীক্‌সৈন্যের শিবিরাবলীতে ও তন্নিকটস্থ সাগরযানসমূহে হুহুঙ্কার নিনাদে অগ্নি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। এ দুর্ঘটনা দেখিয়া গ্রীক্‌-দলহিতৈষিণী বিশালনয়নী দেবী হীরী রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌ননের হৃদয়ে সহসা সাহসাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় এক পোতের উচ্চ চূড়ায়

দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে গ্রীক্ যোধদল! এ কি লজ্জার বিষয়! তোমাদের বীরতা কি কেবল তোমাদের মধ্যেই দেদীপ্যমান। তোমরা কি হেক্টরকে একলা দেখিয়া, রণপরাঙ্মুখ হইতে চাহ। হে প্রজাপতি দেবকুলেন্দ্র! আপনার চিরসেবায় কি আমার এই ফল লাভ হইল! এরূপ লজ্জারূপ তিমিরে কোন দেশে কোন রাজার কোন কালে গৌরবরবি ম্লান হইয়াছে। হে পিতঃ! তুমি অদ্য এ সেনাকে এ বিষম বিপদ্ হইতে মুক্ত কর! রাজচক্রবর্ত্তীর এতাদৃশ করুণারসান্বিত স্তুতিবাক্যে দেবকুলপতির হৃদয়ে করুণারসের সঞ্চার হইল। রাজহৃদয় শান্তকরণ-বাসনায় দেবরাজ পক্ষিরাজ গরুড়কে একটি মৃগশাবক ক্রম দ্বারা আক্রমণ করাইয়া খমুখে উড়াইলেন। এই সুলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া গ্রীক্‌যোধসকল বীরপরাক্রমে হুহুঙ্কার ধ্বনি করতঃ আক্রমিত রিপুদলের সহিত যুঝিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় দলের অনেকানেক বীর পুরুষ সমরশায়ী হইল। ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বরের বাহুবলে গ্রীক্‌সৈন্যমণ্ডলী চতুর্দ্দিকে লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল। বীরকেশরী সর্ব্বভুকের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইলেন।

শ্বেতভুজা দেবী হীরী প্রিয়পক্ষের এ দুর্গতিতে নিতান্ত কাতরা হইয়া দেবী আথেনীকে কহিতে লাগিলেন, হে সখি! হে দেবকুলেন্দ্রদুহিতে! আমরা কি গ্রীক্‌দলকে এ বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করিতে যথার্থই অশক্ত হইলাম। ঐ দেখ, রিপুকুলান্ত দুর্দ্দান্ত হেক্টর এক শরে অদ্য গ্রীক্‌দলের সর্ব্বনাশ করিল। দেবী আথেনী উত্তরিলেন,এ ত বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, যদ্যপি আমার পিতা দেবপতি ও দুরাত্মার সহায় না হইতেন, তবে ও এতক্ষণ কোথায় থাকিত! কিন্তু আইস! তোমার রথে তোমার বায়ুগতি অশ্ব যোজনা কর! আমি ক্ষণমধ্যে দেবধামে প্রবেশ করিয়া রণবেশ ধারণ করিয়া আসি। দেখি, রণক্ষেত্রে আমাকে দেখিয়া ভাস্বর-কিরীটী প্রিয়ামৃপুত্রের হৃদয়ে কি আনন্দভাবের আবির্ভাব হয়। ভগবতী হীরী মনোরঙ্গে ত্বরিতগতিতে আপন তুরঙ্গম-অঙ্গ রণপরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করিলেন।

দেবী আথেনী আপন নিত্য অতীব মনোরম বসন পরিত্যাগ করিয়া কবচাদি রণভূষণে বিভূষিত হইয়া আগ্নেয় রথে আরোহণ করিলেন। যে ভীষণ শূলে দ্বারা দেবী রোষ-পরবশা হইয়া মহা মহা অক্ষৌহিণীকে রণ-ক্ষেত্রে এক মুহূর্ত্তে ক্ষত বিক্ষত করেন, সেই ভয়গর্ভ শূল দেবীর হস্তে শোভিতে লাগিল, শ্বেতভুজা দেবী হীরী সারথ্যকার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। অমরাবতীর কনক-তোরণ আপনা আপনি সহজে খুলিল। নভোমণ্ডলে ভীষণ স্বনে ব্যোমযান ভূতলাভিমুখে ধাইতেছে এমন সময়ে ঈডা নামক শৃঙ্গধরের তুঙ্গতম শৃঙ্গ হইতে মহাদেব দেবীদ্বয়কে দেখিয়া অতিরোষে গরুত্মতী দেবদূতী ঈরীষাকে কহিলেন, তুমি, হে হৈমবতী দেবদূতি! অতি শীঘ্র ঐ দুটি দুষ্টা কলহপ্রিয়া দেবীকে অমরাবতীতে ফিরিয়া যাইতে কহ। নচেৎ আমি এই দণ্ডে প্রচণ্ড আঘাতে উহাদিগের রথ চূর্ণ করিয়া দিব! এবং বাজীব্রজকে খঞ্জ করিয়া ফেলিব। দেবদূতী দেবাদেশে বাত্যাগতিতে চলিলেন। এবং দেবীদ্বয়কে অমরাবতীতে ফিরাইয়া দিলেন। কতক্ষণ পরে দেবকুলেন্দ্র আপন সুচক্র ও সুন্দর স্যন্দনে অলিম্পুসের শিরঃস্থিত নিত্যানন্দ ভবনে পুনরাগমন করিলেন। এবং আপনার উগ্রচণ্ডা পত্নী দেবী হীরীকে কহিলেন, যত দিন পর্য্যন্ত রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্ বীরচক্রবর্ত্তী আকিলীসের রোষাগ্নি নির্ব্বাণ না করে, তত দিন ভাস্বর-কিরীটী হেক্টরের নাশক পরাক্রমে গ্রীক্‌-দলের এই অনির্ব্বচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিবে। অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দিননাথ জলনাথের নীল জলে যেন নিমগ্ন হইয়া আপন কাঞ্চন কিরণজাল সংবরণ করিলেন। রজনী সমাগমে গ্রীক্‌দল আনন্দসাগরে ভাসিলেন। কিন্তু ট্রয়স্থ বীর-বরেরা অসন্তুষ্টচিত্তে রণকার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলেন। ভীমশূলপাণি হেক্টর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ! ভাবিয়াছিলাম, যে অদ্য রণে গ্রীক্‌দলের গৌরবরবিকে চির রাহু-

গ্রাসে নিপাতিত করিব; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিরামদায়িনী নিশাদেবী, দেখ, আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সুতরাং আমাদিগের এক্ষণে বিরামলাভেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু অদ্য এই স্থলেই আমাদের অবস্থিতি। কেহ কেহ নগর হইতে সুখাদ্য পিষ্টকাদি দ্রব্য ও সুপেয় সুরাদি পানীয় দ্রব্য আনয়ন কর, এবং নগরবাসী জনগণকে সাবধানে রজনীযোগে নগর রক্ষার্থে কহ, এবং বাজীরাজীর রথবন্ধন নির্ব্বন্ধন কর, এবং তাহাদিগের খাদ্য দ্রব্য সকল তাহাদিগকে প্রদান কর, দেখি, কোন গ্রীক্‌যোধ আগামী কল্য আমাদিগের পরাক্রম হইতে নিষ্কৃতি পায়।

বীরবরের এই বাক্যে ট্রয়স্থ যোধনিকর মহানন্দে সিংহনাদ করিল। এবং তাঁহার বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিল। অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া রণীগণ রণসাজে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রণভূমিতে বসিল, যেমন অভ্রশূন্য নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলী নক্ষত্ররাজের চতুষ্পার্শ্বে দেদীপ্যমান হওতঃ তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলসকল ও দূরস্থিত বন উপবন আলোক বর্ষণে দৃশ্যমান করায়, এবং মেষপালদলের আনন্দ উৎপাদন করে, সেইরূপ গ্রীক্‌শিবির ও স্কন্দস্ নদস্রোতের মধ্যস্থলে ট্রয়দলস্থ অগ্নিকুণ্ডসমূহ শোভিতে লাগিল। এক সহস্র অগ্নিকুণ্ড জ্বলিল। প্রতি কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে পঞ্চাশৎ রণবিশারদ রণী বিরাজ করিতে লাগিলেন। রণীযূথের সন্নিধানে অশ্বাবলী ধবল যব ভক্ষণ করিতে লাগিল, এইরূপে সকলে কনক-সিংহাসনাসীনা ঊষার অপেক্ষায় সে রণক্ষেত্রে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজকুলেন্দ্র বৃদ্ধ প্রিয়াম্‌নন্দন অরিন্দম হেক্টর এইরূপ স্বদলবলে রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গ্রীক্‌শিবিরে এক মহাতঙ্ক উপস্থিত হইল। অনেকানেক বলীগণ সভয়ে পলায়ন-তৎপর হইল। সৈন্যের এরূপ সাহস-শূন্যতায় নেতা মহোদয়েরা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। যেমন দুই বিপরীত কোণ হইতে বেগবান্ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিলে মকর ও মীনাকর সাগরে জলরাশি অশান্তভাবে স্ফুরিতে থাকে গ্রীক্‌সেনাপতিদলের মনও সেইরূপ বিকল ও বিহ্বল হইয়া উঠিল।

রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্ অতীব ব্যথিত হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং রাজবন্দীবৃন্দকে অতি মৃদুস্বরে নেতৃবৃন্দকে সভামণ্ডপে আহ্বান করিতে আজ্ঞা করিলেন। সভা হইল, রাজচক্রবর্ত্তী জলপূর্ণ প্রস্রবণের ন্যায় অনর্গল অশ্রুবিন্দু নিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ কহিলেন, হে বান্ধবদল, হে গ্রীক্‌কুলনাশক, হে অধিপতিগণ! দেখ, নির্দ্দয় দেবকুলপিতা অদ্য আমাকে কি বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত করিয়াছেন। যাত্রাকালে তিনি আমাকে যে আশা ভরসা দিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী করিতে, বোধ হয়, তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক। হায়! আমরা কেবল বিফলে বহু প্রাণ হারাইবার জন্য এ কুদেশে কুলগ্নে আসিয়াছিলাম! এক্ষণে চল, আমরা দূর জন্ম-ভূমিতে ফিরিয়া যাই! এ মহানগর ট্রয় পরাভূত করা আমাদের ভাগ্যে নাই। রাজচক্রবর্ত্তীর এই বাক্যে গ্রীক্‌দল স্বশোকে যেন অবাক্ হইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ উঠিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয়! আমি যাহা কহিতে বাঞ্ছা করি, সে লাঞ্ছনা-উক্তিতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। দেবকুলপিতার ভয়ে আমরা সকলেই তোমার অধীন বটি; কিন্তু এরূপ পদপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উপযুক্ত পরাক্রম তোমাতে নাই। তুমি এ কি কহিতেছ? বীরযোনি হেলাসের পুত্র গোত্র কি এতাদৃশ বীর্য্যবিহীন, যে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবে। যদি তোমার এমত ইচ্ছা হয়, তবে তুমি প্রস্থান কর। তোমার ঐ পথ তোমার সম্মুখে প্রতিবন্ধকবিহীন। আর কেহই এরূপ করিতে বাসনা করে না। আর কেহই ত্রাসে পরবশ হইয়া এরূপ বাসনা করে না। রণবিশারদ দ্যোমিদের এ কথায় সকলে প্রশংসা করিলেন। বিজ্ঞবর নেস্তর কহিলেন, হে দ্যোমিদ্! তুমি যথার্থ কহিয়াছ! এ দেশ পরিত্যাগ করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্তু এ স্থলে এ বিষয়ের আন্দোলন করাও অনুচিত, অতএব

হে রাজচক্রবর্ত্তী! তুমি প্রধান প্রধান নেতা মহোদয়গণকে আপন শিবিরে আহ্বান কর, এবং তদগ্রে কতিপয় রণকোবিদ বাহুবলশালী বীরদলকে পরিখার সন্নিকটে এ শিবিরের রক্ষা কার্য্যে প্রেরণ কর। বিজ্ঞবরের এ আজ্ঞা রাজা শিরোধার্য্য করিলেন। রাজশিবিরে প্রথমে লোকনাথ দলের পরিতোষার্থে উপাদেয় ভোজন পান সামগ্রী দাসদল আনয়ন করাইলেন। ভোজন পানে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারিত হইলে, বৃদ্ধ নেস্তর কহিতে লাগিলেন, হে রাজ-চক্রবর্ত্তী! আমি যাহা কহিতেছি, আপনি তাহা বিশেষ মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন। আমার বিবেচনায় বীরকেশরী আকিলীসের সহিত কলহ করা আপনার অতীব অন্যায় হইয়াছে, কেন না, আপনি বিলক্ষণ জানিবেন যে, বীরকুলহর্য্যক্ষের বাহুবলস্বরূপ আবৃতি ব্যতীত এমন কোন আবরণ নাই, যে তদ্দ্বারা আপনি ঐ ভাস্বর-কিরীটী হেক্‌টরের নাশক অস্ত্রাঘাত হইতে এ সৈন্যের রক্ষা করিতে পারেন। বিজ্ঞবরের এই কথায় রাজচক্রবর্ত্তী কহিলেন, হে ভগবন্! হে তাত! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ। কিন্তু আমি রোষ-পরবশ হইয়া যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, এই তাহার সমুচিত দণ্ড বটে! এক্ষণে ভগ্ন প্রীতি-শৃঙ্খল পুনর্যুক্ত করিতে আমি সেই অস্পৃষ্টা কুমারী ব্রীষীশা সুন্দরীর সহিত তাহাকে বিবিধ মহার্হ ধন দিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি, যদ্যপি ভগবান্ দেবকুল-পিতা আমাদিগকে রণজয়ী করেন, তাহা হইলে আমার রাজপুরে তিনটি পরম সুন্দরী নন্দিনীর মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহার সহিত বিনা পণে উহার পরিণয়ক্রিয়া সমাধা করিব। আর যৌতুকরূপে জনসমাকীর্ণ সপ্ত-খানি গ্রাম দিব। যে ব্যক্তি সাধনা করিলে বশবর্ত্তী না হয়, সকলে তাহাকে ঘৃণা করে, এমন কি, কৃতান্ত দেব দেবকুলোদ্ভব হইয়াও এই দোষে নিখিল জগন্মণ্ডলে ঘৃণাস্পদ হইয়াছেন। বীরকেশরীকে কহিও, যে এই সকল দ্রব্যজাত গ্রহণ করিয়া সে আমার পুনরায় আজ্ঞাকারী হউক! আমি এ সৈন্য-দলের অধ্যক্ষ এবং বয়সেও তাহার জ্যেষ্ঠ!

রাজবাক্যে বিজ্ঞবর নেস্তর মহা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে রাজকুলপতি! এই তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম বটে! অতএব এই নেতৃদলের মধ্য হইতে কতিপয় বিজ্ঞতম জনকে এ সুবার্ত্তা বহনার্থে বীরকেশরীর শিবিরে প্রেরণ কর। আমার বিবেচনায়, দেবপ্রিয় ফৈনিক্স, মহেষ্বাস আয়াস ও অভিজ্ঞ অদিসুসের সহিত হদ্যুস ও উরুবাতীস্ দূতদ্বয়কে এ কার্য্য সাধনার্থে প্রেরণ করিলে ভাল হয়। কিন্তু যাত্রাগ্রে শান্তিজল ইহাদের উপরি সেচন কর, আর তোমরা সকলে মঙ্গলার্থে মঙ্গলদাতা জ্যুসের সকাশে প্রার্থনা কর।

পরে পঞ্চ জন ধীরে ধীরে উচ্চ বীচিময় সাগরতটপথ দিয়া বীরকেশরী আকিলীসের শিবিরাভিমুখে চলিলেন, এবং বসুধাপরি-বেষ্টিত জলদলপতিকে মঙ্গলার্থে স্তুতি করিতে লাগিলেন। বীরকেশরীর শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তিনি এক সুনির্ম্মিত মধুরধ্বনি বীণা সহকারে বীরকুলের কীর্ত্তি সংকীর্ত্তন করিয়া আপন চিত্তবিনোদন করিতেছেন। সখা পাত্রক্লুস্ নীরবে সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। 'সর্ব্বাগ্রে দেবোপম অদিসুস শিবিরদ্বারে উপনীত হইলেন। বীরকেশরী পঞ্চ জনের সহসা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আসন পরিত্যাগ করতঃ তাহাদিগের হস্ত আপন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, হে বীরেন্দ্রবর! আসিতে আজ্ঞা হউক! এই কহিয়া বীর-কেশরী অতিথিবর্গকে সুন্দরাসনে বসাইলেন। এবং পাত্রক্লুস্‌কে কহিলেন, হে সখে! তুমি উত্তম পাত্র দ্বারা উত্তম সুরা শীঘ্র আনয়ন কর। কেন না, অদ্য আমার এ বাসস্থলে আমার পরমপ্রিয় মহোদয়গণ শুভাগমন করিয়াছেন। বীর অতিথিবর্গের আতিথ্য ক্রিয়া সুচারুরূপে সমাধা হইলে অদিসুস কহিতে লাগিলেন, হে দেবপুষ্ট ধন্বী, আমরা যে কি হেতু তোমার এ শিবিরে আগমন করিয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ কর। আমাদিগের জীবন মরণ অধুনা তোমারি হস্তে। কেন না, এ দলের সংকটকারী হেক্‌টর স্ববলে আমাদিগের শিবির-সন্নিকটে অবস্থিতি করিতেছে, এবং

তাহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, আমাদিগের পোত সকল ভস্মসাৎ করিয়া আমাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। অতএব তুমি মনোনিকৃন্তন-কারী রোষ অন্ত করিয়া পুনরায় স্বকুন্তে আমাদিগকে রক্ষা কর।

রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ তোমার সহিত সন্ধি করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র। এবং তোমাকে কৃশোদরী ব্রীষীশার সহিত বহুবিধ ধন দিতে প্রস্তুত। এবং তাঁহার তিন লাবণ্যবতী দুহিতার মধ্যে, যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তাহার সহিত তোমার পরিণয় দিতে সম্মত আছেন, কিন্তু যদ্যপি, হে রিপুসূদন, এ সকল বস্তু গ্রহণে তোমার রুচি না হয়, তথাচ রিপু-পীড়িত গ্রীক্‌যোধদলের প্রতি তুমি দয়া কর। এবং তাহাদিগের প্রাণদানে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ কর। আর এই সুযোগে নিষ্ঠুর রিপু হেক্‌টরকেও ঘোর রণে বিনষ্ট করিয়া অক্ষয় যশঃ লাভ কর।

বীরকেশরী আকিলীস্ উত্তর করিলেন, হে অদিস্যুস, আমি তোমাদিগের নিকট আমার মনের কথা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিব। সে কপট ব্যক্তি নরকদ্বার তুল্য আমার নিকট ঘৃণিত ; যে তাহার মনঃভেদবাক্য রসনাকে কহিতে দেয় না। এরূপ ব্যক্তি নরাধম। রাজ-চক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌ননের সহিত আমার ভগ্ন প্রণয়শৃঙ্খল আর কোন মতেই সুশৃঙ্খল হইতে পারে না।

দেখ! যেমন বিহঙ্গী পক্ষবিহীন ও আত্ম-রক্ষাক্ষম শিশু শাবকগুলির পালনার্থে বহু-বিধ আয়াস সহ্য করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করে, আপন জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেইরূপ আমি এ সেনার হিতার্থে কি না করিয়াছি ; কত শত কৃতান্তসদৃশ রিপুকুলান্তক রিপুর সহিত ঘোরতর সমর করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে আমার কি ফল লাভ হইয়াছে। তোমরা সকলে স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। কল্য আমি সাগরপথে স্বজন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইব।

বীরকেশরীর এই নিষ্ঠুর বাক্যে মুগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সাধিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের যত্ন অকর্ম্মণ্য ও বিফল হইল। বীরকেশরী আকিলীসের হৃদয়কুণ্ডে প্রচণ্ড রোষাগ্নি পূর্ব্ববৎ জ্বলিত রহিল। দূত মহোদয়েরা বিষণ্ণ বদনে রাজশিবিরে প্রত্যাগমন করিলে রাজচক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রশংসাভাজন অদিস্যুস্! হে গ্রীক্‌কুলের গৌরব! কি সংবাদ। তোমরা কি কৃতকার্য্য হইয়াছ। অদিস্যুস্ উত্তর করিলেন, মহারাজ! বীরকেশরী আকিলীস্ এ সেনার হিতার্থে রণ করিতে নিতান্ত অনভিলাষুক। কল্য প্রত্যূষে তিনি সাগরপথে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। এ কুসংবাদে রাজচক্রবর্ত্তীকে নিতান্ত কাতর ও উন্মনা দেখিয়া রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্ কহিলেন, মহারাজ, এ দুরন্ত প্রগল্‌ভী মূঢ়ের নিকট আপনার দূত প্রেরণ করা অতীব আশ্চর্য্য হইয়াছে। কেন না, আপনার বিনীতভাবে তাহার আত্মশ্লাঘা শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করুক। হয় ত, কালে দেবতা তাহাকে রণোৎসুক করিবেন। এক্ষণে আমাদের সকলেব বিশ্রাম লাভ করা আবশ্যক। প্রত্যূষে হৈমবতী ঊষা সন্দর্শন দিলে তুমি আপনি পদাতিক ও বাজীরাজী ও রথগ্রামে পরি-বেষ্টিত হইয়া সমরক্ষেত্রে বীববীর্য্যে কার্য্য সমাধা কর। দেখ, ভাগ্যদেবী কি করেন। রণবিশারদ দ্যোমিদের এতাদৃশী মন্ত্রণা নেতৃ-গোত্রে প্রশংসনীয় হইল। পরে সকলে গাত্রোত্থান করতঃ যে যাহার শিবিরে বিরাম লাভার্থে গমন করিলেন।

অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব শিবিরে স্বচ্ছন্দে নিদ্রাদেবীর উৎসঙ্গ প্রদেশে বিরাম লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরামদায়িনী রাজ-চক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌ননের শিবিরে যেন অভিমানে প্রবেশ করিলেন না, সুতরাং লোকপাল মহোদয় দেবীপ্রসাদে বঞ্চিত হইলেন। যেমন, সুকেশা দেবী হীরীর প্রাণেশ দেবকুলপতি যৎকালে আসার, কি শিলা, কি তুষারবর্ষণেচ্ছুক হন, বাত্যারম্ভে আকাশমণ্ডল এক প্রকার ভৈরব রবে পরিপূর্ণ হয়, অথবা যেমন, কোন দেশে রণরূপ রাক্ষস নরকুলের গ্রাসাভিপ্রায়ে আপন বিকট মুখ ব্যাদান করিবার অগ্রে এক প্রকার ভয়াবহ শব্দ

সে দেশে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ রাজ-শয়নাগার মহারাজের হাহাকারপূর্ব্বক আর্ত্তনাদে ও দীর্ঘনিশ্বাসে পূরিয়া উঠিল। যত বার তিনি রণক্ষেত্রবর্ত্তী বিপক্ষ পক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নিকুণ্ড-মণ্ডলীর একত্র সংগৃহীত অংশুরাশি দর্শনে তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় অন্ধ হইয়া উঠিল। অনিলানীত মুরলী ও বেণু প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ সঙ্গীতযন্ত্রের সুমধুর বিশুদ্ধ তানলয়ে মিশ্রিত কোলাহল ধ্বনিতে শ্রবণালয় যেন অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল। যত বার তিনি স্বসৈন্যের প্রতি দৃষ্টি পরিচালনা করিলেন, তাহাদিগের নিরানন্দ অবস্থায় তিনি আক্ষেপ ও রোষে কেশ ছিঁড়িতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে যে শয্যাক্ষেত্র দুর্ভাবনারূপ কৃষীবল তীক্ষ্ণ কণ্টকময় করিয়াছিল, সে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ গাত্রোত্থান করিলেন।

প্রথমে বক্ষদেশ সুবর্ণকবচে আবৃত করিলেন। পরে পদযুগে সুন্দর পাদুকাদ্বয় বাঁধিলেন। এবং পৃষ্ঠদেশে এক প্রশস্ত পিঙ্গলবর্ণ সিংহচর্ম্ম ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে স্বীয় সুদীর্ঘ শূল লইলেন। স্কন্দপ্রিয় বীরকেশরী মানিলুসও স্বশিবিরে সৈন্যের দুর্দ্দশাজনিত ব্যাকুলতায় নিদ্রা পরিহরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন, এবং রণের বেশ বিন্যাস করিয়া স্বীয় রাজভ্রাতার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে পথিমধ্যে রথীদ্বয়ের সমাগমন হইল। কনিষ্ঠ কহিলেন, হে বন্দনীয়! আপনি কি নিমিত্ত এ সময়ে এ পরিচ্ছদে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনার কি এই ইচ্ছা যে, রিপু-দলে কোন গুপ্তচরকে গুপ্তভাবে প্রেরণ করেন! এ ঘোর তিমিরময় রজনীযোগে এ অসাধ্য অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে কাহার সাধ্য হইবে।

রাজচক্রবর্ত্তী উত্তর করিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি সুমন্ত্রণার্থে বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের শিবিরে যাত্রা করিতেছি। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, দেবকুলপতি প্রিয়ামনন্দন অরিন্দম হেক্‌টরের নিতান্ত পক্ষ হইয়াছেন। নতুবা কোন একেশ্বর নরযোনি বলী এরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে পারে? মনে করিয়া দেখ, গত দিবসে এ দুর্দ্দান্ত অশান্ত ব্যক্তি কি না করিয়াছিল। গ্রীক্‌সেনার স্মৃতিপথ হইতে ইহার অদ্বিতীয় পরাক্রমের উত্তাপ কি শীঘ্র দূরীকৃত হইবে। হে দেবপুষ্ট ভ্রাতঃ! রিপুকুলত্রাস আয়াস্ ও অন্যান্য সুহৃজ্জনকে গিয়া ডাকিয়া আন। আমি বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের সন্নিকটে যাই। মহারাজ এইরূপে প্রিয় ভ্রাতার নিকট বিদায় লইয়া বিজ্ঞবর নেস্তরের শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, প্রাচীন রণসিংহ কোমল শয্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন। একখানি ফলক দুইটা শূল এবং ভাস্বর শিরস্ক, এই সকল বিচিত্র পরিচ্ছদ নিকটে শোভিতেছে। মহারাজের পদধ্বনিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, বৃদ্ধ যোধপতি কহিলেন, তুমি, এ ঘোর অন্ধকার রাত্রিকালে নিদ্রা পরিহার করিয়া, আমার এ শয়নমন্দিরে সহসা উপস্থিত হইলে কেন। কারণ কহ। নতুবা নীরবে আমার নিকটবর্ত্তী হইলে তোমার আর নিস্তার থাকিবে না, তুমি কি চাহ। দেখ, যদি স্বরসংযোগে তোমাকে চিনিতে পারি। মহারাজ উত্তর করিলেন, হে তাত! হে গ্রীক্-বংশের অবতংস! আমি সেই হতভাগা আগেমেম্‌নন্! যাহাকে দেবরাজ দুস্তর বিপদার্ণবে মগ্ন করিয়াছেন। এ দুরবস্থা হইতে যে আমি কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাই, এই সম্পর্কে তোমার পরামর্শাভিলাষে এরূপ স্থানে । আমি দুর্ভাবনায় একেবারে যেন ও হতজ্ঞান। হে তাত! দেখ, রণ-দুর্ব্বার হেক্‌টর স্ববলে আমাদের শিবিরদ্বারে থানা দিয়া রহিয়াছে। কে জানে, তাহার কৌশলে অদ্য নিশাকালে আমার কি অনিষ্ট ঘটে। বিজ্ঞবর সস্নেহ বচনে কহিলেন, বৎস! আগেমেম্‌নন! আমার বিবেচনায় ত্রিদশাধিপতি হেক্‌টরকে এত দূর আমাদের অপকার করিতে দিবেন না। কিন্তু চল, আমরা উভয়ে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করিগে। আমরা যে বিষম বিপজ্জালে বেষ্টিত, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। এই কহিয়া বৃদ্ধবর আস্তে ব্যস্তে রণশস্ত্র ধারণ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত

দেবোপম জ্ঞানী অদিস্যুসের শিবিরে গমন করিলেন। অদিস্যুস অতিশীঘ্র বীরদ্বয়ের আহ্বানে শিবিরের বহির্গত হইলেন। পরে তিন জনে একত্রে রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের শিবির-সন্নিকটে দেখিলেন যে, বীরকেশরী রণসজ্জায় নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে শূলী-দলের চ্যুত শূলাগ্র বিদ্যুতের ন্যায় চক্‌মক্ করিতেছে! প্রাচীন রণসিংহ পদস্পর্শনে সুপ্ত রথীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিলেন, হে দ্যোমিদ্! এ কাল নিশাকালে কি তোমার সদৃশ বীর পুরুষের এরূপ শয়ন উচিত। রণবিশারদ দ্যোমিদ্ চকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, হে বৃদ্ধ! তোমার সদৃশ শ্রান্তিশূন্য জন কি আর আছে! এ সৈন্যে কি কোন যুবক পুরুষ নাই, যে সে তোমাকে বিরাম সাধনে অবকাশ দান করে। এই কহিয়া চারি জন প্রহরীদিগের দিকে চলিলেন। যেমন বন্য পশুময় বনের নিকটে মাংসাহারী পশু-গণের দূরস্থিত ঘোর নিনাদ শ্রবণে সতর্ক হইয়া মেষপালকদলেরা স্ব স্ব মেষপালের রক্ষার্থে বিরামদায়িনী নিদ্রায় জলাঞ্জলি দিয়া শস্ত্র হস্তে জাগিয়া থাকে, বীরবরেরা দেখিলেন, যে প্রহরীদল অবিকল সেইরূপ হইয়াছে। বৃদ্ধবর সন্তোষোক্তি ও সাহসোত্তেজক বচনে কহিলেন, হে বৎসগণ! সেনাকার্য্য সমাধা করিতে হইলে বীর বীর্য্যশালী জনগণের এইরূপই উচিত। অতএব তোমরাই ধন্য! এই কহিয়া বীরবরেরা পরিখা পার হইয়া এক শবশূন্য স্থলে বসিয়া নিভৃতে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞবর নেস্তর কহিলেন, আমাদের মধ্যে এমত সাহসিক ব্যক্তি কে আছে, যে সে গুপ্তচর-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারে। রণবিশারদ দ্যোমিদ্ কহিলেন, আমার সাহস-পূর্ণ হৃদয় এ কঠিন কর্ম্মে আমাকে উৎসাহ প্রদান করে, তবে যদি আমি কোন একজন সঙ্গী পাই, তাহা হইলে, মনোরঙ্গের আরও বৃদ্ধি হয়। বীরবরের এই কথা শুনিয়া অনেকেই তাঁহার সঙ্গে যাইবার প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু তিনি কেবল বিবিধ কৌশলী অদিস্যুসকে সহচর করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বীরদ্বয় ছদ্মবেশ ধরিলেন। এবং অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল দেহাচ্ছাদন-বস্ত্রে গোপনে সঙ্গে লইলেন। উভয়ে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে দেবী আথেনী বায়ুপথে একটি বক পক্ষী উড়াইলেন। সুতরাং ঘোর তিমিরযোগে বীরযুগল সেই শুভ শকুন দেখিতে পাইলেন না। তথাচ পক্ষসঞ্চালনার শব্দে দেবীদত্ত সুলক্ষণ তাঁহাদিগের বোধগম্য হইল। মহাদেবীর বিবিধ স্তুতি বরণান্তে সিংহদ্বয় সে ঘোর অন্ধকারময় রজনীযোগে শবরাশি, ভগ্ন অস্ত্রস্তূপ ও কৃষ্ণবর্ণ শোণিত-স্রোতের মধ্য দিয়া নির্ভয় হৃদয়ে রিপুদলাভি-মুখে নীরবে চলিলেন।

কতক্ষণ পরে দেবাকৃতি অদিস্যুস্ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সহচরকে অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, সখে দ্যোমিদ্! বোধ হয়, যেন কোন একজন অরিপক্ষের শিবিরদেশ হইতে এ দিকে আসিতেছে। আমি এক আগন্তুক জনের পদ-ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু এ কি কোন গুপ্তচর, না তস্কর মৃতদেহ হইতে বস্ত্রাদি চুরি করণাভিলাষে আসিতেছে এ নির্ণয় করা দুষ্কর। আইস! আমরা উহাকে আমাদিগের শিবিরাভিমুখে যাইতে দি। পরে পশ্চাদ্ভাগ হইতে উহার পলায়নের পথ রুদ্ধ করা অতি সহজ হইবে। এই কহিয়া বীর-দ্বয় মৃতদেহপুঞ্জমধ্যে ভূতলশায়ী হইলেন। অভাগা আগন্তুক জন অকুতোভয়ে ও দ্রুত-গমনে গ্রীক্ শিবিরাভিমুখে চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ বীরদ্বয় গাত্রোত্থান করিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। যেমন তীক্ষ্ণদন্ত শুনকদ্বয় বনপথে আর্ত্তনিনাদী কুরঙ্গ কি শশকের পশ্চাতে ধাবমান হয়, বীরদ্বয় সেইরূপ পলায়নোন্মুখ চরের অভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণে দৌড়িলেন। মহাতঙ্কে অভাগা সহসা গতিহীন হইল। এবং সকাতরে কহিল, "হে বীরদ্বয়! তোমরা আমার প্রাণদণ্ড করিও না। আমাকে রণবন্দী করিয়া রাখ, আমার নাম দোলন। আমার পিতা আমাকে মুক্ত করিতে অনেক অর্থ দিবেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই; কেন না, আমি তাঁহার

একমাত্র পুত্র।" প্রিয়ম্বদ অদিস্যুস্ প্রিয়বচনে কহিলেন, "হে দোলন, তোমার ভয় নাই। তোমাকে বধ করিলে আমাদের কি ফল লাভ হইবে। কিন্তু তুমি আমাদের সহিত চাতুরী করিও না, করিলে প্রচুর দণ্ড পাইবে। হেক্টর কোথায়? এবং শিবিরের কোন পার্শ্বে সৈন্যদল নিতান্ত ক্লান্ত অবস্থায় নিদ্রার বশীভূত হইয়া রহিয়াছে?" দোলন রোদন করিতে করিতে কহিল, "হায়! হেক্টরই আমার এই বিপদের হেতু! সে আমাকে নানা লোভ দেখাইযা এই পথের পথিক করিয়াছে। তাহার সহিত নেতৃবৃন্দ দেবযোনি ঈলুসের সমাধিমন্দির-সন্নিধানে পরামর্শ করিতেছে। কোন বিচক্ষণ বীর শিবির রক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত নাই। তথাচ স্থানে স্থানে যোধচয় অস্ত্র ধারণ করতঃ অতি সতর্কে আছে, কিন্তু যদি তোমরা শিবিরে প্রবেশ করিতে চাহ, তবে যে দিকে থ্রাকীয়া দেশের নরপতি হ্রীস্যুস্ শয়ন করিতেছেন, সেই দিকে যাও। কেন না, নরেন্দ্র কেবল অদ্য সায়ংকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গীবর্গ পথশ্রান্ত হইয়া নিতান্ত অসাবধানে নিদ্রাদেবীর সেবা করিতেছে। রাজেশ্বর হ্রীস্যুসের অশ্বাবলী ত্রিভুবনে অতুল্য, তাঁহার রথ সুবর্ণরজতে নির্ম্মিত, এবং তাঁহার হৈম বর্ম্ম এতাদৃশ অনুপম যে তাহা কেবল দেববীর পুরুষেরই উপযুক্ত। হে রিপুবিমুখকারী বীরদ্বয়! দেখ, আমি তোমাদের সম্মুখে সত্য ব্যতীত মিথ্যা কহি নাই, অতএব তোমরা আমাকে, হয় ত, রণবন্দী করিয়া শিবিরে প্রেরণ কর, নচেৎ এ স্থলে গাঢ় বন্ধনে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও।" প্রাণভয়ে বিকলাত্মা দোলন এইরূপে রিপুদ্বয়ের নিকটে কাকুতি মিনতি করিতেছেন, এমত সময়ে নির্দ্দয়হৃদয় দ্যোমিদ্ সহসা তাহার গলদেশে প্রচণ্ড খড়্গাঘাত করিলেন। মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল।

তৎপরে বীরদ্বয় অতি সাবধানে থ্রাকীয়া দেশস্থ সৈন্যাভিমুখে চলিলেন, এবং সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, অনেক বীর পুরুষ শমনাগারে চলিলেন। রাজেশ্বর হ্রীস্যুস্‌ও অকালে কালগ্রাসে পড়িলেন, রাজার অনুপমা অশ্বাবলী একত্রে বন্ধন করিয়া বীরদ্বয় শিবিরাভিমুখে অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। ট্রয়-সৈন্যে সহসা মহা-কোলাহল ধ্বনি হইয়া উঠিল।

এ দিকে বীরদ্বয় হ্রীস্যুস্ রাজেশের অসদৃশ অশ্বাবলী অপহরণ করিয়া আশু-গতিতে স্বদলে রণাভিমুখে চলিলেন। যে স্থলে রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্নন্ ও বৃদ্ধ নেস্তরাদি পরিখার সন্নিকটে নিভৃতে বসিয়া-ছিলেন, সে স্থলে আগন্তুক বীরদ্বয়ের পদধ্বনি শ্রুত হইলে রাজচক্রবর্ত্তী ত্রস্ত ও সোৎকণ্ঠ ভাবে নেস্তরাদি সঙ্গী জনকে কহিলেন, "বোধ হয়, কতিপয় অশ্বারোহী জন পদাতিকদলে অতিদ্রুত গতিতে এ দিকে আসিতেছে। অতএব সকলে সাবধান।" এক জন কহিলেন, "এ বৈরী নহে, ঐ দেখ বিবিধ কৌশলশালী অদিস্যুস্ ও রিপুগর্ব্বখর্ব্ব-কারী দ্যোমিদ্ কযেকটি রণতুরঙ্গ সঙ্গে করিয়া আসিতেছে।" রাজা মিত্রদ্বয়কে অমিত্রচ্ছলে দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদে কহিলেন, "হে গ্রীক্‌কুলগৌরব-রবি অদিস্যুস্, তোমাকে কোন দেব এ দুর্লভ প্রসাদ দান করিয়াছেন, তুমি কি এই অশ্বাবলী অংশু-মালীর একচক্র রথ হইতে কৌশলচক্রে অপহরণ করিয়াছ, এরূপ অপরূপ অশ্বাবলী কি আর এ বিশ্বখণ্ডে আছে?"

মহেষ্বাস অদিস্যুস্ রাজপ্রবীর হ্রীস্যুসের নিধন ও বাজীবাজীর অপহরণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলে সকলে আনন্দচিত্তে শিবিরে গমন করিলেন, ক্লান্ত বীরযুগল চলোর্ম্মি সাগরে রক্তার্দ্র দেহ অবগাহন করত সুরভি তৈলে সুবাসিত করিলেন। পরে সুখাদ্য দ্রব্যে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া প্রথমে মহাদেবী আথেনীর তর্পণার্থে ভূতলে কিঞ্চিৎ সুরা সিঞ্চন করতঃ অবশিষ্ট ভাগ হৃষ্টহৃদয়ে পান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হেমাঙ্গিনী দেবী ঊষা বরাঙ্গপতি অরুণের শয্যা পরিত্যাগ করিয়া নরামরকুলে আলোক

বিতরণার্থে গাত্রোত্থান করিলেন। বিবাদদেবীনাম্নী কলহকারিণী নিষ্কৃপা দেবীকে রণোৎসাহ প্রদানার্থে গ্রীক্‌শিবিরে প্রেরণ করিলেন। দেবী বিবিধ কৌশলকুশল মহেশ্বাস অদিস্যুসের শিবিরদ্বারে দাঁড়াইয়া ভৈরবে হুহুঙ্কার ধ্বনি করিলেন; এবং স্বমায়ায় গ্রীক্‌যোধবৃন্দকে রণানন্দপ্রিয় করিলেন। আর কেহই সাগরপথে জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিতে তৎপর হইলেন না। রাজ-চক্রবর্ত্তী উচৈচঃস্বরে বীরনিকরকে ধারণ করিতে অনুমতি দিলেন। এবং আপনি বিবিধ বিচিত্র রণপরিচ্ছদে স্বীয় মহাকায় সমাচ্ছাদন করিলেন। হেমবর্ম্মের বিভা নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ভাতিতে লাগিল। গ্রীক্‌কুল-হিতৈষিণী দেবকুলরাণী হীরী ও বিজ্ঞকুলা-রাধ্যা দেবী আথেনী রাজসেনানীর উৎসাহার্থে আকাশে কুলিশনাদ করিলেন। বীররাজী রাজ-চক্রবর্ত্তীর সহিত পদব্রজে শিবির হইতে রণক্ষেত্রাভিমুখে বহির্গত হইলেন। সারথিবৃন্দ বাজীরাজীর সহিত স্যন্দনবৃন্দ পশ্চাতে পশ্চাতে আনিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক বিভীষণ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল।

ও দিকে এক প্রত্যন্তপর্ব্বতের শিরোদেশে ট্রয়নগরীয় সেনা রণকার্য্যার্থে সুসজ্জ হইল। এনৈশাদি বীরবরেরা অমরাকৃতিতে বীরকেশরী হেক্‌টরের চতুষ্পার্শে দণ্ডায়মান হইলেন। যেমন কোন কুলক্ষণ নক্ষত্র ঘনাচ্ছন্ন আকাশে উদয় হইয়া ক্ষণমাত্র স্বীয় অশুভ বিভায় অমঙ্গল ঘটনার বিভীষিকায় দর্শক জনের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করতঃ পুনরায় মেঘাবৃত হয়, বীরকেশরী ট্রয়নগরীয় সৈন্যমধ্যে গ্রীক্‌সৈন্যের দর্শনপথে সেইরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন; এবং তাঁহার বর্ম্ম হইতে যেন এক প্রকার কালাগ্নির তেজ বাহির হইতে লাগিল।

যেমন কোন ধনী জনের শস্যক্ষেত্রে কৃষী-বলের অস্ত্রাঘাতে শস্যশীষ চতুর্দ্দিকে পতিত থাকে, এইরূপ দুই পক্ষ হইতে বীরবৃন্দ ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। নিষ্কৃপা কলহ-কারিণী বিবাদদেবী হৃদয়ানন্দে উচ্চ চীৎকার প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অন্যান্য দেব দেবীরা স্বীয় স্বীয় সুন্দর মন্দির হইতে রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

যে সময়ে আটবিক জন অটবী প্রদেশে নানা বৃক্ষ কাটিতে কাটিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ক্ষণকাল নিজ নিত্যক্রিয়ায় পরাঙ্মুখ হয়, ও আহারাদি ক্রিয়াতে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে, সেই কাল উপস্থিত হইল। দিনকর আকাশমণ্ডলের মধ্য-স্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজ-সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় হর্য্যক্ষ-পরাক্রমে রিপুব্যূহে প্রবেশ করিলেন। অনেকানেক রণী জন অকালে শমনালয়ে গমন করিতে লাগিলেন। যেমন রক্তদন্ত শোণিতাক্ত ক্রমশালী পরাক্রমী মৃগরাজকে, শাবকবৃন্দ নাশ করিতে দেখিলেও কুরঙ্গ তাহাকে কোন বাধা দেয় না, বরঞ্চ কম্পিত হৃদয়ে ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে গহন কাননপথ দিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ ট্রয়-দলস্থ কোন নেতার এতাদৃশ সাহস হইল না যে, তিনি রাজচক্রবর্ত্তীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করেন। যেমন ঘোর দাবানল প্রবল বায়ুবলে দুর্ব্বার হইলে চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখাবলী তাহার শিখাগ্রাসে ভস্মসাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ রাজচক্রবর্ত্তীর অস্ত্রাঘাতে রিপুদল পড়িতে লাগিল। পদাতিক পদাতিকে ঘোর রণ হইল। সাদীদলের সিংহনিনাদ অশ্বাবলীর হ্রেষা রবে মিশ্রিত হইয়া কোলাহলে রণক্ষেত্র পূর্ণ করিল। উভয় দলে অগণ্য রণীগণ আর্ত্তনাদে প্রাণত্যাগ করিল। এ সময়ে কুলিশ-নিক্ষেপী দেবেন্দ্র অরিন্দম হেক্‌টরকে এ স্থল হইতে দূরে রাখিলেন। সুতরাং তাহার বিহনে ট্রয়নগরস্থ সেনা রণরঙ্গে ভঙ্গোৎসাহ হইল, এবং রাজচক্রবর্ত্তীর অনিবার্য্য বীরবীর্য্য সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। যেমন ক্ষুধাতুর কেশরী ভীষণ নিনাদে কোন মেষ কিম্বা বৃষপাল আক্রমণ করিলে পশুকুল ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে, এবং পশ্চাতে পড়িলে যে সে দুর্দ্দান্ত রিপুর গ্রাসে পড়িবে, এই আশঙ্কায় সকলেই পুরঃসর হইবার প্রয়াসে যথাসাধ্য বেগে ধাবমান হয়, এবং সকলেরই এই দৃঢ় অধ্যবসায়ে যূথমধ্যে

এক মহা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং এ উহার পদচাপনে ও শৃঙ্গাঘাতে গতিহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ ট্রয়স্থ সৈন্যদল রণক্ষেত্র হইতে পলায়নতৎপর হইল। যাহারা যাহারা দুর্ভাগক্রমে সর্ব্বপশ্চাতে পড়িল, কেশরীর ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তী প্রচণ্ডাঘাতে তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে লাগিলেন। অনেকানেক রথীশূন্য রথ ঘোর ঘর্ঘরে নগরাভিমুখে ধাইল। কিন্তু সে সকল রথের অলংকারস্বরূপ বীরবরেরা ধরাতলে পড়িয়া গৃহানন্দ, প্রেমানন্দ, স্নেহানন্দ এ সকলে জীবনানন্দের সহিত জলাঞ্জলি দিলেন। এইরূপে রাজচক্রবর্ত্তী প্রায় নগরতোরণ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবকুলপিতা অমরাবতী হইতে উৎসফেনী ঈডাশিরঃ প্রদেশে উপনীত হইলেন, এবং হৈমবতী দেবদূতী ঈরীষাকে কহিলেন, "হে হেমাঙ্গিনি! তুমি দ্রুতগতিতে বীরকেশরী হেক্‌টরকে গিয়া কহ, যে যতক্ষণ গ্রীক্‌সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্ত্তী আগেমেম্‌নন্‌ শূল বা শর নিক্ষেপণে ক্ষতাঙ্গ হইয়া রণে ভঙ্গ না দেন, ততক্ষণ প্রিয়াম্‌পুত্র যেন স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত না হন, বরঞ্চ অন্যান্য বীরপুঞ্জকে রণক্রিয়া সাধনার্থে উৎসাহ প্রদান করেন।" যেমন বায়ু-তরঙ্গ বায়ুপথে চলে, দেবদূতী সেই গতিতে যেন শূন্যদেশ ভেদ করিয়া বীরকেশরীর কর্ণকুহরে দেবাদেশ প্রকাশ করিল। বীরকেশরী রথ হইতে ভূতলে লম্ফ দিয়া ভয়বিহ্বল যোধদলকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বীরসিংহের সিংহনাদে ও তাঁহার বীরাকৃতি সন্দর্শনে সে রণক্ষেত্রে ভীরুতাও যেন একেবারে আত্মস্বভাব বিস্মৃত হইয়া বীরকার্য্যোপযোগী হইয়া উঠিল রাজচক্রবর্ত্তীও অসামান্য পরাক্রমে রিপুদলকে দলিতে লাগিলেন।

ঈপীদম্ন নামক অন্তেনরের এক পুত্র বীরদর্পে রাজচক্রবর্ত্তীর সম্মুখবর্ত্তী হইল। কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তীর ভীষণ শূলাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া আপন নবপরিণীতা বনিতার অপরূপ রূপলাবণ্যাদি দর্শন আশায় চিরকালের নিমিত্ত জলাঞ্জলি দিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশ দূরবস্থা অবলোকনে কয়ন নামে বীর পুরুষ মহা রুষ্টভাবে তীক্ষ্ণতম কুন্ত দ্বারা লোকান্ত রাজা আগেমেম্‌ননের বাহু ভেদ করিলেন। তত্রাচ রাজচক্রবর্ত্তী রণরঙ্গে বিরত না হইয়া ভীমপ্রহরী কয়নকে ভীম প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে যেমন গর্ব্ভবতী রমণী সহসা প্রসব-বেদনায় কাতরা হয়, এবং সে অসহ্য পীড়ায় তাহার কোমলাঙ্গ শিথিল ও অবশ হয়, রাজসার্ব্বভৌমও সেইরূপ বিকল হওতঃ দ্রুতে রথারোহণ করিয়া সারথিকে শিবিরাভিমুখে রথ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। কশাঘাতে অশ্বাবলী এরূপ দ্রুত ধাবনে ঘর্ম্মজনিত ফেনায় আবৃত হইল। এইরূপে ঘোরতর রণ করিয়া অধিকারী মহোদয় যুদ্ধকর্ম্মে ভঙ্গ দিলেন। তন্দর্শনে প্রিয়াম্‌পুত্র কুলচূড়ামণি হেক্‌টরের স্মরণপথে দেবাদেশ আরূঢ় হইল। যেমন কোন ব্যাধ শুভ্রদন্ত শুনকবৃন্দকে কোন বরাহ কিম্বা সিংহকে আক্রমণ করিতে সাহস প্রদান করে, সেইরূপ রিপুসূদন স্কন্দোপম অরিন্দম হেক্‌টর স্ববলকে অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন। এবং যেমন প্রচণ্ড বাত্যা আকাশমণ্ডল হইতে কোন কোন সময়ে নীলোর্ম্মিময় সাগর আক্রমণ করে, আপনিও সেইরূপে রিপুদলে প্রবেশ করিলেন। ঘোরতর রণ হইল। অনেকানেক বীরবর ভূতলে শয়ন করিলেন। কি নেতা কি নীত ব্যক্তি কেহই তাহার শরসংঘাতে অব্যাহতি পাইল না। যেমন প্রবল বায়ুবলে জলদল আন্দোলিত হইলে তরঙ্গসমূহ হইতে আকাশপথে অগণ্য ফেনকণা উড়িয়া পড়িতে থাকে, সেইরূপ প্রকাণ্ড বীরবরের প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে মস্তকমণ্ডল চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। এরূপ ভয়াবহ ঘটনা দর্শনে কৌশলশালী অদিস্যুস্‌ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সখে, আমরা কি সহসা বীরবীর্য্যরহিত হইলাম?" এই কহিয়া উভয়ে ট্রয়স্থ সৈন্যদল আক্রমণ করিলেন। যেমন ভীষণদন্ত বরাহদ্বয় আক্রমী শ্বচক্রকে আক্রমিয়া লণ্ডভণ্ড করে, বীরদ্বয় রিপুচয়কে সেইরূপ করিলেন। রিপুমর্দ্দন হেক্‌টর রিপুদ্বয়কে

দূর হইতে দেখিয়া তাহাদের অভিমুখে হুহুঙ্কারে ধাবমান হইলেন, সে কাল হুহুঙ্কার শ্রবণে রণবিশারদ দ্যোমিদ্‌ সশঙ্ক-চিত্তে সুচতুর অদিস্যুস্‌কে কহিলেন, "সখে, ঐ দেখ, ভয়ঙ্কর হেক্‌টর যেন নিধনতরঙ্গ-রূপে এ দিকে বহিতেছে, আইস, দেখি, আমাদের ভাগ্যে কি আছে।" এই কহিয়া রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদ্‌ আপন শূল আগন্তুক বীরহর্য্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রিপুঘাতী অস্ত্র দেবদত্ত কিরীটে লাগিল।

এক পার্শ্ব হইতে বীর সুন্দর স্কন্দর এক নিশিত শর শরাসনে যোজনা করিয়া রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের পদবিন্ধন করিয়া আনন্দরবে কহিলেন, "হে পরন্তপ দ্যোমিদ্‌! আমার শর চাপ হইতে বৃথা নিক্ষিপ্ত হয় না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তোমার উদরদেশ ভিন্ন করিয়া তোমাকে চিররণবিরত করিতে পারে নাই।" অকুতোভয় দ্যোমিদ্‌ উত্তর করিলেন, "রে ধন্বী, রে গ্লানিকারক, রে অলকালঙ্কৃত অঙ্গনাকুলপ্রিয় দুর্ম্মতি! তোর অস্ত্রাঘাতে আমার কি হইতে পারে? তোর অস্ত্র নিক্ষেপণ অবলা রমণী ও শিশুর ন্যায়। তোর যদি রণস্পৃহা থাকে, তবে সম্মুখ-রণে বিমুখ হইস্‌ কেন?" বিখ্যাত শূলী সখা অদিস্যুস্‌ পরম যত্নে তীব ,ক্ষতস্থল হইতে টানিয়া বাহির করিলে দ্যোমিদ্‌ বিষম যাতনায় অস্থির হইয়া রণস্থল হইতে শিবিরাভিমুখে রথারোহণে চলিলেন। শূলকুশল অদিস্যুস্‌ একাকী রণক্ষেত্রে রহিলেন, প্রাণ অপেক্ষা মান প্রিয়তর বিবেচনায় প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন। যেমন গুল্মাবৃত বরাহকে আক্রমণার্থে কিরাতবৃন্দ শুনকবৃন্দ সহকারে গুল্মের চতুষ্পার্শে একত্রীভূত হইয়া অবস্থিতি করে, আর যখন সে রক্তদন্ত কৃতান্তদূত বাহির হয়, তখন সকলে সভয়ে কেবল দূর হইতে অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে থাকে, ট্রয়স্থ যোধেরা গ্রীক্‌যোধবরকে সেইরূপে আক্রমণ করিল।

১সুকস নামক এক মহাবীর পুরুষ সরোষে অদিস্যুসের দৃঢ় ফলকে শূল নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র দুর্ভেদ্য ফলক ভেদ করিয়া কবচ ছিন্ন ভিন্ন করতঃ চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিল। কিন্তু সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী এ প্রাণসংশয় অস্ত্র বীরেশ্বরের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। যশস্বী অদিস্যুস্‌ বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়াও প্রহারকের প্রাণ সংহার করিলেন। পরে স্বহস্তে শূল টানিয়া বাহির করিলেন। লোহরঞ্জনে বীরদেহ যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বীববরের এই অবস্থা দেখিয়া ট্রয়স্থ যোধদল তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলে তিনি উচ্চে আর্ত্তনাদ করতঃ অপসৃত হইতে লাগিলেন।

স্কন্দপ্রিয় মানিলয়ুস্‌ রিপুকুলত্রাস আয়াস্‌কে কহিলেন, "সখে, বোধ হইতেছে, যেন মহেম্বাস্‌ সমরক্ষেত্রে আর্ত্তনাদ করিতেছে, কে জানে, কৌশলীশ্রেষ্ঠ কি বিপজ্জালে পরি-বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছেন।" এই কহিয়া বীরদ্বয় দ্রুতগতিতে স্বর লক্ষ্য করিয়া সমর-ক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইলেন। কতক দূর গিয়া দেখিলেন, যে যেমন কোন এক শাখা-প্রশাখাময় বিষাণ-বিশিষ্ট মৃগ কিরাতের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া রণপথ রক্তাক্ত করতঃ পলায়ন করে, মহেম্বাস অদিস্যুস্‌ সেইরূপ রক্তার্দ্র কলেবরে ধাবমান হইতেছেন, এবং যেমন সেই মৃগের পশ্চাতে পিঙ্গল শৃগালজাল তৎমাংসাভিলাষে দলবদ্ধ হইয়া তাহার অনুসরণ করে, ট্রয়নগরস্থ যোধদল মহাযশাঃ অদিস্যুসের বিনাশার্থে সেইরূপ হুহুঙ্কার ধ্বনি করতঃ দলে দলে তাঁহার পশ্চাতে চলিতেছে, কিন্তু এতাদৃশ অবস্থায় দীর্ঘকেশর কেশরী সহসা নয়নাকাশে উদিত হইলে যেমন সে শৃগালদল ভয়ে জড়ীভূত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ বলস্তম্ভ-স্বরূপ রিপুত্রাস আয়াস্‌কে দেখিয়া রিপু-দলের সেই দশাই ঘটিল। এবং তাহারা প্রাণভয়ে দলভ্রষ্ট হইয়া, যে যে দিকে সুযোগ পাইল সে সেই দিকে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যেমন বারিদপ্রসাদে মহাকায় নদস্রোতঃ পর্ব্বত হইতে গম্ভীর নিনাদে বহির্গত হইয়া কি বৃক্ষ, কি গুল্ম, কি পাষাণখন্ড, যাহা অগ্রে পড়ে, তাহাই

অনিবার্য্য বলে বাহিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ দুর্ভেদ্য ফলকধারী আয়াস্ অশ্ব, পদাতিক, রথ, প্রচণ্ডাঘাতে লণ্ডভণ্ড করিতে লাগিলেন। অনেক সেনা ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু বীরবর হেক্‌টর এ দুর্ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। কেন না তিনি সৈন্যের বামভাগে স্কামন্দর নদতটে রণব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। যে সকল মহা মহা বীর সে স্থলে সাহস-ভরে যুঝিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিমুখ হইলেন, পরে ভাস্বর-কিরীটী রথী আয়াসের পরাক্রম প্রকাশে বীর রোষে তদভিমুখে রথ পরিচালিত করিলেন। শত শত মৃতদেহ ও অস্ত্রাশি রথচক্রে চূর্ণ হইয়া রথ ও রথবাহন বাজীরাজীকে রক্তপ্লাবিত করিল। অরিন্দমের সমাগমে রিপুন্তুদ আয়াসের বীর-হৃদয়ে সহসা যেন ভয় সঞ্চার হইল, এবং তিনি আপন দুর্ভেদ্য ফলক ফেলিয়া আরক্তনয়নে শত্রুদলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ শিবিরাভিমুখে চলিলেন। যখন কোন ক্ষুধাতুর সিংহ বৃষপরিপূর্ণ গোষ্ঠ আক্রমণার্থে দেখা দেয়, তখন সে গোষ্ঠ-পরিবেষ্টনকারী রক্ষকদল তীক্ষ্ণদন্ত শুনকব্যূহ সহকারে তাহাকে নিবারণ করিবার জন্য শলাকাবৃষ্টি ও মুহুর্মুহুঃ বৃহদাকার অলাতাবলী প্রোজ্জ্বলিত করিলে, যেমন সে পশুরাজ কৃতকার্য্য না হইয়া বিকট কটাক্ষে নিবারকদলকে অবহেলা করিয়া নিশাবসানে স্বগহ্বরে ফিরিয়া যায়, বীরেশ্বর আয়াস্ সেইরূপ অনিচ্ছায় ও প্রাণভয়ে রণরঙ্গে ভঙ্গ দিলেন। রিপুত্রাস আয়াস্‌কে এতদবস্থ দেখিয়া রিপুকুল ত্রাসে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে উরিপ্লুস নামক যশস্বী রথী তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবাকৃতি রথী স্কন্দর তীক্ষ্ণতম শরে তাহার দেহ ক্ষত করাতে তিনিও রণে বিমুখ হইলেন। এইরূপে প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ, রণানন্দে নিরানন্দ হওয়াতে রথ, পদাতিক, বাজীরাজী সকলে মহাকোলাহলে রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে দৌড়িয়া চলিল। সৈন্যদলের রণভঙ্গারব বীরকেশরী আকিলীসের শিবিরাভ্যন্তরে যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বীরবর সচকিতে বিশেষ প্রিয়পাত্র পাত্রক্লুস্‌কে আহ্বান করিয়া উভয়ে একত্রে বহির্গত হইয়া গ্রীক্‌দলের দুরবস্থা সন্দর্শনে সহাস্য বদনে কহিলেন, "হে প্রিয়তম! গ্রীকেরা যে দিন আমার পদতলে অবনত হইবে, সে দিন আর অধিক দূরবর্ত্তী নহে। ঐ দেখ, দুর্দ্দান্ত হেক্‌টরের কুন্তাস্ফালনে কি ফল হইয়াছে। আমা ব্যতীত দেবনরযোনি কোন্ যোধ প্রিয়াম্‌পুত্রকে রণে নিবারণ করিতে পারে। আমারও এ হৃদয় তাহার বীর্যে সমরে ভূরি ভূরি কাঁপিয়া উঠে। সে যাহা হউক, তুমি এক্ষণে পিতা নেস্তরের নিকট হইতে রণবার্ত্তা লইয়া আইস!" পাত্রক্লুস্ অমনি দেবোপম সখার আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৃদ্ধরাজ নেস্তর পাত্রক্লুস্‌কে স্নেহগর্ভ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার ও দেবসদৃশ সখার মঙ্গল তো? দেখ তোমার সে প্রিয় বন্ধুর বিহনে আমাদিগের কি দুর্ঘটনা না ঘটিতেছে? তুমি যদি পার, তবে তাহার রোষাগ্নি নিৰ্ব্বাণ করিয়া তাহাকে আমাদিগের সহকারার্থ আন, নচেৎ স্বয়ং তাহার বীর-পরিচ্ছদে স্বদেহ আচ্ছাদন করিয়া রণক্ষেত্রে দেখা দেও। দেখি যদি এ ছলনায় রিপুকুল ভয়াকুল হইয়া আমাদিগকে ক্ষণকাল ক্লান্তি দূরীকরণার্থে অবসর দেয়।" বৃদ্ধ মন্ত্রীর এই কুমন্ত্রণায় আয়ুহীন পাত্রক্লুস সখার শিবিরাভিমুখে বাগ্রপদে যাইতেছেন এমত সময়ে ক্ষতকলেবর উরিপ্লুস ও কতিপয় যোধ ফলকোপরি বহন করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল। সরল-হৃদয় পাত্রক্লুস রাজবীর উরিপ্লুস্‌কে এ হৃদয়কৃন্তনী অবস্থায় দেখিয়া তাহার শুশ্রূষাক্রিয়ায় সযত্নে রত হইলেন। সুতরাং তদ্দণ্ডে সখার শিবিরে যাইতে পারিলেন না।

রণক্ষেত্রে বিপক্ষদলে ঘোরতর রণ হইতে লাগিল। কিন্তু ট্রয়দল রিপুকুলবিনাশকারী হেক্‌টরের সহকারে নির্ব্বাধে পরিখা পার হইতে লাগিল। যেমন ব্যাধদল শুনকদলে কোন তীক্ষ্ণদন্ত নির্ভীক বন-শূকর অথবা

মৃগরাজকে আক্রমণ করিলে বিক্রমশালী পশু ক্ষণ-নিক্ষিপ্ত শলাকামালা অবহেলা করিয়া প্রহারক-দলকে সংহারার্থে ভীষণ গর্জ্জন করতঃ তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হয়, বীরসিংহ হেক্টর সেইরূপ করিতে লাগিলেন এবং যেমন যে দলের অভিমুখে সে পশু রোষতাপে তাপিতচিত্ত হইয়া ধায়, সে দল তদ্দণ্ডে প্রাণভয়ে পলায়নোন্মুখ হয়, সেইরূপে নিধনতরঙ্গরূপ হেক্টরের দুর্ব্বার বাহুবল-রূপ স্রোতে গ্রীক্‌সেনারা রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। ট্রয়নগরস্থ পদাতিক দল বীরকেশরীর সহিত সাহসে পরিখা পার হইল। কিন্তু রথারোহী বীরদলের পক্ষে সে পরিখাতরণে নানাবিধ বাধা দেখিয়া রিপুদমী পলিদাম্ন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে বীরবৃন্দ! আমার বিবেচনায় রথ ও অশ্বারোহণে এ পরিখাতরণ ক্রিয়া অতীব অবিবেচনীয়; কেন না, ইহার পথের অপ্রশস্ততানিবন্ধন প্রত্যাবর্ত্তনকালে রথ ও অশ্বসমূহের বর্ত্তমানতায় এ অপ্রশস্ত পথ রুদ্ধ হইলে আমাদের বিষম বিপদের সম্ভাবনা।" বীরবরের এই হিতোপদেশ বাক্য সকলেরই মনোনীত হইল। এবং চতুরঙ্গদলে সকলেই রথ ও তুরঙ্গম হইতে ভূতলে লম্ফ দিয়া পদব্রজে ধাবমান হইলেন। প্রতি সৈন্যদলের পুরোভাগে সুন্দর বীর স্কন্দর, মহেষ্বাস এনেশ, রিপুমর্দ্দন সর্পীদন, রিপুবংশধ্বংস প্লৌকস প্রভৃতি নেতৃবর্গ হুহুঙ্কার নিনাদে পরিখা পার হইলেন। এবং এক এক দ্বার দিয়া শিবিরাভিমুখে চলিলেন। যেমন হেমন্তান্তে বারিদপটলী তুষারকণা বৃষ্টি করে, সেইরূপ উভয় দল হইতে চতুর্দ্দিকে অস্ত্রজাল পড়িতে লাগিল। এবং বীরকুলের শিরস্ত্রাণ নিস্ত্রিংশপুঞ্জে বাজিয়া ঝন্ ঝন্ স্বননে শিবিরদেশ পরিপূর্ণ করিল। দেবদেবী গ্রীক্‌দলের এ দুরবস্থা সন্দর্শনে হৈমহর্ম্ম্যময়ী অমরাবতীতে পরম নিরানন্দ হইলেন। কিন্তু দেবকুলকান্তের ত্রাসে কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। যে স্থলে রিপুকুলান্তক হেক্টর প্রিয় ভ্রাতা রিপুদমন পলিদাম্নের সহকারে মহাহবে প্রবৃত্ত ছিলেন, সে স্থলে তাঁহারা উভয়ে আকাশমার্গে এক অদ্ভুত শকুন দেখিতে পাইলেন। সহসা এক বিক্রমশালী পক্ষিরাজ রক্তাক্ত ক্রমে এক প্রকাণ্ড-কলেবর বিষধর ধারণ করিয়া উড়িতেছে। তীব্র বেদনায় ভুজঙ্গমের অঙ্গ আকুঞ্চিত হইতেছে, তথাচ সে বৈরিনির্য্যাতনার্থে তাহার গ্রীবাদেশে দংশন করিল। পক্ষিরাজ এ অসহনীয় দংশন-পীড়ায় কাকোদরকে ছাড়িয়া দিলে সে ভূতলে সৈন্যমধ্যে পড়িল। পক্ষিরাজ শূন্য ক্রমে স্বনীড়ে উড়িয়া চলিল। পলিদাম্ন বীর ভ্রাতাকে কহিলেন, "হে হেক্টর! এ কি কুলক্ষণ দেখিলাম, এ প্রপঞ্চ ব্যর্থ নহে। আমি বিবেচনা করি, যে বিপক্ষ-দলকে রণক্ষেত্রে বিনষ্ট করা আমাদের ভাগ্যে নাই। এই ক্ষত ভুজঙ্গের ন্যায় বিপক্ষচতুরঙ্গ দল আমাদের সৈন্যের ক্রমপরাক্রমে আক্রান্ত হইয়াও তাহার গলদেশ দংশন করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব হে ভ্রাতঃ! আইস আমরা ঐ সকল সাগরযান ভস্মসাৎ করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পরিখার অপর পারে যাই।" ভাস্বর-কিরীটী হেক্টর ভ্রাতার এইরূপ বাক্যে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "হে পলিদাম্ন! তুমি এ কি কহিতেছ? স্বজন্মভূমির রক্ষাকার্য্য এত দূর পর্য্যন্ত শুভ ও কর্ত্তব্য কার্য্য, যে তাহা হইতে কোন কুলক্ষণ দর্শনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নয়।" বীরদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে দেবকুলপতির ঔরসজাত নরদেবাকৃতি বথী সর্পীদন স্ববলে সিংহনিনাদে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। যেমন মৃগেন্দ্র কোন পর্ব্বতকন্দরে বহুদিন অনশনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আহার অন্বেষণে বাহির হইয়া বক্রশৃঙ্গ বৃষপালকে দূর হইতে দেখিতে পাইলে পালদলের ভৈরব রব ও শলাকাবৃন্দে অবহেলা করিয়া বৃষসমূহকে আক্রমণ করে এবং প্রাণান্তেও আহার লাভ লোভে বিরত হয় না, সেইরূপে রিপুকুলমর্দ্দন সর্পীদন রিপুকুলকে আক্রমণ করিলেন, বীরদলের পদচালনে ধূলারাশি আকাশমার্গে উঠিতে লাগিল।

দেবকুলপতি উৎসযোনি ঈডা পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে গ্রীক্‌দলের প্রতিকূলে এক প্রবল বাত্যা

বহাইলেন। অনেকানেক বীর অকালে সমনশায়ী হইলেন। মহাযশাঃ হেক্‌টর কালরাত্রিরূপে শত্রুদলের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার বর্ম্ম হইতে কালাগ্নিতেজ বাহির হইতে লাগিল। গ্রীক্‌সেনা সভয়ে পোতাভিমুখে ধাবমান হইল। * * *

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

গ্রন্থ-পরিচয়

১) গ্রন্থাবলী

শর্মিষ্ঠা নাটক। মধুসূদনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ। বাংলা নাটকের দীনদশা মোচনের দুর্বার সংকল্প বুকে নিয়ে মধুসূদন বাংলা ভাষায় নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং 'শর্মিষ্ঠা নাটক'-এর নাট্যকাররূপেই নব জাগরণোত্তর বাংলা সাহিত্যের আকাশে মধু-জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস। পাইকপাড়া রাজাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় তখন 'কুলীন-কুলসর্বস্ব'-খ্যাত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী'র অভিনয়ের আয়োজন চলছে। রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' ছিল শ্রীহর্ষদেব রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক 'রত্নাবলী' অবলম্বনে রচিত বাংলা নাটক। অভিনয়ের সময় ইংরেজ এবং অন্যান্য অবাঙালী দর্শক সমাগমের সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। বঙ্গেতর ভাষাভাষী দর্শকবৃন্দ যাতে বাংলা নাটকাভিনয়ের রসাস্বাদ গ্রহণ করতে পারেন, সেই জন্য রাজারা স্থির করলেন যে রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে অভিনয়ের সময় এক এক খন্ড অবাঙালী দর্শকদের মধ্যে বিলি করা হবে। এই জন্য যোগ্য অনুবাদকের অনুসন্ধান শুরু হলো। মাদ্রাজ-প্রত্যাগত মধুসূদন তখন কলকাতার পুলিশ কোর্টে কর্মরত। হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র এবং 'ক্যাপটিভ লেডি' কাব্যের কবিরূপে ইংরেজী ভাষায় মধুসূদনের অধিকারের কথা কলকাতার শিক্ষিত সমাজের অনেকের জানা ছিল। বেলগাছিয়া নাট্যশালার অন্যতম উদ্যোক্তা মধুসূদনের বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাক ছিলেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সঙ্গে সুপরিচিত। গৌরদাসের প্রস্তাবানুযায়ী 'রত্নাবলী'র ইংরেজী অনুবাদের ভার মধুসূদনের উপর অর্পিত হলো। অতি অল্পদিনের মধ্যেই মধুসূদন সে কাজ সুসম্পন্ন করলেন এবং 'রত্নাবলী'র ইংরেজী অনুবাদ সকলকেই চমৎকৃত করলো।

এই 'রত্নাবলী' নাটক অনুবাদের সময়েই মধুসূদনের মনে বাংলা ভাষায় মৌলিক নাটক রচনার বাসনা জাগে এবং বন্ধু গৌরদাসের কাছে তিনি সে বাসনা ব্যক্ত করেন। গুণগ্রাহী গৌরদাস বাংলা ভাষায় তাঁর বন্ধুর দৈন্য সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে নিরুৎসাহ করলেন না। অপরিমেয় আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ মধুসূদন কাল বিলম্ব না করে এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে বাংলা বই এবং সংস্কৃত নাটক আনিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়া শুরু করলেন এবং অচিরেই 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের কিছু অংশ রচনা করে গৌরদাসকে দেখতে দিলেন। বিস্ময়ে অভিভূত হলেন বন্ধু গৌরদাস।

সাহেব মাইকেল মধুসূদন বাংলা ভাষায় নাটক রচনা করেছেন,—এই সংবাদ গৌরদাসের মুখে প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন শিক্ষিত সমাজে সাড়া পড়ে গেল। বিশেষভাবে রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ শিক্ষিত ও সাহিত্য-রসিকবৃন্দ নতুন বাংলা নাটকের পান্ডুলিপি পড়বার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এ'দের কাছ থেকে উৎসাহজনক সাড়া পেয়ে মধুসূদন শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা সম্পূর্ণ করে ফেললেন। সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত নাটকের রীতি-অনুসারী না হওয়ায় এই নাটক প্রাচীনপন্থীদের বিরূপ সমালোচনার বিষয়ীভূত হলো, কিন্তু নব্য ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ একে সাদরে বরণ করে নিলেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের ভ্রূকুটি মধুসূদনকে সেদিন নিরস্ত করতে পারেনি। পারলে, মধুসূদন আজ আধুনিক বাংলা নাটকের পথিকৃতের সম্মান লাভ করতে পারতেন না। প্রাচীনপন্থীদের বিরূপ মন্তব্যের প্রতি মধুসূদনের অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল বন্ধু গৌরদাসের কাছে লেখা একখানি পত্রে। মধুসূদন লিখেছিলেন—

.. remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minnds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking; and that it is my intention to

throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit. ...'

পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসরণ সম্পর্কেও ঐ পত্রে মধুসূদন স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন—
In matters literary, old Boy, I am too proud to stand before the world,
'In matters liteary, old Boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes! I may borrow a neck-tie, or even a waist-coat, but not the whole suit ' সত্যিই, শর্মিষ্ঠা নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি 'গলাবন্ধ', কিংবা বড়ো জোর 'কোমরবন্ধ কোট' ধার করেছেন, পূর্ণ প্রস্থ পরিচ্ছদ ধার করেননি। কারণ, শর্মিষ্ঠায় যেমন সংস্কৃত নাট্যাদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়নি, তেমনি পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শও পরিমিত মাত্রায় অনুসৃত হয়েছে।

তবে 'মধু-স্মৃতি'র লেখক নগেন্দ্রনাথ সোমের উক্তির অনুসরণ করে বলা যায় যে শর্মিষ্ঠা নাটকই আধুনিক বাংলা ভাষার প্রথম নাটক। মুদ্রিত গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে শর্মিষ্ঠা নাটক যাঁদের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভে ধন্য হয়, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৭-এ নভেম্বর যতীন্দ্র-মোহন একখানি পত্রে মধুসূদনকে লিখেছিলেন—'I am of opinion that Sermistha is the best drama we have in our language...it is at once classical, chaste and full of genuine Poetry!' [মধু-স্মৃতি, ২য় সং (১৩৬১) পৃঃ ৯৫, পাদটীকা] রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বব একখানি পত্রে মধুসূদনকে লেখেন— 'I need scarcely tell you that the drama is a complete success, abounding as it does with ideas and similies that are scarcely to be found in any Bengalee book I have come across'. [মধু-স্মৃতি, ঐ ঐ।]

শর্মিষ্ঠা নাটক প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে। মধুসূদনের 'জীবন-চরিত'কার যোগীন্দ্রনাথ বসু শর্মিষ্ঠার গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ-কাল ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দেখা যায়, মধুসূদন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি তারিখে একখানি পত্রে গৌরদাসকে লিখছেন—'I hope to send you copies, English and Bengali, when ready'. [দ্র. মধুসূদন দত্তঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃঃ ৩৮, পাদটীকা] সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথের ধারণাঃ 'পুস্তকখানি যে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি হইতে ১৯-এ জানুয়ারির মধ্যে বাহির হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না'।

প্রথম সংস্করণের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের 'প্রস্তাবনা'-অংশে বাংলা নাটকের সমকালীন দীনদশা লক্ষ্য করে মধুসূদন আক্ষেপভরে একটি কবিতায় লিখেছিলেন—

"মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়।
যে সময়, দেশময়, নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারতভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম ঘোর, হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু, মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো মাগো, বিভু স্থানে এই মাগো,
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক্ তব তনয় নিচয়।

'শর্মিষ্ঠা নাটক'-এর প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮৪ এবং আখ্যা-পত্রটি ছিল এই রকম :

শর্মিষ্ঠা নাটক।
শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গামষ্যামুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ।। কালিদাস।
কলিকাতা।
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে
ইষ্টানহোপযন্ত্রে যন্ত্রিত।
সন ১২৬৫ সাল।

শর্মিষ্ঠা নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'সোম প্রকাশ' প্রভৃতি সে সময়কার প্রখ্যাত সাময়িক পত্রসমূহে সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' বলা হয়—'...তত্রাপি আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাঙ্গালা নাটক এযাবৎ প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে শর্মিষ্ঠাকে সর্বাশ্রেষ্ঠা বলিবেন, সন্দেহ নাই'।

'রত্নাবলী'র মতো 'শর্মিষ্ঠা'রও ইংরেজী অনুবাদ করা হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন নাট্যকার স্বয়ং। আর শর্মিষ্ঠা নাটকের মূল এবং অনুবাদ মুদ্রণের ব্যয়-ভার বহন করেছিলেন পাইকপাড়ার রাজারা। এ সম্পর্কে 'মধু স্মৃতি'র লেখক জানিয়েছেন—'মধুসূদন রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদ, শর্মিষ্ঠা নাটক এবং তাহার ইংরেজী অনুবাদ, এই তিনখানি গ্রন্থ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরকে উৎসর্গ করেন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও গ্রন্থত্রয়ের মুদ্রাঙ্কন ব্যয় ব্যতীত, মধুসূদন এই রাজভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।' [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ১০০]

শর্মিষ্ঠা নাটক'-এর প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় শর্মিষ্ঠার অভিনয়ের সময় কলকাতার বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শর্মিষ্ঠার অভিনয় দেখে মধুসূদন নিজে কী পরিমাণ অভিভূত হয়েছিলেন বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একখানি পত্র থেকে তা জানা যায়। মধুসূদন লিখেছিলেন—"...As for my own feelings, they were 'things to dream of, not to tell". সত্যিই তাই। এই শর্মিষ্ঠা নাটকই মধুসূদনকে বাংলার শিক্ষিত সাহিত্য ও নাট্যরস-পিপাসু সমাজের সঙ্গে পরিচিত করে দিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—'মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ১৮৫৬ সালে মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তদানীন্তন কলিকাতার পুলিশ কোর্টে কাজ করিতেছিলেন। কলিকাতার লোক তাঁহাকে চিনিত না। কেবল হিন্দু কালেজের কতিপয় সহাধ্যায়ী মাত্র তাঁহাকে চিনিতেন।... মধুসূদন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবন্ধ রীতি ত্যাগপূর্বক নূতন প্রণালীতে শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা করিলেন। তাহা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইল। মধুসূদনের প্রতিভার বিমল রশ্মি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশকে অপূর্বরাগে অনুরঞ্জিত করিল'।

মধুসূদনের জীবদ্দশায় 'শর্মিষ্ঠা নাটক'-এর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১২৭৬ বঙ্গাব্দ। তৃতীয় সংস্করণ মধুসূদনের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণ বলে বর্তমান সংস্করণে তৃতীয় সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে।

একেই কি বলে সভ্যতা? এবং **বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ**। দু'খানি গ্রন্থেরই প্রথম প্রকাশকাল ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ। মধুসূদনের স্বল্পস্থায়ী সাহিত্যিক জীবনে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ একদিক থেকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছরে যেমন তাঁর এই প্রহসন দু'খানি প্রকাশিত হয়, তেমনি তাঁর দ্বিতীয় নাট্যকৃতি 'পদ্মাবতী নাটক' এবং প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'ও প্রকাশিত হয় এই বছরেই।

প্রহসন রচনার প্রতি মধুসূদনের আকৃষ্ট হবার একটি নেপথ্য কাহিনী আছে। যখন বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'শর্মিষ্ঠা'র মহলা চলছিল, সেই সময় পাইকপাড়ার ছোট রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের মনে যুগোপযোগী প্রহসন অভিনয় করানোর ইচ্ছা জাগে। কিন্তু ইংরেজীতে যাকে 'ফার্চ' বলে, তেমন অভিনয়যোগ্য প্রহসন তখন বাংলা ভাষায় ছিল না। মধুসূদনের সৃজনী প্রতিভার প্রতি প্রত্যয়শীল ছোট রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাই এ বিষয়ে মধুসূদনের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন আহ্বান জানিয়ে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে লিখলেন—"...I am thinking of some domestic farces to follow immediately after the first representation of the 'Shermistha' and before it is repeated, just to show the public that we can act the sublime and the ridiculous both at the same time and with the same actors.

Please let me know the day and hour that you intend to call. Excuse haste."

এইভাবে পাইকপাড়ার রাজাদের অনুপ্রেরণা এবং অনুরোধেই মধুসূদন প্রহসন দু'খানি রচনা করেন। এই দুইখানি প্রহসনে সমকালীন বঙ্গীয় সমাজের দু'টি দিকের বিকৃতির চিত্র যথাসম্ভব বাস্তবতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। 'মধু-স্মৃতি'র লেখকের ভাষায়—"'একেই কি বলে সভ্যতা'য় মধুসূদন পান-দোষাশ্রিত ইংরাজী শিক্ষিত নব্য যুবক সম্প্রদায়ের (ইয়ং বেঙ্গল) অধঃপতন দেখাইয়াছেন।......মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', বাহিরে গোঁড়া হিন্দু অথচ ভিতরে পশুবৎ লাম্পট্যদোষে দূষিত এক বৃদ্ধের চিত্র লইয়া অঙ্কিত।"

সমকালীন অনেক সমালোচকের মতে 'একেই কি বলে সভ্যতা' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ প্রহসন। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' বলেছিলেন—'আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানিই সর্বোৎকৃষ্ট'। মধুসূদনের জীবন-চরিতকারও বলেছেন—'স্বর্গীয় বাবু দীনবন্ধু মিত্র ইহারই আদর্শে তাঁহার 'সধবার একাদশী' রচনা করিয়াছিলেন।...ভবিষ্যৎ সমাজ-চিত্রকরের নিকট ইহা এক রহস্য-ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিবে।" বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'Bengali Literature' শীর্ষক ইংরেজী প্রবন্ধে বলেছিলেন—"Is this Civilization'? is the best '(farce) in the language". তবে মনে হয়, নামকরণ এবং বিষয় বস্তুর স্থায়িত্ব ধর্মের দিক থেকে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-ই শ্রেষ্ঠতর।

অভিনয়ের উদ্দেশ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই দুইখানি প্রহসনের যথারীতি মহলা শুরু হয়েছিল। কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত কারণে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এর অভিনয় হতে পারেনি। বেলগাছিয়া নাট্যশালার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যোগীন্দ্রনাথ বসুর কাছে লেখা একখানি পত্রে এই ঘটনার উপর আলোকপাত

করেন। কেশবচন্দ্র লেখেন—"It is true that the two farces 'একেই কি বলে সভ্যতা' and 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'' were written by our friend Michael for the Belgachia Theatre, but they were not acted there. This may provoke enquiry and would require an explanation...But an adverse circumstance occurred which prevented their being brought on the stage. A few of the 'young Bengal' class, getting a scent of the farce 'একেই কি বলে সভ্যতা?' and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and affluence who, they knew, had some influence with the Rajahs deputed him to dissuade them from producing the farce on the boards of their Theatre.... The Rajahs would not yield at first, but under great pressure were obliged to give up the farce". [জীবন-চরিত', ৪র্থ সং, (১৩১৪), পৃঃ ৬৭৬-৭৭]

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত না হলেও 'একেই কি বলে সভ্যতা?' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার প্রায় পাঁচ বছর পরে 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি' কর্তৃক অভিনীত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন—"এই রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটক—মধুসূদন দত্তের সুপরিচিত প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' অনেকে এই অভিনয় ১৮৬৪ সনে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু উহার প্রকৃত তারিখ যে ১৮৬৫ সনের ১৮ই জুলাই, তাহা পরবর্তী ২৭-এ জুলাই (১৩ শ্রাবণ ১২৭২) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে জানা যাইবে,—" সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত ঐ পত্রে আছে—"...গত ৪ঠা শ্রাবণ রজনীযোগে সভার ব্যবস্থাক্রমে শ্রীযুক্ত রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনের প্রথম বার অভিনয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল।" [বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫০]

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল, তবে প্রথম অভিনয়ের সঠিক তারিখ জানা যায় না। রাধামাধব করের স্মৃতিকথা অবলম্বন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, কাঁশারীপাড়ায় কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের বাড়িতে একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল। সেই রঙ্গমঞ্চে 'শকুন্তলা'র সঙ্গে মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনও অভিনীত হয়। কাঁশারীপাড়া থিয়েটার কর্তৃক 'শকুন্তলা'র অভিনয় হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে। [বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃঃ ৬০]। সুতরাং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'ও এই সময়েই অভিনীত হয়েছিল বলে মনে করা চলে।

মধুসূদন প্রথমে তাঁর 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র নাম রেখেছিলেন—'ভগ্ন শিবমন্দির'। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একখানি পত্রের শেষ অনুচ্ছেদে মধুসূদন লিখেছিলেন—"What about the Farce, the 'ভগ্ন শিবমন্দির'? With kind wishes, I am, my dear keshal Bavo " [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৫৬] রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের ইচ্ছা অনুসারেই তিনি 'ভগ্ন শিবমন্দির'-এর নাম পরিবর্তন করেন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

সমকালীন বিদ্বজ্জন সমাজ কর্তৃক সমাদৃত হলেও মধুসূদন নিজে কিন্তু প্রহসন রচনা করে খুশী হতে পারেননি। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ২৪-এ এপ্রিল ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের বাসাবাড়ি থেকে বন্ধু রাজনারায়ণের কাছে লেখা একখানি পত্রে তাঁর এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। মধুসূদন লিখেছেন- 'As a Scribbler, I am of course proud to think that you

like my Farces but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces'. ['জীবন-চরিত', ৪র্থ সং, পৃঃ ৩১০-১১] যে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ এখনও এদেশে স্থাপিত হয়নি, সেই জাতীয় রঙ্গমঞ্চের স্বপ্ন কতকাল আগে আদিযুগের এক নাট্যকারের মনে উদিত হয়েছিল।

প্রথম সংস্করণের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮ এবং ৩২। 'একেই কি বলে সভ্যতা?'র শেষ চার পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থে যে সমস্ত ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয়, তার বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সংস্করণে এই অংশ পরিত্যক্ত হয়।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র আখ্যা-পত্র ছিল এই রকমঃ

একেই কি বলে সভ্যতা?
(প্রহসন)।
শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।

"—ন প্রিয়ং
প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ"। কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।
কলিকাতা।
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে
ইষ্টান্হোপযন্ত্রে যন্ত্রিত।
সন ১২৬৬ সাল।

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র আখ্যা-পত্রটি ছিল এই রকমঃ

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ
(প্রহসন)।
শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।
কলিকাতা

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে
ইষ্টান্হোপযন্ত্রে যন্ত্রিত।
সন ১২৬৬ সাল।

মধুসূদনের জীবদ্দশায় প্রহসন দু'খানির মাত্র দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১২৭৬ বঙ্গাব্দ। বর্তমান সংস্করণে তৃতীয় সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে।

পদ্মাবতী নাটক। মধুসূদনের দ্বিতীয় নাট্যকৃতি। প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ। তবে পদ্মাবতী নাটক ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ঠিক কোন্ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল তা' নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। কারণ, ১৮৬০-এর ২৪-এ এপ্রিল একখানি পত্রে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন—'...There is another Drama of mine which will soon be acted by a company of amateurs. It is also written on the classical

model. As soon as it is out of the printer's hands, I shall send you a copy...' [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩১১] সুতরাং মনে হয় 'পদ্মাবতী নাটক' ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্ততপক্ষে তার আগে নয়।

বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন মধুসূদনের অবিস্মরণীয় কীর্তি। এই পদ্মাবতী নাটকেই মধুসূদন প্রথম সীমিত আকারে সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। সেদিক থেকে পদ্মাবতী নাটক ঐতিহাসিক গুরুত্বের অধিকারী। মধুসূদনের জীবন-চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে '...শর্মিষ্ঠা ভারতীয় পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল ; তাঁহার দ্বিতীয় নাটক, পদ্মাবতী, গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে রচিত হইয়াছে'।

পদ্মাবতী নাটকের প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৭৮ এবং আখ্যা-পত্রটি ছিল এই রকম:

পদ্মাবতী নাটক।
শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।
'চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ।' মুদ্রারাক্ষসঃ।
কলিকাতা।
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।
সন ১২৬৭ সাল।

পদ্মাবতী নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য রচিত হয়নি, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই নাটকের অভিনয়ও হয়নি।১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর বৌবাজারে বাবু রাজেন্দ্র দত্তের বাড়িতে পদ্মাবতী নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে সেদিন ছিল মঙ্গলবার, কার্তিক পূজার রাত্রি। অভিনয়-দর্শনের জন্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হন। তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সত্যশরণ ঘোষাল, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু হীরালাল শীল, বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক এবং মৌলভী আবদুল লতিফ উল্লেখযোগ্য। [বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ৪র্থ সং, পৃঃ ৭১]

মধুসূদনের জীবদ্দশায় পদ্মাবতী নাটকের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১২৬৯ বঙ্গাব্দ। বর্তমান সংস্কবণে দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই গৃহীত হযেছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মধুসূদনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তিলোত্তমাসম্ভবের গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশকাল—মে, ১৮৬০।

বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন মধুসূদনের অবিস্মরণীয় কীর্তি। কারণ এই ছন্দকে বাহন করেই মধ্যযুগের পয়ার-লাচাড়ি-নির্ভর কাব্যধারা আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য সেই কীর্তির আদি স্তম্ভ। বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের ইতিবৃত্তটি কৌতূহলোদ্দীপক। মধুসূদন ছিলেন সুঅধীতী ব্যক্তি এবং ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে রচিত পাশ্চাত্য মহাকাব্যের সঙ্গে সুপরিচিত। 'শর্মিষ্ঠা নাটক' রচনার সময়েই তাঁর মনে হয় যে বাংলা ভাষায় ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের অনুরূপ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বাংলা নাটকের উন্নতির সম্ভাবনা কম। গুণগ্রাহী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে একদিন তিনি কথায় কথায় সেই অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করেন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না যে, বাংলা ভাষার মতো 'দুর্বল' ভাষার পক্ষে অমিত্রাক্ষরের ওজোগুণ ধারণ করা সম্ভব।

বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার কন্যা, সুতরাং তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়,—এই যুক্তি দেখিয়ে মধুসূদন বাংলা ভাষার অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। যতীন্দ্রমোহন তাতেও প্রসন্ন মনে সায় দিতে পারলেন না। তখন এক প্রকার বাজি রেখেই মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনার সংকল্প ঘোষণা করলেন। মধু-প্রতিভার অপরিমেয় সম্ভাবনার প্রতি আস্থাবান যতীন্দ্রমোহন তখন আর বাধা না দিয়ে অঙ্গীকারের সুরে বললেন যে, মধুসূদন যদি সত্যিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কোনো কাব্য রচনা করতে পারেন, তা'হলে সেই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন এবং মধুসূদনের কাছে পরাজয় স্বীকার করবেন।

পরমহিতৈষীর সহৃদয় আশ্বাসে উদ্দীপিত হয়ে মধুসূদন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অতি অল্পদিনের চেষ্টায় 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের' প্রথম দুই সর্গ রচনা করে ফেললেন। এই দুই সর্গ মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' যথাক্রমে ১৭৮১ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে (জুলাই-আগস্ট, ১৮৫৯) এবং ঐ শকাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কোনো সংখ্যার রচনাতেই কবির নাম ছিল না। প্রথম সর্গটি 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' পত্রস্থ করে ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন—'কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম।......ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন ও অন্ত্যযমকের পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা অবগত আছেন।...বর্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।'

তিলোত্তমাসম্ভবের তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ কোনো সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়নি। চার সর্গ একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সংস্করণ কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয় এবং তার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১০৪। যতীন্দ্রমোহন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। তিলোত্তমাসম্ভবের প্রথম সংস্করণ তাঁরই অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং পরে স্বহস্তলিখিত তিলোত্তমার পাণ্ডুলিপিখানিও মহারাজকে উপহার দিয়েছিলেন। এই মহামূল্যবান উপহার কবির হাত থেকে বিনম্রচিত্তে গ্রহণ করে পরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২২-এ মে তারিখে একখানি পত্রে যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে লিখেছিলেন— 'I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manscript তিলোত্তমা in the Poet's own hand-writing! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a Monument that marks a grand epoch in our literature. ......I feel sure that my descendents (should I have any) will then be proud to think that the manuscript in the author's autograph of the first blank verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the poet himself'. [জীবন-চরিত', ৪র্থ সং, পৃঃ ২৬৩-৬৪]।

তিলোত্তমাসম্ভব রচনার সময় মধুসূদন নাটকেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য আগ্রহী হন এবং 'সুভদ্রা হরণ' ও 'রিজিয়া' নামক দু'খানি নাটকের কিছু অংশ রচনা করে যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠান। কিন্তু এই দু'খানি নাটকের কোনোখানিই সম্পূর্ণ হয়নি। তবে 'বাঙ্গালা নাটকে অমিত্রছন্দের প্রবর্তন মধুসূদনেরই কার্য।' [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ১০৭]

তিলোত্তমাসম্ভবের প্রথম সংস্করণে মধুসূদন, ভবভূতি, হোরেস এবং মিলটন থেকে তিনটি প্রাক্কোক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন। সেই প্রাক্কোক্তি তিনটি যথাক্রমেঃ

(১) 'উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা।
কালোহ্যয়ং নিরবধির্ বিপুলা চ পৃথ্বী'।।—[ভবভূতি]

(২) —Neque to ut turbs miretur, labores,
Contentus paucis lectoribus.'—Horace

(৩) 'Fit audience find—tho' few'—Milton.

[মধু-স্মৃতি, পৃঃ ১০৮]

মধুসূদনের জীবদ্দশায় তিলোত্তমাসম্ভবের মোট তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৬৮ বঙ্গাব্দে। তৃতীয় সংস্করণের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল ছিল না তবে সম্ভবতঃ তৃতীয় সংস্করণ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে মধুসূদন তিলোত্তমাসম্ভবের প্রচুর পরিবর্তন করেন। কারণ, তিলোত্তমা যে কাঁচা হাতের রচনা সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন—". . We are reprinting Tilottama and to tell you the candid truth I find the versification very 'Kancha' in many many places. I shall make quite a different thing of the Nymph. Don't fear I shall spoil her."—[জীবন-চরিত, পৃঃ ৪৯১] তৃতীয় সংস্করণে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

ততীয় সংস্করণ কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণ বলে বর্তমান সংস্করণে তৃতীয় সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে।

ইউরোপ-প্রবাসকালে মধুসূদন তিলোত্তমাসম্ভব আবার নতুন করে লেখা শুরু করেন। কিন্তু সেই লেখা নিজেরই মনঃপূত না হওয়ায় এ ব্যাপারে তিনি আর বেশী দূর অগ্রসর হননি। মধুসূদন তিলোত্তমাসম্ভবের ইংরেজী অনুবাদও শুরু করেছিলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারেননি। 'মধু-স্মৃতি'র লেখক জানিয়েছেন যে সেই অনুবাদ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত Mookerjee's Magazine' নামীয় সাময়িক পত্রে (পৃঃ ৩৮৫-৮৭) প্রকাশিত হয়।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে ব্যবহৃত নতুন অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সেই ছন্দে গ্রথিত অভিনব বাক্‌বন্ধনকে সেদিন অনেকে যেমন প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি, অনেকে আবার তেমনি অকপট প্রশংসায় স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। শেষোক্তদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজনারায়ণ 'দি ইন্ডিয়ান ফিল্ড' নামক পত্রিকায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি ইংরেজীতে এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' [শকাব্দ ১৭৮২, অগ্রহায়ণ; ৬ষ্ঠ পর্ব, ৬৮ খন্ড] 'কুমারসম্ভব' এবং 'রঘুবংশ' থেকে উদ্ধৃতি সহ তিলোত্তমাসম্ভবের পংক্তিগঠনের অনবদ্য শিল্প কৌশলের সুবিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। আর পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর 'সোম প্রকাশ'-এ [২৩-এ শ্রাবণ, ১২৬৭] অনুরূপ সপ্রশংস সমালোচনা করেন। এই সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হবার পর, প্রথমে যাঁরা বিরূপ ছিলেন, তাঁরাও ক্রমশঃ এই কাব্যের সমাদর করতে শুরু করেন।

মধুসূদনের তিরোধানের প্রায় সাত বছর পরে পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় 'সাবিত্রী লাইব্রেরি'র বার্ষিক অধিবেশনে (৩০-এ চৈত্র, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ) প্রকাশ্য ভাষণে বলেছিলেন—'আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব'।

শাস্ত্রী মশায়ের এই উক্তি যথার্থ। কারণ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগন্ধর স্রষ্টা দু'জন—মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্য মধু-সাহিত্যের পরবর্তীকালের সৃষ্টি।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৪-এ এপ্রিল তারিখের একখানি পত্রে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন— '...You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good life, at any rate, that will teach the future Poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius.'

মুহূর্তের রসিকতার ফলে যার উৎপত্তি, রসসৃষ্টির শাশ্বতলোকে তার উত্তরণ। এখানেই তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ঐতিহাসিক সিদ্ধি।

মেঘনাদবধ কাব্য। প্রথম সংস্করণ দু'খণ্ডে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড (১-৫ম সর্গ) ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে (২২-এ পৌষ, ১২৬৭) এবং দ্বিতীয় খণ্ড (৬—৯ সর্গ) ঐ খৃষ্টাব্দেরই প্রথমার্ধে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে) প্রকাশিত হয়।

"মধুসূদনের অক্ষয় কীর্তি মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' বঙ্গ-সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডারের সর্বোত্তম রত্ন—বিশ্ব-কাব্য-কাননের মহার্ঘ-কুসুমাহৃত মধু-ভরা মধুচক্র—ত্রিদিবের সদ্যঃফুল্ল পারিজাত—ভাব-সরোবরের সহস্রদলে বিকশিত কমল-কানন। মেঘনাদবধ কাব্য ভাষার পীযূষোদধি ;......" [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ১২৮] কারণ, পদ্মাবতী নাটকে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অঙ্কুরোদ্গম, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের নয়ন-মনোহর বিকাশ, মেঘনাদবধ কাব্যে তার মহীরূহে পরিণতি।

গ্রন্থাকারে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৬১। কিন্তু মধুসূদন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দেই এর রচনা শুরু করেন। তখনও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের বাসা থেকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৪-এ এপ্রিল মধুসূদন একখানি পত্রে রাজনারায়ণকে লেখেন— '...Tilottama will be published, soon, in the shape of a volume. ...In the meantime I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with Vira ras. ....I enclose the opening invocation of my 'মেঘনাদ' —you must tell me what you think of it.' [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩০৯-১৬] সুতরাং এই সময়ের কিছু আগে থেকে যে তিনি মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় রত হন, একথা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ঠিক কতদিনের মধ্যে তিনি রচনা শেষ করেন, তা' নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম পাঁচটি সর্গ রচনা যে সম্পূর্ণ হয়েছিল, মধুসূদনের একখানি পত্রে তার প্রমাণ মেলে। ১৮৬১-র ১৬ই জানুয়ারি তিনি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন— '...The first five books of Meghnad are ready; you shall have your copy as soon as I can get hold of one to send you. Hoping you are quite well,...' [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৭১]।

তবে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯-এ আগস্ট খিদিরপুর থেকে রাজনারায়ণের কাছে লেখা একখানি পত্রের ভাষা থেকে ধারণা করা চলে যে ঐ তারিখের আগেই মেঘনাদবধ কাব্যের সম্পূর্ণ অংশই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। মধুসূদন ঐ পত্রের তৃতীয় অনুচ্ছেদে লিখেছিলেন— 'I have not yet heard a single line in Meghnad's disfavour. The great Jotindra has only said that he is sorry, poor Lakshman is represented

as killing Indrajit in cold blood and when unarmed. But I am sure the poem has many faults. What human production has not? You must point them out and that too before I begin another'.

[জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৯৪]।

মধুসূদনের প্রায় সমস্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণই সহৃদয় ধনী সাহিত্যানুরাগীর অর্থে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সংস্করণ মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা)। এই জন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য দিগম্বর মিত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপ প্রবাসকালে মিত্র মহাশয়ের কাছ থেকে বিরূপ ব্যবহার প্রাপ্তির ফলে তৃতীয় সংস্করণ থেকে তিনি এই উৎসর্গ-পত্রটি (মঙ্গলাচরণ) পরিহার করেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৩১ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১০৭। প্রথম খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে আখ্যাপত্রে কী লেখা ছিল জানা যায় না। দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্রখানি ছিল এই প্রকারঃ

মেঘনাদবধ কাব্য।
দ্বিতীয় খণ্ড।
শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।
"—কৃতবাগ্দ্বারে বংশেস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ,
ঘর্ণোবজ্রসমুৎকীর্ণে মূলমেবোস্তি মে গতিঃ।"
রঘুবংশঃ।
কলিকাতা।
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক
ভবনে স্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত।
সন ১২৬৮ সাল।

মধুসূদনের জীবদ্দশায় মেঘনাদবধ কাব্যের মোট ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশের এক বছরের কিছু বেশী সময়ের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবিস্তৃত সটীক সমালোচনা সহ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১২৬৯ এবং ১২৭০ বঙ্গাব্দে। হেমচন্দ্রের 'মুখবন্ধের' তারিখ ছিল—'খিদিরপুর, তারিখ ১০ই শ্রাবণ, ১২৬৯ সাল।' এই সময়ে (৪ঠা জুন, বুধবার ১৮৬২) মধুসূদন একখানি পত্রে লেখেন—'...Meghnad is going through a second edition with notes, and a real B.A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months'. [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫২৮]।

দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫১ এবং ১২৮। দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয়, তখন মধুসূদন বিদেশে। কারণ, এই পত্র লেখার পাঁচ দিন পরে (৯ই জুন, ১৮৬২) তিনি জাহাজযোগে ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করেন।

মধুসূদনের প্রবাসকালে মেঘনাদবধ কাব্যের আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। ১৮৬৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে মধুসূদন স্বদেশে ফিরে আসবার কয়েক মাসের মধ্যেই তৃতীয়

সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম সংস্করণের প্রকাশকাল যথাক্রমেঃ ২১-এ আগস্ট, ১৮৬৭ ; ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৬৭ ; এবং ১৬ই মার্চ, ১৮৬৯। এই তিনটি সংস্করণেই মাত্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। কারণ, এই তিন সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড উদ্ধার করা এযাবৎ সম্ভব হয়নি। চতুর্থ সংস্করণে হেমচন্দ্রের 'মুখবন্ধ' পরিবর্তিত আকারে 'ভূমিকা' নামে প্রকাশিত হয়। এই পরিবর্তনের তারিখ ১৩ই আশ্বিন, ১২৭৪ বঙ্গাব্দ (২৮-এ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭)।

ষষ্ঠ সংস্করণে সম্পূর্ণ মেঘনাদবধ কাব্য (দুই খণ্ড একত্রে) প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২০-এ জুলাই। মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩২০। ষষ্ঠ সংস্করণই কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণ ; সেই জন্য বর্তমান সংস্করণে ষষ্ঠ সংস্করণের পাঠই আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে।

মেঘনাদবধ কাব্য সবকালের কাছ থেকে সমাদর অনাদর দুই-ই লাভ করেছিল। তবে অনাদর অপেক্ষা সমাদর যে শতগুণ বেশী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জগবন্ধু ভদ্র 'ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য' নামে একটি ব্যঙ্গ-অনুকৃতিমূলক কবিতা রচনা করে মেঘনাদবধ কাব্যকে ব্যঙ্গ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কবিতাটি ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন সংখ্যার অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের ব্যঙ্গের কণ্ঠ অচিরেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার মাসাধিককালের মধ্যেই মধুসূদন এই কাব্য রচনার জন্য প্রকাশ্য জন-সংবর্ধনা লাভ করেন। সংবর্ধনার দিনটি ছিল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার। 'মধু-স্মৃতি'র লেখক জানিয়েছেন—"মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইলে, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, স্বপ্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ হইতে মধুসূদনকে অভিনন্দিত করিবার ইচ্ছায় প্রকাশ্য সভার আয়োজন করিলেন। বঙ্গদেশে বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সংবর্ধনা সেই প্রথম। মধুসূদনের পূর্বে কোন কবি বা লেখক এরূপ সম্মান লাভ করেন নাই। সেই সভায় মধুসূদনকে সংবর্ধিত করিবার উল্লাসে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গৌরদাস বসাক, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের তৎকালীন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও সুধীমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।'

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'মধুসূদন-গ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস মন্তব্য করেছেনঃ "রচনার প্রায় আরম্ভকাল হইতে আজও পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষী, কবি ও সমালোচক কর্তৃক 'মেঘনাদবধ কাব্য' যেভাবে আলোচিত হইয়া আসিয়াছে, কোনও বাংলা কাব্য লইয়া এত অধিক আলোচনা হয় নাই। এই কাব্যের মাত্র দুই সর্গ লিখিত হইবার পরে পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া রাজনারায়ণ বসু যে সমালোচনার সূত্রপাত করেন, আজিও তাহার শেষ হয় নাই।" মন্তব্যটি যথার্থ। সমসাময়িককালে মেঘনাদবধ কাব্যের সপ্রশংস সমালোচনার মাধ্যমে যাঁরা মধুসূদনকে সংবর্ধিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, দীনবন্ধু মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত, যোগীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দীননাথ সান্যাল প্রমুখ মনস্বী এবং সাহিত্যবেত্তার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'মধু-স্মৃতি'র লেখক জানিয়েছেন "সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী-ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ মেঘনাদবধ ইংরাজিতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কতকাংশ 'বেঙ্গলী' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অপূর্ব অনুবাদ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের আর একখানি

ইংরাজ অনুবাদ আছে। সেখানি সম্পূর্ণ।" সম্ভবতঃ এই সম্পূর্ণ অনুবাদ 'The Fall of Meghnad নামে ইংরেজী ব্ল্যাঙ্ক ভার্স' অবলম্বনে 'U. S.' অর্থাৎ উমেশচন্দ্র সেন কৃত আক্ষরিক অনুবাদ। এর প্রকাশকাল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ।

এই অনুবাদ-কাব্যের প্রথম কয়েক পংক্তি এই রকমঃ

> 'When slain in open battle Beerbahu,
> The best of warriors, o'er to Pluto's realm,
> Untimely went, declare, O Goddess! thou.
> Of nectar'd speech, what warrior—chief assign'd
> To chief command was next by Raghav's foe' . . . .

প্রখ্যাত নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ অমিত্রাক্ষর ছন্দেই মেঘনাদবধ কাব্যের একটি অভিনয়োপযোগী নাট্যরূপ প্রস্তুত করেন। পাঁচ অঙ্কে বিন্যস্ত সেই মেঘনাদবধ নাটক ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' এবং 'বেঙ্গল থিয়েটার'—এই উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উদ্যোগে অভিনীত হয়। [বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৩৪] অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সংলাপে বাংলা নাটকের অভিনয় এই প্রথম।

মধুসূদনের জীবন-চরিতকার যথার্থই বলেছেন—'মধুমক্ষিকার ন্যায়, নানা দেশীয় কাব্য-কুসুম হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া, তিনি যে অপূর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন গৌড়ীয় জনগণ তাহাতে সত্যই,

আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

ব্রজাঙ্গনা কাব্য। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশকাল জুলাই, ১৮৬১। অর্থাৎ মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পরেই ব্রজাঙ্গনা কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কবি মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় রত হবার আগেই তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৪-এ এপ্রিল মধুসূদন একখানি পত্রে লিখেছিলেন—

> 'I enclose the opening invocation of my 'মেঘনাদ —you must tell me what you think of it. . . . By the bye, I have a small volume of Odes in the press. They are all about poor old Radha and her
>
> বিরহ'। [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩১৬]

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে মধুসূদনের কাছে লেখা রাজনারায়ণ বসুর একখানি পত্র থেকে এ কথাও জানা যায় যে, ব্রজাঙ্গনা কাব্যের প্রথম কয়েকটি কবিতা তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনার সময়েই লিখিত হয়েছিল। [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ১৮৯]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনার সময়েই তাঁর মনে গীতি-কবিতা রচনার বাসনা জাগে। 'মধু-স্মৃতি'র লেখক জানিয়েছেন যে নিধুবাবুর টপ্পার আদর্শে গীতিকা রচনায় আগ্রহী হয়ে মধুসূদন তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন—

'I mean to try Nidhoo's Odes as soon as I get my Pandit'. ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কবিতাগুলি নিধুবাবু বা কোনো কবিওয়ালার ঠিক অনুকরণ নয়। তবে কবিওয়ালাদের রচিত গান যে এগুলির প্রেরণা-উৎস, তা' একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

মধুসূদন ব্রজাঙ্গনার কবিতাগুলিকে 'Ode' নামে আখ্যাত করেছেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং চতুর্দশপদী কবিতার মতো এগুলিও বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদনের অবদান। আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রাক্‌রূপ ব্রজাঙ্গনার কবিতার মধ্যে বিধৃত রয়েছে।

প্রথম সংস্করণে কোনো উৎসর্গ-পত্র বা মঙ্গলাচরণ ছিল না। গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪৬ এবং আখ্যাপত্রটি ছিল এই প্রকার:

ব্রজাঙ্গনা কাব্য।
কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।
"গোপীভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা—
উন্মত্তেব— " পদাঙ্কদূত।
শ্রীআর. এম্. বসু কোম্পানী কর্তৃক
প্রকাশিত।
কলিকাতা সুচারুযন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী
কর্তৃক বাহির মৃজাপুর ১৩ সংখ্যক
ভবনে মুদ্রিত।
১৮৬১।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামীয় জনৈক ব্যক্তির অর্থে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তবে এজন্য কবিকে গ্রন্থ-স্বত্ব বৈকুণ্ঠনাথকে দান করতে হয়। এ সম্পর্কে কবি একখানি পত্রে (তারিখবিহীন) রাজনারায়ণকে লেখেন—

> "The 'odes' are out, and I have requested Babu Baikunta Nath Dutta (a co-religionist of yours) who is the proprietor of the Copy-right, to send you a copy. You must also tell me what you think of them." [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৮৮]।

এই বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর "জীবন-স্মৃতি'তে জানিয়েছেন—'.. বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অনুগত লোক ছিলেন।...মাইকেলের নিকট হইতে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, তিনি মাইকেলের অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়েন; 'ব্রজাঙ্গনা' পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাহাই জানিতে পারিয়া—'ব্রজাঙ্গনা'র সমস্ত স্বত্ব (কপি রাইট) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজ ব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।" [পৃঃ ৬৭-৬৮]

প্রথম সংস্করণে বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের স্বাক্ষরে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এই প্রকার:

"কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়ের কাব্যাদি রচনা করিবার যে প্রকার অদ্ভুত শক্তি, তাহা তৎপ্রণীত অত্যল্প কাল-সম্ভূত 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' 'একেই কি বলে সভ্যতা?' 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া', অমিত্রাক্ষর 'তিলোত্তমাসম্ভব' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিতেছে, আমি তাহার কি বর্ণন করিব? তিনি শেষোক্ত দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া যে বাঙ্গালা ভাষায় একটি নূতন কাব্য রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

তাঁহার অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে যাদৃশ অনুরাগ মিত্রাক্ষর কিছু সেইরূপ নাই বটে; তথাপি তিনি যে প্রণালীতে এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মিত্রামিত্র উভয়াত্মক অক্ষরেই তদ্রচনার ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে শ্রীমতী রাধিকার প্রেম প্রসঙ্গে অনেকেই অনেক প্রকার কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ নূতন ছন্দ ও সুমধুর নবভাব

পরিপূরিত কবিতা এ পর্যন্ত কেহই রচনা করেন নাই বোধ হয়।

সহৃদয় কবিবর দত্তজ মহোদয় স্বীয় বদান্যতা ও ঔদার্যগুণে এই গ্রন্থখানির স্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করিয়া এককালে আমাকে দান করিয়াছেন। আমি তদীয় দাতৃত্ব ও মহত্ত্বগুণ দ্বারা এই গ্রন্থখানি কীর্তনপূর্বক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কবরডাঙ্গাস্থিত শ্রীযুক্ত আর. এম. বসু কোম্পানী দ্বারা এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম।

আপাততঃ এই গ্রন্থখানির 'বিরহ' বিষয়টি ১৮টি প্রস্তাবে প্রথম সর্গে প্রকাশিত হইল; যদি পাঠকমণ্ডলীর নিকটে কাঙ্গালিনী ব্রজাঙ্গনাকে সুমধুরভাষিণীরূপে সমাদৃত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে গ্রন্থাকারের শ্রমসাফল্য এবং প্রকাশকের ব্যয়ের সার্থকতা জ্ঞান করত সোৎসুকচিত্তে শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃষভানু নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সম্মিলন, সম্ভোগাদি বিষয় ক্রমশঃ সর্গান্তর হইতে সর্গান্তরে প্রকটনপূর্বক ব্রজাঙ্গনাকে সর্বাঙ্গ-সৌষ্ঠবান্বিতা করিতে যত্নবান্ হইব। ইতি

কলিকাতা, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত'

২৮ আষাঢ় ১২৬৮।

এই বিজ্ঞাপনের নীচে 'পুনশ্চ' দিয়ে লেখা ছিল যে গ্রন্থস্বত্ব সম্পর্কে 'যে রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, সেই নিয়মানুসারে' বিজ্ঞাপন-দাতা প্রকাশক গ্রন্থখানি রেজিস্টারি করলেন।

মধুসূদনের জীবদ্দশায় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের' দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয় সংস্করণ অন্য প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হয়; ফলে প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'টিও পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না। বর্তমান সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে।

কৃষ্ণকুমারী নাটক। মধুসূদনের শেষ পূর্ণাঙ্গ নাটক। 'মধু-স্মৃতি'র লেখক নগেন্দ্রনাথ সোমের মতে 'ইহাই তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট নাটক। এখানি বঙ্গভাষার প্রথম ঐতিহাসিক ও বিষাদান্ত নাটক (ট্র্যাজেডি)। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট তারিখে আরম্ভ করিয়া তিনি ৭ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ঠিক এক মাসে, ইহা সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়'। কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রথম মুদ্রণের ব্যয়ভারও বহন করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

পদ্মাবতী নাটক রচনার পর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে লেখা একখানি পত্রে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন— '. . . If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models' [জীবন-চরিত', ৪র্থ সং, পৃঃ ৩১৭]। কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনায় মধুসূদন এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। এই নাটক-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাট্যাদর্শ যথাসম্ভব পরিত্যক্ত হয়েছিল।

নাটকের আখ্যান-আহরণে মধুসূদনের আগ্রহ পুরাণ থেকে কিভাবে ইতিহাসের অভিমুখী হয়, তাঁর জীবন-চরিতকার তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কৃষ্ণকুমারী রচনার আগে মধুসূদন মুস্লিম ইতিহাস থেকে সম্রাট আলতামাসের কন্যা, সুলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে একখানি নাটকের কিছু অংশ রচনা করে সেকালের শ্রেষ্ঠ নট কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে দেখাবার জন্য পাঠান। কিন্তু এই নাটক সম্পর্কে কেউ-ই তেমন উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। বরং কেশববাবু একখানি পত্রে মধুসূদনকে রাজপুত ইতিহাস থেকে উপকরণ সংগ্রহের উপদেশ দিলেন। কেশবচন্দ্রের সেই পত্রের অংশঃ 'By the bye, a thought strikes me. Can't we call out a sub-

ject from the history of the Rajputs? I believe the field is pretty extensive and may yield innumerable hints for the imagination of a virtue like yourself'. [জীবন-চরিত', পৃঃ ৪৪২] রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনা কেশবচন্দ্রের এই উপদেশের ফলশ্রুতি।

প্রথম সংস্করণের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১৫ এবং আখ্যা-পত্রখানি ছিল এই রকমঃ

কৃষ্ণকুমারী নাটক।
শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।
আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ। কালিদাস।
কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।
সন ১২৬৮ সাল।

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন নিজে জ্ঞানী এবং গুণী এবং সর্বোপরি মধু-প্রতিভার গুণমুগ্ধ অনুরাগী। তা' ছাড়া কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনার প্রেরণাও মধুসূদন কেশবচন্দ্রের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তাই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই নাটকখানি তিনি কেশবচন্দ্রকেই উৎসর্গ করেছিলেন। 'মঙ্গলাচরণ'-এ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ছাড়াও একখানি পত্রে মধুসূদন কেশবচন্দ্রকে লিখেছিলেন— My dear Gangooly. Here is Kissen Cumari—your Kissen Cumari. I dedicate her to the first actor of the age, to a Gentleman of whose friendship I am proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him . . . ,

কৃষ্ণকুমারী নাটকের গানগুলির রচয়িতা কে, সে সম্পর্কে দু' প্রকার অভিমত প্রচলিত আছে। মধুসূদনের জীবন-চরিতকার বলেছেন—'কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের রচিত'। কিন্তু 'মধু-স্মৃতি'র লেখক ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়—'এই ঐতিহাসিক ও বিষাদান্ত নাটকে মধুসূদন প্রাচীন আদর্শে রচিত কয়েকটি সুমধুর সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইটি সঙ্গীত মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের রচিত। [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ১১৯] গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ অংশে মধুসূদন লিখেছিলেন—'এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি'। এই উক্তির দ্বারা 'মধু-স্মৃতি'-প্রণেতার উক্তিই সমর্থিত হয়।

কৃষ্ণকুমারী নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়নি। কৃষ্ণকুমারীর রচনা শেষ হবার কয়েক মাসের মধ্যেই (মার্চ, ১৮৬১) পাইকপাড়ার ছোট রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যু ঘটে এবং তারপর বেলগাছিয়া নাট্যশালাও বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনীত না হবার এটাই প্রধান কারণ। শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি এই সোসাইটির নাট্যশালায় মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় এই অভিনয়ের প্রশংসামূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতেও একবার 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর অভিনয় হয়। সেই অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণকুমারীর মায়ের

ভূমিকায় অভিনয় করেন। এর পর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় সাধারণ
ভূমিকায় অভিনয় করেন। এর পর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় সাধারণ
রঙ্গালয় স্থাপিত হলে একাধিকবার কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ রঙ্গালয়ে (ন্যাশনাল থিয়েটার) প্রথম অভিনয়ের দিন ছিল ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২২-এ ফেব্রুয়ারি, শনিবার। এই অভিনয়ে নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভীমসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

মধুসূদনের জীবদ্দশায় 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১২৭২ এবং ১২৭৬ বঙ্গাব্দ। তৃতীয় সংস্করণের পাঠই বর্তমান সংস্করণে আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে।

বীরাঙ্গনা কাব্য। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশকাল ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ।

এই অভিনব কাব্য সম্পর্কে 'মধু-স্মৃতি'র লেখক জানিয়েছেন—"জেম্স লেনের বাটীতে অবস্থানকালে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন তাঁহার অপূর্ব প্রীতিপ্রদ কাব্য 'বীরাঙ্গনা' রচনা করেন এবং পর বৎসরের প্রারম্ভে ইহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়"। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯-এ আগস্ট রাজনারায়ণ বসুর কাছে লেখা একখানি পত্রের বক্তব্য থেকে মনে হয় তখনও পর্যন্ত কবি তাঁর পরবর্তী কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি। কবি লিখেছিলেন- '. . . many of our friends are at me to dash out again. But the question is on what subject ?' [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৯৩]। ঐ পত্রে তিনি আরও লেখেন যে অনেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রস্তাব করছেন। তবে তিনি 'সিংহল বিজয়' বিষয় নিয়েই কাব্য রচনায় আগ্রহী। সুতরাং 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' পরিকল্পনা যে ঐ সময়ের পরবর্তীকালের তা' সহজেই অনুমেয়। 'বীরাঙ্গনা' ১৮৬১-র শেষের দিকে রচিত হয়েছিল।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য এবং মেঘনাদবধ কাব্য রচনার পরেও হয়তো কবির মনে হয়েছিল যে বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে আরও কাব্য রচনা প্রয়োজন। সেই জন্য তিনি 'সিংহল বিজয়' কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু লিখতে বসে বিষয়বস্তু মনঃপূত না হওয়ায় সে প্রয়াস তিনি পরিত্যাগ করেন।

নানা বিদেশী ভাষায় মধুসূদনের ব্যুৎপত্তি ছিল গভীর এবং বিশেষভাবে তিনি ছিলেন ইতালীয় কাব্যের একজন অনুরক্ত পাঠক। 'সিংহল বিজয়'-এর প্রতি বিতৃষ্ণ হবার পরেই তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয় প্রাচীন রোমক কবি ওভিডের (Publius Ovidius Naso: 43 B.C.—17 A.D.) বীর-পত্রাবলীর (Heroic Epistles) প্রতি। পত্রাকারে রচিত এই কাব্যের মধ্যে স্বাধিকার-সচেতনা নারী-হৃদয়ের অবরুদ্ধ আবেগের বাঙ্ময় স্পন্দন রেনেসাঁস-সচেতন মধুসূদনের কল্পনালোকে এক অভিনবত্বের স্বাদ এনে দেয়। তিনি বাংলা ভাষায় এই অভিনব কাব্যধারা প্রবর্তনের জন্য সচেষ্ট হন। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' সেই চেষ্টার সার্থক ফসল।

বীরাঙ্গনা কাব্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পত্র রচয়িত্রী বিচিত্র ভাবময়ী ভারতীয় পৌরাণিক নারী। মধুসূদনের জীবন-চরিতকার যথার্থই বলেছেন—'বীরাঙ্গনা শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদিগের সমরাঙ্গন-বিহারিণী রানী দুর্গাবতীর অথবা ঝান্সির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর ন্যায় রমণীকে স্মরণ হয়। কিন্তু মধুসূদন বীরাঙ্গনা শব্দ এরূপ অর্থে ব্যবহার করেন নাই'।

বীরাঙ্গনা কাব্যের পরিকল্পনা সম্পর্কে মধুসূদন একখানি পত্রে (তারিখবিহীন) রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন— '. . . But within the last few weeks, I have been scribbling a thing to be called 'বীরাঙ্গনা' i.e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords. They are to be twenty-one Epistles, and I have finished eleven. These are being

printed off, for I have no time to finish the remainder'. [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, ৫২৪-২৫]। সত্যিই তিনি বাকী অংশ সম্পূর্ণ করে যাবার সময় পাননি। 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' মূল পত্রাবলী সংখ্যায় এগারো। তারপর তিনি আরও কয়েকখানি পত্রিকা রচনায় রত হন। কিন্তু প্রত্যেক পত্রই অসম্পূর্ণ রচনা।

মধুসূদন যাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন, নারীর বন্ধনমুক্তি-আন্দোলনের পুরোধা সেই প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তিনি বীরাঙ্গনা কাব্যখানি উৎসর্গ করেছিলেন।

প্রথম সংস্করণের গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৭০ এবং আখ্যাপত্র ছিল এই রকমঃ

বীরাঙ্গনা কাব্য।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

"লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ—

—নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে।।" সাহিত্য দর্পণং।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে

ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৬৮ সাল।

মধুসূদনের জীবদ্দশায় বীরাঙ্গনা কাব্যের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়,—দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৭৩ বঙ্গাব্দে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১২৭৫ বঙ্গাব্দে (১৫ই জানুয়ারি ১৮৬৯)। তৃতীয় সংস্করণ থেকে 'সাহিত্য দর্পণের' উদ্ধৃতিটি পরিত্যক্ত হয়।

'বীরাঙ্গনা মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের সংযোগসূত্রস্বরূপ এবং মধুসূদনের প্রতিভার গম্ভীর এবং কোমল অংশের সম্মিলন-স্থল'। [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৯৯]

বর্তমান সংস্করণে বীরাঙ্গনা কাব্যের তৃতীয় সংস্করণের পাঠই আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশকাল আগস্ট, ১৮৬৬।

ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের আদর্শে বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন যেমন মধুসূদনের অবিস্মরণীয় অবদান, পাশ্চাত্য সনেটের আদর্শে চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তনও তেমনি তাঁর পক্ষে একটি গণনীয় কীর্তিবিশেষ।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দেই মধুসূদনের মনে সনেটের আদর্শে চতুর্দশপদী কবিতা রচনার প্রেরণা জাগে। কিন্তু সেই প্রেরণা অজস্র রচনায় মুকুলিত হয়ে ওঠে কবির ইউরোপ প্রবাসকালে—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে।

তখন মেঘনাদবধ কাব্যের দু'টি সর্গ এবং কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কবি মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ রচনায় হাত দিয়েছেন। এই সময় একখানি পত্রে (তারিখবিহীন—তবে ১৮৬০-এর শেষ ভাগ বলে অনুমিত) কবি তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণকে লেখেন—'All my idle things find Patrons and Customers. I want to introduce the sonnet into our language and, some mornings ago, made the following:—' [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৭৭] এরপর তিনি 'কবি-মাতৃভাষা' শীর্ষক কবিতাটি (যার প্রারম্ভিক পংক্তিঃ 'নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন') উদ্ধৃত করে বন্ধুর অভিমত জানবার উদ্দেশ্যে লেখেন— 'What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian'. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই 'কবি-মাতৃভাষা' শীর্ষক কবিতাটি পরবর্তীকালে পরিমার্জিত হয়ে বিখ্যাত 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক কবিতায় (যার প্রারম্ভিক পংক্তি

'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—) রূপান্তরিত হয়। প্রাক্-রূপের সঙ্গে পরিমার্জিত রূপের পার্থক্যটি লক্ষণীয়।

উপরি-উক্ত পত্র থেকেই জানা যায় যে, মধুসূদন সে সময় ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে রত এবং কবি ট্যাসোর মূল কাব্যও পাঠ করেছেন। সুতরাং সনেটের আদর্শে 'চতুর্দশপদী' রচনার মানসিক প্রস্তুতি এই সময়েই হয়েছিল। কিন্তু যথাযোগ্য প্রয়াস শুরু করতে তাঁকে প্রায় পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কবি যখন ফ্রান্সের অন্তর্গত 'ভরসেলস্' নগরীতে (Versailles) বাস করছিলেন, তখনই ব্যাপক অভিনিবেশ সহকারে চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় রত হন। ১৮৬৫-র ২৬-এ জানুয়ারি ভরসেলস্ নগরী থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাকের কাছে একখানি পত্রে কবি লেখেন— " . . . I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some 'sonnets' after his manner. . . . I dare say, the sonnet 'চতুর্দশপদী' will do wonderfully well in our language." [জীবন-চরিত ৪র্থ সং, পৃঃ ৫৭৫]। ঐ পত্রেই তিনি জানান যে তিনি বন্ধুদের দেখাবার জন্য তিনটি সনেট পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু মধুসূদন যে চারটি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা পাঠিয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে গৌরদাসের কাছে লেখা যতীন্দ্রমোহনের একখানি পত্রে। গৌরদাসের কাছ থেকে মধুসূদন-প্রেরিত চতুর্দশপদী কবিতা পেয়ে এবং পড়ে যতীন্দ্রমোহন লিখেছিলেন 'I have peused the four sonnets with attention and I should think they are fully worthy of our Poet's Pen. . . . ? [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ২৭৭]। সেই চারটি চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে দু'টি কবিতা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকায় (১৯২১ সম্বৎ, ২য় পর্ব, ২১ খণ্ড, পৃঃ ১০৬) মুদ্রিত করে ভূমিকায় লিখেছিলেন—'...তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশু নহে।'

'ভরসেল্‌স' নগরীতে বাসকালে অল্প সময়ের মধ্যেই কবি শতাধিক চতুর্দশপদী রচনা করেন এবং তাঁর প্রবাসকালেই ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেসের স্বত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বসু সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

প্রথম সংস্করণে চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সঙ্গে কয়েকটি অসমাপ্ত কাব্যও একই সঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১+১২২। প্রথম সংস্করণে বিধৃত কবিতাগুলি তিনটি ভাগে বিন্যস্ত ছিল—১) উপক্রম। এই ভাগে মধুসূদনের স্বহস্তাক্ষরে মুদ্রিত দু'টি সনেট (বর্তমান সংস্করণের ১ এবং ২ সংখ্যক) ছিল। ২) চতুর্দশপদী কবিতাবলি। এই ভাগে একশ'টি চতুর্দশপদী কবিতা। (বর্তমান সংস্করণের ৩ থেকে ১০২ পর্যন্ত) ছিল। ৩) অসমাপ্ত কাব্যাবলি। এই অংশে দু'টি অসমাপ্ত কাব্য (সুভদ্রা-হরণ এবং তিলোত্তমাসম্ভব) এবং তিনটি নীতিগর্ভ কবিতা ছিল। কবিতা ক'টির নামঃ 'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগালী' এবং 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে। সামান্য কিছু পাঠান্তর ছাড়া দ্বিতীয় সংস্করণের লক্ষণীয় পরিবর্তন হলোঃ ১) উপক্রম এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলি-অংশের সংযুক্তি, ২) অসমাপ্ত কাব্যাবলি-অংশের বর্জন। এই সময় কবি স্বদেশে ফিরে এসেছেন। সেই জন্য মনে হয়, দ্বিতীয় সংস্করণের এই রূপান্তর স্বয়ং কবির অনুমোদিত।

প্রথম সংস্করণের গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি ছিল এই রকমঃ

চতুর্দশপদী-কবিতাবলি।
শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।
কলিকাতা।
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে
মুদ্রিত।
সন ১২৭৩ সাল, ইংরাজী ১৮৬৬।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর 'সাহিত্য' 'সমাজ-দর্পণ' 'রহস্য-সন্দর্ভ' প্রভৃতি সমকালীন সাময়িক পত্রিকায় যে সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সেগুলি অকপট স্বীকৃতির স্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল। 'মধু-স্মৃতি'র লেখক যথার্থই বলেছেন—"বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বিদেশীয় ছাঁচে ঢালা খাঁটি বাঙ্গালা কবিতা—বিদেশীয় পাত্রে দেশীয় পরমান্ন। ইহাকে বাঙ্গালার প্রাচীন ও নব্য-কবিতার গ্রন্থি-বন্ধন বলিলে, ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা হয়।'

বর্তমান সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে।

হেক্‌টর-বধ। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর, ১৮৭১।

কিন্তু উৎসর্গ-পত্র থেকে জানা যায় যে কবি চার বছর আগে অর্থাৎ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনায় রত হন। সেই সময়ে গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল। চার বছরের মধ্যে কবি অসম্পূর্ণ অংশটুকু সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেননি। গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

ইউরোপ-যাত্রার পূর্বে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনার সময়েই মধুসূদন অনুভব করেছিলেন যে তাঁর কবি-জীবনের যবনিকা-পতন আসন্ন। বাক্‌দেবী সরস্বতীকে বিদায় দিয়ে ধনদা লক্ষ্মীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই সময় একখানি পত্রে (তারিখবিহীন) কবি রাজনারায়ণকে লেখেন— 'But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bic adieu to the Muse!' [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫২৫] সুতরাং 'হেক্‌টর-বধ' মধুসূদনের স্তিমিত শক্তির কাব্য এবং তাঁর জীবদ্দশায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত শেষ গ্রন্থ।

গ্রীক কবিগুরু হোমরের 'ঈলিয়াস্‌' নামীয় কাব্যের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত এবং ছয়টি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এই গ্রন্থখানি কবি তাঁর সহপাঠী এবং বাল্যবন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছিলেন। এই গ্রন্থখানি পেয়ে ভূদেব চুঁচুড়া থেকে মধুসূদনের কাছে যে পত্র লেখেন (২৮-এ মার্চ, ১৮৭২) সেখানি ঐ বছরের ২৬-এ এপ্রিল তারিখে 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত হয়।

মধুসূদনের জীবদ্দশায় হেক্‌টর-বধের একটি মাত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং সেই সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১০৫। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি ছিল এই রকমঃ

হেক্‌টর-বধ,
অথবা
ঈলিয়াস নামক মহাকাব্যের উপাখ্যান-ভাগ।
(গ্রীক হইতে)
শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।
"The Tale of Troy Divine".—Milton.
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ইষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৮৭১

"যিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন, অলঙ্কার সমন্বিত গদ্য রচনায় 'হেক্‌টর-বধ' তাঁহার হাতে-খড়ি। আর হাতে-খড়িতেই তাঁহার গদ্য-রচনার চিরাবসান হইয়াছে।" [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ৩৭১-৭২]।

মায়া-কানন। কবির তিরোধানের পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

'মায়া-কানন' মধুসূদনের স্বতঃস্ফূর্ত রচনা নয়। এই গ্রন্থ-রচনার প্রেরণা-উৎস সম্পর্কে জানা যায়—"কলিকাতার বিখ্যাত 'বাবু' আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কতিপয় বন্ধুর সহযোগে ইংরাজি ধরনের এক নাট্যশালা স্থাপন করেন, ইহার নাম বেঙ্গল থিয়েটার।...এই নাট্যশালার জন্য 'মায়া-কানন' ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামক দুইখানি নাটক রচনায় মধুসূদন হস্তক্ষেপ করেন। এই সময় নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত অগ্রিম পারিশ্রমিকে মধুসূদনের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।" [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ৩৯০]।

'মায়া-কানন' সম্পর্কে মধুসূদনের জীবন-চরিতকার বলেছেন—'...নিজের বিষাদময় জীবনের প্রতিবিম্বপাত করিয়াই তিনি স্বরচিত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন'। কয়েক ছত্র পরেই আবার তিনি বলেছেন—'তিনি মায়া-কানন স্বয়ং সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার অসম্বদ্ধ কতকগুলি অংশ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন মাত্র। বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ, সেই সকল খণ্ডিত অংশ স্বেচ্ছানুরূপ সংযোজিত করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর, তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।' [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬০৮] এই উক্তির মধ্যে স্ববিরোধের আভাস আছে। প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এর বক্তব্যের সঙ্গে জীবন-চরিতকারের উক্তি মিলিয়ে পড়লে মনে হয় মধুসূদন 'মায়া-কানন' রচনা নিজেই সম্পূর্ণ করে গিয়েছিলেন। তবে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় ছিলেন বলে পরিমার্জনার সুযোগ পাননি। অভিনয়ের আগে রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সেই পরিমার্জনার কাজটি করেন সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকার সহ-সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল বেঙ্গল থিয়েটারে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। দ্বিতীয় অভিনয় হয় ঠিক এক সপ্তাহ পরে ২৫-এ এপ্রিল। প্রথম অভিনয়ের আগের দিন। 'ইংলিশম্যান' পত্রে এইভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়ঃ

> "The Bengal Theatre,—. . . . Next Saturday. Maya Kanana, or the Enchanted grove, the posthumous production of the late Michael Modusudan Datta, will be produced".

[বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৩৩]।

প্রথম সংস্করণের 'মায়া-কানন'-এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১৭ এবং আখ্যাপত্রটি ছিল এই রূপ :

মায়া-কানন
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রণীত।
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ
ও

শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত।
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮।
সম্বৎ ১৯৩০।

প্রকাশকদ্বয়ের স্বাক্ষরিত একটি 'বিজ্ঞাপন'ও গ্রন্থের সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছিল। 'বিজ্ঞাপন'টির ভাষা ছিল এই প্রকার:

"বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত পীড়িতশয্যায় শয়ন করিয়া 'মায়াকানন' নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে আমরাই তাঁহাকে দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদনুসারে তিনি 'মায়াকানন' নামে এই নাটক ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া এবং পীড়া-কালীন সাহায্য দান করিয়া আমরা উভয়ে ঐ দুই নাটকের অধিকারিত্ব স্বত্ব ও বঙ্গরঙ্গভূমে অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি।

নগরীর সুনামলব্ধ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর অক্ষরে মায়াকানন মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইল। গ্রন্থকারের জীবনকালের মধ্যে এখানি প্রকাশ করিতে পারা গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল। মায়াকানন বিয়োগান্ত নাটক ; ইহার অন্তর্গত করুণ রস পাঠ করিয়া কোনক্রমে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। পরিশেষে স্বীকার্য্য যে, সংবাদ-প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। 'বিষ না ধনুর্গুণ' সমাপ্ত করিয়া শীঘ্র প্রকাশ করা যাইবে।"

কলিকাতা। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ
পৌষ,—১২৮০। শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক।

বাংলার সাহিত্য-মঞ্চে মধুসূদনের প্রবেশ ও প্রস্থান,—দুই-ই 'নাটকীয়'। তবে প্রবেশটি 'শর্মিষ্ঠা নাটক'-এর মতো হর্ষান্তিক, আর প্রস্থানটি 'মায়া-কানন'-এর মতোই বিষাদান্তিক।

২) গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতাবলী

বর্ষাকাল ও হিমঋতু। কবির বাল্যবয়সের রচনা। 'বর্ষাকাল' সম্পর্কে মধুসূদনের জীবন-চরিতকার ব[illegible]—"ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষার কিছুমাত্র অনুশীলন করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষা অশিক্ষিতের এবং বর্বরের ভাষা এবং তাহা বিস্মৃত হওয়াই ভালো, হিন্দু কলেজের অন্য অনেক ছাত্রের ন্যায় তাঁহারও এই সংস্কার ছিল। একবার মাত্র তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ গৌরদাস বাবুর অ[illegible] বর্ষাঋতু বর্ণনাচ্ছলে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে [illegible] acrostic বলে, কবিতাটি সেই শ্রেণীর। ইহাতে যে কয়টি পংক্তি আছে, তাহার প্রথম [illegible]গুলি একত্র করিলে 'গউরদাস বসাক' এইরূপ হইবে।" [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ১০০ [illegible] চরিতকারের মতে এইটি 'মেঘনাদবধ-রচয়িতা'র প্রথম বাঙ্গালা রচনা।

কবি-মাতৃ[illegible]কাল ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ বলে অনুমিত। তখন 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রা[illegible]ণ' হয়ে গেছে ; 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দু'টি সর্গ রচনা করে কবি তৃতীয় সর্গ রচনায় হ[illegible]ছেন। এই সময় বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একখানি তারিখবিহীন পত্রে (কোনও [illegible]রে লেখা) এই কবিতাটি উদ্ধৃত করে বলেন যে কয়েকদিন আগে এক কালে [illegible]টি রচনা করেন। [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪৭৭]

আত্মবিলাপ। রচনাকাল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কবিরূপে অপরিমেয় খ্যাতির অধিকারী হয়েও মধুসূদন তখন অপরিসীম মানসিক অশান্তিতে জর্জরিত। এমন সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি এই আত্মস্মৃতিবিজড়িত বেদনার্দ্র কবিতাটি রচনা করে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে পাঠান। সত্যেন্দ্রনাথ এই কবিতাটি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন-সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'য় প্রকাশ করেন। [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ২০২-০৩]

বঙ্গভূমির প্রতি। রচনাকাল জুন, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ। এই জুন মাসের ৯ই মধুসূদন 'ক্যাণ্ডিয়া' নামক জাহাজযোগে বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাত্রার পাঁচদিন আগে (অর্থাৎ ৪ঠা জুন, ১৮৬২) রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একখানি পত্রে এই কবিতাটি উদ্ধৃত করে তার নীচে লেখেন— "Here you are, old Raj—All that I can say is—

মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।" [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫২৯]। সুতরাং কবিতাটি ৪ঠা জুন অথবা তার দু'একদিন আগেকার রচনা হওয়াই স্বাভাবিক।

নীতিগর্ভ কাব্য। এই শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত। 'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগালী' এবং 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'—'চতুর্দশপদী কবিতাবলি'র ১ম সংস্করণ থেকে গৃহীত। স্বভাবতঃই এগুলি কবির ইউরোপ-প্রবাসকালে (জুলাই, ১৮৬২—জানুয়ারি, ১৮৬৭) রচিত। আরও সূক্ষ্মভাবে রচনাকাল নির্দেশ করতে হলে বলতে হয় যে এই তিনটি কবিতা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স বাসকালে রচিত। 'অশ্ব ও কুরঙ্গ' শীর্ষক কবিতা 'জীবন-চরিত' থেকে গৃহীত এবং জীবন-চরিতকারের মতে এই ধরনের 'নীতিমূলক কবিতাগুলি মধুসূদন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন এবং 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' 'মেঘ ও চাতক', 'সূর্য ও মৈনাক' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকে স্থান লাভ করে পাঠক সাধারণের কাছে সুপরিচিতি লাভ করে। [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৫৯৪ এবং ৫৯৭]। 'দেবদৃষ্টি' এবং 'গদা ও সদা' শীর্ষক কবিতা 'মধু-স্মৃতি' থেকে গৃহীত। অন্যান্য কবিতাগুলি দীননাথ সান্যাল সম্পাদিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' থেকে গৃহীত।

পুরুলিয়া মণ্ডলীর প্রতি। রচনাকাল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ। এই বছরের প্রথম দিকে একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে পুরুলিয়ায় গেলে "পুরুলিয়ার খ্রীষ্টীয়-সম্প্রদায় মধুসূদনকে তত্রত্য মিশন হাউসে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মহাকবি তাঁহাদের অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া স্থানীয় খ্রীষ্টীয় ধর্মমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া একটি চতুর্দশপদী কবিতা উপহার দেন। কবিতাটি সেই সময়ে 'জ্যোতিরিঙ্গণ' নামক খ্রীষ্টীয় মাসিকপত্রে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। পরে রেভারেণ্ড সূর্যকুমার ঘোষ 'অবকাশ-রঞ্জনে' উহা উদ্ধৃত করেন"। [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ৩৮০-৮১]।

পরেশনাথ গিরি। রচনাকাল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ। কবি যখন পুরুলিয়ায়, তখন একদিন অতি ভোরে উঠে তিনি পায়চারি করছেন, এমন সময় দূরে নীল আকাশের গায়ে পরেশনাথ পর্বতের অস্পষ্ট ছায়া দেখে এই কবিতাটি রচনা করেন। [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ৩৮০]।

কবির ধর্মপুত্র। রচনাকাল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ। পুরুলিয়ায় অবস্থিতির সময় কালীচরণ সিংহ নামে জনৈক মিশনারীর সঙ্গে মধুসূদনের গভীর হৃদ্যতা হয়। 'মধু-স্মৃতি'র লেখকের অনুমান যে, কালীচরণবাবুর ছেলের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের সময় মধুসূদন তার ধর্মপিতার কাজ করেন এবং কবিতাটি সেই উপলক্ষে রচিত। এই কবিতাটি ১৮৭২-এর নভেম্বরে 'জ্যোতিরিঙ্গণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ৩৮১]।

পঞ্চকোট, গিরি, পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী, পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত। রচনাকাল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ। এই বছর মধুসূদন কয়েক মাসের জন্য ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পঞ্চকোটের মহারাজার দেওয়ানের পদে কাজ করেন। 'মধু-স্মৃতি'র লেখক জানিয়েছেন যে, পঞ্চকোট থেকে বিদায় গ্রহণের আগে মধুসূদন এই তিনটি কবিতা রচনা করেন।

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি। রচনাকাল ১৮৭২-এর শেষভাগ থেকে ১৮৭৩-এর প্রথম ভাগের মধ্যে। "কবিতাটি একখানি চিঠির খামের উপর লিখিয়া তিনি যে কোথায় ফেলিয়া দেন, তাহা কেহই জানিত না। একদিন হঠাৎ তাঁহার ক্লার্ক কৈলাসচন্দ্র বসু উহা কুড়াইয়া পাইয়া, প্রভুর চিতাভস্মের ন্যায় সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে 'আর্য্যদর্শন' পত্রে বৈশাখ ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়"। [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ৩৮৯]।

দেবদানবীয়ম্। রচনাকাল আঃ ১৮৬৯। মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের মহিমাকে স্বীকৃতি দিতে প্রথমে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কুণ্ঠিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন অমিত্রাক্ষর ছন্দকে লক্ষ্য করে সংস্কৃতে একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। "সেই সময় কোন কোন কবি সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। মধুসূদন তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে লিখিয়াছিলেন দেবদানবীয়ম্।" [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ৩৫৭]।

জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে। রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ। কারণ 'মধু-স্মৃতি'র লেখক জানিয়েছেন—'কবিতাটি সম্ভবতঃ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচিত হইবার সময়ে যে রচিত, তাহা তাহার অপরিমার্জিত ভাষা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়'। [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ৩৫৮)। এই কবিতাটি 'দেবদানবীয়ম্', 'ভারত-বৃত্তান্ত' প্রভৃতি আরও পাঁচটি কবিতার সঙ্গে ১৩১১ বঙ্গাব্দে ভাদ্র সংখ্যার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে ঐ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তা' এই রকমঃ "আমরা যতদূর জানি, আমরা 'প্রবাসী'তে মাইকেল মধুসূদন দত্তের যে কবিতাগুলি প্রকাশ করিতেছি সেগুলি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। তাহার কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা 'সাধারণী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু 'সাধারণী'র যে যে খণ্ডে তাঁহার কবিতা ছিল, তাহা এখন পাওয়া দুঃসাধ্য। এইজন্য আমরা যে সকল কবিতা মুদ্রিত করিতেছি, হয়তো তৎসমুদয়ের কোন কোনটি 'সাধারণী'তে মুদ্রিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাতে ক্ষতি নাই। বরং দুষ্প্রাপ্য রচনার পুনর্মুদ্রণ বাঞ্ছনীয়।...আগামী মাসে আরও কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হইবে।......'

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রচনাকাল সম্ভবত ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের মধ্যভাগ থেকে ডিসেম্বর। কারণ, এর অব্যবহিত পূর্বে ফেগ্যান সাহেবের স্থলে ছোট-আদালতের জজের পদপ্রার্থী হয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে কবি যে পত্র লেখেন, তার তারিখ ১৭ই অক্টোবর, ১৮৬৮। [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ৩৩৫]। বিদ্যাসাগরের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে মধুসূদন এই কবিতাটি রচনা করে বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠান। তখন কবি নিজেও পীড়িত হয়ে উত্থান-শক্তিরহিত। কবিতাটি ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে 'পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া'—এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

ঢাকাবাসীগণের অভিনন্দনের উত্তরে। রচনাকাল ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২। একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে মধুসূদন প্রথমবার ঢাকায় যান ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। দ্বিতীয়বার ঢাকায় যান ১৮৭২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। এই সময় ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিকেরা সেখানকার পোগোজ স্কুলে তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। এই কবিতাটি সেই অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তর। [মধু-স্মৃতি, ২য় সং, পৃঃ ৩১৭]। জীবন-চরিতকার জানিয়েছেন—'মধুসূদন তখন রোগে জীর্ণ এবং ঋণভারে

অবসন্ন ; নিজের দুর্দশার উল্লেখ করিয়া, একটি কবিতায় তিনি ঢাকা নগরীর (প্রকারান্তরে ঢাকা নগরবাসীদিগের) নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অসহ্য ক্লেশ না হইলে অভিমানী মধুসূদন সাধারণের নিকট এরূপভাবে সাহায্যের জন্য ইঙ্গিত করিতেন না।' [জীবন-চরিত, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬০৬]।

৩) অসম্পূর্ণ কবিতাবলী

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। তিলোত্তমাসম্ভব যে তাঁর কাঁচা হাতের রচনা, মধুসূদন এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই ইউরোপ-প্রবাসকালে তিনি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য আবার নতুন করে লিখতে শুরু করেন। কিন্তু এই পুনর্লিখন নিজের মনঃপূত না হওয়ায় কবি এ ব্যাপারে বেশী দূর অগ্রসর হননি।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য। মধুসূদনের জীবন-চরিতকার জানিয়েছেন যে মধুসূদন ব্রজাঙ্গনার জন্য বিহার নামক আরও এক সর্গ রচনা করা শুরু করেন। কিন্তু তা' সম্পূর্ণ হয়নি।

বীরাঙ্গনা কাব্য। যোগীন্দ্রনাথ বসু 'জীবন-চরিত'-এ লিখেছেন—'ওভিদের পত্রাবলীর ন্যায় বীরাঙ্গনাও একবিংশতি সর্গে সম্পূর্ণ করিবার জন্য মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল। সমালোচিত একাদশখানি পত্রিকা ব্যতীত আরও পাঁচখানি পত্রিকা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।' ['জীবন-চরিত', ৪র্থ সং, পৃঃ ৫১২]। কিন্তু 'মধু-স্মৃতি'তে নগেন্দ্রনাথ সোম বলেছেন—"মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করিয়াছিলেন।—(১) ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী ; (২) অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা ; (৩) যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা ; (৪) নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী ; (৫) নলের প্রতি দময়ন্তী ; (৬) ভীমের প্রতি দ্রৌপদী নামক ছয়খানি পত্রিকার প্রথমাংশ মাত্র লিখিয়াছিলেন।" কিন্তু শেষোক্ত পত্রখানি পাওয়া যায়নি।

১৩১১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে 'বিষ্ণুর প্রতি লক্ষ্মী' নামে অপ্রকাশিত কবিতাটি মুদ্রিত হয়। এই কবিতাটি 'জীবন-চরিত' এবং 'মধু-স্মৃতি'তে উল্লিখিত হয়নি। প্রবাসীর ঐ সংখ্যায় 'নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী' কবিতাটিও প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ কবিতার পাঠের সঙ্গে 'জীবন-চরিত' ও 'মধু-স্মৃতি'তে উদ্ধৃত ঐ কবিতার পাঠের অনেকখানি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত কবিতাটি নীচে উদ্ধৃত হলোঃ

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী—

আর কতদিন, সৌরি, জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে।
জানে দাসী, ঋষিকুল প্রিয় তব সদা
হৃষীকেশ ; তা না হলে ধরিতে কি কভু
ঋষিপদচিহ্ন তুমি কৌস্তুভের সহ
ও বক্ষে, রমার রমা আশা ধাম ? তবু
কহ হে অচ্যুত মোরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
লঘুপাপে গুরুদণ্ড সাজে কি তোমারে ?
কি দোষে দেবেশ দোষী দুর্বাসার পদে ?
পশুজাতি ঐরাবত, সৃজিলা বিধাতা
জ্ঞানশূন্য করি তারে। কেমনে জানিবে
কি ভাল, কি মন্দ, দেব, জ্ঞানহীন পশু ?

COLLECTED POEMS

[1]

I LOV'D THEE

I

I lov'd thee—how oft on thy soft-beaming eye,
I 've gaz'd with deep rapture and heart swelling high !,
There was life in thy smile—there was death in thy frown;
Thy voice it was sweeter than melody's own !

II

I lov'd thee—how oft Hope sooth'd me to dreams
Of paths strewn with flow'rs—of days gilt with beams;
'Twas bliss when on Future's horizon afar
The shrin'd thee in glory—my Destiny's star!,

III

But 'tis past—like a vision of ethered ray
Thou camest—but to dazzle and vanish away—
A seraph forth straying from Heaven's bright bow'r,
In sun-shine and glory to bless—but an hour !,

IV

But 'tis past—what is past ?—Can it be that fond breast
Is now cold as the sod it hath silently prest—
Can it be that those eyes—so soft and so bright—
Are now quench'd in the grave's eternal-dark night !

V

How fain would I dream 'its delusive and vain—
How fain would I dream thou wilt come back again—
But Reality lends all a tongue and a tone.
To break the sweet spell by fond Fancy thus thrown !

MÆONIDES.

[2]

THEY ASK ME WHY I FADE AND PINE

They ask me why I fade and pine.
And seem oppressed with woe ?
They say what care now can be mine,
To cloud my youthful brow ?
Alas !—they know not that I die
Of pains that none can heal,
Save those dear smiles and that blue eye
Who soon as Lethe's murmuring rill,

Can lull my woes t' eternal sleep,
And make me cease to sigh and weep !
That cruel—that relentless maid,
Of heart more hard than stone,
Cares not, why thus I pine and fade,
And why oft thus I moan !
When fondly turn my ravished eyes
On her sweet cheeks to gaze,
And life embittering frowns arise
And cloud that heavenly face !
O ! thus abandoned to despair
I 've naught but grief for me ;
My life a wilderness appear
Overgrown with misery !

28th March, 1841
Kidderpore

[3]

THE FORTUNATE RAINY DAY

[Written at the request of my beloved friend,
Babu Gour Doss Bysack Mohashoy]

Lo ! sweet was the hour.—and a balmy shower of rain,
Revived th' drooping beauties of each flowery mead and plain
Like tyrants, bereft of their power, as they fly,
The proud scorching sun was retiring in the sky—
And tuneful Zephyr warbled his heart entrancing song,
And sighed, as he wandered yon green groves among,
When gladly I met her beneath yon Almond tree,
(Oh sacred as Elysium be its happy shades to me!)
There I kissed and embraced her ;—and oh !—who can tell
What passions tumultuous did in my bosom swell !
What tears joy-speaking rushed forth from my eyes !
They bathed her snowy hands--while I warmed them with my sighs!

29th March, 1841. M.S.D.
Kidderpore

[4]

MY FOND SWEET BLUE-EYED MAID

I

Though in a distant clime I roam,
By Fate exiled from thee ;
And tho' the sweets of native home
Are thus estranged from me ;

Yet oh! e'en in my gloomiest hour
I've a joy that can console
Me, and calm the storms of grief that lour
The sun-shine of my soul!

II

Fond Fancy, sweet enchantress,
Oft with her visions gay,
Does chase my sad heart's dreariness
And banish it far away;
I dream of that e'er-lovely scene
Where in life's morning hour,
We fondly loitered on the green
And cull'd each rosy flower.

III

I dream—steal the silent kiss,
Tho' tremble while I take,
Like am'rous moon-beams that embrace
And kiss you silvery lake:
I dream—I see those azure eyes
Dance star-like in that face,
That face the better Paradise,
Where Ang'ls sign t' pass their days!

IV

When wildly comes the tempest on,
When Patience with a sigh
The dreadful thunder-storm does shun
And leave me 'lone to die;
I dream—and see my bonny maid;
Sudden smiling in my heart;
And oh! she revives my spirit dead
And bids the tempest part!

V

I smile—I 'gin to live again
And wonder that I live;
O' tho' flung in an ocean of pain
I h've moments to cease to grieve!
Dear one! tho' Time shall run his race,
Tho' life decay and fade,
Yet I shall love, nor love thee less,
"My fond sweet blue-eyed maid!"

26th March, 1841.
Kidderpore.

[5]
EVENING IN SATURN
[A Sonnet in Blank-verse dedicated to a pigmy]

PREFACE

Reader ! who ever publishes a sonnet with a preface ? I hear, or fancy that I hear, you say, '*none*'! Well ! I publish. I am an enemy to what men call "custom". But be that as it is, I publish my sonnet with a preface ; I have to teach the the world something new. Don't get offended. Behold ! I have written *a Sonnet in Blank-verse*. What a rare experiment ! Believe me, Reader, the Muse appeared not to resent this "breach of etiquette" towards her. O Joy ! O Glory ! O Happiness ! that I have done successfully what none dared do before me ! Excuse this short outbreak of impassioned exclamation. I have laid my scene in the planet Saturn because I despise everything earthly.

A beauteous veil of burning gold did hide
The Day-god's brow resplendent : and the sky
Like to canvass on its bosom wore
Sweet forms, the pencil of meek Even drew !—
Now many a bird,—not Kokils—Philomels—
But of diviner kinds—began to sing
So sweet a dirge above the bier of day.
As might have made, ye, sons of this poor earth !
Sigh for a death that is so fondly mourned.
Now from the west rose six moons hand in hand—
Like a soft band of beauties—blushing—fair—
Oh ! how their beams did brighten all the scene ;
Their lights fell on the lakes and murmuring rivers,
Like silver mantles :—Here the Sonnet endeth !

Crook back

[6]
EPISTLE IN VERSE
To a Gentleman
I

Dear Sir,
Plunged in the fathomless abyss of dark despair,
Friendless I drop oft many a silent tear ;
I stretch my hands for succour all around ;
But oh ! for me no succour can be found !,
If thou, Dear Sir ! dost kindly deign to save
A helpless wretch from an untimely grave,

Do then; if not, of pity plead his cause
And listen to obey her sacred laws.

Kidderpore
20th May, 1841

I remain, Dear Sir,
Your most humble, devoted & obedient servant.

[7]

EPISTLE IN VERSE

II

Sir,
Your muse, I know, is a too powerful dame,
No censure lowers, no praise exults her name;
For like the Lady, who hath e'er seen
No man but her own lord, nor e'er been
To any place but lives for age confined
In her own closet, she does bear in mind
That she is great; why will she then require
Praise from true Judges, or their censure care?

Hindu College
10th June, 1841

Your obedient servant,

[8]

EXTEMPORARY SONG

I

I sigh for Albion's distant shore,
Its valleys green, its mountains high;
Tho' friends, relations, I have none
In that far clime, yet, oh! I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory, or a nameless grave!

II

My father, mother, sister, all
Do love me and I love them too,
Yet oft the tear-drops rush and fall
From my sad eyes like winter's dew.
And, oh! I sigh for Albion's strand
As if she were my native-land!

Kidderpore, 1841

[9]

SONNET

(COMPOSED ON THE OCHTERLONY MONUMENT)

Dedicated as usual, to G. D. Bysac

Lo ! raised upon this vast aerial height,
This realm of air—free, uncontrolled I stand :
Behold ! beneath me how the grovelling band
Of this poor earth,—like emmets, whom the sight
Can scarce perceive,—are passing sadly by !
But what are they ?—poor things of mortal clay !,
Thus pomp—thus pow'r—thus glory flit away
Like the bright meteor-glances of the sky,
When the black clouds do veil it. 'Round me now,
The boundless sea of air, in calm profound,
Is sleeping gently :—and the silent queen
Of swarth complexioned night, pale and serene,
Is rising brightly ! oh ! how sweetly round
Falls the bright silver light of her calm brow !

Kidderpore.
1842.

M. S. Dutt.

[10]

STANZAS

ON GRANTING 'LEAVE OF ABSENCE' TO MY MUSE

I

Months, years are gone away,
Since I my court did pay to thee ;
Since never I have passed a day,
Beloved Muse ! But 't was with thee :]

II

But now go to "Cape of Good Hope"
Or "Singapore" or where you will.
For thou art, Lady ! quite worn out,
And let me for a while be still !

III

Needst thou a testimonial
Of my affection, Love ! for thee ?
This single fact ma'am ! will suffice
That all I sacrifice for thee !

IV

Farewell! But oh! remember me,
Return before our 'Monthlies' all,
The 'Gleaner'—'Blossom'—'Commet' tempt
Me, to scribble for them all.

[11]

TO G. D. B.

Dear Sir,
"Lend me your Rollin"—how oft have I said,
Yet you do lend it not :—But you evade
Me, with a silly, Banee-like reply ;—
I do not this expect from thee ; and why?
Because I love, respect and honour thee,
And I think you are a man of honesty?—
There is a lad,—his name I will not tell,
Who loves me not, tho' I do love him well,—
Unask'd that wanted me this book to lend ;
But has he done it?—no!—he is a friend
That rather would insult, than honour me ;—
I am, dear sir, your servant M.S.D,

Kidderpore
The Poets' Residence
6th April, 1842.

[12]

TO G. D. B.

I thought I shall be able,
(Making thy lap my table)
To write that not with ease :—
But ha! Your shaking
Gave my pen a quaking ;—
Rudeness ne'er saw I like this—

Hindu College

[13]

Gour excuse me that in verse
My Muse desireth to rehearse
The Gratitude she oweth thee ;
I thank you and most heartily :
The notion that my friend thou art

Makes me reject the flatter's art.
Here is your book ;—my thanks too here
That as it was, and these sincere.

Kidderpore

Believe me, most amiable Sir,
Your most devoted servant,
The Poet.

[14]

Oft like a sad imprisoned bird I sigh
To leave this land, though mine own land it be;
Its green robed meads,—gay flowers and coludless sky
Though passing fair, have but few charms for me.
For I have dreamed of climes more bright and free
Where virtue dwells and heaven-born liberty
Makes e'en the lowest happy ;—where the eye
Doth sicken not to see man bend the knee
To sordid interest :—climes where science thrives,
And genius doth receive her guerdon meet;
Where man in all his truest glory lives,
And Nature's face is exquisitely sweet :
For those fair climes I heave the impatient sigh,
There let me live and there let me die.

Kidderpore, 1842.

[15]

SONNET TO FUTURITY

Oh! how my heart doth shrink,—while on the sky
Futurity! I mark the gathering gloom,
Nurshing the dreadful tempest in its womb.—
The tempest rude of woe and misery!
Though Fancy, with her ever-pleasing hue,
Lends a sweet charm to thy dim, distant scene ;—
Yet oh !— When the dark mists, that lie between
There and the Present,—vanish from the view,
And sober Reason,—like the vivid light,
That bursting from the storm fiend's angry eye,
Paints to the mariner's affrighted sight,
The yawning waves,—their dreadful revelry—
Divests thee or thy fairy colours bright,—
What scenes appealing in thee I desirery !

19th August, 1842

[16]

(TO A STAR DURING A CLOUDY NIGHT)

Shine on, sweet emblem of Hope's lingering ray !
That while the soul's bright sun-shine is o'er-cast,
Gleams faintly thro' the sable gloom, the last
To meet beneath Despair's dark night away !
Tho' lawless clouds rest 'round thee, and they seem,
As if impatient to enshroud thy brow,
Yet, O sweet star ! thy dim and struggling beam,
That, like the weed which angry Tempests throw,
Far from their native soil in the dark wave,
Now sinking, as if buried, disappears,
Now bursting forth from its dark cloudy grave,
Sails trembling on pale with a thousand fears,
Has charms that still may please the gazer's eye,
Thou solitary tenant of the sky !

[17]

(COMPOSED DURING A MORNING WALK)

I love the beauteous infancy of day,
The garlands that around its temples shine ;
I love to hear the tunefull matin lay
Of the sweet kokil perched upon the pine ;
I love to see you streamlet gaily run
And blush like maiden Beauty meek and fair,
When the bright beams of yon refulgent sun
Crowd on her trembling bosom pure and clear ;
I love to see the bee from flow'r to flow'r,
Sucking the sweets, to him they smiling yield ;
I love to hear the breezes in the bower
Singing melodious, or along the field ;
All these I love, and Oh ! in these I find
A balm to soothe the fever of my mind !

[18]

(COMPOSED DURING AN EVENING WALK)

I love to see those clouds of golden dye
Float graceful o'er yon blue expanse, serene,
Like sweet remembrances of days gone by
In memory's atmosphere ; Those meadows green,
Tinged by the fading flushes of the sun,

(Who now behind the west path hid his head);
Yon brook, that warbles low as it doth run,
Quite uncontrolled, by its own sweet will led;
The breezes that, with innocence and glee,
Sing to yon listening grove, an audience fair;
Yon distant cot, that group of children there;
The kokil's heart-enthralling melody,
All these, meek even, do belong to thee,
And all these are thy earthly dowers here.

[19]

I saw young Zephyr pass from flower to flower,
While each, by turns, did softly bow its head,
And the fond pearly tears of rapture shed,
A sweet and tender welcome ! Beauteous hour !
The boundless heaven, bathed in the brightening shower
Of early sun-shine, was now faintly spread
With smiles. The lark, springing from his bed,
With loud acclaims to every grove and bower,
Did trumpet forth the Day's nativity;
Now come the morning breeze, cool, fresh and gay,
Singing his hart-entrancing melody :
The green leaves rustled, while from every spray
Rose the sweet matin-music joyously
To hail the bright and glorious birth of day.

[20]

I wandered forth alone, I knew not where,
For it was in that maddened mood of mind,
When, like th' impetuous tide that runneth blind
Beckoned by the pale queen of Night from far,
A thousand feelings rush from out their springs,
And deluge the sad heart : I looked around,
'Twas midnight calm, and there arose no sound
To meet mine ear, save the low murmurings
Of the sad night-winds : tears rushed from mine eye,
Oh ! those were soothing tears, they gave relief !,
And like the clouds that gather on the sky
But soon dissolve in rain-drops, darkening grief
Retired, and, lo ! Tranquillity
Succeeded that most painful fit tho' brief !,

[21]

(Dedicated to G. D. B. by his loving friend, the Author)

I

I am not rich, nay, nor the future heir
To sparkling gold or silver heaped on store;
There is no marble blushing on my floor
With thousand varied dies : no gilded chair,
No cushions, carpets that by riches are
Brought from the Persian land or Turkish shore ;
There is no menial waiting at my door
Attentive to the knell : and all things are,
Born in remotest regions, that shine in
And grace the rich man's hall, are wanting here
These are not things that by blind fate hath been
Allotted over to the poorman's share:
These are not things, these eyes have ever seen,
Though their proud names have sounded to this ear!

[22]

But oh ! I grieve not ; for the azure sky
With all its host of stars that brightly shine,
The green-robed earth with all her flow'rs divine,
The verdant vales and every mountain high,
Those beauteous meads that now do glittering lie
Clad in bright sun-shine, all, oh ! all are mine !
And much there is on which my ear and eye
Can feast luxurious ! Why should I repine ?
The furious Gale that howls and fiercely blows,
The gentler Breeze that sings with tranquil glee,
The silver Rill that gaily warbling flows,
And e'en the dark and ever-lasting Sea,
All, all these bring oblivion for my woes,
And all these have transcendent charms for me !

[23]

Beloved Lake, how oft I think of thee :
How oft I dream of thy calm silver breast,
Where the moon-beams undisturbed ever rest,
And see themselves reflected beauteously.
Where no rude gales, with boisterous revelry,
Disturb the Lotus, thy sweet daughter coy;
But many a breeze, with perfumes gallantly

Comes to woo her, infusing purest Joy
To every heart. Oh ! How I love to live,
Beloved Lake, on thy sweet margin green,
There, in thy dear society, cease to grieve,
Nor brood on sorrows, none could sympathize ;
And 'mid thy lovely and endearing scene,
No longer breathe such unregarded sighs.

[24]

Love! I have bask'd me in thy summer-ray ;
And Disappointment ! thy stormiest night
Of grief I've known ! and joys, all sweet and bright,
(But vanishing as flow'rs that fade away
Within the self-same hour that gives them birth,)
With vernal beauty once did bloom along
My path of life ! Yes, once this green-robed Earth,
Yon boundless heaven, the lark, his matin song,
The purling rills, the distant hills, the trees
(Whose green lock 'round temples sweetly play,)
The spreading Banian's shade, the warbling breeze,
Could charm my soul ! But, oh'! man's brightest day
Is e'er succeeded by a night of gloom ;
And peace and rest for thee is only in the tomb !

[25]

NIGHT

[WRITTEN IN 1842.]

I

How lovelily yon solitary star
Shines—like a radiant being 'pon a throne
Of beautiful blue sapphire—from afar
Shedding on gentle twilight gray—his own—
Soft, tender glances! 'Tis the quiet hour
When with bright gems upon her sable brow,
In solemn majesty—calm—silent—slow,
Night come t' apert on earth gentle pow'r:—
The smile that sat are long upon the sky—
The clouds that floated on the air serene
On golden wings of flaming radiancy
Have melted off as if they ne'er had been—
Like recollections lingering round a tomb
Awhile, then sink in oblivion's gloom!

II

Come Night!—sweet Night! thy gentle reign like of land
To mariners tempest-tost, is ever dear
To hearts, sad lacerated by the hand
Of rankling care, and with dark sorrows searl;
There is a balm e'en in thy very breeze—
Thy silence hath a tongue—an eloquence,
That like thy stirring breath among the tress,
Wakes thoughts of days now past,—sunk in the dense
Gloom of oblivion's Lethe'!—now they rise,
Like ghosts of Beauties sepulchred, and bring
Remembrances ov'r hearts did idolise
When life was sweet and in its vernal spring!—
Hopes, dreams of childhod,—youth—ah!—now gone by
In solemn silence fleet before the mind's sad eye.

III

Departed years!—Youth—Childhood!—Where are ye?
Where is of hopes and dreams your lovely store?
Alas!—ye came as waves that from the sea,
In joyous band flow on to kiss the shore,
And then recede away!—And like the gems,
That from the coral chambers of the Deep—
Ride on those waves to grace their diadems,
And with them come but with their home-ward sweep
Vanish—the joys that on your pinion'd gales
Came, with ye all have sadly passed and gone!—
What have they left behind? they've giv'n a tone
To the dark Past to tell alone their tales
To coming years! Alas! 'tis ever so!
For Happiness is but a dream below!—

IV

O, Night! Sweet Night! thy melancholy brow,
Wreath'd with those pensive stars, is beautiful!
Breathes there a being, calm Night! that does not now
Feel a soft--soothing sadness, like the cool
And whispering breeze, that wakes the slumbering stream,
Steal in his heart!—how beautiously there,
The firefly sports—while fitfully the beam
Of its bright star-crowd brow falls on the air
Like fickle Fortune's smile!—

[Incomplete]

[26]

A STORM

The sable clouds now gathering fast,
The furiously howling blast,
Proclaim, the Storm is nigh :!
And, hark! the heavens with canons loud,
And shouts, that rend each gloomy cloud,
Hail his dread majesty!
He comes! the Sun himself has fled,
As if affrighted, from the sky;
Lo! every tree he passes by,
Submissive bows its leafy head:!
Dub'd pow'r! thunder's his command,
The Lighting flashes from his eye,
The thunderbolts are from his hand,
His breath convulses all sky!
Now all around is overcast!
Ay, hark! more furious roars the blast:'
Big drops of rain are falling down
So thick, and so impetuously,
As if the fountains of the sky
Had, at his bidding, over-flown;
That dreadful noise, 'tis he who speaks
That dazzling flash of light, it breaks
From his dark and awful eyes:
Behold! the fiend, in wanton play,
Now flings the dark clouds far away
Himself now with 'em flies!
In this arena thus he plays the part,
Which oft Despair acts in man's wretched heart!

[27]

I

If aught beneath this boundless sky
There be no brighten this sad brow,
Or make me once forget sigh,
Dear maid! it is, must be,—thou!

II

Those eyes, where fond affection beams,
Oft like the moon impart

The softest hues to tinge my dreams
And light my darkened heart;—

III

Yes, I have known, and deeply felt
Heart-rending grief and woe,
Which by the hand of fate and dealt
To all who dwell below.

IV

Tho' few my years,—yet they have taught,—
Aye, sadly taught,—that here,
"The hours with life's endearments fraught"
Will never more appear!—

V

My childhood look dim as a cloud
Enthroned upon a distant sky;
The mists of by-gone years enshroud
The fair scenes that behind my lie.

VI

I look before, the dreary scene
Shows visions grim of misery;
It tells me, what I have once been,
I never, never more can be!

Calcutta, 5th July, 1842

[28]

SONG OF ULYSSES

(Written by ULYSSES)

Have ye not seen my Penelope,
That chaste, that faithful maid?

Have ye not seen my Penelope,
That chaste, that faithful maid?
Look there, O! that 'redcheeked' one,
Whose winning beauties ne'er fade,
Is my chaste penelope!
As constant as the gentle doves,
And faithful too as they,
How fondly she returned my love,
When I was far away!
O Penelope! O Penelope!
My chaste, my, faithful maid,

Lo ! I shall love, nor love thee less,
Tho' life decay and fade,
My faithful Penelope !

—ULYSSES

Greece, 27th March,
1705 A.D.

[29]

THE PARTING

I heard the gun, Time's warning tongue,
In accents rough, loud and strong
Declare the birth of Day ;
I looked around and saw dark night,
Retiring at the approach of light,
To regions far away :
The night cloud 'neath Auroa's eye
Were melting in the half-lit sky ;
The moon still lingered there,
The tuneful minstrels of the grove
Were chanting sweet their lays of love
To the infant morning fair :
I rose ; but oh ! methought my heart
Would break from that loved one to part ;
Nor would let me go :
The light now entered hold the room,
And drove away the friendly gloom,
Night's remnant sole below,
I kissed her ; and with many a sigh,
And tears descending from her eye,
She softly bade me "adieu" !
O, with an aching heart and brain
I look my way thro' fields and glen
Besprinkled with the dew.

[30]

THE SLAVE

[Written to illustrate a picture]

"There is no flesh in man's obdurate heart !"

Cowper

1

He sadly sits upon the bark,
His chained hands are on his face ;

What bitter thoughts, what visions dark
Of misery and wretchedness
Now like a furious tempest roll
Within his dark, bewilder'd soul !

II

The ship that wafts him far away
From country, home, Love's sunny world
Sits proudly on the Ocean spray,
Her giant wings are all unfurl'd ;
Yes, soon she'll walk the foaming brine
And sever thee from all that's thine !

III

Far, far beyond the rolling wave,
Thou soon shalt press a sod unknown,
Or slumber in a nameless grave,
Sad, unlamented, all alone
Without a soothing sigh, a tear
Shed by Affection on thy bier !

IV

No more , no more, oh ! never more,
Beneath the Cocoa's spreading shade,
Or by the solitary shore,
Or o'er the flow'r-enamel'd glade,
Shalt thou in pensive musing mood
Court the soft charms of solitude !

V

Or with thy lov'd and loving bride,
At even, the lover's sacred hour
Stand by the mossy fountain-side,
Or sit with the blushing Bow'r,
To mark the stars peep out the skies,
Or gaze upon her brighter eyes.

VI

Or swiftly paddle thy canoe
Gay, chanting thy wild, native song.
On the Lake's breast, unruffled, blue,
Or the wide foaming brine along ;

*   *   *   *   *

[31]

VERSES

I have a heart, but that is far away
To where enthroned within a palace bright

Sits, fair as the infancy of Day,
Or the sweet Sun when bursting from the Night,
He sits upon his Orient purple throne !
There, with devoted heart, above alone
The lovely object, who doth to my eyes,
Appear the sweetest 'neath these azure skies !

[32]

I loved a maid, a blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be, O.
But she, oft with disdain, repaid
My fondness and affection, O.
For her I sighed, and e'er shall sigh,
Tho' she shall ne'er be mine, O.
For this sad heart's starless sky
None but herself can light, O.

[33]

THE HEAVENLY BALL—A Fragment

[Dedication to G. D. Bysac, Esqr.]

I intended to make this a long poem, My Gour !
But I find me too idle to do it :
But unfinished as it is, yet to you, My Gour !
I do dedicate, so you must take it.
Tho' short, oh ! too short is the time we've, My Gour !
To meet on this side of the tomb, killing thought !
Yet, Friendship and Love shall be e'er ours, My Gour !
Where'er may Fate lend me, thou shan't be forgot !

The night was fair, the heavenly hall
Was thronged with stars all soft and bright ;
'Twas plain, some spirit gave a ball
For never, never mortal sight
Behold a more splendid scene !
The moon was on the chair, Fair Queen !
A halo, rainbow-hued, as fair
As that which Future seems to wear,
When seen thro' Fancy's magic glass,
Encircled 'round her ; while her glance
Made e'en Darkness, (oh ! so sweet it was !)
Put on a lovelier countenance !—

     

[34]

LINES

I

The menial throng that crowds the Indian shore,
Braves the fierce gale to try their helpless oar,
From such men, 'its true, muse disdains renown.
Thou must be thy prey, when to beaty's own.

II

Go, fortunate lines ! and tell the maid
That 'tis for her I die !
O ! that some tears when I am dead,
Descending from that lovely eye,
May hallow my untimely bier
And soothe my spirit lingering there !

III

I met thee, tears came in my eye,
Oh ! they were soothing tears,
The tribute of sad memory,
Dear Friend ! to parted years !

IV

(AFTER A SHOWER IN THE EVENING)

Oh ! 'twas as spirit-stirring sight,
It soothed my heart with calm delight !
The sky was sweet as beauty's face,
When melancholy shades her brow,
And when a charming pensiveness,
Slight tinges her cheek's rosy glow :
There was a wind ; 'twas not a proud
Or boisterous wind, fierce, raging loud,
But cool as the breath of the sea
When resting in tranquillity.
While every tree did nod its head,
Its green locks round its temples play'd ;
The distant cot, the silver rill,
Its little waves, in crowds that run,
The green-robed meadows calm and still,
The shepherd and the fleecy clan,
Were all enchantment to the eye,
And thrilled my heart with ecstasy.

[35]

TO G.D.B.

Far from us thou 'rt sitting; like a Star
That tears himself to shine and hue afar
From his companions : oh ! here come again !
The space you filled doth now vacant remain !
Thou wandering star ! No longer thus stray
From thy own herd, 'mid flocks unknown away.

[36]

TO A LADY

I

Oh ! That thou wert as fair within
As thy ang'lic outward is,
Then, of what value hast thou been
In this earth, a perfect bliss !

II

Lady ! tho' beautiful thou art,
Tho' Nature hath gi'en thee ev'ry grace
Yet, oh ! how cruel is thy heart,
Thou art deaf to the voice of distress.

[37]

TO ANOTHER LADY

Oh ! deign to give a thought on me,
When these sad lines do meet thine eye,
Think then on him who oft for thee,
Sweet one ! doth unregarded sigh !

[38]

AN ACROSTIC

G-o ! simple lay ! and tell that fair,
O-h ! 'tis for her, her lover dies !
U-ndone by her, his heart sincere
R-esolves itself thus into sighs !
D-ear cruel maid ! tho' ne'er doth she
O-nce think, for her thus breaks my heart,
S-ad fate ! oh ! yet must I love thee,
B-e thou unkind, till life doth part !
Y-oung Peri of the East ! thou maid divine !
S-weet one ! oh ! let me not thus die :
A-ll kind, to these fond arms of mine
C-ome ! and let me no longer sigh !

[39]

[The following little poem is dedicated to G. D. Bysack, Esqr. as a slight but sincere token of respect for his learning, admiration, for his amiable qualities, and esteem for his valuable friendship; By the author, M. S. Dutt.]

I

I am like the Earth, revolving
Ever round the self-same Sun, Boy,
Seasons, both of Joy and Sorrow,
I have, like her, as I run, Boy.

II

O ! her eyes soft, tender beamings,
And her sweet bewitching smile, Boy,
Like enchantment's potent spell, do
Call for the gayer, brighter springs, Boy.

III

But when frowns, like lowering clouds, do
Over-cast her sunny brow, Boy.
Then, oh ! then, the freezing Winter
Of dark sorrow chills my breast, Boy.

IV

Now, fond hope, buds, blossoms, sweetly,
Vernal thoughts do fill my head, Boy,
Now, dark disappointment, dreadful,
All my joys and hopes doth blast, Boy.

V

Thus I'm like the Earth, revolving
Ever round the self-same Sun, Boy,
Seasons, both of Joy and Sorrow,
Like her, I have, as I run, Boy !

[40]

(Written at the Hindu College)

Oh ! how my heart exulteth while I see
These future flow'rs, to deck my country's brow,
Thus kindly nurtured in this nursery ! —
Perchance, unmark'd some there are budding now,
Whose temples shall with laureate-wreaths be crown'd
Twined by the Sisters Nine: whose angel-tongues
Shall charm the world with their enchanting songs.
And time shall waft the echo of each sound

To distant ages :—some, perchance, here are,
Who, with a Newton's glance, shall nobly trace
The course mysterious of each wandering star;
And, like a God, unveil the hidden face
Of many a planet to man's wondering eye,
And give their names to immortality!

[41]

HYMN

By M. S. Dutt. (A Hindu Youth.)
(Composed by him—to be sung at his Baptism)

I

Long sunk in Superstition's night,
By Sin and Satan driven,—
I saw not,—cared not for the light
That leads the blind to Heaven.

II

I sat in darkness,—Reason's eye
Was shut,—was closed in me ;—
I hasten'd to Eternity
O'er Error's dreadful sea !

III

But now, at length thy grace, O Lord !
Bids all around me shine:
I drink thy sweet,—thy precious word,—
I kneel before thy shrine !—

IV

I've broken Affection's tenderest ties
For my blest Savior's sake:—
All, all I love beneath the skies,
Lord ! I for Thee forsake !

—9th February, 1843

[42]

KING PORUS

A legend of Old

"We ne'er shall look upon his like again !

—Shakespeare

"When shall such hero live again ?"

—Byron

I

Loudly the mid-night-tempest sang,
Ah 't'was thy dirge, fair liberty !

And clouds in thundering accents roar'd
Unheeded warnings from on high;
The rain in darksome torrents fell,
Hydaspes' waves did onward sweep,
Like fiery Passion's headlong flow,
To meet th' awaken'd calling deep;
The lightning flash'd bright—dazzling, like
Fair woman's glance from 'neath her veil;
And on the heaving, troubled air,
There was a moaning sound of wail;—
But, Ind! thy unsuspecting sons
Did heedless slumber,—while the foe
Came in stealthy step of death,—
Came—as the tiger, noiseless, slow,
To close at once its victim's breath!
Alas! they knew not 'midst this gloom,
This war of elements, was nurst,—
Like to an earthquake in the womb
Of a volcano,—deep and low—
A deadlier storm—on them to burst

II

'Twas morn; the Lord of day,
From gold Sumero's[3] palace bright,
Look'd on his own sweet clime,
To bathe it in his rosy light:—
But, lo! the glorious flag,
To which the world in awe hath bow'd,
There in defiance waved
On India's gales—triumphant—proud!—
Then, rose the dreadful yell,—
Then, lion-like, each warrior brave
Rushed on the coming foe,
To strike for Freedom—or the grave!
Oh Death! upon thy gory altar
What blood-libations freely flow'd!
Oh Earth! on that bright morn, what thousand
Rendered to thee the dust they ow'd!—
But 'fore the Macedonians,
—Like autumn leaves by Simom's driven*
Fell India's hardy sons,—

* পংক্তিটি 'জীবনচরিতে' নেই, কিন্তু 'মধুস্মৃতি'তে আছে।

Proud mountain oaks by thunders riven—
And for their country's freedom bled—
And made on gore their glorious bed!

III

But dauntlessly there stood
King Porus, towering 'midst the foe,
Like a Himala-peak
With its eternal crown of snow :
And on his brow did shine
The jewell'd regal diadem—
His milk-white elephant
Was deck'd with many a brilliant gem.—
He reck'd not of the phalanax
That 'round him closed—but nobly fought,—
And like the angry winds that blow,
And lofty mountain-pines lay low,
Amidst them dreadful havoc wrought
And thin'd his crown and country's foe !
The hardiest warrior at his deeds,
Awe-struck, quail'd like wind-shaken reeds :
They dared not look upon his face,
They shrank before his burning gaze,
For in his eye the hero shone
That feared not death,—but high—alone—
A being as if of lightning made,
That scorch'd all that gaz'd upon
Trampling the living with the dead.

IV

Th' immortal Thund'rer's son,
Astonish'd eyed the heroic king
He saw him bravely charge
Like his own Father,—fulminating : —
Tho' thousands 'round him clos'd,
He stood—as stands the ocean-rock
Amidst the lashing billows,
Unmoved at their fierce—thundering shock.
But when th' Emathian conqueror
Saw that with gaping wounds he bled,
'Desist—Desist!'—he cried—
'Such noble blood should not be shed!'
Then a herald was sent

Where bleeding and faint,
Stood 'midst the dying and the dead,
King Porus,—boldly—undismayed ;
'Hail, brave and war-like prince !
Thy gen'rous rival bids thee cease
Behold ! there flies the flag,
That lulls dread war, and wakens peace !

* * * *

V

Like to a lion chain'd
That tho' faint—bleeding—stands in pride—
With eyes where unsubdued
Yet flash'd the fire-looks that defied—
King Porus boldly went.
Where 'midst the gay and glittering crowd
Sat god-like Alexander,
While 'round Earth's mightiest monarchs bow'd ;
He couched not as a slave ;
He stooped not—bent not there his knee,—
But stood—as stands an oak,
Unbent—in native majesty.*
'How should I treat thee ?' ask'd
The mighty king of Macedon:—
'Aye—as a king !'—respons'd
In royal pride Ind's haughty son
The king was pleased,
And him released.
Thus India's crown was lost and won.

VI

But where, oh ! Where is Porus now ?
And where the noble heart that bled
For Freedom—with the heroic glow
In patriot-bosoms nourish'd—
—Hearts, eagle-like that recked not Death,
But shrank before foul Thraldom's breath ?
And where art thou—fair Freedom !—thou—
Once goddess of Ind's sunny clime !
When glory's halo 'round her brow
Shone radiant, and she rose sublime,

* 'জীবনচরিতে' পঙ্‌ক্তিটি—'In Himalayan Majesty'.

Like her own towering Himalye
To kiss the blue clouds thron'd on high !
Clime of the Sun !—how like a dream—
How like bright sun-beams on a stream
That melt beneath gray Twilight's eye—
That glory hath now flitted by!
The crown that once had deck'd thy brow
Is trampled down—and thou sunk low:
Thy pearl, thy diamond, and thy mine
Of glistening gold no more is thine !
Also each conquering tyrant's lust
Has robb'd thee of thy very dust!—
Thou standest like a lofty tree
Shorn of fruits—blossoms—leaves and all—
Of every gale the sport to be—
Despised and scorned e'en in thy fall !—
Thou'rt fallen, alas!—no more to rise—*
A sad—a hapless sacrifice,
To glut proud Time's remorseless eyes !!

Calcutta
1843.

[43]

ON HEARING A LADY SING

When from Sicilias flow'ry shore
    Upon the bosom of the deep,
Amidst the restless billows' roar
    The Syren-song in fairy sweep,
Fell, Spell-like, rolling far and near,
    On the soft breezes' wandering sigh,
And breath'd enchantment on the ear
    Of mariner, slow passing by,
Sweet visions of Elysian light
    Throng'd in his bosom, gay and bright.
But, Lady ! sweeter is the dream
    The voice awakens in the breast,
It tells of Eden's land of beam,
    Its glory, and its bow'r of rest ;
Where Seraph on bright harp of gold
    Such sweet, ethereal music breathed,

* শেষ তিন পঙ্‌ক্তি 'জীবনচরিতে' নেই, 'মধুস্মৃতি'তে আছে।



When night on moon-lit wings unroll'd,
Came deckt in smiles and starry wreath'd,
And the fair Mother of Mankind
Smiled as the moon above her shined !

[44]
(ON A FADED LILY GIVEN TO THE AUTHOR BY A LADY)

I gaze upon thee faded flow'r !
And sigh to think, how the soft bloom
That graced thee in the summer bow'r
Hath fled like beauty, when the tomb
Upon its cell'd and gloomy breast
Hath pillow'd her to dark and dreamless rest !
How many a fond and cherish'd dream
Crowds 'round thy faded beauty's bier,
And sheds a melancholy gleam,
And wakes the sad and silent tear
To soothe the deep and maddening throe
The sever'd heart alone can feel and know.
I gaze upon the scene around
Though beautiful and fair it be,
I recognize nor sight nor sound,
That speaks of my far home to me;
How fearful thus to feel alone
With not a heart responsive to mine own!
Yet when upon thy hueless leaf
I view the past, as if enshrined,
The wildest tumults of dark grief
Vanish, nor leave a trace behind.
And a soft, still wing'd calm comes on,
As when the fiercest, darkest storm is gone.
Fond memory lends a fairy tone.
And language to thee, faded flow'r !
And thy soft breathings, like the lone
Plaint of the breeze at midnight's hour
Come on the bosom bleak and bare
And wake hope's softest, sweetest music there!

[45]
(COMEST THOU AS ONE IN BEAUTY'S RAY)

Comest thou as one in beauty's ray
To light the starless gloom

That frowns upon the pilgrim's path
To death's domain, the tomb,
Or like the bright and fiery glance
That from the storm God's eye
Bursts but a while among the clouds
When legioned on the sky.
To dazzle with thy glorious beam
Then swiftly fade away
And leave a deeper gloom behind
A darker, cloudier day !
Ah ! fly false hope ! Why soothe to dream
Of things that may not be,
And dazzle but a while, to leave
In gloom and misery !
Or shouldst thou still thus smiling haunt
The pilgrim's lone-some way
Deck not dim future's shadowy brow
With halo of such ray.
No, whisper not of glory, fame
Or things of Earth that are,
But breath of Him, the Saviour-friend,
The day-spring, Judas' star!

[46]

ODE

[From the Persian of Sadi]

Oh ! Come, gaze on that eye whose beam
Is softer than ray, so bright,
That lulls to Love's ethereal dream
The maiden in her dewy bow'r,
At midnight's soft and starry hour,
Shed by moon, the pensive Queen of Night !]
Oh ! come, gaze on those ringlets there,
That 'round her temples softly play,
Like clouds that hang upon the air
And bask in summer's dazzling ray.
Oh ! come, gaze on that rosy lip,
And mark that gently budding breast,
And say, can amorous been e'er sip
Soft kisses from a softer flow'r.
When music wring'd in the summer-bow'r,
He roams at noon's bright sunny hour,



Hath Paradise a sweeter place of rest?
When the last trumpet sound shall roll,
To wake the dead to sleep no more;
And trembling all from pole to pole
From every clime and every shore,
The Earth shall yield the dust inurn'd to rest,
In dreamless slumber on her silent breast,
And all before the judgment throne
Shall stand to hear the last decree,
Beauty, fair maid! Like thine alone
Shall for full many a soul alone
For bowing in idolatry
With deep devotion to Love's shrine,
Or worshipping such heav'nly charms as thine!—

Calcutta, 1844

[47]

SONNETS

I

Richard! there is a grief which few can feel;
It cuts into the bosom's deepest core,
And with unwearied fingers aye doth steal
Its summer gladness, and its faery store
Of hopes and aspirations. All the lore,
The sternest stoic-Pride, can bring to heal,
Or uncomplaining Patience e'er reveal
From wisdom's holiest oracle, may pour
No balm that soothes. Each eagle-winged thought
Droops powerless to soar with airy aim,
Fetter'd by cold and Sullen Apathy;
Life's varied scenes with joy and music fraught,
Visions of laurell'd Glory and of Fame,
Stir not. The heart is as a tideless sea.

II

And such dark grief is his, whose sleepless soul
Strives, but in vain, to burst the galling thrall
Of circumstances, to spurn its vile control,
And rise in kindling glory, dazzling all
With splendour unconfind' from pole to pole!
Round whom cold Penury e'en as a pall
Of lightless texture aye doth darkly fall,
Shrouding the path which leads on to the goal

Of noblest purpose: who doth feel the light,
Lit from Heaven's hallow'd altar in the shrine
Of his crush'd heart, burn as the lonely ray
Of some dim lamp, which sadly fed to shine,
Far in a desert-tomb, at fall of night.
Glimmers : when morrow smiles it dies away.

27th July, 1849.

[48]

When I was a young and gay recruit
Just landed at Madras :
I thought to lead a sober life
With a superfine black shining lass.
I roved about from place to place
Until I found my Mathonia,
On ! What a charming girl she was
With her 'Thana-na-nia'.

20th July, 1856.

[49]

A PYGMY IN HUMAN FORM

[A Tale]

Who has heard,—while Time was young—
A race there was—by poets sung—
Called Pygmies—little things—
Who has not heard,—dark, cruel War,
Before the bloody shrine of Mar
Did sacrifice these beings ?—
And like the Storm-fiend's dreadful breath,
Did hurl them all to hell and Death.

[50]

LINES

I

My thoughts, my dreams, are all of thee,
Though absent still thou seemest near;
Thine image everywhere I see—
Thy voice in every gale I hear.

II

When softly o'er the evening sky,
The stars seem twinkling one by one,
The star of eve arrests my eye,
As if it lit the sky alone—

III

So like its tranquil lustre seems
The light of that soft eye of thine—
The star of hope, whose cheering beams
Upon my heart so sweetly shine.

IV

The lake, whose placid waters be
Calm and unruffled by the wind
Gives a fair image to mine eye
Of thy serenely pensive mind.

V

The streams, that wander glad and free
And make sweet music as they flow
Remind me of thine hours of glee—
Thy playful arts to banish woe.

VI

The soul is imaged by the hills,
That stand unshaken by the blast :]
And hence the hope my bosom fills,
Thou wilt be constant to the last.

VII

Whate'er in this fair earth I see
'Mong Nature's form thats' pure and bright
Reminds me ever, love, of thee
And brings thine image to my sight.

[51]

"—There's the true felicity
If there be any in the earth !—"

I

"Oh happiness ! Oh ! Where thou art ?"
Exclaim'd I with an aching heart
A voice instant replied to me,—
"In her's the true felicity,
If any there be in the earth !"

II

Then give me what I seek and sought,
Refuse—sweet one !—refuse it not !
For Oh ! I know,,—I know in thee
"There is the true felicity,
If any there be in the earth !"

III

T' embrace thee, and to share thy kiss,
Is surely th' most perfect bliss;—
Who can deny, sweet! this to be
"The true— the real felicity,
If there be any in this earth!"

[52]

English Translation of the First Canto of Tilottama Sambhab **Kavya**

Dhavala by name, a peak
On Himalaya's kingly brow—
Swelling high unto the heavens,
Ever robbed in virgin snow;
And endu'd with soul divine;
Vast and moveless like the Lord
Siva—mightiest of the gods,
By holiest anchorites ador'd,—
When with spotless garment clad, he
Stands sublime immers'd in pray'r,
With his arms uplifted high,
His tow'ring head hid in the air!—
Forests, groves and trees and creepers,
Blossoms, flowers, and all that gem
Every mountain's aery brow
Like gold-and emerald diadem—
Grow not here; as if Earth's Lord,
Of earthly pleasures sick, disdain
Life's gay vanities and follies—
Breaking thus Delusion's chains!
Birds that ever sweetly warble—
Bees that wander on the wing
Seeking honey from each flow'r
Come not here; the forest-king,—
Mountain-bodied Elephant—
Tiger, Bear and all that move
And live and breathe in wood land bow'r,
In dark, dim forest, boundless grove—
Of the wilderness the Lotus,
She—the lovely-eyed gazelle,
And the she-snake in whose locks
The brightest gems are said to dwell,
And the snake with poison hoarded—
Ne'er approach this frowning hill—
Awful, wild, majestic stands it—
Solitary—stern—and still!

Hoarsely in its sunless glens
Aye the torrent-flood is sounding
Like the roaring Bhogabati
Through Hell's darksome valley bounding !
God or Goddess, man or woman—
All that people earth or air,
As to pathless lofty castle—
Go not—may not ever go there !
Round it blows the howling tempest,
Like tremendous Rudra's breath,
When with terrors clad he dooms
This vast Creation all to death !
And clouds around it lower,
Fierce and gloomy night and day,
Like the Demons that round Siva
Dance in wild and demon-play !

[53]

QUEEN SEETA

PROLOGUE

The Golden chariot slowly rolled along
The woodland path, shedding, on all around,
A golden glory, like a setting sun;
And as it rolled along, there came a voice,—
A Voice of woe, athwart the murmuring stream,
Commingling with its own—low, soft and sweet :
And thus it said "Ah me ! O Royal Lord
And dost thou forsake me ? Am I then
Abandoned ? Woe is me ! This is no dream,
No mockery of fancy ! Lo ! I see
The fading splendour of the golden chariot;
Its silken banner fluttering midst the trees
Like a flash of lightning ! Lo ! I see
The skiff that ferried me from yonder bank
Deserted ? There it glides adown the stream,
How like the crescent moon along the sky !"

(Incomplete)

THE UPSORI
A STORY FROM HINDU MYTHOLOGY

I

The feast was o'er—the joyous dance was done;
And silence reigned in the ethereal hall
Of heaven's merry King!—each, like a sun
The ocean-gems yet shone along the wall;
But there upon a brightly glittering throne
Sat a fair *Upsori* with beaming eye,
Sweet as the moon when from the heavens—alone,—
She palely looks on Morn's soft infancy,
While the bright stars from the ethereal height
Follow the silent steps of slow retiring Night.

II

A soft breeze from the Parijata bow'r
Play'd gaily in her raven curls that fell
Luxuriant wreathed with many a blooming flow'r
Cull'd from Sumero's aromatic vale;
Her joyous bosom heav'd like stormy brine;
For charm'd by her song, heaven's monarch high
Had wish'd to kiss the ruby lips' loved shrine
Such syren strains of thrilling ecstasy!
And every God's admiring, passionate gaze
Had call'd forth blushes soft to spread upon her face.

III

Before her the bright plains of heaven now spread
Like crystal pools unruffled;—lofty trees,—
For ever to undying verdure wed,
Whom Winter's icy breath can never freeze,
That wither not 'neath summer's s'corching gaze,—
Lifted their leafy heights while domes of gold,—
Abodes of gods—shed 'round irradiant rays,—
On charming scenes to moral ears untold;
Soft Night walk'd round with crown of brightening beam,
And 'companied with dreams that blest Immortals dream.

IV

Below her lay blue ether—garlanded
With its bright wreath of clustering gems—while there,
From every planet pale stealing, spread

A harmony upon the ravish'd air;
Light, fleecy clouds o'er which the moon's pale beams
Rode joyously—all weeping pearly dews—
Were waft'd on by breezes, sweet as dreams
Of love ting'd with gay Fancy's rainbow hues:
And the pale Moon upon the azure plain
Walk'd like a silver bark along a sleeping main.

V

But far,—dim as a dream of days gone by
On the horizon of the shadowy past,—
The earth, soft-bosom'd on Infinity,
Now burst before her eyes; a while she cast
A look around—then swift as Fancy's flight
What time she soars to people with sweet beings
The boundless azure—and each planet bright
Moulds at her fairy—gay imaginings,—
She wing'd her flight towards its distant shore,
And pass'd the countless worlds that roll for ever more.

VI

Down, down she flew, like to the lightning glad,
—Beck'd by some green aspiring tree that flies,
When, as the Thunder'r in his terrors clad,
Descending once the blue Olympian skies
To hapless Semele— its hot embrace
But scorches what it loves:—as near she drew
Proud mountains soar'd high thro' the duskiness,
And lofty pines a rustling murmur threw;
But all did smile beneath her beaming eye,
As when Aurora peeps through the soft eastern sky.

VII

She sat beside a stream; it was the hour
Of moonshine and of perfume; near her stood
A lovely and a flowery-kirtled bow'r
While round it rose a vast and ancient wood
Like to a hoary guardian watching o'er
A blooming maiden—thro' th' inwoven boughs
The unseen moon her radiancy did pour
And robed each tender plant with lustrous glow,
Like light that through the vista of the past
On Memory's dreary blank its tranquil ray doth cast.

VIII

Oh! 'twas a beauteous sight!—upon the breast
Of the pure stream a thousand stars now slept,
All pillow'd in soft glistening, silvery rest,
While a cool breeze on wings in perfumes dipt
Did fan these radiant strangers from the skies!—
The *comul*, veil'd watch'd on her liquid throne,
—Pale languishing with sad and tearful eyes
For Morn, that brings her loved and loving Sun,
And trembling, child the night-winds' lusty play,
That tried t' unveil her face and drink her eye's soft ray.

IX

And on its bank peep'd thro' the foliage green
A holy fane; the fire-flies with bright gems,
That shed a lustrous glow upon the scene,
Gay wanton'd on the air;—like diadems
Some circling 'round the *Tamal*—holy tree!—
While others on leaves delicately fair,
Feasted on the soft dew-drops joyously:
As awful, solemn silence brooded there;
And a spreading banian hoar with years,
Lifted its towering head and shed devotional tears.

X

The beauteous nymph then slowly took her way
Towards the holy temple; on her feet
Each flow'r awakened, did in reverence pay
Soft, pearly tears,—a faery offering meet!—
Lightly she mov'd, bright as a form but seen
On sleep's romantic stage!—Her golden tresses,
That oft enchained immortal hearts in keen
And amorous bondage—wanton'd 'neath the kisses
Shower'd by the whispering breeze that now came,
Wild as the impassion'd flies that hover 'round the flame

XI

The fane was won,—'twas Kally's—Frightfulness!
Lo! there she stood in martial majesty,
Gorg'd with the blood of Sembo's cursed race,
And garlanded with heads!—Her blood-red eye
Shot lightening; in her hand the gory blade
Shone like a brand of fire—while naked, wild
She trampled on her prostrate husband's head,

And with a fiendish glare upon him smiled!
Her raven locks stream'd wildly bath'd in gore,
And shed dark drops of blood upon the slippery floor.

XII

But all around there breathed no living being
Save the sad solitary owl that spoke
At times,—and the lone bat that on its wing
Oft wheeling on the air its stillness broke:
It was as if primeval Silence there
With Solitude sat musing!—"Who could be
"The rearer of this lonely temple there,
"In this deep wilderness, far—hidden—free,
"From man and his intrusions!—was it some,
"Immortal hand had raised this lone, religious dome?"

XIII

Thus mused the nymph, while thoughtfully she stood
Beneath a *Camine* that softly blush'd
Before the fain: but, hark, amid the wood
A sudden rustling woke the echoes hush'd,
And told of coming feet. Swift as the light
That heralds the tremendous thunder's birth,
She hid herself behind the leafy height
Of the tall banian hoary as the Earth,
Its mother; and thus sheltered there she stood,
Calm,-motionless, unseen as silent solitude!

XIV

Slowly a youth now from behind the wood
Approach'd the holy temple: On his brow
Dark sorrow as a frowning cloud did brood,
And wrought upon its beauty wrecks of woe!
Few were his years,—his delicate cheeks were pale;
Youth's ruddy glow was there but withered,
Like the bright rose beneath noon's scorching gale;
And from his pensive eyes their rays were fled,
And ceaseless tears in silent drops rush'd down,
As if his hearts' deep fount were burst and over-flown!

XV

His glowing limbs were steep'd in ashy hue,
And on his back a leopard-skin was flung;
His curling locks wet with the sparkling dew
Around his temple unregarded hung:.

His garb was as befitteth a *dundi*,—
One, that inspired with sanctiminius zeal
Renounces of this world the vanity,
And flies its dark seductions,—flies to feel,
And taste with Solitude in some lone cot
The hallow'd joys that are by calm devotion brought!

XVI

With heavy steps he reached the holy shrine,
And in deep ecstacy before it stood,
Fair as the statued *Cama*—God divine,—
Worshipp'd in some lone consecrated wood!
A sudden feeling crept within the heart
Of the fair Upsori, while she, unseen,
And guarded by her talismanic art,
Gaz'd on the hermit-youth's sad brow serene;
And an emotion never felt before
Did break its deep repose,—of her hearts' deepest core.

XVII

Long, long she eyed him with a look intense
Of wonderment, and her heart deeply drank,
Of his sad brow the pensive eloquence,—
Feelings' soft language! -Oh! what meanings sank
Impassion'd in her bosm's deep races!
And when he slowly vanish'd from her sight,
Like an ethereal dream of loveliness,—
That flits before the mind in glory bright,—
She trembled as the lily on the lake,
When the *Moloya* doth around soft ripples wake!

XVIII

Her soft, dark eyes as if intoxicate
Follow'd his steps: e'en when the lofty trees
Hid him with veil they could not penetrate,
Fancy construed the whisperings of the breeze
Into his sobs! Ye, whose fond hearts have bowed
In Love's idolatry—ye only know
What feelings now tumultuously loud
Burst like the torrent from the airy brow
Of some high mount, in her sad bosom and brake
Forth in heart-rending tears—her thirst, ah! who could slake!

XIX

How heaved her heart when he could not be seen !
What tears throng'd in her eyes ! Slowly she came
Out of the nook where she had nested been,
In all her heavenly beauty like the flame
Dazzling with sudden burst ! Wild as the snake
In search of its irradiating gem,
She looked around but neither wood nor brake
Nor Echo babbled forth his unknown name ;
Unfeeling Silence, too, heard not her sigh,
But gloomily sat there as if in mockery.

XX

Poor nymph ! with heavy heart she took her way
In silence for Love's golden pilgrimage !
Light was her step e'en the green earth that lay
Now slumbering soft, it did not disengage
From sleep's embrace ; but now her roving eye
Did feast not on the flowers that blush'd around,
Nor roamed with joyance on the starry sky ;
Alas ! for her there was nor sight nor sound !
She wandered like a rill meanderingly
That glides thro' wood and vale' embrace the boundless sea.

XXI

Slowly now from behind the leafy height,
She took her way—led by the moon's pale beam ;
Love's pilgrim !—and thro' the dark shades of Night
Made deeper by the branches—like a dream—
Or like a rill thro' leaf-clad valleys flowing
With noiseless steps to meet the distant sea—
She glided on—the breeze came softly blowing,
And flow'rs wept at her feet rejoicingly !
But all unheeded on her spirit fell,
As on the listless dead voluptuous Music's swell.

XXII

Before her now there rose a lovely bower,
Bosom'd upon a mound soft rob'd in green,
And crown'd with many a sweet and blushing flow'r,
That shed sweet fragrance o'er the quiet scene :
It was as if some joyous fairy Queen
Had rear'd this spot of Love the nest to be ;
How lovelily the Moon there cast her sheen

And fring'd with sparkling silver every tree !
How gaily every warbling breeze perfum'd,
Came there to woo the rose that in soft brightness bloom'd.

XXIII

Within it there a lonely cot did stand
Dim with the misty shade of parted years;
It seem'd as if unrear'd by mortal hand,
Devotion's hallow'd home—where silent tears
Of Penitence would flow : a *Toolsi tree*
Did bloom high pedestalled before the door,
And an expiring lamp did fitfully
Shed its dim flickering glow upon the floor;
And Silence like a viewless guardian stood
As if forbidding there unhallowed feet t' intrude !

XXIV

Awhile she stoop'd, then slowly in did glide
Beauteous and graceful as the regal-swan
When softly bosom'd on the rosy tide
She moves majestic with her feather'd clan !
The conscious lamp assum'd a smiling glow
As if wakened from its fainting trance
At her soft presence, like the dropping brow,
Limn'd with Death's pallid hues, at the bright glance
Of sweet returning Hope! . . .

XXV

Why startled she ? Lo ! on the bare, cold ground
There slept that youth—the haven she had sought !
How blushingly awhile she look'd around,
Then knelt adoring by his side !—Love taught
The worship he likes best ;—the timorous kiss—
The soft tremulous touch—the glistening tear
Woke by his all imparadising bliss,
Are sufferings to him forever dear!

*   *   *   *

XXVI

O, how she chid his cold unfeeling bed
Whose flinty bosom could not softer be !
O, how she long'd her flowing locks to spread
Upon the bare cold earth—adoringly—
For him to sleep upon ! Her blushing cheek.

And her soft bosom beating audibly
Did tell a tale that tongue may never speak !
Poor nymph !—her very soul was in her eye,
And that dwelt on the being lying there,
Like the bright gem of Eve, calm, motionless and fair !

THE CAPTIVE LADIE

PREFACE

The following tale is founded on a circumstance pretty generally known in India, and, if I mistake not, noticed by some European writers— A little before the famous Indian expeditious of Mahommed of Ghizni, the King of Kanoje celebrated the "Raj-shooio jugum" or, as I have translated it in the text, the "Feast of Victory". Almost all the contemporary Princes, being unable to resist his power, attended it, with the exception of the King of Delhi, who, being a lineal descendant of the great Pandu Princes—the heroes of the far-famed "Mohabarut" of Vyasa—refused to sanction by his presence the assumption of a dignity—for the celebration of this Festival was a universal assertion of claims to being considered as the lord-paramount over the whole country—which by right of descent belonged to his family alone. The King of Kanoje, highly incensed at this refusal, had an image of gold made to represent the absent chief. On the last day of the feast, the King of Delhi, having, with a few chosen followers, entered the palace in disguise, carried off this image, together, as some say, with one of the princesses Royal whose hand he had once solicited but in vain, owing to his obstinate maintenance of the rights of his ancient house—The fair Princess, however, was retaken and sent to a solitary castle to be out of the way of her pugnacious lover, who, eventually effected her escape in the disguise of a Bhat or Indian Troubadour The King of Kanoje never forgave this insult, and, when Mahommed invaded the kingdom of Delhi, sternly refused to aid his son-in-law in expelling a foe, who soon after crushed him also—I have slightly deviated from the above story in representing my heroine as sent to confinement before the celebration of the "Feast of Victory."

I have, I am afraid, many reasons to apologise to the public for the imperfections which have crept into the following poem. It was originally composed in great haste for the columns of a local journal,—"The Madras Circulator and General Chronicle,"—in the midst of scenes where it required a more than ordinary effort to abstract one's thoughts from the ugly realities of life—Want and Poverty with the "battalions" of "Sorrows" which they bring, leave but little inspiration for their Victim ?—

Royapoorum.

Introduction

To———

I

Come, list thee, gentle one;—and whil'st the lyre
Breathes softer melody for thee, mine own?
I'll weave the sunny dreams, those eyes inspire,
In wreathes to consecrate to thee alone,—
Love's offering, gently one!—to Beauty's Queenly throne.

II

'Tis sweet to gaze upon those eyes where Love
Has treasur'd all his rays of softest beam;—
'Tis sweet to see the smile as from above
Some child of light,—such as we often dream
Doth dwell on planet pale,—or star of golden gleam.

III

The heart which once has sigh'd in solitude,
And yearn'd t' unlock the fount where softly lie
Its gentlest feelings,—well may shun the mood
Of grief—so cold—when thou, dear one! are night,
To sun it with thy smile,—Love's lustrous radiancy?

IV

The home of youth, 'tis far,—Oh! far away,—
The hopes of youth, they've fled and taught to weep;—
The friends of youth, e'en they,—Oh! where are they?
Ask memory and the dreams which haunt in sleep,—
Wing'd messengers and sweet form, Past! thy donjon keep!

V

But must I weep, e'en now, as once I wept,
'Midst life's gay—crowded scenes, unmark'd and lone;
Where bitterest thoughts of solitude oft crept
To chill the bosom's glow, when thou, mine own!
Dost smile in tranquil joy, like star on sapphire throne?

VI

Yes,—like that star which, on the wilderness
Of vesty ocean, woos the anxious eye
Of lonely mariner,—and woos to bless,—
For there be Hope writ on her brow on high,
He recks not darkling waves,—nor fears the lightless sky!

VII

Oh ! beautiful as Inspiration, when
She fills the Poet's breast,—her fairy shrine ;
Woo'd by melodious worship !—welcome then ;—
Tho' ours the home of want,—I ne'er repine,
Art thou not there—e'en thou—a priceless gem and mine ?

VIII

Life hath its dreams to beautify its scene—
And sun-light for its desert ;—but there be
None softer in its store—of brighter sheen—
Than Love—than gentle Love : and thou to me
Art that sweet dream, mine own ! in glad reality !

IX

Though bitter be the echo of the tale
Of my youth's wither'd spring—I sigh not now ;
For I am as a tree when some sweet gale
Doth sweep away the sere leaves from each bough,
And wake far greener charms to re-adorn its brow !

X

Then come and list thee to the minstrel-lyre
And Lays of Eld of this my father-land,
When first, as unchain'd demons, breathing fire,
Wild, stranger foe-men trod her sunny strand,
And Pluckt her brightest gems with rude, unsparing hand.

XI

The world's dark frowns may damp,—its coldness chill
The kindling altar which the Heart hath rear'd
For deep—devoted—life-long worship,—still
Be thine the soothing smile by Love endear'd :—
Eve's dew must heal the flow'r by day's hot breathings sear'd !]

THE CAPTIVE LADIE

CANTO FIRST

"Love will find its way
Through paths where wolves would fear to prey."

—THE GIAOUR

The star of Eve is on the sky,
But pale it shines and tremblingly,
As if the solitude around,

So vast—so wild—without a bound,
Hath in its softly throbbing breast
Awak'd some maiden fear—unrest:
But soon—soon will its radiant peers
Peeps forth from out their deep-blue spheres,
And soon the ladie Moon will rise
To bathe in silver Earth and Skies,
The soft—pale silver of her pensive eyes.

* * * *

'Tis eve—the dew's on leaf and flow'r,
The soft breeze in the moon-lit bow'r,
And fire-flies with pale gleaming gems
Upon their fairy diadems,
Like winged stars now walk the deep
Of space soft-hushed in dewy sleep,
And people every leaf and tree
With beauty and with radiancy:
There's light upon the heaving stream,
And music sweet as heard in dream,
And many a star upon its breast
Is calmly pillow'd unto rest,
While there—as on a silver throne—
All melancholy—veil'd—alone—
Beneath the pale Moon's colder ray—
The Bride of him—the Lord of Day,[a]
In silence droops—as in lone bow'r
The love-lorn maid at twilight hour!
She looks not on the smiling sky—
The wide expanse blue, far and high,
She looks not on the stars above
Throbbing like bosoms breathing love—
Nor lists she to the breeze so gay,
Which whispers round in wanton play,
And stirs soft waves of starry gleam
To wake her from that moody dream!

* * * * *

The moon-light on yon frowning pile,
But oh! how faint and pale its smile!
Methinks yon high and gloomy tow'r
And battlement and faded bow'r,
With awful hush and solitude
Have chill'd its soft and joyous mood.

And well may moonlight there look pale,
And night-breeze come—but come to wail,
For 'tis the scene where sorrow weeps,
And grief her lonely vigil keeps—
Consigned by tyranny to pine
In cruelty's dark, demon shrine,
The donjon's cold and sunless gloom,
Far colder than the silent tomb—
For *there* the memory of light
Haunt not the sleeper of its night,
With dreams that mocks the lightless mood
Of the crush'd bosom's solitude !

The moon-light's on yon frowning pile,
Tho' faint and pale now be its smile,
It lingers on yon gloomy tow'r
And battlement and fountless bow'r
As one who soothes— tho' all in vain—
The mad and agonising brain—
Or heart in depth of anguish deep,—
And lingers—tho' it be to weep—
And mingle with the sufferer's sigh
Thine own oh! gentle sympathy!

Yes—rest thee there—thou gentle beam !
And bring from thine own realm some dream,
For yon lone maiden weeping there—
Like thee—the only being fair
Of light within yon donjon's gloom,
Her beauty's cold and darksome tomb!

And there she sits that maiden fair,
In silent sorrow and despair,
As lovely 'midst that scene of gloom
As some sweet flow'r beside a tomb,
Or as some fondly cherish'd dream
Of happiness that could not last,
Brightening with solitary beam
The shadowy regions of the past !—

It is a lone and rocky isle,
Where Nature frowns but will not smile ;
And save yon castle beetling high

In silent and in gloomy mood,
There's naught e'en sternly woos the eye—
A desert—and a solitude!

How madly all around the stream
Rolls heedless of soft breeze or beam,
Which haunt the gentler streamlets' dream!]
And well it may—a wilder shore
Ne'er spread its rugged brow to lave,
Amidst the sleepless waters' roar,
Proud Gunga! in thy holy wave!—
And well it may—nor breeze nor beam
E'er lull'd it to a gentler dream:
For if the breeze which softly sings
To flow'rs its wild imaginings,—
While they with dewy, bright tears hail
The viewless bard of whispering tale,
Should ever come to that bleak shore,
'Twill flee when it lists to the waters' roar,
Which hoarsely sound for ever-more;
Or, if a star e'er sleep on the breast
Of the wave, 'twill savagely break its rest!—

* * * * *

"'Tis night—oh!—how I hate her smile,
Which lights the horrors of this isle,
Where like lone captives we must sigh
O'er arms that rust and idly lie—
Far from the scenes where oft the brave
Will meet thee, glory! or a grave—
Far from the scenes where revels gay
Will chase the darkest cares away—
Far from the scenes where maiden bright
Will steal to list, at fall of night,
To her lover's lute and roundelay,
And like a viewless spirit show'r,
Her dewy wreathes of leaf and flow'r,
Love's token—and then swiftly fade,
And vanish like an aery shade!—

"You tell me that yon captive lone
Would grace the proudest monarch's throne,
And that from regal bow'rs she came,
And halls whose splendour has no name—

Because she lov'd some chief whose pride
Would stoop not—e'en to win his bride—
To her proud father—for his hand
Could wield as well the warrior brand,
And his the race who ne'er hath shown
Submission to a stranger's throne—
And ne'er hath lowly bent the knee
To Powers of this wide earth that be!—
I grieve to hear her piteous tale—
And must such cruel fate bewail—
I grieve to hear that maiden fair
Should shed the tear of dark Despair—
And dim the lustre of her eye,
And blanche her cheek's soft—rosy dye—
But why should warrior come to dwell
Like captive in his lightless cell—
Nor list to charger's neigh so shrill
Reechoed far from hill to hill,—
Nor midst the battle's maddening roar—
Nor on wide plains all bath'd in gore,
Wield his bright blade where foe-men throng
To spare the weak—to crush the strong!

"They say the Crescents' on the gales
Which whisper in our moon-lit vales—
They say that Moslem feet have trod
The fanes of him—the Bramin's God—
And that from western realms afar
Fast flows the tide of furious war—
Like torrent from the mountain glen
Like Lion from his bloody den—
Like eagle from the aery peak
Of skiey mount—and high and bleak!—
What—must we here—on this lone isle—
Watch yon pale Goddess' pensive smile,
Like craven—who will shrink to bleed
E'en for the Hero's deathless meed—
And that, too, when perchance her eye
Pales at thy struggles, Liberty!
Or—o'er the warrior's funeral pyre—
His blood-stained bier—and grave of fire!"

He paused—that warrior young and brave,
And look'd him on his comrades all,
Who by the light fair Chandra—gave[b]
Now sat them near that castle-wall:
They sigh'd—and on their brow there came
The hue of thoughts of fiery flame,
Such as the captive knight will feel
When looking on his rusty steel!
For they had come from the battle-field
Where they lov'd their trusty blades to wield,
To that lone isle and castle there
To guard yon weeping maiden fair,—
A task which ill beseems the brave
With thoughts as free as Ocean-wave!

"But come, why is thy brow so pale—
Dost grieve at yon lone maiden's tale?
Or hath this wild and rocky isle
Robb'd e'en thy gay and joyous smile?
Come, wake thy Vin—thou child of Song[c]
Methinks its strings have slept full long—
And tho' there be no bow'r and hall
Of joyance or glad festival,
Where eyes of light and starry ray,
Shine brightly when the minstrel's lay
Breathes in soft accents—sweet and bland,
Of beauty and of fairy-land—
Or pale when in sad cadence low
It tells of love-lorn maiden's woe—
We'll sit us on yon moon-lit shore
And whil'st the sleepless waters roar,
And moon-beams in the waves' embrace
Struggle and flush in bashfulness,
We'll list to thy sweet Vin and song
Echo'd yon misty rocks among!"—

He rose—but who is he?—"He came
A wand'ring minstrel—gay and free—[d]
Who roves like thousand-winged Fame,
And charms with gentle minstrelsie
The high and low—where'er he be:
When first this castle open'd wide

Its portals for yon maiden fair,
His skiff came on the heaving tide,
In fairy beauty—gliding there;
How sweetly from the moon-lit stream
Which hush'd itself to beaming smile,
His music—soft as heard in dream—
Came o'er this solitary isle!
We call'd—he came—we love him well—
For wondrous are the deeds he sings—
And sweet the music of his strings—
And wild the tales which he will tell,—
And there be some enchanting spell
In the wilderness of his imaginings!
And well I know our captive fair
Doth love to list to his gentle lay—
And oft thro' yon high lattice there
Her eyes of soft and tranquil ray
Shine pensively—whene'er his Vin
Woos Melody—and woos to win!"
He rose—that bard—and you might deem
'Twas Cama—God of Love's gay dream![*]
How wildly o'er the listner fell
His Vin's deep—sweet—and rapturous swell
As thus he sung . . . .

THE FEAST OF VICTORY[1]

"The Raja sat in his gorgeous hall
In pomp the proudest earth had known—
While monarchs bow'd them to his thrall.
And knelt them lowly round his throne—
The brightest gems of the South lay there
And the North's treasures from afar,
And of the East and West—so fair,
The home of Even's dewy star—
For all were his—o'er earth and sea
His flag had wav'd in Victory—
From proud Himala's realms of snow
To where upon the Ocean-tide
Fair Lunka smiles in beauty's glow[*]

And breathes soft perfumes far and wide,—
And sits her like a regal maid
In her gay, bridal wreathes array'd!

"A prouder scene the fiery sun
Had never—never shone upon!
Like golden clouds that on the breast
Of yonder Heavens love to rest,
Unnumber'd hosts in bright array
Glitter'd beneath the noon-tide ray—
A thousand flags wav'd on the air,
Like bright-wing'd birds disporting there—
A thousand spears flash'd in the light
In dazzling splendour—high and bright—
The warrior steed—so fierce and proud—
Neigh'd in wild fury—shrill and loud—
The jewell'd elephant too stood
In solemn pride and quiet mood—
And in the glittering pomp of war
The mail-clad hero in his car—
For nations on that glorious day
Met there from regions far away—
The mightiest on this earth that be
In all the pride of Chivalrie—
To celebrate thy feast—proud Victory!

"And all around the dazzled eye,
Met scenes of gayest revelrie:—
For, here beneath the perfum'd shade,
By some bright silken awning made,[h]
Midst rose and lily scatter'd round—
That blush'd as if on fairy ground—
Bright maidens—fair as those above—
Sang softly—for they sang of Love—
How fondly in the moon-lit bow'r,
When mid-night came with star and flow'r,
Young Krishna with his maidens fair[i]
Rov'd joyously and sported there—
Or, on the Jumana's holy stream[k]
Where star-light came to sleep and dream,
From his light skiff, that sped along,
His soft reed breath'd the gayest song,
Which swelling on the fitful sweep

With delicate leaves o'er which the dew
Nightly caught its moon-lit hue,
For the fire-fly—on gay wing of light
To quaff it like a spirit bright—
And in each hoary fane—and grove
Of Beauty—where e'en Gods might rove,
And think they were in Swerga's bow'rs[t]
With ceaseless founts—and deathless flow'rs—
The solemn chant—the tinkling bell—
Rose sweetly wild—as gladsome swell
Of hymned praise at twilight hours
From out some lone and silent dell!
"It was a scene—around—above—
All bright as Glory—Sweet as Love—
Such as Husteena's palace high[u]
Beheld—when ocean—earth and sky
Sent glittering hosts, at thy proud call,
Idasteer!—to they regal hall,
Where they all humbly bow'd the knee—
And own'd thy might—thy majesty!
"But there was one—a monarch he—
Came not to that high revelrie:
They said—he once had sought to gain
That chieftain's daughter—but in vain—
And that his slighted love had taught
Hate—deathless—deep—and unforgot—
Such as the bosom's inmost core
Will darkly nurse for ever-more—
Such as will ever fiercely blight
Love—Friendship—Mercy—all that's bright
And gilds Life's path with starry light—
And part but with the latest breath
That heaves the brest embrac'd by Death!
Perchance this was a whisper'd lie—
And idle tale—foul calumny.
Yet—tho' Inquiry all around
Breath'd from each hurried look and sound—
'Why comes he not?—once in this hall,
'Now gay with blithsome festival,
'How oft he came—a welcome guest,
'Best lov'd—best cherish'd—honour'd best?'
Calm was that chieftain's brow and stern

From which Conjecture naught could learn—
Yes—calm it was as is the grave—
Or some unruffl'd—slumbering wave!

* * *

"Now heralds from each skiey tow'r
Peal'd proudly forth o'er earth and sky,
The might—the grandeur of his pow'r—
The glory of his majesty!
And nations heard that haughty sound,
And bow'd them lowly to the ground,
As if on thunder-wings it came
Or on some lightning-wheeled car,
Burst from a dark cloud's womb of flame,
Appalling Nature from afar,
To chain the storm's death-dealing course
To curb the madden'd whirl-wind's force!
And thus it came—that haughty sound,
And roll'd with proudest accents round:
'Let all the Sons of Earth,
'The King—the vassal—and the slave—
'From where the Sun receives his birth,
'To where beneath the western wave
'He seeks his azure—pearly cave,
'Bow to the mightiest Lord of all!
'And own his Majesty and thrall!
'His sway is boundless as the sea—
'A very God on earth is he!'
Now rose the trumpet's shrilly yell,
And music in her joyous swell—
From battlement and turret high,
The loudest shouts now rent the sky—
And Echo—waken'd from her sleep,
From sunny vale all green and deep—
Prolong'd that sound in its onward sweep.
The warriors bow'd them on their steeds—
The Rishi paus'd to tell his beads—
The maiden from her fairy bow'r,
Started from dream of fount and flow'r—
The very babe e'en ceas'd to cry,
And look'd up to its mother's eye,
As if in voiceless wonderment,
It. too. its share of homage sent.—

The bard now dropp'd his sounding lyre,
And paus'd to wake its notes of fire—
And at that monarch's proud behest,
Throngs countless were now prostrate laid,
From north to south—from east to west,
All at his throne low homage paid !

"But suddenly a warrior shell,
In loud defiance rose and fell ;
As if the Thunderer from on high,
To crush vain mortals met below,
In pomp and grandeur which might vie,
With realms above the starry sky,
Came there to work fierce scenes of woe!
And loud it swell'd and hall and bow'r,
And turret high and skiey tow'r,
Shook, for it was the call to war,
Wild, fierce, and rolling from afar !
The maiden's blushing cheek was pale,
And hush'd her lover's whisper'd tale ;
The hand which strung the breathing lyre,
Seiz'd falchions, bright as blazing fire ;
And thousands from the blithsome hall,
Rush'd madly forth to slay or fall !—
Loud was the trumpets' shrilly yell,
And loud the warrior's deafening shell,
And madden'd war-steed's whirl-wind tread,
Which crush'd the dying and the dead !
As when within the starless gloom,
Of Himalaya's snowy womb,
Ten thousand torrents madly roll,
To burst from out its dark control ;
They roar, as if each furious wave,
Writhed wild with life some Fury gave !

"But there came one on blackest steed,
And there was naught he seem'd to heed :
The proudest warriors from him fled,
His path was o'er the bravest dead !
Fierce was his bloody falchion's sweep,
And fierce his shell's loud blasts and deep,

As on he rush'd, like lightning ray,
To that high hall, erst blithe and gay.

"Beside his high and golden throne,
The Raja stood, but not alone,
For Beauty's wail was on his ear,
He saw her pallid cheek and tear;
And long th' embrace she wildly gave,
To chain his falchion'd arm, so brave,
To deal fierce death around, or save !
He stood him like a lion chain'd,
By victors, whom its pride disdain'd;
And from his wide, deserted hall,
Impatient heard the battle call,
As high it rose, and rolling fell,
Then rose again in fiercer swell !
But Beauty ask'd, can warrior-breast,
List, coldly list to her behest ?
'Oh ! go not to that bloody field,
'We want thee not thy blade to wield ;—
'Hark ! to that wild, tumultuous roar,
'Like ocean rous'd from shore to shore,
'When thousand billows proudly rise,
'Like mountains tow'ring to the skies !
'Oh ! go not, do not leave us here,
'Defenceless as the timid deer,
'Within the Lion's bloody den !'—
She faintly said, then wept again!
"Now o'er the battle's fainter cry,
Loud swell'd the shout of victory !
'They fly ;' wild Echo caught that sound,
Which rung triumphant all around :
'Who fly ?—oh ! let me, let me free,
'The battle-cry is fainter now'—
He paus'd and press'd his burning brow ;—
Loud steps are heard, 'they come,—'tis he !'
A youthful warrior there he stood,
His falchion bare,—'twas bath'd in blood !
'Raja ! I come to claim my bride,
'Thro' blood, which flows like ocean-tide ;
'This is the arm, and this the blade,
'Thy proudest warriors low hath laid :

'And made this day, of festal glee,
'A day of death-less grief to thee!
'My bride'—'Is far where ne'er again
'She'll list to thy vile, perjur'd srtain!
'But flee',—he seized his blade, his eye
Glar'd round, but glar'd on vacancy,—
For he was gone, that warrior brave,
As some speed-wing'd, receding wave!—

"Yes—he was gone, but that proud hall,
Erst glad with blithesome festival,
Where nations met, but met to die,
Now rung with sad, funeral cry!"
He ceas'd, that bard, and plaudits 'round
Swell'd high as died his Vin's soft sound;
But all unheeded; for his eye
Turn'd to that castle's lattice high,—
How soft the look which gently stole,
The silent eloquence of soul!—
But, lo! a sweet yet faded flow'r
Dropp'd gently from a lofty tow'r,
Was it from Seraswatti's bow'r?[w]
Perchance it was;—he took and prest
Its hueless leaves upon his breast,
As if they spoke in tongue unknown
To all save him, and him alone!—

'Tis midnight—but the Moon is pale,
And there be clouds her brow to veil;
And faint the light her pensive smile
Sheds on that dim and rocky isle:—
The lonely warder looks on high,
On dark-wing'd clouds and lightless sky;
And dull and listless is his mood,
As his who dreams in solitude,
When softly as Night's lonely sigh
Which wakes the leaves to rustling stir,
Or Morn's sweet breath when passing by
To fan the silken gossamer,
Some undefin'd—and nameless spell
Awakes the aery thoughts that dwell,
And tenant—all embalm'd with tears,

The sepulchre of by-gone years—
Where Memory her vigil keeps,
And the lone Heart in sorrow weeps!—

Upon the far and darkling tide
A shadowy form now seem'd to glide,
But soon it pass'd—the warder's eye
Beheld it softly gliding by
Upon that dark—wide—liquid plain,—
When next he look'd in vain.
Perchance it was some wandering shade
Of fair but love-lorn, hapless maid,
From out her cold and watery grave
Upon the dark and troubl'd wave,
On aery skiff to haunt the spot
Of perjur'd love—yet unforgot!
He reck'd it not—that warder brave,—
Full soon it vanishe'd o'er the wave,
But wistfully now turn'd his eye
To hail the smile of light on high,
Which faintly spread along the sky:—
Morn came—and rock and land and stream
Soon caught her gladsome—rosy beam,
And there was beauty in her smile
E'en on that lone and rocky isle!
Morn came—but now her laughing ray
Chas'd not a captive's sleep away,
As thro' that castle's lattice high
It peep'd and smiled all joyously,
For she was gone!—they sought in vain
In hall and tow'r—on rock and plain!
The minstrel, too, they found him not,
As eagerly around they sought.
"They've fled"—Truth whisper'd to the ear
Of pale Despair—in accents clear!—

Yes—they were gone:—but who was he,
That nameless son of Minstrelsie?
Was it some being of heavenly birth,
Has stray'd below to woo the love
Of that fair, beautiful child of earth,—
Then winged her to the realms above?

They ask'd—conjectur'd—question'd on,
Yet only knew that they were gone;—
Till as a tale whose accents fall
Like Death's all stern resistless call,—
They heard the bard whose minstrel-lay
Once sooth'd their lonely hours away,
Was proud Husteena's monarch high,*
Who came to win from lone captivity
The bride a ruthless father's wrath would doom
To desert—solitude and donjon-gloom!

End of Canto I.

THE CAPTIVE LADIE
CANTO SECOND

"Land of Sun ! what foot invades
Thy pogods and thy pillar'd shades,
Thy cavern shrines and idol stones,
Thy monarchs and their thousand thrones?
'Tis he of Gazna !"

—LALLA ROOKH

Round proud Husteena's tow'r-crown'd wall,[a]
Fierce foe-men throng to work her fall ;
And on fair Jumna'a purpl'd stream,
The Crescent flings its blood-red gleam,
As high it waves on wing of pride,
Fann'd by the breath of Even-tide,
Which faintly comes, as murmur'd sigh,
Of lonely mourner wafted high :
And there be blood on land and wave,
And many a dead without a grave—
And there be blood in grove and bow'r,
And fane and alter, leaf and flow'r,
For wild and dire and long the fray,
Hath rag'd around full many a day,
And well hath Valour battled there,
With fiery hope,—in calm despair,
To conquer, save, or proudly die,
For death-less fame—or liberty !

High in his tent of costliest shawl,
Which tow'rs midst thousands, glittering all,.
Like fair pavilions Fancy's eyes
View *limn'd on sun-set eastern skies,*
The Moslem-chief holds glad divan,
Nor fasts and lists to alcoran,
And that grim brow where bigot zeal,
Oft set its sternest—fiercest seal,[b]
Smiles gayly like a lightless stream,
When Chandra sheds her silver-beam,
As sweetly sounds the gay Sittar[c]
Like voice of Home when heard afar,
Or wild and thrilling rolls along

Ferdousi's high, heroic song,—
For ceaseless orison and fast,
Have won Heaven's favouring smile at last,
And when to-morrow's sun shall rise,
On car of light from Orient skies,
The first, faint blushing of his ray,
Will lead proud Conquest to her prey,
And see the crescent's blood-red wave,
Gild fall'n Husteena's lowly grave !

A thousand lamps all gayly shine,
Along the wide extended line ;—
And loud the laugh and proud the boast,
Swells from that fierce, un-number'd host
And wild the prayer ascends on high,
Dark Vengeance ! thine impatient cry—
"Oh ! for a glimpse of Day's fair brow,
To crush yon city tow'ring now,
To make each cafir-bosom feel,
Th' unerring blade of Moslem-steel !—
By Alla ! how I long to be,
Where Myriads writhe in agony,
And mark each wretch with rolling eye,
Call on false gods,—then curse and die,
Meet pilgrim for the dire domain,
Where Eblis holds his sun-less reign !°
To-morrow—oh ! why wilt thou, Night !
Thus veil the smile of Day so bright ?
We want not now thy Moon and star,
In pensive beauty shrin'd afar,—
We want not now thy pearly dew
To dim out falchion's blood-red hue—
Thy lonely breath thus passing by,
Like Beauty's whispered, farewell sigh—
Go—hie thee hence—where Rocnabad,—'
With murmuring waters wildly glad,
Doth woo thy stars to silver rest,
Upon its gently-heaving breast—
Or, where soon as the sun hath set,
And dome, kisok and minaret
Glow with thy pale moon's gentler beam,
Like the bright limnings of some dream,

Thy lover gayly tunes his lay—
The rosy bow'rs of Mosellay !
We want thee not,—the brightest flood,
The fiery sun can ever shed,
Must blaze o'er warrior's deeds of blood,
And light him on whene'er he tread,
The field where foe-men fierce and brave,
Meet, slay—or win a bloody grave !"
But must she fall,—that city fair,
Who sits her like an empress there—
The tow'r-tiara'd bride of Time,—
The brightest of her sunny clime,—
Mother of heroes, once who name,[g]
Like thunder-winged whirl-winds came,
And shook the mightiest thrones below,
And pal'd the brow of proudest foe ?—
Alas !—fierce Famine and her train,
Parch'd Thirst—and famished Hunger-pain,
With bloody, vulture-claws have rent,
Like Hell-nurs'd fiends unchain'd and sent,
And Death hath strown on land and wave,
Youth,—age—the beauteous and the brave,
And blasted hands alone could save !

Oh !—Who can look upon the plain,
Where sleep the glorious—mighty siain,—
Brave hearts that for their country bled,
And read upon their eyes tho' seal'd,
The proud defiance there reveal'd,
Lit by each spirit ere it fled—
Or, mark the fierce disdain that lies,
Upon their lips and yet defies,—
Unquench'd by Death,—like the last ray,
Of the set sun, still lingering there,
As if too loth to pass away,
But scorch and blast with lightning glare,—
Nor feel his blood within his vein,
Rage like the tempest-stirred main,
As if to burst—to gush—to flow—
And sweep away fair Freedom's foe,—
Nor madly long to wield the brand,
To save defend his Native Land,—

Nor sigh his hearts' blood to shed,—
And make on glory's lap his bed!

'Twas thus they felt,—the warriors brave,
Husteena nurs'd but for the grave!
'Twas thus they felt—and thus they died,
As well beseemed their warrior-pride,—
But wild and dire the tide of war,
Had roll'd on conquest-wheeled car,
And fierce the foe whose ruthless speed,
Taught he but wins Heaven's brightest' meed,
Who shrinks not—never fears to bleed!
Days months have pass'd, and feebler grown,
She stands alas!—as one alone,
'Midst seried ranks of foe-men fell,
Who aim her fall and aim but well—
A boundless grave—a widening tomb,
Where all is wilderness and gloom,—
Where rending sobs—and mournful sighs—
The widows' and the orphans' cries,—
The parting spirit's fare-well groan,
The wounded, writhing warriors' moan,
Fall darkly on the startled ear,
And freeze the bravest heart with fear!
And hope hath fled—and bleak despair
Is on her brow—deep darkling there,
Such as un-nerves the boldest hand,
And blunts the edge of sharpest brand!

Yes—she must fall—and when again,
Yon Moon asserts her silver reign,
She'll smile on crumbling-blacken'd tow'r,
And ruined dome,—blood—delug'd bow'r!
And when yon stars, which look so bright,
Shall gem again the locks of Night,
They'll shine like lamps lit in the the gloom,
Of some dark, lonely, silent tomb,
Where midst the wild and desert-scene,
Sleeps—lowly sleeps—an eastern queen!

Within Husteenâ's tow'r-crown'd wall,
And in his dim—tho' gorgeous hall,

Upon the prud, gem-studded throne,
Which soon must cease to be his own,
The Rajah sits,—and small the band,
Doth 'round in moody silence stand,
As if each fear'd to breathe the thought,
Within his bosom wildly wrought !

'We part, brave friends—there is a clime,
'Beyond the rolling tide of Time ;—
'A sweet and bright and blissful shore,
'Where we shall meet to part no more !—
'Nay—let not maiden tears below
'The warrior cheek of sterner hue :
'Yes—we must part, a fiery grave,
'Must blaze o'er him who dies no slave' !
'Ye know the rest—farewell !—and now'—
Why came that shade upon his brow,
As on he hastened from his throne,
And vanish'd from that hall alone ?

As o'er some desert, dreary plain,—
Grim Desolation's wide domain,
The silver sands' bright sun-nurs'd child,[b]
So beautiful—so sweetly wild,—
Oft to the thirsty pilgrim's eye,
Displays her luring witchery,
And becks him on with promised bliss,
To cool his lips with liquid kiss,
Till solemnly dim Twilight gray,
Frowns her to nothingness away,
And on her dupe, thus spell betray'd
Doth spread a soft and dewy shade,
And gently fan his burning brow,
With balmy breath,—so welcome now,
And in soft, soothing accents tell,
Of that wild witch, so bright yet fell,
Who, when she smil'd and seem'd to save
But led him to a hideous grave !
Thus on Life's darksome vale the ray,
Of hope will falsely light the way,
And deck dim Future's brow afar,
With many a gay and light-eyed star,

Till cold Reality, as fair-brow'd Light,
Dispels the rain-bow dreams of Night,—
Unveils her face, and calls Despair,
To crush the vision false but fair !
Oh then, how cold, the solitude,
Comes on the bosom's starry mood,—
How bleak, O God ! 'tis then to feel,
There's naught above,—below,—can heal,
Or, even lull the bleeding breast,
To sweet and calm—tho' short liv'd rest !—

He pass'd thro' high and pillar'd halls,
And flow'r-gemm'd courts with fountain-falls,
Which echo'd to his hurried tread,
Like lonely Mansions of the Dead,
All lightness,—save, where moon-beams slept,
O'er flow'rs which blush'd and smil'd and wept,
Or, by sweet founts which rose and fell,
Sleepless,—as if some fairy spell,
Did in their diamond bosoms dwell ;—
He reck'd them not,—their silent gloom,
Was but the shadow of the doom,
Which soon must burst—and crush—and rend,
And with the Past's dim shadow blend,
Pride, beauty, glory, all that be,
Of high and sovran Majesty !
He reck'd them not,—but swiftly pass'd,
As thro' a bow'r some speed wing'd blast,
Uncheck'd by tears and sighs the rose,
Doth shed and breathe as on he goes !—
But when within the Haram gate
Which gap'd—all lone and desolate,
He near'd the chambers high and fair,—
The shrines of Beauty, worshipp'd there,—
He paus'd like wild, tho' calm Despair,—
Ere yet she plunges to the wave,
Which rolls below—a hideous grave ;—
As if to hush the mournful plaint,
Regret still breath'd in accents faint !—
'O God ! and is there naught to steel,
'The timid heart which shrinks to feel,
'And lock the founts whose murmurings still

'Unnerve each strong resolve of will!
'But it must be?'—the corridor,
Is cross'd,—he treads the marble-floor;
But, ere the gentlest Echo woke,
Or softly in that chamber spoke.
Upon his wildly heaving breast,
He prest,—O Love!—how fondly prest,
Thy fairest daughter,—blessing,—blest!

"Oh! hast thou conquer'd—have they fled,—
And is he come,—and are they dead?
My God!—but why that hueless cheek,
Must Victory thus to true Love speak!—
Oh! tell me, for thy tale must be,
Of joy since thou art come to me!
For fearful visions in my sleep,
Have made me shudder—shriek—and weep!
When wearied with long vigils kept,
I laid me down and thought I slept:
Methought there came a warrior-maid,[1]
With blood-stain'd brow and sheath-less blade;
Dark was her hue, as darkest cloud,
Which comes the Moon's fair face to shroud,—
And 'round her waist a hideous zone,
Of hands with charnal lightnings shone,
And long the garland which she wore,
Of heads all bath'd in streaming gore,
How fierce the eyes by Death unseal'd
And blasting gleams which they reveal'd!—
I shudder'd—tho' I knew 'twas she,
The awful, ruthless Deity,
On whose dread altar like a flood,
There flows for aye her victim's blood!
I shudder'd—for, methought, she came,
With eyes of bright consuming flame,—
'Daughter',—she said—'farewell'!—I go—
'The time is come,—it must be so—
'Leave thee and thine I must to-night.'—
Then vanish'd like a flash of light!—

"I wept—when, lo!—before me stood—
One girt with snakes of flow'r-crown'd hood,—[2]
Tall as the loftiest palm that be,

Beneath yon heaven's blue canopy:—
His hue was pale,—and wild his eyes,
Roll'd bright like meteors of the skies,—
A fiery trident high he bore,—[1]
Methought, it, too, was bath'd in gore—
And from his golden crown aloft,—
There came still murmurs sweet and soft,
Like the low plaints of some young rill,
When check'd its thoughtless, wandering will!
'Daughter,' he said, 'farewell!—I go—
'But bless thee not,—for thine is woe!'
He pass'd—I shrieked—his look, his word,
Pierced like a sharp, unerring sword!—

"I look'd around,—it was no sleep,
But some mysterious trance and deep,
When tho' sight sense suspended be,
The spirit wakes to feel and see!—
I look'd around,—and now there stole,
The sweetest perfumes o'er my soul,

And softest sounds, such as the bee,
Breathes when on wing of melody,
He woos the sweets of fairest flow'rs,
And ervels in the noon tide bow'rs,
And then a soft and cloudless ray,
Shone bright as smile of sunniest day,
I look'd—there stood beside my bed,
A child of Light—a heavenly maid![a]
Upon her brow a diadem,
Glisten'd with many a starry gem;
But the calm lustre of her eye,
Methought aye pal'd their radiancy,—
And dewy wreathles of flowers that be,
From realms of Immortality,
Encircling bloom'd—all beauteously!
A moon-lit halo around her shone,
Like dreams of Joy link'd 'round Love's throne,
And sweet the aery symphony,
From viewless harps came sweeping by!—
She spoke,—oh! like a nameless spell,
Her voice upon my spirit fell!

'Daughter', she said, 'man's pride and pow'r,
'Are things but of a day—an hour,
'A sun-bright bubble of the sea,
'Which rises but to burst and flee—
'A glance of Light—a fleet-wing'd ray,
'Which shines, but shines to fade away!—
'Then grieve not for a bitter doom,
'Now hangs o'er thee and thine in gloom;
'And I must go,—'tis to fulfil,
'Eternal Brim's mysterious will:
'Farewell!—but soon the realms above,
'Will welcome thee to joy and love!'
She vanish'd with her viewless train,—
And then methought, I dreamt again.

"I dreamt,—I stood in saddest mood,
Within a chamber's solitude,
'Twas in a castle high and lone,
And pale the moon-light o'er it shone,
And sound of sleepless waters there,
Came hoarsely on the dewy air;—
I look'd me thro' the lattice high,
On desert earth, and boundless sky,
Like prison'd bird which yearns to fly:]
But suddenly the voice of song,
'In echo'd strains now roll'd along:—
It was a lay of warrior-deed,
Of foe-men fierce who met to bleed,—
I listn'd with a throbbing heart,
And hueless cheek and lips apart,
For memory whisper'd words that came
Like breath of all-consuming flame!'
I look'd and shriek'd—a faded flow'r
Pluckt from our last, sad trysting bow'r,
I dropp'd ere sight and sense all fled.
And left me there—unheeded—dead,
But when I woke, a mingl'd sound,
Of dashing waters rung around,
I look'd and saw thee by my side
Upon the dark and heaving tide,
On lightest skiff which seem'd to sweep
Along the bosom of the deep

Like falcon cleaving through the air,—
Like lion bounding from his lair!
I heard thy words—'Love! fear no more,
'Dost see a steed on yonder shore?
"Twill waft thee far from donjon glooom,
'To festal halls—and bow'rs of bloom!'—

"Again I dreamt: —I saw a pyre
Blaze high with fiercely gleaming fire;
And one there came,—a warrior he,—
Tho' faint yet bold,—undauntedly,
And plung'd—Oh! God! into the flame
Which like a hungry monster rose,
And circl'd round a quivering frame,
A hideous curtain—waving close!
I shriek'd—but, tell me why that start,
And paler brow—and heaving heart?
Oh! tell me, hath my royal sire.
Forgot his deep and ruthless ire,
And come and crush'd our foe men dire?"

"Baiza! thy father's ruthless ire
Hath lit for me a funeral pyre!—
Nay—start not, Love!—a warrior's bride
Must have his heart of fearless pride!—
Of bitterest taunts and stinging jest,
Would madden e'er a coward breast,
Is his reply,—Oh! why didst thou
With tearful eye and pallid brow,
Urge me to sue and sue in vain,
And court disgrace—vile insult,—pain?
But hear. He said—'why seeks relief,
'From me a proud and valiant chief,
'Whose minstrel-skill can win and steal
'Hearts, ere they learn what 'tis to feel!]
'Why charms he not,—if that his blade
'Doth love its sheath—as if afraid
'Lest blood like touch of blighting dew
'Should rob it of its sheen and hue,—
'Why charms he not his foe-men strong
'By roundelay and love-some song?'—
And then in words of withering hate,

Which burst like doom to desolate,
He curst me,—'yes,—let Moslem tread
'Crush,—trample on the dastard head
'Of him who pluckt my sweetest flowe'r,
'The joy,—the glory of my bow'r !'
And like the monarch of the wood,
When in his home of solitude,
There rings the wild, exulting cry
Of hound and hunter fearlessly,
He raged and fiercely called me knave,
And, Oh ! my God !—a coward slave !
Ah !—he forgot the day when blood,
Flow'd in his hall like winter flood,
Where thousands throng'd and met to die.–
His fearful feast of Victory !
But let that pass ;—'tis all in vain
To call the past to live again—!
Baiza ! arise. there is a steed
Awaits below of whirl-wind speed,
Oh! rise and to thy father's hall,
Flee,—all is lost—yes—dearest ! all !
For when the sun of yesterday
Hied to his Ocean-home away
His golden smile fell on the grave
Of those, alas !—alone could save ;
Oh ! flee, are yet disgrace and shame
Stain,—foully stain—my honour, name !
Yes—all is lost,—they, too, are gone,
The heavenly guardians of my throne :—
I knew 'twas so,—for when tonight
I wander'd by the moon-shine bright,
And trod each lone, deserted fane,
I ne'er must see and tread again,
I saw each image prostrate thrown,
And heard, methought, a voice of moan,
As if sad, aery mourners' wail
Came there upon the viewless gale !

"Oh ! fly—and when far, far away,
Thy life is as a sunny day,
And when the Past to thee shall seem,
A dim,—a half-forgotten dream,

Oh ! then let tales of bygone years
Claim but a passing sigh,—some tears !"
He paus'd, she spoke not—but her eye
Look'd into his all vacantly,
As if the bosom, over-wrought,
Lost in its wilderness all thought,
Till tears, like rose-empearling dew,
Stream'd in their soft and diamond hue !
"Oh never—never will I fly,
But with thee, Love ! live or die !
When from my father's hall I fled,
And wander'd far—a lonely maid,—
When coldly 'round the donjon's gloom
Rose like a deep and lightless tomb,—
I wept not—for I thought of thee,—
And the sweet dreams of Memory
Lent smiles to cheer the solitude
Of the lone bosom's widow-hood !
And now, when dangers 'round thee lower
Like flames all blazing to devour—
Like furious waves round some fair isle,
To sweep away its vernal smile,—
Oh ! never,—never will this heart
Be sever'd, Love ! to beat apart !
I fear not Death, tho' fierce he be,
When thus I cling, mine own ! to thee—
For in the forests' green retreat,
Where leafy branches twine and meet,
Tho' wildly round dread Agni roars,°
Like angry surge by rock-girt shores,—
The soft gazelle of liquid eye
Leaves not her mate alone to die !—
But tell me, must thou bow thee low,
And yield thee to thy godless foe,
And humbly kneel before the throne
Which once, alas ! was all thine own ?
Nay—frown not thus ?"—like lightning-ray
Pride fiercely flash'd,—then past away !
"Baiza !—look thro' yon lattice there,
By yonder fane, dost see the glare
Which kindles round the dewy air?
The steeds below,—oh ! rise and flee ;—

Baiza !—that fiery grave is for me !"—
She shriek'd and fell,—as cypress high
When blasted by the storm-god's eye !
But he was gone,—'twas lonely all—
None heard her shriek,—none saw her fall !

High flames the fiercely kindling pyre
Like Rudra's all-consuming ire ;[p]
And many a spark ascends on high
Like light-wing'd birds which widly fly
Or gayly sweep along the sky ;—
The Rishi with his gods is there
But weeps as swells his solemn pray'r,
And all around the brightening glow
Lights hueless cheek and pallid brow !
And there be murmur'd voice of wail,
Like mournful sigh of mid-night gale,—
'And must he die so young—so brave,
'Is there no god above to save !'

There is a hush :—a warrior stands
Fast by that pyre of blazing brands ;
With all a warrior's fearless pride,
He shrinks not from the fiery tide,
Which rolls, a golden, lava-stream,
And darts full many a lightning beam ;—
A glittering crown on his brow
Of beauty,—tho' all pallid now,
And in his hand a broken blade
Bath'd in red gore but lately shed !
He looks him round with dauntless eye,
As one who never fears to die !
'Farewell !—Death's but a short-liv'd pain,
'I live not for a captive's chain ;
'And now, ye gods ! who love the brave,
'Smile o'er a warrior's fiery grave !'—
He paus'd—they look'd—'oh ! he is gone,—
'His last,—his boldest deed is done,—
'Husteena ! see thy hope expire
'Upon yon pile of blazing fire ![q]

But hark ! there is a shriek,—a cry,
Of wild,—controlless agony !

How fearfully around it rung,
As one burst thro' that weeping throng,
And plung'd into that flaming pyre,
And clove awhile the column'd fire !
They look'd—they knew—yes, it was she,—
The bride of him whose spirit there
Had burst its prison,—joyously
To fly far to the realms of air !

Go,—ope the por-tals far and wide
And let the overwhelming tide,
Of foe-men like an ocean glide !
What boots it now, since they must sheathe
Their blades in hearts have ceas'd to breathe,
And Conquest in proud triumph tread
A lone, wide city of the dead !

'Tis morn : the sun is on the sky,
With beaming brow and laughing eye !
Fair light ! lit at Creation's birth
Bright tenant of eternity,
He melts not like the things of Earth,
In fadeless glory shrin'd on high !
What empire's 'neath his changeless beams,
Have sprung, then sunk—like baseless dreams !
He fades not like thy works, proud man,
Thou creature of a measur'd span !
Thy pride, thy glory, and thy power,
Are things to him but of an hour,—
He on Creation's birth did smile,
And he shall light its funeral pile,
When Time shall flow into the sea,
Of boundless, wide Eternity !

'Tis morn :—alone the Moslem line,
Ten thousand spears all brightly shine,
And many a flashing blade is bare,
And voice of triumph on the air,
As column'd warrior's onward press,
With all the haste of eagerness,
When Vengeance sternly wings the feet,
To rush where falchion'd foe-men meet;

On—on they press,—'tis idlesse all,
There stirs no foe on yonder wall,
And wide the portals gape and far,—
Deserted—lone—as if no War
Rag'd round to crush—destroy and mar!—
'Tis noon—and from his car on high,
The sun looks down, his burning eye,
Now sees the Crescent's blood-red wave,
Gild fall'n Husteena's lowly grave,
Where Love and Valour with her sleep
In dreamless slumber long and deep!—
What tho' fierce foe-men's shouts come on the gale,
Far louder than, lone Grief! thy bitter wail,—
What tho' their dirge be the exulting cry
Of foe-men crown'd by bloody Victory,—
It breaks not,—nay 'twill never break the rest
Which lull'd them yester-night upon its breast!—

END OF CANTO II

NOTES ON CANTO I*

[a]The water-lily called by the Sanscrit poets "The Bride of the Sun."

[b]The Moon.

[c]A musical Instrument,—The Indian Poet's lyre.

[d]There is a class of people in India, whose profession resembles that of the Troubadours. They are called Bhats.

[e]The Indian God of love, unlike his European name-sake, is a full-grown youth and not a baby.

[f]The "Feast of Victory"—or, as it is called in Sanscrit, the "Raj Shooio Jugum" is described at great length in the Second Book of the far-famed "Mohabharut". It was celebrated by the most power ful monarchs whose claims to superiority over the whole country admitted of no dispute. The celebration of this Feast was an assertion of Universal supremacy, and, in many cases, led to the most disastrous consequences, as it often combined different kingdoms to crush the pride of the aspirant to the honour of celebrating it There are very few instances of the successful celebration of this Feast, recorded in Indian His tory or, rather, Mythology. Those of Dasurutha, the father of Rama king of Oude, and Jadasteer the famous Pandu Prince are the only ones which occur to me at present

[g]Ceylon.

[h]The Hindus have no regularly constructed theatres. All their Dramatic performances are displayed in the open air under awnings put up for the occasion.—This will, no doubt, remind the classical reader of the ancient Roman custom.—Vide: Lucret: iv. 73. vi. 108. Plin. xix, 1-6. xxxvi 5-24. For further information see Sir W. Jones' Preface to "Sacontola" and Wilson's Hindu-Theatre.

[i]This refers to the 'gambols' of the God Krishna with the milkmaids, which have furnished almost all the Indian dialects with innumerable lyrical Dramas acted during the celebration of the Festivals in honour of the numerous gods and goddesses who compose the Hindu Pantheon.

[k]Vindabonum, the favourite haunt of Krishna, stands on the banks of the Jumna and is still looked upon as a holy place.

[l]This is the subject of the "Tchandi,"—a poem which is ascribed to the god Sheva.

[m]The giant Nisumba drove away Indra (the "Monarch of the sky"—the Indian Jupiter) from heaven.

[n]The goddess Doorga—The martial consort of the poetic author of the "Tchandi."

[o]The ancient warriors of Hindustan used to challenge their enemies by blowing conch-shells,... sanscritic "Sancha-dhunnee."

* টীকাগুলি কবি নিজে লিখেছিলেন।

[p]This is the subject of the Ramayana of Valmiki. The abduction of Seeta—the Indian Helen, and wife of Rama—by Ravena, king of Cylon. Seeta was taken away from the forest where Rama resided during his banishment from his kingdom. The consequence is well known.

Ilion, Ilion,
Fatalis, incestusque judex,
Et mulier peregrina, vertit
In pulverem.

[q]Rama is said to have thrown a bridge across the arm of the sea which separates Ceylon from the Continent.

[r]This is the subject of the well-known "Mahabharut" of Vyasa.—"The Mahabharut details the dissensions of the Pandava and Kaurava Princes, who were cousins by birth, and rival competitor for the throne of Hasteenapur. The later was at first successful, and compelled the former to secrete themselves for a season, until they contracted an alliance with a powerful Prince in the Panjab, when a part of Kingdom was transferred to them. Subsequently this was lost by the Pandavas at dice, and they were driven into exile, from which they emerged to assert their rights in arms. All the Princes of India took part with one or other of the contending kinsmen, and a series of battles ensued at Kuru Kshetra, the modern Tahnesar; which ended in the destruction of Daryodhana and the other Kaurava Princes, and the elevation of Yudhisthira, the elder of the Pandava brothers, to the supreme sovereignty over of India." Wilson. As. Res. xvii. 609.

Though the "Tchandi", the "Ramayana" and the "Mahabarut" have not escaped the Dramatist, yet they are oftener *recited* by Pundits, than subjected to scenc re presentation.

[s]A holy Brahmin—something like a "Seraphic doctor" amongst the Hindus. "Brim" is the name of Diety.

[t]The Hindu Olympus.

[u]Judasteer—one of the Pandu Princes, celebrated the "Raj shooio Jugum" Vid: Mahabharut lib. ii. the ceremony, when all present were

[v]This refers to the conclusion of expected to prostrate themselves and acknowledge the supremacy of their royal host.

[w]The goddess of Poetry.

[x]Delhi. See note (a) Canto II.

NOTES ON CANTO II.

[a]Husteena—Delhi. It is often confounded with Indraput built by the Pandu princes, Vid : Mohabarut lib. I. (latter part).

[b]Mohammed of Ghizni was a fierce bigot.

[c]Sittar, a musical instrument.

[d]Ferdousi The Chaucer of Persia;—author of the "Shahnameh."—He was contemporary with Mohammed.

[e]Eblis—the angel of Hell.

[f]Rocnabad—Mosellay.

"Kenara ab rocnabad o gul gushte mosellay ra" as sung by Hafiz.

[g]Husteena was the birth-place of the Pandu and Curu princes of war-like notoriety.

[h]The Mirage is not unknown in India. Elphinstone in describing his passage through the Great Desert, says, "On the 25th November, we marched twenty-seven miles to two wells in the Desert.—In the way we saw a most magnificent mirage." Historical and descriptive account of British India. Vol. III. 201.

[i]This is the goddess Cali—"She (Cali) is black, with four arms, wearing two dead bodies as ear-rings,—a neck-lace of skulls, and the hands of several slaughtered giants round her waist as a girdle." &c. British India—Vol. II. There are some inaccuracies in this description, Cali does not "wear two dead bodies as ear-rings." I have in my description omitted the circumstances of her having four arms."

[k]This is the God Sheva—the third person of the Hindu-triad. The Hindus believe that the impression of a lotus adorns the hood of the Cobra de Capella on account of its having been trodden upon by the God Krishna, Sheva is always represented as under the influence of Bang—an intoxicating stuff.

[l]Like Neptune Sheva wears a trident called in Sanscrit "Trisulum."

[m]The River Ganges is fabled to be on the head of Sheva whence she issues into three streams—one flowing through Heaven, and the other two through the Earth and Hell respectively.

[n]Sri—or Lutchmee—the goddess of Fortune, Plenty and Beauty The three worthies—Cali, Sheva and Sri—are supposed to be the guardian deities of royal families.—I have, in introducing them here, availed myself of the popular belief, common amongst all heathens, that when misfortune is about to befall a family its Penates desert it.

[o]The God of Fire.

[p]Sheva, in his character as Destroyer.

[q]"It was in those days a custom of the Hindus, that whatever Raja was twice worsted by the Mussulmen, should be, by that disgrace, rendered unfit for further command. Jeipal in compliance to this custom, having raised his son to the Government, ordered a funeral pile to be prepared upon which he sacrificed himself to his Gods." Dow's Ferishta, Vol. I 45. (Third Edition)

———

VISIONS OF THE PAST

I sat me by a shrine and heard a strain,
Sweet as thy whispers, cedar'd Lebanon!
Which lull the weary pilgrim, when the sun
Seeks in wide ocean's gem-lit, vast domain
His nightly haunt: It sunk, then swell'd again,
High to the throne of Israel's Holy one,
Nor swell'd its vestal symphony in vain;—
Echo'd by sainted spirits He hath won!
The bridal song of her the spouse below:
I wept!—How oft, O world! thy harlot-smile
Hath woo'd me from the fount whose waters flow
In beauty which dark Death will ne'er defile:
I wept!—A Prodigal once weeping sought
His Father's breast,—and found love unforgot!—

Introductory Sonnet

(A Fragment)

[I]

Methought I stood within a blushing bow'r
Bosom'd upon a mount: it was the hour
Of Eve: the sun in flaming majesty—
Like a proud dream of glory—had now sunk
Beneath the western wave—his azure home,—
And from the bright---Gem-studded firmament
The Moon—sweet queen of Beauty!—gently smiled
Like a young mother on the new-born earth
Cradled upon interminable space.—
How lovely!—yea—how lovelier far than aught
That even Fancy from her fairy land—
Her region of enchantment ever lent
To bard reposing in the noon-tide vale,
Or by the marge of mossy fount—entranc'd!—
Legions of beings with glad wings that beam'd
Soft starry radiancy—and diadems
Of sparkling lustre throng'd in bright array,
Some flying thro' the dewy slumbering air—

* Luke—1.78

Like stars that oft upon their cars of light—
Night's messengers—walk the infinity
Swifter than thought:—while some on harps of gold
Waked strains like those which oft-times haunt the ear
When thou, O! gentle charmer—Hope! art nigh!

[II]

. . . There I stood within that bow'r.
And from the aery brow of that high mount
Look'd all around with gaze of wonderment.
Hills—vales and plains, all verdure-rob'd, now burst
Before me—and soft flow'rs that blushing bloom'd
And roses without thorns:—and gentle streams
With murmur'd melody glided o'er the fields
Flinging upon the air soft—liquid sounds—
While pillow'd on their breasts unnumber'd stars
Slumber'd in bright repose and loveliness:—
I saw the sky that canopied the earth
Bend down to kiss the ocean—for as yet
Huge cities were not on the spreading plains
With tow'rs and battlements and bastions—
Nor woods of ancient majesty and hoar—
Nor mountains—piny-diadem'd—that soar'd
In proud aerial grandeur—pillowing high
Their heads on the blue bosom of the heavens—
The Himalay—home of eternal snow!
And Atlas—who beneath the western star[5]
Stands as a pillar swelling to support
The Earth's bright canopy upon its head—
Or the far Andes—there to intercept
My view:—nor ytt the countless broods of MAN
Walk'd the green bosom of the new-born Earth,
But silence sat with pensive solitude
In voiceless meditation. . . .

[III]

I turn'd me round—when lo! within a bow'r—
Fairer than that wherein I stood entranc'd—
With roof enwoven of green—fragrant leaves,
And verdant wall festoon'd with many a flow'r,
The lily pale—the rose with blushing cheek—

[5] Prom:, Vinc: 348-50.

While 'round sweet breezes sang their melodies—
Natures' soft lullaby—two beings lay
Pent in each others arms in balmy rest,—
Though both unlike the radiant beings that throng'd,
Above—around as if in guardianship—
Yet were they not less beautiful:

* * * *
* * * *

Methought I saw those radiant beings that throng'd
Above—around—as if in guardian-ship,
Gaze on her while the beaming eloquence
Of admiration sat upon each brow
And wonderment—for utterance too deep!,
Yea—e'en the very planets as they roll'd
Majestic wanderers of Eternity—
And hymn'd their maker's everlasting praise
In One—eternal—glorious jubilee—
Look'd brighter as they gaz'd on that fair being!
A Vision of loveliness incorporate—
Bright emanation from the fount eterne,
Immaculate—where beauty ever dwells!
I stood entranced and in my bosom woke
Feelings—the tongue can never syllable!

[IV]

I said I saw two beings in that bow'r
Pent in each other's arms in balmy rest—
Was it a dream?—Or didst thou wing me back—
Fancy!—thou eary visitant and sweet!
Through the dim waste of ages—wild and vast—
The sepulcher of Empires and of men—
Of things that were—whose mournful eloquence
In deep—sad—solemn accents tell the tale
Of Time's proud triumph over all below!
Oh!—didst thou wing me back to loveliest scenes
Primeval,—when creation brightly steep'd
In sunny glory smiled as the fair brow
Of Virgin pure—unclouded—when the blight
Of sin—like the vast shadow of some cloud
Dark-wing'd and brooding o'er a sun-lit spot—
Dimm'd not the spring-ting'd beauty of her cheek—
When the young Earth shene as the image fair

Of Heaven—glass'd on blue ether—joyously—
When the great father of mankind arose
God-like in Majesty—and look'd around
On his proud heritage—a wondrous world
And multitudinous—and clad in light—
And woman bloom'd in Love's bright halo wreath'd
And innocence—sweet beauty's sweetest gift!—

[V]

I said I saw two beings in that bow'r.
Pent in each other's arms in balmy rest,
In bliss without alloy—the birth-right then
Of Man—when he in scathless beauty won
Heaven's brightest smiles and cloudless—glorious boon!,
'Twas night—and all around the vast expanse
Star lit and bright—was hush'd to list in joy
Ineffable—in joy whose depth alone
Silence interprets—hush'd in joy to list
To melody which swell'd and sunk again
To softest cadence—for from grove and bow'r
It came—a fairy spirit—came and went
In wanton play:—and myriads too were there
Of beings refulgent—children fair they seem'd
Of some far planet where with dewy locks
Morn smiles—a realm of light and cloudless ray:)
But there was one amidst that sunny throng—
And there he came as some dark visag'd cloud
Careering on in gloomy majesty—
Which dims the tranquil smile of every star
And wings its lightless path along the sky;—
A form of awe he was—and yet he seem'd
A sepulchre of beauty—faded—gone—
Mould'ring—where memory, fond mourner, keeps
Her lone-some vigils sad—to chronicle
The Past—and tell its tale to coming years!—
Or—like a giant tree in mighty war
With storm, on whirl-wind car and fierce array,
Blasted—and crush'd of all its pride bereft—
Or like a barque which oft had walk'd the deep,
In queen-like Majesty—and proudly brave,
But by the fiery hand of some dread fiend,
Nurs'd in the starless caves of Ocean, shorn

Of all its beauty on the boundless surge—
A phantom of departed splendour—lone!
I trembled—and methought each beaming brow
Of those aerial entities which throng'd,
Above—around—pal'd at his dread approach:
He came, and as he near'd the blooming bow'r,
Of that bright pair—I saw the light which beam'd,
And wove soft haloes 'round all sudden fade—
As when dim Twilight—sable—rob'd and slow,
Doth from away the gladsome smile of gold
From Day and sudden Nature all around:
There was a stir—as if a thousand wings,
Cleft the deep air in hurried flight—I look'd—
All—all had fled—the beings which erst had throng'd
Around—so beautiful and starry-wreath'd
Of softest sheen and lovely—all had fled!
There was a hush—and melody which came,
Soft undulating on the viewless wing
Of every breeze from grove and bow'r, now sunk
To low-breath'd wails—such as the pilgrim hears—
The pilgrim of the mid-night deep—the dirge
Of spirit disenthrall'd from bond of clay—
Its plaintive dirge, Love! o'er thy watery grave!
The Moon was pale—and all that fairy scene
Swift faded from before me: shadows vast
Now curtained all around in misty trance—
I wept—and knew not why—yet wept again!

* * * *

[VI]

I stood in solitude,—and as I look'd
Night wan'd—that lovely night of star-lit smile,
With all its hosts—save, morn! thy gentle star,
Who with his dewy coronet of light
Sits on his throne—in lonely beauty—far—
To glass him in thine laughing eyes and then
Flee to some slumb'rous haunt to dream of thee!—
Night wan'd—and now the pilgrim fair of Light—
The Sun—whose path is on the sky—uprose
Careering: Nature smiled her eloquent
And gentle welcome as he came in pride
And beauty—such as when rapt Delian maid

In voiceless adoration saw him rise—
God of the silver bow and deathless lyre!

[VII]

But where were they—the tenants of that bow'r,
Those gentle beings whom I there beheld
Pent in each other's arms in balmy rest?
I look'd—but saw them not; for shadows vast
Still brooded 'round their flow'ry home and frown'd
On Light and dim'd her brow and joyous mood.
How fearful!—for it look'd—that lovely bow'r—
Like some dark isle upon a sunny sea—
The haunt of phantoms dire and such as flee
The realms of Day—Aereal shapes and grim
Now crowded fast in misty—sullen throngs
As if some sunless world had just unbar'd—
—Land of pale spectres and of Night profound—
Had just unbar'd her portals to disgorge
Her darksome brood from cavern'd sleep and lone:—
They came—oh! how unlike the beings bright,
That, ere that night of starry smile had wan'd—
Disported 'round—oh! how unlike they throng'd—
Ghastly—and pale—and joyless—horried crew!
I stood, as one by foul Enchantress' wand,
From sunny scenes, or blithesome revelrie
Of Fays by mossy marge of moon-lit fount,
Wing'd to some Donjon's dark and starless keep—
Where the lone captive weeps in solitude—
And shrieks of agony oft rend the ear
From spirits disenthrall'd, who nightly haunt
Dire scenes—where murder bares her hideous arms!

* * * *

[VIII]

I stood, when, hark'!—a sudden voice there came—
—Forth from that bow'r now curtain'd as by wall
Of darkness dense for mortal ken too deep—
Awful and deep like thunder and it said,
In accents of proud triumph, *lo! 'tis done!*
There was a shriek of joy—methought it burst
From that dread throng—and rolling far and near—
It sunk—Earth trembl'd—and from grove and bow'r
There came a sound of mournful wail and sad:

I look'd—the sun had veil'd his dazzling brow—
As when he saw upon thee, Calvarie !
The Pilgrim from His Father's bosom—He—
His God—with blood-stain'd brow and crown of thorn
Die on th' accursed tree—yea—die to save—
And dying pray for those who shed His blood !

* * * *

[IX]

Slowly and sad, with brow where still the shade
Of sorrow linger'd, on to western realms
The Sun now hied him, and the star of Eve
Came pale and all alone with throbbing breast—
Unwoo'd by melody from twilight bow'rs—
Unwelcom'd by sweet breath of flow'rets fair,
Which ope their dewy eyes to gaze in joy
On her soft brow of loveliness and smile !
I sigh'd—and as I sigh'd methought there came
Loud blasts and shrill of trumpets from afar,
And dazzling, waves of light of cloudless beam,
Above the brightness of the sun—now roll'd
Along the blue expanse of Heav'n—erst dim—
—such as once burst upon the Pilgrims' path,
When he with fiery wrath and fierce intent
Trod Syria's sunny plains and view'd afar
Damascus—and fast pal'd the noon-tide ray—(*b*)
Night fled—not with her wonted steps so slow
And ling'ring, when—as matron loth to leave
Some lovely maiden gay midst festal scenes
Of joyaunce—from bright morn she hies away.
But in wild hurried flight as routed host—
Night fled before that light which beam'd around
As if ten thousand suns were in the sky—
Earth trembl'd—and methought the pathless sea,
—Like giant waken'd from his deep repose,
Rose in wild tumult—Nature stood in awe;
As the dread blasts of turmpets louder swell'd,
Such as before thee, Sinai ! mount of God—
The Pilgrims of the Desert heard and quak'd! (*c*)

* * * *

(*b*) Acts. IX. (*c*) Exod. XIX.

But tell me

[X]

I look'd—it came that fulgent vision bright
In splendour which no human tongue may name!
Millions and millions of bright beings enshrin'd
On cars of winged radiancy and crown'd
In diadems all lustrous—sheening far,
Came thronging round a throne of purest ray,
Zon'd by the rain-bow brighter far than when
Upon yon blue expanse it once unfurl'd
Its gorgeous wings of purple and of gold,
To tell sad Nature, trembling still in awe,
Of dove-eyed Peace and everlasting rest—(*d*)
Awful it was that throne and round it play'd
Flashes of vivid lightning—and methought
The aery beings which around it throng'd
Submiss and minstrant, veiled with starry wings
Their eyes before its fulgence—dazzling all,—
And on that throne I saw what once the Son
Of Buzi, by thee, Chebar! lucid stream—
When with the liquid murmurs there he came
To mingle his sad plaint—a captive lone!
Th' unutterable Majesty Eterne! (*e*)

* * * *

[XI]

I look'd— it came that fulgent vision bright—
A fleet of light upon a crystal sea!
And as it came the shadowy beings which throng'd
And hung around that bow'r of loveliness
Like misty curtains, fled speed-wing'd and fast
—As when, Bengala! On thy sultry plains
Beneath the pillar'd and high arched shade
Of some proud Banyan—slumberous haunt and cool—
Echo in mimic accents 'mong the flocks,
Couch'd there in noon-tide rest and soft repose,
Repeats the deafening and deep-thunder'd roar
Of him—the royal wanderer of thy woods!
They fled—that dark-some crew and as they fled
I saw that bow'r of beauty—but how chang'd—
How chang'd, alas! from primal loveliness!

(*d*) Gen. IX. (*e*) Ezel. I.

As if some desolation-breathing blast
Had wing'd in blighting sweeps its dark career
Over its fairy beauty—withering all!
But where they, the gentle beings and fair
I erst beheld within that blushing bow'r—
Pent in each other's arms in balmy rest?
Methought I saw them stand with pallid brow
Eclips'd—as when from out the starless realm
Of the dark Grave—by Fancy fondly woo'd—
In mid-night resurrection, the pale shade
Of what was once ador'd and beautiful,
Stands by the mourner's pillow—silently,
But as they saw the aery vision bright,
They fled like Guilt behind a leafy tree.—
I stood as one entranced and sight and sense
Slumber'd in deep oblivion and dark.

[XII]

I woke—that vision of ethereal ray
Had melted—and 't was night again and dark,
With stars of sickly smile and pallid brow:—
I look'd tow'rd that fair bow'r and as I look'd
I saw a sword of flame and fiery gleam
Wav'd round it by some viewless hand and fierce!
And on the silent plain that gentle pair—
Its tenants—wander in dim solitude.
They wept—but were those tears which gently flow'd,
Oh! were they tears which dark despair will wake
T' embalm the memory of our blasted hopes?
They wept—but not in dark despair—they wept
As Guilt—all penitent—when, Mercy! thou
Dost plead—nor plead in vain—in gentle strains
To justice stern to win redeeming grace!

FINIS

1848

RIZIA : EMPRESS OF INDE

[A DRAMATIC POEM.]

ACT I

Scene I

Delhi. A Chamber in the Imperial Palace.

Altunia, Kabirc.

Altunia. O 'tis a shame past utterance ! tell me not—
I'd rather that yon vile idolator
Trod on my father's grave—aye, built upon it
His idol'd shrine for damned rites obscure !
What—must a loathsome wretch—a cursed slave
Clasp in his foul embrace the Queen, who sits
Upon the mighty throne of boundless Inde,
To revel in harlot riots—
Kabirc. Nay—gently, friend !
For these be words e'en Echo must not hear
To blab with that controlless tongue of hers.
I too have heard it darkly whisper'd round
That our Abassan friend—but such a tale,
So wild, so strange, so passing strange, Altunia !
Dost think 'tis true ?
Altuna. 'Tis true, by Heaven, 'tis true !
I tell thee, Kabirc! Come with me to-night
To the royal banquet, and if there thine eyes
Read not this tale of shame in every page,
Writ as with burning characters of fire,
A chapter'd infamy and commentaried
By every look and word—
Call me a fool,
A faithless, an accursed Nazarene !
Yea—an idolator who blindly kneels
To things of wood and stone—a pagan dog !
O why doth Hell delay to ope her Jaws
And swallow this broad Land—
Kabirc. Nay, gently, friend !
Perchance it hath no such keen appetite
But tell me first if this thy tale be true,

What medicine hast thou, what remedy
To cure a—
Altunia. O by Alla's holy throne!
Soon as I reach my fair, my beautiful Sind,
I'll raise unnumbered hosts and teach each trumpet
(The thunder-voic'd and clamorous tongue of war)
To breathe the loudest dirges o'er the grave
Of my allegiance, and with flood-like strength
Rush forth to hurl destruction!

Kabire. Brave resolve!
But know's thou that soon as the faintest echo
Of rebel-trump doth whisper in this palace,
A fearful lioness will wake to crush—

Altunia. A fearful lioness!—The rotten leman of a vile slave -

Kabire. Hark thee, Altunia!
Thou ravest, by my troth! Hast thou forgot—
When fierce Lahore with his brave feod'ries
And mighty Cohorts round yon lofty wall,
Rais'd gleaming forests of unnumber'd spears,
And frown'd with horrid splendour, as the sea
Peopling with billowy squadrons its shoreless plain
To meet the cloud-carr'd storm, what time afar
Wild gales sound martial blasts, and the bright sun
Flies all aghast, and on his fated deck
Stands the lone mariner in silent awe!—
When the appalling silence of the desert,
The loneliest desert of fair Arabic—
Fell in this sun-bright city, and pale fear
Unnerv'd the bravest hearts, and robbed the hue
Of many a manly, many a lovely cheek,—
How then this rotten leman of a slave,
Like an enchantress, with a smile, a look,
A whisper'd word, drove the fierce hordes away,
And won a bloodless victory!—
Ah! I remember me. When breathless with haste,
A messenger rush'd to the pale divan,
And cried, "All's lost!—beneath the blood-red wave
"Of Gunga, fatal stream!—the pride of Oude
"Hath found a watery grave!—O mighty queen,
"There comes no succour from the death-cold hand!"
How fearful was the silence! Proudest chiefs
Stood statue-like, and one, methinks, could hear

The beatings of each heart—so still it was!
She, only she, stood up, as if she came
E'en from high Alla's throne—a Comforter,
And spake in accents sweet, how softly sweet!,
Their echo'd melody dwells in my heart!
"Fear not, brave chiefs! for tho' 'tis ours t' weep
"The triumph of a foul and traitorous foe
"O'er fair and honourable loyalty,
"Yet there is hope. The valiant and the wise
"Will ne'er despair; for when the sword and spear
"Lose their sharp edge, they shrink not but they ply
"The arms forg'd in the minds' deep armorie
"By Reason, which to conquest overleads."
She paus'd and from that speechless multitude,
Pass'd to the royal chambers.
When at the crystal portals of the East,
Next morn the sun stood like a traveller
Who sees before him a vast solitude
And hesitates to tread his lonely path,
All, all had vanish'd—all that mighty host!
'Twas wonderful, Altunia! Wonderful!

Altunia. I know it, Kabirc! and I know her wiles.
But then I fear them not: the thousand friends
Who throng'd around her once, where are they now?
Kabirc. 'Tis true. But yet to rush to the tiger's den,
Tho' solitary, is a fearful thing!
Her friends thou say'st are cold, I grant they are,
But will they help thee in thy bold emprize?
Altunia. I know not. But, methinks, the Turkish chiefs
Who crowd this court, and like a hideous rout
Of ghouls and afreets, wander round for prey—
Methinks those chiefs will never close their ears
When gold is the sweet burthen of the song!
What seek those mercenary wretches whom
They serve? E'en yester-night I heard one say
That he was as a merchant, his bright sword
Being his commodity, which he would sell
To him who bade the highest—a useful knave!
Kabirc. Well—but beware, Altunia! beware,
For, by the prophet! 'tis a wild emprize.
I love not, my noble friend! to see thee wrong'd,
For I have trod the tented field with thee,
Fought on the embattled plain beneath thy banner,
I love not to see thee wrong'd. But O beware!
This sword—

Enter *A slave*.

What seek'st thou here?

Slave. The Peace of God,
And of his prophet be upon ye, nobles!
The glorious empress of the world remembers
The flow'r of chivalry, the chief of chiefs,
The sword of Battle, the Lord Kabire!—

Kabire. Ah!— [*Exit slave.*
I follow thee.
Farewell, Altunia!
We meet again to-night. [*Exit.*

Altunia. Cold-hearted wretch !
Yet why? The unutterable pang that rends
This heart, O God! The unutterable pang,
And, like a storm on the wave peopl'd sea,
Lashes each thought to madness, doth he feel!
A loathsome slave!—[*Laying his hand on his sword.*
I'll not unsheathe thee now,
But in my beautiful Sind. Thou wilt not prove
False to the hand that wields thee well and promptly!
In my youth's noon-tide hour, when all was bright,
I lov'd her, and I dreamed that I had won
Her maiden heart, nor was it all a dream!
O that the past had never been for me!
Or that thy busy fingers had not writ
This tale upon thy pages, Memory!
Oft have I prayed that stern destroyer, Time,
—How oft—to blot it out as the wild wave
Blots out the characters some idle hand
Traces upon the sand beach it comes
To kiss: oft have I prayed, but all in vain!
The sculptur'd brow of the firm based rock
Aye mocks the jealous frenzy of the sea.
Yet how, O how could she forget the vow,
The fond communings of those rosy hours,
When—O false woman ! Traitress in the guise
Of a bright daughter of ethereal fire,
Love-eyed and music-voiced!
Gracious God!—
Dost thou apparel souls so leprous, foul,
In such resplendent glory! Dost thou shrine
Hearts, so inconstant, and so base and false,
In temples of such sweet, such nameless beauty!]
But hush—

* * * *

Scene II

A banquetting hall in the Imperial Palace.

Rizia, Jammal, Balin, Kabirc, Sherin, Leela, Nobles, Musicians, Slaves Etc.

Riz. Give me the liquid ruby!

[*A slave offers wine.*

Sweet Sheraz!—
O land of Song, of Beauty and of love,
Bright as the aeriest dreams of lonely maiden,
By mossy marge of diamond-show'ring fount,
In wild, voluptuous mood! sing me a song
Of sweet Sheraz; and, Songstress! let thy lay
Be soft as the melodious-murmur'd vows
Of the fond bulbul to his queenly love,

... [*She looks at Jammal.*

Kab. Balin! a glorious vision—beautiful!

[*Pointing to Sherin as she advances.*

Look there, how like the dewy, cloudless dawn,
Walking with feet of light on eastern skies!
Ah! hast thou flow'rs like this to star thy bow'r,
Thy Paradise, O Prophet! and thou hast,
Show but a glimpse to us of thy sweet treasures
And all the world's thine own!—

[*She dances.*

O Saqui! bring the sparking bowl,
Enwreath'd with freshest flow'rs and fair,
To bathe in liquid joy the soul
Of those that love and banish care,
And seek on woman's heaving breast
Their sweetest Paradise of rest!

And, Songster! let thy living lyre
Breathe to the lovers' ravish'd ears
The impassion'd voice of young desire,
Soft as the music of the spheres,
And win each heart to love's gay bliss—
The fond embrace, the nectar'd Kiss!

Look on yon gul—her cheek of glow
Is woman's blush, how sweet and true!
Doth not yon snow-rob'd lily show
Her swelling bosom's hidden hue?
And then—but seek them in her arms,
For tongue may name not woman's charms!
His life is as a leafless tree,

A founuess desert, waste and lone,
Who kneels not in idolatry,
O Beauty! to thy sovran throne!
If such there be, away—away,
Earth has no joy for such as they!
Riz. My Rose of fair Sheraz! [*Shrein kneels.*
Ha! art thou sad,
O maiden of the soft and lotus eye!
The silent music of thy pensive look
Is a strange prelude, Leela!
Leela. Gracious lady!
Are there not hearts o'er which the voice of Music
Sweeps as a wail of sorrow, aye awakening
The saddest thoughts, the slumbering memories
Of griefs that cannot die?
Bal. What say'st thou Kabire!
How sweet e'en in her sadness, like a flow'r
Dropt stealthily from some high latticed window,
Bedew'd with tears of captive woman's love,
And dropt as a silent messenger of hope
Of constancy that will not—cannot change—
Silent and yet how eloquent—
Riz. My Leela!
Sing me the Song. Thou mak'st my bosom sad.
[*Looks at Jammal.*
A slave. [*Whispering to Kabire.*]
Look, there, my Lord! [*He retires in the room.*
Kab. [*Starts and looks behind.*]
It cannot be—O fie,
'Tis phantasy, and yet how like his voice!
His fleetest barb is winging him away
To other scenes—
Leela. [*Singing*]
On his steed of war etc.
Riz. 'Tis a sad lay, my Leela! alas! our fathers
Lov'd not this land, the lion loves not his prey.
They came with hearts encased I' the linked steel
Of bigot-hate, and quenchless lust of War!
A Noble. They came—th' avenging ministers of the Prophet!
O Empress of fair Inde! Long had this land
With gorgeous fanes, with shrines of golden glory,
With cursed rites, obscure, unholy, vile,
Serv'd Eblis and his damned and impious crew
Marring the blessed rest o' the sainted spirits
With hellish dissonance and insulting Heav'n—

Riz. Thou speakest as the oracle of God,
My noble lord ! But cease, I pray thee, cease.

* * * *

SCENE V.

Delhi. The Banks of the Jumna, a banyan tree with a small temple.

LEELA, SHIRIN.

Leel. [*After walking three times round the tree and Kneeling*]

I kneel me thus before thee,
O reverend tree,
Image on earth of God's benevolence!—
Beneath thy spreading wings the fainting traveller,
Repose him, fann'd by thy gentle breath,
When the sun sheds around a fiery flood,
Fevering the earth's blood thro' her thousand veins,
Nor man alone : but heat-oppressed flocks
And suffering herds fly to thee, as her young ones
To the fond mother-bird, their home of love !
Thou hast a thousand leafy mansions for
Night tenants, weary pilgrims of the air,
And luscious food thou dol'st with liberal hand
Whispering sweet welcome with thy aery tongue,
O, I do worship thee, thou reverend tree,
Image on earth of God's benevolence !

[*Rises and joins Sherin.*

Sher. It is a beautiful scene, my sweetest sister !
List to the liquid warble of yon stream—
Leel. It is her murmur'd vesper-hymn, dear Sherin !
She is a goddess, Sweet ! Thou smil'st,—
Sher. Methinks, she is a royal worshipper.
Look, how the Stars do gem her glorious brow ;
And the Moon clothes her with a silvery garment !
Leel. She is the daughter of yon King of Mountains,
Twin-born with Gunga ; and she comes from where
Eternal solitude sits thron'd on rocks
Clad in the whitest snow : and I have heard
That if a pilgrim's daring feet can scale
The wild, bleak, frowning height and reach the spot,
Where the Sun first doth kiss her aeried waters,
His eyes behold the golden portals of
Bright Swerga—where the blest immortals are,

And his ears drink the harmony of Heaven
In fitful bursts of sweetness.
Dost thou smile ?—
Sher. Our Persian maidens too have wonderous tales
Of mist-encurtain'd Paradise, dear Leela !
But look around thee. [*Rises.*
O, how glorious !—
Look, on each dewy leaf the fire-fly revels
With his pale sapphire lamp.
Enter *Brahmins*
Leel. Holy father !
Thou know'st what do I seek ?
Bram. I do, my daughter !
Approach not yonder temple, seat ye there.
In her fifth starry mansion,— [*Enters the temple.*
Methinks the hour's propitious—the Moon reposes
Sher. Why art thou silent, Leela ?
Leel. 'Tis a dread thing—
O, seat thee by me. The earth trembles, God !
It thunders !
Sher. Fie, the heavens are smiling brightly;
There is a voice of music in the air,
And the firm-seated earth doth gaily wear
Her festive robe, wove of pale moon-light—
Leel. God !
Didst hear that dismal shriek ?
Sher. I hear the Nightingale—
From yon far grove trilling her honi'd throat,
Freighting the breeze with richest melody,
Like to a princely merchant—
Leel. God !
See'st thou no shadowy form upon the air ?
Sher. I see afar the proud, imperial city
Rising in shadowy grandeur—
Leel. Mercy, [*Prostrating herself*]
Mercy, O dread Destroyer ! frown not on me !
Sher. [*aside*]
There is no God but God, Mahomed is
The Prophet of God !—[*Aloud.*]
Arise, my sweetest Leela !
'Tis phantasy, thou dream'st—
Leel. Mercy, O mercy,
Blast me not with the lightning of thine eyes !
Sher. Arise, thou foolish maiden !
Leel. Mercy, O terror-clad !—

Bram. [*Rushing out of the temple*] 'Tis horrible,
O fly, Daughter of clay !
Leel. [*Rising*] What say'st thou ?
Bram. Fly, O Fly,
Seek not to know the fearful mistry.
Alas ! My daughter ! [*Descends into the stream.*

O thou holy stream !
Clothe me with liquid robe of purity !
Fly, O ye earth-born ! fly—
Alas for thee, my daughter !

[*Disappears.*

Sher. Come, follow me. Thou trembl'st and art pale,
Poor Leela !
Leel. [*Wildly*] I have seen the terror-clad!
Sher. 'Tis phantasy. But come, [*Leads her out.*

Bram. [*Reappearing*] Go—thou art doom'd !
And she too, whom thou lov'st.
O. thou art merciful, eternal God !
And 'tis thy love doth veil the future from us !
Thy sweetest boon, this life, would be a curse!
A desolation, a calamity,
Didst thou not clasp the gloomy chapter'd volume !

[*Exit.*

ACT II

SCENE VII.

Delhi, A Chamber in the Imperial Palace.

RIZIA, JAMAL.

Riz. Go—rest thee, sweet Jammal ! Methinks, I see
Sleep like a porter (when it is late at night)
Eager to close the portals of thy eyes. [*Exit Jammal.*
A fiery-eyed, earth-spurring Buffalow,
When maddened by the spear-wound—let him come.
Our hearts like precious gems are casketed,
And sweet Desire doth we the golden key.
[*Sees Sherin and Leela sleeping on a carpet.*
How sweetly do they sleep like twin born flow'rs !
Awake, fair maidens !
Leel. [*Starting up*] Unhand me, villain !
Blast me not with the terror of those eyes !

Riz. Thou ravest, maiden.
Leel. O my gracious Empress!
I had a hideous dream—
Riz. Ah! So had I:
But mine, sweet Leela was waking dream!
Would that I could like thee awake to smile,
Because it was a dream, an aery nothing,
The idle mimicry of idle Fancy!
Leel. Why look'st thou pale, dear lady!
Riz. I 've not slept—
I could not sleep: the wakeful mariner,
When Night comes storm-carr'd on the boundless deep,
Is happier, Leela! [*Trumpets sound.*
Ha! 'tis morn, awake— [*Sherin rises.*
O when again, proud palace of my fathers!
Will sleep rock me to slumber 'neath this roof,
Driving away a while all care-born thought.
Dreams of ambition, that disease the mind! [*Opens a window.*
Look, Leela!
How many thousands o'er this boundless region,
Do bend their knees to thee, thou glorious Sun!
And 'tis no wonder— [*paus.*
O Imperial Delhi!
My beautiful city—over which the light,
The rosy light of dawn is creeping now
Like a sweet blush of joy which the glad heart
Strives but in vain to hide within its depths—
O thou my beautiful city! Fare thee well!
[*Trumpets sound.*
O fare thee well, and if it be for ever,
Look at the ornaments that deck thee,
And think of her who as a loving mother.
Decks for the bridal altar her fair daughter
Rob'd thee with beauty!
Now my gentle maidens
Prepare ye for the march, the hour is nigh.
[*Exit.*

SCENE VIII.

Delhi. Watch-tower of the Southern Gate of the City.

MUST, MEHDEE.

Must. What are we, Sweet Mehdee?
Meh. What are we?
Must. Go to— sorrow hath dull'd thy brain, Peri! Are we not a pair o' vultures perch'd on a skyey tree to—

Meh. O, fie ! There they go—

Must. By the beard o' the Prophet ! 'Tis a glorious sight ! There go the royal elephants like dark and ponderous clouds gathering round the lightning banner of the Storm-demon, what time his trumpeter, thunder, bellows him so madly !

Meh. O, look at those caparison'd steeds, how proudly the tread the earth !

Must. Your elephant is the noblest animal, Peri, that walketh him on four legs!—your horse is beautiful—symmetry herself chiseleth his limbs, his arched neck, his broad chest; the speed o' the whirlwind shoeth it: your gazelle is beautiful—it is woman eyed and soft: but give me the noble elephant.

Meh. Wherefore, Must !

Must. O, it loveth—drink ! It knoweth how sweet the milk o' the palm is !— [*Drinks from a bottle*

Meh. O, Shame ! 'Tis the hellish wickedness of man, that, not content with sowing choking tares in the fair field of humanity, corrupteth even the scanty growth of the frutesoil! But look, yonder is the Empress on her war-steed: methinks, 'tis the Sultana o' the Yens, the fair Queen o' Seba, that Soliman lov'd. O, there they go,—yond' is her palanquig ! God's benizon on thee, sweetest maiden ! O, when shall I see thee again !

[*Weeps*.

Must. Weep not, my Mehdee ! 'Tis a sweet woman is the lady Leela ! They go to the wars—O, 'tis a noble pastim ! But come away.

[*Leads her out.*

MUNHER *loquitor* :—

How lone, how solitary is to me
This vast, this many-peopl'd city ! I
Do wander like a being of another,
A far, an alien world ; I have no eye
For all the wonders which are spread around me,
No ear for all the music breathing round me,
This is the curse of love ! When torn away
From those we love, life is a cruel burthen!
Yet who would love that life when there is hope
Of meeting once again ? There comes thy voice
Like a sweet angel's, Hope! To soothe the sufferer!
O, why art thou not ever with me, Leela ?
Would I could temple thee within this bosom,
Could casket thee as they do precious gems !

Re-enter Must.

Must. Thou hast gladden'd this heart, by Alla !
Blessings on thy shaggy head ! May thy claws

Soon learn to tear thy enemies—

Munh. What mean'st thou ?

Must. Thou art a mere whelp, and thy claws do but scratch now. Look at thy chin, 'tis a treeless, a shrubless, a herbless desert, there is not a single blacken'd palm ! But live. And thou grow not up the shaggiest lion that ever roar'd; I am a pagan !

Munh. What art thou ?

Must. I am a moslem !

Munh. Doth not thy Prophet forbid—

Must. Hush ! speak with reverence.

Enter *Mehdee.*

Mehdee ?

Meh. Come I like a terrible spirit that thou start'st ?

Must. Thou com'st to me like an angel, by Alla !

Meh. The lady Leela, my most valiant Raja !

Munh. O sweet my love !

Leel. Approach me not, dear Munher! I come to crave thy secret ear awhile—

Munh. I live but to obey— [*They retire.*

Meh. Here is a purse of bright gold, the lady Leela gave it to me,—

Must. To lay it at the feet o' the cudgel-bearing Must, Mehdee !

[*Munher and Leela come forward.*

Munh. I do regret me, Sweet ! I cannot go

Leel. Farewell! Do not forget the Priest, dear love!

Munh. Farewell! and God be with thee, Leela!

[*Exeunt Munher and Leela, as they go out in different directions, Leela looks back.*

Duty doth chain me to yon royal prison.

[*Points to the Palace.*

Must. [*Looking at Leela*] Thou art a Turk, by Alla ! Thou feign'st flight and shoot'st thy keen arrows ! Give me the gold and I shall tell thee a merry tale of a fierce hawk and a gentle dove—

Meh. Give thee the gold, thou prodigal ! Nay—

[*She runs out, he follows.*

ACT III

SCENE III.

Delhi. The Imperial Camp on the Banks of the Jumna. Six days march from the City.
RIZIA—*Alone in the Royal Pavilion.*

Riz. It cannot be that such a mighty host,
And multitudinous as ocean's waves
Fie 'tis an idle fear, a darkening dream

Born o'er the soul by foolish phantasy :
How oft the night-wind, in its wanton play
Hangs such a cloud i'the path o'lady moon,
Veiling awhile her glorious, majesty.

[*Walks up and down.*]

How lonely !—and dost thou, O Solitude !
Thus haunt me here ? Thou art a blighting curse,
Some fly to thee, for they do fondly dream
Thou hast the gentlest balm o' sympathy,
To heal the aching heart, to still its storm ;
Some call the fruitful mother, tranquil nurse
Of thoughts or calm, or deep, or eagle-wing'd :
But to the great thou com'st e'en as the wrath,
The silent wrath of some offended God !
Thou seal'st all tongues for them ; and mak'st their glory
—As beacon-fire on danger-circl'd rock
To warn the winged barque—appal away
Life's sweet, sweet social joys ;
Methinks the proud and royal lioness
Oft in her loneliest mood doth sadly sigh
For the calm lot o' the I wlier gazelle !

[*Shouts heard from different parts of the camp.*

What mean these strange, tumultuous shouts?

[*Shouts.*]

Great God—
They bode no good! O, hush thou fluttering heart!

[*Exit.*

SCENE IV.

A distant part of the same.

OFFICER, TRUMPETER.

Tramp. The whole camp is doter, most
Valiant Sirdar!—

Office. Aye—'tis the appointed hour.
summon the soldiers [*Trumpet sounds.*
There sounds the most o' the stately, royal stag !

Enter *Soldiers.*

My valiant men, it is the soldiers creed
To yield obedience unto the Powers that be
Unquestioning ; a solemn sacrament,
Doth bind us to it ; and 'twere foul dishonour
(Than which grim Death, in grimmest terrors clad,
Is far more welcome to the warrior soul)

To swerve from it. I bid ye follow me,
To where I'm bade to lead ye; 'tis no matter
Whether it be to do that which is right,
Or wrong, or both; I say—it is no matter;
Let them look to it, that are sit above us.

Sold. We're bound t' obey thee, our most noble Sirdar!

Office. Follow me, Soldiers!

[*They march out.*

SCENE V.

Another part of the same

First Sold. Yield thee, thou Abyssinian dog! [*Attacks him.*

Jam. [*Defending himself.*]
Thay all desert me; Thou art a novice in the trade
o' War—There— [*Wounds him.*

First Sold. O' I am slain [*Falls down and dies.*

Second Sold. By the Prophet thou shalt comrade him to the Land o' Shadows— [*Attacks him.*

Jam. [*Defending himself.*]
Nay—I knew him not, thou didst:
Go thou with him—Here is thy pass-port; [*Wounds him.*

Second Sold. O Alla! [*Falls down and dies.*

Third Sold. Thou wieldst thy blade right valiantly. By the Prophet, that art no common slave. [*Attacks him.*

Jam. [*Disarming him*] Thou art a brave Sipahi; take thy life; I thirst not for thy blood!

Fourth Sold. We thirst for thine—thou hast slain our comrades, thou slave! Thou hast slain two soldiers o' the Empire, thou traitor!
[*Several soldiers attack him.*

Jam. Shield me, gracious Alla! [*Defends himself.*

Third Sold. Fie, comrades! By my manhood, 'tis a shame—
[*Jammal falls down mortally wounded.*
Alas! brave Jammal!

Jam. Convey my farewell to the Empress, Soldier! The tears thou see'st—Dost mark me?

Third Sold. Yea—my lord!

Jam. I know not where thou stand'st.
The tears thou see'st
Are the last tribute of thist parting soul,
To her, to Rizia, to my queenly love,
Tell her I wept to leave this world, because
It is my Paradise, it shineth her!
I know, no other— [*Dies.*

Third Sold. Farewell, noble heart! Thou wert no slave,
School'd to interpret frowns, smiles, nods, and becks,
To taste the scourge and whine, start like a maiden
At the lightning flash o' the sword unsheath'd in anger!

Enter Kabirc and Balin followed by several Officers and Soldiers.

Kab. And is he gone, poor wretch?

Third Sold. O good my lord! He fought him like a lion.

Bal. Silence;
Speak when thou'rt bade to speak, art thou a soldier,
And know'st no reverence for thy chiefs? away— [*Soldier falls back.*
Look at those lips that like two joyous bees
Drank from the golden chalice of the rose
The sweetest honey! Is the bed thou press'st
This purple-linen'd bed, as downy soft,
As an imperial couch, luxurious slove! [*Kicks the body.*

Kab. [*Aside*] When the dead elephant lies in a ditch
The very frogs do kick it—

Bal. Noble Kabirc!
Methinks you minion's head wou'd be a gift
Meet for his shameless paramour—

Kab. My lord!
She is or was our Empress : to insult
Fall'n greatness is the base and cowardice !
I would not for the world be guilty of
So foul a deed;

Bal. Thou art too tender-hearted,
For an arch-rebel, Kabirc, would'st shed tears
For yon vile dog—

Kab. He was no dog, lord Balin!
It was no dog that pluckt the golden fruit
For which a thousand nobles sigh'd in vain! [*Trumpets sound.*

Bal. Proceed thou eulogist, we follow thee.
Hark to the call that chides this our delay.

[*Exeunt.*

R ATNAVALI

A DRAMA IN FOUR ACTS

TRANSLATED FROM THE BENGALI

BY

MICHAEL M. S. DUTT

CALCUTTA :

G. A. SAVIELLE,

CALCUTTA PRINTING AND PUBLISHING COMPANY (LIMITED),

No. 1, Weston's Lane, Cossitollah.

1858.

TO THE RAJAHS'

AND

PERTAUB CHUNDER SINGH

AND

ISSUR CHUNDER SINGH BAHADURS

This Translation

(UNDERTAKEN AT THEIR REQUEST)

IS

MOST RESPECTFULLY DEDICATED

By The

TRANSLATOR

ADVERTISEMENT

If the reader will look into Wilson's Hindu Theatre, he will find an elegant prose version of a Sanscrit-Drama, called the "Ratnavali", and ascribed to Sri Harsha Deva, an ancient King of Cashmere. Through the Bengali Poet borrows largely from his royal predecessor, he cannot, strictly speaking, be called a translator. He has engrafted much novel matter on the old stock, and may fairly challenge the honor due to an original writer.

The accomplished brothers, who now represent the honourable family of Paikparah, wish to open their elegant Private Theatre with the Bengali 'Ratnavali," and they have done me the honour of selecting me to render the work into English for the use of such of their friends as do not possess a sufficient knowledge of our language either to follow the Actors with accuracy, or to enjoy the beauties (if there be any) of the Drama thoroughly. I do not know if I have succeeded in interpreting the thoughts of my author with spirit and fidelity, but I trust that my sins—whether of commission or omission—will not be visited upon him.

The friends who wish that our countrymen should possess a literature of their own, a vigorous and independent literature, and not a feeble echo of everything Sanscrit, will rejoice to hear that a taste for the Drama is beginning to develop itself rapidly among the higher classes of Hindu society. I am fully convinced that the day is not far distant, when the princely munificence of such Patrons as the Rajahs of Paikparah will call into the field a host of writers who will discard Sanscrit models and look to for higher sources for inspriatin.

M. M. S. D.

RATNAVALI

A DRAMA ON FOUR ACTS

DRAMATIS PERSONÆ

MEN

UDAYANA (*King of Vatsa*). YOGANDHARAYANA (*Minister*). VASANTAKA (*The King's Companion*). VABHERVYA (*A Messenger*). VIJAYA VERMA (*An Officer*). VASUBHUTI (*Minister to King of Singhala*).

WOMEN

VASAVADATTA (*Queen*). RATNAVALI (*Princess of Singhala, but known as Sagarika*). KANCHANMALA (*Queen's Gentlewoman*). SUSANGATTA (*Queen's Gentlewoman and Sagarika's Friend*). MADANIKA and CHUTALATIKA (*Dancing Women*).

A MAGICIAN, WARDER &c.

SCENE—*The Capital of the Kingdom of Vatsa.*

PRELUDE

SCENE—*The Stage*

Enter ACTOR

Act. Genius and Taste to-night in this bright hall
Have met to grace the Muse's Festival!
My heart misgives me as I look around,
I tremble as I tread the hallow'd ground.
Can I, with feeble hand, with feebler tongue,
Strike the sweet lyre and raise the voice of song?
Lo! as a dwarf I stand, with up-lift eyes,
Longing to pluck the moon adown the skies!
But e'en keen Ridicule forgets to sneer,
When heavenly Genius, graceful Taste are near:!
And as a suppliant to them I fly—
If they but smile on me, on other meed seek I.

[*Pauses*]

But enough; such late repentance begets no profitable fruit. I see the audience eagerly expects the performance of Ratnavali. [Looks around.] Ah! ! 'tis a noble, a brilliant assembly; and here I have a golden opportunity offer'd me to win fame and fortune. Why not? This drama is the production of Sri Harsha Deva—one of the brightest of our wits—a radiant gem set in the airy summit of the Mount of Poesy: I see before me the truest judges of histrionic skill: and the love adventures of the King of Vatsa are sweet and romantic What need I more? Let me hasten the preparations.

[*Looking at the Tiring-room and raising his voice.*]

What ho, come hither, fair gentlewoman!

Enter ACTRESS

Actress. Did my lord call?

Act. Did thy lord call? See'st thou not this illustrious assembly? wilt thou sing them one of thy charming songs?

Actress. What song, my lord?

Act. The choice rests with thee, beloved.

Actress. I'm bound t' obey my lord.

[*Sings.*]

SONG

"The soft breezes of the South fan the blooming flowers of the Vacula : the bee wanders forth to steal honey from the golden chalice of each blossom : the Kokila trills its merry note from the groves : the Bhrimanga, with its bride, roves from bow'r to bow'r. In this season of gladness, the God of the flowery bow wounds with his keen shafts the bosom of the lovelorn maiden. Alas! who can soothe her sorrows!"

Act. O, how sweet! The melody of the voice, my beloved , ravishes my heart! How— O, how can I sufficiently reward thee!

Actress. Reward me? I pray you, my lord, mock me not. [*Ironically.*] Do I not own my lord all I possess—all? But such is my fate! There are many husbands that are never weary of showering gifts on their brides—their happy brides! But you, my lord—

Act. What say'st thou? Have I not given thee jewels? Thou thyself, sweet, art as a golden creeper and adorn'st the earth with thy living beauty! Why should she lack pewels, who is a precious jewel herself!

Actress. Ah! my lord hath a marvellous store of sweet words, but they are—words only.

Act. Words only? Tell me, have I not given thee jewels of exceeding great value?

Actress. Nay, these that I wear, were bridal gifts from my dear parents.

Act. Look at the beautiful NECKLACE* thou wear'st.

Actress. Where? I see it not, my lord !

Act. Ha! Ha! 'Tis of such wondrous, such exquisite workman ship, that thine eyes cannot see it!

Actress. O, then, my lord means the drama, which has been named the NECKLACE! A rare jewel forsooth!

Act. Yea, a most rare jewel, the brightest the earth can show! Look at this illustrious audience, dearest! See'st thou not how eagerly they long to behold thy glorious NECKLACE ? Delay not, I pray thee, beloved, to gratify them.

Actress. As my lord commands.

Act. Hasten thou the preparations.

Actress. I obey.

[Exeunt.]

END OF THE PRELUDE

* This is a play on the word রত্নাবলী literally means a necklace. রত্নাবলী —the name of the Drama.

ACT I

Scene I, *Before the Palace*

enter YOGANDHARAYANA

Yogandha. Did my ears deceive me? Who was it that pronounced the name of Ratnavali? Is my secret then no longer a secret? [Pauses.] But that can scarcely be. The maiden still shares the sacred privacy of the Queen. When I presented her to Her Majesty, I said: This maiden, gracious lady! hath been rescu'd from the dark and wild billows of the sea. Cherish thou the orphan cast away on the shores!" As I told my tale, methought the Queen's brow sadden'd, and she eyed the stranger with tender pity. From that day hath he maiden dwelt with the good Queen, and Her Majesty hath named her Sagarika, the oceanborn. Perchance, it was some other Ratnavali whose name reached my ears. But let that pass. 'Tis the will of Providence has brought the maiden here. [*Looking forward*] Ah! there comes out noble Kink with Vasantaka. What majesty, what beauty, sit on his brow! Art thou the glorious god whom the glad earth adores today, come to consecrate by thy gracious presence thine own festival? But I must begone now. Affairs of moment call me away. [Exit.]

Enter KING AND VASANTAKA

King. [Sitting down] Well, friend, is not this truly the season of gladness? There is no foe-man dares disturb the peace that reigns in my wide kingdom: my throne is pillar'd by the wisest counsellors: my subjects are everywhere happy, there is nothing to cloud the sunshine of their prosperity: and see, sweet spring now clothes the earth with beauty! Ah! with so gentle, so sweet a bride as Vasavadatta, and with a friend, faithful as thou, I'm indeed a happy Prince! I tell thee this is not the feast of Kandarpa—no: 'tis a feast in honour of the King—Udayana!

Vasanta. Nay, my lord! This feast is neither thine nor Kandarpa's. Look at this son of poor Brahmin! [Pointing to himself.] This feast is in honour of—of thy Grace's humble sarvant! And in good sooth, my lord, the man is not altogether unworthy of the homage. He, who enjoys the Majesty's friendship—thou, mightiest of Monarches— is the happiest of men! But see with what pomp they celebrate the festival.

King. The good citizens welcome the sweet season right merrily Vasantaka! See, what clouds of the perfumed vermillion powder dim the rays of the sun!

Vasant. But look this way, I beseech thee, my lord.—this way.

King. I see Madanika and Chutalatika. How gracefully do they dance as they approach us! Excellent!

Enter MADANIKA *and* CHUTALATIKA.

SONG.

There's glory in the forest-bow'r:
Lo! soft and green leaves deck
each waving spray!
Glad Nature greets this vernal hour
With blooming flow'rs and
many a sylvan lay!

On beauty's ears there softly steal
The fondly whisper'd
vows of kneeling love:
And brightly beaming eyes reveal
Thoughts sweeter than sweet
music from above!
The winged shafts now fly around,
The shafts that wound the heart
yet do not slay.
Thou trembl'st maiden! at the
sound—
Ah! woe is thee—
thy love is far away!

King. How sweetly they sing! Their song entrances my soul!

Vasant. Ha! ha! If a dull air like that fills thee with such rapture, what would'st thou do, my lord, if thy royal ears drank the melody of this voice! Methinks 'twould melt thy soul as the songs of Shiva melted the hushed soul of Vishnu! Wilt thou that I join yond' band of revellers and discourse sweet music?

King. Thou may'st Vasantaka. But wilt thou not mar the harmony?

Vasant. Mar the harmony? Fear not, my royal lord! I go. [*Goes among the musicians and dances like a clown.*] What say'st thou, King? I pray thee, observe this light and graceful dance. [*Capers about.*] The fairest daughter of Cashmere would gladly learn it if she could!

King. Thou danc'st with marvellous grace, my friend, but prithee, sing us a song.

Vasant. [*To the woman.*] I entreat ye, ladies, teach me this sweet ditty.

Madan. Go to, thou meddlesome fool! This is no ditty. 'Tis a musical mode* full of passion.

Vasant. Gramercy who is full of passion—who is angry, Madanika!

Madan. Thou art, indeed, a fool! Said I not 'twas a musical mode full of passion—an impassioned musical mode, and no ditty?

Vasant. Ah, so thou did'st, i' faith. But tell me, does your music fill a fellow's belly?

Madan. Beshrew thee! Is music meat and drink?

Vasant. Then 'tis a profitless art, and I'll none of it. Let me rather return to the king.

[*Offers to go.*]

Chutal. Nay, that thou shalt not do before thou hast sung us a song.

[*They pull him about.*]

Vasant. [*Runs to the King.*] Let not the King's Majesty believe that I fled from two weak women! How lik'st thou my dancing, my lord?

King. Ha! ha! 'twas excellent, i' faith!

Chutal. [*Approaching the King.*] My gracious lord, Her Majesty the Queen commands—I—[*hesitates*] I crave your Grace's royal pardon! Her Majesty the Queen entreats—

King. Nay, my fair Messenger! See'st thou not 'tis the gay season of spring? I tell thee—the words "Her Majesty commands" fall far more sweetly on mine ears Prithee, do not blush. What commands Her Majesty the Queen?

Chutal. My lord, the Queen celebrates this day the feast of Madana in the Makaranda Garden, and she prays your Majesty would grace the festival with your royal presence. She craves this favour—

* It is impossible to preserve the joke in a translation. The fun rests on he double use of the word রাগ।

King. Nay, my gentle friend! 'Tis I am beholden to her Grace for a favour in that she hath remembered me. Commend me to the Queen, fair lady! and tell her I will not fail her Grace. I follow thee. Come, Vasantaka, let us to the Makaranda Garden.

Vasant. Shall we find aught there to appease hunger with?

King. Despair not, my hungry friend! [*To the women.*] We follow you, fair ladies!

Women. As the king commands.

[EXEUNT MADAN *and* CHUTAL.]

King. Come my friend!

Vasan. I wait upon your Grace.

[EXEUNT.]

SCENE II.

The Makaranda Garden

Enter KING *and* VASANTAKA.

King. How beautiful is this bow'r! See, on every side a thousand flow'rs are blooming joyously and breathing sweetest perfumes; the choristers of the grove people the air with melody; and yet thou hear'st the soft hum of the roving bee. O, how this scene, so fair, so beautiful, so lone, fills my heart with unutterable delight! Why art thou silent, Vasantaka!

Vasantaka. Silent? Because—I love not to talk folly, my lord! What beauty find's thou in this lone wilderness? That there are some pretty flowers here and there I do not deny; but what of that? Ah! If thou wert to see the splendours of a confectioner's saloon at the dear hour of even-tide, the delicious sight would tempt thee to forget the world! O!

King. It would—thee! Where is her Majesty the Queen? Mine eyes seek her in vain.

Vasant. O' thou art exceeding eager to meet the Queen to-day. Pray, have patience, my lord.

King. 'Tis for thee, I seek her. When Her Majesty cometh, wilt thou not have the consecrated rice, the sweet plantains?

Vasant. I begin to share thy Grace's impatience. Why come she not?

Enter QUEEN and KANCHANMALA, *followed by* SAGARIKA *at a distance.*

Queen. Tell me, Kanchanmala, where grows the Asoka tree, under whose solemn and sacred shade I must worship the God? The hour is nigh at hand.

Kanchan. Please it your Grace to follow me. The tree thou seek'st grows yonder, but I pray thee, royal lady! Look at the Jasmine plant. They say the King practises a thousand charms to cause it to bear flowers out of season.

Queen. I remember. Is that the plant?

Kanchan. Yea, sweet lady! The Asoka tree grows beyond it. Let us advance.

[*They walk forward*]

This is the sacred tree, my Queen
'Tis here must thou worship the god

Queen. Then give me the offerings.

Sagar. [*Coming forward.*] Here, royal lady, here are the offerings.

[*Gives the Queen flowers.*]

Queen. [*Seeing* SAGARIKA *and aside*] Confusion! What has brought her here? There is danger in her presence. I would not for the world

the King should see her. What shall I do? [*Pauses*] She must be sent out of the garden before his Majesty enters. [*Aloud.*] Ah, my Sagarika ! My thoughtless maiden ! What brings thee here? Know'st thou not that we celebrate to-day the feast of Madana ? 'Tis a day of careless mirth. Where hast thou left my talking bird ? Ah ! 'tis a wild, a restless creature. Perchance, 'tis already lost. Go, I pray thee, run back to the palace, if indeed it be not too late, and see how my darling fares ? Why delay'st thou ?

Sagar. As the Queen commands. [*Goes at a little distance.*] Her Majesty's fears are groundless. Ere I left the palace, I gave the bird to Susangatta. Why should I hurry my steps back ? Let me see if they celebrate the feast of Madana here with as much pomp as in my own land. Let me cull sweet and fresh flowers and worship the deity in this solitude and kneel a solitary votary at his alter. [EXIT.]

Queen. Where are the offerings, Kanchanmala ?

Kanchan. Here madam !

[*The Queen commences the ceremony.*]

Vasant. There, my lord, there is the Queen with her gentlewoman.

King. Thanks. Let us approach her.

[*They approach the Queen.*]

Worshipp'st thou, beloved, the revered Kandarpa ? Good, O, how beautiful thou look'st ! Methinks, I see before me the divine Rutti in all the glory of her heaven-born beauty !

Queen. My lord is welcome. I pray your Grace to be seated on this throne. I have offered my vows at the shrine of Kandarpa : let me now worship thee, sweet lord of my bosom !

Offers the King garlands and perfumes.]

Re-enter SAGARIKA *behind a tree.*

Sagar. Is the solemn hour past ? Have I idled too long in the midst of those flowers ? But who could part from such sweet friends and leave them ! Is the ceremony over ? [*Looks around.*] Ah ! there is the Queen breathing her vows at the alter of the god. What ! Is that the image of Kandarpa ? In my father-land, this divinity is worshipped as a spirit, but here I find 'tis otherwise. O' let me adore him in this silent solitude ! Smile on me, thou god of the flowery bow! May'st thou be ever propitious to me ! [*Offers flowers.*] Ah, let me gaze on the glorious beauty of the god again ! How strange ! What secret charm in the image of the god so ravishes my eyes that it saddens me to turn them away from it ? No. I must not linger here. Should the Queen see me, she would chide me for disobedience.

[*Is about to go.*]

Queen. Come, Vasantaka ! Let me offer the food.

Vasant. Thanks gentle lady ! No sacrifice is complete without food being dealt out bountifully to Brahmins !

King. Is the ceremony over, beloved !

Sagar. Ha ! Is that then the King ? Methought 'twas the image of Kandarpa thron'd under the sacred shade of yond' venerable Asoka, and o'er-canopied by its green leaves and ruby-like flow'rs !

What manly beauty! Never have these eyes dwelt on a nobler form! I could gaze on him for ever! How happy is the lot of her who has been wedded to such a husband! Ah, was I not destined for his bed by my loving parents? But the stars that shone on my birth, willed not that I should be so blessed, and 'tis folly to repine at fate. Let me gaze on him once more. Yet wherefore? O, fie! I but purchase pain! Let me be gone. Should the Queen see me here—I tremble to think of it!

[EXIT.]

A SONG BEHIND THE SCENES.

How sweet is this sun-set hour—
Each grove resounds with
Nature's vesper hymn!
The Kumudini smiles in joy,
For lo! her lord ascends
his silver throne!
But the sad Lotus veils her face:
She mourns the absence of her
bright-eyed love.
The moon-beams play on the
rippling waves,
They drink sweet honey from the
golden cup
Of the Kumudini.
O, the hour of joy!
Sweet hour of joy!

King. Ha! Is the sweet hour of even-tide come? See in the festive worship of Madana, we have forgotten our solemn vesper duties. Away to the palace. [EXEUNT.]

END OF ACT I.

ACT II

SCENE I.—*A Garden with a Pavilion.*

Enter SAGARIKA, *with drawing-paper, pencil, &c.*

Sagar. O, hush, thou poor heart! Why throbb'st thou thus? Why longst thou for that which can never be thine? Seek'st thou thine own undoing? Alas! does a dwarf, when, in the madness of his heart, he lifts up his hand to pluck the bright moon from her throne in the far depths of the heavens, grasp the desire of his soul? Bend thee to the will of Destiny! Sigh'st thou to behold him, who, though out once seen, hath wrought thee such woe? O, fie! Hast thou no shame? O, thou cruel, thou ungrateful heart! Thou art mine, and ever hast thou dwelt with me in fond communion; and yet thou forsak'st me now for another! But slavery is thy dow'r, and 'tis Love forges the chain thou long'st to wear! O, thou God of Love! how passing wondrous are thy ways!

SONG.

Hear, Lord of Rutti! here my
humble pray'r:
It ill beseems thee, thou
A spirit ever gay and ever free—
To torture thus the heart of
maiden fair,
To cloud the sun-shine
on her brow,
To fill her gentle heart with agony!
When like a chainless
cataract of flame,
Shiva's consuming wrath
upon thee came—
Why left it thee
Thy wanton, ah! thy wanton
cruelty!
Lo! Heaven and Earth, and
all the realms below,
Dread the keen shafts wing'd
from thy flow'ry bow!
O, can'st thou with such
shaft—so dire—

Kindle in youthful hearts
the raging fire
Of wild Desire ?

Ah ! Lord Kandarpa ! hast thou no pity ? But how can'st thou know sweet pity ? They joyous spirit dwells in no bodily tabernacle. Alas ! how can'st thou pity souls imprisoned in earthly tenements ? As the ire of Shiva consumed thee to ashes, so lov'st thou to consume others ! [*Sighs.*] Ah, perchance the hour of my death draws near ! Let it come. [*Looking at the paper.*] Can I draw now ? My hand trembles so. I must try. I must thus woo forgetfulness for my sorrows.

[Draws.]

Enter SUSANGATTA *with a bird in her hand.*

Susang. This is the new garden and this the pavilion. 'Tis her Majesty's wish that I should give bird to Sagarika. But where is she? Nepunika told me that she met her walking with sad and slow steps towards this garden. Perchance the thoughtless truant is wandering among the flow'rs ; but let me see if she be within this pavilion.

[*Approaches the pavilion and sees* SAGARIKA *within.*]

Ah, there she is—but, lo ! with what soul-absorbing attention does she bend over that paper. Let me watch her from behind. [*Goes behind and peeps*] I see she has drawn the portrait of our King. Why should she not ? The royal swan never disports itself but on the limpid waters of the pool whereon the lotus loves to enthrone itself !

Sagar. I've shrined his lov'd image on this paper. But, alas ! tears dim my eyes—I see him not. [*Wipes her eyes and starts on seeing* SUSANGATTA.] Ah, my sweet friend ! come and seat thee by me.

Susang. Why hid'st thou that picture ? Prithee, show it to me. [*Takes the picture.*] Who is this ? Tell me, I entreat thee, Sagarika !

Sagar. 'Tis no mortal, Susangatta! As the Earth odores in this sweet season of spring the God of Love, my idle pencil has traced his image as it haunts the dreaming heart !

Susang. O, thou hast painted the God with marvellous skill, with exquisite taste ; but thy picture is incomplete, Sagarika ! 'Tis not in solitude that Madana loves to smile. Let me wed him to his fair Rutti. [*Takes the pencil and draws a likeness of* SAGARIKA.] There—how beautiful !

Sagar. [*Angrily.*] O, fie ! That is my likeness !

Susang. Nay, frown not, my gentle friend ! As thou hast limned Madana, so have I limned Rutti ? Deem'st thou me a stranger, Sagarika ? 'Tis unkind of thee. I tell thee 'tis not meet that thou should'st conceal the thoughts of thy bosom from me.

Sagar. [*Blushing and aside.*] Ah ! she sees it all. [*Aloud.*] Thou know'st all, dear friend! There is nothing hid from thee. But, oh ! publish not my shame to others !

Susang. Thy shame ! What shame ? Is it strange that such a maiden as thou—so young, so beautiful—should long for such a lover as our noble King ? But banish thy fears, my sweet ! Thy secret shall lie deep buried in this bosom.

Sagar Alas! my gentle friend, thou know'st not what unuttered pangs rend this unhappy bosom! Ah, me! whither shall I go? Whither find rest?

[*Throws herself on the ground.*]

Susan. Patience, my Sagarika! O, I pray thee, be of comfort. Why vex'st thou thyself thus? Let me bring thee the soft cool leaves and fibres of the lotus. When thou reposest on them, and I fan thee with a lotus leaf, thy fevered heart will find rest.

[*Brings lotus leaves.*]

Sagar. Why fann'st thou me with the lotus leaf? Ah! why offer'st thou me the lotus fibre! Why sprinkl'st thou water over me! My sorrowing heart would not be comforted! My sweet friend! thou troubl'st thyself in vain. Alas! this stricken soul is sick unto death!

When thou, O, maiden! lov'st
and lov'st in vain,
'Tis Dearth alone can heal
thy bosom's pain!

Susang. Confusion! The Queen's precious bird has flown away. 'Tis indeed a singular bird, for, look you, my friend, whatever it hears, it fails not to learn; and whatever it thus learns, it takes a mischievous delight in repeating to all that come near it. It has heard thy sad story, Sagarika! What will chain its restless tongue? But let me follow the wild wanderer. Repose thou here till I bring back the captive to its cell.

[EXIT.]

Sagar. [*Raising herself.*] I must follow her. Stop Susangatta! Alas! I can scarcely move. Why comes this faintness over me? Ah! when the heart is fevered and restless, strength forsakes every limb. Alas! my sad heart! Why, oh! why los'st thou thyself thus for another?

SONG.

Long'st thou, sad heart!
To wear Love's flow'ry chain?
Alas! thou dream'st
Of happiness in vain!
Know'st thou not love below
Is, full, ah! full of woe!

To sigh, to weep,
While the world mocks thy tears—
Hopes sweet yet false,
And dark and cruel fears –
A lover's portion these,
And death the sole release!
Ah! let me follow Susangatta!
There is no rest for me here!

[EXIT.]

SCENE II.—*The same*

Enter KING *and* VASANTAKA.

Vasan. What then?

King. What then? Is it true that my favourite Jasmine has been flow'ring to-day?

Vasant. Flow'ring?

King. What will not the power of a holy sage effect!

Vasant. What means your Grace?

King. Come, let us behold the marvel with our own eyes.

Vasant. I obey.

King. Walk thou first.

Vasant. [Goes a little way, *turns back suddenly, and laying hold o the King.*] Fly, O, fly, my lord!

King. Wherefore, thou fool? why star'st thou thus?

Vasant. Gracious God! These eyes have seen a fearful sight—yea, a harrowing sight! [*Breathing hard.*] 'Twas my good angel restrained my steps. Had I proceeded an inch further, this poor head should have been cruelly torn off these shoulders. Heavens! and this is Tuesday, and the hour—noon!

King. What mutter'st thou, sirrah! Hast thou seen a ghost?

Vasant. Yea, my lord! a most hideous ghost!

King. Where is this ghost of thine?

Vasant. Look there, my lord! on yonder tree. O, mark its feet; are they not twisted backward?

King. [*Advancing.*] Where? I see no ghost here. I only see a bird perched on yonder tree.

Vasant. What—a bird, a mere bird?

King. Yea, my brave heart! 'Tis a little bird and not—as thy fears painted it—a hideous ghost!

Vasant. Ha! ha! And so 'twas a little bird that unnerved thee, as if a legion of devils were grinning at thy royal heels! O, fie!

King. Go to, thou fool! But, hush, the bird speaks. List!

Vasant. The bird, my lord, softly whispers:—"Give food to this poor Brahmin. O, give him food!"

King. That monstrous belly of thine aye craveth food, food, food! That dream'st of nought save food!

Vasant. Let me then listen more attentively. [*Listening.*] What the bird saith, my lord, is verily a mystery to me: I comprehend it not.

King. What sayeth it, Vasantake?

Vasant. It saith:—"O, fie! that is my likeness." "Nay, frown not, my gentle friend! As thou hast limned Madana, so have I limned Rutti!" Such are the words the bird speaks, my lord! What mean they?

King. [*Thoughtfully.*] Perchance some love-sick maiden traced on paper the eye-remembered image of the happy youth that reigns in her bosom, and, lest prying eyes should penetrate the fond secret of her heart, namedd the picture, "Madana"; but some friend, divining her inmost thoughts drew her own likeness by the side of her beloved; and then, perchance, the maiden, still loath to betray her tender feelings spoke thus with seeming anger.

Vasant. Verily—a passing lucid commentary on a most mysterious text, thou profoundest of scholiasts!

King. Nay. I am no scholiast, friend! But, hush! hark again.

Vasant. [*Listening.*] The little creature, my lord—

King. What sayeth it, thou fool?

Vasant. It saith:—"Why fann'st thou me with the lotus-leaf? Why offer'st thou me the lotus fibre? Why sprinkl'st thou water over me? My sorrowing heart would not be comforted! My sweet friend, thou troubl'st thyself in vain! Alas! this soul is sick unto death!" Do you hear, my lord?

King. Yea, my friend! I pray thee, listen again.

Vasant. The bird now begins to chant the Vedas as if it were a twice-born professor of the mystic lore!

King. How?

Vasant. Thus, my lord:—

"*When* thou, O maiden!
 lov'st but lov'st in vain,
'Tis Death alone can
 heal thy bosom's pain!"

King. Ha! ha! So the little

bird is chanting the Vedas, thou most erudite of Brahmins !

Vasant. Not the Vedas ? What is it then, my lord ?

King. Why—thou fool ? 'Tis a simple distich wherein a love-lorn maiden, in despair, woos death !

Vasant. By my faith! I thought the bird was chanting solemn verses from the Vedas ! Ha ! ha ! ha!

[*Claps his hands and laughs.*]

King. [*Looking up*] What hast thou done, thou fool ! Thy unseasonable mirth has frightened the little bird away. Ah, 'twas a sad and yet a sweet tale it was telling !

Vasant. What call'st thou sweet, my lord ? There is a bird in my house discourses infinitely more sweet things !

King. I doubt it not. But go and see whither thou hast driven away our feathered friend.

Vasant. I saw it winging its way towards yond' pavilion : let us seek it there—[*They both go towards the pavilion :* VASANTAKA *enters first and picks up the picture.*] Here's a treasure, a marvellous rich treasure, i'faith ! Wilt thou that I show it thee, my lord ?

King. What hast thou gotten there, sirrah ?

Vasant. Here's wondrous picture ; what wilt thou give me, and I show it thy Grace ?

King. [Snatching the picture.] Why this is my own portrait and by its side I see a sweet maiden. O, how charming ! Never have these eyes beheld such resplendent beauty ! O, can she be a daughter of earth ? Methinks when Brahma moulded this glorious face, his own lotus sighed and veiled itself in humbled pride !

Vasant. Dost thou gaze on thine own portrait with such rapture, my lord ?

King. [*Musingly.*] Is this the fair maiden of whom the bird spake ? Perchance she loveth me, and hath limned my portrait on this paper and her friend hath traced her own sweet image by my side ! Ah ! whither shall I find her ?

Vasant. How now ? Art thou entranced, my lord ? Dost thou dream ?

King. [*Starting.*] Eh! what say'st thou ?

Vasant. I say doth the contemplation of thine own picture so ravish thy heart ?

King Nay, friend ! but, prithee, look at this lovely maiden.

Vasant. Ha ! I've seen that face before. Is not this Sagarika, a sweet lady I lately beheld in the train of the Queen ? But look you, my lord! She is concealed like a priceless gem from the thievish eyes of—man!

Enter SUSANGATTA *and* SAGARIKA *at a little distance.*

Susang. Where is this bird ? But since we cannot find it, let us enter and take away thy picture.

Sagar. As thou will'st, Susangatta!

[*They both come forward.*]

Susang. Methinks I hear a voice: perchance the King is in the pavilion. Hark ! dost thou not hear voices ?

[*They listen unperceived.*]

Vasant. How passionately dost thou gaze on that portrait, my lord!

Susang. [*Aside to* SAGARIKA.] Confusion ! What I feared has come to pass, Sagarika ! The King has seen the picture.

Sagar. O, how will this end ?

Susang. How will this end ? Fear not, my gentle friend, but listen to what they say.

Vasant. What spell has bewitched those royal eyes ? May the gods avert that they should leap out of their sockets !

King. Go to, thou fool ! Hast thou ever seen such a sweet maiden ? O, can the earth bear so glorious a flow'r?

Susang. [*Aside to* SAGARIKA.] Dost thou hear ?

Sagar. Nay, Susangatta, he only praises thy painting : hear thou him.

Vasant. Tell me, my lord, why are the eyes of the maiden fixed on the ground ?

King. [*Musingly.*] The bird has told all !

Susang. Dost thou hear, Sagarika! that silly bird has wantonly revealed thy cherished secret.

Vasant. Lov'st thou this maiden, my lord ? Long'st thou to posses her ?

Sagar. [Aside.] O, hush thou my heart! What will the King say? If those lips should utter "Nay"— then welcome, Death ! Life to me can no longer be aught save a grievous burthen !

King. Long I to possess such a treasure ? O, can she be a daughter of earth ? The sight even of her pictured beauty ravishes my eyes and steals away my heart.

Susang. [*Aside to* SIGARIKA.] Who would not envy thy lot ?

Sagar. [*Angrily.*] What lot ?

Susang. What lot ? Go thou to him thou seek'st : lo ! there he stands.

Sagar. [*Still angrily.*] Whom seek I ?

Susang. [*Smiling.*] The picture, to be sure !

Sagar. Thou mock'st me, Susangatta ! Let me be gone.

[*Offers to go*]

Susang. Nay, do not go. I shall get thee thy picture.

Sagar. I stay for thee here.

[*Gazes on the King fondly,* SUSANGATTA *goes up to him.*]

King. [*Concealing the picture.*] Ah ! fair gentle-woman ! whence com'st thou ? Knoweth Her Majesty the Queen, that I stay for her Grace in this pavilion ?

Susang. Yea, my lord. Her Majesty knoweth that thy Majesty is in the pavilion, and soon will she know pleasantly thou whil'st away thy time here in the contemplation of that exquisite picture !

Vasant. My lord, 'tis a cunning jade that Susangatta. There is nothing impossible for her. Be wise in time, I say—silence that saucy tongue of hers.

King. [*Taking her hand.*] My sweet friend, breathe not a word of this to the Queen, I implore thee.

Susang. I but jested, my lord ! Implore me not. This is no news for the ears of Her Majesty !

King. My good maiden, let me crave thy acceptance of this trifle.

[*Offers a ring.*]

Susang. Nay, good my lord ! I covet not such a gift as this. I know not how, but I have offended my dear friend Sagarika, and she frowns on me. Unite thou us again in the sweet bond of friendship. I shall deem the reconciliation a far nobler gift, and truly worthy of thy Grace's royalty.

King. What? Is Sagarika thy

friend? [*Eagerly*] Where is she, dear Susangatta?

Susang. There, my lord! I know not how to tempt her to enter.

King. [*Sees* SAGARIKA. *Aside*] Ah, 'tis she! O, how beautiful! [*Aloud.*] I do envy thee, Susangatta, in that thou hast so sweet a friend! Her radiant beauty surpasses all that this earth can show!

Sagar. [*Agitated and aside.*] There standeth the lord of my bosom!

[*Stands with her eyes fixed on the ground.*]

Susang. My lord, she is as good as she is beautiful!

King. I doubt thee not, Susangatta! O, who could believe that the Maker would shrine a vile and a base heart in a temple of such sweet, such living beauty?

Sagar. [*Angrily* to SUSANGATTA.] Call'st thou this the getting back of the picture? 'Tis not meet that I should stay here longer.

[*Offers to go.*]

King. Nay, be not angry, sweetest lady!

Susang. My lord, 'twas she that drew thy Grace's portrait on this paper. I found her alone in this pavilion, gazing on thine image with eyes that moved not, and seemed fixed on thee, as if by a spell! And 'twas I that in sport enthroned her by thy side.

King. [*Aside.*] Does she then truly love me? [*Aloud.*] O, leave us not, fair lady! O, walk not I pray you, on this dull, hard earth. Will it not pain those feet that are softer than the lotus?

Susang. Take thou her by the hand, my lord, and soften her proud, angry heart!

King. [*Aside.*] Ah, that is what my heart longs for! [*Aloud*] Believe me, dear Susangatta! I am ready at thy bidding, and for thy dear sake, to fall even at her feet!

[*Takes* SAGARIKA'S *hand.*]

Susang. See'st thou not Sagarika, how His Majesty humbles himself before thee for me? Dost thou still nurse thy anger? O, fie!

Sagar. [*To* SUSANGATTA.] Would thou wert lying dead at my feet!

King. Nay, gentle lady! speak not in such harsh, unkind accents to thy friend: they become thee not. I pray thee, rather turn thy wrath on me and let me hear thee speak. The music of that voice must aye be sweet to these ears.

Vasant. This, indeed, is no uncommon anger She is as full of ire as a—hungry Brahmin!

Susang Prithee, cease, Sagarika! What would'st thou more?

Sagar. Begone! Never speak to me again!

Vasant. Gramercy! Here is a second Queen Vasavadatta!

King. Eh! What? Where, where is the Queen Vasavadatta?

[SAGARIKA *and* SUSANGATTA *run away.*]

Where is the Queen, sirrah?

Vasant. Does my lord dream? Where is the Queen Vasavadatta?

King Aye—Where is the Queen, thou fool?

Vasant [*Aside.*] Ha! ha! And so I've marr'd thy sport. [*Aloud.*] My noble lord, hast thou taken leave of thy royal senses? Did I say to thy Grace that the Queen was here?

King. Said'st thou not, "Here is the Queen Vasavadatta?

Vasant. Nay, my lord! But

when I saw how haughtily that Sagarika rebuked her companion, with what a queen-like waive of her hand she bade her begone, I said, "Here is a second queen Vasavadatta !"

King. Ah, thou wretch, thy folly hath dissolved the spell! [*Sighs.*] Heighho ! Shall I ever look on that beautiful face again ?

Enter QUEEN *and* KANCHANMALA *at a little distance.*

Queen. Where Kanchanmala, where is the Jasmine plant that has been flow'ring out of season ?

Kanchan. It grows near yonder pavilion, lady !

[*They walk on.*]

King. [*Sighs.*] Heighho! When, O, when again shall I gaze on that lov'd face !

Kanchan. My gracious Queen, methinks His Majesty, the King, is in the pavilion. Perchance he stays for thy Grace.

Queen. Let us enter then.

[*They enter.*]

King. [*Making signs to* VASANTAKA *to conceal the picture in his clothes.*] Ah ! my beloved I've lingered here for thee, and eagerly have these ears watched for the music of thy steps.

Queen. Thanks, sweet lord ! Has then the Jasmine plant truly borne flow'rs at this season ?

King. Let our own eyes judge, beloved ! The flow'r-bed is near.

Vasant. My gentle lady, that Jasmine is not the only flow'r that blooms for my lord, the King !

King. Eh, what saith the fool ? Silence, sirrah ! This way, my beloved?

Queen. Patience, dear lord ! Come. Vasantaka ! Be not afear'd but tell us what other flow'r blooms for His Majesty, the King?

Vasant. [*Confused.*] I crave your Majesty's royal pardon—I mean—Roses and Lilies and—

King. Will my beloved share my walk to the bow'r wherein the Jasmine plant grows ?

Queen. Nay, my lord, I seek no other proof : your Grace's looks plainly tell me that the flow'r is—indeed blooming !

Vasant. Ha ! ha ! ha ! Said not your Majesty that the Jamine would neverbloom out of season ? And now—the victory is ours ! Ha ! ha !

[*Jumps up and capers about ; the picture falls out ;* KANCHANMALA *picks it up and gives it to the Queen.*]

Queen. [*Aside.*] This is the King's portrait ; but who is this by his side ? Confusion ! Have I then labour'd in vain to avert this calamity ? Has the King then seen her ? Ah, he already loves her. How fondly has he painted her image to grace his side ! [*Aloud.*] This, my lord, is your Majesty's portrait ; but, I pray you, who is this—lady ?

King. [*Confused*] Believe me, my love, the pencil that traced these features was guided by fancy —mere fancy : 'tis no living woman !

[*The Queen appears thoughtful.*]

Vasant. I swear by my sacred thread, His Majesty speaks the truth !

Kanchan. Why look'st thou sad sweet lady ?

Queen. How my head aches ! Help me to retire, Kanchanmala !

King. Must I say "Forgive me ?"

Must I add, "I shall not do this again", or—"I am not to blame?" What vile crime stand I accused of, that I should thus speak in the language of supplication, of penitence? Dost thou sweetest—

Queen. Forgive me, my lord! O, how my head aches! Follow me, Kanchanmala!

[EXEUNT QUEEN *and* KANCHANMALA.]

King. Thou fool! this is thy doing! Why did'st thou discover the picture to her?

Vasant. Pooh, think'st thou, my lord, the Queen knoweth aught of the mystery that lieth hid in this paper?

King. I scarce dare doubt it.

Vasant. What alieth thee, my lord?

King. Go to, thou fool! Thou know'st her not. She is a daughter of proud House of Prodyotta. But follow me to the palace I must see that thy folly works no further mischief.

[EXEUNT.]

END OF ACT II.

ACT III

SCENE I.—*A Garden.*

Enter KING—*alone.*

King. Night and day—they come and they roll away, but they bring me no change! How often doth memory recall that hour, when I first heard the sweet and sad story of my beloved rehearsed by the talking bird: when I saw that record of untold love—the picture in the pavilion: when these ravished eyes gazed on the glorious beauty of that peerless maid! How heavily doth leaden-footed Time move onward now! Ah! thou restless heart, thou that art so unsteady, can Madana aim his shafts at thee? And tell me, if there be but five arrows in the quiver of the God, how does he wound such countless multitudes? Alas! alas! I mourn not for the pangs that rend this bosom. Ah! 'tis for thee, for thee, my Sagarika, that this soul faints with anguish. The Queen, I fear me, hath grown suspicious: the poison of jealousy hath been mingled with her thoughts. O! am I then—I, who would gladly resign life itself for thee—I then destined to make thee miserable? Cruel Fate! [*Pauses*] Why delayeth Vasantaka?

Enter VASANTAKA

Vasant. Ha! ha! I bring news for the King that, methinks, will sound sweeter to the royal ears than the tidings even of the fall of Kausala—the beautiful kingdom he so much covets! [*Approaching*] My noble lord!

King. Ha! My Vasantaka! I pray thee, tell me how thou hast sped! O! shall I ever again behold that loved face? O! will that happy day ever dawn on me?

Vasant. My lord, I've devised a plan that will, like a potent charm, soon bring thy beloved to thy embrace. But who, think'st thou standeth before thee? Lo! here is [*affectedly*] Vrihaspatti* himself! And what is there, great King, that he cannot compass?

* Vrihaspatti, the priest and counsellor of the Gods.

King. Well, my Vrihaspati, tell me what thou hast done ? Doth the Queen know aught of thy plan ?

Vasant. The Queen ? Ha ! ha ! The Queen, my lord, and I speak with due reverence, is but a weak woman : ev'n thou thyself could'st not comprehend my wonderful plan.

King. Is it then so far past my poor comprehension ?

Vasant. Ispoke but in jest, my lord.

King. Come then, expound the mystery unto me, my Vrihaspati!

Vasant. I sought the chamber of Susangatta, and told her a most piteous tale. O, I laid hot siege to her ! And though for a time the cunning jade lent me but a cold ear, my entreaties, my sighs, my tears at last melted her heart. When the shades of evening curtain the earth, thy beloved Sagarika will meet thee in the Madhavi pavilion, in the attire of the Queen, and to blind the eyes of observation the more, Susangatta herself will follow the dis guised maiden as Kanchanmala the Queen's familiar. Here is a noble devise, my lord !

King. Thou hast done well, my friend! This can lead to no unpleasant discovery. Thy zeal truly merits reward. I pray thee, wear this trinket for me.

[*Gives him ring*.]

Vasant. May it please you, my lord, that I seek her who is the partner of my woes and weal, and gladden her eyes with the sight of this precious jewel !

King. Tut, man ! Wilt thou never cease to rave about that wife of thine ? 'Tis time we should seek the Madhavi pavilion. See'st thou not the dark shades of eve are gathering fast around us ?

Vasant. Where, my lord ? This lingering light will not desert the earth for a good long hour yet Ha ! ha ! Think'st thou the blessed Sun will quicken his steps homeward, because thou long'st for the friendly gloom of night ?

King. Nay, but look around thee, Vasantaka ! The sun-light has faded away and gone. I tell thee, the Lord of Day hath sought his evening bow'r, and bequeathed his fierce heat to those unhappy lovers that are doomed to sigh in solitude !

Vasant. Let us then wend our way to the Madhavi pavilion, my lord !

King. I follow thee with eager steps.

[*They walk—the King stops*.]

Vasant. How now, my lord ? What meaneth this ?

King. We've forgotten the—the evening-worship of the gods!

Vasant. Ha ! ha ! The evening worship of the gods ? I pray thee, my lord, truble not thy royal soul with such unseasonable thoughts.

King. O, fie, that were a sin !

Vasant. Think'st thou, my lord, thou could'st tame that wildly beating heart of thine to the solemn quiet of devotion ?

King. Nay, Vasantaka—'twere a dire sin to neglect such a duty.

Vasant. O ! then let the sin be on this head. Proceed on, I pray you, for the hour grows late.

[*They walk*.]

King. How dark ! Methinks the world has grown black as the heart of the wicked and our eyes unpro

fitable as the devotion of a hypocrite! But let me dream that my sweet Sagarika, like a radiant star, is beaming on my path to guide my steps to happiness!

[EXEUNT.]

SCENE II.

The Madhavi Pavilion.

Enter KING *and* VASANTAKA.

Vasant. This is the Madhavi pavilion: may it please you, my lord, to rest thyself here. Let me go forward to watch for the welcome steps of thy beloved.

[*Goes forward.*]

King. [*Sitting down.*] Shall I then clasp her in these longing arms? O, delightful thought! But even in thin hour of sweet hope and joy, this heart is not unhaunted by fears. Should the Queen chance to discover all—O! I tremble at the very thought! What an alternation of joy and misery! The hert of the lover is as the beam of the scale: now high, now low: now hope exalts it: now despair depresses it!

Enter QUEEN *and* KANCHANMALA.

Queen. I can scarce credit it, Kanchanmala! I pray thee, tell me truly. Do the knave Vasantaka, and the baggage Susangatta, intend to introduce that Sagarika to the King in our own proper attire?

Kanchan. 'Fore God, madam, that is the simple truth!

Queen. Who could believe that Susangatta capable of such daring treachery!

Kanchan. O, thou know'st her not, sweet lady! There is cunning enough in that woman to overreach a score of—attorneys!

Queen. Ah, well! I've been sadly deceived in her, most sadly. But let us see how metters will end.

[*They go forward.*]

Vasant. [*Mistaking* KANCHANMALA *for* SUSANGATTA.] *Ah!* Susangatta, thou'rt welcome: but prithee, why com'st thou alone? Where is thy fair friend?

Kanchan. There.

[*Points to the Queen.*]

Vasant. [*Approaching the Queen.*] Aye, there she is! What a marvellous change. I could swear 'twas the Queen herself! 'Tis a miracle thou hast wrought friend Susangatta! Know, the King will reward thee with a most royal hand. Behold this precious jewel! He hath bestowed it on me as an earnest of favours yet to come.

[*Goes forward.*]

Queen. [*Aside to* KANCHANMALA.] Do I dream? Can this be true?

Kanchan. Doubt'st thou still, dear, dear lady?

Vasant. [*Approaching the King.*] My lord, I bring thee thy beloved. How wilt thou reward me?

King. O! good my friend, thou mak'st me thine for ever. Thou giv'st me my life back again; but welcome, thou fair maiden! This, indeed, is the sunniest hour of my existence! Lo! Thy face is fair and glorious as the full moon; thy hands soft and beautiful as the water-lily; and thine eyes shame even the lotus! O, I could gaze on thee for ever!

Vasant. Ha! ha! ha! 'Tis as dark as the sunless regions Below, my lord! How then can thine eyes see what thy tongue describes so rapturously?

King. Her radiant image Vasantaka, is pictured on my heart. 'Tis there I behold her by the golden light of love ! But, O, my beloved thou art welcome to this fond bosom !

Queen. [*Aside to* KANCHANMALA] My God ! How often hath this man breathed the fondest vows to me, and protested with passionate warmth that the world held not one-half so dear to him as myself ! And now—

Kanchan. Alas, my Queen, thou know'st not how wicked and vile men are !

Vasant. Come, fair Sagarika, speak to the King. His Majesty's poor ears are ever irritated by the harsh and jarring accents of the Queen. Soothe thou them with the soft melody of thy voice.

Queen. [*Aside to* KANCHANMALA.] What ! Do I then address the king in harsh and jarring accents, Kanchanmala ?

Kanchan. Why listn'st thou to that lying babbler, my gentle lady? Remember his words, and we shall make him rue the hour he gave them utterance !

Vasant. Why art thou so silent, my lord ? Methinks thou forgett'st even to breathe.

King. How beautiful ! Methinks I see the golden light of dawn on the orient hill !

Vasant. 'Tis the moon, my lord, mounting the heavens in unclouded splendour.

King. We want not the moon tonight, Vasantaka ! The face of my beloved is brighter than the moon; it dispels the clouds of sorrow that rest on my soul ; and my heart blooms joyously as the water-lily, and my ears long to drink the honied melody of the voice of my love. O, speak to me, sweetest lady!

Queen. [*Discovering herself.*] My lord, am I then Sagarika ? Does her image so fill your Grace's heart ? Hath her charms so bewitched your Grace's senses that, in all that stand before you, you see her and her only ?

King. [*Aside.*] Confusion ! 'Tis the Queen, and not Sagarika. [*To* VASANTAKA.] What hast thou done, thou blockhead ?

Vasant. What have I done ? I'faith, I've undone myself ! Think you, my lord, the Queen will ever pardon me and forget the language I've uttered? O, I'm lost !

King. My beloved, I've sinned grievously against thee. Can'st thou forgive me ?

Queen. Nay, my lord, 'tis I should crave your royal pardon, in that I've dared to interrupt you in this happy hour !

Vasant. My gentle lady, conscious guilt makes this tongue loath to utter aught save prayers for pardon. But I entreat thee to lend me thy gracious ear. The King hath offended thee—but 'tis his first offence. Forgive him, and I dare swear, he shall not sin again. Thou, royal lady, thou that are so good, so sweet—

Queen. So good, aye, and so sweet too ! Ha ! ha ! Do not my harsh and jarring accents ever irritate the ears of the King ?

King. Can'st thou forgive me ? [*Kneels.*]

Queen. Rise, my lord, I pray you—I seek not such homage. I

leave you to pursue your pleasures. Follow me, Kanchanmala.

[EXEUNT QUEEN *and* KANCHANMALA.]

Vasant. [*Aside.*] Thank God, the plague is gone. The woman fell upon us like a sudden tempest!

King. O, can'st thou not forgive me !

Vasant. Ha! ha! What mutter'st thou, my lord ? The Queen hath vanish'd in a storm. Lo ! thou criest in a wilderness, and no one heareth thee !

King. Ha ! Gone ; [*Rising.*] Hath she then left me in anger ?

Vasant. In anger ! Let us thank our stars that she did not slay us on the spot, and leave us behind the wrecks of what we were—food, my lord, for carrion crows !

King. Beshrew thy mirth ! Is this a time to jest ? [*Pauses.*] 'Tis a foul wrong I've done her, and she hath a proud, feeling heart. I tremble lest passion should arm it against its own peace. A fond heart can scarce brook such a cruel wrong ! Why smil'st thou, sirrah ? What know'st thou of love ?

Vasant. What do I know of love ? Have I not a comely and fond woman that calleth me her lord? Do I not at times vex her confiding soul by little amorous irregularities ? When I fall on my knees, my lord, what a sweet smile of forgiveness plays on her lips ! But let that pass. Think'st thou, my lord, the Queen will spare poor Sagarika ?

King. Alas ! I fear me, jealousy will fill her heart with bitter and wild wrath against the unhappy maiden !

[*They enter the pavilion*]

Enter SAGARIKA *at a distance, in the dress of the Queen.*

Sagar. I've escaped from the palace unseen ; but, alas ! whither shall I bend my steps ? My fatal secret has been cruelly revealed to the Queen, and is whisper'd about in the palace, and every one frowns on me. Ah, death is more welcome than disgrace ! Why shun'st thou me, O Death ? When the tumultuous waves of the sea overwhelmed my bark, why did'st thou not seal these eyes in eternal sleep, and hush for ever the beating of this unhappy heart ? Did Providence snatch me from the dark and surging waters of a stormy sea, to cast me in the midst of this darker sea of troubles ?

[*Weeps.*]

SONG.

O fie, O fie !

Weird Hope, deceiveth ever :
Sorrow follows joys that never
Bloom, but as they bloom the die !
O fie, O fie !
Love on earth is but a dreaming—
A meteor-star on the heart beaming—
A phantom, yea, a mockery !
O fie, O fie !
Lov'st thou, maiden ? Thou art wooing,
Bitter grief—thine own undoing :
Cease, ere thou hast learnt to sigh!

Vasant. Why art thou silent, my lord ? This is no time for idle regrets.

King. Thou say'st true, my friend !

Sagar. [*Still weeping.*] O, my beloved parents ! Ye that cherished my infancy with such fondness

ılas ! I sink in a sea of trouble.)o ye, too, abandon your hapless hild ? And thou, my friend, 'asabhuti ! and ye, my dear, dear ompanions! But the waves of the cean roll over ye—murmuring easeless dirges over your watery iers ! Alone ! Great God ! I am ll alone in this wide, wide world, o full of darkness to me ! O, thou :arth ! they call thee the mother f all ! Let me find repose on thy osom ! I can bear no more ! A ing's daughter,—and what is my ad condition ? I am a slave ! But hough a slave, I was happy ! But hy did cruel destiny lead my steps o the Feast of Madana ? Why did t teach me to covet that which ould never be mine ? Why did I aint that fatal picture ? Why—O, hy did I yield to the evil counsel f Susangatta ?But why complain? Thou alone, O Death ! art my reuge ! But how to seek thee ? *Pauses.*] Ha ! I see an Asoka ree. Its long spreading boughs nvite me.

[*Goes forward.*]

King. A truce to thought! I nust seek the Queen's apartments, ınd strive to soothe her wounded eelings !

Vasant. Hush, my lord, I hear he sound of coming feet.

King. Perchance 'tis the Queen. Ah ! methinks she relents and emembers how I abased myself ınd fell at her feet.

Vasant. Stay here, my lord, and et me go forward and see.

[*Goes forward.*]

Sagar. This is the Asoke tree. Ah ! and here I see a creeper that will help me to put an end to my niseries. [*Takes up the creeper and weeps.*] O, great God ! And was it for this that thou mad'st me a woman, and gav'st me a heart, whose longings I could not control! Alas ! What are my sins ? But, perchance, I offended thee grievously in a formar state of existence!, But hear me, Lord, before I die! O, send not this unhappy soul again among men, in the guise of a woman ; or—if thou will'st it so, give me not, O ! give me not a heart that spurns control ; or that may covet what it could not obtain ! This, Lord, this is my last prayer ! (*Twists the creeper round her neck.*) Alas ! My parents ! Where are ye ? O, can ye see how the child ye love perishes !

SONG.

In silence and sorrow,
  To drop and to pine,—
In Life's young morrow,
  'Tis thine, 'tis thine !
The hopes thou did'st cherish,
  Are wither'd and gone :
Like them must thou perish—
  And perish—alone !

Vasan. Here is a strange vision, my lord !

King. What say'st thou, sirrah ?

Vasant. I say if these eyes deceive me not, there is a woman about to hang herself under yonder Asoka tree.

King. Perchance it is the Queen, Vasantaka !

Vasant. The Queen, my lord ?

King. I pray thee, run thither and save her if thou can'st.

[VASANTAKA *goes forward.*]

Vasant. O horror,—alas ! 'tis the Queen herself ! My lord, my lord—

King. [*Rushing up and taking the creeper from* SAGARIKA.] My beloved, what meaneth this? Know'st thou not, that in destroying thyself, thou destroyest me also? O, fie! doth this become thee!

Sagar. [*Aside.*] 'Tis the King. Ah! thou fond heart, art thou so soon again reconciled to life? Is it no longer a sad burthen to thee? But let me die—'twere a happiness even to die in his presence! [*Aloud.*] I pray the King to unhand me. Death alone can save me from calumny and disgrace—and I am here to seek that death!

King. Ha! my Sagarika! Have I then saved thy precious life? Ah, why should'st thou die—thou, so young, so beautiful, so lov'd! Come hither, Vasantaka. This is not the Queen, but my sweet Sagarika! Ah, it rains, though there be no clouds!

Vasant. Yea, my lord! But pray God that a hurricane, in the likeness of the Queen, may not drive away the refreshing shower!

Re-enter QUEEN *and* KANCHANMALA *at a distance.*

Queen. I've done ill, Kanchanmala. My lord knelt him at my feet, and yet I minded him not. Let us seek him again. Ah! who knows what anguish my silly anger hath caused him? Let us seek him.

Kanchan. This anxiety, lady, is worthy of thy gentle heart! I follow my Queen [*They go forward.*]

Sagar. Unhand me, I pray you, my lord! Why should you offend the Queen for so unhappy a wretch as I. Let me die.

King. Nay, sweetest, till I cease to breathe, thou art mine!

Kanchan. Methinks I hear the voice of the King under the Asoka tree.

Queen. Let us conceal ourselves, and form an unseen audience for his Grace.

Kanchan. As the Queen commands. [*They conceal themselves.*]

Vasant. See'st thou not, fair Sagarika! the King loveth thee more than life itself! And I swear to thee that I shall ever be thy friend. What needs thou fear?

Queen. [*Aside to* KANCHANMALA.] Gramercy! Kanchanmala! Do you see that worthless baggage, Sagarika?

Kanchan. I do, my lady! What brazen impudence?

Sagar. Why does the King wish to deceive a poor maiden with false vows of love?

King. Call'st thou these false vows, beloved? Where then is truth to be found? I tell thee that, though I speak to the Queen in the language of love; press her to my bosom; kneel to her when offended; yet thou, thou alone possess'st my heart.

Queen. [*Coming forward.*] This is past endurance! Do you speak the truth, my lord?

King. [*Aside.*] Confusion! She is here again! [*Aloud.*] My beloved! thou can't not blame me. Her attire deceived me, and I came hither to fold thee in these arms!

Queen. Hast thou no shame, thou base deceiver?

King. I have not merited such cruel words. [*Kneels.*] But I crave forgiveness on my bended knees.

Queen. Rise, my lord! This hypocrisy will serve you no longer, or if you love kneeling, I commend

you to her who alone possesses that heart!

King. [*Aside.*] She has heard all. What more can I say? [*Aloud.*] I swear on mine honour I was deceived.

Vasant. 'Fore God, madam, His Majesty speaks the truth, for I swear—

Queen. Thou forswear'st thyself, thou base wretch! Thou art a precious Brahmin, O, a most precious Brahmin!

Vasant. I swear, most gracious Queen, we were deceived by her appearance. We thought thou wert about to act the part of hangman towards thine own august self! If thou belive me not, look at that creeper.

Queen. Here, Kanchanmala, bind me that knave with this creeper; yea, and this impudent baggage too.

Kanchan. As the Queen commands. [*Binds* VASANTAKA.]

Vasant. O! O! Have mercy, fair ladies, on this son of a poor Brahmin—yea, a very poor Brahmin!

Kanchan. Ha! ha! ha! How now, friend Vasantaka, where is the precious jewel, the earnest of favours yet to came? Ha! ha! ha!

Sagar. O, cruel fate! And did'st thou twice snatch me from the jaws of Death for this?

[KANCHANMALA *binds her.*]

What have I done to merit thy ill-will?

Kanchan. I obey my wronged mistress.

[EXEUNT QUEEN *and* KANCHANMALA, *leading* SAGARIKA *and* VASANTAKA.]

King. Such, indeed, is the reward of unholy passion! It neither looks before nor behind, but rushes on to destruction. I fear me, I have offended the Queen past all forgiveness. I know not how rescue the fair maiden whom my folly hath placed in so perilous a situation; or to help that poor fool Vasantaka! But let me seek the palace: I may yet save them. [EXIT.]

END OF ACT III.

ACT IV

SCENE I.

A Chamber in the Palace.
Enter KING.

King. Heighho! And yet I know not why I should sigh. The Queen at last relents, and there is peace betwixt us. Ah, 'tis a peace I've own with no light labour. I've sworn countless oaths: I've pray'd scores of times a day: and these knees have grown hard with kneeling! The very minions of the Queen were set against me, and 'twas no easy matter even to propitiate those saucy jades. But her own tears have at last quenched the flames of wrath in the Queen's breast! Howbeit, there is peace betwixt us, and yet—can I be happy? From the hour that these eyes first lighted upon her heavenly face, love hath shrin'd the beautiful Sagarika's image in this heart, as in a temple! Whither has she fled? And, alas! who is there to whom I can unfold the sorrows that burthen this bosom? My poor Vasantaka! The Queen's resentment keeps him immured in some secret cell. Heighho! The solitude of this chamber sorts well with the

melancholy complexion of my thoughts !

Enter VASANTAKA, *with a necklace in his hand.*

Vasant. The Queen's Majesty hath been graciously pleased to set me free from my bounds to-day, and I've well nigh forgotten my late sufferings, for I've been feasted right royally: I must now seek my good lord, the King. And yet—these melancholy tidings—how shall I bear them to him ? I fell as if my feet refuse to move forward. O, how cruel thou art, thou Queen ! [*Seeing the King.*] Ah ! there sits my noble friend. How sad he looks. Shall I accost him ? My noble lord !

King. Ha ! My Vasantake ! Hast thou then softened the obdurate heart of thy gaoler, and broken thy chains ? O, thou art thrice welcome, my friend ! But why look'st thou so sad ? Art thou in love with captivity, that thou sigh'st because thou art free? Speak.

Vasant. I grieve, my lord—

King. How now ? What meaneth so ominous a prelude? Wherefore dost thou grieve ? What news of my Sagarika ?

Vasant. Alas ! my lord, this tongue dare not frame the story of her sad fate.

King. Say'st thou of her sad fate! Does she then live no longer?

Vasant. Such, my lord, is the dismal report.

King. [*Weeping.*] Alas, my beloved ! The gentle flower of modesty ! The living temple of beauty ! Art thou then lost to me? Shall I then never again gaze on that face, fairer than the moon ; never again hear the melody of that voice, sweeter than honey ? O, my cruel soul ! Why linger'st thou here ? Hear'st thou not that the spirit of the glorious maiden, that, in the pride of youth, walked the earth like the Queen of Beauty, hath wing'd its flight far away ? The world grows dark to me.

[*Faints.*]

Vasant. Alas ! alas ! the King hath fainted. Help ! Help ! O, my lord, rise, I pray thee !

King. [*Recovering.*] Whither hast thou fled, my beloved ?

Vasant. I beseech your Grace to have patience. O, be of comfort, good my lord! Perchance, thy beloved, still lives. 'Tis reported abroad that the Queen hath banished her to Avanti.

King. There, Vasantaka ! There it is ! Think'st thou the Queen, in her fury, thath spared her life ? O, thou know'st not how jealousy stings the heart to madness ! Alas, thou cruel Queen !

Vasant. Hush, my lord ! These are words e'en Echo must not hear!

King. Thou say'st true. I cannot shed a tear, but I tremble lest I should betray myself ! Alas ! What misery is mine !

Vasant. My lord, this necklace belonge'd to Sagarika. I pray thee, preserve it as a relic of her. It will soothe thee in thy hours of sorrow.

King. [*Taking the necklace.*] Give it to me, Vasantaka ! O, let me press it to this sad heart ! Methinks 'tis unhappy, because it no longer encircles that lovely neck! O, I share thy voiceless grief, for like thee, I, too, have lost her!

Vasant. My lord, when Queen Sita was stolen away by Ravana,

'twas thus that Rama gave vent to grief! But the Poet tells us that the bereaved hero had lost his— senses too!

King. Compar'st thou me to him, at whose bidding the tumultuous waves of the sea bowed and were chained? And I, alas, even these tears that flow for my Sagarika, I cannot bid them cease! But tell me, friend, whence gott'st thou this lovely necklace?

Vasant. 'Twas given me by Susangatta as a gift from Sagarika.

King. Looking at the necklace attentively.] This necklace is of rare beauty—of exceeding rare beauty! Methinks thou wilt not find stones as precious and as beautiful as these in all my kingdom. How came Sagarika to possess so priceless a necklace?

Vasant. I know not, my lord! O, I remember me. I did once question Susangatta how her friend became mistress of so invaluable a necklace: but the cold reply was, that whenever pressed to gratify the longings of curiosity, Sagarika would only lift up her eyes towards Heaven, heave profound sighs and weep! Methinks, the maiden, my lord, comes of some high and royal house.

King. Well, wear thou this necklace, so that these eye may gaze on it, whenever thou com'st before me. Wert thou to entrust it to me sleepless jealousy would soon rob me of it.

Vasant. As thou wills't, my lord.

[Puts on the necklace.]

Enter Warder.

Ward. Vtctory to the King! The brave Verma prays admittance into the Presence Chamber. He is the bearer of glad tidings for my lord the King.

King. [Aside.] What tidings can gladden this heart, except they be of my beloved? [Aloud.] Let him be admitted.

[Warder goes out and returns with Verma.]

Ver. May victory ever sit on the banner of the King! The General Roumanna has conquered in battle the enemies of the King.

King. What! Is then the kingdom of Kausala mine?

Ver. Even so, my lord!

King. O, this is a happy day! [Aside.] And yet the news of the conquest of this kingdom falls but coldly on my ears! Methinks this heart is dead within me: and yet must I clothe my visage in the smiles of joy! [Aloud.] Tell me, brave Verma, how the battle was fought, and how won?

Ver. My noble lord, the warlike Captain burst into the enemy's country like a mountain torrent, and sat him down at the gate of the Capital.

King. What then?

Ver. Then the King of Kausala accepting the proud challenge, came forth in gallant array to combat your Grace's soldiers.

King. And then—

Vasant. O. horrible! Can'st thou listen to such tales of murder and blood-shed without trembling, my lord?

King. Tut, man, have I a cowardly soul like thine? But, I pray thee, proceed, my brave Verma!

Ver. Then, my lord, rose the din of battle, then flashed swords in the

light of the sun, and there burst forth, from among the clouds of combatants, rapid rolling stream of blood! The bravest Knights smote the earth, and then there rose a cry of wail from all round!

King. O, thy tongue cannot keep pace with the eager impatience of my heart! What then, my Verma?

Ver. 'Twas then my noble lord, that your Grace's brave Captain descended from his stately war-elephant, and singling the King of Kausala from among his splendid chivalry, severed his head with a tremendous blow of scimitar.

King. By the God of battles, 'twas bravely done, noble Roumanna! How fought the Lord of Kausala?

Ver. My lord, the King fought him like a lion, and when he fell he fell gloriously like a hero!

King. All praise to him, whose valour even his deadliest enemies love to praise! What then, my Verma?

Ver. My gracious lord! When the king was slain, the once splendid army vanished like mists: those that could not run crav'd mercy, and yielded themselves prisoners of war.

King. What else could they do?

Ver. Having set his brother over the prostrate kingdom, as your Grace's Lieutenant, the brave Captain now retraces his steps homeward, with his victorious army, and I've been sent forward to greet your Highness with the glad tidings, my liege!

Vasant. Ha! ha ha! Is then the kingdom of Kausala thine at last, my lord? O, joy!

King. Who waits there? Let Yogandharayana reward Verma for the glorious news he hath brought us from the army?

Ward. As the King commands.

As the Warder and Verma go out, enter Kanchanmala with a Magician.

Kanchan. My lord here is a magician from the kingdom of Her Majesty's father, and the Queen prays you, my lord, to witness his marvellous feats.

King. [Aside.] Alas! Is this a time for idle mirth! My poor heart yearns for its lost treasure! But the knave is the Queen's creature, and I must not receive him with disfavour. [Aloud.] I pray you, fair gentle-woman! Comand us to the Queen, and tell her we crave her graceful presence in this chamber, to share with us the sport she hath provided us.

Kanchan. The Queen, my lord, is here.

Enter Queen.

King. Ah, welcome, beloved!

[They sit down.]

Now, sir magician, show us thy art.

Mag. As the King commands.

[The Magician beats a little drum, chants mysterious verses, and various apparitions pass before the audience.]

King. This is truly marvellous. Can it be that those are the blessed gods brought hither by mighty enchantment?

Queen. As, my lord, this wonder-working man comes from my native land. Hath your grace ever seen the like of this?

King. Never!

Enter Warder.

Ward. Victory to the King! An old man hath accompained Vabhervya from Singhala, and seeks admission into the Presence Chamber.

King. From Singhala? Let him be introduced.

Ward. As the king commands. [Exit.]

Queen. [Seeing! Vasubhuti at distance.] I pray you, my lord, look there—that is Vasubhuti, Prime Minister of His Majesty, the King of Singhala, my noble uncle. Your Grace knoweth the reverend man. 'Tis meet he would be greeted with honourable distinction. Let the magician withdrawn for a while, we have much to question the Minister about.

King. As thou will'st, beloved! I pray you. Sir magician, bestow this place upon us a while, and rest thyself.

Mag. As the King commands. I've many wonders yet to show. [Exit.]

Enter Vasubhuti and Vabhervya, accompanied by the Warder.

Vasu. Health and happiness to your Grace!

King. Your Excellency is welcome! I pray you, be seated.

Vasant. Here is a seat for your Reverence! [Points to a seat.]

Vabher. I salute my King!

King. Ah, my good Vabhervya! Thou, too, art welcome. 'Tis many a day since I saw thee last.

Vabher. Duty called me away from thy presence, your Grace.

Queen. I pray your Excellency to tell me how fares His Majesty the good King, my uncle?

Vasu. [Looking up.] Alas! madam—

Queen. Why doth your Excellency sigh and look sad? I beseech you, tell me how fares my royal uncle?

King. Is the Lord of Singhala well? You weep, my lord! I entreat, I command you not to conceal from us the cause of your sorrow!

Vasu. Alas! alas! My memory shudders to recall the horrors I've seen! But I must not disobey your Grace. Perchance your Grace hath heard that my royal master had a daughter, a maiden as beautiful as she was gentle and virtuous—sweet, great King! as a dewy flower at early dawn! 'Twas prophesied of her, that whoe'er should wed the royal maid, should subdue all the kingdoms of the earth. Your Grace's Minister, the venerable Yogandharayana having heard of this from some seer, sent an embassy to my royal master, to demand the fair hand of the Princess on your Grace's behalf, but at first, the King would lend no favourable ear to the proposal, for he feared 'twould offend his dear and royal niece, your Grace's august consort.

King. [Aside.] 'Tis strange Yogandharayana should do all this without my privity! [Aloud.] Proceed, I pray you, my lord.

Vasu. But your Grace's Minister, anxious to remove the scruples of my royal master, caused it to be reported to him, that the good Queen had perished in the flames of a burning palace. The melancholy tidings grieved the Lord of Singhala, and he bewailed the fate

of his royal niece with becoming sorrow. 'Twas then that he ordered me to convey the royal maiden to your Grace's court, and to wed her to your Grace as another precious pledge of amity and good will towards your Grace's royal house and kingdom.

King. And then—

Vasu. In an hour we deemed auspicious, the Princes bade adieu to her fatherland, and embarked for your Grace's kingdom, with a splendid and numerous retinue, and I joined the merry bridal band at the bidding of my lord, the King.

King. Proceed, I pray you, my lord !

Vasu. The majestic ship flew, over the pathless waste of waters merrily, and from afar we beheld the lofty mountains of your Grace's kingdom like dark clouds slumbering on the bosom of the sky. But suddenly the Heavens grew black, and the wind came rushing like an angry spirit, lashing the waves to fury, and alas !—overwhelming the fated bark.

Queen. Oh ! great God ! And did the cruel ocean swallow the good ship with its precious freight ? O horror ! [Weeping.] Alas ! my fair cousin, I mourn thy untimely end, thou blossom of beauty !

King. Alas ! 'Tis a melancholy tale. But how did your Excellency escape the hungry waves ?

Vasu. Vabhervya—the companion of my misfortune—and myself floated on the dark surging waters, till we were cast on a lonely island, from which your Grace's valiant Captain, Roumanna, in his march to Kausala rescued us. But, alas ! why have I escaped the horrors of so cruel a death ? O, it would have been a thousand times better for me if I had perished with the rest ! How shall I return to my native land ? How bear this heart-rending tiding to my bereaved King ?

[Weeps.]

Queen. [Weeping.] I thank God that your Excellency hath escaped, but, alas ! my helpless cousin. O, cruel Fate, could'st thou not spare her.

King. Alas, my beloved, thy tears flow in vain ! Who can resist what Fate ordains ? Look at his Excellency, the venerable Minister of thy royal uncle : the waves that now murmur over the graves of his companions, bore him in safety to an island, as if they were his minions. They bowed to a Will more potent than man's !

[From behind the stage.] Water ! water ! Bring water ! the palace is on fire !

King. How now ? What tumult is that—

[From behind the stage.] The palace is on fire ! O, 'tis a terrific fire ! How fiercely it burns ! O horror ! Our sweet Queen will perish in the flames.

King. Gracious God ! My lords and gentlemen, follow me to the rescue of the Queen—Her Majesty. [Seeing the Queen.] My own sweet love ! O, art thou by my side ?

Queen. [Wildly.] Help ! help ! O, help, my lord !

King. Fear not, my gentle one, lo ! I'm with thee !

Queen. Alas ! 'Tis not for myself I plead. The unhappy maiden Sagarika is confined in my Oratory ! Alas !—

King. Fear not, I go to save her.
[Offers to go.]

Queen. O, my lord, plunge not the midst of the flames !

Vasant. [Laying hold of the King.] Nay, my lord, that were madness.

King. Unhand me, fellow ! Must she perish in the flames ? She, whose life is dearer to me than mine own ? A plague upon thy impudence !

[Pushes him off and runs out.]
All. My lord ! My lord !
[All follows the king.]

Scene II.

The Queen's Oratory.

Sagarika discovered manacled.

Sagar. Gracious God ! How friendly the flames rage around ! Have the gods then sent them to release me from this my prison, and to medicine me to forget the sorrows of my heart ? I welcome them, for I eare not a jot for life ! Ah, how the flames approach with rapid steps, as if eager to devour me ! But will Death, that shunned me on the dark ocean, and whom I woo'd in vain under the Asoka tree, in the garden, clasp me now in its embrace ! Let me then fix my thoughts on him, the sweet lord of my soul, and die.

Enter King.

King. [Embracing Sagarika.] Fear not, fear not, sweet lady ! Here is help. I've rushed through the fiery deluge to thy rescue.

Sagar. [Aside.] Do I dream ? Is this the sweet lord of my bosom now standing before me ? Or is it fancy that cheats my senses ? No ! It is he ! Alas ! my lord, why is your Grace here ? I do beseech you; sire, leave me to my fate, and, O, save your precious self !

King. Nay, gentle maiden ! If thou perish'st, I perish with thee !

Sagar. Leave me, I do entreat you sire, to perish in the flames-'tis death alone can—

King. [Looking around.] How now ? the fire no longer burns ! Was it the creation of enchantment ?

Enter Queen, Vabhervya,
Vashubhuti, Vasantaka,
Kanchanmala and Susangatta

All. Where, where is the fire ?

King. [Releasing Sagarika from his embrace.] Aye where ? Do we dream ? Are we mad ? or was it a delusion.

Vasant. My lord ! Methink 'twas that rogue of a magician produced this delusive fire.

King. Thou says't true. [To the Queen.] Here madam, is your Sagarika.

Queen. Mine indeed ! I thank your Grace.

Vasu. [Aside to Vabhervya.]. I pray you, my good friend, look at that maiden. Is not she Ratnavali, our sweet princess ?

Vabher. The resemblance is most marvellous. The King's Grace will, perchance, remove your Excellency's doubts.

Vasu. I pray your Grace, sire, to tell me who this fair maiden is ?

King. 'Tis more than I can do, my venerable friend ! Your Excellency must address yourself to the Queen.

Vasu. If it be known to your Grace, madam, who this fair maiden is, I pray you to favour me with the recital of her story.

Queen. She was presented to me by the minister Yogandharayana as a friendless stranger who had been shipwrecked and cast by the waves on our shores. That is why I call her "Sagarika." I know no more.

Vasu. Shipwrecked and cast on these shores! [pausing and looking at Vasantaka.] My good friend! I pray you, tell me whence gott'st thou the precious necklace thou weart'st?

Vasant, 'Tis hers, may it please your reverence.

[Points to Sagarika.]

Vasu. I need no better proof. She is, indeed, the sweet child for whom I have wept since that fatal day! [Approaching Sagarika.] My Ratnavali! O, my beloved child! I never thought these eyes should behold thee again!

Sagar. [With astonishment.] What! Is this the minister of my dear father? Alas! You see me in a wretched condition! Was I born to suffer all this misery! And how is it my parents have never thought of me! O, my parents!

[Faints.]

Queen. I pray you, lord Ambassador, is this then my royal cousin, Ratnavali?

Vasu. Yea, madam! This is the Princess, your Grace's cousin, and 'twas her we lost in the pathless wilderness of the sea.

Queen. [Approaching Sagarika and touching her.] My Ratnavali, behold in this thy cruel persecutor a repentant and loving cousin. Alas! I knew thee not, my more than cousin, mine own sweet sister!

Kidg. Is this maiden the daughter of the puissant King, my noble ally and friend, Vicramavahu?

Vabher. May it please your Grace, this is the Princess whose fair hand your Grace's Minister sought on your behalf.

Vasant. Said I not she came of some Royal House?

Vasu. Rise, my charming Princess, and embrace the Queen—thine august cousin? Her Grace greets thee with loving courtesy.

Sagar. [Recovering.] My soul shrinks from the very thought of encountering the Queen. O, I've done her a foul wrong and yet—

Queen. [To the King.] Alas! My lord, I've treated her with wanton cruelty, but 'tis the Minister hath wrought me this shame by his silence, I pray your Grace to remove those manacles—they rebuke me.

King. I hasten to obey thee.

[Takes off the chain.]

Enter Yogandharayana at a little distance.

Yogan. [Aside.] The pride of the mighty King of Kausala hath been laid low, and his wide and rich provinces are ours: but why should not all this be when the fair Ratnavali dwells under this roof? The maiden shares the privacy of the Queen. But now that the venerable Vasubhuti hath arrived, this very day must she be espoused by the King with due splendour and rejoicing. And in wedding her, our Monarch must wear the crown of a glorious and mighty Emperor. I've toiled, and toiled for the weal of this realm. and yet I tremble as I approach its Soverign? But I am a servant, and 'tis the Majesty of

powers that awes me. [Drawing near.] Health and happiness to my royal liege !

King. Ah, my sage friend ! And so thou hast presented this fair lady to the Queen without breathing a syllable to me.

Yogan. My gracious lord, I crave your Grace's pardon. But your Grace hath heard the story of this royal maiden, and thereon I build my hopes of forgivness. I waited but for the arrival of the venerable Vasubhuti.

King. 'Twas then at thy bidding that the magician kindled that delusive fire.

Yogan. Yea, my lord. I knew the royal maiden was a captive in the Queen's Oratory, and I invited the art of magic to bring you all together.

King. I forgive thee freely, my good and venerable friend. [To the Queen.] And now, madam, here is your royal cousin. What would you with her ?

Queen. Your Grace should be brief and plain ; and say—"I pray you, give her to me."

Vasant. Her Grace sayeth well. Why let thy tongue belie thy heart, my lord ?

Queen. Come hither, my fair coz ! Aias ! thou look'st sad ! I've caused thee much woe. But be happy now and for evermore. [Adorns Sagarika with her own jewels.] [To the King.] Accept this precious gift from me, my lord.

King. I take her as a gift from thee, my beloved, and I shall ever value her for thy sake.

[Takes Sagarika's hand.]

Queen. For my sake then be it, my lord ! But I pray you, to treat her tenderly. She's a stranger in this realm.

Vasant. [Aside.] Ha ! ha ! Your prayer, madam. is superfluous !

Vasu. Those gracious words, royal lady. become your Grace well !

King. Is not she, beloved thy cousin ? Can I cease to love her ?

Vasant. Come, let us feast right merrily ; for this is, indeed, a happy day for our lord the King ! The kingdom of Kausala is his, and he embraces his beloved Ratnavali, and with her he becomes the Sovereign of the earth. O happy day !

[Capers about.]

King. My happiness is indeed complete.

Yogan. What more can I do to pleasure the King ?

King. What more, my good and venerable friend ! And now my prayer to God is—that the Earth may be bathed with refreshing showers, that my subjects may enjoy unalloyed happiness, and that wickedness and sin may be rooted out of my kingdom !

[Exeunt.]

End of Act IV.

EPILOGUE

Enter Actress

Actress. If our poor efforts, gentles, have to-night
Yielded this noble audience some delight,
Won but a single smile, a single nod
Of kind approval, then, fair sirs, we've trod
This stage not all in vain ! Our task is done :
The meed ambition sigh'd for we have own !
We seek no higher praise, we sought it not,
Then let our imperfections by forgot !
Good night ! And joy be with you—each and all—
And may we often meet in this bright hall !

[Exit.]

The End

SERMISTA

A DRAMA IN FIVE ACTS, TRANSLATED FROM THE BENGALI

BY

THE AUTHOR

MICHAEL M. S. DUTT

cin. I'm Cinna—the Poet.
cit. Tear him for his bad verses

JULLUS CAESAR

CALCUTTA:

I. C. Bose & Co. Printers and Publishers
Stanhope Press, 185, Bowbazar Road

1859

TO THE RAJAHS'

PERTAUB CHUNDER SINGH

AND

ISSUR CHUNDER SINGH BAHADURS

THIS TRANSLATION

IS

MOST RESPECTFULLY DEDICATED

BY

THEIR OBEDIENT AND HUMBLE SERVANT

MICHAEL MADHUSUDANA DUTTA

ADVERTISEMENT

The work—of which the following pages contain a translation—is the first attempt—in the Bengali language to produce a classical and regular Drama. The story of Sermista will be found in the First Book of the Mahabharata—almost immediately after that of 'Sakuntala'—rendered so famous by the splendid genius of Kalidasa.

Sermista is to be acted at the elegant Private Theatre attached to the Belgachia Villa of the Rajas of Paikpara should the Drama even again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen—the earliest friends of our rising national Theatre

In preparing this translation of my own play, I hope, I have not failed to interpret m own thoughts with sufficient exactilude to give European readers a clear idea of the original The rose—in pretty Persian Fable—scented the piece of clay that had associated with it : if the mighty spirits of the West and the East, to whom the author of Sermista has dedicated the best years of his youth, have not done anything for him, he is a most unfortunate man, and deserves the reader's pity !

Calcutta, 1859. M. M. S. D.

SERMISTA

DRAMATIS PERSONAE

MEN

Yayati (King of India). Madhavya (Vidushaka or companion of the King) Manaster. Sucracharya (The Arch-priest of the Asuras or Titans). Kapila (His Disciple). Vakasura (An Asura or Titan chief). Another Asura. A Bramin. Warder of the Palace.

WOMEN

Devayani (Daughter to Sucracharya—afterwards Queen to Yayati) Purnika (Her Companion). Sermista (Daughter to King of the Asuras). Devika (Her: Companion). (A Female Musician). A :Maid Servant. Courtiers—Citizens—Dancing-Women—Musicians Etc.

Scene in the First ACT, the :Valley of the Himalaya and the Retreat or Monastery of the Sage Sucracharya ; in the Second and the Succeeding ACTS,—Pratisthana—the chief City of the Kings of the Lunar Dynasty.

ACT 1.

Scene I.

The valley of the Himalaya—The city of gods at a distance
An Asura Discovered in full Armour. (a)

Asur. Here, in this wild mountain solitude, do I wander night and day. Whene'er I see yond' dim and distant city pouring forth its armed legions, away I fly on the wings of the wind and bear the tidings to my gracious sovereign—for such is his mighty will. [Paces up and down.] In this lone and vast valley, a thousand birds people the air with the softest melody and myriads of sweet flowers bloom and smile around me. Anon, the perfume of the unfading parijata (b) from those celestial groves, steals o'er my senses and the dying echoes of the glorious songs of the Apsaras (c) all on my ravished ears ! I hear the deofening roar of the lion ; the thunder growl of the tiger ; and the hoarse and angry voice of the mountain-torrent ceaselessly struggling to leap down its cloud-cradle How beautiful ! There are sights and sounds here that woo my soul to forget the sorrows of absence from home and friends and they do not woo in vain. (Paces up and down.) Ha ? Do I hear the sounds of coming feet ? 'Tis hard to say whether 'tis a friend or foeman that approaches me : howbeit, 'tis thus I prepare me to welcome him (Draws his sword.) Methinks the firm-seated earth trembles at the tread of this stalwart and crested warrior !

Enter Vakasura

Who goes there ?

Vak. May victory ever sit on the banner of the lord of the Asuras ! I am one of his Majesty's liege-men,

Asur. Ah ! my lord Vakasura ? Good time of day unto your Excellency !

Vak. Good morrow ! How fares it with thee, honest soldier ?

Asur, Excellent well, an't please your Valour. Your Excellency is welcome to this wilderness ! I pray you, what news, my lord ?

Vak. Ah ! My brave comrade, we've just escaped absolute destruction !

Asur. How, my Lord ?

Vak. The sage Sucra (d) was about to abandon us and ours for ever !

Asur. May the God we worship forbid so dire a calamity ! But I pray you, wherefore, my lord ?

Vak. Our sweet Princess Sermista in some girlish quarrel, threw Devayani, the sage's daughter, into a pit. When this reached the ears of the priest, he grew fiery hot with rage ! I tell thee, brave Asura, 'twas a miracle the flame, thus kindled, did not consume us and ours to ashes !

Asur. True, my lord. But this is strange ! 'Tis reported abroad that the sage's fair daughter is as dear to our sweet Princess as her own life !

Vak. Ah, well : But they're both young and both beautiful, and youth and beauty make women heedless !

Asur. I pray you, proceed, my lord !

Vak. The indignant sage rushed into the audience-chamber unushered and exclaimed in a voice of thunder : From this day forth let destruction mark thee for her own. I abandon thee and thine, thow hapless king ! The gloomy frown and the ominous words of the sage paled the boldest brows and deep and sudden silenee came into that royal hall !

Asur. And then, my lord ?

Vak, Our gracious sovereign spoke with humble and troubled accents and said : How have I sinned before thee, father, that thou shouldst so cruelly destroy me and mine—thou, that art our sole refuge, our only preserver ?

Asur. What said the sage to this, my lord ?

Vak. He said—thou, king, art the mighty lord of myriads of warlike Asuras, and dreaded foes even of the immortal gods themselves : and I—I'm but a poor Brahmin How can I be thy refuge, thy preserver ?

Asur. Anger, I see, had made his reverence both bitter as well as satirical ! Proceed, I pray you, my lord !

Vak, Our royal lord threw himself at the feet of the Priest and piteously besought him to explain the cause of his displeasure The sage raised the king from the ground, and when he had ended the tale of the wrong done to his daughter, Sternly demanded that our sweet Sermista should serve Devayani as her—slave !

Asur. Ha ? and then my lord ?

Vak. The illustrious lord of the Asuras looked at the sage like a man who had heard the awful voice of doom ! O, what unuttered

gony writhed his royal brow ! But
ıis seemed to re-kindle the fier-
əst flame of anger in the sage's
eart and he exclaimed : Let me
egone, and perish thou with thy
'icked and arrogant daughter !

Asur. Merciful God !—and then,
ıy lord ?

Vak. The minister rose and
ıid to his Majesty : When a mer-
ıant, noble Sovereign, sails on the
ıthless Deep with his argosie
der with priceless gems and gold
ıd silver, if the skies grow black
ith clouds and the wild tempest
ıirit comes rushing on, lashing
ıe waters to fury, does he not,
at merchant, cast to the roaring
aves his priceless gems, his gold,
s silver, to escape with life ?

Asur. What said his Majesty,
y lord ?

Vak. Our noble lord comman-
d the sweet Princess to be
ought to him and having ac-
ainted her with the stern and
ıel wish of the sage, said to her
My child, save the proud race
the Asuras from destruction !

Asur. Alas ! What said the
eet lady to this, my lord ?

Vak. [Sighing] Ah, my brave
nrade, when the royal maiden
ne to the audience-chamber, her
ıntenance, beamed like the
:umnal moon ; but when she
ırd the cruel words of the sage,
: grew pale as does that autum-
. Moon when dark-browed
uds come rushing on to veil its
əndor ! O Great God ! What
ınge destiny is hers ! When the
nces withdrew from the royal
sence with the sage, our noble
narch wept aloud ! I tell thee,
ow soldier, it breaks my heart
when I recall to mind the word of
hopeless sorrow that fell from his
majesty's lips !

Asur. Alas ! Alas ! But who can
resist Destiny ? I pray you, my
lord, has the sage then forgotten
his anger ?

Vak. Why should he not ?

Asur. We have indeed escaped
absolute perdition. If the deadly
foes of our race that dwell in
yond city, had heard of this, how
would they have rejoiced !

Vak. True, but think you, brave
Asura, the gods know nought of
this ?

Asur. 'Tis hard to say, my lord.
Their messengers are swifter than
swift-winged thought, than swift-
footed lightning ; and nothing can
escape them, or in heaven or in
earth, or in the realms below.

Vak. See, profound repose
seems to brood o'er yond' city.

Asur. Know you not, noble
warrior, that all nature is lulled in-
to silence before the storm bursts
forth in its tameless fury ? But let
that pass. Pray you, my lord,
where dwells the Princess now ?

Vak. (Sighing) In the solemn
retreat of the sage with his
daughter. Alas ! her absence
makes the city of the Asuras a
dark, a waste howling wilderness !
I tell thee, brave friend, when I
recall to mind the grief of the
Queen, the despair of the king, my
heart aches, and my feet refuse to
retrace my steps homeward ! (Be-
hind the stage, trumpets, shouts.
and the clash of arms.)

Asur. There, my lord, I pray,
you, hark ! How fearful !

Vak. How now ? Think you the

wicked host rise to invade the land of the Asuras?

Behind. Arm, arm, ye sons of Immortality and slay the accursed race of the Asuras. O slay them!

Asur. Ha! Is the end of all things come that the fountains of the Mighty Deep are being burst open? How fearful!

Vak. Come, my brave comrade, let us back to our friends. O, it warms my heart to hear that twang of a hostile bow! By my faith, there is glorious music in't!

[Exeunt.]

Scene II

The retreat of the sage Sucracharya.

Enter Devika.

Devi. The Lord of day is sinking behind the western mountains. See, the feather'd tenants of this calm Retreat are winging back their way to their pendent homes, and filling the air with joyous melody: the queenly lotus, now that her bright-eyed lover (e) has pressed on her soft brow his golden kiss of farewell, is veiling her beauty in sadness: the chakravaka (f) and its bride sit in silent sorrow on yond' leafy branch with their eyes fixed on each other, for the dark hour of separation in nigh at hand: the holy sages are busy, each in his cell, preparing for the solemn evening sacrifice: the full-uddered kine are seeking their young ones with tended impatience. The shades of evening are fast closing around, and yet—where is the Princess? (Sighs) Is not all this a dream—a hideous dream? O, can it be that the fairest of royal maidens should wear the vile chains of slavery? Where, alas! is the soft bloom of beauty that erst sat on her gentle brow? Where the beams of gladness that shone in those eyes once brighter than the gazelle's? Alas!—all faded and gone! And why should it not be so? (sighs and looks around.) Ah! there I see my poor friend. With what weary steps does she walk!

Enter Sermista

My Princess! Why so late this eve?

Serm. My sweet maiden! Know'st thou not that I am now a slave and have no will of my own?

Devi. My Princess! Your sad words break my heart! Alas! thou flower of beauty, thou gentlest of Earth's daughters! How cruel is thy destiny! (weeps.)

Serm. Prithee, why dost thou weep?

Devi. My Princess! even the cold heart of a stone would melt at the tale of your sufferings!

Serm. What sufferings, thou silly maiden?

Devi, The Moon, in the fulness of her splendor, has been hurl'd headlong from her starry throne to the vile earth: the daughter of a mighty king is doom'd to toil as a slave! O great God! What strange sport is this! (weeps.)

Serm. Nay, my gentle one, tho' I am a slave, yet who can rob me of my precious royalty? Prithee look at me now. This grassy bank is my emerald throne! (sits down on a bank.) This stately tree with its hundred leafy arms, spreads over me the canopy of state

Behold the fair Kumudini (g) blooming in yound' crystal pool—she is my hand-maiden ! Hark to the soft music of the bee as he gathers honey from the golden cup of each nigh-blossom—he is my musician ! See. the sweet South is fanning my royal brow and soothing my senses with perfumes stolen from a hundred blushing flowers and lo ! The glorious Moon herself and her attendant stars are shining above me like golden cressets ! And gay Fancy is the Mistress of Revels to my sublime Majesty ! My good mai den, does thou call me unhappy—me, who possess such vast, such varied sources of enjoyment !

Devi. (Smiling.) My sweet Princess ! Is this a time to jest ?

Serm. Call'st thou this jesting, maiden ? Know'st thou not that true happiness has its birth in the depth of the heart ? Why should I seek it from things external ? If thou woo'st the lute wherein the sweet spirit of Melody dwells enshrined, 'twill soothe thy ears with its soft, sad voice in the palace-chamber is in the peasants' lowly cot—it can know no change !

Devi. O how cruel art thou, thou cursed Destiny !

Serm. O fie ! Why dost thou blame Destiny ? I If I were to place before a man sweetest food —food worthy of the gods themselves and if that man were to mix it with poison and eat it and then sicken and die, would'st thou call me the author of that man's woes ?

Dhvi. My Princess, how could I ?

Serm. Then, why call'st thou Destiny cruel ? Oho tempted me to quarrel with Devayani ? Mine own unruly passions ! See, my father is the lord of the vast race of Asuras, the splendor of his royalty is like that of the meridian sun ; even the immortal gods termble at the might of his arm ! I am his only child and yet I am a—slave ! Have I not myself wantonly woo'd calamity to darken my path ? Have I not like a bedlamite mixed worm-wood and gall with the honied draught Destiny gave me to drink ? How can'st thou curse Destlny ? How can'st thou eall her cruel ?

Devi. My Princess ! Your words fall on my ears as if they came from the divine lips of the goddess of Eloquence herself, and they soothe my fevered heart like balm ! O great God ! how can'st thou suffer so sweet a lady to be so cruelly entreated ! (weeps.)

Serm. My gentle friend ! Thou weep'st in vain.

Devi. My sweet Princess ! Must you then live and die a slave ?

Serm. Can a captive break open the thick-ribbed portals of his dungeon at his own will ? Of what profit is it then to him to let impatience gnaw and eat into his heart ? (solemnly) O, who can burst asunder the atrong-corded net which'Misfortune has woven round me but the gracious father of us all !

Devi, (With astonishment.) My Princess ! Has the calm Spirit of Resignation templed herseld on your lotus-heart that the turbulent waves of passion have sunk to peaceful rest ? How strange ! You speak like an aged recluse; who

has well-nigh sigh'd away existence in penance and prayer in some solitude, with pensive contemplation of her companion! O great God! Dost thou fling the precious parijat to the lonely desert untrod by mortal feet! Alas! dost thou create the brightest of gems to bury them beneath the unfathom'd waters of the vasty Deep? (weeps.)

Serm. Come, sweet Play-fellow, let us now seek our cells; for see, like the Kumudini, which is the lover of the Moon, Devayani is coming hitherward with her friend Purnika. Thou, sweet, ever call'st me thy Lotus, Now, if I be thy Lotus, ought I to bloom here at this dark hour? Has not my radiant love sunk behind the western hill! (h) 'This meet that I should mourn his absence, in silent sorrow. Prithee, let us to our cells.

Devi. My Princess! How can you call that haughty Bramin's daughter—Kumudini? In my poor opinion, you are the full Moon and she—wicked Rahu! O, that I had Discus of Vishnu—I would slay her on the spot! (i)

Serm. (smiling) O. fie! Art thou mad? It is her father's might that shields our fathers from that terrible Discus! Come, let us seek our cells.

[Exeunt.]

Enter Devayani and Purnika

Deva. (Looking up.) O, how beautiful! Prithee; look at the radiant assembly above! Methinks, 'tis the bridal of the Earth, and the glorious host of stars and the bright Moon have met together—each eager to woo and win her And look around thee, sweet! See what dewy flowers are blooming to-night as if to garland the blushing bride! (sighs,)

Pur. Does this glorious sight teach thee to sigh? Does the splendor of the Lord of Rohini (j) sadden thy heart? O, fie! I know not how it is, but since the day of any quarrel with the Princess Sermista, a strange change has come over thee. Thou hast grown silent and sad like one who dares not trust her tougue with the thoughts that lie deep in her heart! I pray thee, sweet friend, unbosom thyself to me! 'Twere unkind of thee to conceal thy thoughts from me!

Deva. Nay, chide me not, my gentle Purnika! I have oft-times longed to unlock my heart to thee, but—(hesitates.)

Pur. Prithee, tell me thy tale, for I do long to hear it, dear!

Deva. Hear it then—when I was flung into that dark and dismal pit, my heart misgave me and I fainted through fear. When my senses returned, the same profound darkness still clung round me and I wept aloud, and there was no one save Echo to hear my cries and she heard them only to mock! I know not how long I wept. A sweet voice fell on mine ears and it said, Who are thou that weep'st in this lonesome and gloomy pit? I replied, I know not who thou art, but save me or I perish. On this some one descended to the bottom of the pit and lifted me up as an elephant in sport takes up a flower! Once more I beheld the light of the sun! There was my Preserver standing before me. O what manly beauty shone on his brow and shed

a halo of glory round him! (sighs.)

Pur. How strange! And then—

Deva. He said, Art thou, fair lady! of divine or of mortal birth! Was it the curse of some offended deity that had buried such unearthly beauty in that dark pit? I replied' Sir, I am the daughter of Sucracharya—my name Devayani. On this he said, Lady, I know your father well; all mankind reverence him! I pray you convey my salutations to him, I am Yayati of the Lunar Race! And then we parted! My sweet friend! When some god, won by the ardour of his votary's devotion, suddenly stands before the kneeling worshipper, and having granted the wishes of his soul, melts into air, as that votary, unconscious of the disappearance of the divine object of his adoration, dreams that he still listens to the heavenly melody of the god's voice; that he still sees before him that from of etherial light, e'en so did I! I closed mine eyes and there rose before me the image of my deliverer like a vision of glory! Ever since that hour has that radiant image dwelt in my heart! Alas! shall I ever again hear the music of that voice, ever again behold that brow whereon Majesty sits as on her throne! —O' that I were dead! (weeps.)

Pur. This indeed, is a marvellous tale! Prithee, why dost thou conceal the thoughts of thy bosom from our reverend father?

Deva. O, fie! Is this a tale meet for his ears? King Yayati springs from the Warrior Caste and I am a Bramin's Daughter. k

Pur. True, holy maiden! But look at that sweet budding flow'r. Were it to open its golden arms and take to its soft bosom the faithless worm, how soon would that traitor guest eat into its gentle heart and rob it of its beauty and life! Such is love when the innocent maid conceals it in her breast! 'Twere better that this, the story of thy love, should reach the Sage's ears.

Deva. O, fie! art thou mad? 'Twere far better that I should die first!

Pur. Look there! Fortune is leading the Sage hitherward. I look upon this as a propitious omen.

Deva. (As if frightened.) O, have pity upon me, sweet Purnika, I beseech thee!—

Pur. Can the blind see which is the best path-way?

Deva. (As if frightened.) O, have mercy upon me! Thou know'st how irascible our father is! Great God! Dost thou wish to offer me as a sacrifice to the all-consuming fire of his deadly wrath?

Pur. I am not thy enemy, dear! Prithee, leave me now and I shall plead for thee to our reverend father!

Deva. Farewell, perchance we shall never meet again! He is sure to slay me in his wrath.

[Exit.]

Enter Sucracharya.

Pur. Father! My dear friend hath at last unfolded the thought of her heart to me!

Suc. Eh? What say'st thou, child?

Pur. Father, what your reverence thought, is true?

Suc. What is there that the eye of devotion cannot see ? Prithee, child Purnika ! How named she the youth she loves ?

Pur. Father, his name is Yayati.

Suc. Ha ! Ha ! 'Twas to adorn the bosom of Vishnu that the blue depths of ocean yielded up the glorious gem Kaustva ! l This Yayati, my child, is the brightest ornament of the mighty Lunar Race. m Tho' of the Warrior Caste, he is well worthy of the fair hand of my gentle daughter—for his profound knowledge of the Vedas, the might of his arm and his deep piety have won him the reverence of gods and men ! Prithee, child, tell thy friend to be of good cheer, for I shall soon send my learned disciple Kapila to the royal sage n and invite him to come hither and receive her in marriage.

Pur. I humbly thank you, father, and crave leave to retire.

Suc. Good night, child, and may'st thou be happy !

[Exit Purnika]

I've ever wished to bestow my daughter on a worthy husband, and Destiny seems at length inclined to gratify me. A daughter, wedded to a good man, is ne'er a source of sorrow to her parents.

[Exit.]

End Of Act I.

ACT II.

Scene I.

The city—Pratis.hana—a Street. a
Enter two Citizens

First Cit. I pray you, sir, does your worship credit it ?

Second Cit. Credit it ? I tell thee, 'tis past all doubt ! The King's grace (God bless him !) has wellnigh taken levae of his royal-senses !

First Cit. Alas ! Sir, is the glory of this renowed Lunar dynasty to set at last so darkly ?

Second Cit. Tush ! Does the envious Eclipse-Spirit o'er shadow the splendor of the Lord of Night —the radiant founder of this mighty House—for e'er ? b Like that wicked Son of Darkness will this misfortune soon pass away.

First Cit. God grant that it may ! We, Sir, live and grow under the mighty protection of this illustrious race, as the timid plant and the modest creeper live and grow under the shade and at the feet of some widespreading and majestic tree. If the fiery thunderbolt should descend on the stately head of that tree, the poor plant and the helpless creeper must all perish with it.

Second Cit. Prithee, cast such dismal thoughts to the winds.

First Cit. Would to God we could, sir ! Alas ! will the teeming mother Earth bear golden crops if the bright brow of her spouse, the Sun, be ever veiled by darksome clouds ? When the man, whose image she adores in her sweet lotus-heart, looks coldly on the Daughter of Beauty, does not the bloom forsake her soft cheeks, the dewy light fade from her beaming eyes ? This wide kingdom, Sir,—

Second Cit. Prithee, cease. I tell thee, his gracious Majesty is only in—love ! Some black-eyed damsel —the saucy, disloyal thief !—has made free with the royal heart !

But be not thou cast down, most noble youth ! Love, sir like drink, tyrannizes o'er its votary's heart and brains ; but like drink, love enjoys but a short-lived reign o'er us. Let the drunken sot lay his heavy head on the matronly lap of sleep, and he will rise a different man ; and Time will soon allay the heart of the lover's fever.

First Cit. Is it possible, sir that the king's royal grace should—

Second Cit. Should fall in love ? Ha ! Ha ! Thou'rt as innocent as a sucking infant ! I tell thee, this vast and populous world is the well-stocked hunting-ground of that Prince of unwearied hunter—Kama. c His flow'ry arrows are ever winging their way into the soft hearts of us, men and women ! 'Twere on easy matter to elude him. The King's grace went to hunt in the land of Asuras. There are, in that mysterious land, fair weirds that could, with a single glance of their deep black eyes, bewitch the austerest and saintliest of anchorites. But prithee, do not distress thyself. If the perfume of some wild forest-flower has, for a season, taught his Majesty to sigh for that flower, the radiant blossoms that gem his own Bow'r, will soon wean him from such idle fantasy ; for look you, my friend, poison's best antidote is poison's self.

First Cit. True, your worship ! But see, the noble Monarchs of this Lunar race are the friends of the blessed gods ; and the impious Asuras their bitter foes : God grant, that some Asuras may not have practised wicked and hurthful charms on the King's most sacred Majesty !

Second Cit. I do own me, sir, to be a most resolute misbeliever in the efficacy of hurtful charms and in all devices of the magician's Black Art ; but I do most piously hold that in those shining orbs—a fair woman's eyes, and in those nectar-cups—her ruby lips, there lie hid spells and charms that can work wonders ! But soft !—Who comes yonder ?

Enter Kapila.

First Cit. Perchance some Recluse, come o seek the King's assistance agaiinst wicked demons that disturb him in the performance of his sacred rites. d

Second Cit. Let us withdraw awhile.

[They retire.]

Kap. Thus far have I obeyed my reverened master, the venerable sage Sucracharya, for this is the ci y of the renowned King Yayati and I have journey'd me o'er rugged mountains, through deep and dark forests, across swift-flowing rivers, to reach it. The holy Sage, with his household, has gone to the Retreat of the scared Rishi Parvata on the beautiful banks of the Godavery, and I' am come hither to invite the King to accompany me to receive in wedlock the fair hand of my venerable master's daughter—Devyani. What splendid sights greet mine eyes as I gaze around me ! I see gigantic warders in bright panoply mounted on fiery steeds, and brandishing glittering scimitars in their hands : I see crowds of men and women in gay and brave apparel : I see shops full of the richest commodities. I am a dweller of solitary forests and

feel as one bewildered ! I start as I hear the shrill neigh of the war-horse, I tremble as I hear the deep roar of the war-elephant, and even the sweet voice of music falls strangely on mine ears. How perplexing ! Each pile seems to me a royal mansion. In which of these does the Monarch dwell ? But I cannot present myself before his Majesty as I am. No. My wearied limbs do most sadly lack repose. Ah, whither shall I find some meet resting-place for a poor hermit like me ? (Seeing the Citizens.) There I see two men and they appear to me to be of gentle birth and refined address. I shall accost them. (To the Citizens.) I pray ye, noble sirs, tell me where a weary and foot-sore traveller may find some resting-place in this populous city ?

First Cit. Whom does your Reverence seek in the city ?

Kap. I' am, gentle sir, the bearer of an important message from the world-renowned Priest of the mighty race of Asuras, the sage Sucrachrya, to his Majesty, the great King Yayati.

First Cit. Why then seek other resting-place, reverend sir ? Yonder you see the palace of our noble Monarch. I pray you, proceed thither and you shall have accorded to you the reception that befits a messenger of your sacred character.

Kap. Thanks, good stranger ! I shall then go on to the palace.

[Exit.]

First Cit. I marvel, sir, what message it is the Priest of the Asuras sends to our Monarch ?

Second Cit. By my troth, sir, 'tis a riddle I cannot solve.

First Cit. Will it please you then to accompany me to the palace ?

Second Cit. Let us go.

[Exeunt.]

Scene II

The same,—a chamber in the Palace. King Yayati discovered seated, the Vidushaka standing at a little distance.

Vid. My lord ! Your grace at this moment is just as motionless and dumb as the golden Monarch of Mountains himself ! e

King. (Sighing) My good friend, if Indra with his terrible thunderbolt, sever the wings of the Monarch of Mountains, what can the poor wretch do, but brood in silent sorrow o'er his wrongs ! f

Vid. Well answer'd' i'faith. But 'beseech your grace, what Indra-like disease of mind or of body, has done your Majesty so foul a wrong ?

King. (Smiling) Art thou Dhanwantri g—the divine Mediciner ? Why question'st thou me about my disease ? Can'st thou heal it ?

Vid. (With joint hands.) Has not your grace, my lord, heard how that the tiniest mouse may serve e'en the Majestic lord of the forest !

King. (Smiling sadly.) Nay, my good fool, the strong-corded net that misfortune hath woven round me, would defy the sharpest teeth of such a mouse as thou art !

Vid. I pray you, my lord, a truce to jest ! 'Tis time your grace should tell me the cause of this pining melancholy. Think you, my lord, Prosperity would dwell in these palace-halls, if your grace—

King. (Sighing)) I care not ; let her depart !

Vid. (Stopping his ears.) May Heaven avert so dire a calamity ! Do such words, my lord, beseem those royal lips ? Does your grace long to bid adieu to the cares and splendor of royalty and retire to the solitude of some haunt of devotion, like that stern royal sage of old, Viswamitra ? h

King. (Sighing.) By the ardour of his devotion, the royal Viswamitra became a Bramin : alas ! 'tis not every one whom Heaven destines for such glory.

Vid. How now, my lord ? Does your grace sigh to be a—Bramin !

King. (With animation.) My good friend, if I were the Lord of the Universe, I'd beggar myself to be even the least among that holy race !

Vid. By my faith, your grace has grown monstrously pious of late ! Thy say, that in the land of the Asuras, people do not care a jot for either God or Brahmin—the accursed atheists ! But your grace seems to have found a vast mine of piety in that infidel region ! 'Beseech you, my lord, tell me, has your grace had any quarrel with the sage Sucracharya about any kine. i or have the lotus eyes of the Sages fair daughter, Devayani, made havoc of the royal heart ! Ha ! ha ! ha ! Tell me, I pray you, my lord, has your grace seen the fair Devayani ?

King. (Abstractedly.) My God ! Shall I ever again gaze on that face, brighter than the bright autumnal Moon ? O, how surpassingly beautiful she is ! (Sighing.) Alas ! thou fond heart, wander'st thou still in that lone forest and by the side of that deep pit ? Thou keep'st thy vigil in vain ! Ne'er again will the radiant Moon rise from those dark depths to greet thee with her sweet smiles !

Vid. (Aside.) Confusion ! The Devil take that Bramin's daughter ! So she is the precious cause of all pother ? I've got at the disease now, but—where is the remedy ? What save Makaradhwaja j can cure him ? (Aloud.) My lord ?

King. Eh ! What say'st thou ?

Vid. What say I ! I'm all ear, an't please your grace, and listen with humble attention to the royal —nonsense !

King. How now ? Nonsense ? Tell me, I pray thee, is the dark mountain-cave a meet casket for the gem that should diadem the brow of an Emperor ! (Sighing)

The sweet gazelle of bright and liquid eye,
Wanders in forests lone : the priceless pearl
Is born i' th' womb of the unseemly shell :
The diamond lies buried in the mine :
How oft do envious clouds veil the fair moon !
The lotus-fibres' shape of sweetest beauty
Is hid beneath the waters of the rill—
Why does thou so ordain, O, Nature, why ?

Vid. I pray you, good my lord, has the goddess of Poesy found a lotus-throne on your Majesty's royal lips ? Ha ! ha ! ha ! (Laughs aloud.)

King. Silence, sirrah ! What an't if she hath ?

Vid. Then let your grace take leave of kingly estate ! Pray, my

lord, cast aside that magnificent royal robe and do on beggarly rags, and fling away your sceptre for a—harp !

King. Wherefore, thou fool ?

Vid. Does your grace not know that Poetry and Fortune are bitter rivals ? Can they dwell together ? k

King. Nay, my good friend, speak not with scorn of Poets. They are the favoured children of the omnipresent mother—Nature !

Vid. Ha ! ha ! So sing the ragged gentlemen o' the harp, my lord ! I know they're the favoured children of the omnipresent God—the Belly ! Ha ! ha ! ha !

King. (Smilling.) Then thou, my friend, must be a builder of the loftiest rhyme, for in good sooth, I know not a more favoured child-a more pious adorer of that God—the Belly !

Vid. (Bowing.) As rhe King pleases. But pray you, my lord, where did your royal grace meet the fair Devayani ?

King. 'Twas chance brought us together in a lonely forest.

Vid. How strange ? And what did your grace do ?

King. What could I do ? When the fair maiden told me her story, I left her to wander alone at her own sweet will !

Vid. What ? Does the bee, my lord, take to its wings at the sight of the blooming lotus ?

King. True, good fool ! But remember, Devayani is a Bramin's daughter. I approached her with eager steps like a man lured by the pale gleam of the precious gem the serpent bears on its head ; and I fled back as does that man when he sees the serpent !

Vid. Your grace did, well, my lord.

King. Alas ! No. I fled to save my life and yet I die ! (Rising.) My good friend, 'tis a heavy burthen I've to bear ! How long can the volcano confine in its torn and anguished heart bursting flame ! (Sighs.)

Vid. 'Beseech you, my lord, do not give way to despair !

King. Does thou bid me hope ? When the antler'd stag, woo'd by that cruel deceiver, the desert-born mirage, follows its back, he follows it to die of raging thirst ! To the man sprung from the warrior-caste, the beautiful Bramin maiden is e'en as that mirage to the stag. Pursuit is vain and must lead to woe and death ! (Sighing.) My God ! For what sin of mine, hast thou made the sweetest of thy works a grief and a misery to me ! How have I sinned that thou bid'st this fairest lotus grow on fibre full of thorns for me ?

Vid. O, be of comfort, I beseech you, good my lord. If your grace will trust me in this matter, I shall soon find out a most efficacious remedy—

King. Well, do what thou will'st !

Vid. With your grace's good leave, I shall be back in a moment, my lord !

[Exit.]

King. (Sighing) Alas ! 'twas in an evil hour that I set foot in the accursed land of the Asuras ! (Pauses.) O, hush, thou silly tongue. Thy words grieve these mine eyes, for in that land of the Asuras, have they beheld the fairest, the most perfect of the Maker's works !

(Pacing up and down.) I fell as does the sea when the fires hid in its bowels, rage and burn with tameless fury. O thou lord Ananga ! dost thou revenge thyself by consuming us, poor mortals, because thou thyself wert once consumed by the wrath of Siva ! I How strange ! Heigh-ho ! and yet why do I sigh ? (Sits down.) Let me strive to bear my fate with patience.

Re-enter Vidushaka with the Nati

How now ! What this strange apparition ?

Vid. I beseech your grace, my lord, look at this fair damsel. Is not she the only lotus should bloom in the crystal pool of Desire ?

Nat. May the king be victorious !

King. Thanks fair lady ! (Aside to Vid.) How now, sirrah, what meaneth this ?

Vid. (Aside to king.) Look at her, I pray you, good my lord ! Does she not make your grace forget the Sage's daughter ?

King. (Aside to Vid.) Think'st thou the man that longs for ambrosial draughts, would rest satisfied with earth-born honey ?

Vid. (Aside to king.) The blessed gods, my lord, drink ambrosial draughts ; that is no reason why we mortals should turn away from sweet honey ! (To the Nati.) His Majesty, madam, will thank you to sign him one of your charming songs.

Nat. I'am his Majesty's slave. (Sits down and sings.)

Song

Hark to the herald kokila—
The song of triumph sounding high :
How loud it swells—that sylvan lay—Above the air-born ministrelsy !
Lo ! incense-like o'er grove and bow'r,
O'er forest-glade, and green-rob'd vale,
Floats the soft perfume of each flow'r
Borne gaily by the winged gale.
He comes sweet, Spring ; his charioteer
Is th' gentle South ; and earth and sky
Greet with glad smiles Love's minister,
In homage to Love's sovereignty !
O maid forlorn, ah ! doom'd to sigh.
Heav'n shield thee from the cruel dart—
The unembodied archery,
That desolates the window'd heart !

King. How sweet ! Your song, lady, ravishes my heart—

(Behind the stage.) How now, thou impudent, thou unmannerly Warder ! dost thou dare me ! I tell thee, fellow, I come to seek the king !

King. Ha ! Who is it that speaks in such loud and imperious accents at the royal portal ?

Vid. It must be some religious Recluse. Hark to the melody of the holy troat !

Enter Warder.

Ward. May the king be victorious ! Right gracious lord, the reverend Rishi Kapila is the bearer of a message from the venerable sage Sucracharya. He commends him to your royal grace and craves leave to—

King. (Rising.) Eh ? what say'st thou ? (Abstractedly.) Kapila —the sage Sucracharya !—(Aloud.) Where is this holy guest ? Lead us to him.

[Exeunt King and Warder]

Nat. 'beseech you, sir, why did his Majesty appear so agitated ?

Vid. Ah, sweet-smiling lady ! what bee would not feel agiated at the sight of your flowering beauty !

Nat. Ha ! ha ! Well answered, thou divine sage ! Your bee then takes to its wings at the sight of flowering beauty ! Ha ! ha ! Come, let us go and see whither his Majesty is gone to.

Vid. Thou, beautiful, art as the magnet and I—a poor bit of doating iron ! O, I long to cling to thee ! (Taking her hand.) Lo ! the gods have concealed the ruby cup of their most delicious nectar in thy lips. Prithee, make me immortal with a kiss !

Nat. (Aside.) Here's a savage Bramin-bull for you ! (Aloud.) out upon thee, thou wretch !

[Runs away]

Vid. Curse on thy impudence, thou trull ! I see thou know'st what a well-lined purse means— but thou can'st not appreciate noble wit. Let me, follow her.

[Exit.]

Scene III.

The same—one of the Gates of the Palace.

Several Citizens discovered standing.

First Cit. O, how glorious ! pray you, sir, look yonder—

Second Cit. I see but vast volumes of dust rolling up to the skies, for look you, that thief Time has not spared the light that once shone in these poor eyes. Alas ! he has filch'd the greater portion thereof.

First Cit. 'Beseech you, sir, look at those gigantic elephants and their riders ! Ha ! Is that an array of moving clouds, or have the moveless mountains found their golden wings again ? See, what beautiful war-steeds, bravely caparisoned, follow them. And look at those bright war-chariots, and the silken banners that disport them on the air ! How wonderful ! The armour of the knights glittters in the sun-light and seem as if vomiting forth flames ! Hark to the joyous bursts of music and see what fairbrow'd and dainty damsels ride on, scattering fresh flow'rs. (Music behind the stage.) There comes our noble monarch, in the midst of his youthful companion ! Methinks, I see Vishnu riding on his eagle-crested car to the bridal of the lotus-eyed daughter of Occan ! m

Second Cit. Thou say'st true, my friend ! The royal Yayati may well be called Vishnu, for he is the Best of men ! n And I've heard say that the daughter of the sage Sucrachrya is as beautiful as the Ocean-born Goddess herself ?

God grant that the union of our youthful monarch with so sweet a lady may be a source so joy and happiness to mankind.

Third Cit. Is the marriage-rite sir' to be perform'd in the land of Asuras ?

Second Cit. No. The holy sage, with his fair daughter, now dwells with the Rishi parvata, on the green banks of the soft flowing Godavery.

Third Cit. Good. Those accursed Asuras are the bitter foes of the blessed gods ; and they must hate the brave kings of this illustrious race, the friends of the Immortals ! The king's presence in their vile land would have led to blows, perchance, to bloodshed !

Second Cit. True. But who comes yonder ?

Enter Minister

Is that our Monarch's Minister ?

Third Cit. It is his excellency.

Minis. Heigh-ho ! Ananta has this day placed on my shoulders this hunge Earth ! o 'This a heavy burthen !

First Cit. Will't please your excellency to tell us how long his grace intends to absent him from his kingdom ?

Minis. I've heard say that land through which the Godavery flows is a beatiful land, with its lofty hills, its dark and eternal forests, its unnumbered holy places : our noble monarch is fond of the chase, and the presence of his fair queen will add fresh charms to the beauties of nature, and in all likelihood, prolong his wanderings.

Second Cit. 'Tis likely and the more so as his Majesty's royal mind must be quite free from all anxious thoughts on account of his kingdom, since its safety has been committed unto such able hands !

Minis. (Bowing.) You flatter me, good Citizen. But the absence of Indra throws an air of gloom on the gay city of the Immortals. Can the host of stars shed so bright a flood of glory on the earth as the Moon ? Who can command the army of the celestial with such dig nity and grace as Kumara him-self ! p

Second Cit. True, noble sir ! But your excellency is not unworthy vicegerent of so glorious a mon-arch ! (Listening.) I no longer hear the sounds of music. The royal train has left us far behind. Let us retire.

Minis. As you please, good. Citizen !

[Exeunt.]

End of Act II.

ACT III.

Scene 1. The same—before the Palace.

Enter Minister.

Minis. His Majesty's return to his kingdom from the sylvan Retreat of the sages, is a source of the most boundless joy to his loyal and loving Subjects. As the Earth greets her glorious spouse, the sun, (what time he appears on the golden orient hill)

clad in a robe of light and with a coronal sf dewy flow'rs on her glad and queenly brow, this populous city, that so long mourned the absence of her gracious young lord. rejoices to-day in fulness of her heart ! ! (Music behind the stage.) Hark to the sounds of reverly and mirth ! The whole city wears a gay and festive look , and why should it not do so ? king Yayati is the brightest ornaments of this lofty andimperial House, and his fair Queen, the daughter of the sage Sucracharya is the sweetest lady on earth ! When mine eyes dwell on her, methinks I see befoje me Lacshmi—the adorable daughter of primeval Beauty ! She is so gentle, so full of grace, and withal so stately and majesteial ! And well is our noble Monarch worthy of so beauteous a bride. Ah, does the vile Chandala drink the divine Amrita ? a Who dare woo and win the radiant Rohini but the glorious lord of Night, the delight of all eyes ? b The graceful swan disdains the saevala c and seeks the lotus-bush ! His grace hath returned to his kingdom after an absence of eighteen months, and our sweet Queen hath borne him a lovely boy. The royal child hath been named Yadu. How beautiful he is ! Methinks, the sacred flame, nurshed in the womb of the tall Acacia, d hath burst forth to lighten the worjd with its celestial effulgence ! May he, like his royal father, live to be the glory of his race ! His Majesty's return hath removed from these poor shoulders the crushing weight of a mighty empire, and yet I've but little rest. Let me now enter the palace and look to the preparations for the festival.

[Exit.]

Enter Vidushaka with sweet-meats in his hand.

Vid. (Looking around.) I know tis sin to steal—to rob a true man ; but pray you, where is it said in the Shastras that we are not to steal—stolen goods, to rob a false thief ! The king's fat Butler had hid these delicious sweet-meats from the royal table in order to enjoy them at his leisure—the greedy salve ! I've quietly emptied his secret hive ! O, what a pleasant rogue am I ! Have I sinned ? If I have, here I prescribe me most suitable penance. Come, thou penitent thief, give food to a holy Bramin, for that is a work of piety that can ne'er fail to plead for thee with the Recording Angel ! (Addressing himself.) 'Beseech you, most noble Bramin, e accept this poor offering from one who repents him of his sins most bitterly ! What would'st thou offer me ? Some few cates an't please your reverence ! May't please you to taste them ? I will. (sits down and eats.) Thou find'st favour with my palate, good penitent, (Rising.) what would'st thou have ? 'Beseech you, sir, if I've sinned in stealing these sweet-meats, may my sin be forgiven me ? I absolve thee thou art free !—Lo ! I'm a sinless man ! Ha ! ha ! ha ! 'Tis a glorious thing to be born a Bramin ! Ha ! ha ! ha ! But let that pass. I've been wandering about with our mad King for a year and half in the wild regions of the South ; I've seen wide and rapid flowing rivers but mother Yamuna, thou art the noblest of streams ! I kiss the lotus-feet of thy sister Gunga, but I do adore thee ! When I plunge me in thy limpid waters. how they sharpen—my appetite ! Let me now go to my royal friend. Her Majesty the Queen sent me to see what the little Prince was do-

ing ; on my way to the royal nursery. I found the sweet-meats. A wandering beggar, in the exercise of his vacation, at times sees holy Benares ! Ha ! ha !

[Exit]

Scene II

The same —a Chamber in the Palace.

King Yayati and Queen Devayani discovered seated.

Queen. My dearest lord, I pray your grace, tell me—for these fond ears do drink with ever-fresh delight sweet tale—O, tell me once again all that befell you when we parted near that dark pit.

King. My gentle joy I fled from thee with the hasty yet reluctant steps of a man that had seen a glorious heav'nly vision but which mortal eyes may not dwell upon unscathed. I fled, and yet how I longed to return to that lone forest-bow'r ! I plunged me into thee gloomy depths of the wood, but alas ! a deeper gloom came o'er my soul ! I wandered on, I knew not whither, and at last, weary and comfortless, sat me down beneath a tree. Just at this moment a hind stood before me. I grasped my bow—for habit is off-times rebel to the sovereign will of the mind—and as I was about to launch the deadly shaft at her side, the unconscious loiterer turned her liquid eyes full upon me, and the bow and arrow fell from my unnerve'd hands ; for in those eyes, I beheld the soft light that shone in thine !

Queen. [Taking the king's hand.] My ever sweetest lord, O, am I not that happiest of women ! And then ?

King. Thanks, dearest !—I wandered on heedlees of all around me and there suddenly felt on mine ears the soft sweet voice of a Kokila. I started for methought 'twas thou calling me back to thy side !

Queen.. Sweet lord of my bosom ! If this soul had then entered the body of that melodious Kokila, she would have sung forth in loud and clear accents : Turn back noble King Yayati, to the side of that dark pit, for lo ! The daughter of the sage sighs, O, she longs for thy return !

King. My gracious love if the mysterious page of the book of Destiny had been then said before me, I should have at once sought thee back. But I knew not then how happy the hour wherein I had set foot in the land of the brave Asuras !

Enter Vidushaka.

How now ? What news. holy Bramin ?

Vid. May't please your grace, I've been just paying a visit to his royal highness, the Prince, your Majesty's right noble son. May God bless our gracious Queen and lengthen her days ! The Prince is as beautiful and glorious as the sun when he issues from the golden portals o' th' East !—And why should he not be so ! Lo ! he, whose father.—(Pauses.) By my troth, the rogue of a verse, hath taken leave of me with but little ceremony !

king. Silence, sirrah ! Can a

greedy knave like thee, remember aught save the names of dainty vands !

Queen. (To Vid.) I pray you, sir, hath my sweet Yadu risen from his slumbers ? (To the king.) Will't please your grace to give me leave to retire, my lord ?

[Exit Queen]

Vid. I marvel, my lord, what is there your grace cannot achieve,—

King. How mean'st thou ?

Vid. Your Majesty hath own e'en a Bramin's fair daughter ! By my troth, your grace hath robbed the land of the Asuras of its brightest gem !

King. Nay, good my friend, the land of the Asuras is marvellous rich in such gems, I warrant thee.

Vid. I can scarce credit it, my lord !

King. Hast thou seen her Majesty's fair gentlewomen ?

Vid. Not all, my lord !

King. There is one among them, whose beauty, methink, e'en a limner's art could scarce imitate !

Vid. Hath your grace then seen this paragon of beauty, my lord ?—

King. As the midnight traveller, when the skies are o'ercast, beholds the bright moon but for a brief space, and then loses her among endless fleet of winged clouds, sailing along the heavens—

Vid. How strange !

(Behind the stage.) Save me. O, save me or I perish !

King. Hush ! Methinks, I hear a voice of distress.

(Behind the stage.) Save me, O save me ! Alas ! I am a poor Bramin !

King. Ha ? who is't clamours so loud at the Palace-gate ! Prithee, look to it--quick !

Vid. I crave your grace's pardon—

King. (Angrily.) How now ! why stand'st thou like a motionless statue ? Does fear chain thy feet to this chamber ?

Vid. (With hesitation) Nay, good my lord, 'tis not fear. Your royal grace, an't please you, is the sworn fiend of the immortal gods and yet you've espoused the daughter of the priest of the Asuras ! perchance, this has roused the deadly ire of some wicked Asura, and he is come hither to seek revenge !

King. Silence, thou white-livered fool ! I must go myself to certify me of this mystery—

Vid. Nay, I entreat your grace, do not expose your royal self. If fate so wills it, rather let me perish !

[Exit.]

King. (Rising.) Your Bramin is a clever fellow, but he wears a heart fainter, I fear me, then e'en a woman's. But let that pass. I know not how it is, but the image of the beautiful maiden I saw among her Majesty's, ladies, haunts me like a melancholy yet sweet spirit, a remembrance of past joy. the sad echo of music heard long ago ! (Thinks.) Ah, I remember me .—'twas in a grove that skirted the Retreat of the sage Parvata, on the banks of the Godavery that I met her. 'Twas eve. and the god of the thousand rays was sinking behind the western hills. The maiden was seated under the shade of a majestic tree, and the freshest and most dewy flowers were

strewn around her. Methought, the gods, charmed by the sight of her beauty, had shower'd those flowers on her ! O, 'twas a fairy sight, that lonely grone, and the fair maiden blooming in it as its floral queen, her gentle head resting, as if in melancholy meditation, on the plum of her hand, beautiful and soft as the lotus-petal. I entered the grove, but the sound of my footsteps disturbed her, and as her eyes met mine, she started and fled as flies the hind from the hunter ! I've since learnt that 'twas Sermista, the daughter of the king of the Asuras—

Re-enter Vid. with a Bramin.

Bram. Save me, Mighty prince, O, save me ! A band of wecked thieves have lawlessly entered my poor house !

King. Ha ? And who dare violate the sanctity of a Bramin's homestead in this realm ! (To tee Vid.) I pray thee, give me my bow and quiver.

Vid. My lord, will't please your grace to give me leave to bead this holy man to the Superintendent of police. ?

King. (Angrily.) Dar'st thou disobey our commands, sirrah !

Vid. Not I, i'faith ! (Runs out.)

Bram. Alas ! alas ! I am a ruined man !

King. I pray you, sir, be of comfort.

Re-enter Vid. with Arms

Here I arm me to chastise those daring and lawless thieves. Follow me.

[Exeunt King and Bramin.]

Vid. Now that his ire hath been kindled, the rascally thes were best look to themselves. Your ant gets wings only to soar to—destruction ! I must seek the Superintendent of Police.

[Exit.]

Scene III.

The same—a garden adjonioning the Palace.

Enter Vakasura and Sermista.

Vak. And is this news meet for the ears os thy royal and sorrowing mother ? Alas 'twould grieve thee to hear—at 'twould weary this tongue to recount to thee, the sad tale of her sufferings ! My sweet child, 'this thy lov'd Presence alone can quence the cruel flame that hourly consumes her loving heart !

Serm. If my tears, my lord, can quench that cruel flame, never, O, never will these eyes cease to shed them, but I besecch you, persuade may not to return to the Land of the Asuras ! (weeps.)

Vak. My gentle maiden, the prayers and entreaties of thy royrl father have at length soften'd the obdurate heart of the Sage and he repents him of his cruelty to thee. I pray thee, give me leave to seek the presence of the Queen Devayani. Methinks, her grace would not lend a cold ear to the commands of her venerable parent, O, a thousand sighs are daily breath'd for thee in the city of the Asuras !

Serm. I beseech you, my lord, banish the thought for ever, or see me dead at your feet ! (Weeps.)

Vak. What then is thy will ?

Serm. Return, my lord, to the bosom of your country and friends, and O, lay this my humble prayer—alas ! 'tis brief at the feet of my right gracious and most

loving parents, that they cease to remember their unhappy ill-starr'd child for ever ! (Weeps.)

Vak. My Princess, and what tongue dare wound the ears of thy royal parents with such cruel words ? Know'st thou not that thou are the only lotus that peoples with beauty the stream of their thoughts—the only star that gladdens with its golden beams the heav'n of their hopes !—

Serm. Are there not parents, my lord, that see the fairest flow'rs in the bow'r of Love, torn and crushed by the unrelenting hand of Death ? And doth not Time soothe and heal their sorrow ?

Vak. Wilt thau then ne'er again behold thy country, the sweet scenes of thy childhood ? O, can it be the thou shold'st forget the fond love of thine august parents ?

Serm. (Weeping.) You wrong me, my lord ! In the temple of my heart, I've shrined me the sweet images of my loving parents, and there I do adore them by night and by day, waking and in my dreams ! But I entreat your lordship on my bended knees—do not urge me—O, ne'er again will I tread the Land of the Asuras ! (Weeps.)

Vak. I pray thee, royal maiden, then give me leave to depart—(After a pause) Thou weep'st, my child ! O, I beseech thee, pause awhile and consider. The noble monarch of this realm, when he hears thy tale, will, I warrant thee, send thee back, with honours befitting thy exalted birth, to the longing arms of thy sorrowing parents—

Serm. (Aside.) Alas ! thou, poor heart, like the captive bird in the fowler's net, thou struggl'st to win back thy freedom in vain ! (Aloud.) I pray you. my lord, urge me no more—

Vak. (Sighing) 'Twere bootless then to delay me longer in this distant kingdom. I commend thee, my sweet child, to the holy keeping of the God of thy fathers. Farewell !—O, be happy !

[Exit.]

Serm. Alas ! the surging billows of the dark sea of despair buffet my frail bark ; who is there to steer me to the quiet bosom of some sheltering haven ? (weeps.) These are the bitter fruits of mine own folly : must I then complain when bidden to taste them ? In mine own land, my wicked arrogance wrought for me the chains of slavery ; and yet, though a slave, my days glided by calmly and the sweet breath of content chased from my soul the lowering clouds of sorrow. But what change is this hath come o'er thee, thou fond heart ? Lov'st thou Yayati—thou that hast been hurl'd to the base earth · from the lofty and golden pedestal whereon thou did'st once stand ? And yet, who would not forgive thy wild idolatry ? O, who can gaze on that brow, and not bend the knee in lowly worship ! Can the lotus remain veil'd when the bright Sun appears in the orient sky ? (sighing and sitting down under a tree.) Alas ! 'tis Death alone can heal this wounded bosom !

Enter King.

King. 'Tis long since I last visited this enchanting spot. I've heard say that her Majesty's

ladies dwell around it. By my troth, 'tis no unworthy bow'r for such delicate flow'rs ! The fierce rays of the Sun now burn the fainting earth like the fiery wrath of some offended god ; but here, in this lonely grove, methinks, the gentle Spirit of Solitude hath sought her home ; and silent prayer, and the murmur'd entreaty of yond' silver fount, and the soft and melancholy orison of the birds in their leaf-hidden nests, plead for sweet mercy and they do not plead, in vain ! The pearly dew-drops wherewith Morn had wreathed the flow'rs are still shining brightly, and the cool night-wind still sighs among the leaves as if loath to leave the lov'd haunt. (Sits down on a stone-seate.) The wicked and lawless band of plunders battled manfully, but my winged shafts have drank the lifeblood of them all (The sound of a lute behind the stage.) O ; how sweet ! Perchance some merry maiden is wooing her foiry lute to while away these sultry hours with her fain companions. Let me draw near and drink the harmony of her voice !
(Behind.)

SONG.

O, beware, maiden of the slender waist, for lo, there cometh thy foeman, riding in his car with the fish-emblazoned banner floating gracefully o'er it, and seated on a blooming lotus ! His steeds are the Bhrimaras : his charioteer, the sweet South-wind : the birds, his trumpeters, sound the note of fierce war and hark, how loud he twangs the flow'ry bow ! Alas ! When he hurls his keen shafts at the, who will shield thy tender bysom !

King. O, how ravishing ! I ne'er thought her Majesty had so sweet a songstress among her ladies. Ha ? Does my right arm throb ? What worthy fruit can I reap here ? But the ways of Fate are mysterious.

Serm. (Rising.) Alas ! Thou hapless maiden, and long'st thou to break the fetters thine own hands have forg'd for thy feet ? Can the mured bird burst the bars of its prison-house ? O, my loving parents, O ye, the sweet friends of my childhood, and thou proud land of my fathers, will these eye ne'er behold ye again ! (weeps.)

King. Her mellifluous strain no longer floats on the hush'd air—the leaf-hidden kokila has ceased. (Seeing Sermista.) But soft ! Do I see before me some heavenly nymph that hath descended from her aery haunts to wander in the solitude of this noontide bow'r, or is it some daughter of Earth with the unfading light of Heav'n in her eyes, the radiant glory of Heav'n on her virgin brow ? Hush ! Methinks she speaks. I must conceal me behind this tree and listen to the enchanting melody of her voice.

(Conceals himself.)

Serm. O, what is there can tempt a woman's heart to rebel against the sovereign of its choice ? Behold the golden creeper that so fondly embraces you stately Asoka tree. What recks she where she was cradled in her infancy, or what hand transplanted her to this bow'r ? Ask her to abandon the bosom of her lordly lover, and would she not rather perish than forget her loyal and fond vows o, constancy ? Thus, O,

thus must I live and die, tho' I cling but to a shadow! For thee, O Yayati, have I made myself an orphan and an out-cast, and forsworn the joys of this world in the sunny morn of life!

(weeps.)

King. Do I dream! How strange! That is Sermista, the fair daughter of the mighty lord of the Asuras! But dose she love me? O, what would I not give to win and wear so priceless a gem! Ah, was it for this that my right arm throbbed when I entered this garden? (Coming forward and addressing Sermista) Tell me, I pray thee, sweet lady, hath the cruel ire of Siva consumed once again thy Madana, that thou hast abandoned Heav'n and sought this solitude to bewail thy loss? g

Serm. (Aside.) what? His Majesty the King, and alone here at this hour?

King. If thou, sweet goddess, be'st not she whose glorious beauty enchants the Charmer of the heart himself, beseech thee, tell me who thou art?

Serm. (Aside.) O, hush, thou fond heart! Why throbb'st thou thus? How sweet the words fall from those grrcious lips!

King. Alas! how have I offended thee, gentle lady, that thou deniest mine ears happiness of listening to the melody of thy voice?

Serm. (With joint hands.) I'm, sire, a lowly slave, and but ill deserve such condescending couresy!

King. What tongue dare call thee a slave, thou fairest daughter of Royalty? I pray thee, sweet Princess, give me leave to offer thee this heart and hand!*

Serm. I beseech your grace, pardon me, my lord! Alas! I'am but a slave—and it ill beseems your grace to jest with one of my base condition! (weeps.)

King. I pray thee, fairest lady, be thou mine!

Serm. O, pardon me, my liege! The Lord of Night embraces no flow'r save the queenly Kumudini!

King. (Smilling.) And does the queenly Kumudini droop on her crystal throne when her fond lover, the Moon, bathes her with his silver light and woos her to unveil her beauty? (Taking her hand.) Since the day these eyes first beheld that faery form in that lone grove on the green banks of the Godavery, thy lovely image hath dwelt in this heart. I pray thee, gentle maiden, believe not 'tis chance hath brought thee hither!

Enter Devika.

Devi. His excellency, Vakasura, is reluctant to leave this city without once more beholding the Prince-cess, his fair cousin, and he is greatly grieved at her determination not to return with him to our dear fatherland. How strange! Since Devayani's marriage, a most unaccountable change hath come

*The author of Sermista has been found fault with for the abrupt style of courtship the King is made to adopt, but he wishes to paint the menners of the age in whe Yayati is said to have flourished, as he finds them described in the Mahabharata and other old works.

o'er the Princess: she hath grown pensive, restless and silent, and I fear me, conceals her thoughts in the depths of her heart as the lotus conceals her perfume during the dark hours of night. O, can it be that loathsome envy hath found a home in that breast, once so pure, so full of generous impulses, and maidenly fancies! (*Seeing the King and Sermista.*) Ha? Is that his Majesty, holding fond converse with my sweet friend? O, what a glorious sight! Methinks, the bright Sun hath descended to the earth from his golden car to embrace the beautiful and queenly flower he loveth so dearly!

Serm. My gracious lord, as the forlorn hind, that hath stray'd from the herd, flies to some lofty mountain, and, with timid looks, mutely solicits shelter, so fly I to your Majesty. I'm, my lord, an orphan of the heart and a child of sorrow! (*Weeps.*)

King. (*Wiping her eyes.*) and may Indra's bolt crush to atoms the lofty mountain an' he give thee not the shelter thou seek'st, thou bright-eyed wanderer! O, weep not sweetest lady! These soft eyes were ne'er created to shed tears of sorrow! (*Seeing Devika to Serm.*) Who is this fair maiden?

Serm. She is my dear friend, my lord, and fellow-exile; her name—Devika.

Devi. (*Coming forward.*) May the King be victorious!

King. (*To Dev.*) Thanks, fair lady. Thou see'st, I've this day won this most precious gem.

Devi. She is indeed a gem worthy to grace the diadem of an Emperor, my lord!

Serm. What news, my gentle friend!

Devi. His excellency, Vakasura, prays you to admit him once again into your presence before he departs.

King. What Vakasura?

Serm. Prince Vakasura, my lord, is my most honoured Cousin.

King. I've heard of him a hundred times, sweetest, and fame speaks goldenly of his valour. 'Twere a foul shame he should depart this city without the rites of hospitality due to so distinguished a guest. Pray thee, let us go and welcome him with such poor cheer as we may command.

[*Exeunt.*]

Enter VIDUSHAKA.

Vid. (*Looking around.*) This is the garden round which her Majsty's ladies dwell; but where is the King? Has then that son of a slave, the Warder of the palace, sent me hither on a fool's errand? Curse on his impudence, the lying rogue! Foh! Are not these men of the warrior-caste mad? By my faith, your bards, when they call 'em "Human-tigers," do not deal in hyperboles, and false epithets! Is this an hour for a man to walk abroad in? I'am a poor Bramin, and ne'er couch me on the soft lap of luxury, and yet look at me now! I've as many cascades and rivers flowing down my body as your Himalaya himself—the monarch of mountains. (*Putting his hand on his head.*) Ha? am I Shiva? Wherefore then hath the sacred Mandakini come to dwell on mine head! As it has been noised abroad that his Majesty hath sallied out

alone to chastise a wild band of marauding thieves, the whole city is thrown into confusion, and the soldiers are running here and there like hounds that have lost their scent. O he, who would jump him into the stream when he could, with infinite ease, hook the fish from land! (*Pauses.*) True, most true! The women that dwell around this garden, are the daughters of Asuras and Enchantresses, and I've heard say that by their vile sorceries, they often change men into—goats! Mercy! If the manly beauty of our sovereign hath tempted one of these weirds to practise her vile arts upon him, then? (*Appears thoughtful.*) O, my conscience, this is no safe place for the like o' me, for look you, tho' I'm not so tall and comely a fellow as his grace, yet I am not altogether a— fright! What, if some one of these witches should cast eyes upon me! I'd rather forswear the company of the sex for a hundred years than be changed into a—goat! Your kings and princes may do well enough for that sort of thing, but I'm a poor Bramin. No, no—'tis a change that jumps not with my humour. Let me save myself in time!

[*Runs away.*]

END OF ACT III.

ACT IV.

SCENE I

The same,—a Chamber in the Palace.

Enter KING *and* VIDUSHAKA.

Vid. I pray you, my lord, why looks your grace so sad to-day?

King. Alas! all is lost—

Vid. How, my lord? What means your grace?

King. (*Looking up.*) As the mariner explores with anxious eyes the far heav'ns, if haply he may chance to discover some bright particular star to guide his lonely bark o'er an unknown dark sea, so look I for the ray of sweet Mercy from on high—

Vid. (*Aside.*) Ha! 'Tis no common distress can wring that cry of anguish from the lion-heart! (*Aloud.*) My lord, why looks your grace so sad to-day?

King. My union with my sweet Sermista is no longer a secret to the Queen!

Vid. How, my lord? How chanced her Majesty to discover this secret of years?

King. Alas! When Fate frowns, 'tis ever thus! The Queen invited me this evening to visit the garden that belongs to her ladies, and 'twas with reluctance I yielded me to her entreaties. We wandered on and as we neared the house wherein the Princess dwells with her maids, what anxious and dark thoughts of coming evil filled my heart!

Vid. And then, my lord?

King. Sermista's three dear children ran joyously towards me, but when they saw her Majesty, they stopped short, as if abash'd by her presence—

Vid. Proceed, I pray you, my lord!

King. The Queen graciously said —Draw near, sweet ones! Of what are ye afeard? The youngest child Puru, frowned at her and cried—Afeard? We fear no one, madam! Who are you that lean on our

-ther's arm? You are not, O, you cannot be our mother, for you do not kiss and caress us!

Vid. How fearful!

King. O, how I pray'd the earth to ope its ponderous jaws and swallow me!

Vid. What said the Queen, my lord?

King. (*Sighing.*) I cannot describe to thee the stormy scene that followed this untoward prelude. I felt me like one distraught, and yet I remembered her Majesty's descent, and listened in silence to her bitter reproaches—

Vid. Your grace did well, my lord! Methinks, her Majesty will soon forget her anger—

King. Alas, thou know'st her not. She is the proudest and most sensitive of women!

Vid. True, my lord! But how long can a loving wife cherish in her fond heart feelings of resentment, against her husband? And the fiercer the storm, the sooner it exhausts its fury to sink lifeless on the bosom of rest. I pray your grace, banish your fears, my lord.

King. Think'st thou I'm afraid of the Queen? Does the antler'd monarch of the forest fear the bright-eyed hind? How can the soft arm that 'twould weary e'en to draw the flow'ry bow of the God of Love, inspire terror in man? I tell thee, 'tis not the Queen I fear, but 'tis her—father! If the tale of her wrongs should kindle, and her sighs should fan the fire of wrath in his bosom, how, O, how can I escape destruction! Thou know'st the immortal Gods themselves dread the anger of the Sage, the most irascible and implacable of Rishis! (*Sighs.*) Alas! 'twas an evil hour when I meet the daughter of the King of Asuras! (*Pauses.*) O, hush, thou ungrateful heart! O, let the world cry shame upon thy cowardice! O, fie! Dar'st thou murmur against her whose sweet bosom hath been to me the heav'n of joy! Perish, thou ingrate! thou'rt worthy of such a doom.

Vid. I pray you, my lord, let us repair at once to her Majesty's apartments. Her gentle heart, I warrant your grace, will melt at the sight of your distress.

King. The Queen hath departed this city with her gentlewoman Purnika.

Vid. (*As if frightened.*) What means your grace? Merciful God! Is this a time, my lord, for idle regrets? Should her Majesty meet her father in her present mood of mind, your grace's worst fears may be realized!

King. (*Sighing*) Ay, but—

Vid. Send men on the swiftest steeds to overtake her and pray you, mount your car to follow her yourself. Give me leave, my lord, to entreat your grace to do this at once! This is no time for idle regrets.

[*Exeunt.*]

SCENE II.

The same—a Choultry at a little distance from the city.

Enter SUCRACHARYA *and* KAPILA.

Suc. How beautiful! Ho! Kapila! Is yond' city, whose airy tow'rs and battlements the setting sun now gilds with golden light, the seat of the puissant monarchs of the Lunar Race, the slayers of foe-men?

Kap. Yea, father !

Suc. How golrious ! Methinks, the divine Architect* hath rear'd those gorgeous palaces, those frowning castles, that lofty wall and those wide gates to shame Alaka, ay, and e'en Amaravati itself—the cities of the blessed gods !

Kap. Tis a city, father, worthy of its renown'd ruler, unequalled among the sons of men for his deep knowledge of the Vedas, his piety and the might of his arm !

Suc. Good. And happy am I that my sweet Devayani hath been wedded to so noble a husband !

Kap. Yea, father !

Suc. 'Tis many a year since I last beheld the sweet face of my gentle daughter, and it hath been reported to me that she hath borne her royal lord two beautiful boys. My heart yearns to embrace them all ! But lo, the golden chariot of the blessed Sun now rests on the loftiest pinnacle of the western mount, and 'tis an inauspicious hour for us to enter the city—

Kap. Yea, father !

Suc. Wherefore I pray thee, good Kapila, look thou to our simple evening meal ; for here, in this quiet spot, consecrated by charity to the use and comfort of weary travellers, must we rest us to-night. Thou, good Kapila, art no stranger to this land, having visited it once when 'twas thine errand to invite the royal Yayati to receive the fair hand of my Devayani in wedlock. Haste thee, good Kapila, and look thou to the necessary preparations!

Kap. 'Tis ever an hour to do the bidding of my holy father !

[*Exit.*]

Suc. Till Kapila's return, let me rest under this stately tree and mediate on the glories of Shiva, (*sits down.*)

Enter DEVYANI *and* PURNIKA *in disguise.*

Pur. Why is your grace so silent, Madam ?

Deva. Prithee, come near me, good Purnika ! The solitude and deep silence of this strange place affrights me. Alas ! how shall we, two poor and simple women, e'er reach the far land of the Asuras ?

Pur. Your grace, Madam, echoes the thoughts this tongue would fain deliver but that it fears to offend you. It were best we retraced our steps to the palace !

Deva. (*Angrily.*) If such be thy wish, prithee, go thou back—

Pur. I crave your grace's pardon, Madam! I'm ready to follow you whithersoever it may please your grace to wander.

Deva. Dost thou counsel me to re-enter that accursed palace, to behold again the face of that vile and perjured man ? Let him reign with his Sermista and crown her his Queen ! I here renounce him for ever! 'Tis true I've left my children with him, but I shall soon have them brought to my father's hermitage. They're the grandchildren of a poor Bramin ; what have they to do with kingly estate? Let Sermista's children be his petted heirs, yea—let them inherit his dignity and his wealth! Alas! 'twas an evil hqur when I met him. O, is this the reward of my love for him, the love that knew no bounds! My God ! Why hast thou changed the perfume-breathing Chandana to which the fond creeper clung so

tenderly, into the poison-tree? Why is the bright gem I wore on my bosom, become a globe of cruel fire ? (*weeps.*) O, dost thou chastise me thus for loving him ! But henceforth, I shall have no husband—

Pur. I pray your grace, madam, remember such words of ill omen should ne'er be uttered by a married woman—

Deva. Call'st thou me a married woman ? Have I a husband?Alas! has not the lord of my bosom been devoured by that cruel she-serpent, Sermista ! O ! (*Faints.*)

Pur. The Queen has fainted Help! Help! Alas! 'tis a desert place and there is no one hears my cries ! How can I leave her alone and go to the Yamuna for water ? Alas ! does she, at whose beck a hundred maidens contended who should first execute her command, now lie on the bare cold earth with no one even to give her—a little water ! (*Weeps.*)

Suc. (*Rising and coming forward.*) Ha ? Did I not hear a voice of wail ? (*Seeing Purnika.*) Pray, gentle lady, who are thou that weep'st in this solitude, and who is she that lies prostrate on the ground ?

Pur. I crave your pardon, sir ! This is no time for curiosity to claim explanations. This lady hath fainted. I pray you, stand by her till I fetch some water from yonder river.

[*Exit.*]

Suc. Here's a myseery it puzzles me to comprehend ! Are these the daughters of men or fair witches that come to delude unwary mortals with their vile charms ?

Deva. (*Slightly recovering.*) Away, thou perjured, thou false-hearted, thou base deceiver, away, away !

Suc. How strange ! Methinks, she rebukes some man that hath offended her.

Deva. O, hast thou no shame ! I tell thee, touch me not ! Go, go thou to thy dear Sermista ! The vile Chandalini alone is a meet companion for the vile Chandala ! The sweet-voiced kokila disdains to dwell together with the croaking raven ! Will the lioness design to look at the jackal ? Away, I tell thee, away ! touch me not ! What care I for thy crown, thy sceptre, thy throne ! Know'st thou not that I m the daughter of the illustrious Sage, whom gods and men unite to reverence—the sage Sucracharya ? O !—(*Faints again.*)

Suc. (*With astonishment.*) How now ? Do I sleep ? Do I dream ? And yet how can I say I sleep and dream ? Hark! I hear the soft murmurs of the swift-flowing Yamuna! Lo ! I see those leaves dancing to the piping wind ! What marvel is this ? Who can this damsel be ? Let me see her face. (*Removing her veil.*) Ha ? And is this my gentle Devayani ? The crescent that years ago, gladdened these eyes with its new-born beauty, hath now attained the fulness of her splendor ! But what hath brought the sweet child here ?

Re-enter PURNIKA.

Pur. Stand aside, good sir, here is water. (*Sprinkles water on Devayani s face.*)

Deva. (*Recovering.*) Where art thou, my Purnika ? Is it morn ?

Hath my sweet lord gone to the audience-chamber? (*Looking around.*) What strange place in this, my Purnika?

Pur. I pray you, madam, rise.

Deva. (*Rising and on seeing Sucra; aside to Pur.*) I pray thee, good maiden, who is this venerable man?

Suc. Dost thou not know me, my child?

Deva. What says your reverence?

Suc. I say, hast thou forgotten me, my child?

Deva. Sir!—my father! O, my dear father! (*Falls at his feet.*) Surely 'tis Providence hath brought you here to-day (*Weeps.*)

Suc. My own sweet child, why weep'st thou? Tell me how thou hast fared? (*Raises her and kisses her on the head.*)

Deva. My father! O, save your hapless child from the flames that gird her round! (*Weeps.*)

Suc. What mean'st thou, my child! Why art thou so disquieted? I tell thee, it doth not please me much to see thee in this strange place. Why hast thou left the palace and come hither so poorly attended, unmindful of thy rank and dignity?—

Deva. O my father, hath your unhappy daughter any rank, or dignity—

Suc. What mean'st thou, my child? (*Aside.*) O Heav'n what calamitous visitation is this? (*Aloud.*) I pray thee, tell me how fares thy royal husband?

Deva. O my father, I beseech you, let not those hallowed lips pronounce the name of that perjured man!

Suc. (*Angrily.*) How now, thou wicked, thou impudent woman! Dar'st thou speak ill of thine own husband in our presence?

Deva. (*Falling on her knees.*) Consume me, O my father, by the lightning-glances of those eyes! O, slay me, I entreat you on my bended knees, that I may forget my sorrows!

(*Weeps.*)

Suc. Can'st thou not tell me my child, the cause of thy grief?

Deva. My father! O, my dear father! (*Weeps.*)

Suc. (To Pur.) If you be'st Purnika, I pray thee, expound this mystery unto me.

Deva. (*Rising*) Father! He, to whom you gave me as to a gracious monarch, is, alas; a base Chandala.—

Suc. Heav'n forgive thee, my child! What meant'st thou?

Deva. Father, he has done me foul wrong by secretly marrying my slave, that arrogant wretch, Sermista! (*Weeps.*)

Suc. O, ho! Ha! ha! Know'st thou not 'tis permitted to men of the warrior-caste to wed many wives?

Deva. And must then your daughter, my father, share her husband's bed with a hated rival?

Suc. Since I've given thee in marriage to a man of the warrior-caste, I must perforce—

Deva. (*Falling on her knees.*) My father, O, my dear father, I pray you, curse him—

Suc. Silence, girl! 'Twere a sin to listen to thee?

Deva. Then give me leave, my father, to bury my sorrows beneath the waters of yond' river! O, give me leave to die! (*Weeps.*)

Suc. Heav'n help me! Is it thy wish, girl, that I should reduce thy husband to ashes?

Deva. O no! father! But I pray you, curse him with Decrepitude, that he may no more steal the hearts of guileless maidens with his witching smiles?

Suc. (*After a pause.*) Well, return thee to the palace—

Deva. Never, O, ne'er again, my father! will your unhappy daughter set foot within those accursed walls?

Suc. (*Angrily.*) Then I refuse to grant thy prayer!

Deva. I obey you, my father! O, forget not to chastise his perjury and falsehood! Follow me, my Purnika.

[*Exeunt* DEVAYANI *and* PURNIKA.]

Suc. How strange is the away of parental affection o'er the heart! But I must closely study to me the unsealed Book of Destiny, and see why such calamity has been ordained to cloud the days of so pious a monarch as Yayati.

[*Exit.*]

SCENE III.

The same—The Garden before Sermista's Dwelling

Enter SERMISTA *and* DEVIKA.

Devi. O, do not weep, dearest lady! 'Twere vain to regret the past. E'en Time, that changes all things, cannot change that cruel, that pitiless heart! fie! 'Tis a shame that such a wretch as that Devayani—

Serm. Nay, thou forget'st thyself! Prithee tell me, if thou own'st a priceless gem, priceless to thee—and if another do covet and steal it from thee, would not thy heart beat with wild resentment, and would'st thou not—

Devi. My Princess, is this a question to be asked?

Serm. Then why rail'st thou at the Queen? To the loving wife, the husband of her heart is her dearest treasure, her priceless gem! I pray thee, good wench, think not that Devayani's bitter and unkind reproaches call forth these tears! O. no! They flow—because the sweet yet sad memories of the past sweep o'er my heart as I dream me of the future, so dark, so dreary, so full of frowning shapes and fantasies! O, shall I ne'er behold that face again! Alas! as the hind panteth after the water-brooks, so panteth my soul after thee! (*Weeps.*)

Devi. O, do not weep, sweetest lady! His grace, I warrant you, will soon return to your side!

Serm. Would to God I could persuade this aching heart to believe thee! (*Weeps.*)

Devi. O, be of good comfort, dearest lady! See, with what patient hope the sweet Kumudini watches for the slow and solemn steps of Eve that restores to her longing eyes her bright love, the Moon! Doth not the fond Chakravaki press her widow'd couch the live-long night, and fly to the bosom of her lord at peep of Morn!—

Serm. Alas! know'st thou not that the bright Moon that gladden'd the heaven of this heart with its tranquil beams, hath set for aye! O, will the sweet day e'er dawn to dispel the starless night of my sorrow!
(*Weeps.*)

Devi. My Princess, I entreat you

—O, remember how your distress grieves ev'n your sweet little children !

Serm. (*Sighing.*) I pray thee, go thou to them and soothe their childish sorrows !

Devi. Pardon me, my princess, if I'm loath to leave you here alone.

Serm. O, as the wounded hind seeks the loneliest forest glade to die unseen, and no one beholds her fast flowing tears save He who fills all space with his invisible and dread presence, so let me weep here till I forget my sorrows on the bosom of Death ! (*Weeps.*)

(*Behind the Stage.*) How can we quiet such unruly children ? Where is the Princess ? Prithee, call Devika—

Serm. There—I pray thee, hark Go thou in and quiet them—

Devi. 'Tis with reluctance I do your bidding. [*Exit.*]

Serm. Alas ! to what pitying ear shall I unfold the sad tale of my sorrow—of the cruel flame that consumes this doom'd heart—(*Sighing.*) And dost thou, sweet lord of my bosom! abandon me thus ? They call thee the shoreless Sea of Mercy. O, wilt thou belie that name ? O, wilt thou rob the famished wretch of the viands thine own bounty hath spread before him ? Wilt thou force the beggar to yield back the gem—thine own gift—that he clutches with eager fingers? Wilt thou quench the light wherewith thou hast guided the steps of the benighted traveller in the pathless depths of the forest, when thou know'st tis that star-like ray alone can save him! (*Sighs and walks up to a Banian tree.*) Hail, thou stately tree—on Earth the image of God's Beneficénce'! Thou hast countless leafy mansions for night-tenants, weary pilgrims of the air, and luscious food thou dol'st out to them with a plenteous hand! When the fierce rays of the Sun fever the Earth's blood through her thousand veins, the panting herds and flocks fly to thee, as her young ones to the mother-bird, their home of love! O, thou art blessed! Majestic tree, as a father gives away his blushing child at the alter, so gav'st thou this hapless wretch to him, for 'twas beneath thy solemn shade that he called me—wife ! O father, in the desolation of my heart, I come to thee ! O, save me! (*Weeps.*) Where, alas! are the sweet hours of joy that were mine in our bridal bow'r! Tell me, O thou gentle Moon, ye golden stars that smile afar off, and thou sweet South, that com'st with noiseless steps to kiss these night-flowers, tell me, will they ne'er return!—How strange! The remembrance of joy is no longer a joy ! but the memory of sorrow ne'er ceases to be a sorrow!—

SONG.

Is this the lone, the bridal bow'r,
Where pillow'd on my
true love's breast,
Sweet midnight, in thy starry hour,
This aching head found
balmiest rest ?
The Moon shines bright on
...... leaf and tree,
On fount and flow'r—yet,
where is he !
Come, thou sad night-wind !
Let my sighs

Mingle with thine. Blow
softly thou,
And as these tear-drops
blind mine eyes,
Come, kiss, O, kiss this fever'd
brow,
And I will dream that thou art'he,
Mine own true love !
O, come to me!

How often have I sung him my sweetest songs in this bow'r! (*Sighing.*) Alas ! will those days ne'er return! How strange! This is the spot he lov'd ; this the hour that aye brought him to my side; and I'm she whom he sought : the place, the time—all remain unchanged and yet why do I mourn ? Why is this heart as a chordless lute, its voice of melody hush'd ? Ah, does the mountain-rill flow on, peopling the air with its liquid warble, when the clouds cease to feed it? O, dost thou abandon me, thou the majestic mountain whereto the fainting and weary hind—alone and parted from the herd—had come for shelter! (*Sits down under a tree and weeps.*)

Enter KING.

King. O, how beautiful ! The bright rays of tht Moon clothe this garden as with a silver garment; and the many-voiced Earth is now silent as a Nun, communing with a sweet meditation! What myriads of fireflies with pale gleaming gems disport them on every dewy leaf! My God! In this thy wide creation, all thy creatures are happy save poor man! (*Sighs.*) The horse-men and pursuivants, sent forth in search of the Queen's Majesty have as yet brought no tidings of her. Ah, let Fate work her will! I must now seek the Princess, and yet—a painful sense of shame comes o'er me when I remember the cruel insults heap'd on her by the Queen. (*Walks on.*) Ah, 'twas beneath the shade of this spreading tree that I first met her! (*Sighs.*)

Serm. (*Rising.*) In the sweet spring-tide of woman-hood, her cruel anger made me a slave, and now it robs me of the only solace of my life! My God! Didst thou create this Devayani to be the bane of all my earthly happiness ?

King. (*Seeing Serm.*) Ha ! Do I see my beloved here ?

Serm. (*Seeing the King and taking his hand*) My sweet lord, do I dream? Alas! I ne'er thought I should behold that dear face again!

King. Can'st thou forgive me?

Serm. Forgive you ?

King. Ay, can'st thou forget what thou hast suffered for me and forgive the cause of thy sufferings?

Serm. (*Smiling.*) Is not pain, my lord, the price where-with we often purchase pleasure? Know you not that long and painful penance is the only key that opens the golden portals of Heav'n?

King. The Queen's Majesty—

Serm. (*Coldly.*) I pray your grace, my lord, to return to the palace. The Queen's Majesty is perchance anxious for your return.

King. (*Taking her hand.*) And dost thou too turn away from me ? My God ! When thou abandon'st a wretch to perish, 'tis ever thus!

Serm. O, say not so, I beseech you, my lord!, The Queen's Majesty—

King. Alas! Talk not of her, for she is gone—

Serm. How, my lord?

King. She hath departed this city in company with Purnika—perchance, to seek her father's retreat.

Serm. My God! How fearful! I pray you, my lord, mount your swiftest ear and follow her. Alas! You do not know how choleric, how quick to revenge the sage, her father is! And his wrath is deadly. I entreat you, my lord, lose not a moment—

King. Nay, thou counsell'st in vain. The serpent, that bears a precious jewel on its head, would sooner part with life itself than that gem! I cannot leave thee; and if we must perish—O, let us die together!

Srem. Nay, my gentle lord, think not of me. The world hath been to me a school of bitter affliction, and, if need be, let me go forth as a beggar from door to door and welcome the pitiless contempt that may be shower'd on this bared head! O, I pray your grace, bring not destruction upon this noble House, this renowned Lunar Dynasty—

King And is this renown'd Lunar Dynasty dearer to me than thou? Perish its renown! But thou—

Serm. Speak, I pray you, my sweetest lord? Why this sudden silence?

King. I feel as if a deadly arrow hath just pierced my bosom. The world grows dark.—(*Faints.*)

Serm. Alas! and do you thus abandon me, my Emperor, my King! O, who will now protect her who was dearer to you than even the glory of your race! (*Weeps.*)

Re-enter DEVIKA.

Devi. My Princess, pray what means this—(*Seeing the King.*) Alas! Why does the gracious Majesty of this mighty realm lie thus on the bare earth?

King (*Faintly.*) Farewell, O' farewell for ever! Alas! I die—

Serm. (Weeping.) O, let me follow your grace, my lord!

Devi. My Princess, do not thus abandon yourself to grief now, but help me to raise his Majesty.

Serm. Alas! My heart faints within me!

(*Exeunt with the King.*)

Enter VIDUSHAKA.

Vid. (*Listening.*) How now? What means this sudden and loud cry of distress in the palace? 'Tis some hours since I last beheld my royal friend. I've heard from the Warder that her Majesty, the Queen, hath returned to her chamber.—

Enter a MAID-SERVANT *Weeping.*

Maid. Alas! alas! what will become of us!

Vid. (*Eagerly.*) Prithee, good Wench, what is the matter?

Maid. Have you not heard? Alas! alas! What will become of us! [*Exit Weeping.*]

Vid. A plague on thee, thou fool! O, dear! What can the matter be?

Enter MINISTER.

I pray your excellency, what is the matter?

Minis. (*Sadly.*) Alas! This deadly serpent—

Vid. What, hath a serpent stung his Majesty?

Minis. You may well say so, my good sir! And 'tis a serpent whose deadly poison would defy the art e'en of the divine Dhanwantri—

Vid. Your excellency speaks to me in dark riddles, my lord?

Minis. Alas! The sage Sucracharya hath cursed the King's Majesty—

Vid. Ha? And how came the Sage to know all this in so short a time?

Minis. He is in the city, having reached it only a few hours ago.

Vid. Alas! Let me perish with thee, my friend, my king!

[*Exit with* MINISTER]

Enter DEVAYANI *and* PURNIKA.

Pur. These tears, these sighs, sweet lady, will ne'er recall the past! This repentance, alas! is too late!

Deva. O, am I not the most wicked wretch that e'er trod this fair earth! My God, with these impious hands have I polluted and broken the sacred image my heart adored! (*Weeps.*) And canst thou, O, mother Earth, bear so cruel a monster on thy bosom without shuddering? And dost thou, bright Moon, shine coldly on me? O, I pray thee, rain fire and pestilence on me and consume me to ashes (*Weeps.*) Why dost thou forget me, thou Death! (*Weeps.*)

Pur. I pray your grace, dear lady, return to your venerable father. 'Tis his hand alone can re-build the noble fabric thus ruthlessly destroyed.

Dev. Alas! how dare I show this face to him again? Will he not spurn me from his presence? O, my sweetest, sweetest lord! My noble husband! Thou brightest gem on the majestic brow of Royalty! O!—(*Weeps.*)

Pur. I pray your grace, royal lady, return to the Sage.

Deva. He said to me—Give me leave, sweetest, to retire to some forest-solitude, and there forget the world and die!—O! break, thou miserable heart! O! (*Weeps.*)

Pur. Come, gentle lady, let us seek the Sage.

[*Exit—leading the* QUEEN.]

END OF ACT IV.

ACT V.

SCENE I.

The same—Before a Temple.
Enter VIDUSHAKA *and* CITIZENS.

Vid. I pray ye, forbear! Are ye mad, my masters? See, the golden chariot of the Sun rests in mid heav'n, and the trees that fringe this pathway, have grown shadowless! Do ye wish to bring destruction upon this royal city?

First Cit. How sir?

Vid. Is this a question to be asked? I tell ye, 'tis nigh past the hour of noon, and yet I've neither bathed nor eaten me my breakfast: What, if the papngs of hunger should silence the voice of mercy in this breast and force this tongue to utter curses on ye all!

First Cit. Ha! ha! True, most holy Bramin! But I pray you, look towards the east. See, the golden chariot of the lord of day still rests on the bright peak of the orient hill, and the dews of morn still gem the flow'rs. Do you call

this noon, sir ?

Vid. O, sir, content you! Here's Astronomer, (*Pointing to his own belly.*) whose opinions in the matter of the Sun's motions are infinitely more accurate than those of e'en your Aryabhatta himself ![a]

First Cit. Ha! ha! True, most erudite of men !

Second Cit. (*Aside.*) A plague on the idiot ! When will he learn to talk sense ? (*Aloud.*) Pray, sir, tell us how the King's Majesty hath been rid of the awful curse—

Vid. O, ho! And sits the wind there, my friend! We, sir, that are the worshippers of that god, the Belly, ne'er proceed in any matter without some offering being made to our jolly divinity!

Second Cit. Your piety, sir, does you infinite honour. We promise you we shall not forget the divinity.

First Cit. See our noble Minister.

Vid. How now ? D'ye mean to desert me, friends ?

Second Cit. Certainly not !

Enter MINISTER *and* CITIZENS.

First Cit. Your excellency is welcome. We're all of us eager to know by what miracle the king's Majesty hath regained his health.

Minis. 'Twas by a miracle indeed ! When the Queen beheld our gracious Monarch on his bed of sufferings, her grief knew no bounds ! She wept, and, in the agony of her heart, pray'd for death! Her gentle-woman Purnika persuaded her to seek again the venerable Sage—

First Cit. And then, my lord ?

Minis. The tears of his daughter soften'd the Rishi's heart and he said: 'Tis not in my power to recall the words I've uttered but if any of thine husband's children will take upon himself the curse for a thousand years, his Majesty may then enjoy his health again.

Second Cit. How wonderful !

Minis. The Queen returned to the palace and told this to the king. His royal grace sent for prince Yadu—his eldest born, and said, My son, thou art the future prop and glory of this renowned House. The anger of Sucracharya hath stricken me with premature age e'en in the days of my manhood. Wilt thou, my son, heal me and take upon thyself the curse for a thousand years ?

First Cit. What said the Prince, my lord ?

Minis. He said : I am sorry, to see your Majesty thus afflicted, but I pray your grace to forgive me.

Second Cit And then—

Minis. Our gracious monarch cursed his eldest-born, and bade him leave his presence—

First Cit. The Prince's filial impiety merited the punishment.

Minis. His Majesty then sent for the rest of his children, both by the Queen and the Princess Sermista, except Puru. And they all refused to sacrifice their youthful pleasures for his sake!

Second Cit. How strange ! And then, my lord ?

Vid. Hast thou no patience ? Let his excellency's tongue rest itself awhile.

Minis. The King cursed them all and in the despair of his hearts, cried aloud for death ! When lo ! Puru, the youngest of the Princess

Sermista's children, almost a babe, came forward and kneeling at his royal father's feet, exclaimed: Dost thou, my father, despise me because I'm a child? Let the Sage's fiery curse come upon me, and I shall gladly sacrifice youth and health to pleasure your Majesty!

Omnes. Wonderful!

Minis. The King embraced his noble son and said, I bless thee, son of my love, and thou shalt rule this sea-girt earth as its sole ruler and thy glory shall shine for ever e'en as the Sun on high!

Omnes. Victory to Prince Puru! May he live for ever!

First Cit. And then, my lord?

Minis. Our noble Monarch has again taken him the duties of his royal office.

Second Cit. Thanks, noble sir! (*To Citizens.*) Let us all go and pay our respects to our gracious liege.

Minis. I go to worship in yond' temple.

[*Exit.*]

First Cit. Let us go.

[*Exeunt* CITIZENS.]

Vid. Ha! ha! I must have something out of these news-loving Citizens. The Jack fruit tastes doubly sweet when eaten at another's expense.

Enter NATI.

Ha! My nympth of Heav'n! Thou com'st to me as a cool stream of water to the thirsty, as a shadeaffording cloud to a man burnt by the merciless rays of the Sun! Ha'! ha! (*Dances.*)

Nat. I pray you, sir, let me go to the palace—

Vid. Thou thyself art as a golden palace wherein the Queen of Beauty delights to dwell! *Dances.*)

Nat. (*Aside.*) How can I rid me of this mad man? (*Aloud.*) Pray, let me go.

[*Runs away*]

Vid. Thief! Seize that thief! She is running away with my—heart!

[*Runs out.*]

SCENE II.

The same—The Royal Audience-chamber.

Enter KING, QUEEN, LADIES, VIDUSHAKA, COURTIERS, &c.

King. How it rejoices my heart to think that I shall soon behold the sacred feet of the illustrious Rishi!

Queen. Has your grace, my lord, deputed your Minister to invite our venerable father to the palace?

King. His excellency dearest, hath been accompanied by some of the noblest to our Countiers.

(*Behind the stage*). Glory to Shiva.

SONG.

Sing—glory to the Lord of Uma,
He, whose attributes are countless,
Conqueror of Death and Sin, the
God of Gods!
In whose throat there dwells for
ever
The blue poison: on whose
hoar brow,
Shines the crecent Moon so
brightly
Without change!
Of the wondrous bow Pinaka,

Of the all-destroying Trident,
Holder he—the sounder dreaded
Of the Horn!
He, whom Brama's-self adoreth,
And great Indra—Swerga's
Monarch,
He, the Lotus-footed Shiva—
God Supreme!

King. The illustrious Sage approaches. (*All rise.*)

Enter SUCRACHARYA, KAPILA, MINISTER *and others.*

Suc. Lord of this Sea-girt earth, may the Lord of the Universe bless and preserve your Majesty! (*To Queen.*) May'st thou be happy, my sweet child!

King. [*Saluting.*] Reverend Father, your sacred presence this day honours this ancient seat of the Lunar Dynasty! I entreat you to seat yourself. (*To Kapila.*) I salute the learned Kapila! (*All sit down.*)

Suc. Most noble King, wherefore see I not in this brilliant assembly, the fair daughter of my well-beloved disciple the mighty lord of the Asuras?

King. (*To Minister.*) Let the lady Sermista be invited to grace this assembly with her presence.

Minis. (*Rising.*) I hasten to obey my gracious Sovereign. [*Exit.*]

Suc. Noble King, 'twas the will of Providence that the Prince Puru, your Majesty's youngest son, should inherit the glory of your renowned race, and therefore was this cloud sent to darken awhile the sun-shine of your prosperity. (*To the Queen.*) And thou, my child, murmur not at the decrees of Fate because they have banished thy chidren from the heart of their royal father! Such was the will of the Father of the Universe!

Re-enter MINISTER *with* SERMISTA *and* DEVIKA.

Serm. I bow me at the sacred feet of the venerable Priest of my royal father, and salute this noble assembly.

Suc. My gentle Princess, it rejoices my heart to behold that fair face after so many years! Daughter of the majestic monarch of the Asuras, thou art blessed, for lo! as the bright Sun fills all space with his golden splendour, so will thy child Puru fill the earth with his glory! This day art thou freed from the chains of salvery, forged for thee not by man but by the all-controlling will of Providence! Be thou happy! (*To King.*) I pray your Majesty, receive her as another precious gem from me!

King. 'Tis an honour to obey the illustrious Sage. (*To Queen.*) What is your grace's will, Madam?

Queen. (*Smiling.*) Your Majesty, my dearest lord, is somewhat late in consulting my wishes on the subject!

Suc. (*To Queen.*) I pray thee, daughter, honour the friend and companion of thy childhood!

Queen. (*Rising and taking Sermista's hand.*) My sweet friend! I pray thee forget and forgive the past.

Serm. My gentle friend, 'twas a higher will than thine hath brought these things to pass.

Queen. Let the plant of our love bear fruit and flowers again and let us henceforth dwell together in peace and harmony. (*To*

the King.) My sweetest lord, two creepers embrace to-day the same stately tree.

King. (*Smiling and making them sit down on each side.*) They are Welcome. I see two beautiful flow'rs blooming on the same stalk!

[*Soft music in the air.*]

Suc. (*Looking up.*) Ha? Are those the fair Nymphs from Indra's Court come to gratulate your Majesty on this happy union?

(*In the air.*)

SONG.

(*First Nymph.*)

Lord of the sea-girt Earth,
Dear to the blest, immortal
gods art thou;
The stars smil'd on thy birth,
And wove a wreath of glory
for thy brow!

(*Chorus.*)

O, live to Fame, to glory ever,
And may Lucshmi never, never
Free her from the gentle thrall,
That binds her to thy palace-hall!

(*Second Nymph.*)

Like to a noble stream,
Scatter thou plenty, health and
gladness round;
And be thy name the theme
Of Gratitude's sweet song—it's
echo'd sound!

(*Chorus.*)

O, live to Fame, to glory ever, &c.

(*First Nymph.*)

Let Victory ever dwell.
Upon thy banner—and may'st
thou subdue
The wicked and the fell,
The foes of Virtue, the vice-
loving crew!

(*Chorus.*)

O, live to Fame, to glory ever, &c.

(*Second Nymph.*)

The fruit of thy pure love,
The glorious Puru, when thy
days are done,
Shall shine as shines above,
The splendor-clad, the golden-
brow'd, bright Sun!

(*Chorus.*)

O, live to Fame, to glory ever, &c.

(*Both Nymphs.*)

Lord of the sea-girt Earth
Dear to the blest, immortal gods
art thou;
The stars smil'd on thy birth,
And wove a wreath of glory for
thy brow!

(*Chorus.*)

O, live to Fame, to glory ever,
And may Lucshmi never, never
Free her from the gentle thrall,
That binds her to thy palace-hall!

[*They throw flowers.*]

Vid. (*To King.*) My gracious lord, the celestial choristers have enchanted us with their melody; but there are earth-born nymphs yet to be heard—

King. (*Smiling.*) Let them be called in.

Vid. There they are, my lord! I pray your grace, look at them. Ah, when the limpid rill is agitated by the sweet South, 'tis thus the beautiful lotus dances!

King. Nay, as the fair lotus floats on gently flowing waters, so do these come, borne hitherward on the rich stream of melody!

Enter DANCING WOMEN.

Women. May the King's Majesty be ever victorious! (*Dance.*)

SONG.

Sweet lotus, smile again !
Behold thy bright-brow'd-
love—he shines on high.
And fled the low'ring cloud,
That hid awhile his golden
Majesty !

Hark to the sylvan song !
Lo ! nature robes her in his
dazzling sheen ;—

Smile thou, O, smile again,
Upon thy crystal throne—thou
blooming Queen !

King. How sweet ! Let these fair dames be liberally rewarded.

Suc. And now, most noble Yayati, may your Majesty be happy, and may the banner of Sermista's glory ever continue to float on the gale of Fame !

King. Venerable father, the words of the holy can never remain unfulfilled !

[*The curtain falls.*]

END OF ACT V.

THE END

NOTES

ACT 1.

a The Asuras are the Titans of Hindu Mythology and like their European brethren—

Propago
Contemtrix Superum.

b A heavenly flower that never fades.

c The Nymphs of Heaven.

d This irascible old Sage was the Arch-priest of the Asuras.

e The sun is poetically called the lover of the lotus.

f This bird (Anus Casarca) is said to pass the night apart from its mate, owing to the curse of some Sage it had offended.

g A species of the Lotus which blows at night and—as a matter of course—is in love with the Moon.

h The lotus blows during the day.

i Rahu is the Eclipse of the Moon —supposed to be one half of an Asura who was cut into two by Vishnu with his Discus, because he (the Asura) had swallowed some amrita—water of immortality.

j The Moon—whom the Hindu poets describe as a god and not a goddess. Rohini is one of the Lunar asterisms—fabled to be the wife of the Moon.

k A man of the warrior-caste [Kshetrya] cannot marry Bramin woman.

l This was a Jewel obtained by the Gods from the sea and worn by Vishnu on his bosom.

m A famous line of kings descended from the Moon.

ACT II.

a This was the Capital of the ancient kings of the Lunar Race, said to have been situated at the confluence of the Jumna and the Ganges.

b The Moon was the Founder of the race of kings from whom Yayati traced his descent.

c The god of Love.

d This was one of the duties of the kings of old. See Sakuntala Act III.

e The Himalaya.

f There was a time when the Mountains had wings but Indra cut these off with his thunder-bolt.

g The God of Medicine.

h Viswamitra was a king of the Lunar Dynasty, and abandoned his throne to lead the life of a Devotee. After performing prodigies in the shape of penance he was made a Bramin.

i King Viswamitra had a quarrel with a certain Sage about a remarkable cow, and not being able to cope with his Braminic antagonist, became a Devotee and subsequently a Bramin.

j The god with the fish-banner—the god of Love. The word also means of description of Pills much used by Hindu Doctors.

k In the original, Lakshmi and Seraswaty.

l The god of love was consumed by Shiva—hence the name Ananga or the Incorporeal.

m The goddess Lakshmi.

n The Best of Men—is one of the names of Vishnu.

o The huge snake, on one of whose numerous hoods the Earth rests.

p Kumara—the generalissimo of the gods.

ACT III

a The Water of Immortality. A Chandala is a "Pariah."

b See Note (j) Act I.

c "The Saevala—(vallisneria)—is an aquatic plant which spreads itself over ponds and intertwines itself with the lotus."—Williams.

d This was fire communicated to this tree by the goddess Parvati.

e It must be remembered that the Vidushaka is a Bramin.

f "A quivering sensation in the right arm was supposed to prognosticate union with a beautiful woman"—Williams.

g Rati, the wife of Madana (god of Love). It will be remembered that this god was reduced to ashes by Shiva.

h The lotus.

i The river Ganges is said to be on the head of Siva.

ACT IV.

a Vishwakarma—the Vulcan of Hindu Mythology.

ACT V.

a Aryabhatta is the name of a great Hindu Astronomer.

NIL DURPAN

Or

THE INDIGO PLANTING MIRROR

A DRAMA

TRANSLATED FROM THE BENGALI

By

A Native

CALCUTTA

C. H. Manuel, Calcutta Printing & Publishing Press

No. 10, Weston's Lane, Cossitollah.

1851

INTRODUCTION

The original Bengali of this Drama—the NIL DURPAN, or INDIGO PLANTING MIRROR—having excited considerable interest, a wish was expressed by various Europeans to see a translation of it. This has been made by a Native , both the original and translation are bona fide Native productions and depict the Indigo Planting System as viewed by Natives at large.

The Drama is the favourite mode with the Hindus for describing certain states of society, manners, customs. Since the days of Sir W. Jones, by scholars at Paris, St. Petersburgh, and London, the Sanskrit Drama has, in the point of view, been highly appreciated. The Bengali Drama imitates in this respect its Sanskrit parent. The evils of Kulin Brahminism, widow marriage prohibition, quackery, fanaticism, have been depicted by it with great effect.

Nor has the system of Indigo planting escaped notice : hence the origin of this work, the NIL DURPAN, which through exhibiting no marvellous or very tragic scenes, yet, in simple homely language, gives the "annals of the poor" ; pleads the cause of those who are the feeble ; it describes a respectable ryot, a peasant proprietor, happy with his family in the enjoyment of his land till the Indigo System compelled him to take advances, to neglect his own land, to cultivate crops which beggared him, reducing him to the condition of a serf and a vagabond, the effect of this on his home, children, and relatives are pointed out in language, plain but true , it shows how arbitray power debases the lord as well as the peasant , reference is also made to the partiality of various Magistrates in favour of Planters and to the Act of last year penally enforcing Indigo contracts.

Attention has of late years been directed by Christian Philanthropists to the condition of the ryots of Bengal, their teachers, and the oppressions which they suffer, and the conclusion arrived at is, that there is little prospect or possibility of ameliorating the mental, moral, or spiritual condition of the ryot is to be treated as a serf, or a mere squatter or day-labourer, the missionary, the school-master, even the Developer of the resources of India, will find their work like that of Sisyphus —vain and useless .

Statistics have proved that in France, Switzerland, Holland, Belgium, Sweden, Denmark, Saxony, the education of the peasant, along with the security of tenure he enjoys on his small farms, has encouraged industrious, temperate, virtuous, and cleanly habits, fostered a respect for property, increased social comforts, cherished a spirit of healthy and active independence, improved the cultivation of the land, lessened

pauperism, and has rendered the people adverse to revolution, and friends of order. Even Russia is carrying out a grand scheme of serf-emancipation in this spirit.

It is the earnest wish to the writer of these lines that harmony may be speedily established between the Planter and the Ryot, that mutual interests may bind the two classes together, and that the European may be in the Mofussil the protecting Aegis of the peasants, who may be able to sit each man under his mango and tamarind tree, none daring to make him afraid."

THE AUTHOUR'S PREFACE

I present "The Indigo Planting Mirror" to the Indigo Planters' hands; now, let every one of them having observed his face, erase the freckle of the stain of selfisheness from his forehead, and in its stead, place on it the sandal powder of beneficence, then shall I think my labour successful, good fortune for the helpless class of ryots, and preservation of England's honor. Oh, ye Indigo Planters! Your malevolent conduct has brought a stain upon the English Nation, which was no graced by the ever-memorable names of Sydney, Howard, Hall, and other great men. Is your desire for money so very powerful, that through the instigation of that vain wealth, you are engaged in making holes like rust in the long acquired and pure fame of the British people? Abstain now from that unjust conduct through which you are raising immense sums as your profits; and then the poor people, with their families, will be able to spend their days in ease. You are now-a-days purchasing things worth a hundred rupees by expanding only ten;—and you well know what great trouble the ryots are suffering from that. Still you are not willing to make that known, being entirely given up to the acquisition of money. You say, that some amongst you give donations to schools, and also medicine in time of need—but the Planters' donations to schools are more odious than the application of the shoe for the destruction of a wilch cow, and their grants of medicine are like unto mixing the inspissated milk in the cup of poison. If the application of a little turpentine after being beat by Shamchand, (1) be forming a dispensary then it may be said that in every factory there is a dispensary. The Editors of two daily newspapers are filling their columns with your praises; and whatever other people may think, you never enjoy pleasure from it, since you know fully the reason of their so doing. What

surprising power of attraction silver has? The detestable Judas gave the great Preacher of the Christan religion, Jesus, into the hands of odious Pilate for the sake of thirty rupees; what wonder then, if the proprietors of two newspapers, becoming ensalved by the hope of gaining one thousand rupees, throw the poor helpless of this land into the terrible grasp of your mouths, (2) But misery and happiness revolve like a wheel, and that the sun of happiness is about to shed his light on the people of this kind-hearted Queen Victoria, the mother of the people, thinking it unadvisable to suckle her children through maid-servants, has now taken them on her own lap to nourish them. The most learned, intelligent, brave, and open-hearted Lord Canning is now the Governor-General of India, Mr. Grant, who always suffers in the sufferings of his people, and is happy when they are happy, who punishes the wicked and supports the good, has taken charge of the Lieutenant-Governorship, and other persons, as Messrs, Eden, Herschel, etc., who are all well-known for their love of truth, for their great experience and strict impartiality, are continually expanding themselves lotus-like on the surface of the lake of the Civil Service. Therefore, it is becoming fully evident that these great men will very soon take hold of the rod of justice in order to stop the sufferings which the ryots are enduring from the great giant Rahu, the Indigo Planter.

NIL DURPAN

or

INDIGO PLANTING MIRROR

MEN

Goluk Chunder Basu. Nobin Madhab, Bindu Madhab (Sons of Goluk Chunder), Sadhu Churn (A Neighbouring Ryot). Ray Churn (Sadhu's brother). Gopi Churn Das (The Dewan). J. J. Wood, P. P. Rose (Indigo Planters). The Amin or Landmeasurer. A Khalasi (A Tentpitcher). Taidgir (Native Superintendent of Indigo Cultivation). Magistrate, Amla, Attorney, Deputy Inspector, Keeper of The Gaol, Doctor, A Cow-Keeper, A Native Doctor, Four Boys, A Latyal or Club-Man, and A Herdsman.

WOMEN

Sabitri (Wife of Goluk Chunder). Soirindri (Wife of Nabin). Saralota (Wife of Bindhu Madhab). Reboti (Wife of Sadhu Churn). Khetromani Daughter of Sadhu). Aduri (Maid-servant of Goluk Chunder's house). Podi Moyrani, (A Sweetmeat Maker).

ACT 1.

Scene 1.

Svaropur—(A Verandah attached to) Goluk Chunder's Gola or Store-House.

Goluk Chunder Basu and Sadhu Churn sitting.

Sadhu. Master, I told you then we cannot live any more in this country. you did not hear me however. A poor man's word bears fruit after the lapse of years.

Goluk. O my child ! It is easy to leave one'e country ? My family has been here for seven generations. The lands which our fathers rented have enabled us never to acknow ledge ourselves servants of others. The rice, which grows, provides food for the whole year, means of hospitality to guests, and also the expense of religious services ; the mustard seed we get supplies oil for the whole year, and, besides, we can sell it for about sixty or seventy rupees. Svaropur is not a place where people are in want. It has rice, peas, oil, molasses form its fields, vegetables in the garden and fish form the tank ; whose heart is not torn when obliged to leave such a place ? And who can do that easily ?

Sadhu. Now it is no more a place of happiness ; your garden is already gone, and your holdings are well nigh gone. Ah ! it is not yet three years since the Saheb took a lease of this place, and he has already ruined the whole vil- lage. we cannot bear to turn our

eyes in the southern direction towards the house of the heads of the villages (Mandal). Oh ! what was it once, and what is it now ! Three years ago, about sixty men used to make a daily feast in the house, there were ten ploughs, and about forty or fifty oxen, as to the court-yard, it was crowded like as at the horse races when they used to aarange the ricks of corn it appeared, as it were, that the lotus had expanded itself on the surface of a lake bordered by sandal groves ; the granary was as large as a hill, but last year the granary, not being repaired, was on the point of falling into the yard. Because he was not allowed to plant Indigo in the rice-field, the wicked Sahed beat he Majo and Sajo Babus most severely, and how very difficult it was to get them out of his clutches, the ploughs and kine were sold, and at that crisis the two Mandals left the village.

Goluk. Did not the eldest Mandal go to bring his brethren back ?

Sadhu. They said. "We would rather, beg form door to door than go to live there again." The eldest Mandal is now left alone, and he has kept two ploughs which are nearly always engaged in the Indigo-fields. And even this person is making preparations for flying off. Oh, Sir ! I tell you also to throw aside this infatuated attachment (maya) for your native place. Last time your rice went, and this time your honour will go.

Goluk. What honour remains to us now ? The planter has prepared his place of cultivation round about the tank, and will plant Indigo there this year. In that case our woman will be entirely excluded from the tank. And also the Saheb has said that if we do not clutivate our rice-fields with Indigo, he will make Nobin Madhab to drink the water of seven Factories. (i. e. to be confined in them)

Sadhu. Has not the eldest Babu gone to the Fectory ?

Goluk. Has he gone of his own will, The Pyeadah (a servant) has carried him off there.

sadhu. But our eldest Babu has very great courage. On the day the Saheb said, "If you don't hear the Amin, and don't plant the Indigo within the ground marked off, then shall we throw your houses into the river Betroboti, and shall make you eat your rice in the factory godown," the eldest Babu replied, "As long as we shall not get the price for the fifty bighas of land sown with Indigo last year, we will not give one bighah this year for Indigo. What do we care for our house, We shall even risk (pawn) our lives."

Goluk. What could he have done, without he said that ? Just see, no anxiety would have remained in our family if the fifty bighas of rice produce had been left with us. And if they give us the money for the Indigo, the greater part of our troubles will go away.

Nobin Madhab enters

O my son, what has been done ?

Nobin. Sir, does the cobra shrink from bitting the little child on the lap of its mother on account

of the sorrow of the mother ? I flattered him much, but he understood nothing by that. He kept to his word and said, "Give us sixty bighas of land, secured by written documents, and take 50 rupees, then we shall close the two years' account at once."

Goluk. Then, if we are to give sixty bighas for the cultivations of the Indigo, we cannot engage in any other cultiivation whatever. Then we shall die without rice crops.

Nobin. I said, "Saheb, as you engage all our men, our ploughs, and our kine, everything in the Indigo field, only give us every year though, our food. We don't want hire." On which, he with a laugh said, "you surely don't eat Yaban's (3) rice."

Sadhu. Those whose only pay is a bellyful of food are, I think, happier than we are.

Goluk. We have nearly abandoned all the ploughs ; till we have to cultivate Indigo. We have no chance in a dispute with the Sahebs. They bind and beat us, it is for us to suffer. We are consequently obliged to work.

Nobin. I shall do as you order. Sir, but my design is for once to bring an action into Court.

Aduri enters

Aduri. Our Mistress is making noise within. The day is far advanced ; will you not go to bathe, and take your food ? The boiled rice is very near become dry.

Sadhu (Standing up) Sir, decide smothing about this, or I shall die. If we give the labour of one-and-a-half of our ploughs for the cultivation of nine bighas of Indigo field, our boiling posts of rice will go empty. Now I am going away, Sir, farewell, our eldest Babu.

[Sadhu goes away]

Goluk. we don't think that God will any more allow to bathe and to take food in this land. Now, my son, go and bathe.

[All go away]

Scene II.

The honse of Sadhu Churn

Ray Churn enters with his plough

Roy. (Laying down his plough) The stupid Amin is a tiger. The violence with which he came upon me ! Oh my God ! I thought that he was coming to devour me. That villain did not hear a single word and with force he marked off the ground. If they take five bighas of land of Sanpoltola what will my family eat ? First, we—will shed tears before them ! if they don't let us alone as a matter of course, we shall leave the country.

Khetromani enters

Is my brother come home ?

Khetro. Father is gone to the house of the Babus and is coming very soon ..Will you not go to call my aunt ? What were you talking about ?

Roy. I am talking of nothing. Now, bring me a little water, my stomach is on the point of bursting from thirst. I told my brother-in-law (4) so much, but he did not hear me.

Sadhu enters and Khetromani goes away

Sadhu. Ray, why did you come so early.

Ray. O my brother, the vile Amin has marked off the piece of ground in Sanpoltola. What shall we eat , and how shall I pass the year ? Ah, our land was bright as the golden champa. (5) By the produce of only one corner of the field, we satisfied the mahajans. What shall we eat now, and what shall our children take ? This large family may die without food. Every morning two recas (nearly 5 lbs) of rice are necessary. What shall we eat then ? Oh, my ill-fortune ! (burnt forehead), What has the Indigo of this white-man done ?

Sadhu. We are living in the hope of cultivating these bighas of land and now, if these are gone, then what use is there of remaining here any more ? And the one or two bighas which are become saltish yield no produce. Again, the ploughs are to remain in the indigo-field ; and what can we do ? Don't weep now , tomorrow we shall sell off the ploughs and cows, leave this village and go and live in the zemindary of Babu Basanta.

Khetromani and Reboti enter with water

Now, drink the water, drink the water , what do you fear ? He, who has given life, will provide also food. Now, what did you say to the Amin ?

Ray. What could I say ? He began to mark off the ground, on which it seemed as if he began to thrust burnt sticks into my breast. I entreated, holding him by his feet, and wanted to give him money ; but he heard nothing. He said, "Go to your eldest Babu ; go to your father." When I returned, I only punished him with saying, "I shall bring this before the Court."

(Seeing the Amin at a distance)

Just see that villain (shala) is coming , he has brought servants with him, and will take us to the Factory.

The Amin and the two servants enter

Amin. Bind the hands of this villain.

(Ray Churn is bound by the two servants)

Reboti. Oh ! what is this ? Why do they bind him ? What ruin ? What ruin ? (To Sadhu) Why do you stand looking on ? Go to the house of the Babus, and call the eldest Babu here.

Amin. (To Sadhu) Where shalt thou go now ? You are also to go with me. To take advances is not the business of Ray. We shall have much to bear with if we are to make signature by cross marks. And because you know how to read and to write, therefore you must go and make the signatures in the Factory Account-Book.

Sadhu. Sir, do you call this giving advances for Indigo ; would it not be better to call it the cramming down Indigo ? (6) Oh my ill-fortune, you are still with me ! That very blow, through fear of which I fled, I have to bear again. This land was as the kingdom Rama before Indigo was established ; but the ignorant fool is become a beggar, and famine has come upon the land.

Amin. (To himself, observing Khetromani) This young woman is not bad-looking ; if our younger Saheb can get her, he will with his whole heart, take her. But while I was unable to succeed in getting a peshkar's (overseer's) post by giving him my own sister, what can I except from getting him this woman ; but still she is very beautiful ; I will try.

Reboti. Khetro, go into the room.

[Khetromani goes away].

Amin. Now, Sadhu, if you want to come in a proper manner, come with me to the Factory.

[Going forward.]

Reboti. Oh Amin ! have you no wife nor children ? Have you kept only the plough and this beating (marpit) ? Did he not want to drink a little water ? By this time he ought to take a second meal. How can he then, without taking any food, go to the Saheb's house which is at such a distance. I ask for the Saheb's grace ; just let him have some food ; and then take him away. Oh ! he is so very much troubled for his wife and his children. Oh ! he is shedding tears, his face is become dry. What are you doing ? To what a burnt-up land am I come ? Destruction has come upon me both in life and money. Oh ! Oh ! Oh ! I am gone both in life and money.

(Weeps.)

Amin. Oh, stupid woman ! Now stop your grunting. If you want to give water, bring it soon ; else I shall take him away.

[Ray Churn drinks water ; exit all.]

FIRST ACT—Third Scene.

The Factory of Begunbari
The Verandah of the large Bungalow.
Enter J. J.. Wood and Gopi Churn Das, the Dewan.

Gopi. What fault have I done, my Lord ? You are observing me day by day. I begin to move about early in the morning and return home at three o'clock in the afternoon. Again, immediately after taking dinner, I sit down to look over papers about Indigo advances ; and that takes my time to twelve and sometimes to one o'clock in the night.

Wood. You, rascal, are very inexperienced. There are no advances made in Svaropur, Shamanagar, and Santighata villages. You will never learn without Shamchand (the leather strap).

Gopi. My Lord, I am your servant. It is through favour only that you have raised me from the peshkari business to the Dewani. You are my only Lord, you can either kill me or can cut me in pices. Certain powerful enemies have arisen against this Factory ; and without their punishment, there is no cultivation of Indigo.

Wood. How can I punsih without knowing them ? As for money, horses, latyals (club-men), I have a sufficiency ; can they not be punished by these ? The former Dewan made known to me about those enemies. You do not. I have scourged those wicked people, taken away their kine, and kept their wives in confinement which is a very severe punishment for them. You are a very great fool ; you know nothing at all. The business of the Dewan is not that of the

Kayt caste, I shall drive you off, and give the business to a Keaot.

Gopi. My lord, although I am by caste a Kaystha, I do work like a Keaot (a shoe-maker). The service I have rendered in stopping the rice cultivation and making the Indigo to grow in the field of the Mollahs, and also to take (Lakhraj) his rent-free lands of seven generation from Goluk Chunder Bose, and to take away the iron crow (7) from the Government, the work I have done for these, I can dare say, can never be done by a Keaot (a shoe-maker). It is my ill-fortune only (evil-forehead) that I don't get the least praise for doing so much.

Wood. That fool, Nobin Madhab, wants the whole account settled. I shall not give him a single cowrie. That fellow is very well-versed in the affairs of the Court, but I shall see, how that braggart takes the advances from me.

Gopi. Sir, he is one of the principal enemies of this Factory. The burning down of Polaspore would never have been proved, had Nobin no concern in the matter. That fool himself prepared the draft of the petition; and it was through his advice and intrigues that the Attorney so turned the mind of the Judge. Again, it was through his intrigues that our former Dewan was confined for two years. I forbade him, saying, "Babu Nobin, don't act against our Saheb ! and especially as he has not burnt your house." To which he replied, "I have enlisted myself in order to save the poor ryots. I shall think myself highly rewarded, if I can preserve once peor ryot from the tortures of the cruel Indigo Planters, and throwing this Dewan into prison, I shall have compensation for my garden." That braggart is become like a Christian Missionary, and I cannot say what preparation he is making this time.

Wood. You are afraid. Did I not tell you at first, you are very ignorant ? No work is to be done through you.

Gopi. Saheb, what signs of fear hast thou seen in me ? When I have entered on this Indigo profession, I have thrown off all fear, shame, and honour ; and the destroying of cows, of Brahmans, of women, and the burning down of houses are become my ornaments, and I know lie down in bed keeping the jail as my pillow (thinking of it).

Wood. I do not want words, but work.

Sadhu, Ray, the Amin, and the servants enter making salams.

Why are the wicked fool's hands bound with cords ?

Gopi. My lord, this Sadhu Churn is a head ryot, but through enticement of Nobin Bose he has been led to engage in the destruction of indigo.

Sadhu. My Lord, I do nothing unjust against your indigo, nor am I doing now, neither have I power to do anything wrong, willingly or unwillingly. I have prepared the Indigo, and also I am ready to make at this time. But then, every thing has its probability and improbability ; if you want to make powder of eight inches thickness to enter a pipe half-an-inch thick will it not burst ? I am a poor ryot, I

keep only one and half ploughs, have only twenty bighas of land for cultivation ; and now, if I am to give nine bighas out of that for Indigo, that must occasion my death, but my Lord, what is that to you, it is only my death.

Gopi. The Saheb fears least you keep him confined in the godown of your eldest Babu.

Sadhu. Now, Sir Dewanji, what you say is striking a corpse (useless labour). What mite am I that I shall imprison the Saheb, the mighty and glorious ?

Gopi. Sadhu, now away with your high-flown language ; it does not souad well on the tongue of a peasant ; it is like a sweeper's broom touching the body.

Wood. Now the rascal is become very wise.

Amin. That fool explains the laws and magistrate's orders to the common people, and thus raises confusion. His brother draws the ploughshare, and he uses the high word protapshali "glorious".

Gopi. The child of the preparer of cow-dung balls is become a Court Naeb (deputy). My lord, the establishment of schools in villages has increased the violence of the ryots.

Wood. I shall write to our Indigo Planters' Association to make a petition to the Government for stopping the schools in villages ; we shall fight to secure stopping the schools.

Amin. That fool wants to bring the case into Court.

Wood. (To Sadhu) You are very wicked. You have twenty bighas, of which, if you employ nine bighas for Indigo, why can't you cultivate the other nine bighas for rice ?

Gopi. My Lord, the debt which is credited to him can be made use of by bringing the whole twenty bighas within our own power.

Sadhu. (To himself) O, oh ! The witness for the spirit-seller is the drunkard ! (openly) If the nine bighas, which are marked off for the cultivation of the Indigo were worked by the plough and kine of the Factory, then can I use the other nine bighas for rice. The work which is to be done in the ricefield is only a fourth of that which is necessary in the Indigo-field, consequently if I am to remain engaged in these nine bighas, the remaining eleven bighas will be without cultivation.

Wood. You, dolt, are very wicked, you scoundrel (haramjada) ; you must take the money in advance ; you must cultivate the land ; you are a real scoundrel (kicks him). You shall leave off every thing, when you meet with Shamchand (takes Shamchand from the wall).

Sadhu. My Lord, the hand is only blackened by killing a fly, i.e. your beating me only injuries you. I am too mean. We—

Ray. (Angrily.) O my brother, you had better stop ; let them take what they can ; our very stomach is on the point of falling down from hunger. The whole day is passed, we have not yet been able either to bathe or to take our food.

Amin. O rascal, where is your Court now ? (Twists his ears).

Ray. (with violent panting) I now die ! My mother ! My mother !

Wood. Beat that "bloody nigger" (beats with Samchand, the leather strap).

Enter Nobin Madhab.

Ray. O thou Babu, I am dying! Give me some water. I am just dead!

Nobin. Saheb they have not bathed, neither have they taken the least food. The members of their family have not yet washed their faces. If you thus destroy your ryots by flogging them, who will prepare your Indigo? This Sadhu Churn prepared the produce of about four bighas last year with the greatest trouble possible; and if with such severe beatings you make such cruel advances to them, that is only your loss. For this day given them leave, and tomorrow I myself shall bring them with me, and do as thou do'st bid me.

Wood. Attend to your own business. What concern have you with another's affairs. Sadhu, give your opinion quickly, and it is my dinner time.

Sadhu. What is the use of waiting for my opinion? You have already marked off the four bighas of the most productive land, and the Amin has, to-day, marked off the remaining part. The land is marked without my consent, the Indigo shall be prepared in the same way; and I also agree to prepare it without taking any advances.

Wood. Do you say my advances are all fictitious you cursed wretch, bastard and heretic, (beats him).

Nobin. (Covers with his hands the back of Sadhu(. My Lord, this poor man has many to support in his family. Owing to the beating he has got, I think, he will be confined in bed for a month. Oh! What pains his family is suffering! Sir, you have also your family. Now, what sorrow would affect the mind of your wife if you were taken prisoner at your dinner-time?

Wood. Be silent thou fool, braggart, low fellow, cow-eater, Don't think that the Magistrate is like that one of Amaranagara, that you can, for every word, lay complains before him, and imprision the men of the Factory. The Magistrate of Indrabad is as death to you. You rascal, you must first give me a hand-note to state you have rceeived the advance for sixty bighas of land, or else I shall not let you go this day. I shall break your head with this Shamchand you stupid. It is owing to your not taking advances that I have not been able to force advances on ten other villages.

Nobin. (with heavy sighs) O my mother Earth! Separate yourself that I may enter into you. In my life I never suffered such an insult. O, oh!

Gopi. Babu Nobin, better go home, no use of making fuss.

Nobin. Sadhu, call on God. He is the only support of the helpless.

[Nobin Madhab goes away]

Wood. Thou slave of the slave. Take him to the Factory, Dewan, and give him the advance according to rules.

[Wood goes away]

Gopi. Sadhu, come along to the Factory. Does the Saheb forget his words? Now ashes have fallen on your ready-made rice; the Yama (8)

of Indigo has attack you, and you have no safety.

FIRST ACT—Fourth Scene
Goluk Chunder Basu's Hall

Enter Soirindri preparing a hair-string.

Soirindri. I never did prepare such a piece of hair-string. The youngest Bou (৭) is the most fortunate' since whatever I do in her name proves successful. The hair-string I have made, is the thinnest possible. According to the hair, the hair-string is made. Oh ! how beautiful the hair is, it is like unto that of the Goddess Kali. The face is as the lotus, always smiling. People may say whatever they choose to one whom they do not like. I don't attend to that. For my part, I feel pleasure when I see the face of the youngest Bou. I consider the youngest Bou in the same light, as I do Bipin. The youngest Bou loves me as her own mother.

Saralota enters with a braid in her hand

Saralota. My sister, just see whether I have been able to make the under part of this braid ? Is it not made ?

Soirindri. (Seeing the braid) Yes, now it is well-made. O ! My sister, this part is made somewhat bad ; the yellow does not look well after the red colour.

Saralota. I wove it by observing your braid.

Soirindri. Is the yellow after the red in that ?

Saralota. No ; in that the green is after the red. But because my green thread is finished, therefore placed the yellow after that.

Soirindri. You were not able, I see, to wait for the market-day. I see, my sister, every thing is in haste with you. As it is said, "Hurry is in Brindabun ; but as soon as the desires rises, there is no more waiting." (10)

Saralota. Oh ! what fault have I committed for that ? Can that be got in the market ? As the last market-day, my mother-in-law sent for it ; but that was not got.

Soirindri. When they write a letter this time to my husband's brothers, we shall send to ask for threads of various colours.

Saralota. Sister, how many days are there still remaining of this month ?

Soirindri. (Laughingly.) On the place where the plain is, the hand touches. As soon as his (11) college closes, he shall come home, therefore you are counting the days. Ah ! my sister, your mind's words are come out.

Saralota. I say truly, my sister ; I never meant that.

Soirindri. How very good-natured our Bindu Madhab is ! His words are honey. When we hear his letters read, they rain like drops of nectar. I never saw such love towards one's brother as his, and also his brother shows the greatest affection for him. When he hears the name of Bindu Madhab, heart overflows with joy, and it becomes, as it were, expanded. Also, as he is, so our Saralota is, (Pressing Saralota's cheek) Saralota is as honesty itself (Saralota). Have I not brought with me my huka ? It is the first.

thing which I have forgotten to bring with me.

Enter Aduri

Aduri, will you just go and bring me some ashes of tobacco ?

Aduri. Where shall I now seek for it ?

Soirindri. It is stuck on the thatched roof of the cook-room, on the right side of the steps leading into the room.

Aduri. Then let me bring the ladder from the threshing floor ; else how can I reach to the roof ?

Saralota. Very well.

Soirindri. Why can she not understand our mother-in-law's word ? Don't you understand what steps are, and what Dain (12) signifies ?

Aduri. Why shall I become a Dain ; it is my fate. As soon as a poor woman becomes old and her teeth fall out she is immediately called a Dain. I shall speak of this to our mistress , am I become so old as to be called a Dain ?

Soirindri. (Rising up) Youngest Bou, sit down, I am coming ; to-day we shall hear the Betal of Vidyasagar.

[Soirindri goes away]

Aduri. That Sagar allows marriage to the widows ; fie ! fie ! Are there not two parties to that ? I gm of the Ajah's (13) party.

Saralota. Aduri, did your husband love you well ?

Aduri. O young Haldarni, do not raise that word of sorrow now. Even up to this day, when his face comes to my mind's eye, my heart, as it were, bursts with sorrow. He loved me very much, and he even wanted to give me a daughter-in-law.

Let alone a Paiche ;
  What worth indeed may it be !
I can find a gold bangle for one,
  If after my heart she be !

Does it fit in ? He even did not give me time to sleep. Whenever I felt drowsy, he said "O my love, are you sleeping ?

Saralota. Did you call him by his name ?

Aduri. Fie ! Fie ! The husband is one's Lord. Is it proper to call him by his name ?

Saralota. Then, how did you call him ?

Aduri. I used to say, "O ! do you hear me ?

Enter Soirindri again

Soirindri. Who has irritated this fool again ?

Aduri. She was inquiring after my husband, therefore, I was speaking with her.

Soirindri. (Laughing.) I never saw a greater fool than this our youngest Bou. While having so many subjects of talk, still you are exciting Aduri in order to hear from her about her husband.

Enter Reboti and Khetromani

Welcome, my dear sister, I have been sending for you for these many days ; still I see, you don't get time to come. O our youngest Bou, here take your Khetro ; here she is come (To Reboti). She was troubling me for these days, saying, My sister Khetro, of the Ghose family, is come from her father-in-law's house ; then why is she not yet coming to our house ?

Reboti. Yes such is your love towards us. Khetro, bow down before our aunts.

[KHETROMANI *bows down*]

Soirindri. Remain with your husband for life; wear vermilion even in your white hair; let your iron circlet[14] continue for ever and the next time you go to your father-in-law's house, take your new-born son with you.

Aduri. The young Haldarni speaks most fluently before me; but this young girl bowed down before her; and she spoke not a single word.

Soirindri. Oh! What of that! Aduri, just go and call our mother-in-law here.

[ADURI *goes out*]

The fool knows not what she says. For how many months is she[15] with child!

Reboti. Did I yet express that; the bad turn of my fortune (*broken forehead*) is such, that I yet cannot say whether that is actually the case or not. It is because that you are very familiar with us, that I tell it you—at the end of this month she will be in her fourth month.

Saralota. But her belly has not yet bulged!

Soirindri. What madness! She has not yet completed her third month and you expect a bulged-belly!

Saralota. Khetro, why did you cut off the curls of your hair?

Khetro. The elder brother of my husband was much displeased at seeing the curls in my hair. He told our mistress (mother-in-law), that curls agree best with prostitutes and women of rich families. I was so much ashamed at hearing his words, that from that very day I cut off my curls.

Soirindri. Youngest Bou, the shades of evening are spreading about; just go, my sister, and bring the clothes.

Enter ADURI *again*

Saralota. (*Standing up.*) Aduri, come with me; let us go up, and bring down the clothes.

Aduri. Let young Halder first come home, ha! ha! ha!

[*Ashamed* SARALOTA *goes away*]

Soirindri. (*With anger, yet laughing.*) Go thou unfortunate fool; at every word, you joke. Where is my mother-in-law?

Enter SABITRI

Yes, he is come.

Sabitri. Ghose Bou, art thou come, and hast thou brought your daughter with you? Yes, you have done well. Bipin was making a noise, therefore, I sent him out and am come here.

Reboti. My mother, I bow down before you. Khetro, bow down before your grandmother.

[KHETROMANI *bows down*]

Sabitri. Be happy, be the mother of seven sons. (*Coughing aside*) My eldest Bou, just go into the room. I think my son is up. Oh! my son has no regular time for bathing, neither for taking food. My Nobin is become very weak by mere vain thoughts—(*Aside, "Aduri"*) Oh! my daughter, go in soon. I think, he is asking for water.

Soirindri. (*Aside, to Aduri*) Aduri, calling for you.

Aduri. Calling for me, but asking for you.

Soirindri. Thou burnt-faced. Sister Ghose meet me another day.

[*Exit* SOIRINDRI]

Reboti. O my mother, here is none else. Some great danger has fallen upon me, that Podi Moyrani came to our house yesterday.

Sabitri. Rama! Rama! Rama! who allows that nasty fool to enter his house? What is left of her virtue? She has only to write her name in the public notices.

Reboti. My mother, but what shall I do? My house is not an enclosed one. When our males go out to the fields the house is no more a house; but you may call it a mart. That strumpet says (I do shrink at the thought), she says, that the young Saheb is become, as it were, mad at seeing Khetromani; and wants to see her in the Factory.

Aduri. Fy! fy! fy! bad smell of the onion! Can we go to Saheb? Fy! fy! fy! bad smell of the onion! I shall never be out any more alone. I can bear every other thing, but the smell of the onion I can never bear. Fy! fy! fy! bad smell of the onion!

Reboti. But, my mother, is not the virtue of the poor actual virtue? That fool[16] says, he will give money, give grants of lands for the cultivation of rice and also give some employment to our son-in-law. Fie! fie! to money. Is virtue something to be sold? Has it any price? What can I say? That fool was an agent of the Saheb, or else I would have broken her mouth with one kick. My daughter is become thunderstruck from yesterday; and now and then, she is starting with fear.

Aduri. Oh, the beard! When he speaks, it is like a he-goat twisting about its mouth. For my part, I would never be able to go there as long as he does not leave off his onions and beard. Fie! fie! fie! the bad smell of the onion!

Reboti. Mother, again that unfortunate fool says, if you do not send her with me, I shall take her away by certain latyals.

Sabitri. What more is the Burmese (*Mug*) power? Can any one take away a woman from a house in the British Dominion?

Reboti. O my Mother! Every violence can be committed in the ryot's house. Taking away the women, they bring the men under their power. In giving advances for Indigo they can do this; only they cannot commit this before one's eyes. Don't you know, my mother, the other day, because certain parties did not agree to sign a fictitious receipt of advances, they broke down their house and took away by force the wife of one of the Babus.

Sabitri. What anarchy is this! Did you inform Sadhu of this.

Reboti. No, my mother. He is already become mad on account of the Indigo; again, if he hear this, will he keep quite? Through excessive anger he will rather smite his head with axe.

Sabitri. Very well, I shall make this known to Sadhu, through my husband; you need not say anything. What misfortune is this! The Indigo Planters can do anything. Then why do I hear it generally said, that the Sahebs are strict in dispensing justice. Again, my son Bindu Madhab speaks much in praise of them. Therefore I think that these are not Sahebs;

no, they are the dregs (*Chandal*) of Sahebs.

Reboti. Respecting another word which Moyrani has said, I think the eldest Babu has not heard of it that a new order has been proclaimed, by which the wicked Sahebs, by opening a communication with the Magistrate,, can throw any one into prison for six months; again that they are making preparations for doing the same with the Babus.

Sabitri. (*Sighing deeply*) If this be in the mind of God it will be.

Reboti. Many other things she said, my mother· but I was not able to understand her. Is it the fact, that there is no appeal when once a person is imprisoned?

Aduri. I think the wretch has aggravated this imprisoning.

Sabitri. Aduri, be silent a little, my child.

Reboti. Moreover, the wife of the Indigo Planter, in order to make her husband's case strong (pakka), has sent a letter to the Magistrate, since it is said that the Magistrate hears her words most attentively.

Aduri. I saw the lady; she has no shame at all. When the Magistrate of the Zillah (whose name occasions great terror) goes riding about through the village, the lady also rides on horseback, with him. —The Bou riding about on a horse! Because the aunt of Kasi once laughed before the elder brother of her husband, all people ridiculed her; while this was the Magistrate of the Zillah.

Sabitri. I see, wretched woman, thou wilt occasion some great misfortune one day. Now it is evening. Ghose Bou, better go home. There is Durga.

Reboti. Now, I go my mother. I shall buy some oil from the shop; then there will be light in the house.

[*Exit* REBOTI and KHETROMANI]

Sabitri. Can't you remain without speaking something at every word?

Enter SARALOTA *with clothes on her hand*

Aduri. Here, our washerwoman is come with her clothes.

Sabitri. Thou, fool, why is she a washerwoman? She is my Bou of gold, my Goddess of good Fortune (*patting her back*). Is there no one in my family excepting you to bring down the clothes? Can't you, for one dunda[17] sit quite in one place? Art thou born of such a mad woman? How did you tear off your cloth? I think you bruised yourself. Ah, her body is, as it were, a red lotus; and this one bruise has made the blood to come out with violence. Now, my daughter, I tell you, never move up and down the steps in the dark, in such a manner.

Enter SOIRINDRI

Soirindri. Now, our young Bou, let us go to the ghat.

Sabitri. Now, my daughters, while the evenig light continues, you two together go and wash yourselves. [*Exit all*]

SECOND ACT—FIRST SCENE.

The GODOWN *of* BEGUNBARI FACTORY

TORAPA *and four other Ryots sitting.*

Torapa. Why do they not kill me at once? I can never show myself ungrateful. That eldest Babu,

who has preserved my caste; he, through whose influence I am living here; he, who by reserving my plough and the cows, is preserving my life,—shall I by giving false evidence, throw the father of that Babu into prison? I can never do that; I would rather give my life.

First Ryot. Before sticks there can be no words; the stroke of Shamchand is a very terrible thrust. Have we a film on our eyes: did we not serve our eldest Babu? But, then, what can we do? If we do not give evidence they will never keep up as we are. Wood Saheb stood upon my breast and blood began to fall drop by drop. And the feet of the horse were, as it were, the hoofs of the ox.

Scond Ryot. Thrusting in the nails; don't you know the nails which are stuck under the shoes worn by the Sahebs?

Torapa (Grinding his teeth with anger.) Why do you speak of the nails? My heart is bursting with having seen this blood What do I say? If I can once get him in the Vatarmari field, with one slap I can raise him in the air; and at once put a stop to all his "gad dams" and other words of chastisement.

Third Ryot. I am only a hireling, and keep men under me When I heard abcut the plan which our master formed I imme diately refused to take any indigo business on my hand; saying I shall never work for that. Why was I then confined in the godown? I thought that serving under him at this time, I shall be able to make a good collection and shall be able to attend to my friends; but I am rotting here in this place for five days and again I am to go to that *Andarabad.*

Second Ryot. I went to that Andarabad once or twice; as also to that Factory of Bhabnapore, every one speaks good of Saheb of that place; that Saheb once sent me to the Court, then I saw much fun in that place. Ha! just as the Magistrate, sitting at the tails of the two Mukhtears (*law-yers*) shouted "Hyal" (Hallo), the two brother-in-laws in the persons of the Mukhtears kicked up a row. The wordy battle they fought made me think there was literally a bull-fight as between the white ox of Sadhukhan and the bull-calf of Jamadar on the field of Moyna.

Torapa. Did he find any fault with you? The Saheb of Bhabnapore never raises a false disturbance. "By speaking the truth, we shall ride on horseback." Had all Sahebs been of the same character with him then none would have spoken ill of the Sahebs.

Second Ryot. My heart overflows with joy.

Now his torturing is all put a stop to. In his godown there are now seven persons, one of them is a child. The vile man has filled his house also with kine and calves. Oh, what robbery is he carrying on!

Torapa. As soon as they get a Saheb, who is a good man, they want to destroy him. They are holding a meeting to drive off the Magistrate.

Second Ryot. I cannot understand whether they found fault with the Magistrate of the other Zillah.

Torapa. He did not go to dine in the factory. They prepared a dinner for the Magistrate, in order to get him within their power, but the Magistrate concealed himself like a stolen cow ; he did not go to dinner. He is a person of a good family. Why should he go to the Indigo planters? We have now understood, these Planters are the low people of Belata.[18]

First Ryot. Then how did the late Governor Saheb go about all the Indigo Factories, being feasted like a bridgegroom just before the celebration of the marriage?[19] Did you not see that the Planter Saheb brought him to this Factory well-adorned like a bridegroom?

Second Ryot. I think he has some share in this Indigo Company.

Torapa. No! can the Governor take a share in Indigo affairs? He came to increase his fame. If God preserve our present Governor, then we shall be able to procure something for our sustenance ; and the spectre of Indigo shall no more hang on our shoulders.

Third Ryot. (*With fear*) I die. If the ghost of this burden once attack a person, is it true that it does not quit him soon? My wife said so.

Taropa. Why have they brought this brother-in-law here? For fear of the Sahebs, people are leaving the village ; and my uncle Bochoroddi has formed the following sentence:

"The man with eyes like those of the cat, is an ignorant fool ;
So the Indigo of the Indigo Factory is an instrument of punishment."

Bochoroddi is very expert in forming such sentences.

Second Ryot. Did not you hear another sentence which was composed by Nita Atai?

"The Missionaries have destroyed the caste ;
"The Factory monkeys have destroyed the rice."

Torapa. What, a composition! But what is really meant by "Destroyed the caste" what is it ;

Second Ryot.

"The Missionaries have destroyed the caste:
"The Factory monkeys have destroyed the rice."

Fourth Ryot. Ha! I do not know what is taking place in my house: I am become the inhabitant of three villages at once. I came away to Svaropur, and through the advice of Bose, I threw away the advance which was offered me. When my young child was sick I came to Bose to get from him a little sugarcandy. Ah! how very kind he was ; how agreeable and good-looking in countenance I found him ; and sitting as solemn as an elephant.

Torapa. How many bighas have they given this year?

Fourth Ryot. Last year I prepared ten bighas but as to the price of that, they raised great confusion. This year again, they have given advances for fifteen bighas and I am doing exactly as they are ordering me, still, they leave not off insulting me.

First Ryot. I am labouring with my plough for these two years, and I have cultivated a little piece of ground. That piece of ground which I prepared this year, I kept

for sesamum; but one day, young Saheb, riding on his horse, came to the place, and waiting there himself, took possession of the whole piece. How can the ryots live if this is to continue?

Torapa. This is only the intrigue of the wicked Amin. Does the Saheb know everything about land? This fool goes about like a revengeful dog: when he sees any good piece of land, he immediately gives notice of it to the Saheb. The Saheb has no want of money, and he has no need for borrowing money on credit. Then why is it that the fool does so; if he has to cultivate Indigo, let him do so; let him buy oxen; let him prepare ploughs; if he cannot guide the plough himself, let him keep men under him. What want have you of lands? If you can cultivate the whole village; and we do not refuse to give the village. In that case the land can overflow with Indigo in two years. But he will not do it.

—(*Aside,* ho! ho! ho! ma! ma!) Gazi Saheb! Gazi Saheb! Durga! Durga![20] call your Rama. Within this there are ghosts. Be silent, be silent.

(*Aside,* Oh Indigo; You came to this land for our utter ruin. Ah! I cannot any more suffer this torture. I cannot say how many other Factories there are of this Concern. Within this one month-and-a half, I have already drunk the water of fourteen Factories; and I do not know in what Factory I am now; and how can I know that, while I am taken in the night from one Factory to another, with my eyes entirely shut. Oh! my mother; Where art thou now?)

Third Ryot. Rama! Rama! Rama! Kali! Kali! Durga! Ganesh! Ashra!

Torapa. Silence, silence.

(*Aside,* Ah, I can make myself free from this hell, if I take the advance for five bighas of land. Oh? my uncle, it is now proper to take the advance. Now I see no means of giving the notice; my life is on the point of leaving the body. I have no more any power to speak. Oh my mother, where art thou now? I have not seen thy holy feet for a month-and-a half.)

Third Ryot. I hall speak of this to my wife; did you hear now? Although these are become ghosts after death, still have they not been able to extricate themselves from the Indigo advances.

First Ryot. Art thou so very ignorant?

Torapa. A person of a good family; I have understood that by the words My uncle Prana, can you once take me up on your shoulders, than I can ask him where his residence is?

First Ryot. Thou art a Mussalman.

Torapa. Then you had better rise on my shoulders and see—(*sits down*) rise up—(*sits on the shoulders*) take hold of the wall; bring your face before the window —(*seeing* Gopi Churn *at a distance*) come down, come down, my uncle, Gopi is coming (*first Ryot falls down*).

Enter Gopi Churn *and* Mr. Rose *with his Ramakanta*[21] *in his hand.*

Third Ryot. Dewan, there is a

ghost in this room. Now, it was crying aloud.

Gopi. If you don't say as I teach you, you must become a ghost of the very same kind. (*Aside to Mr. Rose*) These persons have known about Mojumder's confinement, we must no more keep him in this Factory. It was not proper to keep him in that room.

Rose. I shall hear of that afterwards. What ryot has refused; what rascal is so very wicked? (*Stamps his feet*).

Gopi. These are all well-prepared. This Mussalman is very wicked; he says, I can never show myself ungrateful (*nimakharami*).

Torapa. (*Aside.*) O my father! How very terrible the stick is. Now I must agree with them; as to future considerations I shall see what I can do afterwards. (*Openly.*) Pardon me, Saheb! I, also, am become the same with you.

Planter. Be silent, thou child of the sow! This Ramkant is very sweet. (*Strikes with Ramakanta and also kicks him.*)

Torapa. Oh! Oh! my mother, I am now dead. My uncle Prana, give me a little water. I die for water. My father, father?

Rose. Shall not filth be discharged into your mouth? (*Strikes with his shoes*).

Torapa. Whatever thou shalt say, I shall do. Before God, I ask pardon of thee, my Lord.

Rose. Now the Villain has left his wickedness. To-night all must be sent to the Court. Just write to the Attorney, that as long as the evidence is not given, not one of these shall be let out. The Agent shall go with them. (*To the Third Ryot*) why art thou crying? (*Gives a kick*).

Third Ryot. Bou, where art thou? These are murdering me. O my mother! Bou! My mother! I am killed, I am killed. (*Falls upside down on the ground*).

Rose. Thou, stupid, art become mad (*bonra*).

[*Exit* MR. ROSE]

Gopi. Now, Torapa, have you got your full of the onion and the shoe?

Torapa. Oh Dewanji, preserve me by giving a little water. I am on the point of death.

Gopi. The Indigo warehouse and the steam engine room, these are places where the sweet shoots forth and water is drunk. Now, all of you come with me, that you may at once drink water.

[*Exit all*]

SECOND ACT—SECOND SCENE

THE BED-ROOM OF BINDU MADHAB. SARALOTA *sitting with a letter in her hand.*

Saralota. Now, my dear love with an honest tongue is not come, and an elephant, as it were, is treading on the lotuslike heart. I have become hopeless amid very great hope. In expectation of the coming of the Lord of my life. I was waiting with greater disquietude of mind than the swallow (*chatak*) does when waiting for the drops of rain at the approaching rainy season. The way in which I was counting the days exactly corresponded with what my sister said, that each day appeared, as it

were,, a year (*deep sigh*). The expectation as to the coming of my husband is now of no effect. The course of his life itself will prove successful, if the great action in which he is now engaged, can prove so. Oh, Lord of my life! We are born women, and cannot even go out to walk in the garden; we are unable to walk out in the city; can by no means form clubs for general good; we have no Colleges nor Courts, not Brahma Samaja of our own; we have nothing of our own, to compose the mind when it is once disturbed; and moreover, we can never blame a woman when she feels any disquietude. O my Lord, we have only one to depend upon —the husband is the object of wife's thoughts, of her understanding, her study, her acquisition, her meeting, her society; in short, this jewel—the husband—is all to a virtuous woman. O thou letter! thou art come from the hand of the dear object of my heart,, I shall kiss thee, (*kisses it*); in thee is the name of my lord; I shall hold thee on my burnt heart, (*keeps it on her breast*). Ah! how sweet are the words of my Lord; as often as I read it, my mind is more and more charmed (*reads*).

MY DEAR SARALOTA,

In my letter I cannot express what anxiety my mind feels to see your sweet face. O what inexpressible pleasure do I feel when I place your beautiful (moon like) face on my breast! I thought that that moment of happiness is come; but pain immediately overtook pleasure. The College is closed, but [illegible] has come upon me; through the grace of God, if I be not able to extricate myselt from it, I shall never be able anymore to show my face to thee. The Indigo planters have secretly brought an accusation against my father in the court; their main design being, in some way or other, to throw him into jail. I have sent letters one after another, to my brother giving him this information, and I myself am remaining here with the greatest care possible. Never disturb yourself with vain thoughts. The merciful Father must certainly make us successful. My dear, I have not forgotten the Bengali translation of "Shakespeare"; it cannot be got now in the shops, but one of my friends, Bonkima by name, has given me one copy. When I come home, I shall bring it with me. My dear, what a great source of pleasure is the acquisition of learning! I am conversing with you, although at such a great distance. Ah! what great happiness would my mind have enjoyed if my mother did not forbid you to send letters to me.

"I am, yours,
Bindu Madhab."

As to myself I have a full confidence as to that. If there be any fault in your character, then who should be an example of good conduct? Because I am fickle; cannot sit for some time quietly in one place, my mother-in-law calls me the daughter of a mad woman. But, where is my fickleness now? In the place where I have opened the letter of my dear Lord, I have spent nearly a fourth part of the

day. The fickleness of the exterior part has now gone into the heart. As, on the boiling of the rice, the froth rising up makes the surface quiet, but the rice within is agitated; so am I now. I have not that smiling face now. A sweet smile is the wife of hapiness; and as soon as happiness dies, the sweet smile goes along with it. My Lord, when thou shalt prove successful, every thing shall be preserved; If I am to see your face disquieted, all sides will be dark unto me. O my restless mind, wilt thou be not quieted? If you remain unquiet, that can be suffered. As to your weeping none can see it, nor can hear it; but my eyes! You shall throw me into shame, (*rubbing her eyes*); if ye are not pacified, I shall not be able to go out of doors.

Enter ADURI

Aduri. What are you doing here? The elder Haldarni[22] is not able to go to the tank-side. All whom I see are of a disturbed countenance.

Saralota. (*A deep sigh.*) Let us then go.

Aduri. I see you have not yet touched the oil. Your hairs are yet dusty, and you have not yet left the letter. Does your young Haldar write my name in the letter?

Saralota. Has the Bara Thakur (the eldest brother of the husband) finished his bathing?

Aduri. The eldest Haldar is gone to the village. A law-suit is being carried on. Was that not written in your letter! Our master was weeping.

Saralota. (*Aside*). Truly, my Lord! Thou shalt not be able to show thy face, if thou can'st not prove sucessful.

(*Openly*) Let us now rub ourselves with oil in the cook-room.

[*Exit both*]

SECOND ACT—THIRD SCENE
A ROAD POINTING THREE WAYS

Enter PODI MOYRANI

Podi. It is the degenerate Amin who is ruining the country. Is it through my own choice that I am levelling the axe at my feet,[23] by giving the young women to the Saheb? As to that preparation which Ray made, had it not been caught[24] by Sadhu, she would have been provided with food and clothing for life. Ah, it bursts my heart when I see the face of Khetromany. Have I no feelings of compassion because I have made a paramour my companion? Whenever she sees me still, she comes to me, calling me Aunt! Aunt! Can the mother, with a firm heart, give such a golden deer into the grasp of the tiger? How detestable is this, that for the sake of money, I have given up my caste and my life and also am obliged to touch the bed of a Buno (rude tribe). That libertine, the elder Saheb, has made it a practice to beat me whenever he finds me, and has also said, he will cut off my nose and ears—that vile man is come to an old age, can keep women in confinement, and can kick them; such a vile man, I have not seen in the present day. Let me go to the blackmouthed Amin and tell him that shall not be effected by me. Have I any

power to go out in the town? Whenever the nasty fellows of the neighbourhood see me, they follow me as the Phinge (a kind of bird) does the crow.

(*Aside a song.*)

Whenever I sit down to reap the rice in the field. Her eyes immediately come before my sight.

Enter a COWHERD

Cowherd. Saheb, have not insects attacked thine Indigo twigs?

Podi. Let them attack thy mother and sister, thou degenerate fool. Leave off thy mother's breast, go to the house of Death; go to Colmighata, to the grave.[25]

Cowherd, I have also sent orders to prepare a pair of weeding knives.

Enter a LATYAL *or* CLUB-MAN

Oh! the Latyal of the Indigo Factory!

The cowherd flies off swiftly.

Latyal. Thou, Oh lotus-faced, hast made the tooth-powder very dear.

Podi. (*Seeing the silver chain round the waist of the Latyal*) Your chain is very grand.

Club-man. Don't you know, my dear, wherefrom comes the clothing of the bailiff and the dress of the nautch girl?

Podi. I wanted a black calf from you a long while ago, but yet you did not give it me. My brother, I shall not ask from thee any more.

Club-man. Dear lotus-faced, don't be angry with me. To-morrow, we shall go to plunder the people called Shamanagara; and if I can get a black calf, I shall immediately keep that in your cow-house. When I shall return with my fish, I shall pass by your shop.

[*Exit the* CLUB-MAN]

Podi, The Planter Sahebs do nothing but rob. If the ryots be loaded in a less degree with exactions they can preserve their lives; and you[26] can get your Indigo. The Munshies of Shamanagara entreated most earnestly to get ten portions of land free. "The thief never hears the instructions of Religion." The wretched elder Saheb remained quiet having burnt his wretched tongue.

Enter four BOYS *of a native Pathshala*

Four Boys. (*Keeping down their mats and expressing great mirth with the clapping of their hands.*)

My dear Moyrani,
where is your Indigo?
My dear Moyrani,
where is your Indigo?
My dear Moyrani,
where is your Indigo?

Podi. My child Kesoba, I am your aunt. Never use such words to me.

Four Boys. (*Dance together*) My dear Moyrani, where is your Indigo?

Podi. My dear Ambika, I am your sister; don't use me in this manner.

Four Boys. (*Dance round Podi.*)

My dear Moyrani,
where is your Indigo?
My dear Moyrani,
where is your Indigo?
My dear Moyrani,
where is your Indigo?

Enter NOBIN MADHAB.

Podi. What a shame is this, that I exposed my face to the elder Babu.

[*Exit* PODI, *covering herself with a Veil*]

Nobin. Wicked and profligate woman. (*To the children.*) You are playing on the road still; it is now too late, go home now.

[*Exit Four Boys*]

Ah! I can within five days establish a school for these boys, if only the tyranny of the Indigo be once stopped. The Inspector of this part of the country is a very good man. How very good a man becomes, if only learning be acquired. He is young; but in his conversation he has the experience of years. He has a great desire that a school be established in this country. I am also not unwilling to give money for this purpose; the large Bungalow which I have, can be a good place for a school; moreover, what is more happy than to have the boys of one's own country to read and write and study in his own house, this is the truc success of wealth and of labour. Bindu Madhab brought the Inspector with him, and it is his desire, that all with one mind try to establish the school. But observing the unfortunate state of the country, he was obliged to keep his design to himself. How very mild quiet, goodnatured, and wise is he become now! Wisdom in younger years is as beautiful as the fruits in a small plant. In reading of the sorow, which my brother has expressed in his letter, even the hard stone is melted and the heart of the Indigo planter would become soft. I cannot now rise up to go home, I do not see any means; I was not able to bring one of the five to my side, and cannot find where they are taken away.[27] I think Torapa will never speak a lie. It will be a great loss to us, if the other four give evidence; especially as I was not able to make the least preparation; and again the Magistrate is a great friend of Mr. Wood.

Enter a RYOT *two* PEADAS *or Bailiffs of the Police, and a* TAIDGIR *of the Indigo Factory*

Ryot. My elder Babu, preserve my two children; there is no one else to feed them. Last year, I gave eight carts' load of Indigo and did not get a single pice for that, and also I am bound, as with cords, for the remainder. Again they will take me to Andrabad.

Guard. The advance-money of the Indigo and the marking nut of the washerman behave alike; as soon as they come in contact, they become mostly joined. You villain come, you must first go to the Dewanji; your elder Babu also shall come to this end.

Ryot. Come, I don't fear this. I would rather have my body rot in the jail than any more prepare the Indigo of that white man. My God! My God! none looks on the poor (*weeps*). My elder Babu, give my children food; they brought me from the field; and I was not able to see them once.

[*Exit all, except* NOBIN MADHAB.]

Nobin. What injustice! These two children will die without food in the same way as the new-born young of the hare suffers when the

hare is in the hand of the savage hunters.

Enter RAY CHURN

Ray. Had not my brother caught hold of me, I would have put a stop to her (*Refers to Podi*) breathing, I would have killed her; then at the utmost, I had been hanged for six months.[28] That villain!

Nobin. Ray Churn, where art thou going?

Ray. Our mistress ordered me to call Putakur. The stupid Podi told me that the bailiff will bring the summons tomorrow.

[*Exit* RAY CHURN]

Nobin. Oh! Oh! Oh! That which never look place in this family has now come to pass. My father is very peaceful, honest, and of a sincere mind, knows not what disputes and enmities are, never goes out on village, trembles with fear at the name of Court affairs, and even shed tears when he read the letter. If he is to go to Indrabad, he will turn mad; and if, to the jail, he will throw himself into the stream. Ah, such are the misfortunes that are to fall on him wihle I, his son, am living: My mother is not so much afraid as my father is, she does not lose hope at once; with a firm mind she is now invoking God. My dear-eyed is become, as it were, the deer in my volcano;[29] she is become mad with fear and anxiety. Her father died in an Indigo Factory and her fear now, is lest the same happens to her husband. How many sides am I to keep quiet; is it proper to fly off with the whole family or, is it not right that to do good unto others is the highest virtue? I shall not turn aside hastily. I see, I am not able to do any good to Shamanagara; still, what work is there which is beyond the power of exertion? Let me see what I can do.

Enter two PUNDITS

First P. My child, is the house of Goluk Chunder Bose in this quarter? I heard from my uncle, the person is very honest—the grandeur of the Bose family.

Nobin. (*Bowing before him*) Sir, I am his eldest son.

First P. Yes! yes! very honest: To have such a son is not the result of a little virtue.

Second P. We had been invited by Babu Arabindu, of Sougandha. To-day, we remain in the house of Goluk Chunder; and shall do good unto you.

Nobin. This is my great fortune. Sirs, come by this way.

[*Exit all*]

THIRD ACT—FIRST SCENE

Before the Factory in BEGUNBARI

Enter GOPI CHURN *and a* NATIVE JAILOR

Gopi. As long as your share is not less, you do not care to bring anything to my notice.

Jailor. Can that filth be digested by one person eating the whole? I told him, if you eat, give a part to the Dewanji; but he says what power has your Dewan? He is not so much the son of a Keot, (*Shoemaker caste*) that he shall direct the Saheb like unto one leading a monkey.

Gopi. Very well, now go. I shall show that Keot (what a club) how strong he is.

[*Exit Khalasi.*]

The fellow has got so much power through the authority of the younger Saheb. I shall also say it is a very easy thing for one to carry on his work, if his master be the husband of his sister. The elder Saheb becomes very angry at this word. But the fellow is very angry with me; at every word, he shows me the Shamchand. That day he kicked me with his stocking on. These few days, I see that his temper is become somewhat mild towards me; since Goluk Bose is summoned, he has expressed a little kindness. A person is considered very expert by the Saheb, if he can bring about the ruin of many. "One becomes a good Physician by the death of one hundred patients."

(*Seeing* MR. WOOD)

Here he is coming; let me first soften up his mind by giving him some information about the Boses.

Enter MR. WOOD

Saheb, tears have now come out of the eyes of Nobin Bose. Never was he punished more severely. His garden is taken away from him: the small pieces of land he had are all included among the lands which are given to Gadai Pod (*a low caste*), his cultivation is nearly put a stop to, his barns are all become empty, and he was sent into Court twice; in the midst of so many troubles, he still stood firm; but now he has fallen down.

Planter. The rascal was not able to do any thing in Shamanagara.

Gopi. Saheb, the Munshis came to him; but he told them, "my mind is not at rest now, my limbs are become powerless through weeping for my father, and I am, as it were, become mad." On observing the wretched condition of Nobin, about seven or eight ryots of Shamanagara have all given up, and all are doing exactly as your Honour is ordering them.

Planter. You are a very good Dewan, and you have formed a very good plan.

Gopi. I knew Goluk Bose to be a coward, and that if he were obiliged to go to Court, he would turn mad. As Nobin has affection for his father, he will of course be punished; and it was for this reason that I gave the advice to make the old man the defendant. Also, the plan which your Honour formed was not the less good. Our Indigo cultivation has been nearly made on the sides of his tank; thus laying the snakes's eggs in his heart.

Planter. With one stone two birds have been killed; ten bigahs of land are cultivated with Indigo, and also that fool is punished. He shed much tears, saying that if Indigo be planted near the tank we shall be obliged to leave our habitation; but I said, to cultivate Indigo in one's habitation is to the best advantage.

Gopi. And the fool brought an action in the Court, on hearing that reply.

Planter. That will be of no effect; that Magistrate is a very good man. If the case turn into a civil one it will never be concluded in less than five years. That

Magistrate is a great friend of mine. Just see, by the new Act, the four rascals were thrown into prison only by making your evidence strong. This Act is the be come the brother of the sword.

Gopi. Saheb, in order that those four ryots might not suffer loss in their cultivation, Nobin Bose has given his own plough, kine, and harrow for the ploughing of their lands; and he is trying his utmost that their families might not suffer great trouble.

Planter. When he is required to plough his land, for which advances are allowed, he says, "my ploughs and kine are less in number." He is very wicked; and now he is very well punished. Dewan, now you have done very well, and now I see work may be carried on by you without loss.

Gopi. Saheb, it is your own favour. My desire is that advances should be increased every year. But that cannot be done by me alone; some confident Amin and Khalasis are necessary. Can the Indigo cultivation be improved by those who, for the sake of two rupees, occasioned the loss of the produce of three bigahs of lands?

Planter. I have understood it, the rascally Amin occasioned this confusion.

Gopi. Saheb, Chander Goldar is a new-comer here, and has not taken any advance. The Amin once, acording to regular custom, threw one rupee on his ground as an advance. That person, in order to be allowed to return that rupee, even shed tears and came along with the Amin as far as Ruthtollah, begging him earnestly to take it back. There he met with Nilkanta Babu, who has chosen the profession of an Attorney immediately after leaving the College.

Planter. I know that rascal; he it is, who writes everything concerning me in the newspapers.

Gopi. Their papers can never stand before yours, can by no means bear a comparison; and moreover, they are as the earthen bottles for cooling water compared to the jars of Dacca. But to bring the newspapers within your influence, great expense has been incurred. That takes place according to time; as is said,

"According to circumstance, the
friend becomes an enemy:
The lame ass is sold at the
price of the horse."

Planter. What did Nilkanta do?

Gopi. He sharply rebuked the Amin; and the Amin with no little shame brought back that one rupee, with two rupees more, from Goldar's house. Chander Goldar would have been able very easily to supply the Indigo for three or four bigahs. Is this the work of a servant? If I can conduct the Dewanny and the business of the Amin; then this kind of ingratitude can be stopped.

Planter. Great wickedness this is; evident ingratitude.

Gopi. Saheb, grant pardon for this bad conduct; the Amin brought his own sister to our younger Saheb's room.

Planter. Yes: Yes: I know; that rascal and Podi corrupted our young Saheb. I must give that wicked fool some instruction very

soon. Send him to my sitting room.

[*Exit* MR. WOOD.]

Gopi. Just see, in whose hand the monkey plays best. The Kayasth is one rogue, and the crow another.

"Now have you fallen under the stroke of the Khait; where even the grand-father of the sister's husband losses the game!"

THIRD ACT—SECOND SCENE

THE BEDROOM OF NOBIN MADHAB

NOBIN MADHAB *and* SOIRINDRI *sitting.*

Soirindri. Lord of my soul, what is preferable, whether the ornament or my father-in-law? That, for which thou art wandering about day and night; that, for which thou hast left thy food and sleep; that, for which thou art shedding tears incessantly; that, for which thy pleasant face has been depressed; and that which has occasioned thy headache; my dear Lord, can I not for that give away this my trifling ornament?

Nobin. My dear, you can, with ease, give; but with what face shall I take it? What great troubles the husband is to undergo in order to dress his wife; he has to swim in the rapid stream to throw himself into the deep ocean, engage in battles, to climb mountains, to live in the wilderness and to go before the mouth of the tiger. The husband adorns his wife, with so much trouble; am I so very foolish as to take away the ornament from the very same wife. O my Lotus-eyed, wait a little. Let me see this day, and if, finally I cannot procure it, then I shall take your ornaments afterwards.

Soirindri. O my heart's love!! we are very unfortunate now; and who is there that shall give you on loan the sum of Rs. 500/- at such a time. I am entreating you again. take my ornaments and those of your youngest Bou, and try to procure money from a banker. Observing your troubles the lotus-like young Bou is become sad.

Nobin. Ah! my sweet-faced, the cruel words which you used struck on my heart like arrows of fire. Our youngest Bou,, she is a girl; good clothes and beautiful ornaments are objects of pleasure to her. What understanding has she now? What does she know of family business? As our young Bipin cries when his necklace is taken from him in play, so our youngest Bou weeps when her ornaments are taken away. Oh! oh! Am I formed so mean-spirited a man? Am I to be so cruel a robber? Shall I deceive a young girl? This can never be, as long as life exists. The worthless Indigo Planters even cannot commit such a crime. My dear, never use such a word before me.

Soirindri. Beloved of my soul, that pain, with which I told these words, is only known to me and the omniscient God. What doubt is there, that they are fiery arrows? They have burst my heart and burnt my tongue, and then having divided the lips, have entered your heart. It is with great pain that I told you to take the ornaments of the youngest Bou. Can there be any pleasure in the mind, after having observed this your insane

wandering, this weeping of my father-in-law, the deep sighs of my mother-in-law, the sad face of the youngest Bou, the dejected countenance of relatives and friends, and the sorrowful mournings of the ryots. If by any means we can restore safety, then all shall be safe. My Lord, I do feel the same pain in giving the ornaments of our youngest Bou, as if I had to give those of Bipin; but if I give away the ornaments of Bipin, before giving those of the youngest Bou, that would prove in act of cruelty to her; since, she might think that my sister looks on me as a stranger. Can I give pain to her honest heart by doing this? Is this the work of the elder sister who is like a mother.

Nobin. My dear love! Your heart is very sincere. There is not a second to you in sincerity in the female race. Is this my family reduced to this state! What was I, and what am I now become? The sum of my profits was seven hundred Rupees. I had fifteen warehouses for corn, sixteen bighas of garden land, twenty ploughs and fifty harrows. What great feasts had I at the time of the Puja; the house-filled with men, feasting the Brahmins, gifts to the poor, the feasting of friends and relations, the musical entertainments of the Vaishnabas, and also pleasant theatrical representations. I have expended such large sums, and even given as donation one hundred Rupees. Being so rich, now I am obliged to take away the ornametns of my wife and the wife of my young brother. What afflication!, God thou didst give these, and thou hast taken them again. Then, what sorrow?

Soirindri. My dear when I see you weep, my life itself weeps (*tears in her eyes*). Was there so much pain in my fate; am I thus destined to see such distress in my Lord? Do not prevent me any more. (*Takes out the amulet*)

Nobin. My heart bursts when I see your tears (*rubbing the tears*). Stop my dear, of the moon-like face, stop (*taking hold of her hands*). Keep these one day more, let me see.

Soirindri. My dear, what further resource is left? Do as I tell you now. If it be so destined, there shall be many ornaments afterwards (*aside sneezing*); true, true. Aduri is coming.

Enter ADURI *with two letters*

Aduri. I can't say whence the letters came; but my mistress told me to give them to you.

[*Exit* ADURI, *after giving the letter.*]

Nobin. It shall be known by those letters whether your ornaments are to be taken or not. (*Opens the first letter.*)

Soirindri. Read it aloud.

Nobin. (*Reads the letter*).

Dear Friend,

This is to make it known to you, that to give a sum of money to you at present is only to make a return of favours. My mother has taken leave of this world yesterday; and the day of her first funeral obse quies is very near. This have I written yesterday. The tobacco is not yet sold.

"I am, yours,
Ghonosyam Mukherji"

What misfortune is this! Is this my assistance on the funeral obse-

quies of the honorable Mukherji? Let me see what deadly weapon hast thou brought. (*Opens the letter.*)

Soirindri. My dear, it is very miserable to fall into despair after entertaining high hopes. Let the letter as it is.

Nobin. (*Reads the letter*).

Honored Sir,

I received your last letter, and noted the contents hereof. Be it known to you that your well-being is my well-being. I have already collected the sum of three hundred rupees, and shall take that along with me to you to-morrow. As to the remaining one hundred I shall clear that on the coming month. The great benefit, which you have bestowed on me, excites me to give some interest.

I am your most obdt. servt.
Gokul Krishna Palita.

Soirindri. I think God has turned his face towards us, now, let me go, and give this information to our youngest Bou.

[*Exit* SOIRINDRI.]

Nobin. (*Aside*) My life [wife] is, as it were, the idol of simplicity; it is a piece of straw in a rapid stream. Let me take my father now to Indrabad, depending on this; as to the future it shall be according to Fate. With me I have one hundred and fifty Rupees. As to the tobacco, if I had kept it for a month more, I would have sold that for the sum of five hundred Rupees; but what can I do? I am obliged to give it for three hundred and fifty Rupees; since I have to pay much for the Officers of the Court; and also heavy expenses for going to and returning from the place. If on account of this false case my father is imprisoned then am I certain that the destruction of this land is very near. What a brutal Act is passed! But, what is the fault of the Act; or of those who passed the Act? What misery can the country suffer if those, who are to carry out the Act, do it with impartiality? Ah, by this Act how many persons are suffering in prison-houses without a fault! It bursts the heart to see the miseries of their wives and children; the pots for boiling rice on the hearths are remaining as they are; the several kinds of grain in their yards are being dried up; their kine in the rooms are all remaining bound in their places; the cultivation of the fields is not fully carried out, the seeds are not sown, and the wild grass in the rice fields is not cut off. What further prospects are there in the present year? All are crying aloud, with the exclamation: "Where is my lord? Where is my father?" Some Magistrates are dispensing justice with proper consideration; in their hands this Act is not become the rod of death. Ah! had all Magistrates been as just as the Magistrate of Amarnagara is, then could the harrow fall on the ripe grain and the locusts destroy the fields? Had that been the case, would I ever have been thrown into so many dangers? O, thou Lieutenant Governor! Hadst thou engaged men of the same good character as thou hadst enacted laws, then the country would never have been miserable. O, thou Governor of the land! Hadst thou made such a regulation, that every

plaintiff, when his case is proved false, shall be put in prison, then the jail of Amarnagara would have been crowded with Indigo Planters; and they would never have been so very powerful. Our Magistrate is transferred, but our case is to continue here to the end; and that will occasion our ruin.

Enter SABITRI

Sabitri. If you are to give up all the ploughs, is it that even then you are to take the advance-money? Sell all your ploughs and kine, and engage in trade; we shall enjoy ourselves with the profits that shall accrue from that. We can no longer endure this.

Nobin. Mother, I also have the same desire. Only I wait till Bindu is engaged in some service. If we leave off ploughing the land, it will be impossible for us to maintain the family and it is for this reason that we have still, with so much trouble, kept these ploughs.

Sabitri. How shalt thou go with this headache? Oh! Oh! was such Indigo produced in this land! (*Places her hand on Nobin's head.*)

Enter REBOTI

Reboti. My mother! Where shall I go! What shall I do? They have done what! Why is it that through ill fortune I brought her. Having brought one who now belongs to another family, I am become unable to preserve propriety. My eldest Babu! Preserve me; my life is on the point of bursting out. Bring me Khetromany; bring me my puppet of gold.

Sabitri. What has happened?

Reboti. My Khetromany went to fetch water in the evening from Das's tank along with Panchu's mother: while she was returning through the forest path, four clubmen kidnapped her. That devil of the woman, Podi, was there to point her out and to flee afterwards. Oh, eldest Babu! What a terrible thing I did by bringing down my daughter here! She is now a member of another family! She is carrying. Oh! how I dreamt of celebrating it!

Sabitri. What mifsortune! These destroyers can do all things. Ye are taking by force the pieces of ground of men, their grain, their kine and calves. By the force of clubs, ye are cultivating Indigo! and the people are doing your work with cries and sobbings. But what is this—the violation of the modesty of women!

Reboti. My mother! I am preparing the Indigo, taking only half the food. Those bighas which they had marked, on them I worked. When Ray works, he weeps with deep sighs; if he hear of this my work, he would become, as it were, insane.

Nobin. Where is Sadhu now?

Reboti. He is sitting outside, and is weeping.

Nobin. To a woman of good family, constancy in faithfulness to her husband is, as it were, the load-stone; and how very beautiful does she appear (*ramani ki ramaniya*) when she is decorated with the ornament! Is a woman of a good family carried off, when the Bhima-like [son of] Svaropur of my father is still in existence? At this very moment shall I go. I shall see what manner of injustice

this is. The Indigo frog can never sit on the white waterlily-like constancy of a woman.

[*Exit* NOBIN]

Sabitri. Chastity is the store of gold which is given by Providence; it is so valuable that it makes the beggar woman, queen. If you can rescue this jewel before it is soiled, from the hands of the Indigo monkey, then shall I say that you have actually answered the purpose of my being your mother. Such injustice I never heard of. Now, Ghose Bou, let us go outside.

THIRD ACT—THIRD SCENE

MR. ROSE'S *Chamber*
MR. ROSE *sitting*

Enter PODI MOYRANI *and* KHETROMANY

Khetro. My aunt, don't speak of such things to me; I can give up my life, but my chastity never; cut me in pieces, burn me in the fire, throw me into the water, and bury me under ground, but as to touching another man that can I never do. What will my husband think?

Podi. Where is your husband now, and where are you! This shall no one know. Within this night, I shall bring you back with me to your mother.

Khetro. Very well the husband may not know it—but God above will know it, and I shall never be able to throw dust in His eyes. Like the fire of the brick-kiln it will still burn within my breast. and the more my husband shall love me for my constancy, the more my soul shall be tortured. Openly or secretly, I never can take a paramour.

Podi. My child, come, come to the Saheb. Whatever you have to say, say to him. To speak to me is like crying in the wilderness.

Planter Rose. To speak to me is throwing pearls at the hog's feet. Ha, ha, ha, we Indigo Planters, are become the companions of Death. Can our Factories remain, if we have pity? By nature, we are not bad; our evil disposition has increased by Indigo cultivation. Before, we felt sorrow in beating one man; now, we can beat ten women with the Ramkant (leather strap), making them senseless; and immediately after, we can, with great laughter, take our dinner or supper.

(*Breaking through the window enter* NOBIN *and* TORAPA)

Torapa. I will swim over the stream to my house, this night. What more shalt thou hear of my fate; I broke down the window of the Attorney's stable, and immediately ran off to the Zemindary of Babu Bosonto and then, in the night came to my wife and children. This Planter has stopped every thing; has he left any means for men to live by ploughing? How very terrible are the thrusts of the Indigo? Again, the advice is given to serve for it. Now, Sir, where are your kicks with your shoes on, and your beating on the head? (*Thrusts* ROSE *with his knees.*)

Nobin. Torapa, what is the use of beating him? We ought not to be cruel, because they are so; I am going.

[*Exit* NOBIN, *with* KHETROMANY]

Torapa. Do you want to show such ill-usage and bad conduct? Speak to your old father and carry on your business by mutual consent; how long shall your force of hand continue? You shall not be able to do anything, when the ryots shall fly. There is no abuse more horrid than to say Die! When the ryots abscond *en masse* your factory will go to ruins. Just settle our eldest Babu's account of the last year; and take what he consents to sow of Indigo in the present year. It is owing to you that they have fallen into a state of confusion. It is not merely to load one with advances, but cultivation is necessary. Good evening, our young Saheb. Now, I go.

[*Throws* ROSE *about, lying on his back, and flies off.*]

THIRD ACT—FOURTH SCENE

The Hall in the House of GOLUK BASU

Enter SABITRI

Sabitri. (*With a deep sigh.*) O thou cruel Magistrate! why didst not thou also give me a summons? I would have gone to the Zillah with my husband and my child; that would have been far better than remaining in this desert. Ah! my husband always remains in the house, never goes out to another village even on invitation. Is he destined to suffer so much? The peadahs taking him away, and he himself to go to the jail, Bhagabati, my mother! was there so much in thy mind? Ah, he says that he can never sleep but in a room very long and broad; he eats only the boiled Atapa rice[30]; he takes the food prepared by no other hand but that of the eldest Bou. Ah! he brought blood out of his breast by severe slaps; he made his eyes swollen by tears; and at the same time he took his leave, he said this is my going to the side of the Ganges[31] (*weeps*). Nobin says, Mother, call on Bhagabati. I must return home having gained my object and bring him also. Ah! the face of my son, like unto that of gold, is blackened; what great troubles for the collection of money! Wandering about without rest, his brain is become like a whirlpool. Lest I give away the ornaments of the Bous, my son encourages me, saying, My mother, what want of money? What large sum will be necessary for this case? How did my child grieve, when my ornaments were given in mortgage for our suit on small portions of land, said as soon as I get a small sum of money, I shall immediately bring back the ornaments. My son has courage in his tongue, and tears in his eyes. My dear Nobin, in this heat of the sun, went to Indrabad; and I, a great sinner, remained confined in my room. Is this the life thy mother should spend?

Enter SOIRINDRI

Soirindri. Madam, it is now too late. Now bathe. It is our unfortunate destiny: else, why shall such an occurrence come to pass?

Sabitri. (*With tears*) No my daughter, as long as my Nobin does not return, I shall never give

rice and water to my body. Who shall serve food to my son?

Soirindri. His brother has a lodging house there, and they have a Brahmin cook; there will be no disturbance. You had better come and bathe.

Enter SARALOTA *with a cup of oil*

Young Bou. You had better rub the oil on her body, and make her bathe, and bring her to the cook-room. Let me go to prepare the place. [*Exit* SOIRINDRI]

(SARALOTA *rubs the oil on her mother-in-law's body*)

Sabitri. My parrot[32] is become silent; my daughter has no more words in her mouth; she is faded like a stale flower. Ah! Ah! for how long have I not seen Bindhu Madhab? I am waiting in expectation that the College will be closed, and my son will come home. But this danger is come. (*Applying her hand on Sarolota's chin*) Ah, the mouth of my dear one is dry, I think you have not yet taken any food. While I have fallen into this danger, when shall I examine, whether any have taken their food or not! Let me bathe, you go, and take some food. I am also going.

[*Exit both.*]

FOURTH ACT—FIRST SCENE

The Criminal Court of INDRABAD

Enter MR. WOOD, MR. ROSE, *the Magistrate, and an officer, sitting.* GOLUK CHUNDER, NOBIN MADHAB, BINDHU MADHAB, *the Attorneys of the plaintiff and defendant, the Agent, Nazir, a Bailiff, Servants, Ryots etc. Standing.*

Defendant's Attorney. May the prayer in this application be granted. (*Gives the application to the Sheristadar*).

Magistrate. Very well; read it. (*Speaks with Mr. Wood and laughs*).

Sheristadar. (*To the Defendant's Attorney*). You have written here what equals the length of the Ramayana. Can the petition be read without its being in abstract? (*Turns to another page of the application*).

Magistrate. (*Having spoken with Mr. Wood, and concealing his laughter.*) Read clearly.

Sheristadar. In the absence of the defendant and his attorneys, the evidence is already taken from the witnesses of the palintiff. We pray that the witnesses of the plaintiff be again called.

Plaintiff's Attorney. My Lord, it is true that attorneys are given to lying, deceiving and forgery; they easily forge and tell lies, and are incessantly engaged in immoral action. Leaving their wives, they spend their time in the 'blissful abode' of prostitutes. The Zamindars hate the attorneys; but for effecting their special purposes, they call them, and give them to seat on their couch. My Lord, the very profession of the Attorneys is a cheating one. But the Attorneys of the Indigo Planters can never deceive. The Indigo Planters are Christians; falsehood is accounted a great sin in the Christian Religion. Stealing, licentiousness, murder, and other actions of that nature are also looked upon as hateful in that religion. Not only taking evil actions into consideration, even forming evil designs in the mind dooms a man to burn in

the fire of hell. The main aim of the Christian Religion is to show kindness, to forgive, to be mild, and to do good unto others: so, it is by no means probable that the Indigo Planters,, who follow such a true and pure religion, ever give false evidence. My Lord, we do serve such Indigo Planters; we have reformed our character according to theirs, and even, if we desire, we can, by no means, teach the witness anything false; since if the Sahebs, the lovers of truth, find the least fault in their servants, they punish them according to the rules of justice. The Amin of the Factory, the witness of the defendant, is an example of that. Because he deprived the ryot of his advances, the kind Saheb drove him from his office; and being angry on account of the cries of the poor ryot, he also beat him severely.

Wood, the Planter. (*To the Magistrate*) Extreme provocation! Extreme provocation!

Plaintiff Attorney My Lord, many questions were put to my witness; had they been witnesses who were prepared ones (perjured) they would have been caught by those very questions. The lawyers have said, "The judge is as the advocate of the defendant," consequently, the questions to be put by the defendant, are already asked by your Honour. Therefore, there is no probability of any advantage to the defendant, if the witnesses be brought here again; but on the other hand, it will prove very disadvantageous to them. Honoured Sir, the witnesses are poor people who live by holding the plough. By the plough they maintain their wives and children; their fields become ruined if they do not remain there for the whole day; so much so, that because it proves a loss to them if they come home, their wives bring boiled rice and refreshments bound in handkerchiefs to them in the fields and make them eat that. It proves an entire loss to the ryots to come away from the fields for one day; and at such a time, if they be brought to such a distant part of the Zillah by summons, then the labours of the whole year will go for nothing Honored Sir, Honored Sir, do as you think just.

Magistrate. I don't see any reason for that (*as advised by Mr. Wood*). There seems no necessity for that.

Defendant's Attorney. My Lord, the ryots of no village take the advances of the Indigo Planters with their full consent. The Indigo Planter,, accompanied by the Amins and servants, or his Dewan, goes on horse-back to the field, marks off the best pieces of land, and orders the preparations of the Indigo Then the owner of the land brings the ryots of the Factory, and having made known to them the particulars of the matter, takes their signatures for the advances The ryots, taking the money in advance, come home with tears in their eyes; and the day on which any of them comes home with the money, his house becomes filled, as it were, with the tears of persons weeping for the death of a relative or friend. On the payment of the Indigo to the Indigo Planters, even if the latter have something still to

pay to the farmers above the sum of the advances as the price of that article, yet they keep it in their Account-books that the farmers have still something to pay. The ryots, when they have once taken the advance, will suffer pain for not less than seven generations. The sorrow, which the ryots endure in the preparation of the Indigo, is known only to themselves and the Great God, the Preserver of the poor. Whenever some sit together, they converse about the advances and inform each other of their respective sums; and also try how to save themselves. They have no necessity for forming plans and mutually taking the advice of each other. Of themselves they are become as mad as the dog who received a blow on the head. The witness gave evidence that the ryots were willing to prepare Indigo, but that the person who has engaged me had, by advice and intimidation, stopped their engaging in the preparation of Indigo. This is a very striking and an evident forgery. Honored Sir, once more bring them before the Bench, and your servant will by two questions disclose the falsity of their evidence. I do acknowledge that Nobin Madhab Bose, the son of Goluk Chunder Bose, who engaged me tried his utmost to extricate the helpless ryots from the hands of the giant-like Indigo Planters. I do acknowledge this. He also proved himself successful in stopping the tyranny of Mr. Wood, which is known fully by the case which was brought here for the burning of the village of Polaspore. But Goluk Chunder Bose is of a very peaceful character; he fears the Indigo Planters more than the tigers, never engages in any quarrels; at no time injures another and even is not courageous enough to save another from danger. My Sahab, that Goluk Chunder Bose is a man of a good character, is known to all persons in the Zillah, and can be known even by enquiring of the Amlas of the Court.

Goluk. Honored Sir, the whole sum due for my Indigo of the last year was not paid; still only through fear of coming into Court, I consented to take the advance for sixty bigahs of land. My eldest son said, "Father, we have other ways of living; the loss in Indigo for one year or two might stop feasts and religious ceremonies, but will not produce want of food. But those who entirely depend on their ploughs; what means have they? Losing this case, if we be obliged again to engage in the Indigo cultivation, all will be obliged to do the same afterwards." He said this as a wise man; and consequently I told him to make the Saheb, by entreaties and supplications, to agree to fifty bigahs. The Saheb said nothing, neither Yes nor No; and secretly made preparations to bring me in my old age, to gaol. I know that the only way to get happiness is to keep the Sahebs contented; the country is the Saheb's the Judges are their brothers and friends, and is it proper to do anything against them? Extricate me, and I make this promise, that if I cannot prepare the Indigo from want of ploughs and kine, I will annually give the Saheb Co.'s Rs. 100 in the place of

that. Am I a person to tutor the ryots? Do I meet them?

Defendant's Attorney, Honored Sir, of the four ryots who came as witnesses, one is of the Tikiri caste; he has no knowledge of what a plough is; he has no lands and no rents to pay; has no kine and no cow-house, and this can be best known by proper examination. Kanai Torofdar is a ryot of a different village; and as to our Babu, he has no acquaintance with him. For these reasons we do pray that these men be brought again. The legislators have said, before the decision, the defendant ought to be supplied with all proper means. Saheb, if this my prayer be granted, I shall have no more reasons for complaint.

Plaintiff's Attorney. Saheb.

Magistrate. (*Writes a letter*). Speak, Speak; I am not writing from hearsay.

Plantiff's Attorney. Saheb, if at this time, the ryots be brought here they will suffer great loss, else, I, also, would have prayed for their being brought here again, since the offences of the defendant, which are already proved, may receive stronger confirmation Sir, the bad character of Goluk Chunder Bose is known throughout the country; he who benefits him, in return, receives injuries. The Indigo Planters crossing the immeasurable ocean have come to this land, and have brought out its secret wealth; have done great benefit to the country, have increased the royal treasure, and have profited themselves. What place, besides the prison, can best befit a person who thus opposes the great actions of these noble men?

Magistrate. (*Writes the address*). Chaprasi.

Chaprasi. Sir (*Comes to the Saheb*).

Magistrate. (*Advises with Mr. Wood.*) Give this to Mrs. Wood. Tell the Khansamah, the Saheb, who is come here, will not go to day.

Sheristadar. Sir, what orders are to be written?

Magistrate. Let it remain within the *Nathi* or Court documents.

Sheristadar. (*Writes.*) It is ordered that it remains pending within the *Nathi* (*Signed by the Magistrate*). Saheb, thou hast not yet made a signature on the orders to the reply of the defendant.

Magistrate. Read it.

Sheristadar. It is ordered, that the defendant is to give Rs 200, or two persons as security, and that the subpoens be sent to the truthful witnesses. (*The Magistrate gives the signature.*)

Magistrate. Bring the case of the robbery in Mirghan to the Court to morrow.

[*Exit Magistrate,* Mr. Wood, Mr Rose, *Chaprasi and Bearers*]

Sheristadar, Nazir, take the security bond from the defendant properly.

[*Exit Sheristadar, agent, the Plaintiff's Attorney, the ryots*]

Nazir. (*To the Defendant's Attorney*). How can we write now, while it is evening; moreover, I am somewhat busy now.

Defendant's Attorney. (*Speaks with the Nazir*) This money they will give by selling the ornaments.

Nazir. I have no estates, have

no trade, nor lands for cultivation. This is my whole stock. It is for your sake only that I have agreed to take Rupees 100. Let us go to our lodging. Be careful that the Dewan does not bear this. (Have not they got something as their own.)

[*Exit all.*]

FOURTH ACT—SECOND SCENE
INDRABAD, *The Dwelling of* BINDHU MADHAB

NOBIN MADHAB *and* SADHU *sitting.*

Nobin. I am obliged to go home. My mother will die as soon as she hears of this. What more shall I do now for you? See that our father does not suffer great sorrow. I have now determined on leaving our habitation. I shall sell off everything, and send the money. Whoever wants any sum you will give him that.

Bindhu. The Darogah does not want money; only, for fear of the Magistrate, he does not allow the cooking Brahmin to be taken there.

Nobin. Give him money and also entreat him. Ah! His[33] body is old; he had been without food for three days! I explained to him, and entreated him greatly. He says, "Nobin, let three days pass and then shall I think whether I shall take food or not; within these three days, I shall not take anything."

Bindhu. I do not find any means how I can be able to make my father take some boiled rice. The hand which he has placed on his eyes from the time when the Magistrate, the slave of the Indigo Planters, ordered him to be kept in the prison, that hand he has not yet removed. The hand is filled with the tears; and the place where he was made to sit down at first, is still that where he now is. Being entirely silent, and remaining weak in body and without power to move, he is become like a dead pigeon in this cagelike prison. This day is the fourth, and to-day I must make him take food. You had better go home, and I shall send a letter every day.

Nobin. O God, what great sorrow art thou giving to our father! If they do allow you, my dear Bindhu, to remain day and night in the prison; then can I quietly go to our house.

Sadhu. Let me steal, and you bring me before the court as a thief. I will make the confession; they will put me in prison, then I will be best able to serve my master.

Nobin. O Sadhu, thou art the actual Sadhu (the honest man). Oh! You are now very anxious on learning the deadly illness of Khetromany; and the sooner I can take you home, the better.

Sadhu. (*Deep sigh*) My eldest Babu! Shall I see my daughter on my return? I have none other.

Bindhu. If you make her take that draught which I gave you, she must be cured by that. The Doctor heard every particular of her disease, and gave that medicine.

Enter the Deputy Inspector

D. Inspector. Bindhu Babu, Mr. Commissioner has written very urgently about releasing your father.

Bindhu. There is no doubt the Lieutenant-Governor will grant him release.

Nobin. After what time can the notice of the release come?

Bindhu. It will not be more than fifteen days.

D. Inspector. The Deputy Magistrate of Amaranagara gave an order of imprisonment for six months to a certain Mooktyar according to this law, but he had to remain for sixteen days in the gaol.

Nobin. Shall such a time ever come, that the Governor, becoming friendly, will destroy the evil desires of the unfriendly Magistrate?

Bindhu. There is a God, the Lord of the Universe; and he must do it. Sir, you had better start, for there is a long way to go.

[*Exit* NOBIN, BINDHU *and* SADHU.]

D. Inspector. Alas! The two brothers burnt up by these anxieties have, as it were, become dead, while living. The order of release from the Lieutenant-Governor will be as the restoration of life to them. Babu Nobin Chunder is of a brave spirit, does good to others, is very munificent, a great improver of learning, and also of a patriotic mind; but the mist of the cruel Indigo Planters withered all his good qualities in the bud.

Enter the Pundit of the College.

Welcome, Sir!

Pundit. My body is naturally somewhat of a warm nature. I cannot bear the sunshine. The heat of the Sun makes me, as it were, mad in the months of March, April and May. I had a very severe headache for a few days; and was not able to attend Bindhu Madhab at all.

D. Inspector. The Vishnu Toila (a kind of oil) can do you some good. The oil is prepared for Babu Vishnu, and to-morrow I shall send some to your house.

Pundit. I am much obilged to you for that. A man of a healthy constitution becomes mad by teaching children; such am I.

D. Inspector. Why don't we see our older Pundit any more?

Pundit. He is now trying some means to leave this doggish service. While his good son is making some acquisition of property the family will be maintained like that of a king. It does not seem good for him now to go to and come from the college looking, with his books under his arm, like a bull bound to the cart. He is now of age.

Re-enter BINDHU MADHAB.

Bindhu. The Pundit is come.

Pundit. Did the sinful creature show so much injustice? You did not hear it; at Christmas he spent ten days continually in that Factory. The ryot is to have justice from his! Can the Hindu celebrate his religious service before the Kazi (the Mahommedan judge).

Bindhu. The decree of Providence.

Pundit. Whom did you appoint as Mukhtyar?

Bindhu. Pradhan Mullik.

Pundit. Why did you appoint him your Mukhtear? It would have been better if you had engaged some other person. "All gods are equal. To make a separation from the wicked, the village becomes empty."[34]

Bindhu. The Commissioner has made a report to the Government

recommending the release of my father.

Pundit. One is ashes and so is the other; as is the Magistrate such is the Commissioner.

Bindhu. Sir, you know not the Commissioner; and therefore, you spoke thus of him. The Commissioner is very impartial, and is always desirous of the improvement of the natives.

Pundit. Wahtever that be; now if through the blessing of God your father be released, then all shall be well. In what condition is he in the gaol?

Bindhu. He is shedding tears day and night, and for the last three days has taken no food. Just now I shall go to the gaol, and shall make him happy by giving him this good news.

Enter a Chaprasi

Art thou a chaprasi of the gaol?

Chaprasi. Sir, come quickly to the gaol. The Darogah has called you.

Bindhu. Have you seen my father this day?

Chaprasi. Come Sir. I cannot say anything.

Bindhu. Come Sir (*to the Pundit*) I don't suppose all good. I go.

[*Exit* BINDHU MADHAB *and Chaprasi*]

Pundit. Yes; let us all go, I think some bad accident has taken place.

[*Exit both.*]

FOURTH ACT—THIRD SCENE

The Prison-house of INDRABAD

The dead body of GOLUK CHUNDER *swinging, bound by his outer garment twisted like a rope; Darogah of Gaol and the Jamadar sitting.*

Darogah. Who is gone to call Babu Bindhu Madhab?

Jamadar. Monirodi is gone there. Till the Doctor comes, he cannot bring it down.

Darogah. Did not the Magistrate say he will come here this day?

Jamadar. No, Sir, he has four days more to come. At Sachigunge on Saturday, they have a Champagne-party and ladies' dance. Mrs. Wood can never dance with any other but our Saheb; and I saw that when I was a bearer. Mrs. Wood is very kind; through the influence of one letter, she got me the Jamadary of the Jail.

Darogah. Ah! The father of Babu Bindhu Madhab expressed great sorrow at his (father's) not eating food. When Babu Bindhu sees this, he will quit life.

Enter BINDHU MADHAB

All things are by the will of God.

Bindhu. What is this! What is this! Ah! ah! My father is dead while bound above ground with a rope! I was coming to try some means for his release. What sorrow! (*places his own head on the breast of the dead body, then clasps the corpse, and weeps.*) Oh father! Hast thou at once broken the ties of affection towards us? Shalt thou no more praise Bindhu before other men for his English education? Calling Nobin Madhab by the name of "Bhima[35] of Svaropur"; is that now put at an end? You have now at last made your pace with Bipin with whom you have so often quarrelled over the eldest Bou saying: "She is my mother, my mother." Ah, as in the

case of a heron and its mate with their young ones flying in the air in search of food, if the heron be killed by a fowler, the mate with her young ones falls into great danger, so shall my mother be when she hears of your being put a death, while hung above ground by a rope.

Darogah. (*Bringing Babu* BINDHU *aside by taking hold of his hands.*) Babu Bindhu, do not be so impatient now. Get the permission of the Doctor, and try to take the corpse soon to the Amritaghata.

Enter Deputy Inspector and the Pundit.

Bindhu. Darogah, do not speak of anything to me. Whatever consultation you have to make, make that with the Pundit and the Deputy Inspector. Through sorrow, I have lost the power of speech; let me take my father's feet once on my breast. (*Sits up, taking the feet of* GOLUK *on his breast.*)

Pundit. (*To the Deputy Inspector.*) Let me take Bindhu Madhab on my lap; you better unloose the rope. It is never proper to keep such a godly body in this hell.

Darogah. It will be necessary to wait for a short time.

Pundit. Are you the chowkidar (gate-keeper) of hell, else why have you such a character?

Darogah. Sir, you are wise, you are wrongly reproaching me.

Enter the Doctor

Doctor. Ho! Ho! Bindhu Madhab, God's will. The Pundit is come. Bindhu must not leave the College.

Pundit. It is not proper for Bindhu to leave the College.

Bindhu. As to our estates and possessions, we have lost everything; at last, our father has left us beggars (*weeps*), how can studying be any more carried on?

Pundit. The Indigo Planters have taken away the all of Bindhu Madhab and his family.

Doctor. I have heard of these planters from the Missionaries and also I have seen them myself. Once as I was coming from a certain Planter's Factory at Matanganagar, while I was sitting in a village, two ryots of the place were passing by the side of my palanquin; one of them had some milk with him, which I wanted to buy. Immediately, one whispered to the other, "The Indigo giant, the Indigo giant." Then having left the milk, they ran off. I asked another ryot, and he said, that these persons ran off for fear of being compelled to take advances for Indigo; and as I had taken the advance what reason is there for going to his godown. I understood, he took me for a planter; I gave the milk into that ryot's hand, and went away from that place.

D. Inspector. A certain Missionary was passing through a village within the concern of Mr. Vally As soon as the ryots saw him they began to cry aloud. "The Indigo ghost is come out, the Indigo ghost is come out," and having left that path, flew into their own houses. But as the ryots found, by and by, the bounty, mildness, and forgiving temper of these gentlemen, they began to wonder; and as much as the Missionaries showed heartfelt sorrow for the tortures which the poor people

suffered from the Indigo Planters, so much the more they began to love them, and to have faith in them. Now the ryots say to each other, "All bamboos are of one tuft but of one is made the frame of Goddess Durga, and of another the sweeper's basket."

Pundit. Let us take away the dead body.

Doctor. We must be sharp. You can bring it out.

(BINDHU MADHAB *and the Deputy Inspector loosening the rope, bring out the corpse.*)

[*Exit all*]

FIFTH ACT—FIRST SCENE.

Before the office of BEGUNBARI FACTORY

Enter GOPINATH DAS *and Herdsman.*

Gopi. How did you get so much information?

Cowherd. We are their neighbours; day and night go to their house. Whenever we are in want of anything, either a little salt or a ladle of oil, we immediately go to them and bring it; if the child cry, we bring a little molases from them and give it to the child; we are getting our support for nearly seven generations from the Bose family; and can't we get information about them?

Gopi. Where was Bindhu Madhab married?

Cowherd. Oh, it is in a village to the west of Calcutta. In which they wanted to have the Kaistas[36] wear the poita. We cannot satisfy all the Brahmins now in existence in a great feast, and still they wanted to increase the number of the Brahmins. The father-in-law of our young Babu is greatly respected. The Judge or Magistrate, when they come to him, take off their hats. Even the Governor takes off his hat while coming to meet him. Do such men give their daughters to men of these places? Observing the improvements in learning made by our young Babu, they did not care about the village belonging to ryots. People say that the women in cities are showy, and that there is no distinction between them and those who live in the bazzar.[37] But we do not at all find a young woman of a mild temper as the Bou of the Bose family is. The mother of Goma goes to their house every day, still, although she has been married for nearly five years, she has never seen her face. We saw her only on that day when she came here. We thought that the Babus in the city keep company with the Europeans; therefore they have brought their females into public like English ladies.

Gopi. But the Bou is always engaged in attending on her mother-in-law.

Cowherd. Dewanji, what shall I say? The mother of Goma says: I heard a report that, had not the youngest Bou been in the house when the news of Goluk Bose being bound by the rope and thus killed came, the mistress of the family would have died. We have heard also that the women in the city treat their husbands as sheep (slaves) and murder their parents by not giving them any support; but observing this Bou, I now know that it is a mere hearsay.

Gopi. I think, the mother of

Babu Nobin Chunder also loves her.

Cowherd. I don't see any one in the world whom she does not love. Ah! She is an Annapurnah[88] (full of rice). But have you kept the rice that she shall be full of it?[89] The vile planters have swallowed up the old man, and they are now on the point of swallowing up the old woman.

Gopi. Thou braggart fool, if the Saheb hear this, he will bring out your new moon.[90]

Cowherd. What can I do? Is it my desire to sit in the Factory and abuse the Saheb? It is you who are drawing the venom out of me.

Gopi. I am very sorry that I have destroyed this man of great honour by a false law-suit. I have also felt great pain hearing of Nobin's severe headache and the mistrable condition of his mother.

Cowherd. It is the cold attacking a frog.[91] Dewanji, don't be angry with me, I am as a mad goat; shall I prepare the tobacco?

Gopi. This stupid-fellow of Nanda's family is very senseless.

Cowherd. The Sahebs are doing all: they themselves are blacksmiths and at the sametime the cimeter; where they make one to fall, there they themselves also fall. If ruin cause upon these Sahebs Factories, then the people of the villages save themselves by bathing.[92]

Gopi. You are very foolish, I don't want to hear any more. Go out, the Saheb will come very soon.

Cowherd. Now, I am going, you must attend to my milk bill, and also give me one rupee to-morrow. We shall go to bathe in the Ganges.

[*Exit Cowherd*]

Gopi. I think the thunder-bolt will strike this head, which is aching. No one will be able to stop the Saheb from sowing the Indigo seed on the sides of your tank. The Sahebs did something improper. These persons engaged themselvevs to sow Indigo on fifty bighas of land, although they did not get the full price of the last year. Yet the Sahebs are not satisfied; these disputes arose only for certain pieces of ground; and it would have been good for Nobin Bose to have given them these—to keep the goddess[93] Sitala well-pleased is the best. Nobin will bite once more even after his death. (*Seeing the Saheb at a distance.*) Here the white bodied man with a blue dress is coming, I think, I am to remain as a companion (i.e. in prison) with the former Dewan for some days.

Enter Mr. Wood

Wood. There will be a great riot at Matanganagar; and all the latyals will be there. Let no one hear this. For this place, make a collection of ten of the poda caste of spearmen. I, Mr. Rose, and you are to go there. The fool, while he has taken his cacha,[94] will not be able to increase the row greatly He is sick; then how can he go to bring assistance from the Darogah?

Gopi. The extreme weakness to which these are reduced makes it unnecessary to bring any surkiwalla among the Hindus, for a person to die with a rope round his neck, especially within a prison, is very disgraceful; so he is

greatly punished by this occurrence.

Wood. You do not understand this. The rascal is become very happy on the death of his father. He took the advances for a long time only through fear of his father; now that fear is gone, and he will do as he likes. The rascal has given a bad name to my Factory, and I will imprison him tomorrow and keep him along with Mazumder. If the Magistrate be of the same character with him of Amaranagara; the wicked people will be able to do every thing.

Gopi. With respect to what they planned about the case of Mozumdar, I cannot say how very terrible it would have been, had not Nobin Bose fallen into this great danger. I cannot say what they still will do. Moreover, as the Magistrate, who is coming, we have heard, is on the side of the ryots and when he comes to the villages, he brings along with him his tents.—Observing this, we may say, it might occasion great confusion, and also it is somewhat fearful.

Wood. You are always puzzling me with speaking of fear; the Indigo Planters, in nothing whatever, have any fear. If you don't desire it, leave your business, thou great fool!

Gopi. Sir, fear comes on good grounds. When the former Dewan was put in prison, his son came to ask for the last six months' salary of his father. On which you told him to make an application. Then, on his making the application, you again say the salary cannot be given before the accounts are closed. Honored Sir, is this the judgment on a servant when he is put in prison?

Wood. Did not I know this? Thou stupid, ungrateful creature!! What becomes of your salaries? If you did not devour the price of the Indigo, would there be any deadly commission? Would the poor ryots have gone to the Missionaries with tears in their eyes? You, rascal, have destroyed everything, If the Indigo lessen in quantity, I shall sell your houses and indemnify myself; thou arrant coward, hellish knave!

Gopi. Sir, we are like butcher's dogs; we fill our bellies with the intestines. Had you, Sir, taken the Indigo from the ryots in the very same way as the (Mahajans) *factors* take the corn from their debtors, then the Indigo Factories would never have suffered such disgrace; there would have been no necessity for an overseer and the Khalasis, and the people would never have reproached me with saying. "Cursed Gopi! Cursed Gopi!"

Wood. Thou art blind, thou hast no eyes.

Enter an Umedar (an Apprentice)

I have seen with my own eyes *(applying his hand to his own eyes)* the Mahajans go to the rice-field and quarrel with the ryots (their debtors.) Ask this person.

Apprentice. Honored Sir, I can give many examples of that. The ryots say, it is through the grace of the Indigo Planters only that we are preserved from the hands of the Mahajans.

Gopi. *(Aside to the Apprentice.)* My child, it is vain flattery.

No employment is vacant now. (*To Mr. Wood*) It is true that the Mahajans go to the rice-fields and dispute with the ryots; but if your Honor had been acquainted with the mysterious intention of the Mahajans in going to the fields and raising disputes, you would never have compared with the going of the Mahajans to the fields, the punishment of the poor with Shamchand resembling the tortures with Lakshman the son of Sumitra, suffered by the Sakti-sela,[46]—while they are without food.

Wood. Very well, explain it to me. There must be some reason why these fools speak to us of everything else; but of the Mahajans they don't say a single word.

Gopi. Honored Sir, these debtors, whatever sum of money they require for the whole year, they take from the Mahajans, and that quantity of rice, which is necessary for them for that time, they also take from their creditors. At the end of the year, the debtors clear their debts either by selling the tobacco, sugar-cane, sesamum, and other things which they have, and then giving the sum collected to their creditors with the interest on the sum for the time; or by giving those very articles according to the market price: and of the corn which grows, they send to the Mahajans' houses, a part half-prepared. That, which remains, proves sufficient for the expenses of the family for three or four months. If through famine or any improper expenses of the debtors, there fall any arrears in their supplies, the remainder of the debt is carried into the new account-book. Then, by and by, the remainder is filled up. The Mahajans never bring an action against their debtors; consequently the falling into arrears appears to them, as it were, a present loss. I suppose the Mahajans for that reason, sometimes go to the fields, observe the tillage and also enquire whether the extent of land for which the debtors have asked the revenue from them, is all cultivated with grains. Some inexperienced persons, taking under false pretences a large sum than is necessary, and thus being burdened with heavy debts, cause losses on the part of the Mahajans and also themselves suffer great troubles. The Mahajans go to the fields for stopping these and not like "Indigo Giants" (*Strikes his tongue*).[47] Sir, the stupid, shameless Mahajans speak thus.

Wood. I see, Saturn[47] has come upon you to our destruction; else why art thou become so very inquisitive, and why so presumptuous, you stupid, incestuous brute?

Gopi. Sir, we are made to swallow abuse, to submit to shoe-beating, and also we are the men to go to Shrighur[48] (The prison); should there be a dispensary or school in the Factory you get the credit; should there be murders, we are the men. When I came to you for advice, you, Sir, become angry. That anxiety which I have felt for the law-suit of the Mojumders, is only known to the Lord of all.

Wood. The fool is such, that whenever I tell him to do any action requiring courage, he brings to my ears the law-suit of the

Mojumdars. I am saying always that thou art an ignorant fool ; why don't you become satisfied with sending Nobin Bose to the Godown of Sochigunge ?

Gopi. Thou, Sir, art the parent of this poor man ; it would be good, if for the benefit of the poor servant, thou sendest him once to Nobin Bose to ask him about this case.

Wood. Stop, thou upstart of a son. Shall I go to meet a dog for you ? You coward son of Kaista (49) (throws him down with kicks). Were you sent as witness to the Commission you would have ruined everything, you, diabolical nigger (two kicks more) ; with such a tongue you shall do your work like a Caot. (50) You stupid Kaet. Were it not for your work on to-morrow, I would send you to the jail.

[Exit Mr. Wood and the Apprentice]

Gopi. (Rubbing his body all over and rising up). A person becomes the Dewan of an Indigo Planter after being born a vulture (51) seven hundred times ; else how are numberless kicks dealt by legs wearing stockings digested ? (52) Oh ! what kickings ? Oh the fool is, as it were, the wife (wearing a gown) of a student who is out of College. (53) (Aside) Dewan, Dewan.

Gopi. Your servant is present. Whose turn is it ?

"In the sea of love are many waves."

[Exit Gopi]

FIFTH ACT—Second Scene
The bedroom of Nobin Bose
Aduri crying when preparing Nobin's bed.

Aduri. Ah ! ah ! ah ! Where shall I go ? My heart is on the point of bursting. They have beaten him so severely that the pulse is moving very slowly ; our mistress will die as soon as she sees this When Nobin was taken by force to the Factory, they were tearing themselves and weeping under the shade of that tree ; but when brought towards our house they did not see that.

(Aside) We shall take him into the house.

Aduri. Bring him into the house. None of them are here.

Enter Sadhu and Torapa bearing the senseless Nobin on their shoulders

Sadhu. (Making Nobin Madhab to lie on the bed) Madam, where art thou ?

Aduri. They began to see standing under the tree. When this person (pointing to Torapa) fled away with him, we thought he was taken to the Factory. They began to tear themselves under the tree. I came to the house to call certain persons. Will our mistress remain alive when she sees this dead son ? Do you stand ; let me call them here.

[Exit Aduri]

Enter the Priest

Priest. Oh God, hast thou killed such a man ! Hast thou stopped the provision of so many men ! We do not find any such symptom that our eldest Babu sit up again.

Sadhu. God's will. He can give life to a dead man.

Priest. On the third day, Bindhu Babu, according to the sastras, celebrated the offering of the funeral cake (pindadan) on the banks of the Ganges , it is through the entreaties of his mother that prepartions are being made for the monthly ceremony (Shradh). It was determined that after celebration of the ceremony, their dwelling place is to be removed ; and I also heard that they will no more meet with that cruel Saheb ; then why did he go there to-doy ?

Sadhu. Our eldest Babu has no fault, nor has he any want of judgement. Our madam and the eldest Bou forbade him many times. They said, "During the days we are to remain here, we will bathe with the water of the well, or Aduri will bring the water from the tank ; we shall have no trouble." The eldest Babu said, "With a present of 50 Rupees, I shall fall at the Saheb's feet, and thus stop the cultivation of the Indigo on the side of the tank : nothing of the dispute in such a dangerous time." With this intention our eldest Babu took me and Torapa with him, and going there with tears in his eyes, said to the Saheb, "Saheb, I bring you a present of 50 Rupees ; only for this year, stop the cultivation of the Indigo in this place ; and if this be not granted, take the money, and delay that business only till the time when the ceremony is to be performed." There is sin even in repeating the answer which the wretch gave, and the hairs of our body stood on an end. The rascal said, "Your father was hung in the jail of the Yabans (54) with thieves and robbers ; therefore keep your money for the sacrifice of many bulls which are necessary for his ceremony." Then placing his shoe on one of the eldest Babu's knees, he said, "This is the gift for your father's ceremony."

Priest. Narayan ; Narayan (55) (Placing his hand on his ears.)

Sadhu. Instantly the eyes of the eldest Babu became red like blood, his whole body began to tremble, he bit his lips with his teeth and then remaining silent for a short time, gave the Saheb a hard kick on the breast, so that he fell on the ground upside down like a bundle of bena (certain grass). Kes Dali, who is now the Jamadar of the Factory, and other ten spearmen immediately stood round him. The eldest Babu had once saved them from a case of robbery in which they were involved ; so they felt a little ashamed to raise their hands against him. Mr. Wood gave a blow to the Jamadar, took the stick out of his hand and smote with it the head of the eldest Babu. The head was cracked, and he fell down senseless on the ground ; I tried much, but was not able to go into that crowd. Torapa was observing this from a distance ; and as soon as the men stood round the eldest Babu, he with violence rushed into this crowd like an obstinate buffalo, took him up, and flew off.

Torapa. I was told [by the eldest Babu] "to stand at a distance, lest they take me away by force." The fools hate me very much ! Do I hide myself when

there is a tumult ? If I had gone a little before, I would have brought the Babu safe, and would have sacrificed two of those rascals in the Durgah of Borkat Bibi (the temple of Benediction). My whole body was shrunk on observing the head of the Babu ; then, when should I kill these ? Oh ! Allah ! The eldest Babu saved me so many times, but I was not able to save him once. (Beats his forehead and cries).

Priest. I see a wound from a weapon on his breast.

Sadhu. As soon as Torapa rushed into the crowd, the young Saheb struck the Babu with the sword. Torapa saved the Babu by placing his own hand, in front of his, which was cut, and there was the sign of a slight bruish on the Babu's breast.

Priest. (Deeply thinking for some time, reads.) "Man knows this for certain, that understanding and goodness are necessary in the friend, thc wife, and in servant." I do not see a single person in this large house ; but a person of a different caste and of another village, is weeping near the Babu. Ah ! the poor man is a day-labourer, and his very hand is cut off. Why is his face all daubed over with blood ?

Sadhu. When the young Saheb struck his hand with the sword, like an ichneumon making a noise when its tail is cut off, he in agony from the pain of hand flew off after seizing with a bite the nose of the elder Saheb.

Torapa. That nose I have kept with me and when the Babu will rise up alive again I will show him that (shows the nose cut off). Had the Babu been able to fly off himself, I would have taken his ears ; but I would not have killed him. as he is a creature of God.

Priest. Justice is still alive. The Gods were saved from the injustice of Ravana. when the nose of Surpanaka was cut off ! Shall not the people be saved from the tyranny of the Indigo Planters by the cutting off of the elder Saheb's nose ?

Torapa. Let me now hide myself inside the barn ; I shall fly off in the night. That fool will overturn the whole village on account of his nose.

[Exit Torapa bowing down twice on the earth near Nobin Madhab's bed]

Sadhu. So very weak is our madam become by the death of her husband, that there is no doubt she will die, when she see Babu Nobin in this condition. I applied so much water, rubbed my hand over the head so long ; bnt nothing is bringing him to his senses again. You. Sir, call him once.

Priest. Eldest Babu ! Eldest Babu ! Nobin Madhab (with tears in his eyes) Guardian of ryots ? Giver of food ! Moving his eyes now. Ah ! The mother will die immediately. When she heard of his being bound with ropes above ground, she resolved not to take the rice of this sinful world for ten days. This is the fifth ; this morning Nobin Madhab taking him hold of her shoulders shed much tears and said, "Mother, if thou dost not take food this day, then I shall never take the rice with clarified

butter, thus placing the sin of disobediance to the mother on my head; but shall remain without food." On which the mother kissing her son Nobin, said, "My son, I was a queen, now I become the mother of a king. I would never have been sorry, had I once been able to place his feet (56) on my head at the time when he departed this life. Did such a virtuous person die an inauspicious death? It is for this reason that I am remaining without food. Ye are the children of this poor woman; looking on you and Bindu Madhab, I shall, this day take for my food the orts of our reverend priest. Do not shed your tears before me," Saying so much, she took Nobin Madhab on her lap as if he were a child of five.

[Aside, cries of sorrow]

Coming.

Enter Sabitri, Soirindri, Saralota, Aduri, Reboti the Aunt of Nobin and other women of the neighbourhood.

There is no fear, he is still alive.

Sabitri. (Observing Nobin on the point of death.) Nobin Madhab! my son, where art thou? Oh! Alas!

(Falls senseless)

Soirindri. (With tears in her eyes.) Oh young Bou, take hold of your mother-in-law; let me once see the Lord of my life, in the fulness of my heart. (Sits near the mouth of Nobin).

Priest. (To Soirindri) My daughter, thou art a great lover of thy husband, a woman of constancy; the frame of thy body was created in a good moment. For one who is so entirely devoted to her husband, and who has everything good on her part. Fortune may give life to her husband again; he is moving his eyes, serve him without fear. Sadhu, remain here till our madam be in her sense.

[Exit Priest]

Sadhu. Just see and place your hand on her nose. The body is become stiffer than that of a dead person.

Saralota. Speaking slowly to Reboti, after placing the hand on her nose.) Her breathing is full, the fire coming out of the head is so very intense that my throat, as it were burns.

Sadhu. Has the Gomastah (head clerk) fallen into the hands of the Sahebs while he is gone to bring the physician? Let me go to the lodging-house of that physician.

[Exit Sadhu]

Soirindri. Ah! Ah! my Lord! That mother for whose abstinence from food thou hast grieved so much that mother, for whose weakness thou hast served her feet; that mother who for some days was, by no means, able to sleep without placing thee in her lap, that very same dear mother is now lying senseless before thee, and thou art not seeing her once (seeing Sabitri). As the cow, losing her young one, wanders about with loud cries, then being bit by a serpent falls down dead on the field, so is the mother lying senseless on the ground being grieved for her son. My lord open thine eyes once more; call thy maidservant (57) once more with thy sweet voice and thus satisfy her ears once. The sun of happiness has set at noon for me; what shall my

Bipin do? (With tears in her eyes falls upon the breast of Nobin Madhab).

Saralota. Ye who are here take hold of our sister.

Soirindri. (Rising up) I beacme an orphan while very young; it is for this death-like Indigo that my father was taken to the Factory and he returned no more. That place became to him the residence of Yama (Death). My poor mother took me to the house of my maternal uncle, and there through grief for her husband, she bade adieu to the world. My uncles preserved me; I remained like a flower accidentally let fall from the hand of the gardner. My Lord took me up with love and increased my honor. I forgot the sorrow for my parents, and in the life of my husband my parents were, as it were, revived (deep sigh). All my griefs are rising up anew in my mind. Ah! If I be deprived of that husband who keeps every thing under the shade of his protection, I shall again become the same helpless orphan.

Nobin's Aunt. (Raising her with the hands) What fear my daughter? Why become so full of anxiety? A letter is sent by Bindhu Madhab to bring a doctor. He will be cured when the doctor comes.

Soirindri. My aunt-in-law, while I was a girl, I made a celebration of a certain religious observance; and placing my hands on the Alpana (58) (the white washing prepared for the festival) prayed for these blessings; that my husband be like Rama, my mother-in-law like Kousalya, my father-in-law like Dasaratha. my brother-in-law like Lakshman. My aunt! God gave me more than I prayed for. My husband is as Raghunath (Rama) brave and a provider of his dependants; my mother-in-law is as Kousalya, having a sweet speech and an earnest love for her sons' wives; my father-in-law was always happy in saying Badhumata, Badhumata (59) and was the brightener of the ten sides. (60) Bindhu Madhab who surpasses the autumnal moon in purity, is dearer to me than was Lakshmandeva to Sitadevi. My aunt, all has taken place according to my desire; only there is one in which I find some disagreement: I am still alive. Rama is making preparations for going to the forests, but there is no preparation for Sita's going with him.(61) Ah! he was so much grieved on the abstinence of his father; again he took the cacha for the celebration of his funeral ceremony but before that was done he is preparing to go up to heaven (to die). (looking on his face with a steady sight) Ah! His lips are dry. Oh my friends and companions, call my Bipin at once from the school; I shall once more (with weeping) eyes) through his hands pour a little water of the Ganges into his dry mouth. (Places her mouth on his).

All (at once), Ah! Ah!

Nobin's Aunt. (Take hold of her body and raises her) My daughter, do not speak such words now (weeps); if my sister were in her senses, her heart would have been burst.

Soirindri. Oh mother, my desire is that my husband be happy in a future state in the same proportion

as he suffered misery in this. My Lord, your bond-maid, will pray to God for life ; thou wast most virtuous, the doer of great good to others and the supporter of the poor. The Great Lord of the Universe, who provides for the helpless, must give you a place, Ah ! take me, my Lord, with thee, that I may supply thee with the flowers for the worship of God. Ah ! what loss ! what ruin ! I see that Rama is going to the wilderness leaving his Sita alone. What shall I do ? Where shall I go ? And how shall I preserve my life ? Oh friend of the distressed, Oh Romanath ; Oh Great Wealth of the woman, supply me some means in this distress, and preserve me. I see that Nobin Madhab is now being burnt in the fire of Indigo. Oh, Lord of the distressed ! Where is my husband going now, making me unfortunate and without support (placing her hand on the breast of Nobin, and raising a deep sigh). The husband now takes leave of his family, having placed all at the feet of God. Oh Lord, thou who art the sea of mercy, the supporter of the helpless. now give safety, now save.

Saralota. Sister, our mother-in-law has opened her eyes ; but is looking on me with a distorted countenance. (Weeping) My sister, our mother-in-law never turned her face towards me with eyes so full of anger.

Soirindri. Ah ! Ah ! Our mother-in-law loves Saralota so much, that it is through insensibility only that with such an angry face she had thrown this champa on the burning pot. (62) Oh my sister, do not weep now. when our mother-in-law becomes sensible she will again kiss you and with great affection call you "the mad woman's daughter. (Sabitri rises up and sits near Nobin, looking steadily on him with certain expression of pleasure).

Sabitri There is no pain so excessive as the delivery of a child, but that invaluble wealth which I have brought forth, made me forget all my sorrows on observing its face (weeping). Ah ! (what a pity) if Madam Sorrow (planter's wife) did not write a letter to Yama (Death) and thus kill my husband, how very much would he have been plased on seeing this child (Claps with her hands).

All (at once). Ah ! Ah ! She is become mad.

Sabiri. Nurse, put the child once more on my lap , let me pacify my burnt limbs. Let me once more kiss it in the name of my husband. (Kisses Nobin).

Soirindri. Mother, I am your eldest Bou ; do you not see me ? Your dear Rama is senseless ; he is not able to speak now.

Sabitri. It would speak when it shall first get rice. Ah ! Ah ! Had my husband been living, what great joy ! How many musical performances ! (weeps)

Soirindri. It is misfortune upon misfortune ! Is my mother-in-law mad now ?

Saralota. Take our mother-in law from the bed, my sister ; let me take care of her.

Sabitri. Did you write such a letter that there is no musical performance on this day of joy ? (Looking on all side and having risen from the bed by force, then going to Saralota) I do entreat

thee, falling at thy feet, madam, to send another letter to Yama, and bring back my husband for once. Thou art the wife of a Saheb ; else, I would have fallen at thy feet.

Saralota. My mother-in-law, thou lovest me more than a mother, and such words from your mouth have given me more pain than that of death. (Taking hold of the two hands of Sabitri) Observing this your state, my mother, fire is, as it were, raining on my breast.

Sabitri. Thou strumpet, stupid woman, and a Yabana, why dost thou touch me on this eleventh day of the moon ? (63) Takes off her own hand.)

Saralota. On hearing such words from your mouth I cannot live (lies down on the ground taking hold of her mother-in-law's feet.) My mother, I shall take leave of this world at your feet. (Weeps)

Sabitri. This is good, that the bad woman is dead. My husband is gone to heaven ; but thou shalt go to hell. (Claps with her hand and laughs).

Soirindri. (Rising up) Ah ! Ah ! Our Saralota is very good natured. Now having heard harsh words from her mother-in-law she is become exceedingly sorry. (To Sabitri) Come to me mother.

Sabitri. Nurse, hast thou left the child alone ? Let me go there. (Goes to Nobin hastily, and sits near him).

Reboti. (To Sabitri) Oh my mother ! Dost thou call that young Bou a bad woman who, you said, was incomparable in the village and without whose taking food you never took food. My mother, you do not hear my words ; we were trained by you, you gave us much food.

Sabitri. Come on the Ata Couria (64) of the child, and I shall give you many sweetmeats.

Nobin's Aunt. My sister, Nobin will be alive again , do not be mad.

Sabitri. How did you know this ? That name is known to no one. My father-in-law said, when my daughter-in-law gets a child, I shall give it (if male) the name "Nobin Madhab." Now the child is born, I shall give it that name. My husband always said, "When shall the child be born, and I shall call him by the name Nobin Madhab" (weeps). If he had been alive, he would have satisfied that desire on this day. (Aside a sound) These the musicians are coming. (Claps with her hands).

Soirindri. Bou, go into that room, the physician is coming.

Enter Sadhu Churn and the Physician

[Exit Saralota, Reboti, and all the neighbouring women ; and Soirindri, putting a veil on her head, stands in one side of the room.]

Sadhu. Our madam has risen up.

Sabitri. (Weeps.) Is it because that my husband is not here that you have left your drums at home ?

Aduri. She has no understanding ; she is become entirely insane. She called that elder Halder "My infant child", and chastised the young Halder's wife, calling her an European's wife. That young woman is weeping severely. Again, she is calling you musicians.

Sadhu. So great a misfortune has now come to pass !

Physician. (Sitting near Nobin) It is very probable and also according to the Nidana (65) that while she is not taking food for the death of her husband, and while she has seen this miserable condition of her dearest son, she should become thus. It is necessary to see her pulse once. Madam, let me observe thy pulse once. (Stretches out his hand towards her.)

Sabitri. Thou vile man must be a creature of the Factory, else why dost thou want to take hold of the hand of the woman of a good family ? (Rising up) Nurse, keep your eyes upon the child ; I go to take a little water. I shall give you a silk shari.

Physician. Ah, the light of understanding will not brighten again. I will send the Hima Sagara Toila (a medicinal oil) which is now necessary for her. (Observing the pulse of Nobin.) His pulse is only very weak, but I do not find any other bad symptom. The doctors are ignorant in other matters, but in anatomical operations they are very expert. The expense will be heavy, but it is of urgent necessity to call one in.

Sadhu. A letter has been sent to the young Babu to come along with a doctor.

Physician. That is very good.

Enter Four Relatives

First. We never even dreamt that such an accident would come to pass. At noon-day, some were eating, some bathing, and some were going to lie down in their beds after dinner. I heard of it now.

Second. The stroke on the head appears fatal. What ill-fated accident !. There was no probability of a quarrel on this day ; or else. many of the ryots would have been present.

Sadhu. Two hundred ryots with clubs in their hands are crying aloud, "Strike off", "Strike off", and are weeping with these words in their mouths. "Ah ! eldest Babu ! Ah ! eldest babu !" I told them to go to their own houses, since if the Saheb get the least excuse, he will, on account of the pain in his nose, burn the whole village.

Physician. Now, wash the head and apply turpentine to it, in the evening, I shall come again and try some other means. To make noise in a sick person's room is to increase his disease ; so, let there be no noise here.

[Exit Physician, Sadhu Churn and the relatives in one way, and Aduri, the other ;

Soirindri sits down.]

The curtain falls.

FIFTH ACT—Third Scene

The room of Sadhu Churn

On one side, Khetromany in great torment on her bed, and Sadhu on the other side, Reboti, sitting.

Khetro. Sweep over my bed ; mother, sweep over my bed !

Reboti. My dear, dear daughter, why art thou doing so ; I have swept on the bed, there is nothing then on the coat of shreads. I have placed another which your aunt gave. (66)

Khetro. Thorns are pinching me. I die, I die ; Oh ! turn me to my father's side.

Sadhu. (Silently turning her to the other side to himself). This agony is the presage to death. (Openly) Daughter, thou art the precious jewel of this poor man ; my daughter, take a little food. I have brought some pomegrantes from Indrabad, and also the ornamented shari but you did not at all express your pleasure when you saw that.

Reboti. How very extravagant are my daughter's desires ! She said once, give me a flower garland at the time of Semonton. What is that countenance now become ? What shall I do ! Oh, Oh ! Oh ! Oh ! (Place her mouth on the mouth of her daughter). Ah ! my Khetro of gold is become a piece of charcoal. Where are the pupils of the eye ? See, see.

Sadhu. Khetromany ; Khetromany ; open your eyes fully my daughter.

Khetro. My mother ! My father ! Ah ! it is an axe ; (turns on the other side). (67)

Reboti. Let me take her on my lap ; she will remain quiet there. (Comes to take her on her lap).

Sadhu. do not take her up ; she will faint.

Reboti. Am I so very unfortunate ! Ah ! Ah ! My Harana is as Kartika on his peacock. (68) How can I forget him ? Dear me ! My Siva ! (My son !)

Sadhu. Ray Churn is gone a long time ago ; he is not yet come.

Reboti. Our eldest Babu preserved her from the grasp of the tiger. Oh ! What a kick did that son of a barren woman give on Khetro's belly ! There was a miscarriage, and since then my child has been dying minutely. Ah, ah ! my grand son was born—a lump of blood—yet it had developed all features—even those tiny fingers, Oh ! The young Saheb killed my daughter, and the elder one killed the eldest Babu. Ah ! Ah ! There is no one to preserve the poor.

Sadhu. What virtuous actions have I done, that I shall see the face of my grand-child ?

Khetro. My body is cut off, My waist is pricked by a tangra fish. Ah ! Ah !

Reboti. I think the ninth of the moon is closed, (69,) my image of gold is to go to the water, and what means shall I have ? Who shall call me "Mother ! Mother " ? Did you bring her for this purpose ? (Taking hold of Sadhu's neck, weeps).

Sadhu. Be silent, don't weep now, she will faint.

Enter Ray Churn and the Physician

Physician. How is she now ? Did you give her that medicine ?

Sadhu. The medicine did not act, and whatever went down immediately came up by a vomit. See her pulse once more now ; I think, it is a sign of her end.

Reboti. She is crying out throns, throns. I have prepared her bed so thickly, (70) still she is tossing about. Now save her by a good medicine. Dear Sir, this relative is very dear unto me.

Sadhu. We don't see any sign of the pulse.

Physician (taking hold of the hand). In this state, it is good for the pulse to be weak. Weakness makes the pulse strong ; to have a strong pulse is fatal.

Sadhu. At this time, it is the same thing, either to apply or not to apply the medicine. The parents have hope to the very end ; therefore see, if there by any means.

Physician. The water with which the Atapa (dried rice) is washed is now necessary. The application of the Suchikavaran (a medicine) is required.

Sadhu. That Atap which the Barah Ranee sent for offerings of prayer is in the other room. Ray Churn, bring that here.

[Exit Ray Churn

Reboti. Is Annapurnah (71) now awake, that she shall with the rice in her hands come to my Khetromany ? It is through my ill-fate that our mistress is become mad.

Physician. She is already full of sorrow for the death of her husband ; again, her son is on the point of death , her insanity is on the increase. I think she shall die before Nobin , she is become very weak.

Sadhu. Sir, how did you find our eldest Babu, to day ? I think, with his pure blood he has extinguished the fire of tyranny of the giants, the Indigo Planters. It is probable, that the Indigo Commission might produce to the ryots some advantages ; but what effect has that ? If one hundred serpents do bite at once my whole body I can bear that , if on a hearth made of bricks, a frypan be placed full of molasses, and the same be boiling by a great fire ; I can also bear the torment, if by accident I fall into the pan ; if in the dark night of the new-moon a band of robbers with terrible sounds come upon and kill my son who is honest and very learned, take away all the acquisitions made during the past seven generations, and then make me blind : all these also I can bear , and in the place of one, even if there be ten Indigo Factories in the village, that also I can allow , but to be separated even for a moment from that elder Babu, who is so much the supporter of his dependants that can I never bear.

Physician. The blow through which the brain has oozed out is fatal. I have found the pulse indicate that death is near , either at mid-day or in the evening life will depart. Bipin gave a little water of the Ganges in his mouth, but it came out by its sides. Nobin's wife is quite distracted , but she is trying her utmost for his safety.

Sadhu. Ah ! Ah ! Had our mistress not been insane, her heart would have been burst asunder on seeing this. The doctor has also said, that the bruise on the head is fatal.

Physician. The doctor is a very kind-hearted man. When Babu Bindhu wanted to give money, he said. "Babu Bindhu, the manner in which you are already troubled makes it improbable that the funeral ceremony of your father will be performed. I cannot take anything from you now, and also it is not necessary for you to give money for the bearers who brought me and who will now take me away". Had Dushasan, the doctor, been called he would have taken away the money kept for the ceremony. I have seen that kind of doctors twice ; he is as scurrilous as avaricious.

Sadhu. Our young Babu brought along with him the doctor to see Khetromany ; but he said nothing with certainty. The doctor, observing my want owing to the tyranny of the Planters, gave me two rupees in the name of Khetromany.

Physician. Had Dushashan, the doctor, been called, he would have taken hold of the hand, and said, she would die ; and he would have taken the money by selling your kine.

Reboti. I can give money by selling off whatever I have, if they ean only cure my Khetro.

Enter Ray Churn with the rice

Physician. Having washed the rice, bring the water here (Reboti takes the rice.) Do not give much water. I see the plate is very beautiful.

Reboti. Our mistress (Sabitri) went to Gaya, and brought many plates and she gave this to my Khetro, Ah, the same mistress is now turned mad, and her hands are bound with a rope. because she is slapping her cheeks.

Physician. Sadhu, bring the stone-mortor, I have the medicine here. (Opens his box of medicine).

Sadhu. Sir, don't bring out your medicine ; just see, how her eyes appear. Ray Churn, come here.

Reboti. Oh mother ! What is my fate now ! Oh mother, how shall I forget the figure of Harana ! Oh ! Oh ! Oh ! Khetro, Oh, Khetro ! Khetromany ; my daughter ! wilt thou not speak any more. my daughter ? Oh ! Oh ! Oh ! (weeps).

Physician. Her end is very near.

Sadhu. Ray Churn, take hold of her, take hold of her (Sadhu Churn and Ray Churn take Khetromany from the bed, and go outside).

Reboti. I cannot leave my Lakshmi of gold to float on the water. Where shall I go ? Had she lived with the Saheb, that would have been better. I would have remained at rest by seeing her face. My daughter ! Oh, Oh, Oh ! (Goes behind Khetro, slapping herself).

Physician. I die , I die ! I die ! What pains does the mother bear ; it is good not to have a child.

[Exit all].

FIFTH ACT—Fourth Scene

The Hall of the House of Goluk Chunder Basu.

Sabitri sitting with the dead body of Nobin on her lap.

Sabitri. Let my dear child sleep ; my dear keeps my heart at rest. When I see the sweet face, I remember that other face (7') (kisses.). My child is sleeping most soundly. (Rubs the hand over the head of the corps). Ah ! What have the mosquitos done ? What shall I do for the heat ? I must not lie down without letting the curtains fall. (Rubs the hand on, the breast of the body). Ah ! Can the mother suffer this, to see the bugs bite the child and let drops of blood come out. No one is here to prepare the bed of the child ; how shall I let it lie down ? I have no one for me ; but all gone with my husband. (Weeps) Oh, unfortunate creature that I am ; I am crying with my child here (observing the face of

Nobin). The child of the sorrowful w man is now n aking deala (73) (kissing the mouth). No. My de r, I have forgotten all dis ress in seeing thee , I am not weeping (placing the pap on its mouth) my dear, suck the pap my dear, suck it. I e treated the bad woman so much, even fell at her feet, still she did not ring my husband for once, he would have gone after settling about the milk of the child. This stupid person has such a friendship with Yama, that if she had written a letter, he would have immediately given him leave. (Seeing the rope in her hand) the husband never gets salvation if on his death the widow still wears ornaments ; although I wept with such loud cries, still they made me wear Shanka. (74) I have burnt it by the lamp, still it is in my hands (cuts off the rope with her teeth). For a widow to wear ornaments it does not look good and is not tolerable. On my hands there has arisen a blister (cries). Whoever has stopped my wearing thc Shanka, let her Shanka be taken off within three days (75) (snaps the joints of her fingers on the ground). Let me prepare the bed myself (prepares the bed in fancy). The mat was not washed (extends her hands a little). I can't reach to the pillow , the coat shreds is become dirty (rubs the floor with hand). Let me make the child lie down (placing the dead body slowly on the ground). My son, what fear near a mother ? You lie down peacefully. I shall spit here (spits on his breast). If that Englishmen's lady come here this day, I shall kill her by pressing down her neck. I shall never have my child out of my sight. Let me place the bow round it (gives a mark with her finger round the floor, while reading a certain verse as a sacred formula read to a God). "The forth of the serpent, the tiger's nose the fire prepared by thc Sala's (76) resin, the whistling of he swinging machine, the white hairs of seven co-wives(77) bhanti(78) leaves,, the flowers of the dhutura, the seeds of the Indigo, the burnt pepper, the head of the corpse, the root of the madder, the mad dog, the thief's reading of the Chunndi : these together make the arrow to be directed against the gnashing teeth of Yama."

Enter Saralota

Saralota, Where are these gone to ? Ah ! she is turning round the dead body. I think, my husband, tired with excessive travelling has given himself up to sleep, that goddess who is destroyer of all sorrows and pains. Oh, Sleep ! how very miraculous is thy great ness, thou makest the widow to be with her husband in this world, thou bringest the traveller to his country , at thy touch the prisoner's chain breaks ; thou art the Dhannantari (79) of the sick ; thou hast no distinction of caste in thy dominions , and laws are never different on eccount of the difference of nations or castes , thou must have made my husband a subject of thy impartial power , or else, how is it, that the insane mother brings away the dead son from him. My husband is become quite distracted by being deprived of his father and his brother. The beauty of his countenance has faded

by and by, as the full moon decreases day by day. My mother, when hast thou come up? I have left off food and sleep, and am looking after thee continually, and did I fall into so much insensibility; I promised that I shall bring thy husband from Yama, (invisible) In order to cure thee, and therefore thou remaindest quite for some time. In this formidable night, so full of darkness, like unto that which shall take place on the destruction of the Universe; when the skies are spread over with the terrors of the clouds, the flashes of lightning are giving a momentary light, like the arrows of fire, and the race of living creatures are given up, as it were, to the sleep of Death; all the silent; when the only sound is the cry of jackals in the wilderness and the loud noise of the dogs, the great band of enemies to thieves. My mother, how is it possible, that in such a night as this thou wast able to bring thy dead son from outside the house. (Goes near the corpse.)

Sabitri. I have placed the circle; and why do you come within it?

Saralota. Ah! my husband shall never be able to live on seeing the death of this land-conquering and most dear brother (Weeps).

Sabitri. You are envying my child: you all destroying wretch and the daughter of a wretch! Let your husband die. Go out, just now; be out; or else, I shall place my foot on your throat, take out your tongue and kill you immediately.

Saralota. Ah! such Shoranan (80) (six mouthed) of gold, whom our father-in-law and mother-in-law had, is now gone into the water.

Sabitri. Don't look on my child; I forbid you—you destroyer of your husband. I see, your death is very near. (Goes a little towards her).

Saralota. Ah! how very cruel are the formidable arms of Death? Ah! Yama! You gave so much pain to my honest mother-in-law.

Sabitri. Calling again! Calling again! (Takes hold of Saralota's neck by her two hands, and throws her down on the ground). Thou stupid, beloved of Yama! Now will I kill thee (Stands upon her neck). Thou hast devoured my husband; again, thou art calling your paramour to swallow my dear infant. Die, die, die, now! (Begins to skip upon the neck).

Saralota. Gah, a, a,! (death of Saralota).

Enter Bindhu Madhab

Bindhu. Oh! She is lying flat here. Oh mother, what is that? Thou hast killed my Saralota (taking hold of Saralota's head). My dear Sarala has left this sinful world. (after weeping, kisses Saralota).

Sabitri. Gnaw the wretch and destroy her. She was calling Yama to devour my infant; and therefore I killed her. (standing on her neck).

Bindhu. As the mother having destroyed the child she was fonding for making it sleep on her lap, on awaking will go to kill herself, so wilt thou, oh my mother! go to kill thyself, if thine insanity passing off, thou canst understand that thy most beloved Saralota was murdered by thee. It will be good

if that lamp no more give its light to thee. Ah! how very pleasant it is for a woman to be mad, who has lost her husband and son! The deer-like mind being enclosed within the stone walls of madness can never be attacked by the great tiger, Sorrow. I am thy Bindhu Madhab.

Sabitri. What, what do you say?

Bindhu. Mother, I can no longer keep my life, becoming mad by the death of my father bound by the rope, and the death of my elder brother, thou hast destroyed my Saralota and thus hast applied salt to my wounded heart.

Sabitri. What! Is my Nobin dead! Is my Nobin dead! Ah, my dear son, my dear Bindhu Madhab! Have I killed your Saralota? Have I killed my young Bou by becoming mad (embracing the dead body of Saralota). I would have remained alive, although deprived of my husband and my son, Ah, but on murdering you by my own hands, my heart is on the point of being burnt. Oh, Oh Mother (Embracing Saralota, she falls down dead on the ground).

Bindhu. (placing his hands on Sabitri's body.) What I said, took place actually. My mother died on recovering her understanding. What affliction! My mother will no more take me on her lap, and kiss me. Oh mother! The word ma ma will no more come out of my mouth, (weeps). Let me place the dust of her feet on my head (takes the dust from her feet and places that on his own head.) Let me also purify my body by eating that dust. (Eats the dust of her feet.

Enter Soirindri

Soirindri. I am going to die with my husband; do not oppose me, my brother-in-law! My Bipin shall live happily with Saralota. What's this? Why are our mother-in-law and Bou both lying in this manner?

Bindhu. Oh eldest Bou! our mother first killed Saralota, then getting her understanding again, she fell into such excees of sorrow, that she also died.

Soirindri. Now! In what manner? What loss! What is this! What is this! Ah! Ah! my sister, thou hast not yet worn that most pleasant lock of hair on the head which I prepared for thee! Ah! Ah! thou shalt no more call me, 'sister' (cries). Mother-in-law, thou art gone to your Rama, but didst not let me go there. Oh my mother-in-law, when I got thee, I did not for a moment remember my mother.

Enter Aduri

Aduri. Oh eldest Haldarni, come soon; the young Bipin is afraid.

Soirindri. Why did you not call me thence? You left him there alone. (Goes out hastily with (Aduri).

Bindhu. My Bipin now the pole-star in the ocean of dangers! (with a deep sigh). In this world of short existence, human life is as the bank of a river which has a most violent course and the greatest depth. How very beautiful are the banks, the fields covered over with new grass, most pleasant to the view, the trees full of branches newly coming out; in some places

the kine feeding with their young ones. To walk about in such a place enjoying the sweet songs of the beautiful birds, and the charming gale full of the sweet smell of flowers, only wraps the mind in the contemplation of that Being who is full of pleasure. Accidentally a hole small as a line observed in the field, and immediately that most pleasant bank falls down into the stream. How very sorrowful! The Basu family of Svaropur is destroyed by Indigo, the great destroyer of honour. How very terrible are thc arms of Indigo!

The Cobra decapelly, like the Indigo Planters, with mouths full of prison, threw all happiness into the flame of fire. The father, through injustice, died in the prison: thc elder brother in the Indigo-field, and the mother, being insane through grief for her husband and son, murdered with her own hands a most honest woman. Gctting her understanding again, and observing my sorrow, the ocean of grief again swelled in her. With that disease of sorrow came the poison of want, and thus without attending to consolation, she also departed this life. Cessantly do I call: Where is my father? Where is my father? Embrace me once more with a smiling face. Crying out, Oh mother! Oh mother! I look on all sides; but that countenance of joy do I find nowhere. When I used to call, ma ma, she immediately took me on her breast, and rubbed my mouth. Who knows the greatness of maternal affection? The cry of ma, ma, ma, ma, do I make in the battle-fields and the wilderness whenever fear arises in the mind. Oh my brother, dear unto the heart, in the place of whom there is not one as a friend in this world! Thy Bindhu Madhab is come! Open thine eyes once more and see. Ah! ah! it bursts my heart not to know where my heart's Sarala is gone to. The most beautiful, wise, and entirely devoted to me—she walked as the swan, (81) and her eyes were handsome as those of the deer. With a smiling face and with the sweetest voice thou didst read to me the Betal. The mind was charmed by the sweet reading which was as the singing of the bird in the forest. Thou, Sarala, hadst a most beauteous face, and didst brighten the lake of my heart. Who did take away my lotus with a cruel heart? The beautiful lake became dark. The world, I look upon, is as a desert full of corpses, while I have lost my father, my mother, brother and my wife.

Ah! Where are they gone to in search of the dead body of my brother? I am to prepare for going to the Ganges as soon as they come. Ah! how very terrible, the last scene of the drama of the lion-like Nobin Madhab is? (Sits down, taking hold of Sabitri's feet.)

(The Curtain Falls Down)

AUTHOR'S NOTE

1. Shamchand is an instrument made of leather, used by the Planters for beating the ryots.
2. The lines in big types were in plain types in the original. We have used a prominent type to show the main charge brought against the Rev. Mr. Long by Mr. Brett, editor of Englishman. K.B.
3. The Mahomedans and all other nations who are not Hindus, are called by that name.
4. Here the word is used sarcastically and is taken to mean the brother of the wife.
5. The name of beautiful yellow flower.
6. There is a play here on the words Dadan and Gadan.
7. An instrument made use of for breaking down buildings.
8. Yama is Death, the King of terror.
9. This is a term which is applied to one's son's wife ; but sometimes, though rarely it means wife.
10. This is only a quotation, explaining, by an example, the eagerness of the mind when the desire is once excited.
11. This pronoun "his" refers to the husband of Saralota.
12. This is a Bengali term signifying sometimes right and sometimes a witch.
13. The word Rajah is here pronounced in an odd form ; and it has reference to these rajahs who were against widow marriage. As the word is pronounced by a woman of lower class, it is spelt here incorrectly.
14. The iron circlet worn by a woman on her left hand, is the mark or sign of the husband being alive.
15. Referring to Khetromani.
16. Referring to Podi Moyrani (sweet-meat-maker).
17. A dunda is equal to 24 English minutes.
18. Belata means England.
19. This refers to a certain practice in India of the Bride groom going to the houses of relatives amid great feasting, before the celebration of the marriage.
20. These are all words used by Mahomedans in time off great alarm ; and here it is used to express the fear of ghosts.
21. It is very like Shamchand.
22. Referring to Soirindri, the wife of Nobin Madhab.
23. This expression "striking the axe on my feet" signifies ruining my self.
24. That is, had the intrigue used by Ray not been detected, it would have proved very advantageous.

25. All these signify that let death come upon thee.
26. The word "you" refers to the Indigo planters.
27. This number five, here referred to, are the persons whom he was trying to bring on his side for the law-suit.
28. This expression "had been hanged for six months." is only used sacastieally.
29. That is as the deer feels disquieted when exposed in *Volcano* so is my mate troubled by the many anxieties in my mind.
30. When the rice is cleansed from its husks by being placed in the sun, instead of being boiled, it is called the Atapa rice.
31. That is, this is his leave.
32. The word parrot here refers to Saralota. As the parrot is generally an object of fondness to persons, so Saralota was called a parrot, because she was much loved by her mother-in-law.
33. This pronoun refers to the father of Nabin.
34. This is a proverb, signifying you cannot separate the tares from wheat.
35. Bhima or Brikadar was the second brother of Yudhistira and the second son of Pandu.
36. The writerclass among the Natives of this country.
37. Signifying the distinction between the women of a good and that of a licentious character.
38. This is one of the names of Durga, meaning the goddess of plenty.
39. Signifying, have you not taken away her whole possession? Then, how can she show her pity by supporting the poor?
40. That is, he will make everything done to you, as at the time of the new moon. In short, he will kill you.
41. That is, nothing: as the cold has no effect on the frog.
42. That is, purify themselves by bathing.
43. Sitola is the goddes of the small-pox; and the meaning of the above is that if that goddes be kept satisfied, the disease of the small-pox cannot come; and if come will pass away.
44. This refers to Nobin Bose. The *cacha* signifies the pieces of cloth kept by the sons on the death of their parents for one month, when the pinda or offering to the dead is made.
45. Lakhman was the brother of Rama, when they were gone to make war with Ravana of Lunka (Ceylon) in a certain battle Lakhman suffered very much by the sacti-sela (the name of a superior engine in a battle.)
46. This is a sign of shame or fear.
47. The planet saturn is said to have a very bad influence. Whenever it comes upon one, the utter ruin of that person is through very near.

48. Ironically, the house of prosperity.
49. The Kaistha is the caste of writers.
50. Caot is the name of a mean caste, and the word kaet is only a common form of expression for the term kaistha.
51. The vulture is taken for a detestable bird.
52. Signifying, else how can he bear so many kicking.
53. This is said only in reference to his dress.
54. This term yabana has reference to the Mahomedans, the Europeans.
55. The name of Vishnu, God.
56. This pronoun "his" stands for Goluk Chander, the father of Nobin Madhab.
57. The term maid-servant here refers to Sairindri, the wife of Nobin Madhab.
58. It is a general custom in this country to apply the alpana on the floor nearly in all religious observances.
59. This term signifies the wife of one's son.
60. This expression "the brighener of the ten sides" signifies that he did good wherever he went. The ten sides are the north, south, east, west, north-east, north-west, south-east, south-west, the top and the under sides.
61. The reference here is to the wanderings of Rama in the wilderness of the Deccan. The signification of the original is that while the husband Nobin is on the point of death, there is no preparation for his wife to die with him.
62. That is she had expressed so much anger against her; or as the original, thrown her into the burning-pot of disgust and hatred. The Champa is the name of a fragrant yellow flower.
63. This day is kept sacred by the widows of this country.
64. A ceremony performed on the eighth day after the birth for securing its good fortune.
65. A treatise on the science of medicine.
66. Reboti says my daughter, what is it that gives you so much pain. There is all over cleared, there is nothing that can trouble the body.
67. There are words which are expressed through great grief.
68. Kartika is taken to be the most lovely in appearance among the Gods—the symbol of male beauty. He is the son of Siva and Doorgah.
69. Here, the reference is to the last of the three days in which the Goddess Doorgah is worshipped; and the last day is taken to be one of great pain, because on that day she is to take her departure from her parents to go to her husband Siva.
70. Thickly prepared signifies many coverings of the bed placed one above an other.

71. It is one of the names of Doorgah. The term signifies "full of rice", or the Goddess of plenty.

72. The face of her husband.

73. It sometimes happnens, that during sleep the child either cries or laughs; that is called, the Deala of the child.

74. An ornament made of shell for the wrists of women.

75. That is, let her became a widow within three days, who has made me so.

76. The Sala is the native of the tree shorea robusta.

77. The wives of the same husband.

78. Volkmeria odorata.

79. Dhannantari is the physician of the Gods.

80. Shoranan is one of the names of Kartikeya. In this places it refers to Nobin Madhab on account of the great honour which he had acquired from the people of the country; and he is compared with Kartikeya, because he had much honour among the gods.

81. The gait of the swan is considered in this country the most beautiful model of the motion of the feet.

THE ANGLO-SAXON

AND

THE HINDU

LECTURE I.

By

M. S. DUTT, Esq.

Quis novus hic nostris successit sedibus hospes!

ÆNIDOS LIB. IV.

MADRAS:

PRINTED BY MESSRS. PHAROAH AND CO.

ATHENÆUM PRESS. Mount Road.

1854.

To J. H. KENRICK, Esq.,

Secretary to the Madras Polytechnic Institution.

MY DEAR KENRICK,—Allow me to dedicate this Lecture to you. I regret that it is not worthier of the honour; but when I remember that it served to solace many hours of acute bodily sufferings—it was planned and completed whilst I was confined to my room by a severe accident, which had well nigh proved fatal—I cannot but regard it with a feeling of grateful partiality; and as such, I associate it—imperfect though it be—with the name of one, who is an ornament to the community of which he is a member; an honour to the country of which he is a native; and of whose friendship I have every reason to be proud. Your zeal for the cause of science; your elegant acquirements; the urbanity of your manners; the benevolence of your disposition; your public-spiritedness, endear you to all enlightened men; and you deserve for greater distinction than can ever be conferred on you by a compliment of this nature from so obscure an individual as myself: but though the offering be poor, I pray you, accept it, for it is all—I can give!

I leave this Lecture, and its successors, if there be any destined to see the light—to the indulgence of a public, from whom, in days gave by, I experienced much kindness and encouragement; and wishing your every success in life, I subscribe myself,

Your affectionate friend and humble servant,

M. S. DUTT.

VEPERY CASTLE, 12th April, 1854.

THE ANGLO-SAXON AND THE HINDU

"Quis novus hic nostris successit
sedibus hospes !"
—Ænidos LiB iv.

LECTURE I

The fair queen of Carthage, captivated by the manly beauty of the heroic son of Aphrodites, asked her sister Anna—"Who is this stranger that has come to our dwelling ?" In her widowed heart—hitherto a vacant temple—she found the image of this man mysteriously enshrined; and it was thus that her adoring yet wondering soul hymned forth its deep, its impassioned, its fervent devotion—"*Who is the stranger that has come to our dwelling ?*"

Now—though I cannot conscientiously say that the Anglo-Saxon stranger has created in the bosom of this magnificient land of the sun, this queenly Hindustan—that profound, that fervent, that all-absorbing feeling of love, which immolated the hapless Dido on the blazing pyre, and sent her to to the hades, an unblest, a melancholy ghost—yet well may she ask—well may this queenly Hindustan—ask in the language of the love-sick Phoenician—"*Who is this stranger that has come to our dwelling* ? Well, methinks, may she ask—who is this fair-haired stranger that has, come to our shores ? Who is this stranger that has in the course of a solitary century reared among us a fabric of power the most wonderous and glorious? Who is the stranger that is lord of our sunny fields, of our shady groves, of our woody hills, of our wells of crystals water, of our mossy fountains, of our bowers of roses? Who is this stranger, for whom the most radiant diamonds are sought from the sunless depths of our mines; for whom the gold and silver, hidden in our treasure-caves, are brought forth to blush in the light of the sun ? Who is this stranger that has bound us, as it were, with chains of adamant, and whose bright sword gleams before our eyes like a fiery meteor—terrifying us into submission and humbling us to the dust ? "*Who is this stranger that has come to our dwelling* ?"—Well, methinks may she ask and wonder !

For look around you. From where the silvery waves kiss the brow of the virgin Bride[1]—to where the stupendous Himalayas rise in airy grandeur, with summits untrod, but by the shadow of the Deity—from the deep—blue Bay, to which the greenest and palmiest of countries give its name[2]—to the mighty Indus, look around you. Empires and kingdoms, such as would have gratified the boundless ambition of that earth-born. Titan—Napoleon the grand ; rich

valleys, fertile plains, wide table-lands, copious rivers, extensive woods, exhaustless mines piny hills, and all that Nature can and does bestow, when in her most beautiful mood : populous cities, busy towns, marts, for which the white-winged ships of proud America war with and conquer the stormy waters of the illimitable Atlantic—for which the Arab, the Persian the Tartar, journey through the shrubles the arid, the dismal deserts of Northern, of Western, and of Eastern Asia—for which the son of the flowery kingdom forsakes his fatherland to which the haughty Europe—the Parvenu—does not despise to send her jewels of silver, and her jewels of gold, her robes of silk and her garments of linen, the choicest, the most sparkling, the most purple juice of her vines, the most brilliant fabrics of her thousand manufacturers, where the tawny copt is no stranger, and the swarthy Abyssinian brings the riches of his far land !—Look around you and ask, to whom do these belong—whose are they ? The Anglo-Saxon's—the pale-faced stranger's,—the stranger, who came to these shores as a nameless wanderer! What destiny is this? "Who is this stranger that has come to our dwelling?" Is not his career the realization of a dream, such as Ambition herself would shrink from indulging even when in her wildest mood? Does not the history of his career sound like a tale of Romance, woven by a visionary a rhapsodist, a rapt bard, who wanders in the vast realm of Imagination and culls from it materials, wherewith to build some glorious, some wonderous fabric of song ? Fly back through the dim, the shadowy, the chaotic regions of the past ; survey the earth, vast, dreary, lonesome, baptized by the terrible waters of the Deluge; behold the second father of mankind, pale and yet with the light of confident hope beaming from his eyes, presiding over his meek and pious family, his diminutive kingdom. Invoke the great Angel Michael,[3]—let him guide you to the summit of the airy hill whence Adam saw, and sighed and wept and smiled to see the future drama of life ; and look before you. See the Mighty Hunter, hewing down men, like the beasts of the forest, for a diadem; see the Amazonian Semiramis, blending the softest enchantments of woman's beauty with the sternest virtues of man; see the Hybrid Cyrus[4], issuing forth like a strong man—refreshed with wine, to slay and to conquer ; see the wild Macedonian rushing forth like a mountain-torrent, carrying everything before him, as the tempestuous wind carries the dark cloud onward[5], see laurelled Caesar, gasping out his proud soul at the feet of statued Pompey, forgetting his mighty dream of empire, and reposing on the calm bosom of his mother earth, all besmeared with blood; see the grandest of warriors, the loftiest of mortals, the most glorious, the most awful, the most mystical, the most

inconceivably sublime Brim of heroworshippers—the son of the Corsican Attorney—surrounded by his eagles with their terrific beaks dried the blood torrents which flowed at Austerlitz, at Jena, at Wigram, at Friedland, at Borodino and then pining away in the soli tude of St. Helena—his island-prison in the midst of the vast Atlantic—look at all these. They were great, they were mighty; but here is one greater, mightier still. in him, you do not find the majesty, the might, the genius of a whole nation centered, developed, incarned (if I may use such a word,) assuming a sublime individuality, blazing forth for a season, like a wild comet, like a sudden, a luminous but a transient burst of light, like a terrific out-belching of some volcano dazzling and confounding the sight of the beholder and then fading away into the gloom of night! No!—In him, you see the majesty, the might, the genius of a race, bequeathed from father to son—unimpaired, unenfeebled, through every stage of transmission, through every stage of existence! These men were like rivers, which suck their mother-clouds on their rocky cradles; acquire strength and then journey on; sometimes with impetuosity, feeling down wide forests; subduing obstinate hills; sometimes, gently, warbling liquid melody, loving flowery meads, watering golden cornfields; and at last they melt away and vanish in the embrace of Ocean, their father[6]. They have a beginning, a middle, and an end. But look at the Anglo-Saxon; look at the Nile, which has covered the sunny plains of Hindustan with its waters. Its source is known to us—we know where it rises, we know where the dews of heaven fosters its growth. But after it leaves its parent rock, what becomes of it? For fifteen thousand miles it is nowhere seen! The blue waters of the Rhone are lost in the liquid wilderness of the glassy constance! And then, with what magnificence, what grandeur does he burst forth—removing ancient landmarks, sweeping away Thrones, Dominations, Princedoms, Powers; irresistible, unresisted! What destiny is this? The heroic son of Aphrodites (to revert once more to the story of Dido) won a woman's heart—a rich treasure, to be sure a beautiful mine, with its gemlike affections, its stores of sweet and sunny hopes, and gentle aspirations, and rosy dreams; but look at the stranger that has come to our dwelling! The nameless vagrant of the other day, the pale-faced stranger from the west, on whom the haughty Moslem scarcely deigned to cast his eyes, by whom even the timid Hindu passed heedlessly, is now the heir of Victorious Baber, of sagacious Acbar, of lofty Jehangir, the lord of millions,—nay, more; he is greater—far greater than victorious Baber, than sagacious Acbar, than lofty Jehangir! The fabric of his power vaster; bayonet-wall which glitters round the citadel of his power, firmer.

Well, methinks, may this queenly Hindustan ask in the language of the love-sick Phoenician—"Who is this stranger that has come to our dwelling?" Well, methinks, may she ask and wonder!

I need not waste your time with a lengthened narrative of the advent of the Anglo-Saxon to this broad land of the sun—the destined scene of his glory. I need not remind you how, while the haughty, the imperious, the virgin Elizabeth sat on the English throne, winning the admiration of Europe as a sovereign, subduring rebellion, crushing treason, frowning disaffection into moody submission, battling with a ruthless hand against Heresy and Schism, defying the invincible Armada humbling the lofty pride of Spain, and at the same time wonderous to relate!—deluding herself in-to the flattering belief that the glances of her eyes kindled a quenchless flame in the bosom of the accomplished, the graceful, the elegant, the manly Devereux; that her grey tresses, woven in the language of a Persian poet—into chains, had bound that proud Eorl to the car of her triumphant beauty; that the melody of her virginal ravished the heart of his courtiers, falling upon their ears like the sweet south breathing upon a odour[7]; that the bloom of her cheeks—they were faded flowers—outvied that of the rose.—I need not remind you how the breezes of the West, wafted across the pathless Atlantic, the Anglo-Saxon; how the acorn was sown, out of which has sprung forth the gigantic oak, which now overshadows this land; how the mysterious hand of Providence hurled the little stone, destined to crush to atoms the golden image of Moslem power, to become a great mountain, to fill the whole land;[8] how the Anglo-Saxon first ascended the Indian horizon, a faint, a dim streak of light, how the little cloud herald of a mighty-storm, of a terrific elemental commotion— rose from out the sea[9]; how the son of Kish came to seek his father's asses, his unconscious royalty veiled in the coarse garb of a shepherd:[10]—I need not remind you how he toiled and sweated in his factory—now overwhelmed by the oppressive tyranny of the captious lordling around him, now basking in the dubious rays of their shortlived favour, harassed and despised—but working on with an unsinking soul, a buoyancy of spirit, which nothing could repress; a secret daringness of purpose which nothing could daunt: I need not dwell on the career of Clive, that basest, that grandest of Indian Statemen, how he went forth making the path straight levelling and beating down inequalities, that the chariot-wheels of victory and of conquest might roll on unimpeded: I need not call to your minds the brilliant triumphs, the wonderous achievements which annihilated the turbulent and restless Mahratta, paled the bloodred glare of the tre

mendous Crescent, humbling the soaring pride of the Rajpoot, drove the wild and wily Goorka to the solitude of his mountain-girt home, razed to the ground the structure which the Lion of the North—prophetically named—when an helpless infant in his nurse's arms—"the Victorious in war,"[11]—had laboured to build: I need not name Plassey —the dawn of an era of splendour, an age of glory: I need not name Assaye, where he future Victor of the Titanic Corsican—himself the Victor of combined Europe, won fadeless laurels: I need not name Seringapatam, where the blood of his bigoted, his infatuated, his ill starred son flowed freely, but flowed in vain, to save the house of the illiterate, the drunken, but the great Hyder from the desecrating feet of the alien and the infidel. I need not name Feroz Sur, Aliwal, Moodkee, Sobraon, Mooltan, Guzerat, where blood-libations were copiously poured forth to the ruthless god of war. As the sons and the daughters of the Anglo-Saxon, these names, however uncouth, are, I presume, familiar in your mouths as household words. Do they not sound like bursts of triumphant music, swelling on the air, thrilling the heart, breathing heroic ardour, to adventurous deeds?[12] Do they not sound like trumpet calls which summon the brave to the battle-field? I need not, I repeat, waste your time with a lengthened narrative of the advent of the Anglo-Saxon to this broad, this magnificent land of the sun; nor need I dwell on his brilliant career, his wonderous achievements, his proud triumphs. Behold him here, sceptered and crowned—with his feet on the jewelled neck of fallen Hindustan! Verily the destiny of this stranger that has come to our dwelling—is a mysterious destiny!

Let us now turn for a amoment from this magnificent picture—the master-piece of Nature! Let us now turn for a moment from the contemplation of the splendour and the richness of its colourings, the delicacy, the beauty, and the symmetry of its proportions—to another—far inferior, to be sure, but not altogether destitute of interest. When Hamlet saw the picture of his royal father and of his despicable guilty, and hated uncle in the chamber of his erring and queenly mother, he indignantly pointed them out to her and exclaimed in a tone of withering contempt—"Look on this picture and that!" Now—we shall not imitate the prince of Denmark—we shall not point that finger of scorn towards the Hindu. No. Fallen, obscured as he is—shorn of his beam,[13] he does not deserve it. Men do not gaze on the ruins of Babylon with contempt; nor ridicule the massy, the blackened, the huge, the shapeless things, which were once towers and temples and palaces in the imperial city of Caesars, the mistress of the world of her days! The faithless Volney sat by the ruins of Empires and wept—for the thought

of the instability of human grandeur, the vanity of human glory! We have seen the Anglo-Saxon, crowned and sceptered and seated on his throne, let us now look at the millions, who kneel before him.

I need not here enter into a disquisition on the origin of this singular, the primitive race, (I say, "race" for the sake of convenience, for it must be known to you that India is inhabited by a variety of races, differing as much from each other as does the Anglo-Saxon from the Celt; the Celt from the Teuton, the Teuton from the Hun and the Hun from the Etruscan, and so on.)—I need here enter into a disquisition on the origin of this singular, this primitive race. That origin is curtained round by the most obscure clouds of mythism. I need not labour up the blue stream of the Nile, to unravel the mystery conected with its hidden source; I need not breathe the difficult air of the iced mountain-tops[14]; I need not ascend airy precipices, nor wonder in lonesome, vast and dreary valleys to reach for its coy source, which in the language of poetry, may be said to have concealed its Naiad and maiden beauty in some sacred an solemn grove, which the human eye may not penetrate.

The Hindu!—Alas! Centuries of servitude and oppression; the predominance of a superstition, dismal and blasting; a fatal adherence to institutions whose cruel tendency ever it is to curb and to restrain the onward march of man as a social, as an intellectual pilgrim, tracing round him a wizard ring solemnly believed to be impassable —and violently repressing every inborn longing to be free; these alas! have rendered that name a name of reproach—an astonishment, a proverb and a byword among the nations! But—do not despise him

Cedric—the sturdy Saxon, whose patriotism was a bigotry and a frenzy looked with a softened heart on the guilty, the degraded, the fallen, Ulrica, in the crime-desecrated halls of Torquilstone.[15]

As the hot Simoom pales the blooming cheeks of the queenly rose; as the cold breath of winter robs each tree of its verdant robe; as the insatiable locust mars the golden pride of the most fertile field; as the rust corrodes the brightest, the most polished steel; as the terrible fire of leprosy consumes the beauty of man transforming it to hideous deformity; as the wail of sorrow hushes the sweet voice of music, as concealed love feeds on the damask cheek of the maidan like a worm in the bud[16]; as the guilt clouds the warm sunshine of the heart, so servitude and bondage eat into the soul, crushing its hopes, fettering its aspirations, quenching its lustre into a dim twilight, robbing it of its giant strength. What wonder then that the Hindu should be what he is? The furious waves of fanaticism, of oppression, have swept over his hapless soul for a thousand years! Iron shod conquerors have tram-

pled upon his hapless soul for a thousand years! From the day that the blood-thirsty wolf of Ghiznee bounded across the stupendous rocky barriers of the west desolating her homes, flinging to the dust her idol-gods from their glorious temples, leading her sons and daughters captive, ill-fated Hindustan has been the prey of the invader, the sport of the abbitious and the rapacious Zenobia—chained, not to the chariot of a single conqueror, but to those of a hundred, to grace their triumphs! Alas! for the fallen queen! Alas! for the widowed bride! Alas for the ravished maiden! The pilgrim Harold wept over desolate Rome—for he was an orphan of the heart and turned to her[17]; and the eloquence of his grief the sweet and soft voice of his sorrow, swelling like a stream of rich yet mournful music, still saddens the soul; and [illegible] an alien, a wanderer from a colder, a cloudier clime![18] What would he have done, had he stood where I stand; had he been what I am? Believe it not that *we* have no love of country—that our heart-strings do not cling round the land of our fathers! I say, believe it not. But let that pass.

The Hindu, as he stands before you, is a fallen being;—Once—a green, a beautiful, a tall, a majestical, a flowering tree—but now—blasted by lightning! This is no idle boast, no vaunting fiction. When Moses journeyed feebly through the vast, the dreary; the desolate, the arid deserts of Arabia, with a murmuring, a rebellious host behind him, the land of the Hindus was a populous, a mighty land! Nay, when Abraham surrendered the fair Sarah to the amorous and puissant pharaoh of his day—mightier and far more puissant kings ruled over the broader, the sunnier, the more fertile plains of Hindustan! Long before the blind begger Homer told the tale of "Troy divine" enchanting the fairland of Greece—bards as sublime, breathing music as sonorous, as dulcet had built the lofty rhyme in Hindustan! Behold the Vedas; and adore the Shekina of Intellect which fills them with a golden and a rosy light!—Long before the beautiful but frail Helen kindled the flame which consumed to the dust the proud city of Priam, the faithless Seeta had deserted the arms of her exile-husband, and brought desolations and disaster and woe to the spicy and pearly shores of Lunka! But why need I dwell on such themes? Volumes could be written on the glories of Old India—volumes could be written on achievements in love and war of her heroic sons and lotus-eyed daughters. She is indeed an exhaustless mine for the Poet, the Romanticist, the Historian, the Philosopher. But let me pass on—let me turn away my eyes from the dazzling and tempting field—let me close my ears against the syren-music which ravish my soul and softly call me to wander away from the path I am pursuing!

The Hindu, as he stands before

you, is a fallen being—once—a green, a beautiful, a tall, a majestical, a flowering tree; now—blasted by lightning! Who can recall him to life?

You now see before you, as it were, on a stage, two actors—the Anglo-Saxon and the Hindu. One of them is indeed well-graced, ravishing the eyes of the audience with his manly beauty—enchanting the ears of the audience with the dulcet tones of his voice! The other, I fear, is ill favoured, wornout by the ceaseless waves of time, hoarse and dissonant as an untuned harp, as an unstrung lute. Joyous Bolingbroke, the proud rose of the house of Lancaster, blooming with the gorgeous honours of new Royalty—and the pensive and crownless and sceptreless son of the sable-armoured victor of Cressy and Poictiers; Sylla in his chariot, rolling on the wheels of fortune;[19] Marius seated in voiceless sorrow in the midst of the lonely and sad ruins of carthage, himself a lonelier, a sadder ruin! Caesar weaving for his bald brow, a crown of blood-stained laurels reaped from the deadly plain of Pharsalia; Pompey wandering in the silent, but lovely vale of Tempe, mingling his tears with the murmuring water of the meandering Peneus! Octavius feasting in the tent of the luxurious Antony, the golden goblet blushing and sparkling with the delicious blood of the vine of sunny Italy in his hand, the chaplet of dewy roses on his head; Brutus sternly watches the purple current of life, ebbing out from the ghastly wound inflicted by his own suicidal hands! Eva, with the transplanted rose of the West, blooming on her cheek, the blue heaven of her eyes beaming with cloudless sun-light; and poor Topsy—the degraded daughter of a degraded race, standing before her like a ghastly phantom, an unearthly vision![20] Flowering Youth, decaying age; radiant beauty, hideous deformity; exulting valour, pallid fear; sparkling diamond, dim crystal;—but why should I multiply such images? The contrast is indeed very great! 'Tis a foolish bird, says the proverb, which fouls its own nest. But there are occaeions, when—to borrow the significant image of the Latin poet—a man cannot help plucking the leaves of his own vine trees! In a physical and moral point of view, the contrast is startling; it is painful; though by no means unaccountable. But it is not my object at present, to permit myself to be detained by such a subject. Let me sail on and woo the breezes of heaven to hurry me to the appointed port—still afar off. He is no navigator, destined to affect a speedy passage, who suffers every glassy creek of the sea he careers over, to seduce him to shorten sail and drop anchor. He is no charioteer, destined to reach the appointed goal in time, the glowing wheels of whose chariot raise the dust of every by-path diverging from his course.

You see before you, as it were on a stage, two actors, the Anglo Saxon and the Hindu—and believe me, it is a sublime a solemn, a grand, a wonderous Drama they are destined to act.

A nation, like a man, has its infancy, its youth, its manhood, its age;—its faint dawn, its dewy morn, its effulgent noon, its solemn, and dim and dusky eve. Behold the shepherd Romulus, building him a little city to dwell in with his lawless companions; see how proudly, how scornfully the Sabine maiden spurns him as he timidly solicits her love; and then harken to the shriek of terror, the voice of agony, the wail of sorrow, the cry of rage, the shout of triumph, the clash of swords, the twanging of bows, the whizzing of winged shafts which lend an unearthly, a terrific pomp to the nuptial rites of the youthful fathers of Rome! Look on. See the young eagle on his hill throne; surveying with wistful eyes the sunny fields, the viny hills, the silver streams of fair Italy, how soon his growing wings overshadow them; how soon his kindling eyes look beyond the blue waves of the Mediterranean, the stupendous and avalanche—peopled summits of the everlasting Alps, beyond the glassy expanse of the Adriatic—the future bride of the purple-clad Doge; beyond the sleepless Tyrrhenian. See the Anglo-Saxon of the Past, of an older world, growing apace. Why should I dwell on the glories of his manhood? Behold that golden barque sailing down the beautiful-flowing[21] Cydnus, with sails of purple silk; with oars of bright silver; hearken to the melody of flutes and of cymbals; what perfumes fill the air! Know ye that queen of beauty—that earth--born Venus, seated on her throne spangled with stars of gold, and gems, and pearls, and diamonds, surrounded by her nymph-like train? It is the voluptuous, the glorious daughter of the Ptolemies—the divine and yet frail Cleopatra, voyaging to kneel at the feet of Antony[22]—the descendant of the man whom in days gone by, a petty Sabine maiden has listened with contempt! Then look at the sunset hour of the great Roman. Lowering clouds, deepening the gloom of a lightless sky; the Goth; the Vandal; nameless hordes from nameless regions; the awful "Scourge of God". Alaric the terrible! Look at the expiring lamp; now blazing up with unwonted splendour,—the hectic flush painting with roseate hues, the sallow cheek of consumption—now sinking to dimness, and then fading away into the darkness of night! A cowled and tonsured Priest seated on the throne of the Cæsars! The barbarians of Austria crossing with unpaled brow the Rubicon on whose bank the mighty heart of the mightiest Cæsar, quailed!

A nation, like a man has its infancy, its youth, its manhood, its age—its faint dawn; its dewy morn, its effulgent noon; its solemn, and

dim and dusky eve. Sometimes it dies away, and its place knoweth it no more; sometimes it lingers on—the pallid hues of death on its brow; the dim, unearthly light of the charnel house gleaming forth from its eyes! Look at the Greek of the present day. Look at the sons of the men who fought and bled at Thermopylæ, who empurpled the rippling waters of Salamis with Persian gore. How changed! How changed from the Hector, who was wont to return from the battle field, laden with the spoils of Achilles, or hurl Phrygian fires at the ships of the Achaians![23] This, of course, is a mystery; but is not this world full of mysteries? "The wind bloweth where it listeth; and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh or whither it goeth."—Why it has pleased the Great Maker so to ordain, we cannot tell. We see it, and that is enough. Let us bow and humbly adore!

We may sigh over the instability of human grandeur; the vanity of human wishes; the evanescence of earthly glory; we may weep over nations fallen from their high estate; but it were impiety to question the justice of Providence, it were impiety to murmur. How wonderous are the ways of God! In the mournful language of the Persian Poet—the spider weaves its funeral pall in the palace of the Cæsars'; the owl hoots from the high watch-tower of Afrasiab'!—Well has the royal son of David said—"all is vanity!"

Now—it does not require much thought, much observation, much historical and ethnological lore, to come to conclusion that the nation among whom your lot has been cast, is in its old age; that nameless centuries of obscurity, of glory, of shame—that untold years of helpless infancy, of kindling and blossoming youth, of brilliant and fructiferous manhood, have landed it on that stage of existence, which is the sunset period of a nation's life. The Hindu is an aged, a decayed race. Look at the old oak the monarch for hundred years, of the green wood!—Where are the broad and verdant leaves which the dew drop and the rain-drop loved to empearl? Where are the giant arms, which warred for centuries with the howling storm? The leaves are faded and fallen, the arms, withered! Listen to the night-wind which sighs around the desolate trunk. It is a death-wail—the coronach of viewless spirits! Alas! for the great of old! O Lucifer! Son of the morning, how art thou fallen! Rome, Rome, thou art no more, what thou hast been—on they seven hills of yore, thou sat'st a queen!—as the plaintive chorus of the Roman pastoral song has it. In the sweet language of sweet but hapless Ophelia—"O! What a noble mind is here o'erthrown! the courtier's, soldier's scholar's eye, tongue, sword, the glass of fashion, and the mould of form,

the observed of all observers;"[34] I repeat, this is no idle boast, no vaunting fiction. Who has not heard the greatness of the fathers of those on whom, I fear, many of you are now tempted to cast a look of disdain and contempt? Is not the glory of great fathers of the Hindu race enstarred in the Temple of Fame? the burden of the trumpetblast of Fame? Have they not bequeathed to manking deathless gifts?

But to return—the Hindu, I say, is an aged race—tottering on the verge of a mortal grave. It must die, for the ponderous and marble jaws of that grave are hideously yawning to swallow it, and it is descending into the grave. The irresistible and fatal current destined to dash the once beuatiful and proud vessel against the rock of destruction has set in—the train destined to blow up to atom the vast and antique fabric, once so superb, and so magnificent, is already fired. Who will recall the dead from the grave to a brighter existence? Whose hands will gather up the fragments, therewith to build a more beautiful—a prouder vessel to walk again the waters of shorereless sea of life in glory and in joy? Whose hand will seek the scattered materials, therewith to re-erect a fabric more superb and more magnificent, whose airy towers and lofty battlements, whose massy and yet graceful pillars shall woo the eye of the beholder, and fill his soul with wonderment, not unmixed with awe?

I pore over the annals of mankind, crimsoned with blood, peopled with the most appalling pictures of guilt, and of shame and of sin; burdened with tales, [illegible] in the language of the [illegible] Poet are full of the tears [illegible]. I feel like one, who [illegible] on the borders of a vast, a boundless wilderness—I see before me hideous and ghastly pyramids of human skulls, grinning as in mockery;—stupendous heapes of human bones—bleaching in the sun; I see blackened and shapeless masses, which mark the path of the devouring element; I see rivers of blood, I turn me to the East, to the West, to the North, to the South; the same horrible spectacle greets mine eye and chills my heart! Such is history. Nations wade through blood to the dazzling throne of glory; and are again swept by impetuous torrents of blood from the fatal seat! Such is the burden of the song of the Muse of History. There is no verdant oasis in that boundless wilderness; no burst of joyous melody in that song. History telleth us not of *national rejuvenescence.* The Sadducee dreams not, knows not of the resurrection of the dead. With him, there is no life beyond the grave—his is the dark tale of death, of annihilation. Like the unhappy hermit of Beattie—he looks on nature with morbid, with unschooled feelings. He sees the tree; to day-leaf-

crowned and flower-crowned, and fruit-crowned, beautiful and verdant, tomorrow—leafless, and flowerless and fruitless, drooping, as the dismal and chilling blasts of winter howl around it. And again, when sweet, and rosy and gentle spring comes, how it revives ! What fresh glories deck it ! The maiden who had bewailed in silent solitude, the absence of her lover, blushes again in his eager, his impassioned embrance. He sees the silvery orb of the moon, to-day—shining in the fulness of her splendour—and the lesser lights of heaven are lost in her blaze ; to-morrow—pale and waning, like widowed beauty. And again how soon does she re-ascend her deep-blue throne—majestic on high, throwing her silver mantle over the rejoicing earth ! He looks on man, and in the bitterness of his heart exclaims—"When shall spring revisit the mouldering urn ; when shall day dawn on the night of the grave ![26] But away with the creed of the moral Sadducee; away with the creed of the historical Sadducee ! History telleth us not of *national rejuvenescene ;* we never read in history of a nation waning to re-appear on the horizon of the world, first a faint streak of light ; then a well-defined crescent, and gradually assuming a bright gibbosity, till the fullness of its renovated splendour, redazzles the eyes of mankind. But what of that ? With the Great Architect of the Universe nothing is impossible.

It is the mission, and mark my words, ye manly sons and ye fair daughters of the Anglo-Saxon; it is the glorious mission of the Anglo-Saxon to regenerate, to renovate the Hindu race ! The trumpet-call of the Anglo-Saxon, is destined to rouse from his grave the Hindu, to a brighter, a fairer existence ; the mystic wand of the Anglo-Saxon, is destined to break the dreamless slumber which now curtains him round. The progress of Society is a grand revelation of the will and the design of the Great Maker of us all ; and the history of the rise, and the onward march, and the fall of each nation, is a distinct chapter of that sublime and mysterious Apocalypse—that vast and sacred volume the characters on whose pages are traced by the finger of the deity himself ! I say, it is the mission of the Anglo-Saxon race to renovate, to regenerate the Hindu. Methinks, I already see the hue of life blushing—though but faintly—on the pale and cadaverous cheeks of the widow's son ;[27] the sunny morn of life dawning in the lightless eyes of the widow's son.—Why came the prophet to Sarepta ? Was it chance that guided his steps thitherward ? No !—Now—if this be a vain thought, a wild, an improbable theory—a fond imagination, then—what shall we say then ? The moral world is a dismal chaos—the realm of lawdespising anarchy ; inharmonious and dark as the dreary region in which the proud and dauntless monarch of Hell found himself, when its hideous and

mis-shapen portress opened the eternal and wide gates of his terrific and fiery dungeon ![28] But what soul dare harbour such treason; what tongue dare utter such blasphemy?

Like the, prophet of old,[29] methinks, I stand in the midst of a valley, full of dry bones —the silent realm of Death, the lonely, but vast sepulchre of a nation. And I stand—not to look on and sigh over the glories of the Past, now obscured and dimmed; to listen to the voiceless yet sad and solemn eloquence of nature telling me of the utter vanity of the hopes, of the aspirations, of the ambition of humanity. No !—Other sights invite my eyes; other sounds fill my ear. I behold a shaking, and the dry bones coming together—bone to his bone; and I hear a clear voice echoed far and near—come from the four winds, O breath ! and breathe upon these slain, that they may live ! Whose voice is that? It is the Anglo-Saxon's ! Harken to the fair-haired son of far Albion, prophesying in the valley of the broad Ganges, on the banks of the mighty Indus ! What a wonderqus mission is thine, thou stranger ! That has come to *our* dwelling !

Ages ago, when the bloom on the cheeks of this fair earth was fresher; the light of her eyes, more lustrous; a shepherd youth built him a city—a little city—a rude and scanty collection of lowly huts —on the green and reedy banks of the yellow-waved Tiber. Did the boundless East, with her thousand monarchs, surrounded by barbaric pomp; did Africa, long whose northern shores the blue and limpid bosom of the Mediterrannean reflected the images of flourishing kingdoms; did Europe, peopled by a hundred hardy races, wild and free as the breezes which fanned the brows of her lofty mountains; fierce as the wolf which howled in her dim and vast and solemn forests—did sunny Asia, did arid Africa, did cold Europe, believe that on the day—when the shepherd youth saw the ominous flight of vultures, and crimsoned his hands with a brother's blood; that on that day, was born a queen—their future and imperious mistress? Yet—how soon did they quail to hear her voice—mighty as the sound of many waters; how many did they pale at the sight of her terrific eagles—with their beaks empurpled, encarnadined by the blood of nations; how soon did they prostrate themselves before her throne—presenting unto her gifts—gold, frankincense, and myrrh? What was the mission of this queen; what was the mission of Rome —eternal Rome, as the fond and blind vanity of her sons had baptized her? Read the history of the Church; the history of the sorrowings, the sufferings, the tribulations, the trials, and the triumphs of the Spouse! Look at the glorious stream, which two thousand years ago, issued from the consecrated

and hallowed recesses of Calvary! The idol-worshipping Roman, who knelt before the soulles image of Jupiter; and in fancied visions, saw a beardless and beauty limbed youth with his silver-bow and fiery steeds [illegible] stupendous and radiant orb [illegible] or rapturously echoed [illegible] the idiot-cry—[illegible] the Diana of the Ephesians;[30] the idol worshipping Roman unconsciously paved the way for the onward march of the Truth. From the fabled pillar of Hercules, to the far banks of Euphrates; from the rock-girt and inhospitable shores of Britannia[31] to the vast and solitary mountain-range, which veiled the lovelier, the sunnier, the more fertile regions of central and southern Africa from the eyes of men in those days, it was one grand empire—myriad kingdoms, and princedoms, and powers and principalities melted—as it were, in some Titanic crucible—to from one stupendous, one magnificent whole!—The rugged inequalities, the almost impassable barriers, presented by difference of race, of language, of government, were all beaten down and levelled; and the majestic car of the Truth, rolled on; the Ark was borne forward, humbling to the dust the vile Dragon of the Pagan, the seed was sown on ploughed ground—ploughed by hands, which knew not what they did. Such was the mission of imperial Rome. See ye not on whom the mantle has fallen? issuing forth from hilly Palestine, Where is the tremendous crescent, which turned fiery red at the sight of the hated cross? Where is the brave but idolatrous and priest-ridden Mahratta? Where is the stern, monotheistic, yet superstitious Seikh? The sound of the Church going bell as Cowper calls it—mingles with the solemn melody of the Muezzin, and the barbaric and dissonant music of idol-temples! Let the sceptic doubt; let the scoffer sneer; let the thoughtless laugh; but believe me, it is the Solemn Mission of the Anglo-Saxon to renovate, to regenerate, to civilize—or, in one word, to christianize the Hindu! The Anglo-Saxon is the soldier of the cross—the Crusader, who has come to the sunny East to carry on a bloodless, though a far more glorious war, than did the lion-hearted Richard, than did the puissant Edward—first of that name.

After quelling the obstinate antagonism, after crushing of the stout resistance of European Paynimrie, the victorious gonfalon of the Cross is now unfurled before the mighty and vast citadel of Braminism, and it is the hand of the Anglo-Saxon which must plant it on the embattled towers of that citadel. Behold that banner! Trace ye not on it in letters of gold, the words—Conquer in this—as did purple-clad and imperial Constantine?[32]

It were a mere waste of time, to adduce argument in support of a self-evident truth. I must not, therefore, detain you by efforts to prove

what needs no proof. He is no wise man, who soils his clothes by carrying coals to New Castle, or wears out his shoes by journeying to far Athens, with cages full of moon-eyed, and solemn owls!

I stand before you—not as a Columbus, proudly claiming the meed of a discover of unknown worlds; I stand before you—not as a Newton, whose god-like vision penetrated the blue depths of ether and saw a new and a bright orb, cradled in infinity; I deal in no mysteries; I am no sophist, ravishing the ear with melodious yet unmeaning sounds; captivating the eye with sparkling yet meretricious ornamentalish—beautiful, yet artificial flowers, glittering yet false diamonds. No!—The fact I enunciate, is a simple one;—even he who runneth may read it. But its simplicity ought not to destroy its grave importance. You all know it—you all see it. Why has Providence given this queenly, this majestic land for a prey and a spoil to the Anglo-Saxon? Why? I say—it is the Mission of the Anglo-Saxon to renovate, to regenerate, to Christianize the Hindu—to churn this vast ocean, that it may restore the things of beauty now buried in its liquid wilderness; and nobly is he seconded—will he be seconded, by the Science and the Literature of his sea-girt fatherland—the Literature of his country—baptized in the pure fountain of Eternal Love![33] And here let me pause for a moment.

When a man suddenly stands before the golden shrine of whose beauty, his impassioned soul kneels in the endless idolatory of love; the lustre of whose eyes is dearer far to him than the light of sun, or moon, or star; the sound of whose voice is sweeter far to him than strains from angel-harps; a lock of whose raven hair—in the enthusiastic words of the Prince of the Persian Lyre—is far more priceless to him than Samarcand and Bokhara—he is as one dumb. What tongue can utter the thoughts of delirious joy, which oppress his bosom? I acknowledge to you, and I need not blush to do so—that I love the language of the Anglo-Saxon. Yes—I *love* the language,—the glorious language of the Anglo-Saxon! My imagination visions forth before me the language of the Anglo-Saxon in all its radiant beauty; and I feel silenced and abashed.

I have heard the pastoral pipe of the Mantuan Swain;[34] I have heard that Mantuna Strike, with a bolder hand, the lyre of heroic poesy and sing of arms and the man whom the hatred of white-armed Juno imperiled both by land and by sea![35] I have listened to the melodies of gay Flaccus, that lover of the sparkling bowl, and the joyous banquet: I have heard of bloody Pharsalia,[36] and learned to love Epicurus, the honour of the Greek race:[37] I have sighed over the sad strains of him, who in his cheerless exile, sang of the haples and the absent

lover[38] : The harp of the blind old man of Scio's rocky isle,[39] singing of the wrath of Achilles, the direful spring of woes unnumbered to Greece, has often hushed my soul to awe : I have seen gorgeous Tragedy, in sceptered pall come sweeping by presenting Thebes' or Pelop's line:[40] I am no stranger to the eloquence of fiery Demosthenes, of calm and philosophic Cicero : I am no stranger to marvel-relating Livy ; to sententious Thucydides ; to the delightful outpourings of the father of historic novelists—the man of Halicarnassus:[41] I have heard the melodious voice of him[42] who from the green tree of Poesy sang of Rama like a Kokila : I have wept over the fatal war of the implacable Courava and the heroic Pandava[43]: I have grieved over the sufferings of her[44] who wore and lost the fatal ring : I have wandered with Hafiz on the banks of Rocknabad and the rose-bowers of Mosellay : I have moralized with Saddi, and seen Roustum shedding tears of agony over his brave but halpless son : I have laughed with Moliere : the melody from the dismal prison-cell of Torquato Tasso, has soothed my ears I have visited the lightless regions of Hades with Dante : I know Lama's sad lover[45] who gave himself to fame with melodious tears: but give me the literature, the language of the Anglo-Saxon! Banish Peto, banish Bardolph, banish Poins : but for sweet Jack Falstaff, kind Jack Falstaff, banish him not thy Harry's company; banish plump Jack and banish all the world![46] I say, give me the language—the beautiful language of the Anglo-Saxon !

I have heard would-be Quinctilians talk disparagingly of this magnificent language as irregular, as anomalous. I disdain such petty cavilers ! It laughs at the limit which the tyrant Grammar, would set to it—it nobly spurns the thought of being circumscribed. It flows on like a glorious, a broad river, and in its royal mood, it does not despise the tribute waters which a thousand streams bring to it. Why should it ? There is no one to say to it—thus far shalt thou go, and no farther; Give me, I say, the beautiful language of the Anglo-Saxon.

It is the glorious mission, I repeat, of th Anglo-Saxon to renovate, to regenerate, or—in one word, to Christianize the Hindu. How he is fulfilling that mission, must, with your permission, form the subject of a future discourse.

[1]Cape Comorin. [2]The Bay of Bengal. [3]Paradise Lost. [4]Herodotus. [5]Byron. [6]Tegn'er. [7]Shakespeare [8]Daniel. [9]I Kings. [10]I. Samuel. [11]Runjeet Singh. [12]Paradise Lost. [13]Paradise Lost. [14]Manfred. [15]Ivanhoe. [16]Shakespeare. [17]Childe Harold [18]Byron. [19]Byron. [20]Uncle Tom's Cabin. [21]Euripides. [22]Goldsmith. [23]Virgil. [24]Hamlet. [25]Ferdousi. [26]*Beatties' Hermit*. [27]I Kings. [28]Paradise Lost. [29]Ezekiel. [30]Acts [31]Horace. [32]Eusebius. [33]Cowper. [34]Virgil [35]Lucan [36]Lucretius [37]Ovid. [38]Homer. [39]The Greek Tragedians (Milton). [40]Herodotus. [41]Valmiki. [42]The Mahabharata [43]Sacontala. [44]Shah Nameh. [45]Petrarch. [46]Henry IV.

ON POETRY Etc.

A subject, which has been so often expatiated upon and illustrated and whose excellencies have been so often extolled by the enthusiasti admiration of the learned in every age and country as "Poetry" car scarcely be treated with any degree of novelty;—Like a glorious conqueror it has, since the creation of the world, received the tribute of admiration in every land—from the savage—the homeless wanderer of the mighty forest—to the son of civilization—luxuriating in the midst of refinement:—The are of the poet has been triumphantly called 'divine' and it is certainly one of the loveliest dreams of Romance to ascribe its birth to the "regions of bliss."

When the Raman eagle spread its invincible wings, on the barbarous shores of Britain, the Romans unlike the modern rivals of their glory and empire, did not introduce the arts and refinements of their country amongst the natives; the lofty notion which they had of their own origin and power and the contempt which they naturally felt for others sufficiently account for what must appear a heartless and barbarous indifference to the welfare of mankind:—After the dissolution of the Roman Empire the disorders into which England was thrown by its barbarous invaders, and intestine broils, rendered the ignorance of the natives if possible, still deeper—till the time of Chaucer, when the Muse left her flowery Pierian haunts to visit the land—destined to add some of the brightest and freshest flowers to the crown which her Greek and Roman worshippers had woven for her lovely temples.

To compare the styles of the best English poets and to show the gradual improvements (to use the usual expression) which poetry has received from time to time requires more time than what is allotted us here.—A glorious array of names hallowed by the recollections of everything sweet and enchanting, presents itself and, as it were, dazzles us with transcendent light:—Like one wandering in a region where everything claims his attention and admiration, we "know not where to begin".— We do not take it upon ourselves to decide the question whether modern English Poetry presents itself in a better and more agreeable form to the reader than that of the 'Eld ?' For us the pages of Chaucer and Spenser and Shakespeare and Milton have charms which are often vainly sought for in more modern volumes:—The unlaboured lines of these masters which flow like a stream of music, are but rarely equalled by their followers: We do not wish to be understood as deprecating the merit of the latter-

[illegible]
[illegible] could
absence of it — It is the misfortune of the modern Muse to be loaded with ornaments which too often veil her native charms :—To illustrate this, we need not go very far: The works of a famous living poet—"Anacreon Moore" will serve our purpose :—Beautiful as the poetry of this writer is, where is the reader who does not feel a sort of sickening refinement in many passages—a collocation of epithets and expressions which often prove destructive of that effect which naked simplicity would produce—Tom Moore, lavish as he is in his similies of "flowers" and "stars" "breezes and "Zephyrs", has never written a better line of poetry or given a sweeter description of a flower than Spenser. When the latter sweetly warbles of the—

> "Lily, ladie of the flowering field"
> Faery Queene.

We intend passing over the so called Augustan period of English Poetry—the reign of Queen Anne and her immediate successors. With the exception of Pope, we do not happen to think very highly of the rest of the "brood of warblers" of his time.—

Amongst the poets of the present century, some of the best have tried to revive the style and manner of the old poets. Coleridge in almost all his works has rejected the "sing-[illegible] his immediate predecessors [illegible] Wordsworth "the prince of the poets of his time"—showed his admiration of such prototypes as Chaucer and Spenser in some of his best work :—But it is time that we should conclude this imperfect and, we fear, desultory sketch.—To compare the styles of different writers it is necessary to have recourse to their works for passages illustrative of their respective peculliarities : We have endeavoured to give a general idea of the striking difference that exists between those whom we have called the old and those whom we have called the modern poets. Including in the former such writers as Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton and those who were either their contemporaries or preceded some of them : Altho' there are striking differences between these writers themselves,—yet they resemble each other in one point—an absence of *art* and dependence upon *nature*, whilst their successors from Pope downwards are remarkable for qualities quite the reverse—English, Poetry, however as observed before, has of late assumed quite a different aspect : and it affords an agreeable prospect to the admirer of the "departed spirits of the mighty dead" of hearing of a resurrection into light for the admired treasures of the Muse hidden by the envious shades of obscurity and ignorance.

AN ESSAY

On the importance of educating Hindu Females, with reference to the improvement which it may be expected to produce on the education of children, in their early years, and the happiness it would generally confer on domestic life.

The subject, of which the present one is but a branch, was, once about a year or two ago, proposed for competition amongst the natives of Bengal, and is no no longer an untrod path. The masterly pen of the Rev'd gentleman (Babu K. M. Banerjee) who carried off the palm has amply treated it in all its ramifications, in his excellent and very beautiful "Essay." Though it is almost hopeless for a schoolboy to follow so great a master with anything like distinction (the very attempt to do so being a kind of literary sacrilege), yet as I am called upon to offer my unpremeditated thoughts on the subject, I cannot but hope that the indulgent reader will (to request him in the language of the poet)—

"Be to their faults a little blind
And to their virtues very kind."

It is a fact almost as undisputed as any axiom of Euclid, that nothing can be more difficult for a man than to emancipate his mind from impressions, left upon it in youth—the season of his life wherein the mind, like wax, receives and retains anything inculcated upon it.—and that the notions and prejudices which he imbibes in his younger days, exert a very great influence over him in his after life.

In nothing, therefore, we ought to be more careful than in selecting nurses for our children; for there is scarcely anything that exerts a more pernicious influence over the early education of a child than the ignorance of its nurse. Many people have been unable to give up their belief in the existence of Ghosts, notwithstanding the strong remonstrances of reason, and the evidence of Science, because the impressions left on the mind by the idle tales heard or recited in the nursery could not be effaced !, It is needless to dwell upon the numerous benefits a child may derive from an educated nurse. In a country like India, where the nurseship (if I may so call the office of a nurse) generally devolves on the mother, the importance of educating the females, (the sources from which man gathers the first rudiments of knowledge) is very great; for unless they are enlightened, they spread the infection of their ignorance in the minds of those they bring up. Extensive dissemination of knowledge amongst women is the surest way that leads a nation to civilization and refinement, for it is woman who first

gives ideas to the future philosopher and the would-be poet. The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete. The very idea of so sweet a possession awakens even in the most prosaic bosoms feelings truly poetical. Who is there that would not give up

"All Bokhara's vaunted gold,
And all the gems of Samarcund"

for it.?

This is surely what a poet calls—
"The foretaste of the joys of
Heaven"!

In India, I may say in all the Oriental countries women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex, because it not only makes them appear as of inferior mental endowments, but no better than a sort of speaking brutes. The people of this country do not know the pleasure of domestic life, and indeed they cannot know, until civilization shows them the way to attain to it.

MODHU SOODAN DUTT

Hindoo College

SYNOPSIS

OF THE

RUKMINI HARANA NATAKA

An Episode from the Mahabharata

THE STORY

Rukmini, the daughter of the King of Bidarbha, cherishes a secret ove for Krishna, an incarnation of Vishnu and Lord of Dwarka. Her ather, an admirer of Krishna, happens to know the secret of her heart, nd favours her inclination; but her brother Rukmi, who has a bitter ntipathy against Krishna, tries to thwart her love, ... regardless of he wishes of the king, contrives to bring about a match between her ind Shishupal, the ruler of Cheydi and an early friend of his; and vith a view to make sure of his object, goes himself to Cheydi and bringng Shishupal with him fixes a day for the marriage, Rukmini is lost in lespair, and, failing to think upon a better expedient for evading the ıands of one she does not love, sends a secret message to Krishna, who eciprocates her love, at once accedes to her request and comes to Bidarbha. Just at the time Rukmini was being led to the place where he was to have been married, Krishna lifts her up into his aerial car, ind, not with-standing a hot opposition on the Part of Rukmi and his llies, carries . . . . off to Dwarka and marries her.

A SYNOPSIS OF THE

DRAMATIS PERSONAE

KING OF BIDARBHA.
RUKMI ... Prince Regent.
DHANADAS ... A poor Brahmin.
NARADA ... A divine sage, taking delight in creating dissensions.
KRISHNA ... Lord of Dwarka, an incarnation of Vishnu.
SHISHUPAL ... Lord of Cheydi.
RUKMINI ... Daughter of the King of Bidarbha.
LAVANGALATA, KOOSOOMALATA } Her maid-servant.

Messengers, Guards, Servants (male and female), &c., &c.

ACT I.

SCENE 1—BIDARBHA.

A Room in the Palace.

THE curtain rises. Rukmi with certain friends discovered playing at pasha (Indian dice) in a high mood of merriment. The game becomes interesting and the players excited. A messenger enters announcing the king. The players being absorbed in the game are unmindful of the messenger who, however, presses his message. Rukmi expresses annoyance at the king's visit, which interferes with his pleasure. The game proceeds—footsteps heard at a distance. Rukmi hurriedly orders a seat for the king, and the dice apparatus to be removed. The king enters. A short conversation follows concerning the marriage of the king's daughter. The king expresses his intention of marrying his daughter to Krishna. Rukmi, however, urges strong objections to the marriage and speaks most disparagingly of Krishna, much to the annoyance of the king; proposes Shishupal for his sister's husband. The proposal is not approved by the father. The king informs his son that he has in a manner promised his daughter's hand to Krishna. Rukmi is incensed at his father having made the promise without previously consulting him. He resolves that the intended marriage of his sister with Krishna shall not take place. The king takes his departure. Proposal made to resume the game—the prince does not agree. Rukmi determines to proceed in person to Cheydi the following morning, and desires the others to make the necessary arrangements. The bard announces from behind the scene the approach of evening, and the company disperse.

A SYNOPSIS OF THE

SCENE 2.

A Room in another part of the Palace.

RUKMINI and Lavangalata discovered seated and engaged in conversation, the subject of which is the love of the former for Krishna. Chitra enters in a hilarious mood; says that she has happy news to communicate, glancing slyly at Rukmini. Is asked what the news is says that she will not tell it unless she gets a reward. Being pressed Chitra joyously says that her mistress is about to be married, and that the necessary preparations are being made. Lavangalata anxiously enquires who the bridegroom is? Chitra says that she has forgotten his name.

Rukmini whispers to Lavangalata that perhaps the goddes Umbica has heard her prayer and is propitions to her. Chitra is sent away to bring particulars about the bridegroom. Lavangalata now feels joy at the realization of her cherished hopes. She asks Rukmini to promise rich offerings to the goddess Umbica after the celeberation of her marriage with Krishna. Rukmini makes Lavangalata promise to bear her company to the home of her future lord. Chitra re-enters laughing. Says that she has ascertained all [illegible] regarding the bridegroom that the bridegroom is Shishupal, [illegible] Dama Ghosha. Rukmini is startled at the news. Lavangalata [illegible] says to Chitra that she has confounded the name [illegible] Pashupal (another name of Krishna), son of Nanda Ghosha. Chitra assures her that her information is correct—says that as to Krishna she has learnt that the King had fixed upon him as the bridegroom, but that the prince not consenting to such a match has gone over himself to get Shishupal. Lavangalata does not believe in the news. Chitra again affirms that it is Shishupal whom the prince has gone over to bring. Sad, dejected and lost in despair, Rukmini gives vent to her feelings. After sending away Chitra on a mission, Lavangalata suggests the expedient of deputing a messenger to Krishna at Dwarka, who, she assures, will find means to thwart the prince. Lavangalata thinks as to who should be commissioned to Dwarka—hits upon the poor Brahmin, Dhanadas, who is the recipient of the daily offerings made by Rukmini to the gods. Rukmini doubts if the Brahmin is the fittest person to execute the commission. Lavangalata requests her to write a letter to Krishna, and hands over to her the writing materials. Rukmini feels it delicate to write on such a matter to one to whom she is a stranger. Lavangalata prevails upon her to write, that being, she says, the only course now left to her. Rukmini says that she knows not what to write, and asks Lavangalata to dictate to her. Lavangalata, with a smile, says that the language of love needs not to be taught. Rukmini prepares herself to write. Lavangalata goes out to send for the Brahmin. Rukmini thinks. She writes the letter. Lavangalata re-enters, asks Rukmini if she has finished writing, is handed the letter which she reads, and smilingly says that the epistle is excellent. Dhanadas enters soliloquising. He thinks he has been most probably sent for to receive some presents this being the the last day of the month and the time when charities are cousidered to be meritorious. He fears disappointment, however, Brahmins being proverbially unlucky. Goes forward addressing Rukmini, and in a short speech stammers forth his benediction, expresses his gratitude for the favours he receives at her hands, represent, his impoverished condition and expatiates upon the merits of charity. Lavangalata addressing him, says that he will have to go to Dwaraka with a letter to Krishna. Dhanadas thinking that the mission may bring him some rich gifts, most gladly asks for the letters and enquires if there is any funeral ceremony there, and whether old Basudeva (Krishna's father) is dead. Lavangalata

says that the letter does not relate to a funeral. Dhanadas then asks if it relates to a wedding (as on such occasions large presents are generally made to Brahmins)—is answered that it is not an invitation letter, but one written by Rukmini to Krishna, and that he is to get an answer to it quickly. Dhanadas looks greatly disappointed, makes several excuses, and suggests that some other person be deputed with the letter. Says that being an old man he cannot make the long journey, besides that he has some other important business to attend to. Being again pressed to go, he hesitatingly enquires if it would not do were he to go the next day. On receiving a reply in the negative, he proposes to go once to see his wife before starting for Dwarka. On being told that he need not go to his wife, because that will cause delay, he reluctantly asks for the letter which Rukmini hands over to him with a low and with injunctions to give it to Krishna in person and not to let it fall into the hands of any other person nor to mention a word about it to any one else Dhanadas gives assurances on his part, but still feels loth to undertake the journey. Disappointed in his expectations, he curses a Brahmin's lot, but he thinks within himself that he must go, or the daily presents he gets will be stopped Lavangalata asks him what he is thinking of and jocularly says that he need not fear of his wife becoming a widow just yet; she also hints that his labour will not go unrewarded Dhanadas says to Lavangalata that he is about to go. He despondingly says to himself that he is not even given a couple of pice for his passage expenses, and thinks it strange parsimony in a princess. He sets out repeating the auspicious name of the goddess Durga. Rukmini expresses her fear that perhaps, Krishna will think very lowly of her modesty and will despise her for her writing to him. Lavangalata refuses to believe in such a possibility and tries to alley her mind and to hold out hopes to her. Rukmini, with a sigh, says that one cannot say what may yet come to pass. They depart.

ACT II

SCENCE—DWARKA

A Room

KRISHNA discovered seated—a messenger standing at a little distance. Krishna enquires of the health of his father and mother Messenger gives favourable account, and adds that the sage Narada is now in their company. Krishna guesses at the reason of the sage's presence. Messenger is ordered to depart. Krishna hears Narada singing hymns as he approaches the chamber. Narada enters, is duly received. He says that he is come on a visit to Krishna and his parents Krishna enquires how the sage likes his newly-built palace. The sage

says that though it is a splendid mansion, there is that wanting which alone can adorn a home. What is that?—asks Krishna. A wife—says the sage in reply; the lord of the house should take a wife himself, so that the beauty of the palace may be complete. Krishna smilingly says that he does not get any lady to take his hand, his dark complexion being his misfortune. The sage offers to get him a wife—proposes to him Rukmini, the beautiful and accomplished daughter of the king of Biderbha. The name of Rukmini strikes a tender chord in the heart of Krishna, and he thinks of the beauteous maid whose praise the bards sing far and wide. The sage offers to go at once to Bidarbha and have the match settled. Krishna forbids him to go. Narada expresses annoyance,—resolves to go at once to Bidarbha. Krishna is confused—requests him, if he must go to Bidarbha, not to speak about the proposed marriage. Narada says that it is not his habit to carry tales. Krishna smiles, and ironically remarks "Narada of all men is innocent of the habit of carrying tales!" Krishna asks Narada why then does he intend to go to Bidarbha? Narada says that he goes there on business of his own, Narada departs. Krishna is absorbed in thought. A messenger enters and announces the approach of an old Brahmin from Bidarbha—is desired to conduct him to his presence. Messenger departs. Krishna is puzzled to think what can be the reason of the Brahmin's coming to Dwarka The Brahmin and the messenger enter. The Brahmin is amazed to see the affluence of Krishna, approaches him and mouths a meaningless Sanskrit doggerel as an extempore benedictory verse—is requested to sit and to take some refreshment. Krishna orders the messenger to call a servant. Messenger departs. Krishna asks the Brahmin if he is come from Bidarbha. The Brahmin says that he is come to offer his blessings to Krishna. The messenger enters followed by a servant. The latter is ordered to fetch some refreshments for the Brahmin He goes out to execute the order. Krishna fans the Brahmin who seems much pleased with his polite manners. Seeing Krishna's regard for a Brahmin, Dhanadas calculates upon a handsome present. Servant enters with refreshments. The Brahmin begins to eat—comments upon the delicacies placed before him—thinks of how to take some of the sweet things for the good dame at home. Krishna enquires what he is thinking of. The Brahmin says that he is contemplating upon the beauty and magnificance of Krishna's place. Trying to divert the attention of Krishna, he asks if the roof is made of gold. Krishna looks up towards the ceiling, and taking this opportunity the Brahmin, with his eyes directed towards Krishna, hastily stows away a goodly portion of the viands from the plates into his *lotah* (a metal pot). Krishna now looking towards the Brahmin and seeing him drink water, asks if he has done eating. The Brahmin points to the plates in which very little of food was now left, and says that he has done full justice to what was given him. Krishna looks askance at the lotah and gives a smile. The Brahmin fears that Krishna has been able to see the contents of the

lotah, but he takes courage and seems not to mind it, because he firmly believes that it is a Brahmin's privilege not only to eat but to store as well. Krishna enquires of the Brahmin as to what has brought him to Dwarka. The Brahmin altogether forgetting his mission says that nothing of importance has brought him thither; he is come only to give his blessings to him. Krishna does not understand the reason of the Brahmin's visit—asks him if he knows how the King of Bidarbha and his children are doing. The Brahmin then remembers that he has a letter from Rukmini for Krishna; he delivers the letter. Krishna takes it with eagerness—sees Rukmini's signature in it reads the letter with a throbbing heart. The letter contains a request to Krishna, as the friend of the helpless, to rescue her from the grasp of a impious wretch to whom a relentless brother wills her to give her hand though she cannot give her heart. The Brahmin, after the fatigues of his journey and a somewhat heavy meal, feels drowsy and falls into a slumber—dreams of his wife at home and of the good things he has had to eat, Krishna reads the letter again and again—soliloquizes—thinks of what action to take The Brahmin starts in his sleep, dreaming that he has left his lotah at Krishna's. Krishna enquires what the matter is; but the Brahmin explains it away. The Brahmin asks for a reply to Rukmini's letter. Krishna desires the Brahmin to go and inform Rukmini that he is coming to Bidarbha personally—orders a car to be got ready for himself and another for the Brahmin. The Brahmin receives permission to depart; he however begs to be spared the risk of going by a car which he thinks to be a dangerous conveyance, and expresses a decided preference for footing his way home. Krishna does not consent. The Brahmin goes, feeling great disappointment not having received any present from Krishna. Krishna goes to make arrangements for his departure for Bidarbha.

ACT III

SCENE—*Music Hall.*

Lavangalata, Koosoomlata and Rukmini, seated.—The latter in a very pensive mood.

Lavangalata endeavours to console Rukmini, counsels patience, says that all hope is not lost yet, and tries to beguile her with music. Rukmini enquires if the Brahmin is actually gone to Dwarka—Lavangalata assures her of his having gone. A messenger enters and announces that the bridegroom (Shishupal) has arrived, desires that Rukmini may be soon brought dressed in her bridal garments to the temple of the goddess Umbica and thence to the place of the nuptial ceremony. Messenger retires. Rukmini and the maids are wrapt up in despair. Rukmini weeps and mourns her fate. Lavangalata sees the Brahmin at a distance and mentions it to Rukmini. The latter looks with eagerness. The Brahmin enters in a pensive mood. He congratulates

himself upon having safely got out of the car in which he travelled from Dwarka to Bidarbha. Rukmini welcomes him with a bow. The Brahmin breathes hard and says that his bones have been nearly broken. Rukmini enquires the reason; but Brahmin does not speak. Lavangalata asks him why he does not speak. Koosoomlata enquires how his bones come to be broken, and expresses a hope that no one has belaboured the poor Brahmin at Dwarka. The Brahmin expresses annoyance at having had to travel in a bone-breaking conveyance which he compares to a "spining wheel". Rukmini impatiently enquires if he has brought a reply to her note. The Brahmin in a vexed mood speaks only of the pains he feels all over his body. Lavangalata enquires if he has seen Krishna. The Brahmin asks her to wait a while. Koosoomlata presses him to say whether he has seen Krishna, for to say 'yes' or 'no' does not take much time. The Brahmin pettishly rebukes them for being in such great haste. Lavangalata again presses for an answer to their enquiries. The Brahmin talks still of his pains and the troublesome journey he had to make which has brought nothing to his pocket. Rukmini is impatient to hear the news—entreats him to say what has been the result of his mission to Dwarka. The Brahmin says that nothing has been done. Lavangalata and Koosoomlata enquire if the letter was delivered—the Brahmin says that the letter was delivered, but to no purpose. Rukmini desponds. Lavangalata again enquires of the Brahmin what has been the result of the mission. The Brahmin in great vexation says that he has travelled fast in a car, it is true, but that there is no car attached to tongue that he will set it a-going as fast as they could wish. Lavangalata asks if the letter was delivered into the hands of Krihsna himself—receives an affirmative reply. Lavangalata then categorically questions him of all that took place after his arrival at Dwarka. The Brahmin says that Krishna has promised to come to Bidarbha personally. Lavangalata asks Rukmini to listen to what the Brahmin says—Rukmini feels hopeful, and yet her mind misgives. The Brahmin then speaks of his troubles and of the loss of his lotah and napkin. Lavangalata refuses to hear him further. The Brahmin is irate at what he considers to be their selfishness—weeps over the lost lotah, and is promised and lotah. The Brahmin refuses to place faith in the promise—he feels his loss and curses his fate. Messenger re-enters—requests that Rukmini may be brought away. They all depart.

ACT IV

SCENE—*A Street*

Enter two Maids conversing.

1st. maid enjuires of the 2nd why the prince did not consent to the marriage of his sister with Krishna. 2nd. maid says that she knows not anything except her sister's marriage with another person. 1st maid is

sorry that Rukmini is not to be married to Krishna. 2nd maid says that she has learnt that Krishna having heard of Rukmini's beauty is coming to Bidarbha. 1st maid is at the same time astonished and pleased to hear this. 2nd maid relates how she came to know this—fears that there will be some disturbance in regard to the marriage affair—says also that Rukmini will come to the temple of the goddess Umbica properly attended as a precaution. Sounds of music without. The two maids expect the approach of the procession to the temple—they retire to join the procession. Proccession with music. Descent of the aerial car with Krishna on it. Krishna descends from the car, seizes Rukmini and places her on the car. Guards fight with Krishna but are routed by him singly. Ascent of the aerial car—entry of Rukmini, Shishupal and other princes. They fight with Krishna, and follow in the direction of the car.

ACT V

SCENE—*A Hall in the palace of Dwarka.*

Rukmini seated with Krishna on a Throne,—attendants waiting.

Rukmini speaks to her lord of the anxiety she suffered on the day fixed for her marriage with the man of her brother's choice—how she feared that she had been forgotten by Krishna and destined to be the wife of one whom she abhorred. Krishna says that it was impossible for him to forget her, and speaks of the resolution he formed after reading her letter. They talk of their mutual love. A maid-servant enters. She announces the arrival of two maids from Bidarbha, and says that they pray for an interview with the princess. Rukmini asks what their names are—the maid replies. Rukmini desires them to be brought to her. The maid-servant retires. Rukmini asks her lord to permit the two maids to stay with her, for, says she, they are her early friends and she would feel so happy in their company. Krishna readily accedes to her request. Lavangalata and Koosoomlata enter attended by the maid-servant. Rukmini welcomes them ; they all shed tears of joy ; Rukmini introduces the two maids to her lord. Narada enters—Krishna receives him—Narada congratulates Krishna upon his having a partner now—Krishna compliments Narada upon having brought about this match. Narada ridicules the party of Rukmini and his allies who fought with Krishna at the time of the carrying away of Rukmini. Narada says that he had been to see Krishna's parents, that he found the maids and servants and others in great joy and that the maids and the ladies of the household are coming to make their nuptial offerings to Rukmini and Krishna. The maids and ladies enter with various articles of bridal offering. The maids dance in glee while the ladies of the household perform certain nuptial rites. Narada's benedictory song—the maids join in chorus. Response of heavenly nymphs. Showers of wreaths and flowers. The curtain drops.

পত্রাবলী

[কবিবন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রের প্রতিলিপি]

are you mine, old Ray! — all that I can say
is — "মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।"

Praying God to bless you & yours & wishing
you all success in life, —

I remain

Ever your affectionate friend

Michael M. S. Dutt

[১৮৪১—৪২]

গৌরদাস বসাককে লিখিত

1. My dear friend,/You are such a boy that you scarcely deserve any favour at all. You see how many times you have disappointed me, but, however, I should be glad to see you at any time you please. Give my compliments to Babu B. N. I have got my medal sent me yesterday by Mr. Kerr. Excuse me, Gour, I can't write anything else, today being Sunday. Yours as ever,

By the bye, I am writing a long poem.

2. My dear Gour,/Well, if you can't bring B. and M., don't come this evening—I mean to my dinner, but you are welcome to come and see me. *To come.* My medal is with my father.—I am very busy about sending to press *a poem* (not for publication, but merely to have a proof copy for myself.) My respects to Boloy. If you don't come this evening, I will be sadly disappointed. I have many things to tell you. On the other side of this paper there goes a note to B. Yours.

3. My dear Gour,/I was too busy when your man called for the walking stick. What have you decided upon? Yea or nay? Kindly get the accompanying posted. I believe it double. Ever yours.

4. My dear Gour,/I have been *very* unhappy and unfortunate since I wrote to you last. In the first place my poor mother is ill—in the second one of my best friends in College is lying almost on his *death-bed.* I haven't had a wink of sleep for the last 4 days. What can I do? Do have patience with me, my dear Gour, all shall be right soon. Yours affectionately.

5. You ought to know, Baboo, that I have no longer 50 people, under me ready to do anything and to go anywhere I like. Your cap has lain with me from time immemorial. I had no one to send it to you through. Now I send it with apologies for this delay,—and the assurance that (though you have forgotten me) I love you with the same zeal and affection that I had for you once. I am, Truly yours.

6. The Baboo M. S. Dutt's compliments to the Baboo G. D. Bysac, and begs to inform him that he called here at sacrifice of time—and some money too—to have the pleasure of the Baboo G's company. The Baboo G. it should seem is now peculiarly fond of being 'not at home.' The Baboo M. wants Language to express the keenness of his disappointment:—but, as it is, the Baboo M. has no alternative but to make his 'exit.' He can't sit alone.

7. My dear Gour, I can't deny that I have given you cause of complaint; but the thing is—I have been most woefully off with regard to health—Head-aches etc. etc.—my old tormentors have been bothering me for the last month; besides my time is *too-much* engaged. I am also preparing for Examination ! ! ! What say you to that, 'O tempus !—O mores' as the Latin Poet says—that is in plain English—'Oh! the times!! Oh! the manners!' By the Bye—I called at your place some evenings

back, I fear your infernal servants didn't apprize you of it. You were out, Well, I fear *you are giving way to the vices too prevalent amongst our Indian youths of education.* But, hang me, I don't know what I am writing—my head is not at all steady; now don't think I am drunk,—but I have a horrible attack of rheumatism, gout now grinding my poor bones. Yours in pain and Rheumatically.

Kidderpore.

8. Your thundering letter of Saturday last came over me like a thunderbolt: Oh! with what a beating heart I read it! In every line, in every word there were Rage—Fury—Hell—and Death!—Well, I was guilty,—and I offer many apologies for it: your friends, if they are gentlemen—"a set of liberal creatures" as I am sure they are,—since they are your friends,—will, I hope, readily admit of my apology:—Tomorrow,—Depend upon it,—nothing earthly shall hinder me from retrieving my honour;—the boat shall be kept at Jaggennauth's—and I will be with you at 10, 11, 12, 1, 2 or any hour you please, and will embark together, for it will be very inconvenient for me to go (from here) at once with the boat:—By the Bye,—to-day is a glorious day,—How do you like to see the Tamasha,—if you please, I can be with you at 7 in the evening, and then sally together.

Dear Friend, I entreat you do not disappoint me in this. The eatables I intend to take with me to-morrow shall be (if you like) Biscuits and mutton-patees, (mutton-patees are made of flesh remember,)—

Your Harkaru and Shakespeare are returned with thanks: I hope you will not write an *angry answer* to this letter.

Be gentle, or rather—be Gourdass "an," as I used to call you long ago—"amiable gentleman." My cousin is much better. Yours.

9 Perhaps you won't see *me* this evening—If I go—as I hope I will—I will be in the upper hall where you cannot go without a pass—D. L. R. has given me one. I didn't ask him for it,—because I didn't know any such thing should be required—What pity I didn't ask him for another for yourself. If you go—go early. Stand at D. L. R.'s gate. I will meet you there and if possible procure a pass Yours.

Hindu College.

10. True too, true my dearest Gour! The storm has at last hurls upon me! I am ordered to depart from own this very night for our country-house. But Oh! where shall I go? Had I had the power of opening my heart, I could then show you the state of my feelings! Language cannot point them! To leave the friends I love,—particularly ONE,—(imagine, who that 'one' could be) my poor heart cann't but break! Well, may I exclaim in the language of the poet,—'Oh! insupportable, Oh! heavy grief!'—I wish I could see you;—but Oh! that cannot be!—I am not allowed!, dear, dear, Gour!—dearest friend! do not forget me!

If I do not start to-night, I shall see you tomorrow at the College. As I am to embark at Balliaghata, I shall once step into the College when I go there. Your Byron shall be sent to-morrow with the fatal letter to Mr. Kerr. Fare-well! I don't know when I shall return from our coutnry-house. When you go to the Mechanic's give my compliments to Harris. "FAREWELL FOREVER".

Khidirpore
Sunday 7th August 1842,

I remain as I have been Dearest Gour your ever obed't and devoted, but unfortunate friend.

P. S. The accompanying copy of 'Forget me not' is a present to you. I had no time to get it bound. Pray, get it bound yourself for my sake. This is a token of the unfortunate giver's respect, esteem and love.

11. My ever-beloved Friend,/Don't condemn me because I wrote to you without any very important cause. Don't say—"your man came to me overpowered by the Sun" and so forth, and never as that cutting, wounding, piercing, killing and keen style you got in once. So far for a poem,—preface,,—preamble,—exordium—or whatever you please:—Dear Gour! I have not seen you for a long time,—long time, I say, it is,—and perhaps will not have the pleasure [Oh! it is something more exquisite than the vulgar word 'pleasure'] of seeing you for some days more. I am going away, not to Jessore, man! but to a noble friend of my Father's. The Rajah of Tumlook.—Wednesday last I did go to the Mechanic's—not to learn Drawing:—"Oh! no 'twas for something more exquisite still!!" that is to see you:—but the door was shut. Bye the Bye—I have not yet received the 'Gleaner.' The beggar Carrey hasn't sent it to me tho' I have written to him: I write to him to-day again: Have you received the "Blossom" (I haven't). Pray, send it to me: Good Heavens—what a thing have I forgotten to inform you of— I have sent my poems to the Editor of the Blackwood's Tuesday last: I haven't dedicated them to you as I intended, but to William Wordsworth, the Poet: My dedication runs thus: "These Poems are most respectfully dedicated to William Wordsworth Esq, the Poet, by a foreign admirer of his genius—the author." Oh! to what a painful state have I committed myself. Now, I think the Editor will receive them graciously, now I think he will reject them.

Shall I see you at the Mechanic's tomorrow? O! come for my sake!—By the Bye!—dull fellow! stupid creature, thou hast forgotten thy promise of honouring my poor cot with the sacred dust of your feet!! When will you do that?—If you do not do it, my last calling on at yours or rather Raj Kristo's, would be the last.—What a long letter have I written! but I cannot help doing so when I seize my pen with the intention of writing to you:—Where is B. B. D.? Is the Beggar gone home:—Where is my Eutropius? (Roman History in Latin), Gour, if you do not call on me pere, someday or other during this vacation; you will break my heart:—nay, never shall I set my foot on

the ground where stands a Bysac's house. With compliments, thanks, respects, tenderings of love, affection I remain, most beloved Bysack truly yours.

Kidderpore, 7th Oct. 42.

P. S. Your Byron Vol. *2nd* and Crabbe with thanks are hereby returned.

Kidderpore, 13*th October* 1842.

12. I am sorry, really sorry to inform you my dearest Gourdass, that cause, an unheard of—an unthought of, an undreamt of cause has disconcerted all the plans we formed the other day. A cousin of mine is ill,—most dreadfully ill—in short,—on the last stage of illness: Poor fellow! I am really affected by his sufferings: Well;—on the Bhesan day of the approaching Kartic-Poojah, depend upon it;—nothing earthly shall prevent us. If you take any friend of yours with you that day,—(Monday next) mind, it must be a *liberal* set of friends. Because I intend on that day, most noble Gour, to worship 'Bacchus' *with you*, a pleasure, which I have not yet enjoyed. I am sure you won't disappoint me. On that day—on that eventful day—we shall have a dinner from Mars and Stone. On the Budgerow I will only take with me one friend—a man [I mean a youth] that is dying to be introduced to you. *He is my companion,—my associate.* From this you must judge of his character. Write to me fully on this subject: By the Bye, shall we not meet to-day at our "blest assignation?" "Perspective drawing" I hate; but who the devil can resist the temptation of going to where such glorious "points of vision" as *thy* eyes! are disclosed to his sight!—Not I—upon my word, —not I.—Shakespeare and the Harakaru you cannot have to-day;—Tomorrow you will:—They are both out with friends:—Perhaps you will have them at the Mechanic's (our "assignation"—best place!). But no more of *Jesting* and *Joking.* Let me be *serious* and with an "Owlish gravity" assure you that I am truly yours.

P. S. For Lavendar, I have told the man:—I hope you will read this letter with "pleasure."

বিলাতের জনৈক পত্রিকা সম্পাদককে লিখিত

13. To the Editor of Bentley's Miscellany,/London.

Sir/It is not without much fear that I send you the accompanying productions of my juvenile Muse, as contribution to your Periodical. The magnanimity with which you always encourage the aspirants to 'Literary Fame' induces me to commit myself to you. 'Fame', sir, is not my object at present; for I am really conscious I do not deserve it;—all that I require is Encouragement. I have a strong conviction that a Public like the British-discerning generous and maganimous will not damp the spirit of a poor foreigner. I am a Hindu—a native of Bengal—and study English at the Hindu College in Calcutta. I am now in my

eighteenth year,—'a child'—to use the language of a poet of your land, Cowley. "in learning but not in age."

Calcutta, Khidirpore,/Oct. 1842. I remain &c.

গৌরদাস বসাককে লিখিত

Tumlook 3rd Kartic 1249 *Tuesday Morning.*

14. My ever-beloved friend,/I write you this letter from a distance of 50 miles;—I left Calcutta with my father on the day—or rather—night of the Saptami Poojah and reached this place on the morning of Navomi. We were welcomed with the greatest cordiality. Here was a fine Jattra . . . . Believe me my dear Gour.—Tho' treated here with the greatest respect,—cordiality and honour,—I am dying for Calcutta; all my dreams of pleasure,—that is—about your visiting my house,—and my visiting yours, have vanished like Alnaschar's 'Castle!'—How truly doth Burns says.

"The best laid scheme o' mice an'men"
—Are often disconcerted—

(I do not remember the second line)—I here do nothing but sleep and eat, and now and then read a little out of Campbell,—and a book called "Letters from Italy."

You need not write to me here;—I will be with you on Monday next at the College;—well,—in this vacation you haven't honoured my house with your "Royal presence"—but, others are fast approaching—Kartick Poojah—Shama Poojah—Jagut-Dhatree. I had here a little love affair;—thus, you see, from an anchorite and monk, I am becoming a decided Rake: If B. B. D. is there, give him my compliments and remember me to your dear uncle. I hope I will take you by surprise one day at yours before our school commences again.

I am, as I have been, and ever shall be, Truly yours.

15. My dear Gourdass: Here's the last letter I shall have to write you from Tumlook;—Perhaps we will leave this nasty place to-night; well, we will meet very soon, Good bye. Yours.

Tumlook, 20th October, 1842.

Tumlook, Friday.

16. MY DEAR FRIEND, / Last Friday, I wrote a letter which, I believe, has reached you by this time. That letter was written in the greatest haste imaginable. I recollect to have written you in that letter "I will start to-night" but I have not; nor do I think I shall be able to do so in the course of a few days more. I know our school recommences to-morrow; but I have no power to fly to Calcutta. Now do I curse the moment in which I gave way to the desire of accompanying my father to this nasty place. I am grieved to think that I will not

meet ye tomorrow; but, Gour, there's one consolation for me. I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period (which I hope is not far off) ploughing its bosom for "England's glorious shore." The sea from this place is not very far: what a number of ships have I seen going to England! But to depart from this subject, it is always a very awkward task to write to persons from whom we receive no answer. And why is the task awkward? Because the writer may not know whether the person he writes to, is vexed at his writing or pleased. Well I do not—nay, Gour Dass, I cannot give way to such an idle fear that you are vexed with me for this constant scribbling. If you are, for charity's sake, keep it concealed. Do not write to me for I am uncertain of my stay here. Believe me as happy as I can be at so great a distance from you, and that I am Truly yours.

Tumlook,/Sunday. Dutt.

P. S. Excuse if I have made any mistakes, I cannot peruse what I have written for want of time.

M. S. DUTT

Tumlook/28th October, . 1942.

17. MY DEAR GOUR DASS, / Do you receive the letters I write you? —'pon my word,—a most tormenting,—torturing—excruciating uncertainty it is. You have no fault; I myself always prevent you to write to me. If you continue the same sort of thing I left you, that is if some grand revolution of sentiments and feelings has not taken place in you, —I need not trouble myself with the idle fear that you are vexed at my constant scribbling. But to depart from this subject, I am sorry to inform you that the little English I had, is, by this time, gone by half, and my little talent at versifying is also gone. Know, then, that I attempted lately to write some verses on a certain subject, but could not write a single line in about four hours. I have either left my Muse with you or she is *no more.* Don't think my "Day is over". I believe the Muse disdains to "repair" to such a place as I am writing from *i.e.* Tomlook. But when I go to Calcutta I will drown you in Poetry. This, I hope, is the last letter you shall have from Tomlook. We start either to-night or tomorrow Well, Monday next at the College we will meet. Be sure of that, as well as that I continue truly, eternally, and most affectionately yours.

M. S. DUTT.

Khidirpore,/25th November, 1842, *Night.*

18. MY DEAR FRIEND, / I believe you recollect my once hinting to you of a resolution or rather desire of keeping away from College, during D. L. R.'s absence. Now I have made up my mind to it, that is, I will not go to College until D. L. R.'s return, be it of whatever duration—I don't care. I have no great liking for any of my fellow collegians,

except a few souls who love me, and whom I love;—and I hate the —d fellow K—r! This will do me no harm—none whatever—

A fig for your scholastic fame,
Your Scholarships and Prizes : —

except one—a mighty one—that is it will deprive me of the pleasure of your company, of which I am passionately fond—as I am *of you.* This sounds like flattery *but it is not so.* It is *truth.* There is not in this wide world a soul I prize so much as *thine*: You have in you all that is noble, generous, disinterested, tender, and what not? God bless you, my lad! Never did I dream of finding a heart so true, so susceptible of *true friendship* as yours, in this "deceitful" world of ours. As long as I live,—in whatever climate may my Fates lead me, thou shalt be remembered, and that with the tenderest feelings of friendship? When I go to England,—which period, I hope, is not very far—(next cold season)—I intend taking a picture of yours,—let it cost me whatever it will. I will sell my very clothes for it—a miniature picture of course. This is what I have been thinking of to-day; I must do it. If circumstances allow, I intend taking one, even, before my departure for England. If you are acquainted with any artist,—native—English—let me know of it. I am resolved to possess a picture of thy *sweet* self. I am afraid I have written enough on this subject. Don't think it flattery —don't—don't—don't. Will you come to see thy poet here on Sunday next? If you do, bring Moti with you: and let me know that I may be prepared, (poor as I am) to receive so *beautiful* a guest as yourself. But this is idle,—I know you won't—you have everything but *inclination* to honour my "humble shed" with your handsome presence!!! This letter is already too long. However, let me write a few lines more.

My father is going to a noble friend of his tomorrow. We won't have the Jatra যাত্রা. When you go to College, remember me to Moti and Madhub and Boncu, if the beggars come to College. Don't forget. I am reading Tom Moore's Life of my favourite Byron—a splendid book upon my word! Oh! how should I like to see you write my "Life" if I happen to be a great poet—Which I am almost sure I shall be, if I can go to England.

Believe me, your most affectionate friend,
M. S. DUTT

P.S. An answer shall be very, very, very pleasing, my Gour!

2nd. P. S. I know here is nothing that deserves any reply, yet—write—write—write!!!

M. S. D.

Kidderpore, 26th Nov., 1842, *Sunday.*

19. My dear friend,/There's a bottle (or whatever you please to call it) of Pomatum for you. I don't require your thanks, but you must

praise my readiness in obeying you; I am sorry, I am not yet able to procure Lavender for you; must excuse this; I am very much impo... uning the man, the d—d shopkeeper who supplies me with these things. Tomorrow I won't go to college, this is my resolution. I hate college, I hate K-r, I hate B! I am now plotting against my own parents. [I won't explain this, understand it yourself]. By the bye, last evening you had impudence to tell me (at the M. I.'s) that you will inform my father about my intention of running away to E-d and thereby prevent me from doing so! If these are what really you think, you are *no friend of mine,* I can assure you. If these are your sentiments, you be d-d! Perhaps, you think I am very cruel, because I want to leave my parents. Ah! my dear! I know that, and I feel for it. But "to follow Poetry," (says A. Pope), "one must leave father and mother." Too much of this. You are wise, think on it. I intend to write you a long letter but unfortunately a host of friends (acquaintances) are sitting round me. I am called away to play the chess, my favourite chess. Write as long a letter as you please. I like to read long letters from *you.* The answer of this will, I believe, begin, "Surely you are loading me with presents, etc." How acute my memory! I read your letters with so much attention that I can repeat them (each of them) word per word, tho' you couldn't recollect something of a letter of mine last evening at the M. I.'s!

Excuse this shameful scrawl. My pen is bad and I don't know how to mend one! Mind, I won't go to college to-morrow. I intend writing a note to the d-d fellow K-r for leave of 2 months. I hope he will ... it. If he won't I don't care: but I will absent, I will, I will.
—I n... is is not a long letter! Write one exactly as long (longer if you
constant ...s, and believe me Yours ever affectionately.
form you
and my lit
attempted

27th Nov. Night.

not wri There!—I begin this with a critique on the pigmy letter you
with yo an answer to the gigantic one I wrote you. You begin—"to
the M... at the threshold is no good omen"—mind you begin—I send
Toml... "Shakespeare." Had you been my pupil, Gour,—depend upon
I h... would whip you to death or do something worse. "The article 'The' (A, too) is never used before a proper noun"—&c, &c. Again, "The Moore's Poem"!!! etc. etc. Be careful for the future. "You like my letters"—eh?—I'm flattered—very much flattered—and gratified—I have done with Tom's "Life of Byron."—The chapter, wherein the death of my noble favourite is detailed, drew forth tears from me rather in an abundant degree. But who the d—l can read that part of Tom (excellent fellow!) without shedding tears? I send you the book and it is my particular desire,—(mind you must obey me, as I do you) *that you should read this book thro' at the expense of anything it might cost you.* It belongs to M. Here is a letter for him; give it him when you see him at College. By the Bye—how are you getting on, ye Collegians! H.C.

is an earthly "Pandimonium" with his d—d Satanic majesty K—r at the head of its vile occupants; (*you* and a few others excepted, of course). But to depart from this, are you coming to the M. I., this evening? An "ay—or nay" is all that I require for an answer. We will meet there. Pray answer the last question about going to M. I. and believe (as usual) Yours ever.

P. S. Send me Tom's Byron's life. I can assure you—it will well repay the trouble of a perusal. So interesting it is, that nothing can be pleasanter—at least *to me* than its pages;—full of every thing to make the reader—gay—sad—thoughtful and so forth.

P. S. 2nd. My resolution (of not going to College during D. L. R's. absence) now and then gives way to the desire of going and enjoying *your campany* there. But that is foolish—is n't it eh!—what do you say?

P. S. 3rd. I intended to write you a short letter, as you are, so I opine, by this time, quite disgusted with my long ones; but so Fate wills, and let her will be done.

Kidderpore,/27th Nov., Midnight

21. My Dear Gour,/It is the hour for writing love-letters since all around, now, is love-inspiring. But, alas! the heart that "Melancholy marks for her own" imparts its own morbid hues to all around it: and how can I, the most wretched being, on whom yon "refulgent lamp of night" now shines, write love letters or gay letters? You don't know the weight of my afflictions; I wish (Oh! I really wish) that somebody would hang me! At the expiration of three months from hence I am to be married;—dreadful thoughts! It harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine! My betrothed is the daughter of a rich zemindar;—poor girl! What a deal of misery is in store for her in the ever inexplorable womb of Futurity! You know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more, I must either be in England or cease "to be" at all;—*one of these must be done*! You are my friend, Gour! I disclose these secrets to you, without the slightest fear of their ever seeing the light: *You are a gentleman.* Hitnerto I kept these secrets even from you. But now I cannot; I want sympathy—and to whom am I to look for it? I won't go to College to-morrow; execuse me for this piece of haughty disobedience. You are loved and honoured and ever shall be so. I will show you my wretched-self, now and then;—but to College—I will not, I cannot go. I hate the d—d fellow K—r. He wounded my feelings. By the Bye—what do you mean by writing to me—"I will act the part of a friend"—? Upon my word, I don't understand it; you really *mistify* me; explain this fully. If you don't go to College to-day, let me know of it. Perhaps

I might give a call on you—but if you have nothing of importance to keep you away, pray *do go*. Don't absent for my sake; that would be quite silly—foolish. Remember me to Madhub and Moti. Give my love to both of them. Pray send me my Tom Moore, and that volume of your Shakespeare which contains his Othello and Hamlet. If Othello and Hamlet are not in one volume, send me the two that contain them: and believe me. Yours affectionately.

[১৮৪৩ সালে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণের পরবর্তী পত্রাবলী]

গৌরদাস বসাককে লিখিত

22. *O Gour! Doodeen char deenataye ato!!!*

(ও গৌর দুদিন চার দিনেতেই এত!!!)

Now, if you are really desirous to see me, come here, Old Church, Mission Row. You will say, you have no conveyance; well hire a Palkee, do, I will pay. I will. I have plenty of money. If you say you have no paper for writing to Mr. Kerr for giving you permission to come away, here's a bit. I conjure you by the ties of friendship to come and see me here, (O. C.).

Come, brightest Gour Dass, on a hired Palkee.
And see thy anxious friend M.S.D.

Please to request Shib of the first class to return my Eutropius. Let him keep my Eton Grammar. I have got one, but let him return my Eutropius as soon as he can. Let him read this note.

23. My dear Friend,/Many, many apologies for this delay in answering your kind, sweet, and *balmy* letter. It came to hand just as I was preparing myself for dinner. I am extremely gratified at the friendly feelings you evince towards me. But I cannot help pitying you for some mistakes you seem to labour under, (I mean, unfortunately labour under). Why should the hour that brought Mr. Dealtry here be stigmatised as *inauspicious*? Do you think that he persuaded me to embrace Christianity? You are miserably, pitifully mistaken. I am so happy to think that I shall see *sweet you* in our "Old assignation." But why not come and see me here today? Come, take Mr. Kerr's permission; hire a Palkee, I will pay.

24. Ever beloved Friend,/"Can I cease to love thee! No!"—said the poet to his mistress, but so say I to a dearer being, a friend, a true (which is very rare), a true friend! I plead myself guilty for not answering your affectionate letters. I won't go to England till December next. I am now about to come and live with or rather near to my father: I am not going to England with Mr. Dealtry; my father won't allow that. I saw D. L. R. no less than 50 times before his departure and was one of

the first persons that knew of his intention. I saw him a few hours before his setting off. Well, how are you getting on? Don't fear that I should ever forget you; but do not forget me yourself. I have bought four beautiful books from D. L. R. at 26 Rs. I have written very little poetry ever since my baptism; I am plotting something though. They will appear, where do you think, Boy? in no less a place than London itself. Do you see Bany Bose? I wonder I can't forget the fellow, tho' he has been never, at least for the last two years, a friend to me. Remember me to Bhoodeb, Buncoo etc. Yours ever the same.

Post Scriptum. Who is going to be the Principal? Kerr, I suppose. D. L. R. told me so. Has Bhoodeb got his medal?

25. My dear Gour Dass,/"He is a friend indeed,—who helps you in need" says the Proverb. Well I'm "in need" and if you are my "Friend indeed" show it now. Do you think I want to borrow money from you? Do you think I want to tease your interest with friends to procure me anything.—No. No. No. Nothing of the sort—Don't startle. Alas! I am *Alone*! and am "in need" that is I want company. Well! will you come and pass this day with me? *I am almost sure you won't*, but still as you profess to be my *friend* I think it something like duty in me to inform you that I am dreadfully "in need."

Old Church 1843. Yours very, very affectionately

26. Belovedest./Most dearly-loved and much-valued Friend. What's the matter with you? Can't you write a few lines to me? Do not forget me, for by that you break a most solemn and oft repeated promise. There are some copies of my hymn. Give one to Mr. Kerr with my respects. If you like to write to me send your letter to the care of the Revd. K. M. Banerjea, Christ Church. Give my compliments to Bholanath if you see him.
1843

P. S. Excuse haste. Yours as ever the same.

27. My dear Friend./I am sorry to say that I did not read your very kind letter (of this morning) till many hours after your man left it here, I was fast asleep when it came to hand. What a pity my dear fellow! However here are 3 tickets for you, I ought to have had 16 but they've sent me 8. Wait, I will not let it pass with silence. What treachery—what falsehood! what abomination! Yours.

P. S. You write on the back of your letter "To Christian M. S. Dutt from G. D. B." *I do not like it.*

28. My dear Friend,/Thank you for your kind note. Just drop me a line or two in the morning previous to your and friend Madhub and Gour's honouring me with a visit. I would beg of you three to

come in *full dress*. Id est quite *Mirza-like,* (Hindustanee dress I mean) as the place we shall have to go is a European's. Don't fear publicity, it is as private as the inmost core of old Nick's heart.

Remember me to M and believe to remain yours eternally.

P. S. Excuse paper, haste and all.

(বিশপ কলেজ হইতে লিখিত পত্রাবলী)

[১৮৪৪–৪৭]

29. My Dear Gour,/It is very lucky that our *Michaelmas vacation* commences from 9 o'clock to-morrow. I shall be most happy to do anything for you. If you want me, just let a carriage wait for me either at Baboo's or the Kidderpore ghaut precisely at 9 o'clock,—the latter place would be more convenient. As it is Sunday, I cannot write to you at any length, so good bye./Yours ever the same.

Bishop's College,/17th August.

30. My dear Friend,/Here's the pamphlet which contains (not "Mr. George Thomson") but an article about him. I am very much obliged to all your friends. I would be very glad to see them at any time you would appoint, except Sundays and Thursdays. Yours.

I do not like "My dear Christian Friend M. etc."

Bishop's College, 27th January 1845

31. My dear Friend,/It is a matter of regret to me that I haven't been able to answer your two *very* kind letters ere this; but if you were to know how my time is engaged here, I am sure you would excuse me. However, at anytime that is convenient to you, I should be extremely happy to see you as well as the friends you intend to bring with you. By the bye, you ought to address me in the following manner.

"M. Dutt Esqr. or Baboo" (if you please) Bishop's College; and nothing more. I must beg pardon for this short letter, but upon my word, I can't afford a minute more; so good-night. Yours ever the same.

32. My dear G.—/Come by all means, if you can; but make up your mind to remain to a late hour, as I cannot exactly be at your service the whole day. I am very busy just now, but come by all means. If you don't find me in my room when you come, sit down and amuse yourself. Come in your *proper* dress, as you may see people in my room to whom I would wish to introduce you. What a cool and splendid day!

Bishop's College/13th October Yours in haste.

33. My dear Gour,/It's very unfortunate that your letter should reach me just at *this* time. I am about to dress to go out to a party. Altho' I cannot fully reply to your kind and *affectionate* note, or rather, letter just now, I hope to do so *soon*. I am sure, I am a great *villain* not to mind more those who really *love* me and do not suffer the all-destroying hand of time to work any change in their hearts towards me. Soroop was here the other day. More by and by. Good evening, my beloved friend.

7th January 1846. Yours as ever.

34 My dear Gour,/I am really sorry to say that for various reasons I have suffered our last vacation to pass without giving you a call I cannot, of course, call on you now, as it is term-time with us I shall be most happy to see you whenever you come down. We will talk over the subject of your examination as soon as you come down to see me. As for your Sircar, I do not know Mr. C. C. Dutt at all I only saw him once about 3 years ago. However, I know others who know him well, and if I can manage to procure him a letter, will try my best to do so Come over as soon as you can, and you will know the result of my interference on behalf of your Sircar. By the bye, if you still possess a book called 'Sohorab' or some such thing—a translation from the Persian of *'Ferdouse Toosee'* by a Mr. Robertson of the Bengal Civil service, send it to me as soon as you *possibly* can. I hope I have given you a correct description of the book. If not, you must try to find it out yourself.

As it is already past seven, I must go to dress. Come over as soon as you can and don't disappoint.

20th July, 46 Yours as ever

P. S. I once sent a man to your house but he could not find it.

35. My Dear Gour,/Since I last heard from you I have been almost half dead with all manner of troubles. I shall be happy—very happy indeed to see you. Come to-morrow at 11 o'clock. It's the only day I can promise you for several weeks to come. If your business is urgent, come by all means. Is it true that *Buncoo* is dead? Poor fellow! I heard of it only the other day? If you come to-morrow, send your man with a note by 5 o'clock in the morning that I may be prepared to receive you. How are you, old fellow!

Bp's Coll :/19th May, 47 Yours as ever

(মাদ্রাজ হইতে লিখিত পত্রাবলী)

[১৮৪৯—৫৫]

গৌরদাস বসাককে লিখিত

Madras Male Orphan Asylum.
Black Town, 14th February, 1849.

36. My Dearest Friend,/By My truth you wrong me! It is impossible for me to forget you—and you may rest assured that I have often and often thought of you with feelings of deeper love than many whom I know. When I left Calcutta, I was half mad with vexation and anxiety. Don't for a moment think that *you alone* did not receive a valedictory visit from me. I never communicated my intentions to more than 2 or 3 persons. Since my arrival here, I have had much to do in the way of procuring a standing place for myself, —no easy matter, I assure you,— especially, for a friendless stranger. However, thank God, my trials are, in a certain measure, at an end, and I now begin to look about me very much like a commander of a barque, just having dropped his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale!—Here's a simile for you, my boy!

Your information with regard to my matrimonial doings is quite correct. Mrs. D. is of English parentage. Her father was an indigo-planter of this Presidency; I had great trouble in getting her Her friends, as you may imagine, were very much against the match. However, "all is well, that ends well!" I am sorry to hear of your severe loss, but, I trust, you have sense enough not to murmur against One whose wisdom is infinite and who is—merciful God! You will, I am sure, be surprised to hear that, though beset by all manner of troubles, I have managed to prepare a volume for the press. This will be my first regular effort as an author. The volume will consist of a tale in two cantos, except the "Captive Ladie" and a short poem or two. I must give you a description of my "Captive." It contains about twelve hundred lines of good, bad and indifferent octo-syllabic verse and (truth, 'pon my honour!) was written in less than three weeks.

I wrote it for the pages of a local paper, the editor of which, one of the most eminent in India, has been blowing my trumpet like a jolly fellow. It has excited great attention here, and many persons of superior judgment and acquirements have induced me to republish it in a *bookish* form. So, the printer's Devils are already at me. Now, my dear fellow, I have to ask a favour of you, I am publishing my book by subscription. There are very few persons here whom I know; consequently I cannot expect to cover the expenses of printing (very great in Madras), by what the book will fetch here. Can't you get me a few subscribers? I am sure, if you try, you will succeed. Two Rs. per copy is the charge. Surely you will get, at least, 40 even from amongst our old school-fellows. Let me know, before the beginning of next

month, the number of copies you want. I have a capital opportunity of sending them without incurring any expense whatever. A gentleman (one of the students of Bp's College), who is now here on a visit to his father, has kindly promised to take as many copies as I wish to send with him. He leaves Madras by the middle of next month. Now old boy! show me how you love me. I declare to you solemnly that I do not wish to make any profit by it. All that I wish, is just to escape loss. Circumstanced as I am, it will not do for me to get into debt. Where are (I) B. B. Datta, (II) Hurry, (III) Bhoodeb, (IV) Sham, (V) Soroop, etc.? My kind remembrances to them. Won't they get me a few subscribers. I trust you will not lose a moment in forwarding my views. I have written to Mr. Montague of the H. College to get me a few subscribers, so much for business.

I say, old Gour Dass Bysack! can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharut by Casidoss as well as a ditto of the Ramayana,—Serampore edition. I am losing my Bengali faster than I can mention. Won't you oblige me, old friend, eh, old Gour Dass Bysack?

As an equivalent, send the following to Bp's College, you will get all the books, I have left behind me. Cut off the above and send it in a cover. Now, don't disappoint. You can easily ship the books or get them sent to the care of some house of agency here. I am ready to pay the freightage. What more, just now, my dear fellow! When I have time, I shall give you a full detail of myself. So, let me conclude, now, with the real, heart-felt, true , sincere, assertion that I am Ever yours affectionate.

P. S. I write this from my place of business, (to which address) so that, as soon as I go home, I shall communicate all that you say to Mrs. D. I have no doubt but that she will feel highly flattered. She is a very fine girl. Old boy, if you see Mr. Ghose, please give my respects to him. What are you doing with yourself now? Are you employed any where or "cutting it fat"—eh?

Madras, 19th March, 1849.

37. My Dearest Friend,/I hardly know how to thank you for your letter ;—accept my best thanks for your exertion on my behalf. I have just heard from my old friends—Buncu, Soroop and Bhoodeb. I shall write to them as soon as I have time. Pray, tell them so with my kind love. The "Captive" is nearly ready—I am going to dedicate it to George Norton Esqr. the Advocate-General of the Presidency and a great encourager of Literature. I wrote to him for his permission to dedicate the Poem to him and sent the whole of the 1st and part of the 2nd Cantos for his perusal. You have no idea what a kind and flattering reply I got from him. He says he will consider it an honour to have a work "exhibiting such great powers and promise" dedicated to him. I

have great hopes from his patronage. I wonder how the Calcutta-critics will receive me.

You are right.—I ought to have sent a prospectus to you. However, better luck next time; it is too late now. I have, (would you believe it?) commenced and written greater part of the 1st canto of another Tale! If I can work out my thoughts, it will be a glorious Poem, I promise you, I write this with a severe headache, so you must excuse my blunders. So, old Bhoodeb has got into the Madriassa. He is a nice fellow,—I always thought so Has Soroop commenced merchant on his own account, or is he still under his brother?

As for me, I am a poor 'usher' in a poor school—viz "the Madras Male Asylum for the children of Europeans and their descendants";—all my pupils are Europeans and East Indians, I dress like them, both on account of my good lady, and the situation I hold Did you ever see me in my European clothes? I make a passable "Tash Feringee." Talking of my good lady puts me in mind of the introduction of the "Captive" addressed to her I give you a few specimens. Let me know what you, Buncu, S, and Bh think of them

Oh! beautiful as Inspiration, when
She fills the poet's breast, her faery shrine,—
Woo'd by melodious worship! welcome then,—
Tho' ours the home of want,—I ne'er repine:
Art thou not there, e'en thou—a priceless gem and mine?
Life hath its dreams to beautify its scene;

And sun-light for its desert: but there be
None softer in its store—of brighter sheen—
Than love—than gentle love, and thou to me
Art that sweet dream, mine own, in gland reality!

Are these readable, old fellow? I shall give you two stanzas more The introduction contains eleven

But must I weep e'en now, as once I wept,
'Midst life's gay—crowded scenes, unmarked and lone,
Where bitterest thoughts of solitude oft crept
To chill the bosom's glow, when thou, mine own!
Dost smile in tranquil joy, like star on Sapphire Throne?

Yes—like that star which on the wilderness
Of vasty ocean woos the anxious eye
Of lonely mariner,—and woos to bless,—
For there be hope writ on her brow on high
He racks not darking waves nor fears that lightless sky.

I am too lazy to write more. You must wait till the appearance of the Poem itself. If I meet with a favourable reception from the public for my "Captive," I shall come out again before the pot cools. All that I want to make me a regular man of letters, is a decent situation with a few hundreds a month. Who will give it me? Is there none in India? Time will show!

Excuse this foolish letter,—I am sure it's very foolish—full of non-sense, egotism and what not? I trust it won't give you a head-ache to read it. With kindest regards to all.

I remain, My Dearest Friend, Your affectionate M. Dutt.

P. S. Where's Hary? I say Gour, did you ever see friend Bhoodeb's mother? Do you know that I have not yet forgotten her Queen like appearance, though it is 8 years since I saw her and that, too, only once? When I think of an Indian Princess, I think of Bhoodeb's mother and an aunt of mine, now dead. She *was* or *is* (which?) one of the handso mest Bengalee ladies, I ever saw. I shall embody my recollection of Bhoodeb's mother and my aunt into my next heroine. Pray, tell Bhoodeb that when he gets my Poem, he will be surprized at my know-ledge of Hindu Antiquities, for it is a *thorough* Indian work, full of Rishis—Calis—Lutchmees—Camas, Rudras and all the Devils incarnate, whom our orthodox fathers worshipped. The 1st canto contains an episode called the "Raj-shoova Jujnum" with a terrible battle and "a'that." Adieu!

My Bp's College friends have beaten you. To your "18" they have "25." Dost Comprehend? eh?

Madras, 26th April, 1849.

38. My dear Bysac,/Why don't you write me? tired? eh? —Shame! If you send a copy of the following to Bishop's College you will get 50 copies of my poem,

To R. C. Walker, Esquire.

Sir, In compliance with instructions received from my friend Mr. Dutt, I beg you will send me 50 copies of the "Captive Ladie" received per barque "Lady Sale".

Yours truly, G. D. Bysac.

Take as many copies as you require yourself. Pass over 5 (or as many as he requires) to Bhudeb, and also send a copy to "Ramtanoo Lahiree, Esquire, Kissennagar, with the most affectionate regards of his *quandom* pupil—the author". Don't forget. I have a great respect for old Lahiree. My love to Soroop, Bhudeb and Dutt. Tell the former two, that now I am completely disengaged, I shall loose no time in writ-ing to them. Let me know how my book is received in Calcutta. It is rising into popularity here. You will be somewhat surprised to hear that I am in the middle of the 2nd Canto of a new poem which will be printed in London in the course of a few months. Those who have

read it say, it is really "glorious", infinitely better than the "Captive". If you think it necessary, advertise in the "Hindu Intelligencer" for 2 or 3 times. No, Don't. As for the M. you shall hear from me. Excuse, my fingers are absolutely aching. Yours affectionately.

P. S. Send a copy of the "Captive Ladie" to Digumber Mitter Esq., with my compliments.

ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

Madras, 27th May, 1849.

39. My dear Bhoodeb,/Having a few moments to spare, I sit down to devote them to one of the pleasantest tasks I could think upon, namely, writing to you.

When I received your thrice-welcome letter, I was too busy to reply. The conception, birth and growth of a new Poem have hitherto deprived me of that pleasure,—for pleasure it is, I swear to you.

This same new Poem is not entirely finished. I have just got upwards of 12 or 13 hundred good, had and indifferent verses, yelept the heroic. More of this anon.

Now, my dear fellow, I hope you know that silence is, in some cases, more expressive than the loudest shandy, because I don't mean to trumpet out the joy, I feel, at the resurrection (so to call it) of our friendship.

Have you—Oh! have you received the d—d "Captive Ladie"? By Doorga—I am mad with vexation. If you have any Christian charity, (tho' a Heathen rascal) tell me something about it.

I have just received a letter from Gour in which he is in the clouds. Do tell him, that in order to induce my highness to put pen into paper for him again, he must write to me a long—long letter, all about my poem.

When you get my poem, I hope, you will re-write the Notes and enlarge them. I trust much to your knowledge of Hindu Antiquities. I have some intention of republishing it in London with new Poem. Can't you quote Sanscrit authority for all I say? Do write a learned Essay "garnished with Sanscrit and other quotations on the Rajshooya Jujnum." I shall acknowledge it publicly.

The Captive has met with a pretty fair reception here. Make my salams to the two Mahomedan gentlemen—especially my old friend, Abdul Luteef. He is clever fellow, isn't he? Does he drink grog and eat pork, or is he still a—Bismillah sort of a chap—eh? Has the learning of the Feringees done anything in that way? Let me know all about yourself. How is your good mother? Are you married?

My wife is annoyed with me for calling you a "Heathen rascal." I know you better than she, of course. More anon.

Ever your affectionate.

P. S. I send this letter bearing,—Don't fail to return the compliment. My bank is just dry. Tell Master Bysack to send a copy of the "Captive" to Ram Chandra Mittra and another to Mr. Bethune,—if he thinks it proper, and let him write to him and send me his reply, provided he sends any.

গৌরদাস বসাককে লিখিত

Madras, 5th June, 1849

40. My dear Gour,/I find that your "Hurkaru" has been somewhat severe with me. Curse that rascal, his article reached me like a shaft which has spent its force in its progress. Know, O thou noble youth, that I have girt my loins to do battle manfully, even as a gallant knight, who seeks the loftiest guerdon on this earth—the Poet's crown of laurel-leaf! Methinks, that after the praise, I have received from some whose claims to bestow them are indubitable, I can afford to stand a little abuse.

I am anxious to know how my friends like the book. I will not do them the injustice to suppose that the critique of the "Hurkaru" has, in any way, prejudiced them against me It is an unpleasant thing, Dear Gour, to have anything to do with the "many-headed", especially, in the way of literature. Remember that no man is willing to allow the palm of superiority to another, unless actually forced to do so. Anything like an acknowledgement of merit *must be wrung out* by patient perseverance. Dont't you be cast down to find your friend handled so roughly. I have written to Messrs Bhoodeb and Soroop who, I doubt not, will communicate to you the contents of my imperial despatches.

I had intended to have written to you a long letter, but, having some business to, I must disappoint myself.

You are welcome to send a copy of the "Captive" to our old tutor, Ram Chandra Mitter, with my respects.

If you have succeeded in collecting any money, have the goodness to forward it through some house of Agency. My printer is almost clamorous. With best regards, Ever yours aff'ly.

P. S. Send me all the opinions of the Press (if there be any) post *not*-paid. I don't want the "Hurkaru". Do look out for the "Review."

41. My dear Gour,/I received your voluminous and thrice-welcome despatch, yesterday, containing sundries. All right my boy, you seem to consider the "Captive" a failure, but I don't. For look you, it has opened the most splendid prospects for me, and has procured me the friendship of some whom it is an honour to know. You will, I am sure, be surprised—agreeably surprised to hear that, a short time ago, I was sent for by the Advocate-General, Mr. Norton. The old man received me as kindly as I could expect, and after making enquiries about my prospects and so forth, told me that he was going to procure for me Govt. employment of an infinitely more respectable and lucrative kind

than my present place. It seems, they are going to establish Provincial College, like our Dacca, Benares, Hooghly affairs etc. I have the promise of a Head-mastership or an Inspectorship. Mr. Norton said that he was happy to see me in Madras, because (I give you his own words) had I been in Calcutta, the many accomplished individuals who are to be found there would have kept me at bay—if not altogether,—at least for sometime, whereas there is not the least fear of that here. We correspond like friends, and he has given me a most valuable number of classical works, as a "token of his regard." He has moreover introduced me to E. B. Powell, Esqr.—the Head-master of the University here. I paid a visit to Mr. Powell a short time ago. You have no idea what a good man he is. The University is a sorry building, and has nothing in the shape of a good Library. If you make up your mind to come to Madras, I hope to be able to serve you. Why should I, my friend, consider the poem which has done all this for me a failure? You know that when I came here I had no friends; but now, many a barbarous villain, born and bred here, would be glad to be in my shoes. "Fortune" says the Latin Poet, "favours the brave."

Pray let me have the money as early as you can. Get good old Sham to get an order from Bagshaw & Co. to Bainbridge & Co. of this city, for such a sum to be paid at sight to the high and mighty M. Dutt. Esqr & Co. or order. So much for business. Printing, my friends, is as dear, here, as possible. What could I do? My printer is impatient, I am sure you can ask some friends to get you a few purchasers. I make you my plenipotentiary to sell the books at any rate you like; only let me have money to pay my printer. As regards my liabilities to the public Library, I am not aware of owing them anything, beyond some money which I had promised to pay them as *a donation*. Your friend must wait till I am better off. It would be absurd for a poor Devil to be discharging his debts of honour, incurred when he was in prosperous circumstances, at a time, when he has scarcely the necessaries of life to bless himself with. You must tell your friend that I shall make arrangements as soon as I can and have the means to do so. You astonish me by saying that old Banquo has not been written to, by me. What has he done with the letter. I wrote to him some months ago, addressed to your care? I have never heard from him since.

As regards Bethune, here goes;

"Sir, I have the honour to send for your kind acceptance the accompanying little volume, as a humble token of the author's gratitude for your philanthropic endeavours in the service of this country. I cannot omit this opportunity of saying how much my own feelings towards you resemble those of my friend, and how cheerfully and seriously, I subscribe myself, Dear Sir, your most obdient and grateful servant—etc".

This is neat and *pertinent*. Ram Tanu must wait. He is indeed a good fellow. I am glad you are becoming intimate with Walker. He is a fine fellow. And now, my good Gour, I must tell you that you are

wrong, very wrong, in talking of my mother and myself in the tone you have adopted. I tell you that in this world we have all to cut out paths for ourselves. How can you then expect a fellow to be in his mother's apron? I hope you will make up your mind to come to Madras. I tell you I have every hope of being of some service to you.

Do send me the parcel sent by my mother. There are ships coming to Madras daily. Address it to me, and let me have the bill of lading. I do not think it will cost much.

You told me that some persons find fault with some portions of my poems; which are they? I mean passages. I am sure you are disappointed by my poem! *I feel it.* Remember, my, friend, that I published it for the sake of attracting some notice, in order to better my prospects and not exactly for Fame. However what is done, is done Look out for the Review. As regards my other publications, you shall hear of them bv and by, I am above being cast down. I tell you the "Captive" has produced a favourable sensation here.

Do you know that I expect to be a father soon? Heigh ho! my stars are brightening, I trust, I have answered every thing in your letter and that you will never cease to believe me. Ever your affectionate.

P. S. Send my love to Mr. Walker and tell him to write to me. I left a Persian book behind me in Bp's College. Ask Mr. Walker to send that book to you, and do you enclose it in my mother's parcel. I am glad you have made up your mind not to marry again. Be independent, first, as regards money.

18th August, 1849

42. My Dearest Friend,/Accept my best thanks for your kindness. You have, in a great measure, saved me from something like a grave. How can I thank you sufficiently. The books are all safe and sound. You will be glad to hear that my wife has just given me a little daughter. So I am a father.

Your anxiety to ascertain this portion of my affairs, is what one would take in favour of one's hear's best brother. I shall enter into particulars regarding them at some other time. I am badly off and have hardly anything to jingle in my pocket. Beg I must not. My wants, at present, are of such a nature as philosophy cannot justify. I have a great deal to say about Mr. Bethune's.

You must look upon me as a most unthinking father if you are under the impression that I do not think ardently, and uninterruptedly on such a subject. Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12—2 Greek, 2—5 Telegu and Sanskrit, 5—7 Latin, 7—10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers? For the present you must excuse my brevity.

Yours most truly aff'ly.

P. S. As soon as you get this letter write off to father to say that I have got a daugher. I do not know how to do the thing in Bengali. I am sorry for B—; I heartily give him credit for the possession of a strong mind. I shall do what you desire with reference to your school (for which I congratulate you) by and bye.

Madras, 22 *Novr.* 1849

43. My dear Gour,/Are you all dead! Or have I by some unintentional act or other offended you? I really do not remember having received a single line from you or Bhudeb for the last 3 months! *Et tu Brute?* I refrain form saying anything with reference of myself. because in case you should have marched off to the grave, there is a chance of others reading this learned Epistle. Write to me if you are living and let us show a little more activity. Yours very angrily.

P. S. Mr. Bhoodeb Mookherjee is a humbug, so is Mr. Soroop Banerjee, so you are all. Bad luck to ye!

Madras, Spectator Press, 20th Decr, 1855

44. My dearest friend,/Your welcome, though unexpected, letter was put into my hands by Mr. Banerjee, yesterday. It absolutely startled me. I knew that my poor mother was no more, but I never thought I was an orphan in every sense of that word! My dearest Gour, what am I to do? You talk of my property—what has he left behind? Can you give me an idea of the estate? You know how expensive it is to go to Bengal—at least—for a poor devil like myself. But if you encourage me to hope that my father has left sufficient property to warrant my launching out a little cash for the recovery thereof, of course, I am ready to weigh anchor, at once,, for a voyage to old Calcutta.

Ah! those relatives of mine. Great God! But for you, my noble hearted friend, I would not have heard a word, about my father's death, for months, perhaps, years. O dearest Gour! when and where did he die? I feel distracted. Give me all the particulars.

If I can so manage, I shall leave this by the next steamer (27th); but I am very poor just now, my Brother. I have not thriven so well in the world as I had expected. But of all that hereafter. Write to me by return of post.

Of course, I am aware that my late father had landed property in Jessore. That I am sure of getting out of the clutches of those biped vultures—what a stupid fellow I am! all vultures are bipeds!—Well, but you know what I mean.

Yes, dearest Gour, I have a fine English wife and four children. What do you mean by saying that your wife is in heaven? What—a widower a second time?

I conclude in haste, though not before I assure you that I am most affectionately your own friend—unchanged and unchangeable.

P. S. I am at present Sub-editor of the "Spectator" the only daily in this town.

[মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্তন ও কলিকাতায় পুলিশ আদালতে কর্মগ্রহণ করার পর লিখিত পত্রাবলী ১৮৫৬—৫৭]

গৌরদাস বসাককে লিখিত

Bishop's College, Calcutta, 2nd February, 1856

45. My dear Gourdass,/"Adsum!" which words being interpreted means, "I am here". I came in this morning in the "Bentinck". Just fancy, they have given me a new name—"Mr. Holt". If you can *quietly* call over, do so. I do not wish people to know that I am here just now. In haste Ever yours.

Sunday, 17th February, 1856.

46. My dearest Gour,/A thousand thanks for the Bank note of 50 (Fifty). Thou art a thundering jolly dog. I hope to see you tomorrow.
In haste, ever yours affectionately.

47. My dear Gour,/I do not know why you have not called to see me. Perhaps you are busy about your memorial, and also making up for your long *fast* in various departments, eh?

My Pleader writes to me to say that the Principal Sudder Ameen having heard of your return to Town, has expressed a wish to examine you as early as possible and that too without the ceremony of a Subpeena. Can you conveniently go over to Alipore early next week? If you meet me at the Society's rooms between 12 and 1 o'clock next Tuesday or Wednesday, I shall drive you over and get the thing done. What say you!

Friday. Yours as Ever,

48. My dear Gour,/I have of late written more than once to you without receiving a reply. I trust this letter will meet with better fate.

The Principal Sudder Ameen has fixed on the 3rd *Proximo* to decide the case and unless you give your evidence either to-morrow or at the latest day after tomorrow, I shall be a *serious* sufferer and I am sure *you* would not cause me any loss.

Do tell me if you will come to the Alipore Court to-morrow and if so at what time. I am saying I cannot go with you to-morrow, but I think I can the day after. However, if you come up to the court say by

2 P.M., to-morrow, I shall be there to receive you. For Heaven's sake, my dear fellow, do let me know what you intend doing. If you do not go, I shall run every risk of losing my poor mother's jewels.

Sunday. Ever your affectionate

P. S I suppose you have heard of poor Issur Chunder's death! God rest his soul!

Monday

49. My dear Gour,/If you could keep away from office to-day, shall be glad to take you up and go to Alipore *after* 1 o'clock—fo *before* that hour, I do not think I shall be able to leave the Police. I not, would you come up to Alipore between 2 and 3 P.M.? I shall b there to meet you and bring you home in my gharry. I would rathe that you kept away from office to-day, reporting yourself (if you have t report) as absent under a subpeena from Alipore. You can then com up to the Police about 1 o'clock and away we go like a pair of merr blades! Please reply and believe me.

Ever your affectionate.

[একটি চাকরির দরখাস্তের প্রতিলিপি]

Calcutta Police,/27th January, 186(

50. To/His Highness/The Maharajah of Cooch Bihar,/My dea Rajah Sahib, I see an advertisement in the Englishman in which you Highness wants a Magistrate. Allow me to offer my services to you Your Highness knows that I have been for several years connected wit the Calcutta Police and understand crimianl matters pretty well. If th salary be worth accepting, that is to say, if it be worthy of a Prince lik Your Highness to offer and a gentleman like myself to accept, pray write to me and I shall go up. Your Highness must know that I sha have to sacrifice my prospects here if I go up your country and the offe must be tempting enough to induce me to do so. I shall undertake t give you such a Police Establishment throughout your principality i one year, that Your Highness will win the praise of the British Govern ment. Your Highness must also apprise me on your Princely word tha I am not to be turned out at a moment's notice to gratify the hatred c some unprincipled Court intrigues. Your Highness, no doubt, know that such an important post must not be given to any but a gentlema of education and principle and that no gentleman of education an principle will accept such a situation but on very liberal terms.

With kind wishes,

Your Highness's very sincerel
Michael M. S. Dutta

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর সমীপেষু
একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাঠাইলাম।
দেখিও যেন বাতাসে উড়িয়া না যায়।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

[সাহিত্য-বিষয়ক পত্রাবলী ১৮৫৮—১৮৬২]

গৌরদাস বসাককে লিখিত

51. My dear Gour,/I send you the Second Act. I have not had time to make a fair copy of the first. The fact is, I hate copying. Now, my good Boy, I beg that you will carefully read over *every line* and sentence with the original before you, marking with a pencil whatever passages you want to be recast, altered or omitted. And you must do all this in the course of this day, so that you may look in when returning home.

I do not know the extent of your acquaintance with the Dramatic portion of English literature; but I flatter myself you will at once see how I have tried to write in pure Saxon English, the language of the best Dramatists, and how I have tried to impart an air of originality to the affair, careless where the ideas are inextricably damnably Bengali!

You will see that I have adopted your advice and put the songs into verse. The first is so-and-so; the second does not satisfy me. The original is poor. Don't fail to see me. Send me the Latin Rutnabulli.

52. My dear Gour,/Here is the first Act. I hope you will find it sufficiently legible. I would wish you to look over the two Acts a little carefully before you go to the Rajahs, so that you may assist your noble friends in deciphering my elegant penmanship or calligraphy.

The first Act in the original is a very commonplace affair and the translation I fear is no better. But what is to be done when Homer takes it into his head to nod? Why, we must nod also.

Au revoir. I wish you to be as favourable in your criticism as your conscience will allow, when you see the Raja. I am told he respects your opinion literary, political and on matters connected with ....

53. My dear Gour,/You must excuse me for not complying with your request. The fact is, I do not like the idea of showing my play to our friends, in so incomplete a state. However, as I have promised, you shall have the first three Acts by the end of this week.

Ram Narayon's "version", as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ram Narayon to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor-self. However, I shall adopt some of his corrections.

If you should speak of the drama to your friends, when you meet them to-day, pray, don't say a word about Ram Narayon. I shan't have him. He has made my poor girls talk d—d cold prose.

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and *modes of thinking;* and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.

Do not let me frighten you by my audacity. I have been showing the second Act, already complete, to several persons totally ignorant of English, and I do assure you, upon my word, that they have spoken of it in terms so high that, at times, I feel disposed to question their sincerity; and yet I have no reason to believe that those men would flatter me.

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit.

Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old rascals in the shape of Pandits. When you see Jotindra and the Rajas, puff away—there's nothing like that to raise the price of an article in the market. I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil!! I would sooner burn the thing. Yours, as usual.

Calcutta 9*th January,* 1859, *Sunday.*

54. My dear Gour,/You are one of the best dogs in creation, an honour, Sir, to Human nature! For, I have treated you most shabbily, and yet you are as true as steel! God bless you, old Boy. You must *not* fancy that because I have not replied to your friendly Epistles, I have forgotten you. That can *never* be. The fact is that I am dreadfully busy, reading up for the Law Examination that is coming. I do not at all appreciate the idea of being "plucked" and would rather have my ears pulled. But there is no knowing what is to be my fate.

Do not, O most illustrious of Deputy Magistrates, be troubled on account of thy poor friend, who is neither in jail nor in the power of Duns, nor of other curs of high and low degree! About a month ago, I was invited to inspect Her Gracious Majesty's "Hotel", but my visit only lasted a few hours. Digumber made matters right. It was on account of one Mr. A—whose note [imagining him to be a man of substance] I had foolishly guaranteed. Our friend Hurry Doss shewed himself very zealous in the matter. By Jove, that Hurry is a d—d good fellow!

"Sermista" has turned out to be a most delightful girl, if I am to

believe those who have already inspected her. Jotindra says it is the best drama in the language, "chaste, classical and full of genuine poetry! The Chota Raja writes in raptures about it and swears the "Drama is a complete success!" But I dare say, you have heard their opinions before this. There is to be an English translation.

I hope to send you copies, English and Bengali, when ready and you shall have an opportunity of judging for yourself.

Mrs. Dutt desires me to convey to you her best thanks for your letter received yesterday and for the interest you evince in our affairs. How are you getting on, old Boy? I have no doubt but that you are making yourself useful to all and sundry.

I am going to finish, for I want to go to eat my breakfast. Open correspondence with me after the 25th of January and I shall give you tit-for-tat!

With our united regards and praying God to bless you, I remain, my dear Gour, Ever your affectionate.

55. My dear Gour,/I owe you an apology for not having replied to your kind letter so many days. But I have had but little time to devote to my friends. The present Magistrate Mr. Wray is such a d—d slow coach that cases which a smart fellow would get through in an hour and half, occupy four or five hours of his time. However, this chap is going away to Small Cause Court, and we are to have Mr. Briefless Fagan.

You will be glad to hear that, in a pecuniary point of view my mind is quite at rest just now; our *noble* friends—noble in every sense of the word—I mean the Rajas, having heard of my distress, have helped me to get out of most of my liabilities, by advancing me a considerable sum of money. They became aware of my unfortunate circumstances through my good friend, old Sreeram. The next time you write to the Chota Raja, pray, don't forget to thank him for having saved your poor old friend from much anxiety of mind by his princely munificence—don't tell him that I desire you to do so.

I have nearly finished the translation of Sharmista. If I am to believe all those that have already seen it—and among them are the Rajas and Tagore, it will materially add to the little reputation Ratnavali has given me. Every one says it is superior to that book; as for the Bengali original, the only fault found with it, is that the language is a *little* too high for such audiences as we may expect *now* to patronize it. This I need scarcely tell you, is nothing; for if the book is destined to occupy a permanent place in the literature of the country, it will not be condemned on this head; twenty years hence, for every one is learning Bengali. To tell you the candid truth, I never thought I was capable of doing so much all at once. This Shamrista has very nearly put me at the head of all Bengali writers. People talk of its poetry with rapture. But you must judge for yourself.

Now that I have got the taste of blood, I am at it again. I am now writing another play. Sometimes ago, I sent a synopsis of the plot to the Rajas, and they appear to be quite taken up with it. The first Act is finished. J. M. Tagore has written to me to say that it is "indeed very good." If I can achieve myself a name by writing Bengali I ought to do it. But I have said enough of self, a d—d unpleasant subject.

There is to be no Sudder Examination this year, and I am undecided as to what I should do. My friends think that I should keep quiet, till Sharmista is brought out and makes me "Famous."

How do you like Balasore? I would give anything to be posted near the sea and in a country where I could at times catch glimpses of distant mountains, the two noblest objects in creation!!

What is the distance of the sea, the sea, the open sea from where you are located? Do you hear the mighty roar, ceaselessly sounding? To me it is a familiar voice, but God knows if I shall ever hear it again.

I must now conclude for it is getting late. I want you to tell me where you lodge, who are your new friends, what sort of food you get, whether you have any to amuse yourself with now and then? and all such domestic information.

19th March, 1859. With kind regards, ever yours.

3rd May, 1859.

56. My dear Gour,/I owe you an apology for not having replied to your two letters earlier. But you do not know how harassed I am for want of time. Mr. Hume has been absenting himself from office for the last 8 or 9 weeks and Fagan has had to do his work, and so I have been obliged to be in office from 10 till 5 or 5½ o'clock. In addition to all this, I have been finishing my English Sermista and the New Play, which I trust will distance its predecessor.

I am glad you like Sermista. I dare say you will also like the English Play, tell your cousin at the Asiatic to send your name for a copy to the publisher. I have nothing to do with the sale of the book, for its proceeds will be paid to the Rajahs in liquidation of the money they have kindly advanced me.

You must wait for sometime yet for the New Play. All that I can tell you is that there are few *prettier* plots in any Drama that you have read! I invented it one blessed Sunday. Tagore and the Rajahs exclaimed "Beautiful." I only hope I have done justice to it. This morning I am going to send Act No. IV to Tagore. I wish I could run up to spend some little time with you, but at present that is out of the question. Upon my soul, you are damnably mistaken if you think that I like Calcutta. I would be *happier* I think, even in the Soonderbuns I lead a quiet life and seldom or never go out anywhere.

I like Fagan very much indeed, for he is very gentlemanly. Hume is off to England. With kind regards as ever yours.

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত

No. 6, Lower Chitpur Road, 24th April, 1860.

57. My Dear Raj Narain,/I have seen your two letters to our friend Rajendra and cannot persuade myself to remain silent. You deserve my warmest thanks for encouraging me, for, you are, decidedly, one of the "Representative men" of the day, and your opinion may be fairly looked upon as an earnest of the future. Forgive my vanity if I believe that the approbation of such scholars as yourself and about half a dozen more in the city, is a sure guarantee of the future fate of the poem.

Tilottama will be published, soon in the shape of a volume. Perhaps you don't know that it is in Four books. Jotindra Mohan Tagore, at whose expense the work is being printed, (for I am as poor as a good poet ought to be!) seems to think that the last Book is the best. You will soon, however, have an opportunity of judging for yourself. The book will come out soon, but the question is how many will read it. It is a pity you are not in Calcutta. If you were, I should have teased you to give lectures on the work. That would no doubt have gained it some readers. I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration! Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the *toughest* of poets—I mean old John Milton! And Virgil and Homer are anything but easy. But let that pass. You on doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius.

As a scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces, but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces. I don't know if you have seen "Sarmistha" or if you have what you think of it. There is another Drama of mine which will be soon acted by a company of Amateurs. It is also written on the classical model. As soon as it is out of the Printer's hands, I shall send you a copy and you must let me know what you think of it. If I am spared, I intend to write 3 or 4 more plays of the classical kind, just to give our countrymen a taste for that species of the drama, and then take up historical and other subjects. The subject you propose for a national epic is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired

sufficient mastery over the "Art of poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime, I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I don't trouble my readers with *vira ras* বীররস Let me write a few Epiclings and thus acquire a *pucca* fist.

Perhaps you do not know how I am situated here. Let me tell you that if I were not truly "smit with the love of sacred song" I should throw poetry to the dogs! I am studying Law for the Sudder. Law and Poetry! Do you remember the lines in Pope?

> "A clerk foredoomed his father's soul to cross,
> Who pens a stanza when he should engross!"

Well—I am that man, though I have no father, I am, besides, engaged in litigation with a score of people for my paternal property. But "nimporte" as the French say. I have a brave heart and mean to fight my battles bravely. I would sooner reform the Poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russians.

I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact. But now—I even go the length of believing that our Blank Verse "thrashes the Englishers" as an American would say! But joking apart, is not Blank verse in our language quite as grand as in any other?

I enclose the opening invocation of my 'মেঘনাদ' —you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent. By the Bye, I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ . You shall have a copy as soon as the book is out of the press.

I suppose I must conclude here. Don't forget to write to me; at any rate, don't hesitate to believe that I am

Your affecctionate old friend.

58. My dear Raj Narain,/I ought to apologise to you for not having replied to your kind and welcome letter so long; but I must warn you not to expect anything like regularity in me as a correspondent. I am by nature a lazy fellow, besides, I have a great deal to do. I have my office-work to attend to; I generally devote four or five hours to Law; I read Sanskrit, Latin and Greek and scribble. All this is enough to keep a man engaged from morn to dewy eve and so on. However, here you are—as I have just half an hour to devote to the pleasant task of writing to an old friend whom I have at last learnt how to value.

Some days ago I wrote to my publisher to send you a copy of the new drama; I am very anxious to hear what you think of it. I am of opinion that our dramas should be in Blank-verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees. If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself

to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre. But let me know what you think of Padmavati. I am sure I need not tell you that in the First Act you have the Greek story of the golden apple Indianised.

Tilottama is printed, though the Printer has not yet sent it out. You shall have a copy as soon as possible. As I believe you are one of the writers of the Tattwabodhini Patrika, will you review the Poem in the columns of that Journal? That would be giving it a jolly lift indeed. If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend. Pitch in into me as much as you think I deserve, I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail!

I feel highly flattered by the approbation of your wife. She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance. I did not read that part of your letter to Rangalal, who is often with me, for we were boys together at Kidderpore and he used to call my mother (God rest her soul!) mother. He is a touchy fellow, but I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than his. My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps, imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tilottama seems to have created some impression on him, as you will find in his very next poem.

I am glad, my dear fellow, that your domestic discomforts are gradually disappearing. I pray God to bless you and make you happy. You fully deserve to be so, for you are an honest-hearted and guileless fellow, full of enthusiasm and in some points what the world in its wisdom would call—a fool. You may rest assured that I am longing to see you.

I am going on with Meghanad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year. I am glad you like the opening lines. I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it. When you get your copy of Tilottama you must send me a regular Aristotelian letter about the fable, the characters, the sentiments and the language. You must also review it in such a way (publicly) as to initiate our countrymen into the mysteries of a just and enlightened criticism. What a vast field does our country now present for literary enterprise! I wish to God, I had time. Poetry, the Drama, Criticism, Romance—a man would leave a name behind him, "above all Greek, above all Roman fame." I wish you would take up the subject of criticism. Aristotle, Longinus, Quintilian, the Sahitya-Darpan, Burke, Kames, Alison, Addison, Dryden and a host of others, not forgetting old Blair's lectures or the German Schlegel. If you don't read Sanskrit with ease, get a Pandit to work under your direction.

Where is the fat old Deputy Magistrate of B—now? I have not written to him for a long time and that is why he is vexed with me. Pray send him my love. That, I hope, will soothe his irritated feelings as a tub is said to do with reference to a whale or Leviathan.

When do you mean to come to Calcutta? By the bye, can you induce the Educational Superintendent of your side of the world to take Tilottama by the hand for the higher classes of your school? With you for a teacher, the book is sure to make a tremendous impression.

You must know, my good friend, that I am in mourning for a relative of my wife's—that died in England five months ago. I am sorry I have no news to give you. I lead the life of a recluse, conversing with the mighty dead through the medium of their works and caring as little for the living world as possible. I hate most of the newspapers of the day—Native and English. They do contain such rubbish! And now adieu, my dear fellow. Write to me always but don't expect me to keep pace with you. Gour has given me up as a hopeless job. Pray, don't follow that fellow's example. With sentiments of the sincerest affection.

15th May, 1860. Ever yours most sincerely.

P. S.—Your good wife, by the bye, is not the first lady-reader of Tilottama. The author's wife claims to have read it before her.

59. My dear Raj Narain,/The Tilottama is out. I have ordered Messrs I. C. Bose & Co., to send up a copy to you. As soon as you get the book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism, especially, when that criticism is from an honest friend, who wishes me well.

The want of what is called "human interest" will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women.

You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain ; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate", that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest! If your friends know English, let them read the Paradise-Lost, and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank-verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as a English Blank-verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

Your opinion about Padmavati is very gratifying, indeed. Baboo J. M. Tagore sticks out for Sharmistha. But as you have not seen the latter play acted, you cannot be so warm in her favour as J.M.T. When Sharmistha was acted at Belgatchia the impression it created was indes

cribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmistha and shed tears with her. As for my own feelings they were "things to dream of not to tell." Poor old Ram Chandra Mitter was mad and grasped my hand, saying "why, my dear Madhu, my dear Madhu, this does you great credit indeed! O, it is beautiful!"

I sent your message to Rajendra some days ago. He thinks you are angry with him, because he has not yet replied to your last. Now, know, good youth, that the fault is entirely mine, I have got that letter and refused to yield it up to the jolly youth of Sunro, because it contains your suggestions about the সিংহল বিজয় কাব্য and which said suggestions I wish to preserve for future use. I hope you will write to Rajendra—to say that you are not angry with him. I have promised to make peace between you; pray, don't let me find that I have no influence over you at all.

Rangalal says, he never received your letter. He is very proud of your approbation: of course, I have not told him what you and I think of his prose. He is a very touchy fellow, more so than a sensible poet should be. He is writing another tale about Rajputana. Byron, Moore and Scott form the highest Heaven of poetry in his estimation. I wish he would travel further. He would then find what "hills peep o'er hills"—what "Alps on" "Alps arise!" As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (Do) and Milton. These কবিকুল গুরু ought to make a fellow a first rate poet—if Nature has been gracious to him. I must now conclude. Hoping to hear from you, with kind regards yours as ever.

July 1st, 1860.

P. S. Please tell Gour I have sent a copy of Tilottama for him to his cousin, at the Asiatic Society, not knowing where he himself is posted at present.

60. My Dear Raj Narain,/Many thanks for your kind letter and the volume of sermons, for such, I suppose, I must call them. O! Rev'd. Sir, I have read several of them and like them very much. Rajendra once told me, you are a good Bengali writer; your book confirms his opinion. The style is free from all those vices that disgrace the Bengali of the present day, and what is more, it shows that very *unfashionable* thing, *mind*! If I felt more interest in religious matters than, I am sorry to say, I do, this book would be my constant companion. But you know I am "smit with the love of sacred song." There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend! Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghanad. If you do, I shall begin to rave. The Muses before everything' is my motto! It won't cost you more than a couple of nights to get over it. I am anxious that the work should be finished by the end of the year, and I am anxious to know how far I have succeeded in getting into the true heroic style. Besides, my position, as a tremendous literary rebel, demands the con-

solation and the encouraging sympathy of friendship. I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those, whom our countrymen have worshipped for years, as imposters, and unworthy of the honours heaped upon them! I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghanad destitute of merit, why! I shall burn it without a sigh of regret.

I am truly rejoiced at the idea of meeting you and hope nothing will induce you to change your mind, regarding the proposed visit. I do not know your friend Debendra Nath Tagore personally. I hear one of his sons is a good poet. He is the author of a very readable translation of my favourite Meghaduta.

I remember Kumar Shawami. Alas! what can I do for him! If you think he would accept a small gratuity I shall be glad to send him some money when I can borrow any. Comparatively speaking, I dare say, I am quite as poor as he is! I cannot afford to buy the books I wish to read.

You are welcome to review Tilottama when you like. By the time you propose to do so, I think, the book will be running through a second edition. But no matter, your opinion, especially, when deliberately given, ought to influence a certain class of our people. Perhaps you will laugh at the idea, but I do assure you that since the publication of the book your name has been frequently in men's mouths. Ask Rajendra. Many have said, "O, that Rajnarain Bose of Midnapore is a clever fellow. He seems to appreciate this book warmly. He is right!"

I have nearly done one-half of the Second Book of Meghanad. You shall see it in due time. It is not that I am more industrious than my neighbours; I am at times as lazy a dog as ever walked on two legs; but I have fits of enthusiasm that come on me occasionally, and then I go like the mountain-torrent! Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I *never* drink when engaged in writing poetry; for, if I do, I can never manage to put two ideas together! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer.

I suppose the work you are engaged in writing, will turn out to be of permanent interest. Nothing like it; we, friend, are the men to turn away those beggars or pretenders, whom they call Pandits but whom I call barren rascals! When we meet I shall have to say a hundred thousand things to you relating to our literature. I have made up my mind to write (Deo volente!) three short poems in Blank-verse, and then do something in rhyme; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No! I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a romantic tale in it, but of all that hereafter.

Excuse this rambling letter and let me hear what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes He was a noble fellow, and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the

sea. By the Bye, if the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad. As it is, you must not expect any battle scenes. A great pity! Adieu, Praying God to bless you and yours.

14-7-60. I am, dear R., Ever yours affectionately.

61. My Dear Raj Narain,/I cannot sufficiently thank you for your most welcome letter. Believe me, you endear yourself more to me by the *candid manner* in which you point out the defects of the Poem than by the praise (and it is splendid by Jove) you bestow on it. The idea of fixed lightning, though hackneyed, is not bad. The whole beauty of the passage (in Book II 19—40) depends upon it—that is to say, if there be any beauty in it at all. You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he cannot resist "Fate." Perhaps, your partiality for the two brothers has slightly embittered your feelings against the poor king of the gods. I myself like those two fellows, and it was once my intention to have added another Book to place them more conspicuously before the reader, but I did not like to entail a larger expense on my friend, Babu Jotindra Mohan Tagore. Indeed, I wanted to stop at the end of the Third Book—but he in a manner insisted that I should finish the story. You must not, my dear fellow, judge of the work, as a regular "Heroic Poem." I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told. You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras? I am anything but a Pandit like Rajendra who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidasa, and that, I think, is quite enough for me.

I have finished the first Book of Meghanad. You shall have it as soon as I can get somebody to make a fair copy for you. I intend to send you the poem, as I proceed with it in manuscript, so that I may have the advantage and benefit of your remarks and suggestions before going to press. I am positive you will read with care and attention what I send you. It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the Poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. Before I began this letter, I wrote the following opening lines for the Second Book of মেঘনাদ These lines ought to give you some idea of the Episode that is to follow.

কি কারণে ত্যজি লঙ্কা কহ, শুভঙ্করি,
সারদে, প্রবাসে বাস করে শূরমণি
মেঘনাদ? কোন দেব, মোহের শৃঙ্খলে,
(কি না তুমি জান সতি?) বাঁধেন কুমারে,

বন্দীসম, দূরে এবে—এ বিপত্তি কালে?
মদন সর্ব্বদমন। যে বীরকেশরী—
বাহুত্রাসে বৃত্রাসুর-অরি বজ্রপাণি,
কাতর, কন্দর্প, তার বীরদর্প হরি,
প্রেমডোরে বাঁধি দূরে রাখেন কৌতুকে;
মায়াময় মায়াসুত বিদিত জগতে।

You will at once see whom I imitate;

"Who of the gods impelled them to contend?
Latona's son and Jove's—" Cowper's Homer's Iliad.

Milton has imitated this—

"Who first seduced them to that foul revolt?
The infernal serpent"—Book I

As for my law-suits I have won one, and another is dragging its slow length along. I am at present master of an estate paying 2500 to 3000 Rs. a year. But the devil! a rupee of it I do not expect to see for months, probably for years yet. There is an appeal pending in the Sudder. How I sometimes wish, my dear Raj, that I were a Rishi in my forest solitude! But thank God, I am not unhappy. If the world does not care for me, I do not care for it. We are quits. Pray, how do you know the Rev. D. Vyasa did not march into beef and sip his brandy-pawny.

The new poem is doing very well, considering everything. I have heard that V has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much of the "master-singers" whom the author of Tilottama imitates, and in whose school he has learnt to write poetry. This ebullition of ill nature on the part of V—has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city. At least, that is what I hear. Jotindra thinks it is "clan-feeling" or in plainer words downright envy. Others less mild than Jotindra, call the old boy, a dirty, envious fellow. Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say— "হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয় নি।" But they regret the author did not write in rhyme, that would have made him popular. These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song! They regret his want of popularity, while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of. But hang the insects of a day! It is getting late, so I must conclude. By the Bye রাধার বিরহ। is in the press. Somehow or other, I feel backward to publish it. What have I do with Rhyme. Ever your affectionate.

62. My dear Raj Narain,/Here is the First Book of the Meghanada. I hope you will find the writing legible; you need not return in the sheets, I have another copy by me. I need scarcely say that I shall look out with feverish anxiety to hear from you, and yet I should be sorry to hasten you. You must weigh every thought, every image, every expres-

sion, every line, and all this cannot be done in an hour. I believe I have convinced you that I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. Go to work without any misgiving old boy. Whether you placed the brighest laurel-crown on his head (the brightest of all the crowns yet worn in Bengal), or kick him out from the holy temple of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog! I hope you will not spare anything in the shape of weak or unpoetical thoughts, weak and nerveless expressions, and rough line.

You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work you will see nothing in the shape of "Erotic Similes;" no silly allusion to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."

Talking of criticism, I am told the Editor of the *Indian Field* (Kissory Chand) is going to ask you through Rajendra to review Tilottama for his Journal. I am sure he could not have gone to a better shop.

I sent you a few lines, the other day, as the exordium of the Second Book of Meghanad. I have since changed my mind, and the Second Book will be quite a different thing from what you probably expect. I have done nearly two hundred lines. I suppose you read the Bible. Well! the stars in their course are fighting against Sisera. I am afraid there will be no Sudder Examination next year. It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money. If nothing interrupts me, you may expect to see Meghanad finished by the end of the year. It is to be in five Books.

Adieu! Write to me after you have read the verses carefully. You are welcome to show them to your friends, who, I trust, are, by this time, great admirers of Blank-Verse! In Calcutta, the sensation created is by no means inconsiderable. Hear what one critic says:—"I read your book with feelings of admiration and have no hesitation in affirming that its poetry is of such high order that I have never seen anything like it yet attempted in Bengali." The writer is a Banian's assistant in a mercantile firm. It is getting late, so let me conclude.

Believe me, My dear R., yours affectionately.

কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

63. My dear Keshab Baboo,/Some weeks ago, I sent you the First Act of সুভদ্রা through our friend Jodu. Here goes the Second Act.

I must tell you, my good friend, that I do not intend this drama for the stage. It is simply a "Dramatic Poem."

Allow me to say a word or two about the plan on which I am proceeding. I need scarcely tell *you* that the Blank form of verse is the

best suited for Poetry in every language. A *true* poet will always succeed best in Blank verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron-shoes. What is the result? Lameness!

In reading over my poem, you must look—1st to the imagery; 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed; 3rd to the *individual* flow of each verse. Do not care for the *general effect*. Time will look to that. If I have succeeded in the above-mentioned particulars,—that is to say, if there is good poetry in the book, expressed in elegant and choice language, and if each verse is musical, then my friends need not be troubled on my account. The Book will float up—if not to-day or to-morrow, at least, thirty years hence. In submitting this thing to you and to our learned friends, I am anxious that you should tell me whether you find any poetry in it, and whether that poetry is expressed in poetical language.

The verse is what in English we would call "Alexandrine" i.e. containing 6 feet. The *longest* verse in our language is the 7 footed পয়ার but that is, like the Greek and Roman Hexameter, *too* long and pompous for dramatic purposes. The Greek and Latin Dramas are not written in Hexameter. *Our* 7 footed verse is *our* "heroic" measure. I hope, one of these days, to send you specimens of it. When I first began to write, my ear used to rebel. but now I have grown completely reconciled to Bengali. Blank verse, and its melody and power *astonish* me. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English Pros—retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more "অনুপ্রাস" and "যমক" than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank verse. Take my word for it, that Blank verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, *our* classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no "genius" among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527? This nobleman's play, called "Gordobus" first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakespeare wrote. My motto is, "Fire away, my boys!" The Namby-Pamdy-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder—*our* Pope, who has—

"Made Poetry a mere mechanical art,
And every warbler has his tune by heart!"

may frown or laugh at us, but I say—"Be hanged" to them!

How are you getting on with "Sharmistha"—my Garrick? Have you seen "Padmavati"? Will it do as Sharmistah's successor?

After you have read over this Act, please hand it over to Baboo J. M. Tagore and our noble manager. What about the Farce, the "ভগ্ন শিবমন্দির"? With kind wishes, I am my dear Keshab Baboo,

Ever yours Sincerely.

64. My dear Gangooly,/Last Sunday, I submitted another "Synopsis" of a Drama on an entirely Hindu subject. I dare say you have already seen it. If so, is it not beautiful? For two nights, I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about 1 A.M. last Saturday, the *Muses smiled*! As a true realizer of the Dramatist's conception, you ought to be quite in love with কৃষ্ণকুমারী as I am. Lord! What a romantic Tragedy it will make! I have made the List of Dramatis Personæ as short as I could, for I wish to leave no loop-hole for our Manager to escape through. Fancy, only 5 or 6 males, and but 4 Females in a Historic Tragedy! If the Chota Raja should grumble about the Females, please tell him I undertake to find 3 out of the 4!

I wish you would stir them up, সখে মাধব ! It is a down-right shame that such a theatre, as that at Belgatchia, should be the abode of Bats, or what is tantamount to it, the gaze of Bat-like men! as the boatswain says in the "Tempest."

"Heigh, My heart; cheerly, cheerly, my hearts; yare, yare Take in, the top-sail; tend to the Master's whistle. Blow, till thou burst thy wind, if room enough!"

If you all like the plot, I promise you the play in six weeks, if not earlier. But I must be met half-way. ধীমা তেতালা is not the তাল for me.

If you have *not* seen the "Synopsis", run to Jotinder Baboo and he will show it to you.

With sentiments of every kind regards to self and friend *Deenoomeah*. Yours very sincerely.

P. S. We must have a farce with the Tragedy. I tell you what friend Garrick, even if we prolong the play to 2 A.M. no one will grumble. The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours, but I shall make the tragedy as short as I can.

65. My dear Gangooly,/I should have written to you earlier but the holidays intervened and there was an end of the matter for two days.

Your commendation makes me pround of myself. Indeed, it worked me up to such a pitch of enthusiasm that I felt half disposed to sit down and begin operation at once! But calmer thoughts arose to dissuade me.

You must know, my brilliant friend that just now I have no time to write a Drama *"on spec"* as they call it. I am engaged in writing a poem on the death of Meghanad, the celebrated son of Ravan, generally known as "Indrajit"—besides, it is high time that I should resume my legal studies, seeing that the year is nearly at an end, and I may be called

up for an examination next January. But if the Chota Rajah really makes up his mind to reopen his theatre, I am his man! This, I wish, you would ascertain next Sunday, when I suppose you will have an opportunity of seeing both him and Jotinder. Ask the Chota Rajah candidly what his real intentions are. There is no use writing a play and then leaving it to rot in my desk. All this you must ascertain next Sunday, and communicate to me the result of the mission, next Monday. If the Chota Rajah is for a play, and I *sincerely hope* he is, you shall have Krishna Koomary before you are many weeks older.

You suggest an under-plot, the suggestion is good ; *what* can be bad that comes from you, O thou *avatar* of the Roman Roscius and the English Garrick!—But it will involve the necessity of two more females. The story of Krishna, though tragic, is barren of incidents. Instead of lengthening it, I would rather write a Farce to be acted with it. But *Master's Hookum* is my motto. Write to me next Monday and believe me. Ever yours affly.

66. My dear Gangooly,/Many thanks to you and to Jotinder Baboo, though I am not particularly interested in the question of getting the work printed. This I look upon as a secondary matter. What I want is to have it acted and acted by such an actor as your noble-self. The play would be an experiment, and, unless well supported by great histrionic talent, could not be expected to create any very great sensation.

To complicate the Plot, by the introduction of one or two more character (male), would be to complicate it in every sense of the word ; for you must remember that the play is a historical one, and to introduce battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader. I am for two more females. This জগৎ সিংহ of জয়পুর had a favourite mistress. Tod gives her the name as the "Essence of Camphor" ; I think we may bring her in and allow her jealousy fully play. Her arts would offer a fine contrast to the innocence of our Heroine—though they are never to be brought together, and I also intend to make her contribute an air comicality to some of the scenes—and she should have her "Familiar" or সখী

A "synopsis" can hardly be supposed to give a reader a full idea of the Plot as it rises in the Dramatist's mind. But if you examine the one, forwarded by me, carefully, you will find the Queen a very necessary character ;—so also the তপস্বিনী। And here, I must make a few remarks on the disadvantages we, "Indian Bards", labour under, with reference to Female characters:—

The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different. It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step. The consequence is, I am obliged to have a larger number of females to give my Plot an

air of fulness, and I must here tell you, my dear G, what, I dare say, you will allow at least to some extent, *viz*, that we Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours. Look at the splendid Shakespearean Drama. If you leave out the Mid Summer Night's Dream, Romeo and Juliet and perhaps one or two more, what play would deserve the name of *Romantic*? Romantic in the sense in which Sacoontala is Romantic? In the great European Drama you have the stern fealities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the Sarmista, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere Poet. I often forget the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry; if I find her before me I shall not drive her away; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to *create* characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry. The proof of the Pudding, however, is in the eating, and I hope to send you the First Act in time to enable you to read with Jotinder Baboo, next Sunday. As for the language, the Drama to be written in, I shall follow Dr. Johnson's advice;—"If there be" says he, "What I believe there is, in every nation a style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseology so consonant and congenial to the analogy and principles of its respective language, as to remain settled and unaltered, this style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance." And he commends Shakespeare for having adopted this language; and this advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction, and that will be in the more Tragic parts of the play.

You must remember these remarks, my dear fellow, when you sit down to peruse the Play, and I must at the same time beg of you to treat me with the *utmost* candour. No human being is infallible, and I the last man to feel hurt when my faults are pointed out to me, either by friend or foe. If this Tragedy be success, it must ever remain as the foundation stone of our National Theatre. Excuse this long letter, and believe me. Ever yours most sincerely.

P. S. Blank verse only in soliloquies? What say you? As this play will be full of acting and dialogue, there won't be many openings for Blank verse; but a little of it won't hurt anybody, I think.

67. My dear Gangooly,/Tho' I have nearly finished the First three Acts, I have not had time to make a fair copy of them. The pleasure of

composition is outweighed by the trouble of copying! Here is the First Act. That মদনিকা will play the Deuce with ধনদাস। I hope the portion of the play I am sending, would not disappoint you and other friends. You will find the Second Act more solemn. The most beautiful plays in the world are combination of Tragedy and Comedy. I have not given any verse—of that, by and by. Let me know by Monday, what you think of this Act. You are welcome to strike off, add, alter and all that. In great haste. Ever yours sincerely.

68. My dear Gangooly,/Here you are. This is act No. 3. The Fourth act has also been completed, but I must make a fair copy of it before I send it to you.

Jotinder Baboo writes to me to say that he is not well enough to read the play just now, and that he has made it over to the Chota Rajah. Now, from what I know of the Chota Rajah, I am afraid he will not look into it at all, unless there is some one *at* him. This task you must undertake, you and Deenoo Baboo. You must *force* him to read the scenes with you. If not, I have laboured in vain.

If the Chota Rajah *really* wishes to reopen his Theatre, he ought to send the Mss. at once to the Printers and then read over the proofs with you. Yours as ever.

P. S. I do not know how it is, but I fancy that every thing will end in smoke.

69. My dear Gangooly,/Here is the Fourth Act. As a humble member of the noble Belgatchia Amateur Company, I am doing what I can to promote its glory. If the other members won't stir themselves, it is no fault of mine By Jove! Here is a play—if meritorious in no other respect, at least *brimful* of acting, acting, acting! I shall soon finish the Last Act; it will be highly Tragic. Poor Kissen Kumari will die. Yours in haste.

70. My dear Gangooly,/I wish you had not thought of Shakespeare so much, as you appear to have done, when you sat down to peruse poor Kissen Kumari. Some of the defects you point out, are defects indeed, but it does not fall to the lot of every one to rise superior to them, and even Shakespeare himself does not do so often. As a first rate actor, you are as a matter of course, a first rate dramatic critic, but do not believe for a moment that there are *three* men in all Bengal who would discover these *secret* failings of the Play.

As for "variety of action" there is not much of it, to be sure, but the result I could not very well avoid owing to the original barrenness of the Plot. I do not pretend to understand much about acting, that is your province; but I am disposed to believe that you are mistaken in thinking that the play would not succeed on the stage. With the actors we have, we cannot expect very great amount of success; but I

fancy it would create a deeper sensation than any play yet produced. If all our actors were like yourself, it would be different thing. Most of the Shakespearean Dramas were no better acted, at first, I suspect, than ours are. As for the male characters, that is another inconvenience of the plot. I have tried to represent Juggut Sing as I find him in History, a somewhat silly and voluptuous fellow; Bheem Sing as a sad, serious man. The other characters invented, but I had to *conform* them to the principal characters. As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yago. The plot does not admit of such a character, even if I could invent it—which I gravely doubt! I wish *Bullender* to be serious and light, like "Bastard" in King John. Dhanadass is an ordinary rogue, indeed, but he will do admirably, if you take him by the hand!

As for the females, there I am on my own element, and I hope you will like them all. The Queen of such an unfortunate Prince, as the Rana Bheem Sing, cannot but be sad and grave; the princess, I hope, is dignified, yet gentle. But the Madanika is my favourite. Kissen Kumari falling in love with a man she has never seen before, is by no means uncommon in our own ancient History or Fable; the name of Rukmini will occur to you at once; I believe there are allusions to her in the play. I am aware that it will be hard to get good female actors; but we must make the most of what we have. This is a misfortune I cannot remedy. I have great faith in you as a Teacher.

I am happy you like the language. Ease can be only obtained by practice; and I am as yet a mere novice. But I hope I am a *progressive animal.* As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being *comic*; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the Play. But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark has suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this;—never *strive* to be comic in a tragedy; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan. Perhaps, you will not find many scenes in his higher tragedies in which he is *studiously* comic. However, both yourself and our friend Tagore are welcome to brush up into a comic glow in any scene, that would admit of such a thing. I am not such an ungrateful fellow as to find fault with my friends for trying to make me look handsomer!

As for beginning the play with a soliloquy, that is of little consequence; a little mannerism does no harm, and, I promise you I shan't do it again.

Perfection, my dear fellow, can only be attained by long practice. So you must not be very severe upon poor me. If spared, perhaps, I shall yet do better!

I am truly happy that you like the play upon the whole. I hope

Jotinder Baboo and our Manager will sail in the same boat with you. The style of criticism you bring to bear upon the play, is the very highest possible; such an *aesthetic storm* would sink the ship of every dramatist in the world, save and except Shakespeare; and even he would suffer considerable damage! A word about the Scenes:—I am very fond of busy and varied scenes; and as for the French idea of not allowing one set of actors to retire and introduce another, I have no great respect for it, and yet I like to preserve "unity of place" and, as far as I can, that of time also. Examine each act and you will find unity of place if not of time.

Your letter fills my heart with hope. I fancy you can move the Chota Rajah, if you really wish it. As for Jotinder Baboo, his enthusiasm requires little pushing from behind. If these two gentlemen like it, they can make this an age of glory in the literary annals of their country! Let them but seriously encourage the drama, and they will see wonders! If not, we must strike our heads and say,—"alas! born an age too soon"!

I am quite ready to undertake another drama, but this must be acted first. We ought to take up Indo-Mussulman subjects. The Mahomedans are a *fiercer* race than ourselves, and would afford splendid opportunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.

Excuse this scrawl. Hoping you are quite well personally and domestically. Yours most Sincerely.

1st September, 1860.

P. S. I. I shall alter the opening soliloquy and remove it to some other place.

P. S. II. I am sorry Jotinder Baboo is still ailing. I hope to go and see him to-morrow. I wish you would begin the work of revision at once;—I am *so* impatient! After this we must look to "Rizia"—I hope that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up. If you like, I can pick up other subjects from Tod. But I must first finish my *Meghanada*. That will take me some months.

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত

71. My Dear Raj Narain,/I received your kind letter just ten minutes ago. Where did you go to? Or what do you mean by alighting on Terra Firma?

I am *so* happy you like my Meghanad, I mean to extend it to 9 সর্গs I have finished the second and as soon as I can get a copy made, you shall have it. I hope the Second Book will *enchant* you! The name বরুণানী but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বারুণী and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rues. I am very busy just now, so you must excuse these few lines. I was looking out with anxiety for this your

letter. Have you seen Rajendra's critique on Tilottama in the Vividhartha? I suppose you have. It is kind.

I have no objection to subscribe one half of my pay towards a statue for I. C. Vidyasagar as the Promoter of Widow-Re-marriage. I must pause here. Believe me, My dear R., Ever your affectionate.
August 3rd, 1860.

72. My dear Raj, It is many weeks since I last wrote to you or heard from you, but I have been dramatizing, writing a regular tragedy in—prose! The plot is taken from Tod, Vol. I., P. 461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumary. There is one more Act to be written—viz. the fifth. Besides I could not get any one to copy the Second Book of Meghanad before this. The copy I enclose, though neatly written, is so full of bad spelling that I do not know whether you will be able to make anything of it. But you are a first-rate fellow and not many years ago, neither you nor I should have thought it extra-ordinary to see the name শিব written ষীব or any such orthographical eccentricity. Really what rapid advances our language (I feel half tempted to use the words of Alfiery and say "Nostra Divina Lingua") is making towards perfection and how it is shaking off its sleep of ages.

You must try and see what you can do with the enclosed. As a reader of the Homeric Epos, you will, no doubt, be reminded of the Fourteenth Iliad, and I am not ashamed to say that I have intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible. I never like to conceal anything from you, so that you must not think me vain if I say that in my heart I begin to believe that this Meghanad is growing up to be a splendid Poem! I fancy the versification *more Melodious* and *Virgilian* and the language easy and soft. You will probably miss in this Poem the rather *roughish* elevation of its predecessor. But I must leave you to judge for yourself.

The Tilottama is going on well. The first edition is nearly exhausted. Even the stiff old pundits are beginning to unbend themselves, and the "Someprokash" has spoken out in a manner rather encouraging than otherwise. Blank verse is the 'go' now. As old Runjit Singh used to say, when looking at the map of India,—*"Sub lal ho jaga"* I say "Sub Blank verse ho jaga." I had a long talk with Rungolal, last evening on the subject of versification in general and Blank-verse in particular: he said—"I acknowledge Blank verse to be the noblest measure in the language, but I say that no one but men accustomed to read the Poetry of England would appreciate it for years to come". I grinned and said "N'importe." I did not care a cowry when it became popular, provided I knew that some day or other, it would become popular.

I hope my dear Raj, you won't imitate me in the matter of correspondence, that is to say, never write to a fellow if you can help it. You are a hard-working systematic fellow, and I as lazy a dog as ever wore

leather shoes. I shall look out for a long letter from you—biographical, historical and critical.

Gour is in Calcutta, pretending to be hard at his legal studies, but in reality idling, I am afraid. Pray let him know that I say so. He gives me the benefit of his company, almost every day, when returning home from the Society's Rooms. He is a good fellow, and I wish him success.

I say, old fellow, I have often thought of asking you your opinion as to the advisability of introducing Blank verse in our dramas. Upon my soul, my heart aches to think that I am obliged to write in prose; and yet what can I do? I can't get any one to consent to act a piece in verse. Give me some of your solid arguments and convince me that prose is the thing for the drama, so that I may have rest.

How are you getting on with your grand theological work? I know a young friend of yours—some Gangooly, Devendra Nath Tagore's son-in-law, whom I often meet at the Supreme Court and we generally have a talk about you. He tells me that your work is all about the origin of the human race or some such tremendous subject. He is a fine fellow! *serious* and, I believe and hope, not *vicious*.

So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th. Examples:—

"জয় জয় অমরারি যার ভুজবলে,
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত রিপু,
বজ্রী" —তিলো—৪।
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে
অনঙ্গ।" —মেঘ—২।
"কেহ কহে দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু।" —তিলো—৪।
"আইলেন বক্ষেশ্বরী, মুবজা-সুন্দরী
কুঞ্জর-গামিনী।" —তিলো—২।

কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

73. My dear Gangooly,/You must not fancy that I have been idle Kissen Kumari was finished two days ago. Begun 6th August, finished 7th September—rather quick work, old fellow! But in these days of steam and other stimulating powers, a man must keep pace with the times! But though I have finished the Drama you can't have it for some days yet. I have to make a fresh or fair copy and that is really bother-some. In the meantime let me know how you are getting on Have you seen our Manager? What saith the man of Millions? Verily brother Keshub, my heart is set upon seeing Kissen Cumari acted at *Belgatchia,* and the Chota Rajah ought to do it. I wish you would

make it a point to see him to-morrow on the subject. Take Deenoo Meah with you and go like a good fellow. If Jotinder Baboo is better, as I hope he is, take him with you also. Mind you, you all broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese! If you see the Chota Rajah to-morrow and he shows symptoms of a yielding spirit, we can have a meeting Sunday after next (to-morrow week) at Belgatchia, and I shall go over. If the Chota Rajah begins to talk of his brother's absence, silence him by saying—"Pooh, my lord, we know your brother never says 'nay' to anything you wish to do. This sort of *bosh* won't go down with boys like ourselves! Ha! Ha!"—

I flatter myself you will like the Fifth act. I shed tears when poor Kissen Kumari stabbed herself and fell on her bed! And then the poor queen also dies—but behind the scenes. There are three scenes in this act. I am afraid the play has grown longer than I intended, but never mind. No one would grumble at a good play for being a little too long. What more?—as we say in Sanskrit— কিমধিকং?

With most Sincere regards, yours affectionately.

74. My dear Gangooly,/Here is Kissen Kumari—Your Kissen Kumari, I dedicate her to the first actor of the age, to a gentleman of whose friendship I am proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him. Should we ever have a national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may he associate my humble name with yours! God bless you, old boy!

And now work away like a jolly fellow, and set Jotinder Baboo to write the songs. He is sure to do every justice to the play.—Don't depend upon me, for I am going to plunge deep into Heroic Poetry again. Yours ever affectionately.

75. My dear Gangooly,/Many thanks for your letter with enclosure. By Jove, this act is really brilliant! I have written to our friend Baboo J. M. Tagore about the songs. The first and second acts are already in type.

It strikes me, that if the Drama is to be acted, you should better at once organise your company and begin operations with the two acts already printed. Go on rehearsing at Jotinder's and then you can settle whether we are to do the thing in the Town Theatre or blaze out at dear old Belgatchia. I vote for Belgatchia.

Now master Dhanadas, allow me to give you a bit of advice. Put down Issur Chunder Sing as "Joggut Sing," and then you will very soon find yourself at Belgatchia! Do you see him now? I hope Preonath will take up ভীমসিংহ! Deenoo সত্যদাস; Jodoo বলেন্দ্র; Sreenath the other মন্ত্রী By the Bye—do you think Kissendhon will do for Kissen Kmari? Make Kali মদনিকা; under your guidance, he is sure to do very well.

The first five books of Meghanada are ready; you shall have your copy as soon as I can get hold of one to send you.

Hoping you are quite well, and with kind regards to self and other brethern of the Buskin. Yours as ever.

16th January, 1861.

76. My dear Gangooly,/We have not seen each other since the poetical meeting of ours on the bank of the—Laldighi. However, I trust you enjoyed your holidays.

And now old boy, *what* about Kissen Kumari? What has our elegant friend Baboo J. M. Tagore done? What does he intend doing? What says our "Manager"? I am afraid, brother Keshub, we are all losing that fine enthusiasm we once had in matters dramatic! As for me, excuse my vanity; I think I have some little excuse—another branch of the art is seducing my soul at present from the "Old Love"; how will *you* answer at the Bar of Posterity!

If Kissen Kumari does not satisfy our friend, I am just now comparatively free, and don't mind plunging in again! However, give me all the news you can. I should be sorry to see the play acted in the rainy weather, and the cold weather has fairly commenced

If the Rajahs of Paikparah are bent upon shutting their doors against সরস্বতী I hope the poor Goddess will still find a warm friend in Baboo Jotindra Mohan Tagore!

With kind regards, Believe me, ever yours truly

Tuesday

গৌরদাস বসাককে লিখিত

77 My dear Gour,/I do not know who the author of this address is; but I fear its *English* would subject your committee to some ridicule. It is not altogether chaste and idiomatic. However, you fellows are the best judges of that.

The paper was taken to the public Library by a mistake on the part of my servant yesterday. Yours as ever.

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত

78 My dear Raj Narain,/Several weeks ago I forwarded to your address the Second Book of Meghanad. How is it that you have not yet said a single word to me about it? I hope the packet reached you safe. I have finished my Tragedy on the death of the Rajput Princess Kissen Kumari. Babu J. M. Tagore and his friends have got hold of it and it will be shortly printed They speak of it in a very flattering manner. But you must judge for yourself.

I have resumed Meghanad and am working away at the Third Book. If spared, I intend to lengthen this poem to ten Books and make it as complete an epic as I can. The subject is truly heroic; only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them. I also intend to pub-

lish the first five Books as soon as I can finish them, without waiting to complete the Poem. Let the public have a taste of it before the whole thing is given up to it. Did I tell you that Babu Digumber Mitter (of whom you have no doubt heard) has promised to coach the work through the press in a pecuniary point of view? In this respect, I most thankfully acknowledge, I am singularly fortunate. All my idle things find Patrons and Customers. I want to introduce the sonnet into our language and some mornings ago, made the following:—

কবি-মাতৃভাষা
নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা, 'হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে?'

What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tilottama. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see "Great merit" in it, and the Someprokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular. I don't know if you read the Education Gazettee. If you do, you have no doubt seen the Editor's remarks on Blank verse. I do not think R. either reads or can appreciate Milton; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article. He reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better.

I am just now reading Tasso in the original,—an Italian gentleman having presented me with a copy. Oh! what luscious poetry. If God spares me for some years yet, I shall write a poem, a Romantic one in the *Ottava Rima* or stanzas off eight lines like his. Perhaps I shall write your "সিংহল বিজয়" in that measure.

I have no news to give you. I read no newspaper and seldom stir out of home; but you may rest assured that I am looking out, with great

impatience, for the Durga-Puja Holidays, because then I hope to see you in town. Old father John Long is decidedly taken up with Blank Verse. He told Gour the other day;—"In the course of four or five years Dutt will, if spared, revolutionise the language of your country!"

I must now conclude. Write to me, my boy, and believe me.

Ever your most affectionate.

79. My dear Raj Narain,/You will have by this time reached the old nest. Pray, write to me about Meghanad. I am looking out with something like suspended breath for your verdict.

A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghanad will finish me or I finish him. Thank Heaven. I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him. However, you will have an opportunity of judging for yourself one of these days.

The poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton; many say it licks Kalidasa; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets; Milton is divine.

Do write to me what you think, old man. Your opinion is better than the loud huzzas of a million of these fellows.

Many Hindu ladies, I understand, are reading the book and crying over it. You ought to put your wife in the way of reading the verse.

Write to me, and never for a moment cease to believe I am in all sincerity, Your most affectionate.

80. My dear Raj Narain,/I am sure I have not the remotest idea as to why you are so confoundedly silent. What can be the matter with you, old man? Has poor Meghanad so disgusted you that you wish to cut the unfortunate author?

You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা—and the President Kali Prasanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy! I was expected to speechify in Bengali!

I have finished the sixth and seventh Books of Meghanad and am working away at the eighth. Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Æneas.

On the whole the book is doing well. It has roused curiosity. Your friend Baboo Debendra Nath Tagore, I hear, is quite taken up with it S—told me the other day that he (Baboo D) is of opinion that few Hindu authors can "stand near this man," meaning your fat friend of No. 6 Lower Chitpore Road, and "that his imagination goes as far as imagination can go."

But all this literary news you don't deserve to have, for neglecting me so shamefully. So I shall conclude in a rage, though with an unaltered love for you. Yours ever.

P. S. I have got acquainted with the Headmaster of the Cuttack School, but I don't recollect his name! What a nice man! He has promised to criticise Meghanad not publicly but for my special benefit. Thanks for that article in the 'Field'.

81. My dear Raj Narain,/I suppose you base your jolly little theory about my anger on my somewhat long silence. You are mistaken my friend! The fact is I have been very busy; besides, the heart of the weather is enough to cool down a man's ardour, epistolary, as well as poetical. An insatiable thirst for iced beer completely engrosses the whole system. The second and last part of Meghanad is being rapidly printed off, though I have yet a few hundred lines of the last (IX) Book to compose. Kissen Kumari will be ready for publication in a week or two and the Odes are now in the hands of the printer. I think I deserve some credit even for doing so much in this really fearful weather. I believe you will like the second part of Meghanad still better, at least I have been finishing it with more care. I shall not conceal from you that some parts of it fill my heart with adulation. I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue, would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you. Though, I must confess, I am impatient for your verdict—you know you give very useful hints—yet I shall wait till you read the whole poem. I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me. Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it? Many here look upon that Book as the best among the five, though Jotindra and his school call the Book-III—Promila's entry into the city—"The most magnificent." My printer Baboo I. C. Bose (a very intelligent man and once a most warm admirer of Bharat) and his friends stick out for the I Book. Comparatively speaking the work is wonderfully popular and command a very respectable sale. It has silenced the enemies of Blank verse. A great victory that, old boy.

I am going to print a plain edition of Tilottama. I wish to try and improve the text. The versification in many place is rather defective. A demand for that work is also increasing daily. You must wait for an edition with notes. Let the text be settled first.

I have already heard myself called both "Milton and Kalidas." How far I deserve the compliment, I cannot say, but it is certainly flattering. I think if spared some years, yet, and allowed to go on my

own way I shall do better; for I want practice. See the difference in language and versification, if in nothing else, between Tilottama and Meghanad. But I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric Poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.

You allude to the untimely death of poor Issur Chandra. When shall we look upon his like again? Alas! for the drama. But this is not the age for the drama to flourish. We want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse. When you read Kissen Kumari you will probably think that practice would make the author tolerable in that department also. But encouragement is the food that Practice grows upon. But where is that encouragement? However, I hope you will like the play, imperfect though it be for want of poetical numbers. I, a most hard hearted rascal, have cried over many scenes while correcting the proofs. It beats both Sarmistha and Padmavati. I must now conclude. You will be glad to hear that my law-suits are prospering. I am at present living at Khiderpore, for the house in town is undergoing repairs. However, continue to address me as usual and do not forget to end your letters bearing postage, as I intend doing. Then the rascally Post officers will not rob and cheat. With kindest regards. Yours affectionately.

P. S. They say poor Hurrish of the Patriot is dying. This is very painful. Of all men now living he has exercised the greatest amount of influence over the educated classes of our countrymen. I hope he will recover. His death would be a real loss, not to our literature, for he writes Feringishly, but, to the progress of independence of mind and thought.

82. My dear Raj Narain,/It is now my turn to complain. Why haven't you replied to my last? But perhaps it never reached you. Curse that Post office! How regular it is! Let me however try again.

You will be glad to hear that Kissen Kumari, the beautiful Rajput Princess, will be out in a day or two. I shall instruct my printer to send you a copy, as early as possible, and then you must tell me what you think of it. As for Brajangana, I really do not know what Boykanto Dutt is doing with her. But Meghanad is progressing steadily and we are now printing the VIII. Book—one but the last. There is an intellectual treat in store for you, my boy. I shall not attempt anything in the heroic line. Meghanad and Tilottama ought to satisfy the most poetical appetite in this age. O! that you were with me, my dear fellow! Wouldn't we sit together and read? Wouldn't we? I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila. I never thought; I was such a fellow for the pathetic. The other day Baboo I. C. Bose, my printer, fairly burst out crying, when reading Rama's lamentation for Lakshana. But I

won't tantalise you. Read Kissen Kumari as soon as you get it. There is some attempt at pathos in that book also.

Have you heard that I have won my Kidderpur-house case. The whole claim has been decreed except in that matter of my mother's jewels. I could not exactly prove my claim in that matter, so the Judge has only decreed 1300 Rs. But then he has given me *Wasilot* from the date of my father's death, which amounts to upwards of 2000 Rs. I am prospering, thank God! But I sigh for some independent position, so that I might devote myself, wholly and solely, to my favourite studies. Good bye, my friend. Believe me, Ever your affectionate.

83. My dear Raj Narain,/Many thanks for your kind letter that came to hand yesterday. Continue to send bearing postage. If the rascals should throw away our letters, we shall have the satisfaction, a poor one no doubt, of knowing that they have not been able to add insult to injury,—to take our money and not give us some equivalent.

You surprise me. It is possilbe that Kissen Kumari has not yet reached you? I must write to my printer again on the subject.

There is no accounting for taste. Jotindra and his men are for Book III which they pronounce to be 'splendid'. There are many, however, who hold out for Book IV.

Your 'feeling' is anything but uncomplimentary. He who is "beautiful", "tender" and "pathetic", with a dash of "sublimity", is sure to float down the stream of time in triumph. All readers are sure to unite in loving and adoring him. Look at the Sanskrit Kalidas, the Latin Virgil, the Italian Tasso. I don't think England has a single poet worthy of being named with these; her Milton is a grander being. Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts, but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the readers to a most astonishing height, but he never touches the heart. And what is the consequence? He has a glorious name but few readers, He is Satan himself. We acknowledge him to belong to a far superior order of beings; but we never feel for him. We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest.

But you must wait, old boy, before you allow this feeling to become settled and permanent. You must read the whole poem through. The nature of the story does not admit much in the martial line Homer is nothing but battles. I have, like Milton, only one. That is in Book VII and I hope I have succeeded, at least to a respectable extent. I expect the second part to be out in about a month.

Talking about Blank-Verse, you must allow me to give you a jolly little anecdote. Some days ago I had occasion to go to the Chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply pouring over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading. He said in very good English;—"I am reading a new poem, Sir!" "A poem!" I said "I thought

there was no poetry in your language," He replied—"Why, sir, here is poetry that would make my nation proud." I said, "Well, read and let me know." My literary shop.keeper looked hard at me and said, "Sir, I am afraid, you wouldn't understand this author," I replied, "Let me try my chance." He read out of Book II that part wherein Kam returns to Rati, standing at the ivory gate of the palace of Siva, and Rati says to him.

—বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে হে রতিরঞ্জন।

How beautifully the young fellow read. I thought of the men who pretend to be scholars and Pandits. I took the Poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend. How eagerly he asked where I lived? I gave him an evasive reply, for I hate to be bothered with visitors. I shook hands with him, and on parting asked him if he thougt Blank-Verse would do in Bengali. His reply was, "Certainly, Sir, it is the noblest measure in the language."

I must now conclude. I have to write other letters. Besides a visitor has just come in. Good bye, old Raj. Believe me, ever your affectionate.

84. My dear Raj Narain,/I don't know how it is, but I fancy that you have been writing to me a long letter but that I have lost it through the carelessness of the Post Office folks. If I am correct, then you must take the trouble of writing to me again, for I am anxious to know what you think of the Tragedy; but if not, you must allow me to ask you the meaning of this long silence. Has the book disappointed you? Here people speak well of it; tho' I must say that men of your stamp are anything but common here.

The "odes" are out, and I have requested Baboo Baikuntanath Dutta (a co-religionist of yours) who is the proprietor of the copyright, to send you a copy. You must also tell me what you think of them. We are now printing the last Book (IX.) of Meghanad. So you may expect him by the beginning of the next month (English).

How you are, old boy, a Tragedy, a volume of Odes and one half of a real Epic poem! All in the course of one year; and that year only half old! If I deserve credit for nothing else, you must allow that I am, at least, an *industrious dog*. I am thinking of blazing out in prose to reduce to cinders the impudent pretensions of the "mob of gentlemen" who pass for great authors! Great authors!! great *fiddle-sticks*!! But of that by and by. You may take my word for it, friend Raj, that I shall come out like a tremendous comet and no mistake. Pray, what are you doing? Where is that grand Theological Book of yours that is to convert all manner of sinners to *Brahmoism*.

We have just got over the noise of the Mohurrum. I tell you that:—if a great Poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificent Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject. Would you believe it? People here grumble and say that

the heart of the Poet in Meghanad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and is rabble; but the idea of Ravan, elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow.

I showed your letter in which you say that you prefer the I and IV Books to the rest, to a friend. He said your silence about *Pramila's* entry into *Lanka* in the III Book surprised him. The silly fellow went on to say that the episode roused him like the clang of a martial trumpet! But *De gustibus non est disputandum.*

I must now conclude. Pray, hereafter address your letter to the "Care of James Frederick Esqr. Kidderpore" or at the Police Office. I have given up "No. 6 Lower Chitpore Road." Hoping you are quite well, old boy, with affectionate regards. Yours affectionately.

P. S. Harish is dead. They are kicking up a row on the subject and propose to establish a "Scholarship". Fie! why not a Statue? However, I shall subscribe. I loved and valued the man. *Vale,* as the Latins used to say or *aurevoir* as the French say.

85. My dear Raj Narain,/Last evening I got a copy of the new Meghanad forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me; for there is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapore Pedagogue. I am not at all dissatisfied with your criticism on Kissen Kumari, but I flatter myself you will think more highly of her as you grow more acquainted with the piece. I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the master pieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape. But hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.

Have you received a copy of the Odes (Brajangana)? Pray, why then are you silent Some fellows here pretend to be enchanted with them.

Your verses are good; if you go on practising, you will succeed. Don't forget that the 8th should be a long foot. We are reprinting Tilottama and to tell you the candid truth, I find the versification very *kancha* in many places. I shall make quite a different thing of the Nymph. Don't fear I shall spoil her. Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long. I believe you like opening lines of the Second Book of the Meghanad. In that description of evening you have these lines,—

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী, বহিল চারি দিকে গন্ধবহ।

How if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারুতারা you improve the music of the line, because the double syllable ন্ত mars the strength of লা, Read—

আইলা সুচারু তারা শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী—

And then সুগন্ধ বহ বহিল চৌদিকে, and the passage assumes quite a different tone of music—

আইলা সুচারু তারা শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুলে চুম্বি কি ধন পাইলা ?

By the bye, these lines will no doubt recall to your mind the lines.

And whisper whence they stole
Those balmy spoils—

Of Milton, and the lines—

Like the sweet south
That breaths upon a Bank of violets
Stealing and giving odour—

of Shakespeare. Is not the "চুম্বন" a more romantic way of getting the thing than "stealing"?

I find that there are many metrical blemishes in the earlier Books of Meghanad. They must be removed in a future edition, if the work should live to run through one and I to do the needful. It is getting late; so I must conclude. In my next, I shall give you some idea of my prose doings. I am going on with the rapidity of a mountain torrest.

God bless you and yours, my dear Raj! I have got a little son. Yours affectionately.

Kidderpore 29th August, 1861.

86. My dear Raj Narain,/Some days ago, I wrote rather a long letter to your friend, Keddar Nath Dutt, containing a brief biographical notice of the author of Sarmistha. I should like to know if he has received it. The letter was written at his own request.

I am looking out anxiously for your critique, and not only I but many others, all friends of ours are equally anxious with me to hear what the great Midnapore-School master has got to say about the first Poem in the Language. You are, therefore, bound to gratify us. The work is becoming very popular and many of our friends are at me to dash out again. But the question is on what subject; Jotindra proposes the battles of the Kaurava and Pandub princes; another friend, the abduction of Usha (ঊষা হরণ) Now I am for your সিংহলবিজয়; but I have forgotten the story and do not know in what work to find it; kindly enlighten me on the subject. I am afraid, it will not be an easy thing to beat Meghanad, but there is no harm in trying. What say you? Or must I sink into a writer of occasional Lyrics and Sonnets

for the rest of my days? The idea is intolerable! Give me the সিংহল old boy. I like a subject with oceainc and mountain scenery, with sea-voyages, battles and love-adventures. It gives a fellow's invention such a wide scope.

I have not yet heard a single line in Meghanad's disfavour. The great Jotindra has only said that, he is sorry, poor Lakshman is represented as killing Indrajit in cold blood and when unarmed. But I am sure the poem has many faults. What human production has not? You must point them out and that too before I *begin another*.

I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man! When you sit down to read poetry, leave *aside all religious bias*. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours. Adieu! write soon to your Affectionate.

87. My dear Raj Narain,/I could not help laughing when I first read your letter, and yet it pained me to think that my carelessness should cause such anxiety in a dear valued friend. I am not at all offended, old gentleman, with you. Your critique would make any man proud. But I have suffered a great deal of mental anxiety of late on account of wife's ill-health. I have been a wanderer on water and land. I took her on the river and then to Burdwan. Thank God, her health appears to be quite re-established now, and I am at your service, my boy.

I have only written 20 or 30 lines of the new Epic. In fact, I have laid it by,—for a time only, I hope. But within the last few weeks, I have been scribbling the thing to be called বীরাঙ্গনা i.e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords. There are to be twentyone Epistles, and I have finished eleven. These are being printed off, for I have no time to finish the remainder. Jotindra Mohan Tagore, my printer Issur Chandra Bose, and one or two other friends, are half-mad. But you must judge for yourself. The first series contain (1) Sacuntala to Dusmanta (2) Tara to Some (3) Rukmini to Dwarakanath (4) Kaikayee to Dasarath (5) Surpanakha to Lakshman (6) Droupadi to Arjuna (7) Bhanumaty to Durjodhana (8) Duhsala to Jayadratha (9) Jana to Niladhwaja (10) Jahnavi to Santanu and (11) Urbasi to Pururava; a goodly list, my friend. Tilottama has been beautifully reprinted, and I hope considerably improved in a literary point of view. I can only undertake to say that the versification is decidedly better. You will have a copy soon.

Your criticism has been rather extensively read among our common friends, and somewhat severely criticised; some don't like your remarks on the descriptions of Hell, and are quite prepared to prove that it is quite Puranic. However, the poem is a grand success and no mistake.

Everybody who can read and understand it, is echoing your words, "the first poem in the language."

But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse! You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection! He is not quite habituated to the new music yet—but of the genuine character of the poetry's he does not appear to entertain any doubt. He has taken great interest in my proposed visit to England and, in fact, is the most active promoter of my views on the subject. He has undertaken to raise a sufficient sum for me on easy terms on the mortgage of my property. The thing will cost me about 20,000 Rs. and I can spare that. No more Modhu the কবি old fellow, but Michæl M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple Barrister-at-law!! Ha!! Ha!! Isn't that grand? But I hope I shan't be disappointed.

By the bye—from the beginning of this month Jotindra and Vidya sagar have burdened me with the Patriot. I would recommend your reading next Monday's issue. I am pretty certain you will recognise my first. And now God bless you, dearest friend! Perhaps I shall go to England next month. If I live to come back, we shall meet; if not, what will my countrymen say a hundred years hence!

Far away—Far away,
From the land he lov'd so well
Sleeps beneath the colder ray.

And be hanged for it. I have no time to rhyme and just space enough to subscribe myself. Ever yours affectionately.

88. My dear Raj,/The New poem is just out, and I have ordered a copy to be forwarded to you. You must oblige me by letting me know what you think of it, at your earliest convenience, for I prefer your opinion to that of many others on the subject of poetry. You have a higher appreciation of the art than is at all common in this land of the sun. As for the old school, nothing is poetry to them which is not an echo of Sanskrit—they have no notion of originality; as for the new school, the poor devils don't know Bengali enough to understand what they read!

The poem, you will find, has not been concluded yet—one half of it remains to be written. I don't know when I shall finish it. Perhaps it will take me months; perhaps a few weeks. But give me your candid opinion of what has already been achieved, old fellow! I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us. You will be pleased to hear that his views regarding the new Poetry are very flattering, tho' he cannot manage to read the verse, yet, with eloquence. His admiration is honest, for he is above flattering any man.

I don't think I shall be able to go to England quite so soon as I had expected. I do not like to leave the country before extinguishing the flames of litigation with my relatives and they, I am sorry to say, are either the greatest rogues or fools under the sun! Though well-nigh ruined, they are yet backward to listen to terms.

I must conclude here. Interrupted. Write at your earliest convenience and believe me. Ever yours affectionately.

Wednesday, 4th June, 1862.

89. My dear Raj Narain,/You will be pleased to hear that I have completed my arrangements, and, God willing, purpose starting on the morning of 9th instant, per the steamer "Candia." You must not fancy, old boy, that I am a traitor to the cause of our native Muse. If it hadn't been for the extraordinary success, the new verse has met with, I should have certainly delayed my departure. Or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early triumph is ours, and I may well leave the rest to younger hands, not ceasing to direct their movements from my distant retreat. Meghanad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A., has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months.

Well—I am off, my dear Raj Narain! Heaven alone knows if we, are to see each other again! But you must not forget your friend. It's long separation ;—four years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame.

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good—at least *respectable*.

বঙ্গভূমির প্রতি

সোনাই, সন ১২৬৯ সাল, খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬২

My Native Land Good-Night! Byron

রেখো, মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে!
প্রবাসে, দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে—নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো শ্যামা-জন্মদে!

long. But you know well that we never fly to a man in the hour of distress unless we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers and friends.

You will be startled, I am sure, grieved to learn that I am at this moment the wreck of the strong and hearty man who bade you adieu two years ago with a bounding heart and that this calamity has been brought upon me by the cruel and inexplicable conduct of men, one of whom at least, I felt strongly persuaded, was my friend and well-wisher namely Baboo D—The whole thing is a tale of cruel shame, but I must tell it to you in confidence, of course,—

When I left Calcutta, my wife and two children—remained behind, and it was arranged between Mohadeb Chatterjee, my Patnecdar and myself that the former should give my family 150 Rs. a month. Baboo D—consented to see things arranged were properly carried on and so I started. A part of the money was paid in advance and deposited in the Oriental Bank. This was in June 1862. How poor Mrs. Dutt was treated I have not the patience to describe. They troubled her to such an extent that she absolutely fled from Calcutta with our two infants. She reached England on the 2nd of May, 1863. From that day to the present, we have not received a pice from India, although there has been money due, some for the year 1862, and some since December last from the Talooks, and the only letter which Baboo D—wrote to us, was written just ten months ago. We have since written to him no less than 8 letters, but not a line have we received from him.

I am going to a French Jail and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution, tho' I have fairly 4000 Rs. due to me in India. The Bencher of Gray's Inn, from whom I was compelled to draw 450 Rs. have suspended me and this is the third term I am losing this year. I also owe 250 Rs. to Monou, who, poor fellow, is no doubt quite inconvenienced by my failure to pay him.

You are the only friend who can rescue me from the painful position to which my confidence in D—has placed me, and in this, you must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart. Not a day is to be lost.

I have got landed property which gives me at present 1500 Rs. a year. All law-suits have been extinguished and my rights are undisputed. The Land-Mortgage-Society in Calcutta lend money at 10 per cent. You will thus be able to raise 15,000 (Fifteen thousand) Rupees for me. Baboo Digumber Mitter and Buddynath Mitter are my legally constituted agents and they will no doubt sign all the deeds necessary for the completion of the loan, and furnish you with all the necessary papers.

There is due to me Rs. 4000 in Calcutta. As soon as you get this letter, I hope you will send me a part of this money unless Baboo D—

has already done so, to save me from starvation. Out of the 15,000, you will be pleased to pay the following debts.

Mothoor Mohun Coondoo	...	1700
Saugar Dutt (about)	...	800
Yourself	...	1000
Madhusudana Mozumdar	...	500
		4,000

As all these gentlemen are more or less my friends, they will probably wait for the interest till my return, but should any of them insist upon being paid, pray exercise your own judgment. You will then have to send me about 11,000 Rs. making 3000 Rs. payable at sight and the balance six months after sight, for then I shall get more for exchange. If you do this before October next, as I am fully persuaded that you will rescue me from the gulf into which Baboo—has cruelly left me to sink, I shall go back to Gray's Inn and return to India in time. If not, I must perish and I do not think you will suffer me to do so.

With the money already due to me, you will, after paying my debts, have to send me about 15,000 Rs. unless a part has already been sent.

Shall I apologise for the trouble I am giving you? I do not think to, for I know well enough to believe with all my heart that you would not allow a friend and countryman to perish miserably.

Kindly address in France, as above, for there is no earthly chance of my leaving this country before God, and you under God help me to do so.

I am, my dear Sir, Ever yours faithfully,

P. S. I am and have been too unwell to write, so I have got my poor wife, who is worse than myself to write from dictation. I wish to God, you were near enough to see us! It would break your tender heart. I hope God will spare D—the *cruel* remorse of having ruined those who *loved* and *trusted* him.

Versailles, France/12, Rue-des-Chantier./9th June, 1864.

95. My Dear Sir, I hope you will have by this time received my letter of the 2nd instant, forwarded via Bombay and commenced operations on my poor behalf. When I wrote that letter to you, I had hoped that I should hear from Baboo D—by the First Mail of the month *via* Bombay, but I have been, as usual, again disappointed. As that gentleman did not notice about *five* of our letters, we thought that they had not reached him, so, on the 3rd of March last we wrote to him for the *Sixth* time and I enclosed the letter in another written to Pran Kissen Ghose of the Police Office. Poor Pran Kissen, a public servant in a busy public office has found time to reply *via* Bombay and Marseilles tho' I never asked him to do so; but Babu D—an independent gentleman, lord of his time, has not thought fit to do so, tho' we have written to him over and over again to address us via Marseilles and Bombay in order that we might receive his letter a few days earlier. I always

thought D—Baboo a generous, warm-hearted sincere man. God alone knows what we have done to change his feelings towards us. I assure you, he has sufficiently punished us for the great confidence we reposed in him. Of course, the resentment of a poor man like myself can do him no harm, but I do not know how he will justify himself to his own conscience. As for M—B C—E, he is, as you will soon find out, a base, faint and meanhearted man, (tho' I thought differently on him once) who hates to part with money, tho' that money be not his own. B—h M—r is an opium-eater and you may imagine what one may expect from him!

You will be pleased to hear that I have been saved the disgrace of a French Jail by a young, beautiful and gracious French lady, whose acquaintance I made in a Railway-carriage and who has ever since taken great interest in us, consoled us in our misfortunes and assisted us with her purse. She went with me to our Land-Lord's and spoke to the man as only a French woman can speak and got him to consent to take the security of a friend of mine in London and to let us remain here till the end of the current month. Most of our Trades-people have stopped and I am obliged to raise money by appealing to the charity of a few friends here to prevent ourselves from starving! We have no property whatever; everything is gone to the "Mont-de-piete" or Government Pawn-broking office! and what adds to the horror of my situation is that my poor wife is expecting to be *confined* about the beginning of next month. What shall we do without money? If you will look in the Kaboolutnameh given by Mohadeb Chatterjee, you will find that his payments as Patneedar ought to begin in December and end in March. How will he justify the delay? Why has not he paid the 500 Rs. due for the year 1861? Will he pay interest for that money at 12 per cent? I hope you will ask Babu D—these questions. I tell you again that Chatterjee is far from being an honourable and straight-forward man.

God alone knows how we shall contrive to live if they have not sent us some money, at least by the Mail of the 9th or 23rd of May. Alas, what reasons have I to hope that they have done so? . . . . .

Now, my dear sir, I hope you will feel interested in me. I have lost three terms, of course, I shall have to remain in Europe a year longer than I had calculated upon, if I can yet save Gray's Inn. Perhaps, people will try to throw impediments in your way, but I hope you will overcome everything. Unless you make me independent of those Calcutta people by the end of October next, I am lost for ever. All documents connected with my property ought to be given up to you by Buddynauth Mitter and he and D—can sign all the necessary documents.

If these people have not sent any money for me, I hope it will be your first care to realize—from the money due to me at least a couple of thousand rupees and to forward the same to me thro' the French Bank in Calcutta. My heart sinks within me when I remember that I

cann't expect a reply from you, even if you lose no time—before the *third* Mail of August. My God, what will become of us! I must explain to you what makes me name the *third* mail of August. This will reach you about the 12th or 13th of next month [July]. If you write by the Bombay Express which leaves on the 18th, I shall get your letter about the 20th or 21st of the following month! I hope, my dear friend, we shall not perish of starvation before that!

You must know that there are four Mails that leave Calcutta for Europe every month. Two via Bombay, namely, on the 5th and 18th days of the month ; and two by the ordinary route, namely, on the 9th and 23rd days of the month. I am sure you will make a good use of this bit of intelligence, if it be new to you.

Just two years ago, I left Calcutta. How little did I think that I should be subjected to so much degradation and suffering. If D— Baboo had only written to us, his letters would have gone a great way in quieting men's mind here. People in Calcutta will, no doubt, tell you *lies* about us ; do not believe them and have faith in me, I pray you!

When you conclude the loan transaction with the "Land mortgage Society" I hope you will bind down that man Chatterjea to pay the interest regularly or, to be answerable to me in damages, if I should suffer any loss owing to his default.

This is my second letter to you ; I hope to write to you twice more on the subject this month and then I shall stop with the pleasing hope of being hands of a real friend and righteous man.

Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of languages,—if not Spanish and Portuguese before I leave Europe.

The French do not generally love foreign language ; yet our Sanskrit is not a stranger here, and you see half a dozen young fellows even in this Provincial town eager to know something about it. I have seen a Capital Grammar by a French *Savant* and met one man who talks of মনু I am not in a mood of mind to think of anything but of my own distressing situation. Otherwise, I could write a volume to amuse you.

With best regards, Ever your affectionately.

18th June, 1864. 12 Rue-des-Chantiers. Versailles, France.

96. My dear Friend,/This is my third letter this month to you. When I wrote my last, I had hopes of hearing from those people in Calcutta by the first regular Mail that left Calcutta on the 9th of May last ; but alas! I have been *again* disappointed. I have been obliged to appeal to the generosity of the English Clergyman here to save us from starvation, and he has just lent me from his "Poor-fund" 25 Francs, that is about 9 Rs.! God alone knows what will become of us if there is no money by the two remaining mails of this month! I am afraid

we shall perish. Buddynauth wrote to me on the 7th of February last to say that M—had brought 500 Rs. to D—for me, but that the latter wanted a thousand. February, March, April and the first part of May are gone and yet not a penny! My God, have those men conspired among themselves to make me perish in Europe? ...... Just see how my money ought to have been paid to me:—

	Rs. As.
Pous	— 374 - 11
Magh	— 749 - 6
Falgoon	—1124 - 1
Cheyt	— 749 - 6
	2,997 - 8

Are not these months past and gone, and yet where is the money? Have I some Zemindary here, some situation that gives me an income? But a truce to all complaints; you must step forward and save me from the grave which these people have nearly finished digging for me.

I send this letter to you through Pran Kissen Ghosh of the Police Office, for misfortune and suffering have made me suspicious, and who knows if my last two letters have found you? Alas, my dear friend, I cannot possibly expect to hear from you before the middle or end of August next, even if you do not let grass grow under your feet after receiving my letters, and go to work with all the energy you possess. How shall I manage to bridge over the gulf that yawns between us and the joyful day when I shall hear from you? If we perish, I hope our blood will cry out to God for vengeance against our murderers. If I hadn't little helpless children and my wife with me, I should kill myself, for there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base and low, which I have not sounded! God has given me a brave and proud heart, or it would have broken long ago.

In my two last letters, I have at considerable length explained to you how I wish you to go to work on my behalf—how to raise Rs. 15,000 from the "Land mortgage Society" or rather Company; how to obtain all the documents connected with my property from Buddynauth Mitter and D—and how to get these two to sign all papers for me, as they are my legally constituted agents in India; and how to pay certain debts of mine in India and then to remit the balance to me in France through some of the Banks in Calcutta, especially a French one; how to recover for me Rs. 4000 due to me from Mohadeb Chatterjee and others; and how to send me at least 1,500 Rs. *directly you get my letters.* I do sincerely hope that my letters have safely reached you and that long before this one arrives at Calcutta, a powerful steamer will be marching majestically towards Europe with a letter for me from you with glad tidings of great joy for my poor, afflicted heart.

Last night, Trinity term ended and the Inns of Court will remain closed till the 2nd of November next; You must help me to rejoin Gray's Inn, my learned, good, and great friend! Alas, I have already lost three terms! If those people in Calcutta had been faithful to their trust, I should have been a Barrister long before this day next year; as it, is,

I shall have to prolong my stay in Europe a year longer. I hope I shall not have to cry out with Ram in my Poem of Meghanada,

"বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে।

My heart is full of bitterness, rage and despair; so you must excuse mistakes and the d—d dull tone of this letter. With my best regards I remain, my dear Vidyasagara, your affectionate but unfortunate.

P. S. I hope you will write to me in France, and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagara but Karunasagara (করুণাসাগর) also!

Versailles, France,/12, Rue-des-Chantiers, 4th July, 1864.

97. My dear Sir,/Since writing my last to you, I have received a letter from Digumber with Rs. 800, a sum scarcely sufficient to pay our debts here. I hope you will not "bait a jot" but go on and do all that I have told you to do to save me from ruin and disgrace. If you ask Digumber, he will tell you how much money is due to us and I hope you will see that we get that money as also what you can raise for me from the Land mortgage Society ,who, I see charges only 8 or 9 percent. interest.

I have lost all the terms of this year, and unless you send me money, I shall not be able to return to England by November to keep my Michaelmas terms.

I hope my dear friend, you will not listen to anything the people there may have to say to you. I know my own affairs better than anybody else and I assure you I must have money raised on my property without delay.

My past letters (three in number) have no doubt explained the whole affair to you fully and satisfactorily. So I shall not inflict a long letter on you this time, Pray, write to me at once. Indeed, I *do* trust that long before this reaches you, you will have written to me

You know the English Proverb—"A burnt child dreads fire,"—or our own. "He whose mother has been eaten up by an allegator, dreads even a ঢেঁকি" My friends in Calcutta have frightened me out of all courage! I really cannot leave myself, my prospects in life, perhaps, my very existenec under their power! I am, my dear Sir, Yours as Ever.

P. S. This will be forwarded to you by my friend I. C. Bose.

Versailles, France,/12, Rue-des-Chantiers, 11th July, 1864.

98. My dear Sir,/I hope you have by this time received *all* my letters and commenced operations on my behalf. I have, I think, completely exhausted the subject in my past letters, so shall not say much in this. Pray, remember that I *must* have a great deal of money in October to return to England and resume my legal studies, for I cannot afford to lose any more terms. Many men will say many things to you, but you must *not* listen to them. I have written to Digumber and he will, no doubt, assist you. Please ask him to get *all* the money due to me from

that man Mohadeb Chatterjea and see that I am not thrown again into difficulties; God alone knows what troubles I have had to pass through.

You will be pleased to hear that Satyendra has passed and will go out in the course of a few months. Poor Monu is trying again, I have no idea as to what will be the result this year. At one time, I thought that Monu was the cleverer youth of the two, but I find I was mistaken.

I hope to be a capital sort of European scholar before I leave Europe, I am getting on well with French and Italian. I must commence German soon. Spanish and Portuguese will not be difficult after Latin, French and Italian. You cannot imagine what beautiful Poetry there is in Latin. Tasso is really the Kalidasa of Europe. I wrote a long letter in Italian to Satyendra the other day, but he has replied in English. I wonder why. I know he did a little Italian last year.

Hoping you are quite well, living for the good of your race and country, I remain my dear Vidyasagara, Ever yours Sincerely.

Versailles, France,/12, Rue-des-Chantiers, 2nd August, 1864.

99. My dear Friend,/I know that it is not yet time for me to expect to hear from you even a reply to the earliest of the many letters with which I have troubled you of late, but you must excuse the anxiety which induces me to inflict another letter on you. You cannot imagine how unhappy I am! Alas, the men I have left behind are in the emphatic language of the Bible, "a generation of Vipers." Of course I do not include D— among these, for he is of a far different type; but that M. Chatterjea and that B. N. M—! God alone knows what trouble they will give you! But you must save me, my dear Vidyasagara, for if you do not send me *all* the money I want by October next, I shall loose another Term and remain buried in France as I am at this moment. Just fancy,—what a fellow that M. C—is. He owes me upwards of 3000 Rs. yet and would have *cheated* me out of it but for my wife's careful management of my affairs; for I was under the impression that the man had paid me everything he owed; but her books showed his *r—y*. These are not *unmerited* terms, I assure you, but for our accounts, he would *never* have admitted that he owed this sum.

In his letter of the 20th June, Digumber promised to send us a thousand Rupees in a month's time. All the mails of July have reached Europe without a line from him and we are drifting back again to the dangerous shore we had left behind! Surely, Digumber is not waiting to hear from me before sending the money. Does he not know that it is quite as safe to send money to Europe as it is to send money from one room to another in his own house? This is the way we are treated. I am indebted to the amount of nearly 17 or 1800 Rs. He send me 800 and then shuts shop perhaps for months to come! This is intolerable—by God!

I have a 1000 Rs. in the Alipore Court. B. N. Mitter wrote to me in February last to say that he would send me that money অতি ত্বরায় This is August—not a penny!

One Hurry Bannerjea of Kidderpore owes me 500 Rs. Not a word about that money from any one! What am I to do? For the love of God, my dear Friend, save me from these and place me beyond their reach for the future!

My poor wife expects to be confined every day and I haven't got more than 20 Rs. in the house! If I were inclined to joke, I would quote ভারত and sing—

'কারে কব লো যে জ্বালা আমার!
কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার'

but I am not in a mood of mind to be gay. God help me! My great hope now is in you, and I am sure you will not disappoint me. If you do, I must work my way back to India to commit one or two murders—*wilful*, premediated murders and then be hanged! With kind regards ever yours faithfully.

Versailes, France/12 Rue-des-Chantiers./18th August, 1864.

100. My dear Sir,/I am afraid my letters have commenced to annoy you somewhat,—for I have of late *showered* them on you with a prodigal hand: but alas, what can I do? To whom am I to go? On the 20th of May last, Baboo D—sent me 800 Rs. though I had written to him repeatedly that my debts were near 2,000 and though he could not but have known that we hadn't received a pice from India for upwards of twelve months In his letter he said, I will send you a thousand rupees "*in the course of a month.*" Like a great fool as I am, I relied on his promise and just kept money enough to last us a month. D—r has again grown silent and careless! and we are again in distress,—in worse distress than before, for my poor wife gave birth to a dead child on the morning of the third instant and I am absolutely without a penny. The money with which I have bought postage stamps for this letters has been raised from a Pawn-broker's office! Was there ever man treated so shamefully as I have been? Do you know, good friend, that that S—I M—C—still owes me upards of 3,000 Rupees and that I have a 1,000 Rs. in the Alipore Court and about 500 Rs. with one Hurry Bannerjea of Kidderpore? Surely, you will not think me a troublesome fellow, if, after all this I throw myself on your influential and generous friendship. You must save me. It is impossible for me to get on in Europe, if I am to be treated after this fashion by my "friends" in Calcutta and I do sincerely trust that by this time you have done what I have been writing to you about, and that the Mail—via Bombay of the 18th of July, which is hourly approaching France, is bringing me good news, consolation and money.

Poor Monu has failed again ; I am afraid he will not succeed, for the examination has been made more difficult and his ignorance of Greek and Latin will always tell against him. I hope his failure will not discourage our countrymen. The fact is, we ought to send to Europe, not grown up youth, but young lads of 12 or 14. A preliminary English

education is *absolutely* necessary. I suppose poor Monu will have to take to the Bar, but, then the question is—has he abilities enough to succeed in that? Does he konw English enough to address an English Jury for hours in the teeth of English opposition without breaking down? I question very much even if master Ganender Tagore can do it, though a better educated, more experienced and older man. I hope he will never return to India, for, if he does, he will be laughed at . . . . I am truly sorry for Monomohan and have written to him to come to us in France and try and pick up some French and Italian.

You must not forget, my dear friend, that unless you send me several thousand rupees on the mortagage of my property, I shall continue to be a prisoner in France and cannot possibly jon Gray's Inn next November. Pray do not forget this important fact.

Both Mrs. D and myself think that you have written and sent us some money by the Mail that is coming. —I hope our expectations will be happily realized. If you have done so, pray, do not wait till you hear again from me, but go on. I cannot write to you again before the 26th instant. I am sure, I need scarcely tell you that money is always safe if sent in a registered letter, and that there are fewer thieves and rouges in France than in any other country under the Sun. The Police is so wonderfully clever and strict Adieu! Ever yours Sincerely.

Versailles, France/12 Rue-des-Chantiers./2nd September, 1864.

101. My dear Friend,/On the morning of last Sunday, the 28th ultimo, as I was seated in my little study, my poor wife came to me with tears in her eyes and said "the children want to go to the Fare, and I have only 3 Francs. Why do those people in India treat us this way?" I said—"The mail will be in to-day and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed, has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother!" I was right; an hour afterwards, I received your letter and the 1500 Rs. you have sent me. How shall I thank you, my noble my illustrious, my great friend? You have *saved* me. My late letters, have no doubt, given you some idea of our position ; so I shall not dwell upon it, and I think I may now safely say that my troubles are at an end for the future since I am in your hands.

I must tell you again that unless you raise money for me by mortgaging my property, it is impossible for me to get on here or go out to India as a Barrister, for I was without a pice from Calcutta for nearly a year and my debts are many, and I must have money to pay them off. If that *s—l C*—had kept faith with me, if D—hadn't forgotten me, all this would not have happened, for we are not extravagant and my wife is a capital manager ; but what could we do without money. Chatterjea still owes me above 3000 Rs. but that money won't suffice, I must have more.

I must enter into details!—I have already told you that we were

without money for many many months and had to live in the best way we could. Our debts were about Rs. 2600.—for it costs us about 250 Rs. a month when we live together, including everything I have since the end of June received Rs. 2300, adding Digumber's 800 to your 1500. Out of this sum I have paid Rs. 1200 towards the discharge of my debts; so that there's a balance still against me of about 1400. I had with me scarcely anything, so that the 500 Rs. or so that it cost me to live and pay the expenses of my wife's confinement, I paid out of the money sent by you. I have now about 600 Rs. with me. When I go to London it will cost us about 350 a month and I must live apart from my family till July next, after which I can live on in France, for, as you know, I have no occasion to live among English people to improve my knowledge of their language. I have not money enough to do all this, unless you get me a great deal from the mortgage of my property. —Besides I wish to leave my children behind, they being too young to go backwards and forwards, and I want them to be thoroughly Europeanized.

I cannot conceive what difficulty you could find in carrying out my views, unless that s—I C—, for purposes of his own, obstructs you, . . .

I suppose the Rs. 1000 sent by you is the money I had in the Alipore Court. I cannot sufficiently thank you for the draft on the French Bank. Am I not for right in thinking that you have the heart of a Bengali mother? I must reserve whatever else I have got to say for my next. Till then, yours most Sincerely.

P. S. I hope you have got all my papers back and have done what I have so often written to you about; for, if not, I must give up all hopes of going to London next November. Alas! I have been amply punished for my great confidence in Baboo D—. Adieu!

Versailles, France,/12 Rue-des-Chantiers,/18th September, 1864.

102. My dear Friend,/I have the pleasure to acknowledge the receipt of your kind letter of the 8th ultimo enclosing a duplicate of the order on the French Bank. As the original reached me safe, I have no occasion to use the duplicate.

I scarcely know how to thank you for your kindness in undertaking to look after my affairs and to see that I am not *again* left to the mercy of winds and waves in this distant part of the globe. I hope I shall live to show the world how I appreciate such noble friendship.

In my last, I have given you an exact account of my debts and liabilities here. By referring to that letter you will at once see what sums of money I *must* have to enable me to resume my studies in England and all that sort of thing. I have at this moment £ 50 in my Banker's hands! but my debts still amount to about Rs. 1400, inclusive of *every* possible liability. I cannot go back to Gray's Inn before I get this sum from India. You know whether I shall get it or not before the commencement of the November Term. From the month of November next till July 1865, I shall have to live in England and I cannot take

my family there, for England is a much *dearer* country than France and I am more known there than here:. I am a stranger among the French, but there are many persons whom I know in England and who would be a source of great expense to me—that is to say, I shall have to exchange all sorts of social courtesies with them. From November to July, it would cost us about 350 Rs. a month—after that I shall be able to live on 250 a month till I am ready to go out to India about the middle of 1866—if not before. This you must undertake to manage for me.

I am quite content to give up the idea mortgaging my property in the way I once thought of and to leave every thing in your hands for I look upon you as a tower of strength, and I am quite sure that your arrangements will provide remedies for every possible contingency. The friend who has undertaken to advance money, is, very kind indeed, but why should a man be surprized to find friends when *you* are his friend? I should be glad to receive money from you once in *three months* addressed as I shall tell you hereafter.

I am anxious that you should not misunderstand my object in wishing to leave my family behind me in France. There are many reasons for the step I wish to adopt. House rent is *very* high in London or its vicinity. Then we shall have to incur the expense of removing a pretty large house-hold all the way to the other side of the Channel and the thing would interfere with the education of my children ; and in England, I shall have to lay out a large sum in furnishing a house. The saving of a little money does not strike me as being an advantage sufficiently great to counter-balance the attendant disadvantages. I really do not see how that would enable me to save any money at all.

I am afraid that of late the state of my feelings has imparted great bitterness to my language with reference to M— C—; —but I must candidly confess to you that I am still far from thinking myself deserving of the reproof, which you so gently and elegantly administer. The account you have taken the trouble to send, does not satisfy me and I see plainly that Master M—C—has suppressed facts and taken advantage of your ignorance of our affairs to make out a nice little case for himself.— He is clever, certainly but—"honesty is the best policy" all over the world. Hear me, my good friend and judge for yourself.

The Moonkeah case was dismissed by the P. S. A. of Jessore in February 1860. Within a few months of that we got possession of both the estates. Early in 1861, M—b sent to me an old man, who had resided for some months in the estates and we entered into the engagement you have seen. This old man made me believe (for, you know, I am not a sharp fellow in business matters) that only Rs. 600 was collected for the year 1860, and I was fool enough to abandon my claims. Then I was to have Rs. 3,000 per annum, including the Government-rent etc. or excluding them, Rs. 2500.—Now let us see—

The fact is, I had such confidence in the man; was so full of gratitude that I allowed him to do whatever he wished and suggested. I have given you a list of the monies I have *personally* received from him, either myeslf or through my agents. Let him *satisfy* you that he has paid me all the monies due from the beginning and show you receipts. I hope you will take this trouble on my account. Till you explain this matter to me, I shall not change my opinion. . . . Hoping that I have explained myself with sufficient clearness. I remain Ever your obliged and affectionate.

P. S. You will see Satyendra a day or two after the receipt of this. Monomohan is spending a few days with us and goes back to London next month to resume his studies. I hope he will succeed next year. The probabilities are in his favour, for he is going to add Italian to his stock of subjects and three years' *hard* reading ought to give him sufficient strength for the great battle before him. Adieu!

3rd October, 1864.

103. You will have, by this time, seen Satyendra Nath Tagore, the first convenanted civilian of pure native descent. Manomohun has been staying with us for some time. He goes back to London next week to resume his studies. I, think I have already told you that Satyendra's success has aroused the authorities here to make the examination more difficult than before. Monomohun must take his chance. He is a good fellow and I wish him success for the sake of his old father as well as his own.

... ...

P. S. 2nd. I had almost forgotten to give you the result of the sale of the Company's papers sent by you. For one £ 46 *s*. 3 *d*. 2 for the other £ 50 *s*. 10. *d*. 2.

গৌরদাস বসাককে লিখিত

12, Rue-des-Chantier, Versailles, France. Wednesday, 26th October, 1864.

104. My dear Gour,/I have received your kind and welcome letter and would have replied to it earlier but for ill-health. You amuse me vastly, for the reports to which you allude are absolutely unfounded and evidently owe their birth to some busy brain highly poetical in its constitution! My good friend, know that I am writing this letter to you, not from within the gloomy and frowning walls of a French prison, a modern *"Bastille"* but from a room elegantly fitted up with all the comforts (if not luxuries) of European civilization and so forth, and that I have done nothing in London of which even the most virtuous among my friends need be ashamed. The fellow, who has been concocting all these lies about me, reminds me of king Henry IV and I say to him, "Harry, the wish was father to the thought." The scoundrel, no doubt, wishes me all sorts of misfortunes; but I hope to disappoint him. I have too great a regard for myself to gratify his malignity. Can't afford,

Sir, to be charitable and generous in this affair! I hope this will satisfy you, my lad and other friends who take some interest in me.

You are, no doubt, anxious to know why I am here in France. I will tell you. London is not half so pleasant a place to live in as this country, and its brutal climate does not agree with Mrs. Dutta's health, though I myself am strong enough for any country under the sun. Besides here I have greater facilities for mastering French and Italian than there. To these two languages which I already read and write with great ease, I am going (in fact I have alredy begun) to add German. So that if you should ever see me again, you will find me a little more learned than I was when we last saw each other. I do not neglect the law altogether, but I have not yet commenced to word away seriously at it. I have neglected some terms, and will have to remain in Europe a little longer, but that is not to be regretted at all. I wish I could live here all the days of my life, with means to take occasional runs to India, to see my friends; but I am too poor for that, though you needn't have very large fortune to do all that. This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few Francs than the Raja of Burdwan ever dreams of! I can for a few Francs enjoy pleasures that it would cost him half his enormous wealth to command,—no, even that would be too little. Such music, such dancing, such beauty! This is the অমরাবতী of our ancestral creed. Come here and you will soon forget that you spring from a degraded and subject race. Here, you are the master of your masters! The man that stands behind my chair, when I dine, would look down upon the best of our princes in India. The girl that pulls off my muddy boots on a wet day, would scorn to touch our richest Rajah in India. Every one, whether high or low, will treat you as a man and not a d-d nigger." But this is Europe, my Boy, and not India.

You date your letter from "Bagerhat". Is that বাগেরহাট on the banks of the beautiful কবতক্ষ, my own dear native river? I was born, you know, at সাগরদাঁড়ী, scarcely a a couple of miles from this বাগেরহাট. I dare say you are very dull there, for the gentry in the neighbourhood are not educated enough to be fit companions for a man like you, but these are, and must continue to be for ages yet, the discomforts of a country-life in Bengal. I wish you a more lively station, my friend.

I have not written to Rajnarain for a long time, but he must not fancy that I have forgotten him or my other friends, such as our dear Hurry Dass and Sham. I always think of them. You know, Gour what a bad correspondent I am.

I have had the honour of bowing to, and being bowed to, by the famous Emperor and Empress of the French and will laugh to hear that I made myself almost hoarse by shouting "Vive l, Empereur, Vive l, Emperatrice."

Mrs. Dutt thanks you for thinking of her and begs to be remembered to you. Sarmistha is already quite French. If you should hear her rattle away, you would not believe that she was born on the muddy banks of

the Hooghly. My son Milton (I suppose you have never seen him) is also getting on well. We had a beautiful daughter born here, but she did not live long. I am glad to hear that your son is getting on well. I wish to God, Gour, you would send him to Europe for his education. It would cost you about 2000 Rs. a year or less. The lad is sure to get into the civil service, but you must not delay longer. S. Tagore has succeeded, but take my word for it, no other native of India will get into the service under similar circumstancs. If you want your boy to get in, send him here while he is young enough to be *Europeanised*. I am afraid the other young man, B. Ghosh has but a poor chance before him. He works hard, but the examination is *terrible*. You ought to send your boy, especially, as I am going to leave my family behind in Europe for the education of my children. I am sure Mrs. Dutt will take great care of the little fellow. You know, she talks Bengalee. Think seriously over the matter and make a man of the lad. He will, if spared, thank you all the days of his life; what can you do for him in India? You are not going to leave him a great fortune, for a Deputy Magistrate is not likely to do that. Give him an European education. Let me know what you think in the subject in your next.

I intend to return to London soon to resume my legal studies, but when you write, address here, for I am going to leave my family in France.

I have not been doing much in the poetical line, of late, beyond imitating a few Italian and French things. The fit has passed away and I do not know if it will ever come back again. You know I write by fits and starts.

Remember me to our good friends and believe me, My dear Gour, ever your affectionate.

P. S. I direct this, as desired by you, to the Asiatic Society. I forget the name of the Assistant Secretary. Is our friend G. L. Dutt still there? Pray, where and how is ভবানী Do you see [illegible] now and then?—Adieu.

মনোমোহন ঘোষকে লিখিত

Versailles,/30th October, 1864, Sunday.

105. After you left I had been laid up with an inflamation of the bowels and I believed that the comedy was going to end, and the curtain fall; but here I am, my part is not finished yet. "The torch lasts still" as Æneas said to Phaedra.

As for my German studies I can say without flattering myself that I have been successful. I have already opened the door. What a pleasure my boy! Fancy! I am going to read Goethe, Schiller and Webber and other authors whose good fame has filled the world. Do you know the song by Dryden?

"None but the brave
None but the brave

None but the brave
Deserves the Fair."

It is a fine and charming language, a little hard, perhaps, but rich and full of energy. An Amazon, my friend, is the most worthy lover of Thesius and not a little dwarf.

I do not believe I shall be able to go to London this year, but that does not matter. I have much here which can take up my attention, make my time pass pleasantly, and often make me forget the worries of which the life of man is heir to. I hope the course of my life will flow peacefully.

I am very anxious to make the acquaintance of your good and learned friend, Mr. Maitre, and that of Pundit Chooramani (পণ্ডিত চূড়ামণি) Herr Gold stucker. But I must have patience

A few days ago I had the honour of saluting and of being saluted in return by the famous Emperor of the French—a truly greatman. I amused myself by shouting Vive I, Emperor Vive Nepoleon (Long live the Emperor, Long live Nepoleon). The Empress was with him on horse-back. They exaggerate this imperial lady's beauty. She is more graceful than pretty.

My best regard to Mr. Tagore. I thank him very much for having remembered me. Tell him that I find my exile useful. All well at home. Sarmistha and Milton have begun to forget you ; children like ladies are fickle in their love.

I go sometimes to the king's garden and think of you, when I feed the fish and swans that come like a band of pirates. But it has begun to be cold, and the rapid approach of winter is being felt everywhere.

Your praise is precious, because, I am sure, you think all that you say. I find German easy, the syntax resembles that of the classical languages and obeys definite rules. Once you pulled down the wall which is surrounded by a barbarous A. B. C. You find many words that you know. The hand-writing is different but I have mastered it.

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লিখিত

12, Rue-des-Chantiers, Versailles, France, 3rd November, 1864.

106. For reasons which I have, as I hope, sufficiently explained to you in one of my late letters, I wish to go to London alone,—I, therefore trust, that you will manage the matter so for me, that we might not again be driven to the stormy waters from which you have rescued us.

... ...

We are on the eve of a winter which threatens to be severe. You can have no idea of a European winter. This is still autumn and yet I have a fire in my room and have got clothes on me that would form a tolerable 'মোট' in our country! It is about six times colder than the coldest day in our coldest month! Do you remember the line of ভারতচন্দ্র? "বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী"
What would he have said if he had been here? You must not fancy, my good friend, that I am idling here, I have nearly mastered French

and Italian and am going on with German, all without any assistance from hired teachers. This German is a curious language. The alphabet as you know, I dare say, is not Roman. But of all this here-after, I have seen one or two of your works in a shop in Paris. I told the shop-keeper "This author is a great friend of mine." "Ah Sir" said he "we thought he was dead." "God forbid" said I—"His country and friends cannot spare him." Fancy this on the banks of the famous Seine.

Last night the Inns of court in London closed for the Christmas season, they will remain so closed till the 11th of January next. There are four terms every year, *viz.* Hilary, Easter, Trinity and Michaelmas. A student must keep 12 of these terms to qualify him to be called to the Bar. The term, just over would have been my ninth, if I had not been exiled from England by the force of circumstances; and I should have been in India by this time next year. But regrets are vain now. I only hope that you have taken steps to enable me to return to my legal studies next year. I do not wish to tire you by repetitions, and shall pass over all that I wish you to do on my behalf; my last two letters exhaust the subject; do they not? This moment I am exactly on the position of the "চাতক" of our poets, looking out for the cloud that is to allay my thirst!

12, Rue-des-Chantiers, Versailles, France, 16th November, 1864

107. The account of the frightful storm which visited you on the 5th October last, have filled me with alarm. The Calcutta papers, as a matter of course, dwell more particularly on the European side of dismal picture and pass over the native portion with a slight glance of apathy. The English papers follow suit. So that it is difficult to guess what has really taken place! I hope all our friends have escaped the terrible visitation.

* * * * *

Knowing as I do, how your time is occupied, feel reluctant to trouble you; but my apology is that of a desperate man. I have no one who apparently cares for me! If you abandon me, I must sink! Unless called to the Bar, I could never return to India, for in the first place, what am I to do there My miserable income is too small for a man of my habits to live comfortably upon; in the second place, such a step would make my enemies laugh, and I am sorry to see that I have many. Who are the rascals that are constantly lying reports about me at Calcutta! They cannot be friends—of that I am certain......

2nd December, 1864.

108. I can scarcely describe to you how anxious and troubled I feel at this moment. All recent news from Calcutta is apt to appeal even the stoutest heart and your long and unexpected silence makes matter worse for me. ...You will have by this time (I hope) learned from my late letters that I have lost the last Term of year, now hastening

to complete its term of existence, and that all my money is over! Am destined to experience again the horrors to which I was exposed by the merciless silence of Digumber Mitter about the beginning of the year? The idea is frightful! But do not fancy for a moment that I presume to reproach you. Far from it! I know how wise, thoughtful and kind and considerate you are; and how precious your time is. But you must allow me to deplore my bad luck. I have lost a whole year in Europe, and that is no trifling loss to a man, in my time of life, going to begin a new career.

12, Rue-des-Chantiers, Versailles, France, 18th December, 1864.

109. My dear Friend,/Your kind letter with a draft for 2490 Francs, reached me due course and in very good time too, for we were without money and eagrly looking out to hear from you. I need scarcely tell you how sincerely I thank you. But your letter has pained me no little, as one would say in our mother-tongue.

আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে, এ হতভাগার বিষয়ে হস্তনিক্ষেপ করিয়া আপনি এক বিষম বিপদজালে পড়িয়াছেন! কিন্তু কি করি? আমার এমন আর একটি বন্ধু নাই, যে তাহার শরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি। আপনি এখন অভিমন্যুর মতন মহাব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরবদলে প্রবেশ করিয়াছেন; আমার এমন শক্তি নাই যে আপনাকে সাহায্য প্রদান করি; অতএব আপনাকে স্ববলে শত্রুদলকে সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হইবেক; এবং বাহিরে আসিয়া এ শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক! এ কথাটি যেন সর্বদা স্মরণ-পথে থাকে।

If I could write Bengali like you, I should continue in that langu age,, but want of practice prevents my doing so, but let me repeat it to you, that I am indeed and truly sorry for the trouble I am giving you, but what can I do? to whom can I go?

You will see that I have availed myself of your friendly suggestion with reference to a 'Power of Attorney'; and I assure you, it affords me the greatest pleasure to have it in my power to show you how ready I am to place my fortune, my prospects in life, the interests of those most dear to me in this world, nay, my life itself in your hands, and I repeat, that I shall *never* show my face in India if I cannot accomplish my object.

Though I did not think it necessary to attempt a justification of the language I had used with reference to M—b, I felt certain that you would soon find out the real nature of the man; he is mean, avaricious and faint-hearted; a Bengali of the class now happily passing away. As for D—, he is, as you say rich and great. I have too high a notion of myself to envy him as a man; though I am too poor to despise his wealth! But away with him, not to the hangman, but to silent contempt!

I hope Buddynauth has shaken off his usual apathy and got you the papers you allude to in your letter for the satisfaction of your friend and that, that gentleman is already satisfied. The document I send, ought to invest you with sufficient power to do anything necessary on my behalf.

You will have seen from my late letters that I have lost the lichaelmas Term,' and I fear that I shall have to lose a couple of terms t, that is to say, I shall probably, return to Gray's Inn when I should ive left it for Calcutta as a Barrister, if M—b and D—r had kept faith th me!

Allow me to pause for a moment and tell you what these 'terms' e. There are four of them in the year (1) Hilary Term begins on the th and ends on the 31st of January; (2) Easter Term, from 15th April 13th of May; (3) Trinity Term 27th May to 17 June; (4) Michaelmas erm from the 2nd to the 25th of November. To keep a Term you ust eat six dinners in hall. To be made a Barrister, you must keep relve Terms or eat 72 dinners in hall. You must also attend a course lectures from November to July with intermediate vacations. I have iten 30 dinners and have 42 to do yet. There are examinations; but ou are not bound to go up for them. You may read yourself blind in our 'chambers' or go to the Devil—no one will ask you how you pass our time.

I must now come to my poor-self. The balance of my debts amounted Rs. 1400. Out of the money sent by you, I have paid Rs. 400 to my editors and laid out Rs. 100 for warm clothing for my children, for the inter is, this year, dreadful, I have Rs. 500 to keep us till the end of anuary at the rate of 250, a month. If you have sent more money by ie mail of the 23rd of November, I shall not fail to account to you for it, ithfully, in due course; but to London I cannot return before you have nabled me to free myself from all my liabilities and placed a sufficient im in my hands to go on for 3 months, whether here or in London. am quite ready to go back to London with my family, but you must elp me to do so. I shall want Rs. 1250 [including the month of ebruary, for I cannot expect to hear from you before the middle of larch]; it will cost me about Rs. 800 to furnish a cheap little cottage or ourselves; about Rs. 100 to transport ourselves and moneys at the ite of 250 for three months;—altogether 2900 Rs.

I hope your friend, will put this sum in your hands for my use *t once* and in *one lump;* for otherwise I could do nothing. Pray remember this, my dear friend. Alas, this sending of money by dribs and rabs does more harm than good. এ কথাটিও যেন স্মরণ-পথে থাকে।

I write this via Bombay and expect it will reach you about the 20th f January next. If you reply by the 9th of February or the 5th of that ionth via Bombay. I shall hear from you about the beginning or middle of March; as I do not know how much money you have sent by he mail of the 23rd, if you have sent any money at all, I must beg of ou to address as follows;,

Care of Gindlay & Co. East-India-Agents.
55 Parliament Street, London.

You can get a draft from the Oriental Bank Corporation. The value f the property, I am sure, will secure your friend, from any loss and

I shall make it a point to pay him his money as early as I can, on m return. I don't think we shall draw more than 9 or 10,000 Rs. fron him and shall look upon him always as a true friend and benefactor. I he wants a policy on my life, I can get that done; but the loan of th sum I have mentioned above must not be delayed on that account. must go to England to insure my life. I do not believe French Companie have agents in India. Apologizing for this long letter, I remain, m dear Friend.

Ever Yours faithfull

26th December, 186

110. I esteem the gentleman you name, and as they are not "great' they will feel for a "little" man like me. The gentleman, who h offered to assist me, ought to know that man like you and me are abov dirty actions, and that (humanly speaking) we are both too young t bid adieu to this wicked world.

Versailles, France, 12, Rue-des-Chantiers, 9th January, 186

111. My dear Friend,/You will have, I trust, by this time receive my two last letters, one via Bombay and the other by the ordinary Ca cutta Mail.

You will perceive that on receipt of your first letter, I lost no tin in "availing myself of your kind suggestion with reference to a power Attorney", and that when your second letter reached me, it was too la *to introduce the special clause forwarded by you* Nevertheless, I flatt myself that, that Power will satisfy your friend and his legal advisers an that he will not sacrifice me to empty technicalities and the vague verb sity of legal pedants! There is enough in that Power to justify an legalize any steps you might choose to take on my behalf. In my last, threw out a hint about insuring my life for Rs. 20,000 to protect you friend from any annoyance in case of my death. If he will enable me return to London, I shall get the thing done at once.

And to London I cannot return unless by the last Mail of Marc next, I receive from you about 3000 Rs. I have in my former lette explained to you my reasons for asking for this sum *in a lump*. Tl worst thing that one can do,, is to send money to a man at a distance petty sums; for, before the arrival of the second instalment, the fi is sure to be consumed. Remember, my dear friend, that by the time received a reply from you, it costs me about 750 Rs. to live—if not more I pray you, make one great effort to free me and then go on at your eas

Two days hence, the First Term (Hilary) of this year will commenc I see no earthly chance of my being able to return to London. Go alone knows how many more terms I shall yet have to lose. If I h gone on uninterruptedly I should have been called to the Bar next Ju and returned home by the end of the year. But I am not a man to gi way to despondency. I am making the very best use of my unfortuna

exile and I think I may, without vanity, say, that I know more languages than any Bengali now living. But learning is not money; and money is all-in-all among a degraded people like ours. Only help me to get out of this scrape, my dear Vidyasagar and I shall know how to treat fellows, 'labas' as the French say.

I shall not load this letter with dry details; but you must allow me to tell you that the 400 Rs. last sent by you, will scarcely carry me on to the end of March next and that I shall probably be in debt to the amount of 100 or 150 Rs. in addition to the old burden.

The winter this year is very severe and yet at times you have days that might be called 'hot.' A few days ago, it snowed the whole night and the site was splendid in the morning. Streets, house-tops, trees, gardens—were all covered over with snow. One might say, if poetically disposed, that our "দুগ্ধসাগর" had over-flowed its shores and inundated the country; Adieu—with kind regards and earnestly hoping to hear from you soon, I am ever yours sincerely.

P. S. If you cannot send a large sum of money, large enough to clear me altogether, before the last Mail of February, please address here as usual.

গৌরদাস বসাককে লিখিত

12, Rue-des-Chantiers, Versailles, France, 26th January, 1865.

112. My dear Gour,/I have received your kind and most welcome letter. It reminds me of old days. Though father and myself 'bearded like a Pard'—we still have the same heart beating in us. Is it not so, my good old Friend? I pray you, whenever any rascal tells you anything unworthy of your friend, dismiss him with a smile of quiet contempt, for I am neither a fool nor a madman, and (as they say in England) 'Know what is what.' You can scarcely conceive how Europe has changed me in my habits, in my tastes, in my notions of things in general, and even in my appearance. I hope the day is not distant when you will have an opportunity of judging for yourself, my Boy! I am no longer the same careless, impulsive, thoughtless sort of fellow; but a bearded scholar, a man that can correspond with his friends in six European languages and several Asiatic ones. You cannot imagine what a jolly beard and moustache I have grown. I hope to send you my portrait soon. Of course I am still romantic, for that you know is my nature; for I am a bit of a poet, and a superabundance of the imaginative faculty makes a fellow rather a poor 'man of the world'. I have my dreams and aspirations and vague longings, but I am growing wiser; excuse this egoism, but to whom am I to open my heart if not to my old friend and brother? I feel vexed that people should talk ill of me, give currency to d—d idle reports about me, when I am at too great a distance to defend myself. Let Truth frown Falsehood into silence. Treat such cowardly malice as it deserves, my Boy!

You ask me when I mean to return 'homewards'? If I had not bee cruelly neglected by Mahadeb Chatterjee and Digumber Mitter, I shoul have been called to the Bar in the course of the present month; bu as it, is, I am afraid, I shall have to stop a year or more longer.

My distinguished friend, Ishwar Chandra Vidyasagar, has taken m by the hand; if you ask him he will tell you how shabbily I have bee treated. The subject is an important one and I don't like to enter int it. I have been for months like a ship becalmed in France, though than God, I have had strength of mind and resolution to make the very bes use of my misfortune in learning the three great continental language Viz. Italian, German and French languages, which are well worth know ing for their literary worth. You know, my Gour, that the knowledg of a great European language is like the acquisition of a vast and wel cultivated state—intellectual of course. Should I live to return, I hop to familiarize my educated friends with these languages through th medium of our own tongue. Do you think England, or France, or Ge many or Italy wants Poets and Essayists? I pray God, that the nobl ambition of Milton to do something for his mother-tongue and his nativ land may animate all men of talent among us. If there be anyon among us anxious to leave a name behind him, and not pass away int oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. Tha is his legitimate sphere—his proper element. European scholarship i good in as much as it renders us masters of the intellectual resources of th most civilized quarters of the globe; but when we speak to th world, let us speak in our own language. Let those who fee that they have spring of fresh thought in them, fly to thei mother-tongue. Here is a bit of 'lecture' for you and the gents wh fancy that they are Swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays. assure you, they are nothing of the sort. I should scorn the pretensior of that man to be called 'educated' who is not master of his ow language.

I am sorry for your little son, for I am afraid, the *mistaken* kindne of your parents will not suffer him to be made a man; of course, I a far from condemning your filial respect for their feelings.

You again date your letter from 'Bagirhat.' Is this 'Bagirhat' o the bank of my native river? I have been lately reading Petrarca, th Italian Poet and scribbling some 'Sonnets, after his manner. There one addressed to this very river কপোতাক্ষ I send you this and another- the latter has been very much liked by several European friends of mi to whom I have been translating it. I dare say, you will like it to Pray, get these sonnets copied and send to Jotindra and Raj Narain an let me know what they think of them. I dare say the sonnet "চতুর্দ্দশপদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with small volume, one of these days. I add a third; I flatter myself tha since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegan* compliment paid to him. There's variety for you, my Friend. I shoul

wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation, but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living. I am too poor, perhaps, too proud to be a poor man always. If you have money, you are বড়মানুষ, if not nobody cares for you! We are still a degraded people. Who are the "বড়মানুষ" among us? The *nobodies* of Chorebagan and Barrabazar! Make money, my Boy, make money! If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done.

But let us turn to other subjects; if you are really and seriously bent upon coming to Europe for the Bar, you can manage the whole thing for about 8 to 10 thousand Rupees. Of course if you were left to yourself, you could not do it, but I can hope to be of great use to you. When you let me konw, that you are in real earnest, I shall send you a long letter, more useful than any "guide" you can think of.

You want me to write you by *every mail*. My good soul, do you know that I should in that case have to write no less than four letters every blessed month. I am not an idle man and besides, what news could I give you? However, I shall not forget my dear old Friend altogether, but give him a call now and then.

You must remember me to all our friends and tell them how I am getting on.

I congratulate Rajendra on the birth of his son. May the little fellow grow up like his old Dad! I wish, in your next, you would give me the history of the unfortunate Rajah of Cooch Behar and that of Trailokya Mohan Tagore, who, I see, has been transported for 7 years. I feel for his poor mother. Perhaps the poor old lady has died by this time of a broken heart!

Mrs. D. and the little ones are all going on well, Thank God! I hope to return to London next April, therefore continue to address as usual.

With all our united regards, I remain, my dear Gour, Ever your affectionate.

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লিখিত

12, Rue-des-Chantiers, Versailles, 26th April, 1865.

113. My Dear Friend,/It is no poetical exaggeration to say that your letter of the 22nd March came upon me like a clap of thunder! I had expected a very different reply, for I was romantic enough to

believe that no Bengali could possibly have any doubts as to the fairness of a transaction in which you happened to be concerned. But the truth of your adagelike saying is indisputable: "যাহাদের টাকা আছে, তাহারা টাকার মর্ম্ম জানে"। I assure you, I deeply regret my folly, for such I must call it, in not availing myself of your friendly hints immediately after the receipt of your letter in December last.

When your last reached me, I ran to Paris in spite of ill-health, for I have been for several weeks suffering from some sort of ophthalmia, which, I once feared, would have terminated in blindness, but which, thank God, has been so far subdued by the Doctors here, that, at this moment, I can sit down and write to you. This bit of news will, no doubt surprize you, for I had hitherto concealed it from you: you will, I flatter myself, see my motive at once: I did not wish to add to the heavy load of cars which already oppresses that noble and friendly heart! Perhaps, I have been reading a little too hard: perhaps, mental anxiety has had something to do with it.

I ran to Paris and spoke to the gentleman who drew up the document for me. What he said, I need not repeat here. He has drawn up a fresh Power including the very words of the draft forwarded by you and I have caused him to insert the names of the two gentlemen mentioned by you. I sincerely trust that this time we have succeeded; if not, then woe is me! we must perish here. I am at this moment without a pice and must raise little sums from the 'Mont de-Piete' here to keep body and soul together.

If you had succeeded in raising the sum (Rs. 3000) that I wanted, I should have at once gone away to London and lived there till the end of June without troubling you, but that is not to be; and I see no earthly chance of escaping from France before the end of August next, for this ought to reach you about the latter end of May, and if you expedite matters and write to me by the first or last Mail of June or the first of July, I shall receive your reply either about the latter end of July or the beginning of August. Alas, a long, a very long time to wait; but there is no help for it.

Now, you must remember, my dear friend, that the Rs. 3,000 will only enable me (after paying *all* debts) to push on till the end of June. There must be money for the months of July and August at the rate of 250 Rs. per month, that is to say Rs. 500. Then to this sum you must add money for the remaining four months of the year, namely Rs. 1000 (One thousand) that is 1500. (Fifteen hundred) I must trouble you to add Rs. 500 to this sum for medical expenses, and some clothes which we *must* make, for spring and summer have set in and they are too warm for winter things in France,—altogether, Rs. 5000 (Five thousand). You are a thoughtful man, and I am sure you will see that we have not been at all *extravagant;* if D—r had not neglected us, we could have lived cheaper; but why indulge in unavailing regrets? I do not care if I lose everything I have and begin life like what I once was, a poor, penniless

beggar, provided I can get myself called to the Bar. Out of this Five thousand, I shall save enough, I hope, for the insurance of Rs. 20,000 for the benefit of my creditors. As for my old debts, you must make the best arrangements you can think of, for I give you all power over the little I have. Only save me from the horrid gulf before me.

I hope, my dear friend, that there will be nothing found wanting this time and that you will not forget me.

I do not understand what M—d C—e intends to do? Since March 1863 up to present date April 1865 (two years) he has only paid 1800 Rs. whereas, he ought to pay Rs. 3000 (three thousand). Pray, call upon the man for *strict* account. You will find him very largely in my debt. He owes me enough to enable me to live in Europe for a whole year without borrowing moneys. He is a n—y w—h.

With sentiments of grateful regard, I am my dear Vidyasagar, Yours unhappy.

P. S. Kindly address as usual. Monu is in London. I am afraid he will fail this year also.

ইতালী সম্রাট ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে লিখিত

114. Sir,/A poor rhymer who does not dare give himself the name of a poet, born on the shores of the Ganges and a passionate admirer of the father of Italian poetry, takes the liberty of presenting at the feet of your Majesty, alongwith this letter, a Bengali sonnet, a little oriental flower which he wishes to join to the garland to be wreathed in Italy, for decorating the tomb of the illustrious Dante.

12, Rue-des-Chantiers,
Varsailles, 5th May, 1865

Of your Majesty,
very humble Servant,
Michael Madhusudan Dutta

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লিখিত

18th May, 1865

115. Things, alas! are getting on very badly with us! I have had to apply to the British charitable Fund in Paris for the loan of 200 Rs. (500 Francs). You cannot imagine how degraded I felt when I had to appear before the Committee. Such a lot of ragged and stinking devils were there! But as the proverb says, "Adversity makes us acquainted with strange bad-fellows." The members, I am bound to say, treated me with great consideration—especially, Sir Joseph Cliffe (brother of the late Roman Catholic Bishop of Calcutta) and Lord Degrecy. They have not yet complied with my request. They have kept your last letter to me to have it translated. I do not know whom they will find in Paris able to read Bengali. There are two Calcutta men, Messrs. De souza and Mendes, but they are মেটে ফিরিঙ্গি-men who say "বাবু তুমি ভাল আছ?" I shall know their decision next Monday.

14, Wood Lane, Shepherds Bush, London. 17th January, 1866

116. I have received your three letters, the last enclosing an order on the Agra and Masterman's Bank for £60. I scarcely know how to thank you for the tender solicitude you display for my welfare, and I humbly trust that God will give me a day when I shall have it in my power to show you how grateful I am!...

I cannot conceal the fact from myself that I must yet have a great deal of money. My passage, my out-fit to India, the setting myself up there as a British Barrister, the expenses of living as a Gentleman (in the European sense) till I get practice will cost a great deal, however economically we might manage these things.

You tell me that you have borrowed Rs. 7000 I presume you have paid yourself the 1000 you lent me, because of this money, I have received 6000 including the 500 which I got by last mail.

I am taking every necessary step to get myself in a position to return about the end of the present year. I have even refused the offer of the Bengali professorship at University College London, a post of great honour and dignity though without a salary. Dr. Goldstucker (of whom you have no doubt heard) was very anxious to have me, but I told him plainly that I was too poor to live in England without a handsome salary The Doctor is a profound Sanskrit Scholar and loves all Hindus. We spoke about you (he knows you well bye name) and the remarriage of widows. He thinks that a well educated Bengali ought to be in England for the benefit of the Civil Service and through it of the country at large

We are now in the midst of a rigorous winter. For a poor man like myself London is dreadful. The Renderpest or Cattle disease, of which you have, no doubt, read in the papers, has made meat scarce and fright fully dear and we can scarcely manage to live for less than £36 or Rupees 360 a month.

14 Wood Lane, Shepherd's Bush
London W. 25th February, 1866.

117. I have much pleasure in acknowledging the receipt of your kind letter with the order for the £101 on the Oriental Bank Corporation. You always send money in good time. I am delighted to find that you have arranged the affair so satisfactorily with the Sirkar of Ram Sarnamoye, and thereby defeated the mechinations of Mahadeb Chatterjee and his clique to distress and ruin me. I am sure it was that—who had the fact quietly whispered to your friend's ears in order to turn him away from us. Believe me, that fellow is capable of any amount of r—y! But for him and the like of him, I should have been at Calcutta at this moment...

You may well imagine, my dear Friend, how full of anxious and troubled thoughts. I am! But for my confidence in your wisdom, strength

of mind and noble and disinterested friendship. I fancy, I should go mad! I need scarcely assure you that my trust is in God and after God in you!

14 Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 3rd March 1866.

118. My dear friend,/I do not know if you have received my letter acknowledging the receipt of your favour with a draft for £ 101. Though that letter was written to be forwarded by the Marseilles Mail yet my people forget to post it. So it is gone via Sounthapmton and I fancy, this will reach you sooner.

In my letter via Southampton, I have said all that I have to say and I am sure you will not delay in replying. As the time draws to a close, I feel my anxiety increase.

Excuse bad writing, for my fingers are quite stiff. I have just come out of a *cold bath,* which I take every day in spite of the weather. It is a fearful trial to one's nerves!

We are all quite well, thank God. Hoping to hear from you soon and with kind wishes yours as ever.

14 Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 18th April, 1866.

119. My dear friend,/I have received your kind letter and the draft for £151, etc. I assure you, the money came in good time, for as I have repeatedly written to you, living in London is something frightfully dear this year. The 'oldest inhabitant'—as people jocularly remark—'has no recollection of such dear times.' It costs us a great deal of money—indeed, much more than I had expected.

I am *anxiously* waiting to hear opinion about the Bombay business, because if you think that your friend at Calcutta will be able to help me out of all this; I shall take no step in the matter; but if not, there is not much time to lose. I am afraid that before this year ends, I shall have to trouble you for at least £450 more, *inclusive* of my call-expenses next November. And then, there must be money enough to take us out by the first Mail of December.

I am too busy to write at greater length to-day, but hope to do so, by the next Mail. In the mean time.

I am as ever yours very sincerely.

14 Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 10th May, 1866.

120. My dear friend,/I have been anxiously looking out for a letter from you to know what you think of the scheme proposed by me about borrowing money from Bombay. I suppose you have been too busy to write to me. I am sure you will excuse my anxiety on his subject, because, as I am not aware of the extent to which your friend has undertaken to go, I do not know how we are to go on.

I shall want £200 in July next and the same sum in the month of August, for about that time, my house if this house will have move out and I must make arrangements to change and then will come the expense of the 'homeward' voyage and other matters. Do you think we shall be able to get through all this?

Poor Monomohan has heard of his father.s death. The blow, tho' expected, does not seem to have fallen upon him with mitigated severity. He is going to apply to the Benchers of his Inn (Lincoln's) to call him to the Bar next Term so that he might leave for India in July next. He has sent a Telegram to Dijender Tagore for £300 to enable him to leave Europe. The Telegram cost him 75 Rs. I am sorry for the poor fellow.

I have every hope of being called to the Bar next November and I hope you will manage matters so, that the remaining few months of my exile might pass off as well as the last year and more since you have taken me under your protection.

I have not been very well of late owing to a change in the weather, you must therefore excuse this short letter.

Mrs, Dutt and the children are all doing well. Hoping the same of you and yours. Yours as Ever.

মনোমোহন ঘোষের মাতাকে লিখিত

121. শ্রীচরণকমলেষু, জেঠামহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তি সংবাদে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। সংবাদ পাইবামাত্রেই আমার স্ত্রী ও আমি প্রিযবর মনোমোহনের বাসায় যাইয়া তাঁহাকে এ বাটিতে আনিয়া সাধ্যানুসারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টায় আছি; আপনি তন্নিমিত্তে উৎকণ্ঠিতা হইবেন না। আপনি পরম জ্ঞানবতী, সুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, এবূপ তীক্ষ্ন শর-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্ব্বদাই মানবকুলের হৃদয় বিন্ধন করে। পিতৃচরণ-দর্শন-সুখ প্রিয়বর যে আর এ পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণমান। এ দাসেরও আশালতা ছিন্ন হইল। ভাবিয়াছিলাম, যে, কৃতকার্য্য হইয়া দুই ভাই একত্রে দেশে ফিরিয়া যাইব এবং আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত নির্ব্বাণ স্নেহাগ্নি পুনর্ব্বার পদসেবা করিয়া প্রজ্জ্বলিত করিব। কিন্তু এ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। এক্ষণে আপনি স্মরণপথে রাখিয়া আশীর্বাদ করিলে চরিতার্থ হইব। প্রিয়বর তারপথে কলিকাতায় যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। তিনি এদেশ হইতে অতি ত্বরায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। যতদিন এখানে থাকেন, তাঁহার মনের বেদনা লঘুতর করিতে কোনমতেই অমনোযোগী হইব না। নিবেদনমিতি। আশীর্ব্বাদাঙ্ক্ষী দাস মধুসূদন দত্ত।

14 Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 10th June, 1866.

122. My dear friend,/I have not had the pleasure of hearing for sometime from you, but I suppose, you are as usual, too busy to write.

You will be pleased to hear that I have finished keeping 9 (nine) Terms and that there is every prospect humanly speaking, of my being called to the Bar in November next, provided I am ready with the necessary funds. The Steward of our Inn tells me that as my name was on the list, I shall have to pay for the Terms I have not kept, just as if I had done so. I must be prepared to satisfy *all* demands by the beginning of October next in order to have a right to petition the

Benchers for a call in the ensuing term. I need scarcely say everything will now depend upon yourself and the friend who has been helping me so kindly up to this time.

From your silence about the Bombay scheme, I am led to believe that our friend is ready to advance sufficient money to enable me to set myself up. I shall, therefore, give up that idea. In addition to the money already lent, I shall want about £1200—of this you must send me £500 at once before my call and then £400 to enable me to leave Europe and you must keep in your hands about £300 or 200 for me when I get back, for it is not likely that I should get into practice all at once. I know that this is a very large sum but there is no help for it. If you have already sent any part of this money, pray, sent the balance at once, so as to reach me in time for next November.

The failure of the Agra Bank has spread ruin and dismay in London. If the Bank had gone down a few weeks *earlier*, I should have been a sufferer, for your last Draft would have been (for a time, at least) so much waste paper. We could have ever believed that a Bank like this should burst in this way. But you have no idea of the 'Stock Exchange' here and the rascality that goes on there. Men are said to have made lacs at the expense of the poor Agra! How they managed to do all this, is more than I can explain to you. Many retired Indian families have been almost ruined. The consequences of all this are, no doubt, highly disastrous out there also, but I earnestly hope that they will not affect us.—If I am obliged to remain in Europe longer than December next, I shall be ruined. London is so dreadfully dear this year!

Monomohan was called to the Bar a few days ago. The death of his father gave him good plea, wherein to base his petition for the indulgence and Sir E. Ryan, helped him. I am sorry for poor Monomohan. He has had no opportunity of learning Law; but he is an intelligent fellow and will no doubt, try to make up. He leaves in August next. Of course he will be my Senior but that's no loss to me. If I had been his Senior, I might have helped him to some extent. That fellow G. M. Tagore is too selfish to assist anybody. He has written to some one in London to say that he makes £20 everyday; this I can scarcely believe, for I don't think there is much in that fellow. But he knows how to *boast*. No doubt, he is making something, for there is a good opening for a *good* native Barrister.

I regret that he should be the first man of our race to go out to be followed by so কাঁচা a hand as Monomohan. But patience, my dear Friend, if I can only get out, we shall then see what is to be done.

I do not know that I can give you any London news to interest you. We have heard of your labours in connection with the petition against poligamy, and there was very handsome mention made of you in the Saturday Review not long ago in the course of a critique on some new Sanskrit work. But the article, I suppose, will be reproduced by some of your Indian papers.

I have no news to give you of Khetter (Dr. Khetter Mohan Dutt). He is living somewhere in London and has apparently cut us, his friends. I understand that he is *speculating in the matrimonial market*! At least, I was told something to this effect by an old Indian Colonel whom I see often and who has heard all this from the father of Khetter's *'intended'*. Pray, regard this as a bit of *private news*. Perhaps, Khetter wouldn't like your knowing anything of his affair at this stage of progress. He is a queer fellow!

We are all quite well, thank God! and I am reading Law with more than ordinary attention, so that, I shan't be quite an *'Ignoramus'* when I go out.

Hoping to hear from you soon and to find everything favourable, and with our kindest wishes and regards,

I remain, my dear Friend, yours as Ever.

14 Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 18th June, 1866.

123. My dear Friend,/Ever since the receipt of your last letter, which came to hand a few hours after I had posted mine. I have been in a state of mind which it is not easy to describe!

You will perceive from my last letter, which, I trust, has reached you safe, that I want some six or seven thousand Rupees more than you can raise, and that unless I have that sum, I cannot go out to India but must *perish* in Europe. What is to be done? I see nothing but ruin before me!

I am aware that I have already had a very large sum of money;—but it is *impossible* for a man—a gentleman, to live in England at the present moment on a little money with a wife and two children.

When I left India, you know that I left Mrs. D. and the children behind, because I knew very well that I was not rich enough to maintain a family in this dear quarter of the globe. It was Chatterjee and other rascals who fairly drove my wife out of India and believe me, this they did with a view to ruin me. My instructions for my wife were *never* to compromise with my cousins unless they gave up my mother's jewels—but Chatterjee and Buddyanauth—that ungrateful r—l—wanted things to be otherwise arranged, and so they managed to get rid of her. Do you see the object of the foul conspiracy; they did not care what became of me, provided things were compromised to their satisfaction! But you already know something about all this. The question now is—what is to become of me, of us?

Immediately after the receipt of your letter, I called on Mr. Dadabhye Naoroji,—a Parsee merchant here and the President of the London-Indian Society, to consult him about the great Parsee of Bombay. Mr. Naoroji threw cold water on the project and told me that at the present monetary condition of the mercantile world all over the world, such a

'equest as mine would not be attended to.—So that hope is gone! Un-
ess you can save me, I must go!

You cannot imagine what sleepless nights my poor wife and myself ıave of late passed, talking over our affairs and prospects, and we have :ome to the conclusion that it would be better that I should go out alone ınd that she should follow me some months after, when I have acquired ı sort of professional footing.

I do not know if you have already forwarded (as I hope you have) he £200. If you have, then you must induce our kind friend to give ou £ 300 more, and that money you must send me so that it might reach ne by the *first* or at *the latest* by the *second* incoming Mail of September, or then I shall be in a position to give up this house and seek obscurer nd cheaper lodgings somewhere else. The £300 will pay my call-xpenses and keep us here till I leave, so that, we shan't trouble you for nore money for our living. Then, it will cost me about £200 to go out nd I must leave for my wife at least £200 in the Bank.—Alas who will ive me this money? If *you* were rich, I should not be so miserable, for know the noblility of your heart. Do you think a letter from me to otinder Tagore would have any favourable effect? And then, when I et back to Calcutta, I must look to my own exertions. Why should I ear to fail?

I hope you will send me £300 in September, for I must get out of nis house and the last quarter of the year ends with that month. The roprietors are hard-hearted people and if I am unable to pay and nove out, they no doubt, will apply the hard enactments of the English aw of Landlords and Tenants to my case, for I am a yearly tenant and I remain one day after the expiration of the Term, they might compel ne to keep the house *another* year at a higher rate of rent!

The £200 which I expect now every-day, will pay off last quarter's ebts and leave something over to carry us on to next September, and nen immediately after the receipt of your letter and the money, I shall pply to the Bennchers of Gray's Inn for my Call.

Remember, my dear and *only* friend, you rescued me from ruin nce. Do not abandon me now.

Praying God to blees you in your efforts to help a poor fellow with ır united respects./Yours faithfully.

P.S. I tell my wife that when I get back to Calcutta, you will give e a little room in your house and a lot of rice to keep body and soul gether!

14 Wood Lane, Shepherd's Bush
London W. 26th June, 1866

124. I am quite aware that if you are compelled to sell off, certain ople will look upon themselves as 'true prophets' and indulge in ite laughter at our supposed expense, but I am sure you are stronger nded man than that. Besides. who cares for the stupid-unthinking

multitude? If you and my other friends arrange this affair for me, I shall, when called to the Bar, enter life with a splendid profession and without a mountain in the shape of debts to weigh me down on my poor back.

*   *   *

I have every right to do what I like my own. No sensible man would say that you have helped me to ruin myself. Surely, a man who assists another to begin life as I hope to begin it, cannot be said to ruin that man. I must take my chance like millions of our fellow-creatures and either stand or fall according as the strength of my own heart and mind enables me!

*   *   *

If you can command a sum large enough to ensure my purpose, there would be no occasion to do anything in haste, and I shall see what is to be done about Chatterjee on my return home. If any good Samaritan should come forward to help us, well and good, if not you must raise money on the sale of property, and you shall have my final instructions on that subject in October if not earlier.

5 Rue de Maurepas
Versailles, France. 9th December, 1866

125. My dear friend,/I hope you have received my letter via Bombay announcing my call to the Bar on the 17th ultimo. I have allowed some mails to leave without writing, for I have been looking out for letters and money from you. I am now in France with my family, for we can live here for less money than in England. If the mail now approaching us fast, bring money, I hope to leave Europe by the Bombay Steamer of the 5th January and reach Calcutta about the early part of February, just to see our Indian winter expire.

I think it would be better for me to leave my family here till I am well settled in Calcutta Living in France is cheap and I could not start in life as a Barrister in a becoming style for a time unless I had more money than, I am afraid, you could raise for me. As a single man, I could live anywhere and in any way I choose; the case would be far different with a wife and children. I earnestly entreat you not to fancy that I am capable of treating your advice lightly; but in this matter, I think you are misled by the idea that living in Europe is dear. However strange the assertion might appear to you, I assure you that Europe is the cheapest quarter of the globe in many respects. When I reach Calcutta, I hope to hire the upper storey of some house with an Attorney's or other office below, furnish a few rooms decently and live with a cook and *Khitmutgar* till 'briefs' begin to come in. Mrs. Dutt could live here very comfortably for 250 or 300 Rs. a month. I could rather like that things went on this way till next winter.

I must now proceed to draw your attention to a much serious subject. I need scarcely tell you that you are my only friend. I am about

to undertake a long voyage by sea. Life is uncertain. "In the midst of life we are in death." Should anything happen to me, wife and children will have no one to look to but yourself. You must sell all I have and, after paying all just debts transmit the money to my wife here, and advise her what to do. I am sure you will take the same interest in her as in the widow and orphans of a younger brother. You must be the friend and guardian of these I leave behind.

I suppose you are not aware that my books bring in a considerable sum of money The income is likely to increase. Now, I wish to make a gift of that income to Mademoiselle *Henrietta Eliza Sarmista Dutt* and her heirs till the continuance of the same, appointing you, and the other gentlemen associated with you in managing my affairs at present, Trustees of the Gift. In case of that child's death, the money is to go to master *Frederick Michael Milton Dutt* and heirs—both of Versailles, the Empire of France. In case of the latter's death to my wife Amelia Henrietta Sophia Dutt till her death and then to my other heirs. In case of my death before reaching Calcutta, the gift must be based on this letter. You, the Trustees, are to remit the money to my wife in France to be laid out in the education of the above named H. E. S. Dutt or F. M. M. Dutt or her own use as the case may be.

I cannot conceal it from myself, that in order to get into the profession, I have well-neigh beggard myself. It now remains to be seen এ বৃক্ষে কি ফল ফলিবে। But there is no use of despairing. If I had been a single man, I should have marched out fearlessly for I am not naturally timid ; but it's a serious thing to have a wife and little children, all unable to help themselves, in case of any emergency.

I must now trouble you, my dear Friend, to send Mrs. Dutt £50 on receipt of this, for the money I leave for her will not be sufficient till my arrival. Please send the money through the French Firm "Disconti' National" or some such name payable to Madame Dutt of 5 Rue de Maurepas, Versailles. If you send the draft in a registered letter it is sure to reach her safe. I find my expenses greater than I had calculated upon.

Thanking you heartily for all past kindness and hoping to shake hands with you soon, I am as ever,/Yours faithfully.

P. S. If you call upon I. C. Bose to submit an account of the books to you, you will be surprized to see that during the half year ending in July last they brought about Rs. 1000! If Doctor Khetter Mohon Dutt is to be believed the people of Bengal are "fools" for encouraging "a rascal" like your humble servant!! Adieu!—It's a good thing that all Bengalis are not Khetter Mohon Dutts.

[বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর লিখিত পত্রাবলী ১৮৬৭—৭৩]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লিখিত

1, Spence's Hotel, 11th April, '67.

126. My dear Friend,/I was detained a little at the station and

reached home about 8 P.M. This morning I called on the Punditjee who told me that my only chance was to get as many certificate as I could from the most known members of the native community. I then drove over to Digumber's who sent me on to Rajender Mitter's to take him with me to Rajah Kaly Krishna's. Rajender has promised to go with me this afternoon. I then saw R. G. Ghosh and asked him for a certificate. He asked me to see him next Saturday. Sumbhonauth says that our enemies seem to have won the judges and that the antidote must be as strong as the poison. He wants you to come to Calcutta; I scarcely know what to say myself, I am sure I have given you too much troubles already. We must go up with our papers early next week, for no time is to be lost. If you can't come, you better send me a testimonial by return of post. I shall try to do what I can with Digumber, though (as you know) I don't like him much. I don't think he is very sincere. Sumbhonauth said এ বিষয়ে না জিতলে আর মান থাকবে না। He has great hopes of success if he be properly backed.

I am likely to be in distress for money soon. I have to pay a great deal every day for carriages and my servants want their pay for March. The Hotel-Bill can be put off till the end of the month. Good God, what will become of me? I am off to see if I can get a testimonial from Jotindra Mohon Tagore.

Write to me how you feel after your fatiguing journey, and believe me your loving but unhappy and unfortunate.

P. S. Excuse haste. Poor Monou (not Law-giver but the Barrister!) is dreadfully cut up by all this.

Private—I hope you will destory this letter after perusal.

127. My dear Vid,/I am glad you are better for I want you to get me a thousand Rs. from Onoocool for Europe. If you had been a vulgar or common man like most of those who surround you, I should hesitate to ask you to involve yourself again on my account, especially as old Sirish is assuming war-like attitudes. But though a Bengali, you are a man, and I believe you would risk anything to help a friend in such distress as I am! My poor wife is almost as badly off as I was when I first wrote to you, and I am perfectly helpless. What money I am making this month, I am paving to my hotel people, for I do not like the idea of being indebted here. Something is due to my position and some sacrifices are necessary. If you were a vulgar fellow, I should (I repeat) hesitate to write to you in this strain, for you would say—"Bah, he has been doing the aristocrat, let him suffer for his folly!" But as you are one of Nature's noblemen, tho' a Beng. you will (unless I am greatly mistaken) feel for me, and sympathize with me. I have been very thoughtless perhaps, and have not managed matters well, but don't punish innocent people for my folly. If you don't get me this money before the French mail of the 25th, they will nearly perish in Europe

Now—the question is, how are you to go to work. Hear, good

riend, Onoocool has promised to lend us 2000 Rs. Ask him for one, nd with the other we shall try and soothe Sirish. If you will allow me, shall write to him myself and try and pacify him. What can he do? The Roys of Naral—either the one or the other are sure to send me to Europe and I shall be in funds in the course of two months, if not earlier. Besides, I have a Brief on my table for which I shall get Rs. 2000 early next month. You and I—my good Vid—have often done desperate hings, and looked to the chapter to accidents to neutralize the effects of our benevolent folly. What has been the result? You are the greatest Bengali that ever lived and people speak of you with glowing hearts and earful eyes; and even my worst enemies dare not say that I am a bad ellow! Behold and help again one who loves you and has no friend who seems to care for him except yourself. I haven't the courage to you personally on this subject, therefore, don't send for me, but go to work with that daring and energy which have made you more beloved more honoured, more revered than thousand of millionaries! You must know that I won't be refused. Write to O, to send you a thousand Rs. —part of the sum he has promised to lend us too, and don't write to me a vulgar letter saying this and that like a d-d Bengali and politely refusing my prayer. In conclusion I appeal to Issur Chandra Vidyasagara, my friend and let him act as Issur Chandra Vidyasagara ought o act under present circumstances. Your ever affectionately.

128. My dear Vid.,/I am sorry you are not well. I can't leave my bed!—Now, what shall I say about S.? If it would 'mortify' you to be dragged to a court of Law, it would make me *mad*. Surely, S. can't be so hard hearted. You know I have no money and have been getting on very indifferently since last November on account of my throat and general health. Don't you think, Onoocool could be induced to do something? I have not been out for the last fortnight and don't know when I shall be on my legs again. People who dislike the idea of your being so kind to me, might have told you a hundred things about my careless extravagance and all that; but I tell you that nothing but a miracle could enable a fellow to pay off a debt of 5000 Rs., live like a gentleman, maintain a wife and children in Europe etc., the very first year of his professional career!

You must excuse the somewhat bitter tone of this letter. I have got out of my bed (to which I am confined by fever brought on by a severe accident) and feel a great deal of pain. I have, moreover, learned that certain persons have been trying to poison your mind against me. You are not a fool and that is my consolation.

I shall write to Nilcomul myself—I don't see why I should'nt, and we shall see what we can do to raise some money during the approaching holidays. Yours in pain.

P. S. There are men whom Nature has given the hearts of bill-collecting sircars. They would keep their wives and daughters naked

(if they could) to save money. Such men might tell you anything against me, but I tell you, I have not been so successful as জনরব is pleased to give out.

গৌরদাস বসাককে লিখিত

1, Spence's, X' mas day.

129. My dear Gour,/Many thanks for the things,—the splendid oil-painting in your bed-room has made such an impression that if it hadn't been the portrait of a former friend, I should have asked you to make a present of it to me. But I have no wish to deprive you of such a memorial; I, therefore, trust that you will not object to lend it to me—in case you don't take it with you to your new Station. The painting will be kept here with far greater care than in that almost deserted and dampish house. What say you, old Boy? You shall have it back when ever you return to town or write for it./Yours as ever,

130. My dear Gour,/A thousand thanks. I shall not fail to take care of your former friend's portrait. God be with you, old friend! When shall we meet again? *Write* to me and I pledge you my word that I shall reply without fail./Yours ever attached,

131. My dear Gour,/I am sorry I never saw the letter to which you allude. If I had, I should have replied immediately.

You must know, my boy, that I go out every day, not being a Hakim Bahadur

Need I tell you that all my available time is yours? Come by all means and receive from my lips the assurance of what I always felt and do feel for you—sincere friendship! Yours affly.

132. My dear Gour,/How strange! The whole of yesterday I thought of you and asked myself repeatedly if you were coming home this year. I have just recovered from the effects of a severe accident but I shall be very glad to go to see my dear old friend and talk of old days. Will the afternoon of Tuesday next suit you? If so, send your Meroney and believe. Ever your affectionate.

P. S. You know, old boy, I never write letters unless I have something of importance to communicate. So, you must not blow me up for being a bad correspondent.

133. My dear Gour,/All right. Breakfast, but how shall I manage without—at least—a spoon? Well, I suppose, you have lots. I don't mind squatting. I shall wear loose trousers. Send bearer at 8 A.M. Yours.

134. My dear Gour,/The bearer of this is just the man that would suit you. He is a capital cook etc. etc.! If you can give him some suitable employment in your new Establishment, you will not be sorry

for having such a convenient fellow. He was with Dwarkanath Tagore, Kissory and your humble servant. Yours in haste.

135. My dearest Gour,/I went out yesterday with a friend to visit some villages beyond Bali and did not return in time to go over to yours. To-day, I happen to be engaged with Ganendra Tagore, I shall partake of your "Dalbhat" to-morrow with heart-felt pleasure. In the meantime, don't let your ardour cool down old boy. In haste, Ever yours,

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লিখিত

1, Spence's Hotel, 17-10-68.

136. My dear Vid.,/I understand that Fagan of the "small" is going to retire and Nui Thompson is to be moved into his place. Can you put in a word for me to your 'potential' friend the Lieut. Governor. They want a Barrister and a post like that would save me and mine. Although a Brahmin, you are no descendant, I am sure, of that irascible old fellow Durvasa and I can't believe that any folly of mine could turn away that noble heart from. Your very loving but unfortunate,

1, Spence's Hotel

137. My dear Vidyasagar,/Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great pain. You know that there is scarcely anything in this world that I would hesitate to do for you. Of course you have full permission to adopt any steps you think proper to relieve yourself of the unpleasant burden. Sirish has written to me offering Rs.. 21,000. But don't you think. Onoocool would advance fresh money enough to pay off that man and hold the property by way of mortgage—usufructuary mortgage—I paying him the difference in the interest? If we can in this way save.the estate let us do so, if not let them go. I wish I could run over and see you. Perhaps I shall do so next Saturday.

With affectionate regard Sir, Yours,

138. My dear Vid.,/You add another link to the chain. I am quite ready to sign such a deed as this. The terms are just and considerate and if you change October 1868 to November, I shall be able to go.

I am sorry to say that I haven't got any money at this moment—not having done any work since the middle of last Aug. and having sent the 400 I had in the Bank to Europe. But I shall try to raise the sum. Could you put off the registry & etc. to next Saturday? Do try this. Your very affectionate but much maligned.

139. My dear Vid.,/I shall be at the Register's office by 12 o'clock tomorrow unless something happens in the course of the day to terminate the mortal career.

গৌরদাস বসাককে লিখিত

7, Old Post Office Street, 31st March, 1869.

140. My dear Gour,/I happened to be at Burdwan a few days ago and there met a rather sickly specimen of our Bengali nobility—a Coomar something Roy Mallik. He was very attentive to me and showed a letter from you. Though I did not read the letter, I was and am led to believe that you have returned to your Head Station from your tour on the classic banks of the "Kapotaksha" and that I ought to reply to your very kind letter dated from "Bagarhat". As for me, my recollections of these parts of the country are rather hazy; but I have no objection to revisit them with such a jolly fellow as you—though I sincerely wish you a speedy transfer to some civilized part of the country. Old Rung is come to Hooghly and looks uncommonly fat and healthy Don't you sigh for the land of the Coles in preference to horrid dull Jessore? I can't imagine how people can live there unless official duties so occupy their minds as to leave no time for idle thought.

The great case of Tagore Vs. Tagore is just over. No judgment as yet. I was one of the counsels for Plaintiff though my name seems to have escaped the reporter in the 'Daily News'.

You will perceive from the place I date this that I have commenced to practise in the Original side of the High Court. In the Appellate side there is not much work just now—O, these horrid Stamp Acts! Litigation now is a luxury only for the wealthy.

The Viceroy is gone up the country and Calcutta is again dull. The Theatre people and the operawallahs are all going away also. I some times think of a run upto Lucknow, but I have no one there whom I could rely upon to push me forward. One or two of our fellows have made rapid fortunes there.

When do you propose to return to us? I suppose not before the Poojah holidays. You can't imagine how grand that picture looks. I have had it restored by a European artist./With kind wishes, Ever yours affly.

141. My dear Gour,/A little before your letter reached me, my poor Sermista (who returned to India with mother and brothers a few weeks ago) was nearly being carried off by a sudden fit. Luckily *Dr. Palmer* happened to be here. The child is better now—thank God. Come and see me at 7, Old Post Office Street; any day *after* ten and we shall come back to his place to see Mrs. Dutt and the children Yours in haste.

7, Old Post Office Street, 30th July, 1869.

142. My dear old Gour,/You cannot imagine how sorry I was to be obliged to let you leave Town without a chat on account of my chamber being full of interesting clients! Hakim tho' you, be, ... you cannot command such a levy! Well!—regrets are vain, for you are now

in the salubrious regions of the Sunderbuns and your humble servant in noisy Old Post Office Street. But the holidays are coming on and then there will, no doubt, be a jolly gathering of ancient chums. In the meantime, allow me to recommend to your exalted favour the bearer of this letter, a person whose face I never saw before, but who has come to me with a very handsome letter from my old rascal of an uncle, Bansidhar Ghosh of 'Katiparah'. If you can do anything for the fellow, I shall be obliged. He seems to be under the impression that a letter from me would pave the way for him nicely;—so here you are. I hate to give letters of recommendations but there are occasions when a poor Devil is obliged to do violence to his own feelings for the sake of others.

I have scarcely any news to give you. We are very dull here, tho' I have nothing to complain of the goddess whom Poets have called "fickle". I am getting a fair share of business. My people are still at Ooterparah and we shall remove soon to Chandernagore. I stop in Town because living out of Town is a luxury which I can't exactly afford as a new beginner.... Excuse his terribly stupid letter. I have got to go out, so good bye. Ever yours.

143. My Dearest Gour,/I have left my old lodging. In my new, I shall be *most* happy to see you, my own dearest friend. Alas, I am *miserable*. Come to see your unworthy but *loving* M. S. D.

144. My dear Gour,/I was nearly dead some weeks ago and had to go to Dacca, where I was detained nearly 10 days and got back with much difficulty. I hear, you have taken leave on account of bad health. I shall try to see you as soon as I can.

Here's a copy of the 'Ilias' for you· I have much to say about your son and his journey to Europe. Yours as ever.

145. **একটি বাংলা চিঠি**

১৮৬৯ সালে মধুসূদন এ পত্রটি ডাঃ রামদাস সেনকে লিখেছিলেন। পত্রটি সংগ্রহ করেন অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত। চতুষ্কোণের "মধুসূদন জন্ম-সার্ধশত ও মৃত্যুশতবার্ষিকী সংখ্যা' হ'তে পুনর্মুদ্রিত।

মহাশয়,

যদ্যাপিও আপনার সহিত সাক্ষাৎ দর্শন নাই, তথাপি আপনকার যে দেশীয় ভাষার উপর নিতান্ত অনুরাগ এবং এ লেখকের প্রতিও যে স্নেহ সম্বলিত যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহ আছে, তাহা সে লোকমুখে সর্বদাই শুনিয়া থাকে। সেই হেতুই এ ব্যক্তি মহাশয়কে আপনার বর্তমান দুরবস্থা এই ভরসায় জানাইতেছে যে যদিও আপনি তাহাকে এ বিপদরূপ রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করিতে অসম্মত হন, তবুও এ আবেদনপত্র তাহার পক্ষে অবমাননার কারণ হইবে না। 'বাচঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা'

ইতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ইংরাজী রচনার পরিচিতি

Collected Poems: হিন্দু কলেজের নিম্ন শ্রেণীতে পড়বার সময়ই মধুসূদন ইংরেজীতে কবিতা লেখা শুরু করেন। 'জ্ঞানান্বেষণ', 'Bengal Spectator', 'Literary Gleaner', 'Calcutta Literary Gazette', 'Literary Blossom', 'Comet প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। 'জীবন-চরিত' ও 'মধুস্মৃতি' থেকে কবিতাগুলি নেওয়া হয়েছে।

Captive Ladie : মধুসূদন মাদ্রাজে বাস করার সময় যে পত্রিকগুলিতে লিখতেন তাদের মধ্যে Madras Circular, General Chronicle, Madras Spectator, Athaeneum প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম পত্রিকায় প্রকাশিত পৃথ্বীরাজের চরিত্র অবলম্বনে Captive Ladie এবং সেই সঙ্গে Visions of the Past নামে একটি অসম্পূর্ণ কবিতা এক সঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। Captive Ladie-র Introduction-টি নব বিবাহিতা পত্নী রেবেকাকে উদ্দেশ্য করে লিখিত।

Rizia : Empress of Inde : নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধুস্মৃতি'তে লিখেছেন, 'মাদ্রাজ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে মধুসূদন পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রিজিয়া নামক একখানি ইংরাজি নাটক লিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইহার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। কাব্যখানির আদ্যোপান্ত মধুসূদনের স্বহস্ত লিখিত এবং তাঁহারই দ্বারা সংশোধিত। এ-রচনাটি মাদ্রাজের ইউরেশীয়ান পত্রিকায় ১৮৪৯-৫০ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

Ratnavali—গৌরদাস বসাকের প্রস্তাব অনুসারে পাইকপাড়ার রাজারা মধুসূদনকে রত্নাবলী নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করবার ভার দিলেন। মধুসূদনের এই ইংরেজী অনুবাদ বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। হরকরা পত্রিকার সম্পাদক এই অনুবাদের প্রশংসা করে লিখেছিলেন, এরূপ বিশুদ্ধ ইংরেজী রচনা আমরা কখনও দেখি নাই। বাঙালীর লেখনী হইতে এরূপ লেখা যে হয়, আমরা জানিতাম না। কেবল বাঙালী নহে, কলিকাতার মধ্যে অনেক ইংরাজও এরূপ লিখিতে পারিয়াছি বলিয়া আপনা আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিলে, অহঙ্কৃত বলিয়া দূষিত হইবেন না।'

Sermista : পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ইংরেজী শর্মিষ্ঠার প্রথম সংস্করণ অবলম্বনে বর্তমান রচনাবলীতে মুদ্রিত শর্মিষ্ঠার পাঠ প্রস্তুত করা হয়েছে।

Nil Durpan : ১৮৬১ সালে রচিত প্রথম সংস্করণের মুদ্রিত গ্রন্থ অবিকল অনুসরণ ক'রে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ এই রচনাবলীতে ছাপা হ'ল। ওই প্রথম সংস্করণের গ্রন্থে টাইটেল পৃষ্ঠা নেই, মূল নাটকের আগে টাইটেল পৃষ্ঠা রয়েছে। নীলদর্পণ নাটক মধুসূদন অনুবাদ করেছিলেন কিনা এ-সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। সেই বিতর্কের মধ্যে বর্তমানে আমরা যাবো না, তবে আমাদের বক্তব্য যে, সমসাময়িককালের সাক্ষ্য উল্টিয়ে দেবার মত প্রমাণ এখনও কিছু পাওয়া যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, ললিতচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির উক্তি উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

Rukmini Haran: প্রথম সংস্করণ অনুসরণে এই সর্বপ্রথম মধুসূদন রচনাবলীতে মুদ্রিত হ'ল। Anglo Saxon & the Hindu: ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত প্রথম সংস্করণের মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে এই রচনাবলীতে পুনরায় মুদ্রিত হ'ল।

Letters: মধুসূদন নিজের সম্পর্কে খুব বেশি বলেছেন তাঁর চিঠিপত্রগুলির মধ্যে। তাঁর আবেগপ্রবণ, বন্ধুবৎসল, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিসত্তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় চিঠিপত্রগুলির মধ্যে। তেমনি তাঁর জ্ঞান ও মনীষা, তীক্ষ্ন বিচারশক্তি ও সূক্ষ্ম সাহিত্যরসবোধের অভ্রান্ত নিদর্শন মেলে এদের মধ্যে। কালানুক্রম বজায় রেখে চিঠিপত্রগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট

১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবনী
২. মধুসূদনের জীবনপঞ্জী
৩. মধুসূদনের সময়ের ঘটনাপঞ্জী
৪. মধুসূদনের রচনাপঞ্জী
৫. কবি মধুসূদন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ জীবনী

১

যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে এক সমৃদ্ধিশালী বংশে ইংরাজি ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি মধুসূদনের জন্ম হয়। তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন।

পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ও মাতা জাহ্নবী দেবী। জাহ্নবী দেবী রাজনারায়ণের প্রথমা পত্নী ছিলেন ; রাজনারায়ণ দত্ত আরো তিনটি বিয়ে করেছিলেন। তিনি কলিকাতা সদর-দেওয়ানী আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। নিজের শক্তি ও বুদ্ধিবলে কলিকাতা-সমাজে তিনি একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কলিকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে তিনি একটি সুন্দর দ্বিতল বাড়ি ক্রয় করেছিলেন এবং পত্নী জাহ্নবী ও পুত্র মধুসূদনকে সঙ্গে নিয়ে খিদিরপুরেই বসবাস করতেন। যশোহরেও তিনি অনেক ভূসম্পত্তি, তালুক প্রভৃতি ক্রয় করে সেখানে একজন প্রতিপত্তিশালী জমিদার রূপে বিখ্যাত হন। ব্যবহার শাস্ত্রে রাজনারায়ণ অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন ; তেমনি তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল পারস্যভাষায়। সেই জন্য তিনি 'মুন্সী রাজনারায়ণ' নামে অভিহিত হতেন। প্রখর মেধা, বুদ্ধি ও চাতুর্যের ফলে ওকালতী ব্যবসায়ে রাজনারায়ণ দত্ত বিশেষ সাফল্য ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন।

মধুসূদনের জননী জাহ্নবী অসাধারণ গুণশালিনী মহিলা ছিলেন। বিদ্যাচর্চায় তিনি মানসিক উৎকর্ষ ও হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করেন। পরদুঃখকাতরতা, সহৃদয়তা, বদান্যতা এবং স্বার্থশূন্যতা এই সব বিবিধ গুণের জন্য সংসারে তিনি একজন সুগৃহিণী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। মধুসূদনের সাত বছর বয়স থেকে রাজনারায়ণকে কর্ম উপলক্ষ্যে কলিকাতায় বসবাস করতে হয়েছিল। সুতরাং পুত্রের শৈশবের প্রথম শিক্ষার ভার জাহ্নবীদেবীকেই গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি তাঁর এই দায়িত্ব যথাযথভাবেই পালন করেছিলেন। পুত্রগত প্রাণ জাহ্নবী দেবী তাঁর আদরের মধুকে খুব যত্নের সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কাব্য পাঠ করে শোনাতেন। যে পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করে মধুসূদন উত্তরকালে মহাকাব্য রচনা করে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের প্রথম মহাকবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, মনে হয় তার বীজ অতি শৈশবেই তাঁর মায়ের সাহায্যেই কবির উর্বর হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েছিল।

কপোতাক্ষ নদীর তীরে অবস্থিত সাগরদাঁড়ি গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল অবর্ণনীয়। মধুসূদনের জন্মভূমির সৌন্দর্য তাঁর শৈশব জীবনেই গভীর ছায়াপাত করেছিল। তাঁদের পৈত্রিক বাসভবন—বিরাট চণ্ডীমণ্ডপ, সমুচ্চ প্রবেশ-দ্বার, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, কক্ষ, অলিন্দ, সোপান সব কিছু মিলিয়ে সে ছিল যেন একটি বিশালপুরী। এই প্রাসাদোপম অট্টালিকার চণ্ডীমণ্ডপেই ত কবির শৈশব-শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল। এই স্মৃতিও তাঁর জীবনে অক্ষয় হয়েছিল। তেমনি সাগরদাঁড়ির রমণীয় প্রকৃতি বালক মধুসূদনের কল্পনায় চিরদিন তার সকল সুষমা, সকল সৌন্দর্য নিয়ে জাগ্রত ছিল। সেই শৈশব-স্মৃতি পরবর্তীকালে কবির একাধিক সনেটের মধ্যে অপূর্ব কাব্যসুষমায় অভিব্যক্ত হয়েছিল। কলিকাতায় আসার পূর্বে মধুসূদন গ্রামের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন।

২

বাংলার নবজাগরণের সিদ্ধপীঠস্থান ছিল হিন্দু কলেজ। মধু-জীবনের প্রথম পর্বের ক্ষাপট ছিল এই হিন্দু কলেজ। আবার এই শিক্ষায়তনই হয়ে উঠেছিল তাঁর কবিত্বশক্তির ন্মেষের প্রথম ক্ষেত্র। এই শিক্ষায়তনের চতুর্থ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও লেন এর প্রধান আকর্ষণের পাত্র। সকল ছাত্রই ছিল তাঁর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। তিনি মন সুদক্ষ শিক্ষক ছিলেন, তেমনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। তিনি এই দেশেরই তান ছিলেন—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ছাত্রসমাজে তাঁর জনপ্রিয়তার এইটাই ছিল অন্যতম রণ। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মনে ডিরোজিও যে স্বাধীন চিন্তাশক্তির উপাদান গাতেন তারই ফলে সার্থক হয়েছিল বাংলার নবজাগরণ। এই নবজাগরণের কোলেই মিষ্ঠ হয়েছিলেন মধুসূদন। যুগচেতনা তাই তাঁর মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল।

বংশ এবং পিতা-মাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে, আর জন্মভূমির প্রাকৃতিক রিবেশ থেকে তিনি যা লাভ করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি লাভ করেছিলেন ন্দু কলেজ থেকে। যখন তের বছর বয়সে মধুসূদন এই শিক্ষায়তনে ছাত্র হিসাবে প্রবিষ্ট ন। তাঁর শৈশবের মানসগঠন এইখানে এসেই যেন তার ঐতিহাসিক সম্পূর্ণতা লাভ রেছিল।

৩

মধুসূদনের বয়স যখন তের বছর তখন পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, পুত্রকে কলিকাতায় িদিরপুরের বাড়িতে নিয়ে এলেন। প্রথমে অল্প কিছুদিন স্থানীয় একটি স্কুলে তাঁর ড়ার ব্যবস্থা হয়। তারপর তিনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। খিদিরপুর থেকে পটল-ঙ্গা—এই দীর্ঘ পথ মধুসূদন পালকি চড়ে আসতেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ তখন াপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন। খ্রীষ্টান, কিন্তু গোঁড়া ছিলেন না তিনি। ইংরাজি ষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। ছাত্রদের তিনি ইংরাজি পড়াতেন। শেক্সপিয়ার ছিল র কণ্ঠস্থ। মধুসূদনের বাল্যের গভীর বিদ্যানুরাগ হিন্দু কলেজে আরো গভীরতর য়েছিল। মধুসূদন অল্পদিনের মধ্যেই রিচার্ডসনের প্রিয়তম ছাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

অধ্যক্ষ রিচার্ডসন মধুসূদনের ইংরাজি কবিতা-রচনা-নৈপুণ্যে এতদূর বিমোহিত হন ়, তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা-সমূহে অতি সমাদরে মধুসূদনেব কবিতাবলী প্রকাশ করতেন। ম্ভবত এই কারণেই হিন্দু কলেজের এই পর্বের ছাত্রদের মধ্যে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও তিপত্তি হয়েছিল। তাঁর সকল সহাধ্যায়ী একবাক্যে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, লেজে, উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের মধ্যে, মধুসূদন ঔজ্জ্বল্যে তারকামণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় লেন। ইংরাজি-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। ছয় বৎসর অধ্যয়নের লে পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, প্রতি বৎসরেই, এককালে দুই-তিন শ্রেণী এবং নেক উৎকৃষ্ট ছাত্রকে অতিক্রম করিয়া, তিনি বৃত্তিলাভ করেন। সিনিয়র দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঠদ্দশায়, প্রতিযোগী পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তিনি স্বর্ণপদক লাভ রয়াছিলেন।'/

হিন্দুকলেজে মধুসূদনের ছাত্রজীবন রীতিমত দেদীপ্যমান ছিল। এখানে তাঁর পাঠীদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু ও গৌড়দাস বসাক ছিলেন তাঁর শেষ অন্তরঙ্গ। উত্তরকালে এঁরা সকলেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। শিক্ষক-লের শিরোমণি, বিখ্যাত প্যারীচরণ সরকারও মধুসূদনের অন্যতম সহপাঠী ছিলেন। ানে বলে রাখা দরকার যে, নামে হিন্দু কলেজ হলেও, আসলে এটি ছিল ইংরাজি শিক্ষার

স্কুল। স্কুলে একবার প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হল। মধুসূদন তখন সিনিয়র বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। প্রবন্ধের বিষয় ছিল, 'স্ত্রীশিক্ষা'; লিখতে হবে ইংরাজিতে গৌর, ভূদেব, রাজনারায়ণ, প্যারীচরণ, মধুসূদন প্রভৃতি ছাত্রগণ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দান করলেন। পরীক্ষক ছিলেন ক্যামেরণ সাহেব—গভর্ণর-জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভা সদস্য সি, এইচ, ক্যামেরণ। এই প্রতিযোগিতায় মধুসূদন প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক ও ভূদে মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় হয়ে রৌপ্যপদক লাভ করেন।

মধুসূদনের মধ্যে আরো একটি বিশেষ গুণ ছিল—সহৃদয়তা। তাঁর সহপাঠীদে মধ্যে ভূদেব ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে। স্কুলে ভূদেবের কয়েক মাসের বেত বাকি পড়েছিল, বেতন দেবার সঙ্গতিও ছিল না তাঁর। ঠিক করলেন স্কুল ছেড়ে দেবেন একদিন টিফিনের ছুটিতে গোলদীঘির ধারে মধুসূদন ভূদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনল তুমি নাকি স্কুল ছেড়ে দিচ্ছ? ভূদেব বিষন্নমুখে বললেন, হ্যাঁ। চার মাসের মাই বাকি; দেবার ক্ষমতা নেই। তখন মধুসূদন বন্ধুর হাত ধরে বললেন, এর জন্য স্কু ছাড়বে কেন, ভাই। বাবা আমাকে হাত খরচের জন্য অনেক টাকা দিয়ে থাকেন। আ তোমার মাইনে দিয়ে দেব।

শুধু ছাত্রজীবনে নয়, এমনি পবোপকার প্রবৃত্তি মধুসূদনেব আজীবন ছিল।

ছাত্রজীবনে সকল শ্রেণীতেই মধুসূদন ছিলেন অগ্রগণ্য। কাব্য ও ইতিহাস পাঠে তিনি ছিলেন বেশি মনোযোগী। শিক্ষক রিচার্ডসনই তাঁব এই প্রিয়তম ছাত্রটির ম কাব্যানুরাগ সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে হিন্দু কলেজেব প্রথম যুগেব স্বনা ধন্য শিক্ষক ডিরোজিওর স্মৃতিও মধুসূদনকে কম উদ্দীপিত করেনি। হিন্দুকলে প্রবিষ্ট হয়ে অবধি তিনি নানা সূত্রে ডিরোজিও-প্রসঙ্গ শুনে তাঁর প্রতি, বিশেষ কবে ত স্বদেশানুরাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অদম্য জ্ঞানপিপাসার সঙ্গে ছাত্রাবস্থ তেই মধুসূদনের হৃদয়ে জেগেছিল উচ্চাশা। তাঁব পিতামাতাও এই একমাত্র সন্তান সম্পর্কে তেমনি উচ্চ আশা পোষণ করতেন তাঁদের মনে। তিনি একজন মহা কবি হবে তিনি একদিন বিলাত যাবেন—এই ছিল অষ্টাদশবর্ষীয় মধুসূদনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা।

৪

হিন্দু কলেজে পড়বার সময়েই মধুসূদন সহসা একদিন খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এ ঘটনা ১৮৪৩ সালের গোড়ার দিকের কথা। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র কৃষ্ণমোহ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রেভারেণ্ড ব্যানার্জি নামে পরিচিত হযেছেন। কর্ণওয়ালিশ স্কোয় (হেদুয়া) 'খ্রাইস্ট চার্চ' নামে তখন দেশীয় খ্রীষ্টানদের জন্য একটি গীর্জা ছিল। সে গীর্জার প্রধান ধর্ম যাজক ছিলেন রেভারেণ্ড ব্যানার্জি। একদিন মধুসূদন তাঁর কাছে এ বললেন, তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে অভিলাষী হয়েছেন। তিনি তখন হিন্দু কলে সিনিয়র বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র মধুসূদ হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র মধুসূদন খ্রীষ্টান হতে চান শুনে কৃষ্ণমোহন বিস্মিত হলেন তিনি যুবকটির সঙ্গে আলাপ করে বুঝলেন, তার খ্রীষ্টান হবার ইচ্ছা আন্তরিক, তার চে প্রবলতর ছিল আর একটি আকাঙ্ক্ষা। তিনি বিলাতে যাবেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম গ্র করিলেই যে বিলাত যাওয়ার পথ সুষম হবে- মধুসূদনের এই ধারণাটি যে ভ্রান্ত ছি সেকথা রেভারেণ্ড ব্যানার্জি তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। তথাপি মধুসূদন খ্রীষ্টান হবার জ আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। আসল কথা, ধর্মান্তর গ্রহণের পিছনে সক্রিয় ছিল মধুসূদনে আবাল্য অভিলাষ—কবি হওয়ার স্বপ্ন।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বলা হ'ত 'ইয়ং বেঙ্গল'। কারণ এই ছাত্রসমাজ—আচার-ব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে আধুনিকতা বা প্রগতির প্রবল সমর্থক। এঁরা বিলাতি বেশভূষা পরিধানে ব্যগ্র হতেন, বিলাতি খানা-পিনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দু সমাজ থেকে এঁরা যেন অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসেই যে তঁদের মানসচেতনায় এই জাতীয় বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই ইয়ং-বেঙ্গলদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম। তারপর মধুসূদন যখন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর দুজন সহপাঠীও—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও গোবিন্দ দত্ত—ঐ ধর্ম গ্রহণ করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন পরে রেভারেণ্ড ব্যানার্জির এক কন্যাকে বিয়ে করেন। গোবিন্দ দত্ত ছিলেন রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের সন্তান। গোবিন্দ দত্তও মধুসূদনের মতো ইংরাজিতে সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন।

১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মিশন রো-তে অবস্থিত ওল্ড মিশন চার্চে মধুসূদন যথারীতি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এই গীর্জাটি ছিল বিলাতের চার্চ অব ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার ধর্মযাজক ডিলট্রিসাহেব মধুসূদনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং এই ঘটনাটি তাঁর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন কেউই জানতেন না। পরে যখন ঘটনাটি প্রকাশ পায় তখন শহরের হিন্দুসমাজে প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। ডিলট্রিসাহেবই নব-দীক্ষিত মধুসূদনের নাম রাখেন মাইকেল। কবি কিন্তু তাঁর পৈত্রিক নাম কোন দিন বর্জন করেন নি। তাই পরবর্তী কালে বাংলার এই মহাকবি নিজেকে 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত'—এই নামেই পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। মধুসূদন এইভাবে ধর্মান্তর গ্রহণ করার জন্য পিতা রাজনারায়ণ দত্ত যেমন বিস্মিত তেমনি ক্রুদ্ধ হলেন। বিধর্মী পুত্রকে নিয়ে তাঁর পক্ষে সমাজে বাস করা সম্ভব ছিল না, তাই তিনি তাঁর প্রিয়পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র হিসাবে ঘোষণা করেন। মাতা জাহ্নবী দেবীও এর জন্য কম মর্মাহতা হন নি।

অতঃপর গৃহচ্যুত ও সমাজচ্যুত হয়ে মধুসূদন পর-সমাজে বাস করতে বাধ্য হলেন। এই বোধহয় তাঁর বিধিলিপি ছিল। মর্মাহতা জননী তাঁর প্রাণপ্রতিম পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে গৃহে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মধুসূদন প্রায়শ্চিত্ত করতে সম্মত হন নি। খ্রীষ্টান হওয়ার পর তিনি শিবপুরে বিশপস্ কলেজে অবস্থান করতে থাকেন ও যথাপূর্ব অধ্যয়ন করতে থাকেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, হিন্দু কলেজের মতো বিশপস্ কলেজের শিক্ষাও মধু-মানস গঠনে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। বিশপস্ কলেজে তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং এখানকার অধ্যাপকগণও মধুসূদনের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর স্বাধীনচিত্ততায়। পিতা রাজনারায়ণ পুত্রের আচরণে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হলেও, বিশপস্ কলেজে তাঁর অধ্যয়নের সকল ব্যয়ভার বহন করেছিলেন।

বিশপস্ কলেজে তখন কয়েকজন মাদ্রাজী খ্রীষ্টান ছেলেও পড়তো। তাদের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই মধুসূদনের বন্ধুত্ব হয়। চার বছর পরে রাজনারায়ণ টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন। পুত্র কিন্তু সে জন্য কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত বোধ করলেন না। ভাগ্য পরীক্ষা করতে তিনি দূরদেশে যাওয়ার সংকল্প করলেন। যাবার আগে অবশ্য কলিকাতায় তিনি চাকরির চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিফলমনোরথ হন। তারপর একদিন তাঁর আত্মীয়স্বজন পিতামাতা ও বন্ধু-বান্ধবের অজ্ঞাতসারে মধুসূদন উক্ত মাদ্রাজী বন্ধুদের সঙ্গে বাংলাদেশ ত্যাগ করে মাদ্রাজ যাত্রা করেন। কথিত আছে, নিজের পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করে তিনি মাদ্রাজ গমনের পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি নীরবে সকলের অজ্ঞাতেই জন্মভূমি পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। এ ঘটনা ১৮৪৮ সালের গোড়ার দিকের কথা।

মাদ্রাজে মধুসূদনের প্রবাসজীবন ছিল দারুণ দারিদ্র্য আর নৈরাশ্যেপূর্ণ। খ্রীষ্টা হলেন, অথচ বিলাত যাওয়ার সুবিধা হ'ল না ; এমন কি বিশপস্ কলেজেও বেশি দি পড়াশুনা করা সম্ভব হ'ল না। আশাভঙ্গের বেদনা মধুসূদনের জীবনকে এই সময় অশান্তিময় করে তুলেছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমন দুরবস্থার মধ্যেও জীবনে উচ্চাশা তিনি মুহূর্তের জন্য বিসর্জন দেন নি বা বিস্মৃত হন নি। কবি হয়ে অক্ষ কীর্তি লাভ করবেন—এই ছিল তাঁর সকল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। এই উচ্চাভিলাষই তা জীবনের পরিচালক ছিল বলা যেতে পারে। তাই নিতান্ত নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় অবস্থা মাদ্রাজে চলে আসার পরেও মধুসূদনের মনোবল অটুট ছিল। অপরিমিত মানসিক শক্তি সম্পদ তাঁর ছিল বলেই, জীবনের সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি তাঁর লক্ষ্যে স্থি ছিলেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালে তিনি হিব্রু, তামিল ও তেলেগু—এই তিনটি ভাষ আয়ত্ত করেন।

মাদ্রাজে এসে মধুসূদন উপায়ান্তর না দেখে এখানকার দেশীয় খ্রীষ্টান ও ফিরিঙ্গিদে কাছে আশ্রয়প্রার্থী হলেন। তাদেরই চেষ্টায় তিনি স্থানীয় একটি অনাথ বিদ্যালয়ে একটি মাস্টারি পেলেন। ইংরাজী পড়াতে হ'ত। কিন্তু মাইনে যা পেতেন তাতে ব্যয় সংকুলান হওয়া কঠিন ছিল। তখন তিনি মাদ্রাজের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলেন। তখন এদেশীয়দিগের মধ্যে অতি অল্পলোকই তাঁর ন্যায় সুন্দর ইংরাজি লিখতে পারতেন, সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হ'ল এব মাদ্রাজের কৃতবিদ্য সমাজে তিনি একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলে প্রতিপত্তি লাভ করলেন।

শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার সঙ্গে মধুসূদনের মাদ্রাজ-জীবনেও প্রবাহিত হয়েছি অপরিণত কাব্যস্রোত। 'মাদ্রাজ ক্রনিকেল' নামক পত্রিকাতেই তাঁর অধিকাংশ কবিতা প্রকাশি হয়েছিল ছদ্মনামে। খ্রীষ্টান মধুসূদন এই সময়ে 'হিন্দু ক্রনিকেল' নাম দিয়ে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। পত্রিকাটি অবশ্য স্বল্পায়ু ছিল আর্থিক সঙ্গতির অভাবে তাঁর এই সময়কার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যপ্রয়াস 'ক্যাপটিভ লেডি (Captive Lady) নামক একটি কাব্য। তাঁর এই ইংরাজি কাব্যটিকে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে অঙ্কুর বলা চলে। পৃথিরাজ-সংযুক্তা-জয়চন্দ্রের ঐতিহাসিক কাহিনী এই কাব্যের বর্ণি বিষয়। তখন মধুসূদনের বয়স পঁচিশ বছর। নিদারুণ দারিদ্র্য আর অভাবের মধ্যে কবি তাঁর এই কাব্যখানি রচনা করেছিলেন। 'I composed the poem amidst wa and poverty and battalions of sorrows.'—বন্ধু গৌরদাস বসাককে এক পত্রে এই কথ লিখেছিলেন কবি স্বয়ং। একমাত্র গৌরদাসের সঙ্গেই এই সময়ে তাঁর পত্র-বিনিময় হ'ত।

মাদ্রাজে আসবার অল্পদিন পরেই মধুসূদন রেবেকা ম্যাকটাভিস নাম্নী একটি সুন্দরী ইংরাজ যুবতীর পাণি গ্রহণ করেন। তিনি যে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন স্কুলেরই বালিকা বিভাগের ছাত্রী ছিলেন রেবেকা। মধুসূদন প্রায় সাত বৎসর মাদ্রাজে রেবেকার সঙ্গে একত্র বাস করেন। তাঁর গর্ভে মধুসূদনের দুটি পুত্র ও দুটি কন্যার জন্ম হয়। এর মধ্যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা বহুদিন জীবিত ছিলেন ও তাঁরা 'Dutt' উপাধির পরিবর্তে 'Dutton' উপাধি ব্যবহার করতেন। এই বিদেশিনী মহিলা স্বামীর পরিচর্যায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই নিবেদন করে হিন্দু-স্ত্রীর তুল্যই স্বামী সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। কিন্তু মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাসের শেষ বৎসরে তাঁদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে

বিচ্ছেদ ঘটে ও তার অল্পদিন পরেই মধুসূদন এমিলিয়া আঁরিয়েতা সোফিয়া নাম্নী এক ফরাসী যুবতীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করেন। আঁরিয়েতা আজীবন পতিপ্রাণা ছিলেন।

'ক্যাপটিভ লেডি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে পরে মাদ্রাজের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হয়; কিন্তু তার জন্য কবির আর্থিক সংগতির বিশেষ কোন সুবিধা হয় নি। বই যা বিক্রি হয়েছিল তাতে ছাপাখানার দেনা পরিশোধ করা সম্ভব হয় নি। বন্ধু গৌরদাসকে তিনি একখানি গ্রন্থ উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। পরে বন্ধুর অনুরোধে মধুসূদন তাঁর রচিত এই ইংরাজি কাব্যগ্রন্থের একখানি কলিকাতায় বেথুন সাহেবকে উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দেন। জে-ই-ডি বেথুন ছিলেন গভর্ণর-জেনারেলের ব্যবস্থা-সচিব ও শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি। তিনিই উক্ত কাব্যখানি পাঠ করে গৌরদাসকে একটি পত্র লেখেন। ঐ চিঠিতে তিনি মধুসূদনের কবিত্বপ্রতিভার সবিশেষ প্রশংসা করেন ও বলেন যে, এই প্রতিভা যদি মাতৃভাষার চর্চায় নিয়োজিত হয় তাহলে তাঁর বন্ধু সত্যিকার কবি-খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

বেথুন সাহেবের এই পত্রখানি গৌরদাস মাদ্রাজে তাঁর বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে ও মাতৃভাষার চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ ব্যর্থ হয় নি। ১৮৫৬ সালের গোড়ার দিকেই মধুসূদন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি যখন কলিকাতায় ফিরে এলেন তখন জাহ্নবী দেবী বা রাজনারায়ণ দত্ত কেহই জীবিত ছিলেন না। পত্নী আঁরিয়েতাকে তখন তিনি সংগে করে নিয়ে আসেন নি।

৬

অবশেষে মাদ্রাজের তমোলীন দুর্গমতা থেকে মধুসূদন ফিরলেন কলিকাতার পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বলতার মধ্যে। ফিরলেন তিনি তেমনি নিরাশ্রয় এবং নিঃসম্বল ভাবে। এই দীর্ঘকালের অজ্ঞাতবাস তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতিতে এনে দিয়েছিল একটা আশ্চর্য পরিবর্তন। এসে উঠলেন তিনি বিশপস্ কলেজে। সাময়িকভাবে আশ্রয় নিলেন এখানে রেভারেণ্ড ব্যানার্জির বাসস্থানে। বন্ধুর প্রত্যাবর্তন সংবাদ পেয়ে গৌরদাস এলেন মধুসূদনের সংগে সাক্ষাৎ করতে। তিনিই তাঁকে জানালেন প্রথম স্বাগতম্। বন্ধুর কাছ থেকে তিনি সকলের সংবাদ নিলেন; জানতে পারলেন তাঁর সহপাঠীদের অনেকেই তখন জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন। গৌরদাস নিজে তখন হয়েছেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে গৌরদাস এতদূর উৎফুল্ল হয়েছিলেন যে, তিনি এই উপলক্ষ্যে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করেছিলেন। সেই ভোজে মধুসূদনের শুভানুধ্যায়ী প্রায় সকল বন্ধুই যোগদান করেছিলেন। অতঃপর তাঁরা সকলেই মধুসূদনকে কলিকাতায় স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র তখন পুলিশ আদালতের একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁরই অধীনে মধুসূদন পুলিশ আদালতে হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে কিছুদিন তিনি কিশোরীচাঁদের দমদমের বাগান-বাড়িতে অবস্থানও করেছিলেন। উত্তরকালে এই কিশোরীচাঁদের সহায়তায় মধুসূদন তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিশোরীচাঁদের দমদমের বাগান বাড়িটি সাহিত্য-চর্চার একটি কেন্দ্র ছিল এবং মাঝে মাঝে এখানে সাহিত্যিকদের বৈঠক বসতো। একদিন এই রকম এক বৈঠকে টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) লিখিত 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রসংগে আলোচনা হয়। বইটি তখন প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'মাসিক পত্র' নামক সাময়িক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত

হচ্ছিল। রচনাটি আগাগোড়া কথ্যভাষায় লেখা হয়েছিল। তখন বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের ভাষা প্রচলিত ছিল না—সাধুভাষারই আধিপত্য ছিল। মধুসূদন কথ্যভাষার সমর্থন করলেন না। তখন প্যারীচাঁদ বললেন, তুমি ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত হতে পারো, কিন্তু তুমি বাংলা ভাষার কি বুঝবে? জেনে রাখো, আমার এই রচনা-পদ্ধতিই বাংলাভাষায় চলবে। মধুসূদন তখন বললেন, ওটা কি আবার একটা ভাষা! দেখবেন আমি যে ভাষার সৃষ্টি করবো, তা-ই চিরস্থায়ী হবে। মধুসূদনের এই উক্তিকে নিছক পরিহাস মনে করে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন। একজন ত বিদ্রূপচ্ছলেই বললেন, তুমি বাংলা লিখবে আর সেই রচনা চিরস্থায়ী হবে। সে আর একালে নয়।

মধুসূদন কিন্তু সেদিন বৃথা দম্ভ প্রকাশ করেন নি। সেদিনের সেই সাহিত্য বৈঠকে তিনি যা বলেছিলেন তারই মধ্যে আভাসিত হয়েছিল বাংলাভাষার প্রতি তাঁর পূর্বরাগ। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচিত ও প্রকাশিত হলে, বন্ধুরা মধুসূদনের ঐ দিনকার ঐ দম্ভ-বাক্য স্মরণ করে উল্লসিত হয়েছিলেন। পুলিশ আদালতে তাঁকে বেশিদিন কেরানির পদে থাকতে হয় নি। স্বীয় কর্মদক্ষতার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই মধুসূদন উক্ত আদালতের দ্বিভাষিকের (Court Interpreter) পদে উন্নীত হন। এই পদ লাভ করে তিনি লালবাজার পুলিশকোর্টের সন্নিকটে একটি দ্বিতল ভবন ভাড়া করে সেখানে বাস করতে লাগলেন। এই ছয় নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোডের (বর্তমান নাম রবীন্দ্র সরণি) বাড়িতেই কবির যাবতীয় কাব্যসাধনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, ইণ্টারপ্রেটারের পদে অধিষ্ঠানকালে মধুসূদন আইন অধ্যয়ন করেন ও পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের কাছে যত্নের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করতেন। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটরা মধুসূদনের কর্মে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন; তাঁর সহায়তার তাঁরা অনেক জটিল মোকদ্দমা অনায়াসে নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হতেন।

১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া থিয়েটারে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী নাটক' যখন অভিনীত হয়, তখন ইংরেজ দর্শকদের বুঝবার সুবিধার জন্য ঐ নাটকের ইংরাজি অনুবাদের দরকার হয়। কে অনুবাদ করবে? পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের কাছে গৌরদাস মধুসূদনের কথা বললেন ও তাঁকেই ইংরাজি অনুবাদ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এটাই ছিল বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের প্রবেশ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ। আবার এই উপলক্ষ্যে তিনি শহরের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন। পরিচিত হয়েছিলেন পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও। এই পরিচয়ই পরবর্তীকালে তাঁর ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনে বিধাতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ হয়েছিল।

রত্নাবলী নাটকের অভিনয়ের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি অনুবাদকের নামও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু এর চেয়ে বড়ো কথা ছিল এই যে, মধুসূদন তখন থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন—যে বাংলাভাষাকে তিনি এতদিন উপেক্ষা করে এসেছেন। মাইকেলের বিবেচনায় রত্নাবলী নাটক খুব উৎকৃষ্ট ছিল না এবং বন্ধু গৌরদাসের কাছে এর উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, এ আবার নাটক না কি? আমি এর চেয়ে ভালো নাটক লিখতে পারি। বাংলার নবজাগৃতিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে রূপায়িত করতে এইবার অগ্রসর হলেন মধুসূদন। তিনি রচনা করলেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। নাটকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে গৌরদাস যেমন বিস্মিত হলেন, তেমনি বিস্মিত হলেন পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়। আরো একজন বিস্মিত হলেন। তিনি নাট্যানুরাগী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

১৮৫৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মধুসূদনের প্রথম বাংলা রচনা 'শর্মিষ্ঠা' নাটক

মহাসমারোহে বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হ'ল। ইংরেজ দর্শকদের জন্য নাট্যকার স্বয়ং এর ইংরাজি অনুবাদও করেছিলেন। এই নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য শহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য সকলেই আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। সকলের মুখেই নাটকের প্রশংসা। ইংরাজি ভাষার কবি মধুসূদন শিক্ষিত বাঙালীর চিত্ত জয় করলেন। 'শর্মিষ্ঠা' তাঁকে এনে দিল প্রতিষ্ঠা—নবীন বাংলার নাট্যকার হিসাবে তিনি লাভ করলেন অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। এখানে উল্লেখ্য যে, এই সময়েই আঁরিয়েতার গর্ভে তাঁর প্রথম সন্তান কন্যা শর্মিষ্ঠা জন্মগ্রহণ করে। মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হওয়ার অল্পকাল পরেই তিনি পত্নীকে কলিকাতায় নিয়ে এসেছিলেন।

শর্মিষ্ঠা রচনায় মধুসূদনের অসামান্য কৃতিত্ব দেখে রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, তাঁকে প্রহসন রচনা করতে অনুরোধ করলেন'। এই অনুরোধের ফল—'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক দুটি প্রহসন (১৮৬০)। বাংলা ভাষায় এই দুটিই হ'ল প্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রহসন এবং বাংলার প্রহসন-সাহিত্যে মধুসূদন আজো অগ্রগণ্য হয়ে আছেন। প্রথমটিতে নাট্যকার দেখিয়েছেন সুরাপানের কুফল ও তার ফলে ইংরাজি শিক্ষিত নব্য যুবক সম্প্রদায়ের (Young-Bengal) নৈতিক অধঃপতন; দ্বিতীয় প্রহসনে তিনি তথা-কথিত ধর্মধ্বজী গোঁড়া হিন্দুদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। মধুসূদন স্বয়ং এর একটি ইংরাজি অনুবাদও রচনা করেছিলেন। প্রহসন দুটিতে মধুসূদন গদ্য-সংলাপের একটি আদর্শ রূপ গড়ে তুলেছেন, বলা চলে।

প্রহসন দুটি রচনা করবার অব্যবহিত পরেই, মধুসূদন তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। গ্রীক-পুরাণের ছায়াবলম্বনে রচিত এই নাটকটি নৃত্য-গীত-বহুল এবং বাংলা থিয়েটারে এই শ্রেণীর নাটকের সূচনা 'পদ্মাবতী' থেকেই। মধুসূদনের তৃতীয় এবং শ্রেষ্ঠ নাট্য সৃষ্টি 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ১৮৬০ সালেই রচিত হয়েছিল। মধুসূদন এই সময়ে প্রায়ই মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সুরম্য ভবন মরকতকুঞ্জে (Emerald Bower) আসতেন। সেখানে শহরের বিদগ্ধজনদের সমাবেশ হ'ত। একদিন কথা প্রসঙ্গে মধুসূদন মহারাজাকে বলেন যে, যতদিন না বাংলাভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ (Blank verse) প্রবর্তিত হচ্ছে, ততদিন বাংলা নাটকের প্রকৃত উন্নতির আশা নেই। যতীন্দ্রমোহন বলেন বাংলাভাষায় কোনকালে এই ছন্দের প্রবর্তন অসম্ভব। কিন্তু 'অসম্ভব' বলে কোন শব্দ মধুসূদনের অভিধানে ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, সংস্কৃত ভাষা যার জননী, সেই বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো।

নবজাগৃতির এক শুভক্ষণে যুগন্ধর কবির মুখ দিয়ে এই কথা উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি সত্যিই অনতিবিলম্বে ঐ ছন্দে একটি কাব্য রচনা করে সকলকে মোহিত ও বিস্মিত করে দিলেন।

৭

যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের পর মধুসূদনের লেখনী থেকে প্রসূত হ'ল 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। কাব্যের প্রথম সর্গ মহারাজার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গুণগ্রাহী যতীন্দ্রমোহন কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে যারপরনাই চমৎকৃত হলেন। কি রচনা-কৌশল, কি ছন্দের শিল্প-নৈপুণ্য, কি কবিতার ভাব ও মাধুর্য—সব দিক দিয়েই কাব্যের প্রথম সর্গটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়ে দেখালেন পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়কে। সেখানে আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই

পাঠ করে, একবাক্যে প্রশংসা করলেন। ১৮৬০ সালে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য মুদ্রিত হয়ে মে মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। যিনি কবিকে এই ছন্দে কাব্যরচনার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন, সেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামেই মধুসূদন তাঁর এই প্রথম কাব্যটি উৎসর্গ করেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু এই কাব্য পাঠ করে একটি পত্রে বন্ধুকে লিখেছিলেন ঃ

'My dear Madu, your country does not no know what an inestimable Jewe l you are , but we have been fortunate enough to know it.'

তিনি 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামক পত্রিকায় তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের একটি বিস্তারিত সমালোচনাও করেছিলেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ মনীষী ও সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় কাব্যটির একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা করেছিলেন।

প্রথম কাব্যখানি কবিকে বিপুল খ্যাতি এনে দিয়েছিল। অতঃপর মধুসূদন তাঁর কবি-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনায় হস্তক্ষেপ করলেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে আমরা যে কবি প্রতিভার উন্মেষ লক্ষ্য করি, মেঘনাদবধ কাব্যে তারই পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা গেল। ১৮৬১ সালে এই কাব্যখানি যখন প্রকাশিত হয়, তখন বাংলাদেশে একটা বিরাট সাড়া পড়ে গিয়েছিল ; একটা বিরাট আলোর বন্যায় বাংলার মানসলোক যেন পরিপ্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে মধুসূদনকে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল এবং তাঁকে একটি অভিনন্দন-লিপিও প্রদান করা হয়। সেই অভিনন্দনলিপিতে বলা হয় ঃ 'আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুপম অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।'

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সমালোচক ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। অতি সুদীর্ঘ ও সুনিপুণ এই সমালোচনার শেষ ভাগে সমালোচক লিখেছিলেন ঃ 'বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়েই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত 'মেঘনাদ' পাঠ করিবে।' আজ কবির তিরোধানের শতবর্ষ পরে ও মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হওয়ার এক শতাব্দীরও অধিককাল পরে দেখা যাচ্ছে যে, বিদগ্ধ সমালোচক যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কবির এই বিস্ময়কর কাব্যসৃষ্টি ব্যর্থ হয় নি। গৌড়জন আজো এই কাব্যের সুধা আনন্দের সঙ্গে পান করে ধন্য হয়। কবির জীবিতকালে যখন এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যের সমালোচনা, কবির জীবনী ও মূলের টীকা প্রভৃতি এর সঙ্গে সংযুক্ত করেন। মোট কথা, সমকালীন বাংলার সকল বিশিষ্ট মনীষীই একবাক্যে এই কাব্যকে অকুণ্ঠ সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। মধুসূদনের কবি-খ্যাতি অতঃপর সমগ্র বাংলায় পরিব্যাপ্ত হ'ল।

১৮৬১ সালেই কবির নূতন ধরনের একটি কাব্যগ্রন্থ—'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয়। অভিনব গীতি-ছন্দে রচিত এই কাব্যে শ্রীমতী রাধিকার বিরহের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এখানে অমিত্রছন্দের সাগর-কল্লোলের পরিবর্তে বৃন্দাবনতটবাহিনী যমুনা-তরঙ্গের সুমধুর সঙ্গীত। বৈষ্ণব-কবিদের প্রাণমানানো সুর মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনায় ঝঙ্কৃত হয়েছে। বাংলার বৈষ্ণব-সমাজ এই কাব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। এই বছরের শেষভাগে মধুসূদনের শেষ সম্পূর্ণ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একেই মধুসূদনের সর্বোৎকৃষ্ট নাটক বলে অভিহিত করেছেন।

এই সময়ে (১৮৬১) মধুসূদন একটি অসাধ্যসাধন করেন। বাংলার নীল-চাষীদের দুরবস্থা নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন। নীলকর আন্দোলন

সমকালীন বাংলার একটি স্মরণীয় আন্দোলন ছিল। পাদ্রী লং ঐ নাটকখানির একটি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করার ফলে আদালতে অভিযুক্ত হন। এই অনুবাদ মধুসূদন এক রাত্রিতে করে দিয়েছিলেন ; কিন্তু অনুবাদক হিসাবে মুদ্রিত গ্রন্থে তাঁর নামের উল্লেখ ছিল না। কারণ তখন তিনি সরকারি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। মূল নাটকের প্রকাশকালেও নাট্যকারের নাম ছিল না কারণ তিনিও তখন সরকারি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

১৮৬২ সালে মধুসূদনের শেষ কবি কর্ম 'বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় কাব্যও তাঁর নতুন সৃষ্টি। সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি অভিদের (Publins Ovidins Naro) 'Heroic Epistles'-এর আদর্শে ইহা রচিত। এই কাব্য, তাঁর পূর্ব-বর্তী দুইটি কাব্যের গাম্ভীর্য ও করুণ ঝংকারের অপূর্ব সম্মিলন। বীরাঙ্গনা কাব্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে উৎসর্গ করেন। বীরপত্নী ও অন্যান্য নায়িকাগণ, তাঁদের দয়িত ও বাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে পত্রপ্রেরণ করছেন,—সেই পত্রাবলীতে তাঁদের স্ব-স্ব মানসিক অবস্থার অতি মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি আছে। এই কাব্যেও মধুসূদনের কবিত্ব-শক্তি শতধারে উৎসারিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন কবি বীরাঙ্গনা'র তুল্য কাব্য রচনা করতে সমর্থ হন নি। কাব্যসংসারে 'বীরাঙ্গনা' তাই একেশ্বরী। কাব্যখানিতে এগারখানি পত্র আছে এবং ইহাই মধুসূদনের কবি-জীবনের শেষ কাব্য। প্রকৃতপক্ষে ১৮৬২ সালেই তাঁর কবি-জীবনের চিরাবসান হয়।

৮

মধুসূদনের জীবনে দুটি উচ্চাশা ছিল,—প্রথম তিনি একজন বড় কবি হবেন ; দ্বিতীয় তিনি বিলাত যাবেন। প্রথমটি চরিতার্থ হয়েছে ; অতঃপর তিনি বিলাত যাত্রার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করতে থাকেন। পুলিশ আদালতে চাকরি করে তিনি যে বেতন পেতেন তার দ্বারা তাঁর মতো অমিতব্যয়ী লোকের ব্যয়সংকুলান হওয়া কঠিন ছিল। সেই জন্য তিনি সরকারি কর্মের অবসরে সাংবাদিকতার বৃত্তিও গ্রহণ করেছিলেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর পরে, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদনার জন্য বিদ্যাসাগর যখন মধুসূদনকে অনুরোধ করেন, তখন তিনি সম্মত হন ও কিছুকাল উক্ত পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কিন্তু পত্রিকার কর্তৃপক্ষেরা তাঁর পারিশ্রমিক যথাসময়ে প্রেরণ না করায় মধুসূদন অল্পকাল পরেই উক্ত কার্য পরিত্যাগ করেন।

য়ুরোপ গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লণ্ডনে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়া ; কারণ মধুসূদন বুঝেছিলেন যে স্বাধীন কোন পেশা অবলম্বন ভিন্ন অর্থের সচ্ছলতা আদৌ সম্ভব নয়। অর্থের দুশ্চিতা, কবিকে সর্বদা ঘিরে থাকতো এবং তিনি রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র ছিলেন, আবাল্য বিলাসের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছেন, তাই তাঁর পক্ষে আর্থিক কৃচ্ছ্রতা সহ্য করা কঠিন ছিল। সেই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই তিনি বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন প্রৌঢ় বয়সে। সেই সঙ্গে আরো একটি বলবতী স্পৃহা ছিল—তিনি য়ুরোপের প্রসিদ্ধ ভাষাগুলি শিখবেন। বিলাত যাত্রার পূর্বে মধুসূদন একটি পত্রে রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন : 'আমার কাব্যজীবন শেষ হইয়া আসিতেছে। আমি ইংলণ্ড যাইবার আয়োজন করিতেছি—ব্যারিস্টার হইবার আশায়। তাই কাব্যলক্ষ্মীকে এখন বিদায় সম্ভাষণ জানাইলাম। ...আমার ইংলণ্ড গমনের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর প্রচুর উৎসাহ দেখাইতেছেন। সহজ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে পারা যায় এইরূপ ব্যবস্থায় আমার সম্পত্তি বাঁধা রাখিয়া তিনি আমার ইংলণ্ড গমনের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা

করিতেছেন। ব্যারিস্টারি পড়িতে আমার বিশ হাজার টাকা খরচ হইবে এবং এই ব্যয়সংকুলান আমাব সাধ্যায়ত্ত।'

আসল কথা ছিল অর্থের প্রয়োজন। তাঁর এই প্রয়োজন পুলিশ আদালতের চাকরি কবে মিটবাব কোন আশা ছিল না। এমন কি এই সময়ে (১৮৬০) দেখা যায় যে তিনি সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন দেখে কোচবিহাব মহারাজার কাছে দরখাস্ত করে উক্ত বাজ্যেব পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটেব চাকরি সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হয়েছিলেন। পাঁচখানা নাটক ও চারখানা কাব্য রচনা করে দেশজোড়া খ্যাতি তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু সে-সব বই থেকে আশানুযায়ী অর্থলাভ তাঁব ভাগ্যে ঘটেনি। অবশ্য তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তির কিছু অংশ তিনি মামলা-মোকদ্দমা কবে উদ্ধার কবেছিলেন এবং তার থেকে আয়ও হ'ত কিছু। কিন্তু তাঁর চালচলন ও বেশভূষার জন্য প্রচুর টাকার দরকার ছিল। এছাড়া, বিলাত গমনের আবো একটি কাবণ ছিল। উচ্চাভিলাষ। এই উচ্চাভিলাষই তাঁকে প্রৌঢ় বয়সে চালিত করেছিল। বিলাত গমনের পূর্বে তাঁর জন্মভূমিকে স্মরণ কবে, কবি একটি কবিতায় বিদায় সম্ভাষণ জানালেন ও তাতে লিখলেন: 'বেখো, মা, দাসেবে মনে, এ মিনতি করি পদে।'

এই আশা বুকে নিয়ে নবীন বাংলার প্রথম মহাকবি মধুসূদন ১৮৬২ সালের ৯ জুন, ক্যান্ডিয়া নামক জাহাজে ইংলন্ড যাত্রা করেন। যাওযাব আগে তিনি পত্নী আঁরিয়েতা ও পুত্রাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য ম্যাসক দেড় শত টাকার ব্যবস্থা করতে বিস্মৃত হন নি। মধুসূদন কর্তব্যপরায়ণ স্বামী ও স্নেহময় পিতা ছিলেন। ১৮৬২ সালের জুলাই মাসের শেষভাগে তিনি ইংলন্ডে উপনীত হলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায তাঁর আশৈশবপোষিত তীব্র আকাঙ্ক্ষা এতদিনে পূর্ণ হ'ল। কৈশোরে, হিন্দু কলেজে পড়বার সময় ইংলন্ড-গমনেব জন্য মধুসূদনের এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর সেই সময়কার রচিত একটি কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছিল এইভাবে: I sigh for Albion's distant shore.'—সেই আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁর পূর্ণ হ'ল।

ব্যারিস্টারি-ব্যবসায় শিক্ষার জন্য মধুসূদন লন্ডনের গ্রেজ ইন (Gray's Inn) নামক ব্যারিস্টার সমাজে প্রবিষ্ট হয়ে ব্যবহার-শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত হলেন, এবং কিছুদিন শান্ত-চিত্তে একাকী সুদূর প্রবাসে দিনযাপন করতে লাগলেন। কিন্তু কবির ভাগ্যে শান্তি ও সুখ ভগবান লেখেন নি। তাই তাঁর য়ুরোপ-প্রবাস উদ্বেগমুক্ত ছিল না। তাঁর জমিদারির পত্তনীদার ও প্রতিভূগণ কিছুদিন বিলাতে নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছিলেন। তারপর তাঁরা সেটা বন্ধ করে দেন এবং সেই সংগে তাঁর পত্নীকেও নির্দিষ্ট মাসিক অর্থ প্রদানে বিরত থাকেন। এমন অবস্থায় আঁরিয়েতার পক্ষে কলিকাতায় থাকা সম্ভব হ'ল না। তখন তিনি কোন উপায়ে পাথেয় সংগ্রহ করে, পুত্র-কন্যাসহ ১৮৬৩ সালের ২ মে ইংলন্ডে স্বামীর নিকট উপস্থিত হলেন। এজন্য মধুসূদনকে বিপন্নবোধ করতে হ'ল। এমন অবস্থায় ইংলন্ডে বাস অসম্ভব বুঝে তিনি ঐ বছরের মাঝামাঝি সপরিবারে ফরাসী রাজ্যের রাজধানী প্যারিস নগরে গমন করেন।

প্রায় এক বৎসর কাল কলিকাতা থেকে তাঁর য়ুরোপের ব্যয়-নির্বাহের নির্দিষ্ট মাসিক অর্থ প্রেরিত না হওয়াতে মধুসূদনের বিপদের অবধি রইল না। অবস্থা ক্রমে এমন সঙ্গীন হয় যে তাঁকে সপরিবারে অনাহারে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল; তার উপর ছিল পাওনাদারদের তাগাদা। নিরুপায় হয়ে তাঁকে গৃহের আসবাবপত্র, পত্নীর অলংকার ইত্যাদি বিক্রয় করতে হয়েছিল। শেষে যখন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, তখন নানা স্থান থেকে ঋণ করে, তাঁকে ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছিল। কলিকাতায় অর্থ সাহায্য চেয়ে কয়েকজন বন্ধুকে চিঠি লিখে কোন উত্তর পেলেন না। তখন তাঁর চারিদিকে শুধু নৈরাশ্যের অন্ধকার। সেই অবস্থায় তিনি স্মরণ করলেন বিদ্যাসাগরকে এবং ১৮৬৪ সালের ২ জুন, নিজের বিপন্ন

অবস্থা জানিয়ে একখানি মর্মস্তুদ পত্র লিখলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে এই সময়ে মোট তিনখানি চিঠি লিখেছিলেন। তৃতীয় পত্রখানি পাঠিয়েছিলেন কলিকাতা পুলিশের জনৈক কর্মচারীর মাধ্যমে এবং সেই পত্রের শেষে তিনি লিখেছিলেন, 'তুমি শুধু বিদ্যাসাগর নও, করুণাসাগরও।'

মধুসূদনের পত্র পেয়ে বিদ্যাসাগর যারপরনাই অধীর হয়ে উঠলেন। নব্য বাংলার প্রধান কবি মধুসূদন য়ুরোপে আর্থিক সংকটে নিপতিত হয়েছেন, এ সংবাদে নিশ্চিন্ত থাকবার মানুষ ছিলেন না বিদ্যাসাগর। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজে ব্যবস্থা করে, প্রথম দফায় মধুসূদনকে দেড় হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন এবং পরে কবির সম্পত্তির কিছু অংশ বন্ধক রেখে আরো কয়েক দফায় টাকা পাঠিয়ে, তাঁকে বিপদ থেকে মুক্ত করেছিলেন। সেই বিপদের দিনে বিদ্যাসাগরের সাহায্য না পেলে মধুসূদনের পক্ষে সংকল্পসিদ্ধি করা অসম্ভব ছিল। প্রায় পাঁচ বছর পরে ব্যারিস্টারি পাশ করে তিনি দেশে ফিরলেন। য়ুরোপে অবস্থান কালে মধুসূদন একে একে ফরাসী, ইতালি, জার্মান স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ —এই পাঁচটি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলা ভাষা ব্যতীত তিনি আরো দশটি ভাষায় পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর সময়ে তিনিই ছিলেন একমাত্র বহুভাষাবিদ্ বাঙালী।

ফরাসী দেশে অবস্থানকালে সেই চরম আর্থিক সংকটের মধ্যেও মধুসূদনের সাহিত্য চর্চা বাদ যায় নি। বস্তুত এই সময়টা তিনি খুবই কর্মব্যস্ত জীবন কাটিয়েছেন। ভাষা-শিক্ষা, সাহিত্য-চর্চা ও আইন-অধ্যয়ন ইত্যাদি বহুবিধ কর্মে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এ সবই তাঁর অসীম মানসিক ক্ষমতার পরিচায়ক ছিল। মধুসূদন যখন ফরাসী দেশের ভার্সাই নগরে অবস্থান করছিলেন তখন ইতালির ফ্লোরেন্স নগরে মহাকবি দান্তের ষষ্ঠ শতবার্ষিক-জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। দান্তে ছিলেন মধুসূদনের অন্যতম প্রিয় কবি। তিনি তাই এই উপলক্ষ্যে বাংলায় একটি কবিতা রচনা করে, তার ফরাসী ও ইতালিয় অনুবাদসমেত ইতালির সম্রাট ভিক্টর ইমানুয়েলের নিকট পাঠিয়েছিলেন তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে। সম্রাট তদুত্তরে কবিকে স্বয়ং একটি পত্রে লিখেছিলেন : 'It will be a ring which will connect the Orient with the occident.' মধুসূদন ফরাসী সাহিত্য পাঠ করেছিলেন, ফরাসীতে কবিতা লিখেছিলেন। ইতালি ও ফরাসী ভাষার কয়েকটি কবিতা তিনি বাংলা ভাষায় নিজের মতো করে নিয়েছিলেন এইগুলি তাঁর নীতিমূলক কবিতা।

মধুসূদনের প্রবাস জীবনের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা। এই-ই তাঁর শেষ কবি-কর্ম। ইতালিয় কবি পেত্রার্কার অনুকরণে তিনি কতক-গুলি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। তার কিছু কিছু তিনি বন্ধু রাজনারায়ণকে পাঠাতেন। বাংলাভাষায় এই জাতীয় কবিতা পূর্বে ছিল না ; তিনিই এর প্রবর্তক। সেই সময়ে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে 'চতুর্দশপদী কবিতা বাংলা ভাষায় চমৎকার লাগিবে' ; তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হয়েছিল। মধুসূদনের পরবর্তী একাধিক কবি সনেট রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। মধুসূদনের সনেট একাধারে কবিতা ও কবিচেতনার ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে এই-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এই কবিতাগুলির মধ্যে কবি যতটা আত্মপ্রকাশ করেছেন, তেমন আর কোথাও নয়।

৯

১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই মধুসূদন য়ুরোপ থেকে কলিকাতায় পদার্পণ করলেন। পত্নী-পুত্র-কন্যাকে তিনি তখন ঐদেশেই রেখে এসেছিলেন।

বিদ্যাসাগর আগে থেকেই তাঁর থাকবার জন্য উত্তর কলিকাতায় ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বিলাত ফেরত কবি নেটিভ পাড়ায় থাকলেন না ; তিনি সোজা গিয়ে উঠলেন সাহেব পাড়ার ব্যয়বহুল স্পেন্সেস হোটেলে। এই হোটেলে তিনি একাধিকক্রমে আড়াই বছর বাস করেছিলেন। তাঁর আগমন সংবাদে পুলকিত হয়ে বন্ধুগণ তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে এলেন। মধুসূদন প্রত্যেককেই স্বভাবসুলভ মধুর বচনে আপ্যায়িত করলেন।

অতঃপর মধুসূদন ব্যারিস্টাররূপে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবার জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ আবেদন-পত্র গ্রাহ্য করে তাঁকে প্র্যাকটিস করার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করলেন। অধিকাংশ বিচারপতি ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন ; কিন্তু অপর কয়েকজন মধুসূদনের চরিত্রের প্রশ্ন তুলে আপত্তি করলেন। এই রকম অপ্রত্যাশিত বাধার সম্মুখীন হয়ে মধুসূদন একটু নিরুৎসাহ বোধ করলেন। তখন হাইকোর্টে প্রথম ভারতীয় জজের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন শম্ভুনাথ পণ্ডিত। বিচারপতি শম্ভুনাথ এ বিষয়ে মধুসূদনকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। তারপর বিদ্যাসাগরেব চেষ্টায় দেশের ও সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিব প্রশংসাপত্র সংগৃহীত হ'ল এবং তখন মধুসূদন হাইকোর্টে প্রবেশ করলেন। যাঁরা তাঁকে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুব, রমানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকাবী, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি।

বাধা দূব হ'ল, প্র্যাকটিস আরম্ভ করলেন, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী মধুসূদনের প্রতি সদয় হলেন না—ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও অর্থাগম আশানুযায়ী হ'ল না। তার কারণ 'তাঁহার প্রকৃতির অস্থি মজ্জাতে ছিল ব্যারিস্টারির বিপরীত বস্তু।' মধুসূদনের মেজাজের সঙ্গে আইনজীবীর পেশা খাপ খাওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। বিচাবপতিদের সঙ্গে তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয় থেকে সরে গিয়ে প্রায়ই অযথা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতেন। বেঞ্চ ও বারের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদরেখা আছে মধুসূদনের স্বাধীন প্রকৃতি তা কিছুতেই মানতে চাইতো না। এ ছাড়া, আরো একটা বিশেষ কারণ ছিল। যৌবনে তাঁব কণ্ঠস্বর মধুর ছিল, কিন্তু এখন প্রৌঢ় বয়সে তাঁর সেই স্বর হয়েছিল বিকৃত ও কর্কশ। তথাপি আশানুযায়ী উপার্জন না হলেও, ব্যারিস্টারিতে মধুসূদনের মাসিক আয় দু'হাজার টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু বেহিসাবী মধুসূদনের পক্ষে তা সামান্যই ছিল।

বিপুল ঋণভার কাঁধে নিয়েই মধুসূদন দেশে ফিরেছিলেন। আইন-ব্যবসায়ে আশানুযায়ী উন্নতি হ'ল না, অথচ ব্যয়সংকোচও তিনি কিছুতেই করতে পারতেন না। ফলে পত্নীকে টাকা পাঠানো অনিয়মিত হয়ে উঠতে থাকে। তাঁকে প্রতি মাসে তিনশো চারশো টাকা পাঠাতে হ'ত। এমন অবস্থায় পুত্র-কন্যাদের নিয়ে আঁরিয়েতাকে স্বামীর কাছে ফিরে আসতে হয়। তিনি ১৮৬৯ সালে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে মধুসূদন হোটেল ত্যাগ করে মাসিক চারশো টাকা ভাড়ায় লাউডন স্ট্রীটের একটি দোতলা বাড়িতে উঠে এসেছেন। এইখানেই তাঁর জীবনের তিনটি বৎসর সুখে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু সুখ ছিল ক্ষণস্থায়ী। আইন ব্যবসা ছেড়ে তিনি হাইকোর্টে একটা চাকরি নিলেন—প্রিভি কাউন্সিল রেকর্ডস্ পরীক্ষার চাকরি। মাসিক বেতন এক হাজার টাকা। সীমিত উপার্জনের মধ্যে তাঁর দিনাতিপাত হতে থাকে। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন তাঁর চিত্ত তখন ভারাক্রান্ত। ঋণের বোঝা আগের চেয়ে আরো ভারী হয়ে উঠেছে। দেনার দায়ে পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকাংশই তখন একে একে বিকিয়ে গেছে। মধুসূদন চাকরি ছেড়ে দিলেন। আবার প্র্যাকটিস শুরু করলেন। কিন্তু সৌভাগ্য সূর্য আর উঠল না। সেই অবস্থায় ১৮৭১ সালে তাঁর নূতন বই বেরুল—'হেক্টর বধ কাব্য'। হোমরের 'ঈলিয়াড' কাব্যের উপাখ্যান ভাগের অনুবাদ এই বই। সে-অনুবাদও সম্পূর্ণ ছিল না। অভিনব গদ্য রীতিতে

এই কাব্যটি তিনি রচনা করেছিলেন। হিন্দুকলেজের সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নামে কবি এটি উৎসর্গ করেন। এই বছরে (১৮৭১) তিনি কার্যোপলক্ষ্যে একবার ঢাকায় গমন করেন। সেখানে তিনি একটি বিদ্বৎসভা কর্তৃক সংবর্ধিত হন। মানপত্র রচনা করেছিলেন 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ব্যারিস্টারিতে আর দিন চলে না। মধুসূদন আবার চাকরি নিলেন। তিনি পঞ্চকোটের মহারাজার আইন উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন। তখন তিনি ঋণভারে অবসন্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য। কথিত আছে, পাওনাদারদের উপদ্রবেই তিনি কলিকাতা ত্যাগ করে এখানে চলে আসেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা মধুসূদন আট মাসের বেশি এ চাকরি করতে পারেন নি। পঞ্চকোটের রাজকার্য মধুসূদনের ইহজীবনের শেষ কর্ম। অতঃপর? '১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে মধুসূদন যখন পুনর্বার হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি কণ্ঠনালীর প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, রক্তবমন ও তদবস্থায় জ্বর প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।' সেই অসুস্থ অবস্থায় তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য 'মায়াকানন' নামে একটি নাটক রচনা করে দেন। এটাই তাঁর সর্বশেষ রচনা।

অবশেষে অসাধারণ মনীষার অধিকারী যুগন্ধর কবির ভাগ্যহত জীবনের শেষ অধ্যায় উপস্থিত হ'ল। ভগ্নস্বাস্থ্য মধুসূদন কলিকাতার অশান্তিময় পরিবেশ ত্যাগ করে ১৮৭৩ সালের এপ্রিল মাসে এলেন উত্তরপাড়ায়। এখানকার জমিদার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর বন্ধু। গঙ্গার তীরে মুখুজ্জেদের লাইব্রেরি-ভবনে তিনি সপরিবারে দেড় মাস অতিবাহিত করেন। উত্তরপাড়ায় পীড়ার উপশম হ'ল না; পত্নী আঁরিয়েতাও এই সময়ে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। সেই অবস্থায় কলিকাতায় এসে তিনি প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। বাড়িতে রইলেন পীড়িতা পত্নী।

১৮৭৩ সালে ১৮ জুন তারিখে মধুসূদন হাসপাতালে এলেন। আট দিন পরে হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে মধুসূদন আঁরিয়েতার মৃত্যুসংবাদ পেলেন। এর ঠিক তিন দিন পরে, ২৯ জুন, রবিবার, দিবা দ্বিপ্রহরে হাসপাতালের শয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন মারা গেলেন, কিন্তু তাঁর কবি-আত্মা নক্ষত্র দ্যুতিতে শতাব্দীর পটে চিরভাস্বর হয়ে রইল। বাংলার সাহিত্য-জগতে মধু-কবির আসন তাই অক্ষয় অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত। মধুসূদন মৃত্যুঞ্জয় কবি।

২. মধুসূদনের জীবনপঞ্জী

১৮২৪, জানুয়ারি ২৫	জন্ম। সাগরদাঁড়ি (যশোহর)
১৮৩৭ ,,	হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন।
১৮৩৮, মার্চ	হিন্দু কলেজের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় শেক্সপিয়র থেকে আবৃত্তির জন্য পুরস্কার লাভ।
১৮৪১	জুনিয়র বৃত্তিলাভ।
১৮৪২	দ্বিতীয় সিনিয়র শ্রেণীতে উন্নীত।
১৮৪৩	হিন্দু কলেজ থেকে অন্তর্ধান ও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ।
১৮৪৪	বিশপস্ কলেজে প্রবিষ্ট হন।
১৮৪৮	মাদ্রাজ গমন। এখানে অর্ফান অ্যাসাইলাম স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ। রেবেকা ম্যাকটাভিসকে বিবাহ।
১৮৪৯	'ক্যাপটিভ লেডি' প্রকাশিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাংবাদিকতা। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার জন্য প্রযাস। কলিকাতায় বেথুন সাহেবের কাছে ও বন্ধুদের কাছে 'ক্যাপটিভ লেডি' প্রেরিত।
১৮৫১	'হিন্দু ক্রনিকেল' নামে একটি সংবাদপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশ। মাতার মৃত্যু। কর্মসূত্রে কলিকাতায় আগমন ও গোপনে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ।
১৮৫২	মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের হাইস্কুল ডিপার্টমেন্টের ইংরাজি ভাষার দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন।
১৮৫৪	মাদ্রাজের একমাত্র ইংরাজি দৈনিক পত্রিকা স্পেক্টেটর'-এর সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। The Anglo-Saxon and the Hindu'—বিষয়ক একটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।
১৮৫৫, জানুয়ারি ১৬	পিতার মৃত্যু।
ডিসেম্বর	দুটি পুত্র ও দুটি কন্যার জননী রেবেকার সঙ্গে মধুসূদনের বিবাহ বিচ্ছেদ।
১৮৫৬, জানুয়ারি	ফরাসী মহিলা এমিলিয়া আঁরিয়েতাকে পত্নীত্বে বরণ।
১৮৫৬, ফেব্রুয়ারি	রিক্তহস্তে কলিকাতা প্রত্যাগমন।
জুলাই	পুলিশ আদালতের হেড ক্লার্ক নিযুক্ত। দমদমে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাগান বাড়িতে অবস্থান।
১৮৫৭, ফেব্রুয়ারি	পুলিশ আদালতের ইণ্টারপ্রেটার নিযুক্ত হন।
১৮৫৮	রত্নাবলী নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করতে অনুরুদ্ধ হন। পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে পরিচয়। নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ ও 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনার সূত্রপাত ; এই নাটকের কিয়দংশ পাঠ করে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রীত হন।

জুলাই ৩১	বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত রত্নাবলী নাটকের মধুসূদনকৃত ইংরাজি অনুবাদ বিদেশী দর্শকদের নিকট সমাদৃত হয়।
নভেম্বর	'শর্মিষ্ঠা' নাটক লেখা সম্পূর্ণ হয় ও তার পাণ্ডুলিপি পাঠ করে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি সকলেই মুক্তকণ্ঠে এর প্রশংসা করেন। তাঁরা এই নাটকের প্রকাশ ও অভিনয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আইন-বিষয়ক পড়ায় গভীর মনোনিবেশ। সদর আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি।
১৮৫৯, জানুয়ারি	পুস্তকাকারে "শর্মিষ্ঠা" নাটক প্রকাশ।
সেপ্টেম্বর	বেলগাছিয়া থিয়েটারে শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয়। আরো নাটক ও প্রহসন রচনায় হস্তক্ষেপ।
১৮৬০, জানুয়ারি	কোচবিহারের মহারাজার নিকট কর্মপ্রার্থী। পাইকপাড়ার রাজাদের খরচে মধুসূদনের দুটি প্রহসন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।
ফেব্রুয়ারি	পৈতৃক সম্পত্তির আংশিক উদ্ধার। কলিকাতায় সদর আইন পরীক্ষা বন্ধ থাকায় বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ার ইচ্ছা।
এপ্রিল	'পদ্মাবতী নাটক' পুস্তকাকারে প্রকাশ।
মে	অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' পুস্তকাকারে প্রকাশ।
১৮৬০ সেপ্টেম্বর	পাদ্রী লঙ্ সাহেবের অনুরোধে 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করেন।
১৮৬১ জানুয়ারি	'মেঘনাদবধ কাব্য' ১ম খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশ।
ফেব্রুয়ারি ১৫	কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে মধুসূদনের সংবর্ধনা; তাঁকে একটি মানপত্র ও একটি পানপাত্র উপহারস্বরূপ প্রদান করা হয়।
মার্চ	পাদ্রী লঙ্ সাহেবের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে নীলদর্পণের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।
এপ্রিল	'মেঘনাদবধ কাব্য'—২য় খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশ।
জুলাই	'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' পুস্তকাকারে প্রকাশ।
আগস্ট	'কৃষ্ণকুমারী নাটক' পুস্তকাকারে প্রকাশ।
সেপ্টেম্বর	'আত্মবিলাপ' কবিতা রচনা। (আশ্বিন সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত)।
অক্টোবর	জমিদারির কিছু অংশ পত্তনী দিয়ে বিলাত গমনের পাথেয় সংগ্রহের প্রয়াস।
ডিসেম্বর	খিদিরপুরের পৈতৃক ভদ্রাসন সম্পর্কিত মামলায় জয়লাভ। বিদ্যাসাগর ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুরোধে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুর পর তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ।
১৮৬২ জানুয়ারি	পৈতৃক সম্পত্তির বিষয়ে যথোপযুক্ত বিলিব্যবস্থা। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' পুস্তকাকারে প্রকাশ।

মে	খিদিরপুরের ভদ্রাসন বন্ধুবর কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রি করে দেন। সাগরদাঁড়ির ভদ্রাসন এবং আরো কয়েকটি বিষয়সম্পত্তি পিসতুতো ভাই বৈদ্যনাথ ও দ্বারকানাথ মিত্রকে দানপত্র করে লিখে দেন।
১৮৬২, জুন ৪	'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা রচনা।
জুন ৯	স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের কলিকাতায় বসবাসের উপযুক্ত করে একা বিলাত গমন।
জুলাই	মাসের শেষভাগে ইংলণ্ডে উপনীত। অবিলম্বে গ্রেজ ইন্-এ ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য ভর্তি হন। বছরের শেষেব দিক থেকেই কলিকাতা থেকে নিয়মিতভাবে টাকা আসা বন্ধ হয়। অর্থাভাবে বিষম বিপদের সম্মুখীন হন।
১৮৬৪	
মে	পুত্রকন্যাসহ পত্নীর বিলাতে আগমন। নিরুপায মধুসূদন চরম আর্থিক অনটনে ইংলণ্ডেব বাস উঠিযে প্যাবিসে চলে যান এবং সেখান থেকে ভার্সাই গিয়ে অত্যন্ত দৈন্যাবস্থায় দিনযাপন আবম্ভ কবেন।
জুন ২	ভার্সাই থেকে বিদ্যাসাগরকে নিদারুণ আর্থিক অবস্থাব বর্ণনা দিয়ে প্রথম চিঠি দেন।
জুন ৩	বিদ্যাসাগরের নিকট দ্বিতীয় চিঠি।
জুন ১৮	কলিকাতা পুলিশের কর্মচারী প্রাণকৃষ্ণেব মাধ্যমে বিদ্যাসাগবকে তৃতীয় চিঠি।
আগস্ট ২	বিদ্যাসাগর প্রথম কিস্তিতে মধুসূদনকে দেড় হাজার টাকা সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন।
সেপ্টেম্বর ২	তারপর বিদ্যাসাগর আপন দায়িত্বে আরো আট হাজার টাকা অন্যের কাছ থেকে ধার করে পাঠান। এই অর্থ-প্রাপ্তির পব মধুসূদন আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হন। এই সময়ে তিনি কয়েকটি য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন ও সনেট (চতুর্দশপদী কবিতা) রচনায হাত দেন।
১৮৬৫ মে	বিদ্যাসাগরকে মধুসূদন তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির প্রতিনিধিরূপে ওকালতনামা করে দেওয়ার পর তিনি কবির বিষয় সম্পত্তি বন্ধক রেখে আরো বার হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন এবং অনতিবিলম্বে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরবার উপদেশ দেন। মহাকবি দান্তের ষষ্ঠ শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে কবিতা রচনা (ইতালি ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ সহ) করে ইতালিব সম্রাটকে উপহার দেন।
১৮৬৫	পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ব্যারিস্টারি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন।
১৮৬৬,জানুয়ারি	লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতপ্রবর গোল্ডস্টুকরের মাধ্যমে বাংলাভাষার অধ্যাপকপদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ পান।
আগস্ট	চতুর্দশ কবিতাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ।

নভেম্বর ১৭	গ্রেজ ইন থেকে সসম্মানে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।
ডিসেম্বর	ভার্সাইতে প্রত্যাগমন ও স্বদেশে আসবার জন্য প্রস্তুতি।
১৮৬৭ জানুয়ারি	স্ত্রীপুত্র কন্যাকে ফ্রান্সে রাখবার ব্যবস্থা করে মধুসূদন আর্থিক কারণে একাকী ভার্সাই বন্দর থেকে স্বদেশাভিমুখে রওনা হন।
ফেব্রুয়ারি	কলকাতায় প্রত্যাগমন করে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন।
মার্চ	হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তির উদ্ভব হয়।
এপ্রিল	অবশেষে বিদ্যাসাগর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সুপারিশক্রমে বিরূপ অবস্থার পরিবর্তন।
মে	মধুসূদন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার অনুমতি লাভ করেন। ব্যয়বহুল স্পেন্সেস হোটেলে অবস্থান—আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও ঋণের বোঝা হ্রাস হয় না। ঋণ পরিশোধের জন্য বিদ্যাসাগরের তাগাদা।
১৮৬৮, জানুয়ারি	বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করেন।
১৮৬৯, মে	পুত্রকন্যাসহ পত্নী আঁরিয়েতার কলিকাতায় আগমন। মধুসূদন স্পেন্সেস হোটেল ত্যাগ করে, লাউডন স্ট্রীটের একটি প্রশস্ত বাড়িতে উঠে এসে বসবাস করতে থাকেন।
১৮৭০, জুন	প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে মধুসূদন হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের চাকরি গ্রহণ করেন (Examiner of the Privy Council Records of the High Court.]
১৮৭১, সেপ্টেম্বর	'হেক্টরবধ কাব্য' পুস্তকাকারে প্রকাশ। হাইকোর্টের চাকরি ত্যাগ। কার্যোপলক্ষ্যে ঢাকায় গমন। সেখানে সংবর্ধনা।
১৮৭২, জানুয়ারি	পুরুলিয়া যান এবং সেখানে একটি বালকের খ্রীস্টধর্ম দীক্ষায় ধর্মপিতার কাজ করেন। লাউডন স্ট্রীটের বাসা পরিবর্তন করে ইণ্টালির বেনেপুকুরে বাসা নেন। পঞ্চকোটের রাজার আইন উপদেষ্টা নিযুক্ত হন; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিরক্ত হয়ে এই কাজ ছেড়ে দেন। স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি।
সেপ্টেম্বর	আবার হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যবশত আইনব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন না।
ডিসেম্বর	বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য 'মায়াকানন' নাটক রচনা; উক্ত থিয়েটারের মালিক শরৎচন্দ্র ঘোষ এ সময়ে মধুসূদনকে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করেন।
১৮৭৩, এপ্রিল	ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য উত্তরপাড়ায় আগমন ও সেখানে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লাইব্রেরী ভবনের দ্বিতলে কিছুকাল সপরিবারে অবস্থান।

মে — স্বাস্থ্যের আরো অবনতি ; পত্নী আঁরিয়েতাও বিষম জ্বরে আক্রান্ত হন। উত্থানশক্তি রহিত অবস্থায় বেনেপুকুরের বাসায় প্রত্যাবর্তন।

জুন — উত্তরোত্তর রোগের বৃদ্ধিতে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন।

জুন ২৬ — বেনেপুকুরের বাসাবাড়িতে পত্নীর মৃত্যু।

জুন ২৯ — রবিবার। হাসপাতালে বেলা দুটার সময় মধুসূদনের মৃত্যু।

জুন ৩০ — সোমবার অপরাহ্নে লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে মধুসূদনের শবদেহ পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সমাধিস্থ করা হয়।

৩. মধুসূদনের সময়ের ঘটনাপঞ্জী

১৮২৪ — সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত।
চার্চ মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য দ্বিতীয় একটি সমিতি স্থাপিত।

১৮২৫ — বঙ্গদূত পত্রিকার আবির্ভাব। রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ প্রয়াস—দ্বিতীয় পর্যায়।

১৮২৮ — ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের প্রচেষ্টায় মাসিক ইংরাজি পত্রিকা 'এথিনিয়ম'। ডিরোজিও কর্তৃক একাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত। রাধাকান্ত দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল স্থাপিত।

১৮২৯ — সতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ। বাঙালির প্রথম ব্যাঙ্কিং প্রয়াস ; দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্তৃক ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত।

১৮৩০ — রাধাকান্ত দেব কর্তৃক ধর্মসভা স্থাপিত। য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েশন (হিন্দু কলেজ হেয়ার স্কুল ও রামমোহনের স্কুলের ছাত্রদের মিলিত প্রয়াস) স্থাপিত। রামমোহনের ইংলণ্ড যাত্রা।

১৮৩১ — ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকার আবির্ভাব। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' প্রকাশিত। ডিরোজিওর মৃত্যু। কে. এম. ব্যানার্জির 'ইনকোয়ারার' প্রকাশিত। ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা। আলেকজাণ্ডার ডাফের নিকট কে. এম. ব্যানার্জির খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ। রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা স্থাপিত।

১৮৩৩ — ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু। একটি যুগের অবসান।

১৮৩৫ — কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাপ্রদ আইন প্রবর্তিত। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি (বর্তমান নাম ন্যাশনাল লাইব্রেরি) স্থাপিত।

১৮৩৮ — হিন্দু কলেজের ছাত্রদের 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা স্থাপিত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপিত।

১৮৪২ — জ্ঞানোপার্জিকা সভার মুখপত্র দ্বিভাষী সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা : সম্পাদক—অক্ষয়-কুমার দত্ত।

১৮৪৬ — মধুসূদনের সহপাঠী ও বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ।

১৮৪৭ — মধুসূদনের সহপাঠী প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে বারাসতে অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত।

১৮৪৮ — ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু বেথুনের কলিকাতা আগমন। ফৌজদারি আইনের সংস্কার ও ব্যবস্থা-সচিব বেথুন কর্তৃক চারটি নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও তার বিরুদ্ধে কোম্পানির ইংরেজদের প্রবল আন্দোলন। সাপ্তাহিক 'সম্পদ রসসাগর' পত্রিকার আবির্ভাব।

১৮৫১ — ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত। বেথুনের মৃত্যু এবং তাঁর স্মৃতিতে বেথুন সোসাইটি স্থাপিত। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত।

১৮৫২ — 'জ্ঞানপ্রকাশিকা' সভা (বর্তমান নাম ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ) স্থাপিত।

১৮৫৩ — হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার আবির্ভাব।

১৮৫৪ — প্রথম স্ত্রী-পাঠ্য পত্র 'মাসিক পত্রিকা'। হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রথম সচিত্র বাংলা মাসিক পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর আবির্ভাব। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের কিছু অংশ প্রথম এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক' প্রকাশিত।

১৮৫৫ — বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। কালীপ্রসন্নের অর্থানুকূল্যে ও বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় 'সর্ব-শুভঙ্করী' মাসিক পত্রিকা।

১৮৫৬ — বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ। এই বৎসরের ৭ই ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার আবির্ভাব। ওয়ার্ডস ইনস্টিটুসন স্থাপিত।

১৮৫৭ — সিপাহী বিদ্রোহ। কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপিত। মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হওয়ার পর এই সভার পক্ষ থেকেই মধুসূদন সংবর্ধিত হন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত। নীলকর আন্দোলন।

১৮৫৮ — কথ্যভাষায় রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত।

১৮৫৯	সাম সিংহের উদ্যোগে বাংলা ভাষায় মহাভারতের অনুবা আরম্ভ।
১৮৬০	'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত। ইণ্ডিগো কমিশন। মদনমোহন গোস্বামী ও জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় প্রথম বাংলা দৈনিক 'পরিদর্শক।'
১৮৬১	হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু। কেশবচন্দ্র সেন ও মনোমোহন ঘোষের উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার আবির্ভাব। কালীপ্রসন্ন সিংহের অর্থানুকূল্যে ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'মুখার্জি'স্ ম্যাগাজিন' প্রকাশিত। কেশবচন্দ্র সেন ও উমেশচন্দ্র দত্তের উদ্যোগে অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার জন্য 'বামাবোধিনী' সভা ও পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত।
১৮৬২	কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' উপন্যাস প্রকাশিত। প্যারীচরণ সরকার কর্তৃক 'সুরাপান নিবারণী সভা (বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি) স্থাপিত।
১৮৬৪	বিদ্যাসাগর কর্তৃক মেট্রোপলিটন স্কুল স্থাপিত।
১৮৬৬	মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণ।
১৮৬৭	বেঙ্গল সোসাল সায়ান্স এসোসিয়েশন স্থাপিত। নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে চৈত্র মেলা (পরবর্তী কালের হিন্দু মেলা স্থাপিত ও বাংলাভাষায় জাতীয় সংগীতের সূচনা।
১৮৬৮	সাপ্তাহিক বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকার আবির্ভাব।
১৮৬৯	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা স্থাপিত বঙ্গরঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রথম আবির্ভাব।
১৮৭০	কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত এক পয়সা দামের প্রথম বাংলা সাপ্তাহি 'সুলভ সমাচার'। কেশবচন্দ্র কর্তৃক ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসে সিয়েশন স্থাপিত।
১৮৭১	কলিকাতায় ফিমেল নর্মাল য়্যাণ্ড য়্যাডল্ট স্কুল স্থাপিত।
১৮৭২	বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দু ফ্যামিলি এনুটি ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্বোধন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকার আবির্ভাব। বিশেষ বিবাহ আইন।
১৮৭৩	বিদ্যাসাগর কর্তৃক বাঙালীর প্রথম বেসরকারী কলেজ—মেট্রো পলিটান কলেজ—স্থাপিত। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃ হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু।

৪. মধুসূদনের রচনাপঞ্জী

কবির সম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও রচনাবলীর এক তালিকা এখানে দেওয়া হল। ছাত্রজীবন থেকেই মধুসূদন লেখক এবং জীবনের শেষ দি পর্যন্ত তিনি লেখক ছিলেন। বাণীর আরাধনায় তিনি ক্লান্তি জানতেন না। অপরিণত বয়সের ইংরাজি কবিতাগুলির মধ্যেই তাঁর প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ছিল।

ক, বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯), ২। একেই কি বলে সভ্যতা ? (১৮৬০) ৩। বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), ৪। পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০), ৫। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০), ৬। মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), ৭। ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), ৮। কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১), ৯। বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), ১০। চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬), ১১। হেক্টর বধ (১৮৭১), ১২। মায়াকানন (১৮৭৪)।

খ. বাংলা অসম্পূর্ণ রচনাবলী

১। বীরাঙ্গনা কাব্য ২য় ভাগ, ২। ব্রজাঙ্গনা কাব্য ২য় ভাগ, ৩। সিংহল বিজয় কাব্য, ৪। পাণ্ডব বিজয় কাব্য, ৫। সুভদ্রা-হরণ কাব্য, ৬। দ্রৌপদী স্বয়ম্বর কাব্য, ৭। মৎস্যগন্ধা (কাব্য) ৮। বিষ না ধনুর্গুণ (নাটক), ৯। নীতিমূলক কবিতাবলী, ১০। রিজিয়া (নাট্যকাব্য), ১১। বিবিধ কবিতাবলী।

. ইংরাজী রচনাবলী

1. Captive Ladie (Poem) (1849), 2. Visions of the Past (Poem). 1849), 3. Rizia, Empress of Inde (Drama) (1849), 4. The Anglo-Saxon and the Hindu (1854), 5. Ratnavali (Drama), (1858), 6. Sermista (Drama : Translation) (185)), 7. Nil Durpan (Drama : Translation) (1861), 8. Tilottama (Poem : Incomplete), 9. Queen Seeta (Poem, Incomplete), 10. Upsori (Poem : Incomplete), 11. Miscellaneous Poems, 2. Letters.

৫. কবি মধুসূদন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

১। যোগীন্দ্রনাথ বসু—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত
২। নগেন্দ্রনাথ সোম—মধুস্মৃতি
৩। শশাঙ্কমোহন সেন—মধুসূদন (অন্তর্জীবন ও প্রতিভা)
৪। মোহিতলাল মজুমদার—কবি শ্রীমধুসূদন
৫। দীননাথ সান্যাল (সম্পাদিত) মেঘনাদবধ কাব্য
৬। প্রমথনাথ বিশী—মাইকেল মধুসূদন
৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য—গীতিকবি শ্রীমধুসূদন
৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য—মহাকবি শ্রীমধুসূদন
৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য—নাট্যকার শ্রীমধুসূদন
১০। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—মধুসূদন ঃ কবি ও নাট্যকার
১১। জগদীশ ভট্টাচার্য—সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ
১২। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস
১৩। শীতাংশু মৈত্র—যুগন্ধর মধুসূদন
১৪। ক্ষেত্র গুপ্ত—মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প
১৫। ক্ষেত্র গুপ্ত—নাট্যকার মধুসূদন
১৬। জীবেন্দ্র সিংহরায়—মধুসূদনের কাব্যবৃত্ত
১৭। মণি বাগচি—মাইকেল